শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রা বিজয়ন্তে

শ্রীশ্রীল-শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিতে

ষট্‌সন্দর্ভাত্মক-শ্রীশ্রীভাগবতসন্দর্ভে

পঞ্চমঃ

শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ

বঙ্গানুবাদসহিতঃ

অকিঞ্চন-

শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়েন

সম্পাদিতঃ

'শ্রীপুরীদাসগোস্বামিট্রষ্ট' পক্ষতঃ প্রকাশিতঃ

শ্রীশ্রীমদ্পুরীদাসগোস্বামিমহোদয়স্য পঞ্চচত্বারিংশত্তম তিরোভাববাসরে
২০০২তমেঽব্দে এপ্রিলমাসস্য প্রথমদিবসে প্রকাশিতঃ

ভুবনেশ্বরস্থ গোস্বামিপ্রেসতঃ মুদ্রিতঃ

প্রাক্‌কথন

মদীয় গুরুদেব শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তাহার পাঠ মিলাইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণের রচিত গ্রন্থসম্পাদনায়ই তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐসব গ্রন্থসম্পাদনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি যদি না আসিতেন তাহা হইলে জগতে বৈষ্ণব গোস্বামিগণের রচিত গ্রন্থের শুদ্ধ সংস্করণ পাওয়া স্বপ্নই হইত। তিনি সর্বদা তাঁহার অনুগতগণকে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন এবং তদনুযায়ী আচরণ করিতে উপদেশও দিতেন। তাঁহার উপদেশানুযায়ী সকলে আচরণ করিতেছেন কি না তাহা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেন এবং যাহারা করিতেন না তাহারা যাহাতে করিতে যত্নবান্ হন সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তাগিদ করিতেন।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত না বুঝিলে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ এবং তৎ সাধন সম্পর্কে কোন জ্ঞানই হইবে না বলিয়া তিনি সব সময়েই বলিতেন। তাঁহার সমস্ত শিক্ষা ও আচরণ সর্বতোভাবে শ্রীভক্তিসন্দর্ভের শিক্ষার উপরই আধারিত ছিল।

তিনি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ মার্চমাসে অপ্রকটলীলা করিলেন। তাঁহার অপ্রকটের বহু বৎসর পরে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীধামবৃন্দাবনে এক দিন তাঁহার গ্রন্থাগারের গ্রন্থসব দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত শ্রীভক্তিসন্দর্ভের একটি পাণ্ডুলিপি পাইলাম। তাহার সঙ্গে তাঁহার সম্পাদিত শ্রীভক্তিসন্দর্ভের একটি সংশোধিত গ্রন্থও পাইলাম। পাঠ মিলাইয়া দেখিলাম যে, সংশোধিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সর্বতোভাবে মিলিয়া যাইতেছে। পূর্ব হইতেই ষট্‌সন্দর্ভ ও অন্যান্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পাইয়াছিলাম। সংশোধিত গ্রন্থ দেখিবার পর বঙ্গানুবাদ সহ মূল গ্রন্থ সর্বাগ্রে ছাপিবার বাসনা জাগিল। কারণ শ্রীভক্তিসন্দর্ভই তাঁহার পরম প্রিয় গ্রন্থ ছিল। এই গ্রন্থ পুনঃ সম্পাদনের সময় তাঁহার সম্পাদিত পূর্ব শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে ইহাতে অনুচ্ছেদ সংখ্যা ও বিষয় বস্তুতে কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন তাঁহার দ্বারাই করা হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার অপ্রকটের পর এই গ্রন্থ হস্তগত হওয়ায় সে বিষয়ে কিছু জানা সম্ভবপর হয় নাই। মূল গ্রন্থের সংশোধন সর্বত্র তাঁহার নিজের হাতের লেখায়ই হইয়াছে। উক্ত সংশোধিত মূল গ্রন্থ আমার নিকট সংরক্ষিত আছে।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ মার্চমাসে তিনি বলিয়াছেন – "পরম করুণ শ্রীজীবপাদ বদ্ধজীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া শ্রীষট্‌সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। এই ছয়টি সন্দর্ভের পঠন-পাঠন বিশেষভাবে প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ষট্‌সন্দর্ভের আলোচনা যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই তথাকথিত বৈষ্ণবসমাজ হইতে ভক্তি-বিরুদ্ধ মতবাদ দূর হইতে থাকিবে। সন্দর্ভগুলির আলোচনা করিলে প্রকৃত ভাগবত-ধর্মের বিষয়ে শুদ্ধজ্ঞান জন্মিবে। অত্যন্ত বদ্ধ-দশা হইতে কিরূপে ক্রমে ক্রমে জীবগণ চরম উন্নতি অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে, শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভে সুবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সেইসকল বিষয় শ্রীজীবপ্রভু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জীবদুঃখদুঃখী শ্রীজীবপাদের যে কি অসাধারণ করুণা, তাহা ভাষায় প্রকাশের সাধ্য কাহারও নাই। বিপুলভাবে ষট্‌সন্দর্ভের প্রচার হওয়া একান্ত আবশ্যক। মূলসহ সরল বাংলা-ভাষায় উহা অনুবাদ করিয়া রাখা হইয়াছে। যদি শ্রীগৌরহরির ও শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণের কৃপাদৃষ্টি হয়, তবে ভবিষ্যতে কাহারও না কাহারও দ্বারা এই কার্যটি সম্পন্ন হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠের পূর্বে ভাল করিয়া ষট্‌সন্দর্ভ আলোচনা করা আবশ্যক; তাহা হইলেই চরিতামৃতের সিদ্ধান্তগুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীজীবপাদ কৃপা না করিলে শ্রীমদ্ভাগবতীয় ভক্তি-সিদ্ধান্ত কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইবে না।"

তাঁহার এই উক্তিগুলি স্মৃতিপথে উদিত হইয়া মাদৃশ দীনের হৃদয়ে বঙ্গানুবাদ সহিত ঐসকল গ্রন্থ প্রকাশ করিবার দৃঢ়সংকল্প জাগিল। তাঁহার অহৈতুকী কৃপায়ই শ্রীভক্তিসন্দর্ভ প্রকাশিত হইলেন। অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঙ্গাধর ষড়ঙ্গী মহাশয় বহু শ্রম স্বীকারপূর্বক এই গ্রন্থের প্রুফসংশোধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীগুরুদেব প্রকট থাকিলে ইহা দেখিয়া কতই যে আনন্দিত হইতেন, তাহা বলিবার ভাষা নাই। যাহা হউক অপ্রকটপ্রকাশেও তিনি যে ইহা দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইবেন, ইহা ধ্রুব সত্য। বস্তুতঃ সর্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের আনন্দবিধানই শিষ্যের একমাত্র কর্তব্য। তিনি আনন্দিত হইয়া কৃপাশীর্বাদ করিলে নিতান্ত অযোগ্যের পক্ষেও শুদ্ধভক্তিলাভ সহজসাধ্য হইবে। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন – "হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ।" অর্থাৎ শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব ত্রাণ করিবেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। সেইজন্য সর্বপ্রকার প্রযত্ন করিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিতে হইবে।

মাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিহীন বরাকের দ্বারা এই গ্রন্থপ্রকাশরূপ দুরূহ কার্য সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও তাঁহার অহৈতুকী কৃপায়ই ইহা সম্ভব হইয়াছে। সমস্ত প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও এই দীনের অজ্ঞতাহেতু মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ ইহা নির্ভুলভাবে প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

হে শুদ্ধভক্তিসাধনেচ্ছু সুধী পাঠকবৃন্দ! এ গ্রন্থস্থিত মুদ্রণজনিত ত্রুটি সংশোধনপূর্বক ইহা পাঠ করিতে বিনীত প্রার্থনা। আপনারা এ নরাধমের মস্তকে পাদপদ্ম ধারণপূর্বক কৃপাশীর্বাদ করুন যাহাতে সে তাহার অভীষ্টদেবের কৃপালাভের জন্য সতত ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক তাঁহার উপদিষ্ট শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিতে করিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার কৃপাভাজন হইতে পারে।

মাদৃশ সর্বসাধনহীন নানা অনর্থগ্রস্ত পতিত দুরিত জীবের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী কৃপার তুলনা নাই। কিন্তু তাঁহার ঐ কৃপাবরণের যোগ্যতার অভাবে এ নরাধমের প্রতি তাঁহার সমস্ত কৃপা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তথাপি তিনি অদোষদর্শী। নিজগুণে এ নরাধমের সমস্ত অযোগ্যতা দূর করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অবশ্যই স্থান দিবেন, এই আশাবদ্ধ লইয়া পড়িয়া আছি। তাঁহার প্রীতিসম্পাদনের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থমুদ্রণের প্রয়াস।

বিনীত
শ্রীগুরুপাদপদ্মরেণুপ্রার্থী
অধম দিবাকর

তাঁহার এই উক্তিগুলি স্মৃতিপথে উদিত হইয়া মাদৃশ দীনের হৃদয়ে বঙ্গানুবাদ সহিত ঐসকল গ্রন্থ প্রকাশ করিবার দৃঢ়সংকল্প জাগিল। তাঁহার অহৈতুকী কৃপায়ই শ্রীভক্তিসন্দর্ভ প্রকাশিত হইলেন। অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঙ্গাধর ষড়ঙ্গী মহাশয় বহু শ্রম স্বীকারপূর্বক এই গ্রন্থের প্রুফসংশোধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীগুরুদেব প্রকট থাকিলে ইহা দেখিয়া কতই যে আনন্দিত হইতেন, তাহা বলিবার ভাষা নাই। যাহা হউক অপ্রকটপ্রকাশেও তিনি যে ইহা দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইবেন, ইহা ধ্রুব সত্য। বস্তুতঃ সর্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের আনন্দবিধানই শিষ্যের একমাত্র কর্তব্য। তিনি আনন্দিত হইয়া কৃপাশীর্বাদ করিলে নিতান্ত অযোগ্যের পক্ষেও শুদ্ধভক্তিলাভ সহজসাধ্য হইবে। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন – "হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ।" অর্থাৎ শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব ত্রাণ করিবেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। সেইজন্য সর্বপ্রকার প্রযত্ন করিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিতে হইবে।

মাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিহীন বরাকের দ্বারা এই গ্রন্থপ্রকাশরূপ দুরূহ কার্য সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও তাঁহার অহৈতুকী কৃপায়ই ইহা সম্ভব হইয়াছে। সমস্ত প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও এই দীনের অজ্ঞতাহেতু মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ ইহা নির্ভুলভাবে প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

হে শুদ্ধভক্তিসাধনেচ্ছু সুধী পাঠকবৃন্দ! এ গ্রন্থস্থিত মুদ্রণজনিত ত্রুটি সংশোধনপূর্বক ইহা পাঠ করিতে বিনীত প্রার্থনা। আপনারা এ নরাধমের মস্তকে পাদপদ্ম ধারণপূর্বক কৃপাশীর্বাদ করুন যাহাতে সে তাহার অভীষ্টদেবের কৃপালাভের জন্য সতত ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক তাঁহার উপদিষ্ট শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিতে করিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার কৃপাভাজন হইতে পারে।

মাদৃশ সর্বসাধনহীন নানা অনর্থগ্রস্ত পতিত দুরিত জীবের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী কৃপার তুলনা নাই। কিন্তু তাঁহার ঐ কৃপাবরণের যোগ্যতার অভাবে এ নরাধমের প্রতি তাঁহার সমস্ত কৃপা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তথাপি তিনি অদোষদর্শী। নিজগুণে এ নরাধমের সমস্ত অযোগ্যতা দূর করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অবশ্যই স্থান দিবেন, এই আশাবদ্ধ লইয়া পড়িয়া আছি। তাঁহার প্রীতিসম্পাদনের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থমুদ্রণের প্রয়াস।

বিনীত
শ্রীগুরুপাদপদ্মরেণুপ্রার্থী
অধম দিবাকর

সমর্পণ

হে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব ! আপনি বহু শিষ্য করিয়া লোকের চোখ ঝলসাইয়া জগদ্গুরু আখ্যাধারণের পক্ষপাতী আদৌ ছিলেন না। যে কয়েকজন দৈবক্রমে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে শ্রীভক্তিসন্দর্ভব্যাখ্যার মাধ্যমে তাহাদের নিজ নিজ অধিকার বিষয়ে সচেতন করাইয়া শুদ্ধভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত করাইতে আপনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। সেজন্য আপনি কি গৃহস্থ কি মঠবাসী সকলকে ক্রমান্বয়ে ডাকাইয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা শুনাইতে যে কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, নিম্ন ঘটনা হইতেই তাহার দিগ্দর্শন পাওয়া যায়।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ মার্চ মাস। তখন মাদৃশ নরাধম মঠবাসিহিসাবে কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে অবস্থান করিতেছিল। এইসময়ে শ্রীভক্তিসন্দর্ভব্যাখ্যা শুনিবার জন্য পত্র পাইল। পত্র পাওয়া মাত্রই ট্রেনে গিয়া মায়াপুরে পঁহুছিল। তখন প্রায় বেলা একটারও বেশি। আপনাকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া না উঠিতেই একজন ব্রহ্মচারী বলিলেন – “প্রসাদ পেয়েছেন ?” তাঁহার এই প্রশ্নে আমার মন একটু ক্ষুণ্ণ হইল। কারণ আমি অনেক দিনের পর এসেছি, শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে একটু কথা না বলিয়া আগেই প্রসাদ পাইতে যাব ! অবশ্য আমি তাঁকে কিছু বলি নাই। আমার মুখভঙ্গী হইতেই তিনি আমার মনের কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন – “আপনি অসন্তুষ্ট হইতেছেন কি ? শ্রীল আচার্যদেব এখন পর্যন্ত জল স্পর্শ করেন নাই। সকলেই তাদের নির্দিষ্ট সেবাকার্য শেষ করিয়া প্রসাদ পেয়ে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এই সম্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি এইভাবেই বসিয়া থাকিবেন।” তাঁহার এইকথা শুনিয়া আমার আশ্চর্যের সীমা রহিল না। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই প্রসাদ পাইতে ছুটিলাম। প্রসাদ পাওয়ার পর মুখ হাত ধুইয়া দাঁড়াইয়াছি, দেখিলাম আপনি সর্বসাধারণ প্রসাদ পাওয়ার ঘরে, যেখানে আমিও প্রসাদ পেয়েছিলাম, গিয়া বসিলেন এবং খুব কম সময়ের মধ্যেই প্রসাদ-সেবন শেষ করিয়া পাছে কেহ আপনার উচ্ছিষ্ট লইয়া যায়, সেইজন্য নিজের উচ্ছিষ্টপত্র নিজে উঠাইয়া উচ্ছিষ্টগর্তে নিক্ষেপ করিলেন এবং মুখ হাত ধুইয়া সেখান হইতে সোজা নাটমন্দিরে গিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। আপনার সেই উচ্ছিষ্টপত্রধারী মূর্তি এখনও আমার চোখে ভাসিতেছে। তখন প্রায় বেলা দুইটা। তখনথেকেই রাত্রি সাতটা কিংবা আটটা পর্যন্ত বসিয়া অনর্গল পরমাবেশের সহিত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিতেন। ইহা দৈনন্দিনের ঘটনা। কি অভূতপূর্ব কায়ক্লেশবরণ ! কেবল শিষ্যগণকে শুদ্ধভক্তিপথের যোগ্য পথিক করাইবার জন্যই আপনার এতাদৃশ প্রচেষ্টা।

কি অনন্যসাধারণ আপনার আচরণ ! কোথায় শিষ্য গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করার কথা, তাহা ত দূরে গেল, আপনি নিজেই আপনার উচ্ছিষ্টপত্র উঠাইয়া উচ্ছিষ্টগর্তে নিক্ষেপ করিলেন ! এইরূপ অসাধারণ আচরণকারী ব্যক্তি অধুনা এ জগতে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

অনুসন্ধান করিয়া পরে বুঝিলাম যে, যাহারা রন্ধন, গোসেবা, বাসনমাজা ও বাগানের কাজ ইত্যাদি করে, তাদের মধ্যে সকলেই যেন শুনিতে সুযোগ পায়, সেই উদ্দেশ্যেই আপনার এই কঠোর আচরণ। আপনার অনুগতসকলকে ভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত শুনাইয়া তাহাদিগকে শুদ্ধভক্তিপথে অগ্রসর করাইবার জন্য আপনার যে কি ব্যগ্রতা ছিল, এই আচরণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হে অনুগতবৎসল ! শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত ভালভাবে না জানিলে শুদ্ধভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব – আপনি এই সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্তামৃতে স্নাত করাইবার জন্য

যে কি নিরবচ্ছিন্ন প্রযত্ন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যে কি অচিন্তনীয় কায়ক্লেশ বরণ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে আপনি যে কি পরিমাণে অনুগতবৎসল ছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেবল যে ভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে শুনাইয়াছেন তাহা নহে, অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতাদর ও প্রতিষ্ঠার মস্তকে দৃঢ় পদাঘাতরূপ আপনার অসাধারণ আচরণদ্বারাও আপনি সকলের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিয়াছেন।

প্রতিষ্ঠাবর্জনসম্বন্ধে আপনার আচরণের কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ নৃসিংহচতুর্দশীর দিন আপনি এ নির্ঘৃণকে শ্রীধামপুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আপনি পুরী হইতে যেদিন কোলকাতা অভিমুখে রেলযোগে যাত্রা করিলেন সেদিন আপনাকে বিদায় দেওয়ার জন্য ষ্টেসনে গিয়াছিলাম। গাড়ি ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্বে আপনাকে পঞ্চাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম করায় আপনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন – "Am I an exhibit ? Don't make me an exhibit." আমার তখন বয়স মাত্র ১৭বৎসর। আপনার এই কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আপনার কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না অনুমান করিয়াই আপনি স্নেহভরা কণ্ঠে বলিলেন – "বুঝিতে পারিলে না ? ট্রেনে, ষ্টিমারে, হাটে, বাজারে এইরকম দণ্ডবৎ করিতে নাই। বুঝিতে পারিলে ?" তখন আমি মাথা নড়াইয়া আমার সম্মতি জানাইলাম। তারপর রেলগাড়ি চলিতে আরম্ভ করায় আমি দুইহাত যোড় করে নমস্কার করিলাম। আপনি হাতে ইঙ্গিত করিয়া সেইভাবে করিতে বলিলেন। নিজ সম্মানের জন্য আপনি কতটা নিঃস্পৃহ ছিলেন আপনার এই আচরণই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এইরূপে আপনার প্রত্যেকটি শিক্ষা শ্রীভক্তিসন্দর্ভের শিক্ষার উপরই আধারিত ছিল এবং আপনার অনুগতসকলকে শুদ্ধভক্তিপথের পথিক করাইতে আপনি সর্বদা তৎপর ছিলেন।

শুদ্ধভক্তিকামী সাধকদের জন্য শ্রীভক্তিসন্দর্ভই পরম উপাদেয় গ্রন্থরত্ন। শ্রদ্ধাসহকারে ইহা পাঠ করিলে অবশ্যই শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ হইবে এবং সাধক তদনুযায়ী চলিতে চেষ্টা করিয়া শুদ্ধভক্তিপথের পথিক হইতে পারিবে।

এই মহদুদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিবার জন্য আপনি খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং আপনার অহৈতুকী কৃপায়ই এই গ্রন্থরত্ন আত্মপ্রকাশ করিলেন।

হে হীনার্থাধিকসাধক শ্রীগুরুদেব ! নিতান্ত অযোগ্য হইলেও পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করাইবার ন্যায় আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া মাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিহীনের দ্বারা এই গ্রন্থরত্নপ্রকাশরূপ দুরুহ কার্য সম্পাদন করাইয়াছেন। আপনার পরমপ্রিয় এই 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থরত্ন' আপনার প্রীতিসম্পাদননিমিত্তই আপনার করকমলে সমর্পণ করা হইল। আপনি এ নরাধমের মস্তকে শ্রীপাদপদ্মধারণপূর্বক তাহাকে কৃপাশীর্বাদ করুন যেন সে আপনার কথামত এই জন্মেই আপনার হৃদয়স্থ ভগবদ্রতি(উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতি)লাভের যোগ্য হইতে পারে।

"যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রা বিজয়ন্তে

শ্রীশ্রীল-শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিতে
ষট্সন্দর্ভাত্মক-

শ্রীশ্রীভাগবতসন্দর্ভে*

পঞ্চমঃ

শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবো জয়তি

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীল-রূপ-সনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্‌বিবিচ্যতে ।।ক।।
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্ত-খণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ ।।খ।।

অত্র পূর্বসন্দর্ভচতুষ্টয়েন সম্বন্ধো ব্যাখ্যাতঃ। তত্র পূর্ণ(চিৎ)-সনাতন(সৎ)-পরমানন্দলক্ষণ-পরতত্ত্বরূপং সম্বন্ধি চ ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানিতি ত্রিধাবির্ভাবতয়া শব্দিতমিতি নিরূপিতম্। তত্র চ ভগবত্ত্বেনৈবাবির্ভাবস্য পরমোৎকর্ষঃ প্রতিপাদিতঃ। প্রসঙ্গেন বিষ্ণ্বাদ্যাশ্চতুঃসনাদ্যাশ্চ তদবতারা দর্শিতাঃ। স চ ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবেতি নির্দ্ধারিতম্। পরাত্ম-বৈভব-গণনে চ তত্তটস্থ-শক্তিরূপাণাং চিদেক-রসানামপ্যনাদি-পরতত্ত্বজ্ঞান-সংসর্গাভাবময়* – তদ্‌বৈমুখ্য-লব্ধচ্ছিদ্রয়া তন্মায়য়া(জীবমায়য়া) বৃত-স্ব-স্বরূপজ্ঞানানাং তয়ৈব সত্ত্বরজস্তমো(গুণ)ময়ে জড়ে প্রধানে রচিতাত্মভাবানাং জীবানাং সংসারদুঃখঞ্চ জ্ঞাপিতম্; যথোক্তমেকাদশে শ্রীভগবতা, (ভা: ১১।২২।৩৪) –

"আত্মাপরিজ্ঞানময়ো বিবাদো, হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং, মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ ।।" ইতি

---
* (১) গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠয়া গিরা। নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ ।।
(২) বেদ্যত্বং রসবত্ত্বঞ্চ ছন্দোঽলঙ্কারমাধুরী। গাম্ভীর্য্যমর্থলালিত্যং সন্দর্ভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।।

ততস্তদর্থং পরমকারুণিকং শাস্ত্রমুপদিশতি। তত্র চ যে কেচিজ্জীবা জন্মান্তরাবৃত্ত-(প্রাপ্ত) তদর্থানুভব-সংস্কার(রুচিময়-বাসনা)বন্তো যে চ তদৈব বা লব্ধ-মহৎকৃপাতিশয়দৃষ্টিপ্রভৃতয়স্তেষাং তাদৃশ-পরতত্ত্বলক্ষণ-স্বতঃসিদ্ধ-নিত্যবর্ত্তমান-বস্তূপদেশ-শ্রবণারম্ভ-মাত্রেণৈব তৎ(শ্রবণ)কালমেব (সমারভ্য) যুগপদেব তৎ(পরতত্ত্ব)-সাম্মুখ্যম্ (উপাসনং) তদনুভবোঽপি (সাক্ষাৎকারঃ) জায়তে; যথোক্তম্, — (ভা: ১।১।২) **"কিংবাপরৈরীশ্বরঃ, সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ" ইতি**। ততস্তেষাং (সুকৃতীনাং) নোপদেশান্তরাপেক্ষা; যাদৃচ্ছিকমুপদেশান্তরশ্রবণং তু তল্লীলাদিশ্রবণবত্তদীয়-রসস্যৈবো (প্রীতেরেবো)-দ্দীপকম্; — যথা শ্রীপ্রহ্লাদাদীনাম্। অথান্যেষাং (দুষ্কৃতীনাং) তচ্ছ্রবণমাত্রেণ তাদৃশত্বং বীজায়মানমপি কামাদি-বৈগুণ্যেন দোষেণ তদেব প্রতিহতং তিষ্ঠতি, — (ভা: ৭।৯।৩৯)

"নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ, সংপ্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হরষশোকভয়ৈষণার্ত্তং, তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ ॥"

ইতি দীনম্মন্য-শ্রীমৎপ্রহ্লাদ-বচনানুসারেণান্যেষামেব (দুষ্কৃতীনামেব) তৎ(হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তি)প্রাপ্তেঃ। এবমেবোক্তং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, —

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি। ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্‌বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা ॥
অনেকজন্মজনিত-পুণ্যরাশিফলং মহৎ। সৎসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে ॥" ইতি।

ততো মুখ্যেন তাৎপর্যেণ পরতত্ত্বে পর্য্যবসিতেঽপি তেষাং পরতত্ত্বাদ্যুপদেশস্য কিমভিধেয়ং (বিধেয়ং) প্রয়োজন(ফল)ঞ্চেত্যপেক্ষায়াং তদবান্তর(সম্বন্ধিরূপ-পরতত্ত্বান্তর্গত)তাৎপর্যেণ তদ্দ্বয়-(অভিধেয়-প্রয়ো-জনাখ্য-দ্বয়)মুপদেষ্টব্যম্। তত্রাভিধেয়ং তদ্‌বৈমুখ্য-বিরোধিত্বাত্তৎসাম্মুখ্যমেব; তচ্চ তদুপাসনলক্ষণম্, — যত এব তজ্জ্ঞানমাবির্ভবতি। প্রয়োজনঞ্চ তদনুভবঃ; স চান্তর্বহিঃসাক্ষাৎকার-লক্ষণঃ; — যত এব স্বয়ং কৃৎস্নদুঃখ-নিবৃত্তির্ভবতি। তদেতদুভয়ং যদ্যপি পূর্বত্র সিদ্ধোপদেশ(লব্ধোপদেশ) এবাভিপ্রেতমস্তি, যথা 'তব গৃহে নিধিরস্তি' ইতি শ্রুত্বা কশ্চিদ্দরিদ্রস্তদর্থং প্রযততে লভতে চ তমিতি, তদ্‌বৎ; তথাপি তচ্ছৈথিল্য-নিরাসায় পুনস্তদুপদেশঃ।

তদেবং তান্ প্রত্যনাদিসিদ্ধ-তজ্জ্ঞানসংসর্গাভাবময়-তদ্‌বৈমুখ্যাদিকং দুঃখহেতুং বদন্ ব্যাধিনিদান-বৈপরীত্যময়-চিকিৎসানিভং তৎসাম্মুখ্যমুপদিশতি, — (ভা: ১১।২।৩৭)

(১) **"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।**
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥"

টীকা চ — "যতো **ভয়ং তন্মায়য়া** ভবেদতো **বুধো** বুদ্ধিমান্ **তমেবাভজেদু**পাসীত। ননু ভয়ং দেহাদ্য**ভিনিবেশতো** ভবতি, স চ দেহাদ্যহঙ্কারতঃ, স চ স্বরূপাস্ফুরণাৎ; কিমত্র তস্য মায়া করোতি ? অত আহ, — **ঈশাদপেতস্য** ইতি; ঈশ-বিমুখস্য **তন্মায়য়াঽস্মৃতিঃ** স্বরূপাস্ফূর্ত্তিস্ততো **বিপর্য্যয়ো** দেহোঽস্মীতি, ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাদ্ভয়ং ভবতি। এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষ্বপি মায়াসু। উক্তঞ্চ ভগবতা, (গী: ৭।১৪) — "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" ইতি। **একয়াঽ**ব্যভিচারিণ্যা **ভক্ত্যা** ভজেত। কিঞ্চ, **গুরুদেবতাত্মা** — গুরুরেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ" ইত্যেষা। শ্রীকবির্বিদেহম্ ॥১॥

সুপ্রসিদ্ধ, অপ্রাকৃততত্ত্বজ্ঞানে সুপণ্ডিত, সাধুপ্রবর শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল সনাতনগোস্বামীর সন্তোষবিধানের জন্য দক্ষিণদেশজাত শ্রীগোপালভট্ট পুনরায় (অর্থাৎ পূর্ববর্তী চারিটি সন্দর্ভে বিচারের পর এই শ্রীভক্তিসন্দর্ভে) এই শ্রীমদ্ভাগবত বিচার করিতেছেন ॥ক॥

সেই শ্রীগোপালভট্টের লিখিত প্রাচীন গ্রন্থটি কোনস্থলে ক্রমানুসারে, কোনস্থলে বিপরীতক্রমে এবং কোনস্থলে বা খণ্ডিত (অসমাপ্ত বা ছিন্নভাবে) বর্তমান থাকায় জীবক অর্থাৎ মাদৃশ ক্ষুদ্রজীব (ইহা শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর বিনয়সূচক উক্তি) তাহা যথাযথভাবে আলোচনাপূর্বক ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করিতেছে ।।খ।।

এই শ্রীভাগবতসন্দর্ভে পূর্ববর্তী চারিটি সন্দর্ভদ্বারা সম্বন্ধ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং তথায় পূর্ণ(চিৎ), সনাতন(সৎ) ও পরমানন্দরূপে লক্ষিত পরতত্ত্বস্বরূপ সম্বন্ধিতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ —এই ত্রিবিধরূপে আবির্ভূত বলিয়া কীর্তিত হ'ন — ইহা নির্ধারিত হইয়াছে। উক্ত ত্রিবিধ আবির্ভাবের মধ্যে ভগবান্‌রূপে যে আবির্ভাব, তাহারই পরম উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বিষ্ণু ও চতুঃসন প্রভৃতি শ্রীভগবানেরই অবতাররূপে দর্শিত হইয়াছেন এবং সেই ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই — ইহাও নির্ধারিত হইয়াছে। পূর্বে পরমাত্মার বৈভবগণনপ্রসঙ্গে ইহাতে বলা হইয়াছে যে — জীবগণ পরমাত্মার তটস্থশক্তিস্বরূপ ও চিন্ময় হইলেও অনাদিকাল হইতে পরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের অভাবমূলক তদ্বৈমুখ্যগ্রস্ত হইয়াছে — পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের মায়া (জীবমায়া) এই ছিদ্র পাইয়া তাহাদের স্বরূপজ্ঞান আবৃত করিয়া, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা জড়প্রকৃতিতে আত্মবুদ্ধির সঞ্চার করায় (তাহাদের) সংসারদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্‌ও এরূপ বলিয়াছেন —

"আত্মা আছে বা আত্মা নাই — বাস্তব আত্মতত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞতা হইতেই এরূপ বিবাদের উদ্ভব হইয়া থাকে; আর আত্মেতর মায়িক বিভিন্ন পদার্থসমূহই (মায়াবশতঃ যাহাদিগকে আত্মা বলিয়া মনে করি) এই বিবাদের ভিত্তি বা বিষয়স্বরূপ। ঐসকল বিষয়ের কোন পারমার্থিক সত্তা না থাকায় তদ্‌বিষয়ক বিবাদও ব্যর্থ, তথাপি স্বরূপভূত আমা হইতে অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব হইতে যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিপরাঙ্মুখ, তাদৃশ জীবগণের এই বিবাদ নিবৃত্ত হইতে পারে না।"

অতএব (জীবগণের) সেই পরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে পরমকরুণাশীল শাস্ত্র (তদ্‌বিষয়ক) উপদেশ প্রদান করিতেছেন। জীবগণের মধ্যে যাঁহাদের চিত্তে জন্মান্তরজাত পরতত্ত্বানুভূতির সংস্কার (রুচিময় বাসনা) বিদ্যমান রহিয়াছে কিংবা যাঁহারা তৎকালে মহাপুরুষগণের অতিশয় কৃপাদৃষ্টিপ্রভৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন — এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণেরই পূর্বোক্ত পরতত্ত্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ নিত্যবর্তমান বস্তু সম্বন্ধে উপদেশশ্রবণ আরম্ভমাত্রেই তৎকালেই একসঙ্গেই পরতত্ত্বের প্রতি উন্মুখতা (উপাসনা করিবার প্রবৃত্তি) এবং উক্ত তত্ত্বের অনুভব (সাক্ষাৎকার) ঘটিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাই উক্ত হইয়াছে —

"(অন্যান্য শাস্ত্র বা তদুক্ত সাধনসমূহদ্বারা শীঘ্র ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় কী ? অর্থাৎ হয় না), পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণেচ্ছু কৃতি (ভক্তিসাধনদ্বারা কৃতার্থ) ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ (শ্রবণেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই) ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করেন।" অতএব তাঁহাদের (পূর্বোক্ত উভয়শ্রেণীর সুকৃতিবান্ পুরুষগণের)অন্য উপদেশ শ্রবণের অপেক্ষা থাকে না। তবে তাঁহারা যদি দৈবক্রমে পরতত্ত্ববিষয়ক অন্য উপদেশ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে উহা শ্রীভগবানের লীলাদি শ্রবণের ন্যায় তদীয় রসেরই (প্রীতিরই) উদ্দীপক হয়। শ্রীপ্রহ্লাদ প্রভৃতির মধ্যে ইহাই দেখা গিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত অন্য দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিগণের পরতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ-শ্রবণমাত্রে তৎকালে শ্রীভগবানের প্রতি চিত্তের উন্মুখতা বীজাকারে উদ্ভূত হইলেও, বীজ যেরূপ কালাদির বৈগুণ্যহেতু অঙ্কুরাদি উৎপাদনে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই ভগবদুন্মুখতাও কামাদি দোষদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াই অবস্থান করে।

দীনাভিমানী শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন যে — "হে বৈকুণ্ঠনাথ ! আমার এই মন পাপদুষ্ট, অসাধু (বহির্মুখ), দুর্দান্ত, কামাতুর এবং হর্ষ, শোক, ভয়, পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও পরলোককামনায় নিরন্তর পীড়িত হইয়া তোমার চরিতকথায় প্রীতিলাভ করে না। অতএব মনের এরূপ অবস্থায় দৈন্যগ্রস্ত আমি কিরূপে তোমার তত্ত্ব বিচার করিব ?"

এইরূপে দীনম্মন্য শ্রীপ্রহ্লাদের বচনানুসারে অন্যসকলেরই অর্থাৎ দুষ্কৃতকারিগণেরই তাহা অর্থাৎ হর্ষ, শোক, ভয় ও এষণার পীড়া লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে — "যেপর্যন্ত জীবের

চিত্ত পাপসমূহদ্বারা মালিন্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, ততকাল শাস্ত্রবিষয়ে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্গুরুর প্রতি সদ্বুদ্ধির উদয় হয় না। পরন্তু বহুজন্মার্জিত পুণ্যসমূহের ফলস্বরূপ যে পরম প্রেমাদি সম্পত্তি তাহা সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রের শ্রবণহেতুই জাত হয়।"

এইরূপে শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য বিচারদ্বারা একমাত্র পরতত্ত্বই প্রতিপাদ্য বিষয় বা অভিধেয়রূপে নির্ধারিত হইলেও, পরতত্ত্বাদিবিষয়ক উপদেশবাক্যের অভিধেয় (বিধেয়) এবং প্রয়োজন (ফল) কী ?—এইরূপ অপেক্ষা বা জিজ্ঞাসার উদয় হয় বলিয়া, শাস্ত্রের গৌণ (সম্বন্ধিরূপ পরতত্ত্বান্তর্গত) তাৎপর্য বিচারদ্বারা ঐ দুইটির অর্থাৎ অভিধেয় ও প্রয়োজন এই উভয়ের উপদেশ কর্তব্য। তন্মধ্যে ভগবদুন্মুখতাই 'অভিধেয়' (বিধেয়); যেহেতু উহাই ভগবৎপরাঙ্মুখতার বিরোধী অর্থাৎ নিবারক। আর, শ্রীভগবানের উপাসনাই বস্তুতঃ ভগবদুন্মুখতারূপে গণনীয়; তাহা হইতেই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এইরূপ, ভগবৎস্বরূপ পরতত্ত্বের অনুভবই 'প্রয়োজন'। অন্তরে ও বাহিরে তাঁহার সাক্ষাৎকারই এস্থলে অনুভব-শব্দের অর্থ। ইহা হইতেই স্বতঃ জীবের অশেষ সংসার-দুঃখের নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে।

অতএব পূর্বপ্রাপ্ত উপদেশে যদ্যপি এই উভয় (অভিধেয় ও প্রয়োজন) বস্তুই অভিপ্রেত, তথাপি তৎসম্বন্ধী শৈথিল্য নিরাকরণের জন্য পুনঃ তাহার উপদেশ আবশ্যক। যেমন কোন দরিদ্রের গৃহে নিধি (গুপ্তধন) বিদ্যমান রহিয়াছে, সে তাহা জানে না, কিন্তু যদি কোন অভিজ্ঞ লোক বলে— 'তোমার ঘরে গুপ্তধন রহিয়াছে'— তখন সে তাহা পাইবার চেষ্টা করে এবং পাইয়াও থাকে।

এইরূপে পরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের অভাবমূলক অনাদিসিদ্ধ তদ্বৈমুখ্যাদিরূপ দুঃখের কারণ বর্ণন করিয়া, রোগের মূল কারণের বিপরীত আচরণস্বরূপ চিকিৎসাপ্রণালীর ন্যায়— পরতত্ত্বের উন্মুখতা সম্বন্ধে জীবগণের প্রতি উপদেশ করিতেছেন (যেহেতু উহাই সংসারদুঃখনিবৃত্তির চিকিৎসাস্বরূপ)। যথা—

(১) "ঈশ্বরবিমুখ জীবের ভগবন্মায়ার প্রভাবে স্বরূপের অস্মৃতি ঘটিলে বিপর্যয় অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি হয় এবং বিপর্যয়হেতু দ্বিতীয়াভিনিবেশ হয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশহেতু ভয় উপস্থিত হয়; অতএব বুধব্যক্তি গুরুর প্রতি দেবতাবুদ্ধি ও আত্মবৎ প্রিয়ত্ববুদ্ধি স্থাপনপূর্বক ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানেরই ভজন করিবেন।"

***টীকা**— "যেহেতু শ্রীভগবানের মায়াহেতুই (জীবের) ভয় হয়, অতএব বুধ অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীভগবানেরই ভজন অর্থাৎ উপাসনা করিবেন। আশঙ্কা— দেহাদি দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই যেহেতু ভয় হয়, আর সেই দ্বিতীয়াভিনিবেশও দেহাদিতে অহংবুদ্ধিহেতুই উদ্ভূত হয় এবং দেহাদিতে অহংবুদ্ধিও স্বরূপের অস্ফুরণহেতুই ঘটিয়া থাকে— এ অবস্থায় মায়া জীবের কি অনিষ্ট করে ? ইহার উত্তরস্বরূপ বলিয়াছেন— 'ঈশাদপেতস্য' ইত্যাদি— ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তির ভগবন্মায়ার প্রভাবে 'অস্মৃতি' অর্থাৎ স্বরূপের অস্ফূর্তি ঘটে, তাহা হইতে 'বিপর্যয়' অর্থাৎ 'আমি দেহ' এরূপ ধারণা এবং সেই বিপর্যয় হইতে দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ ঘটিলেই ভয় হইয়া থাকে।*

(বস্তুতঃ দেহ আত্মা বা আমি না হইলেও দেহে আত্মজ্ঞান ঘটিলে, দেহের নাশেই আত্মা বা 'আমি'র নাশ সম্ভাবনা করিয়া জীবের ভয় হয়।) লৌকিক মায়াকল্পিত মিথ্যাবস্তুতেও এইরূপ ভ্রমের প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান্ স্বয়ংও বলিয়াছেন—

'সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা আমার এই দৈবী মায়া জীবের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্যা; পরন্তু যাঁহারা একমাত্র আমারই শরণাগত হন, তাঁহারাই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারেন।'

'ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা ভজন করিবেন। 'গুরুদেবতাত্মা'— গুরুই 'দেবতা' অর্থাৎ ঈশ্বর এবং 'আত্মা' অর্থাৎ প্রেষ্ঠ হইয়াছেন যাঁহার— এরূপ হইয়া (অর্থাৎ গুরুর প্রতি তাদৃশ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া) শ্রীভগবান্কে ভজন করিবে।" এপর্যন্ত টীকাবাক্য। ইহা বিদেহের প্রতি শ্রীকবির উক্তি॥১॥

কিঞ্চ, (ভা: ২।২।৬) –

(২) "**এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ, আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।**
তং নির্বৃতো নিয়তার্থো ভজেত, সংসারহেতূপরমশ্চ যত্র ॥"

টীকা চ – "তদা তেন কিং কর্ত্তব্যম্ ? হরিস্তু সেব্য ইত্যাহ, – **এবং** বিরক্তঃ সন্ তং **ভজেত**। ভজনীয়ত্বে হেতবঃ – **স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধঃ**; যত **আত্মা** অতএব **প্রিয়ঃ**, – প্রিয়স্য চ সেবা সুখরূপৈব; **অর্থঃ** সত্যঃ ন ত্বনাত্মবন্মিথ্যা; **ভগবান্** ভজনীয়গুণশ্চ; **অনন্তশ্চ** নিত্যঃ; য এবম্ভূতস্তং **ভজেত নিয়তার্থশ্চ** নিশ্চিতস্বরূপঃ; তদনুভবানন্দেন **নির্বৃতঃ** সন্নিতি ভক্তেঃ স্বতঃ সুখাত্মকত্বং দর্শিতম্। কিঞ্চ, **যত্র** যস্মিন্ ভজনে সতি **সংসারহেতো**রবিদ্যায়া **উপরমো** নাশো ভবতি" ইত্যেষা। অত্র চ-কারাৎ তৎপ্রাপ্তির্জ্ঞেয়া। শ্রীশুকঃ ॥২॥

আরও বলিয়াছেন –

(২) "যিনি (জীবের) নিজচিত্তে স্বতঃসিদ্ধ, আত্মা, প্রিয়, অর্থ (সত্য পদার্থ), অনন্ত ও ভগবান্ – স্বরূপজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহার অনুভবজনিত আনন্দরসে নিমগ্ন হইয়া এইরূপে তাঁহার ভজন করিবে – যাহাতে সংসারহেতুর নিবৃত্তি ঘটে।"

টীকা *– "পূর্বোক্ত অবস্থায় জীবের কর্তব্য কী ? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন – একমাত্র শ্রীহরিই সেব্য। অর্থাৎ পূর্বোক্তক্রমে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া তাঁহারই ভজন করিবে। তিনিই যে ভজনীয় – এবিষয়ে কারণসমূহ বলিতেছেন – (তিনি) জীবচিত্তে স্বতঃসিদ্ধরূপে বিদ্যমান; যেহেতু তিনি 'আত্মা'। আর আত্মা বলিয়াই তিনি 'প্রিয়' এবং প্রিয়ের সেবা সুখস্বরূপই হয়। এইরূপ, তিনি 'অর্থ' অর্থাৎ সত্য বস্তু, অনাত্ম বস্তুর ন্যায় মিথ্যা নহেন। তিনিই 'ভগবান্' অর্থাৎ ভজনযোগ্য গুণশালী এবং 'অনন্ত' অর্থাৎ নিত্য। যিনি এইরূপে বিরাজমান, তাঁহারই ভজন কর্তব্য। (ভজনকারী কিরূপ হইবেন তাহা বলা হইতেছে) 'নিয়তার্থ' অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে নিজ স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া এবং তাঁহার অনুভবজনিত আনন্দে সুখী হইয়া (ভজন করিবে)। ইহাদ্বারা – ভক্তিই যে স্বভাবতই সুখাত্মিকা, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও যে ভজন হইলে সংসারের কারণ যে অবিদ্যা তাহার উপরম অর্থাৎ বিনাশ হয়"। (এপর্যন্ত টীকা)।*

*'**সংসারহেতূপরমশ্চ**' – এই পদস্থিত 'চ' শব্দটি সমুচ্চয়ার্থক বলিয়া, ইহার দ্বারা ভজনের ফলরূপে (সংসারের কারণনিবৃত্তির পর) ভগবৎপ্রাপ্তিও বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকটি শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥২॥*

তত্র যদ্যপি শ্রবণ-মননাদিকং জ্ঞানসাধনমপি তৎ(পরতত্ত্বস্য নির্বিশেষরূপস্য)সাম্মুখ্যমেব, – ব্রহ্মাকারস্য তস্যানুভবহেতুত্বাৎ, অতএব তৎপরম্পরোপযোগিত্বাৎ সাংখ্যাষ্টাঙ্গযোগকর্ম্মাণ্যপি তৎ-সাম্মুখ্যান্যেব; তথা তেষাং কথঞ্চিদ্ভক্তিত্বমপি জায়তে; – কর্ম্মণস্তদাজ্ঞাপালনরূপত্বেন, তদর্পিতত্বাদিনা চ করণাৎ, জ্ঞানাদীনাঞ্চান্যত্রানাসক্তিহেতুত্বাদিদ্বারা ভক্তিসচিবতয়া বিধানাৎ; তথাপি পূর্ব্বং **'ভক্ত্যা আভজেৎ'** ইত্যনেন কর্ম্ম-জ্ঞানাদিকং নাদৃতম্; কিন্তু সাক্ষাদ্ভক্ত্যা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণয়ৈব ভজেতেত্যুক্তম্। তথৈব সহেতুকং শ্রীসূতোপদেশোপক্রমত এব দৃশ্যতে; যথাহ (ভা: ১।২।৬) **'স বৈ'** ইত্যাদিনা (ভা: ১।২।২২) **"অতো বৈ কবয়ঃ"** ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। অত্র (ভা: ১।২।৬) –

(৩) "**স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।**
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥"

যৎ খলু মহাপুরাণারম্ভে পৃষ্টম্ – 'সর্ব্বশাস্ত্র-সারমৈকান্তিকং শ্রেয়ো ব্রূহি ইতি, তত্রোত্তরম্, – **'স বৈ'** ইত্যাদি; **যতো** ধর্ম্মাদধোক্ষজে **ভক্তি**স্তৎকথা-শ্রবণাদিষু রুচির্ভবতি; – (ভা: ১।২।৮) **"ধর্ম্মঃ**

স্বনুষ্ঠিতঃ" ইত্যাদৌ ব্যতিরেকেণ দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। **স বৈ** স এব; (ভা: ১।২।১৩) "**স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্**" ইতি বক্ষ্যমাণরীত্যা তৎসন্তোষণার্থমেব কৃতো **ধর্ম্মঃ পরঃ** সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ; ন নিবৃত্তিমাত্র-লক্ষণোঽপি, বৈমুখ্যবিশেষাৎ; তথা চ শ্রীনারদবাক্যম্ — (ভা: ১।৫।১২) "**নৈষ্কর্ম্ম্য-মপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্**" ইত্যাদৌ "**কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্**" ইতি। অতো বক্ষ্যতে — (ভা: ১।২।১৩) "**অতঃ পুংভিঃ**" ইত্যাদি। ততঃ স এবৈকান্তিকং শ্রেয় ইত্যর্থঃ; — অনেন ভক্তেস্তাদৃশ-ধর্ম্মতো(ঈশ্বরসন্তোষক-কর্মার্পণরূপধর্মতঃ)ঽপ্যতি-রিক্তত্বমুক্তম্। তস্যা ভক্তেঃ স্বরূপগুণমাহ, — স্বত এব সুখরূপত্বাৎ '**অহৈতুকী**' ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা, '**অপ্রতিহতা**' তদুপরি সুখদুঃখদপদার্থান্তরাভাবাৎ কেনাপি ব্যবধাতুমশক্যা চ। জাতায়াঞ্চতস্যাং রুচিলক্ষণায়াং ভক্ত্যাং তয়ৈব শ্রবণাদি-লক্ষণঃ সাধনভক্তিযোগঃ প্রবর্ত্তিতঃ স্যাৎ ॥৩॥

পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের ব্রহ্মাকৃতির অনুভববিষয়ে কারণ বলিয়া শ্রবণমননপ্রমুখ জ্ঞানের সাধন ভগবদুন্মুখতার সাধকই হয় এবং এই হেতুই জ্ঞানসিদ্ধির পক্ষে পরস্পর উপযোগী সাংখ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও বৈদিক কর্মসমূহও ভগবদুন্মুখতারই হেতুরূপে গণ্য হয় বলিয়া উহারা কোনমতে ভক্তিরূপেই গণ্য হইয়া থাকে; কারণ — শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালনরূপে এবং তাঁহাতে সমর্পণাদিরূপেই কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করা হয় এবং জ্ঞানপ্রভৃতিও ভগবদিতর পদার্থে অনাসক্তি উৎপাদনের হেতুপ্রভৃতিরূপেই ভক্তির সহায়ক বলিয়া বিহিত হইয়াছে। তথাপি পূর্বে ("ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে) "ভক্তিদ্বারা ভজন করিবে" এইরূপ উক্তিহেতু কর্ম ও জ্ঞানাদির আদর করা হয় নাই, পরন্তু শ্রবণকীর্তনাদিরূপ সাক্ষাদ্ভক্তিদ্বারাই ভজন করিবে — এইরূপ উক্ত হইয়াছে। শ্রীসূতের উপদেশের উপক্রম (আরম্ভ) হইতেই ইহা হেতুসহ বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়। তথায় "স বৈ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "অতো বৈ কবয়ঃ" এপর্যন্ত গ্রন্থে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। যথা — "যাহা হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির উদয় হয়, উহাই জীবগণের সর্বোত্তম ধর্ম। আর ঐ ভক্তি হইতে আত্মা (চিত্ত) সুপ্রসন্ন হয়।"

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভকালে ঋষিগণ শ্রীসূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন — "সর্বশাস্ত্রের সারস্বরূপ একান্ত শ্রেয়ঃ পদার্থ কি তাহা বর্ণন করুন" — তাহারই উত্তরে শ্রীসূতের উক্তি — "স বৈ" ইত্যাদি।

(৩) যে ধর্ম হইতে অধোক্ষজ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে 'ভক্তি' অর্থাৎ তাঁহার লীলাদির কথা শ্রবণে রুচি হয় (উহাই পরম ধর্ম)। "যে ধর্ম সম্যগ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের কথাসমূহের প্রতি জীবগণের রতি উৎপাদন না করে, তাহা হইলে উহা কেবলমাত্র শ্রমজনকই হয়" — এই শ্লোকে ব্যতিরেকভাবেও (পশ্চাৎ) ইহাই প্রদর্শিত হইবে যে — যাহা ভগবদ্‌বিষয়ে রতিজনক উহাই পরমধর্ম। "স বৈ" — অর্থাৎ সেই ধর্মই অর্থাৎ — "শ্রীহরির সন্তোষবিধানই সম্যগ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত ধর্মের একমাত্র ফলস্বরূপ" অর্থাৎ শ্রীহরির সন্তোষের জন্যই অনুষ্ঠিত যে ধর্ম, উহাই 'পর' অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, ইহা পরে বলা হইয়াছে। অন্যথা কেবল নিবৃত্তিরূপ ধর্মও পরমধর্ম নহে, কারণ — উহাতেও ভগবদ্‌বৈমুখ্য বিদ্যমান থাকে। শ্রীনারদের বাক্যেও এরূপ উক্ত হইয়াছে — "ভগবদ্ভক্তিবর্জিত নিষ্কর্মাত্মক জ্ঞান(নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান)ও সম্যক্ শোভা পায় না। সুতরাং সর্বদা দুঃখদায়ক সকাম কর্ম, এমন কি নিষ্কাম কর্মও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কিরূপে শোভা পাইতে পারে?" অতএব পরেও বলা হইয়াছে — "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মানবগণকর্তৃক বর্ণাশ্রমবিভাগানুসারে সম্যগ্‌ভাবে যে-ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীহরির সন্তোষবিধানই উহার মুখ্য ফলস্বরূপ।" অতএব উক্ত ধর্মই জীবের পক্ষে ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ — ইহাই তাৎপর্য। অতএব ভক্তি যে ঐসকল ধর্ম হইতে উৎকৃষ্ট — ইহা বলা হইল। ইহার দ্বারা ভক্তি তাদৃশ ধর্ম হইতে অর্থাৎ ঈশ্বরসন্তোষক কর্মার্পণরূপ ধর্ম হইতেও উৎকৃষ্ট বলিয়া উক্ত হইল। উক্ত ভক্তির স্বরূপ-গুণ বলিতেছেন — উহা স্বভাবতঃই সুখস্বরূপা বলিয়া, 'অহৈতুকী' — অন্য কোন ফলের অনুসন্ধান করে না। 'অপ্রতিহতা' — ইহার

উপরে সমধিক সুখদুঃখপ্রদ অন্য কোন পদার্থ না থাকায়, ইহা আর অন্য কাহারও দ্বারা ব্যবহিত হইবার যোগ্যা নহে। রুচিরূপা সেই ভক্তির উদয় হইলে, উহাদ্বারাই শ্রবণপ্রভৃতি লক্ষণাত্মক সাধনভক্তিযোগ প্রবর্তিত হয় ॥৩॥

ততশ্চ (ভা: ৫।১৮।১২) "**যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ**" ইত্যনুসারেণ ভগবৎস্বরূপাদিজ্ঞানম্, ততোঽন্যত্র বৈরাগ্যঞ্চ তদনুগাম্যেব স্যাদিত্যাহ, (ভা: ১।২।৭) –

(৪) "**বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥**"

অহৈতুকং শুষ্কতর্কাদ্যগোচরমৌপনিষদং **জ্ঞানমাশু** ঈষচ্ছ্রবণমাত্রেণ জনয়তীত্যর্থঃ ॥৪॥

অতএব – "শ্রীভগবানের প্রতি যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তির উদয় হয়, দেবগণ সকলসদ্‌গুণের সহিত তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন" – এই উক্তি অনুসারে শ্রীভগবানের স্বরূপাদিজ্ঞান এবং তদিতরবিষয়ে বৈরাগ্য ভক্তির অনুগামীই হয় – ইহাই বলিতেছেন –

(৪) "ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের উদ্দেশ্যে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে উহা আশু বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান উৎপাদন করে।" 'অহৈতুক' – শুষ্কতর্কাদির অগোচর, কেবলমাত্র উপনিষদ-প্রতিপাদ্য 'জ্ঞান'। 'আশু' অর্থাৎ ঈষৎ শ্রবণমাত্রেই (ভক্তিযোগ সেই জ্ঞান) জন্মাইয়া থাকে ॥৪॥

ব্যতিরেকেণাহ, (ভা: ১।২।৮) –

(৫) "**ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বাসুদেবকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥**"

বাসুদেব-তোষণাভাবেন যদি তৎকথাসু তত্তল্লীলাবর্ণনেষু **রতিং** রুচিং **নোৎপাদয়েৎ,** তদা **শ্রমঃ** স্যান্ন তু ফলম্। কথারুচেঃ সর্বত্রৈবাদ্যত্বাচ্ছ্রেষ্ঠত্বাচ্চ সৈবোক্তা; তদুপলক্ষণত্বেন ভজনান্তর-রুচিরপ্যুপদিষ্টা। **এব**-শব্দেন প্রবৃত্তিলক্ষণ-কর্ম্মফলস্য স্বর্গাদেঃ ক্ষয়িষ্ণুত্বম্; **হি**-শব্দেন তত্রৈব চ (ছা: ৮।১।৬) "তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি সোপপত্তিক-শ্রুতিপ্রমাণত্বম্। "নির্ণীতে কেবলম্" ইত্যমরকোষাৎ **কেবল**মিত্যব্যয়েন নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণ-ধর্মফলস্য চ জ্ঞানস্যাসাধ্যত্বম্, সিদ্ধস্যাপি নশ্বরত্বম্; তত্রাপি তেনৈব হি-শব্দেন (শ্বে: ৬।২৩) "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণত্বম্, (ভা: ১।৫।১২) "**নৈষ্কর্ম্ম্য-মপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতম্**" ইত্যাদি, (ভা: ১০।১৪।৪) "**শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে**" ইত্যাদি, (ভা: ১০।২।৩২) "**আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ**" ইত্যাদি-বচনপ্রমাণত্বঞ্চ সূচিতম্।

শ্লোকদ্বয়েন ভক্তির্নিরপেক্ষা, জ্ঞান-বৈরাগ্যে তু তৎসাপেক্ষে ইতি লভ্যতে। তদেবং ভক্তি-ফলত্বেনৈব ধর্ম্মস্য সাফল্যমুক্তম্ ॥৫॥

ব্যতিরেকভাবে বলিতেছেন –

(৫) "যে ধর্ম সম্যগ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের কথাসমূহের প্রতি জীবগণের রতি উৎপাদন না করে, তাহা হইলে উহা কেবলমাত্র শ্রমজনকই হয়।"

উক্ত ধর্মানুষ্ঠান ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের তোষণাভাবহেতু যদি তাঁহার 'কথাসমূহের প্রতি' অর্থাৎ তদীয় বিভিন্ন লীলাবর্ণনের প্রতি 'রতি' অর্থাৎ রুচি উৎপাদন না করে, তাহা হইলে শ্রমমাত্রই হয়, পরন্তু কোন ফল হয় না। ভক্তিশাস্ত্রে সর্বত্র এই কথারুচিকে প্রথমস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠরূপে স্বীকার করায় এস্থলে তাহারই উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহার উপলক্ষণরূপে অন্যান্য ভজনের প্রতিও রুচির উপদেশ করা হইল। শ্লোকস্থ 'এব' শব্দদ্বারা প্রবৃত্তিমূলক যজ্ঞাদিকর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গাদির নশ্বরত্ব সূচিত হইয়াছে। তাদৃশ কর্মফলের ক্ষয়িষ্ণুতাবিষয়ে –

স্বনুষ্ঠিতঃ" ইত্যাদৌ ব্যতিরেকেণ দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। **স বৈ** স এব; (ভা: ১।২।১৩) "**স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্**" ইতি বক্ষ্যমাণরীত্যা তৎসন্তোষণার্থমেব কৃতো **ধর্ম্মঃ পরঃ** সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ; ন নিবৃত্তিমাত্র-লক্ষণোঽপি, বৈমুখ্যবিশেষাৎ; তথা চ শ্রীনারদবাক্যম্ – (ভা: ১।৫।১২) "**নৈষ্কর্ম্ম্য-মপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্**" ইত্যাদৌ "**কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্**" ইতি। অতো বক্ষ্যতে – (ভা: ১।২।১৩) "**অতঃ পুংভিঃ**" ইত্যাদি। ততঃ স এবৈকান্তিকং শ্রেয় ইত্যর্থঃ; – অনেন ভক্তেস্তাদৃশ-ধর্ম্মতো(ঈশ্বরসন্তোষক-কর্মার্পণরূপধর্মতঃ)ঽপ্যতি-রিক্তত্বমুক্তম্। তস্যা ভক্তেঃ স্বরূপগুণমাহ, – স্বত এব সুখরূপত্বাৎ '**অহৈতুকী**' ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা, '**অপ্রতিহতা**' তদুপরি সুখদুঃখদপদার্থান্তরাভাবাৎ কেনাপি ব্যবধাতুমশক্যা চ। জাতায়াঞ্চতস্যাং রুচিলক্ষণায়াং ভক্ত্যাং তয়ৈব শ্রবণাদি-লক্ষণঃ সাধনভক্তিযোগঃ প্রবর্ত্তিতঃ স্যাৎ ॥৩॥

পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের ব্রহ্মাকৃতির অনুভববিষয়ে কারণ বলিয়া শ্রবণমননপ্রমুখ জ্ঞানের সাধন ভগবদুন্মুখতার সাধকই হয় এবং এই হেতুই জ্ঞানসিদ্ধির পক্ষে পরম্পর উপযোগী সাংখ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও বৈদিক কর্মসমূহও ভগবদুন্মুখতারই হেতুরূপে গণ্য হয় বলিয়া উহারা কোনমতে ভক্তিরূপেই গণ্য হইয়া থাকে; কারণ – শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালনরূপে এবং তাঁহাতে সমর্পণাদিরূপেই কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করা হয় এবং জ্ঞানপ্রভৃতিও ভগবদিতর পদার্থে অনাসক্তি উৎপাদনের হেতুপ্রভৃতিরূপেই ভক্তির সহায়ক বলিয়া বিহিত হইয়াছে। তথাপি পূর্বে ("ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে) "ভক্তিদ্বারা ভজন করিবে" এইরূপ উক্তিহেতু কর্ম ও জ্ঞানাদির আদর করা হয় নাই, পরন্তু শ্রবণকীর্তনাদিরূপ সাক্ষাদ্ভক্তিদ্বারাই ভজন করিবে – এইরূপ উক্ত হইয়াছে। শ্রীসূতের উপদেশের উপক্রম (আরম্ভ) হইতেই ইহা হেতুসহ বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়। তথায় "স বৈ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "অতো বৈ কবয়ঃ" এপর্যন্ত গ্রন্থে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। যথা – "যাহা হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির উদয় হয়, উহাই জীবগণের সর্বোত্তম ধর্ম। আর ঐ ভক্তি হইতে আত্মা (চিত্ত) সুপ্রসন্ন হয়।"

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভকালে ঋষিগণ শ্রীসূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন – "সর্বশাস্ত্রের সারস্বরূপ একান্ত শ্রেয়ঃ পদার্থ কি তাহা বর্ণন করুন" – তাহারই উত্তরে শ্রীসূতের উক্তি – "স বৈ" ইত্যাদি।

(৩) যে ধর্ম হইতে অধোক্ষজ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে 'ভক্তি' অর্থাৎ তাঁহার লীলাদির কথা শ্রবণে রুচি হয় (উহাই পরম ধর্ম)। "যে ধর্ম সম্যগ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের কথাসমূহের প্রতি জীবগণের রতি উৎপাদন না করে, তাহা হইলে উহা কেবলমাত্র শ্রমজনকই হয়" – এই শ্লোকে ব্যতিরেকভাবেও (পশ্চাৎ) ইহাই প্রদর্শিত হইবে যে – যাহা ভগবদ্‌বিষয়ে রতিজনক উহাই পরমধর্ম। "স বৈ" – অর্থাৎ সেই ধর্মই অর্থাৎ – "শ্রীহরির সন্তোষবিধানই সম্যগ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত ধর্মের একমাত্র ফলস্বরূপ" অর্থাৎ শ্রীহরির সন্তোষের জন্যই অনুষ্ঠিত যে ধর্ম, উহাই 'পর' অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, ইহা পরে বলা হইয়াছে। অন্যথা কেবল নিবৃত্তিরূপ ধর্মও পরমধর্ম নহে, কারণ – উহাতেও ভগবদ্‌বৈমুখ্য বিদ্যমান থাকে। শ্রীনারদের বাক্যেও এরূপ উক্ত হইয়াছে – "ভগবদ্ভক্তিবর্জিত নিষ্কর্মাত্মক জ্ঞান(নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান)ও সম্যক্ শোভা পায় না। সুতরাং সর্বদা দুঃখদায়ক সকাম কর্ম, এমন কি নিষ্কাম কর্মও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কিরূপে শোভা পাইতে পারে ?" অতএব পরেও বলা হইয়াছে – "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! মানবগণকর্তৃক বর্ণাশ্রমবিভাগানুসারে সম্যগ্‌ভাবে যে-ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীহরির সন্তোষবিধানই উহার মুখ্য ফলস্বরূপ।" অতএব উক্ত ধর্মই জীবের পক্ষে ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ – ইহাই তাৎপর্য। অতএব ভক্তি যে ঐসকল ধর্ম হইতে উৎকৃষ্ট – ইহা বলা হইল। ইহার দ্বারা ভক্তি তাদৃশ ধর্ম হইতে অর্থাৎ ঈশ্বরসন্তোষক কর্মার্পণরূপ ধর্ম হইতেও উৎকৃষ্ট বলিয়া উক্ত হইল। উক্ত ভক্তির স্বরূপ-গুণ বলিতেছেন – উহা স্বভাবতঃই সুখস্বরূপা বলিয়া, 'অহৈতুকী' – অন্য কোন ফলের অনুসন্ধান করে না। 'অপ্রতিহতা' – ইহার

"ইহলোকে (কৃষ্যাদি) কর্মদ্বারা অর্জিত লোক (ভূমিগৃহাদি) যেরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, (এইরূপই যজ্ঞাদি কর্মের পুণ্যদ্বারা অর্জিত পারলৌকিক স্বর্গাদি লোকও ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে)।" এইরূপ যুক্তি সহিত যে-শ্রুতিপ্রমাণ রহিয়াছে — এই শ্লোকে 'হি' শব্দদ্বারা উহারও সূচনা করা হইয়াছে। 'কেবল' এই অব্যয় পদদ্বারা নিবৃত্তি বা বৈরাগ্যমূলক ধর্মের ফলস্বরূপ জ্ঞান অসাধ্য, আর কোনরূপে তাহা সিদ্ধ হইলেও উহা বিনশ্বর — ইহা সূচিত হইল। অমরকোষে 'নির্ণীত' (নিশ্চিত) অর্থে 'কেবল' শব্দ উক্ত হইয়াছে। তাদৃশ জ্ঞানের অসাধ্যত্বও নশ্বরত্বপ্রতিপাদক যেসকল শ্রুতি ও ভাগবতবচন প্রমাণ রহিয়াছে — শ্লোকস্থ 'হি' শব্দদ্বারা তাহাদেরও সূচনা করা হইয়াছে। শ্রুতিপ্রমাণ — "শ্রীভগবানের প্রতি যাঁহার পরা ভক্তি এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতিও তাদৃশী ভক্তি রহিয়াছে, সেই মহাত্মার নিকটই এই উপদিষ্ট বিষয়সমূহের বাস্তব অর্থ প্রকাশিত হয়।"

ভাগবতবচন — "নৈষ্কর্ম্য বা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিবর্জিত হইলে (অতিশয় শোভা পায় না)।"

"হে বিভো! যাহারা শ্রেয়োলাভের মার্গস্বরূপা আপনার ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া কেবল (নির্ভেদ ব্রহ্ম) জ্ঞানলাভের প্রয়াস করে, তাহাদের ঐ প্রয়াস — ধান্য পরিত্যাগপূর্বক স্থূলতুষসমূহের কুট্টনকারী ব্যক্তিগণের প্রয়াসের ন্যায় কেবলমাত্র ক্লেশকররূপেই পর্যবসিত হয় — অন্য কোন ফলদায়ক হয় না।"

"হে কমললোচন! যাহারা বিমুক্তাভিমানী অথচ বস্তুতঃ আপনার প্রতি মতি না থাকায় যাহাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটে নাই — তাহারা শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াও আপনার পাদপদ্মে অনাদরহেতু অধঃপতিত হয়।"

পূর্বোক্ত শ্লোক দুইটিদ্বারা ইহা উপলব্ধ হয় যে — ভক্তি নিরপেক্ষা অর্থাৎ ফলসাধনবিষয়ে অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা করে না, পরন্তু জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিকে অপেক্ষা করিয়াই ফলদানে সমর্থ হয়॥৫॥

তত্র "যদন্যে মন্যন্তে, — ধর্ম্মস্যার্থঃ ফলম্, তস্য কামস্তস্য চেন্দ্রিয়প্রীতিস্তৎপ্রীতেশ্চ পুনরপি ধর্ম্মাদি-পরম্পরেতি, তচ্চান্যথৈবেত্যাহ দ্বাভ্যাম্, (ভা: ১।২।৯, ১০) —

(৬) **"ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।**
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥"

(৭) **কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।**
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ॥"

আপবর্গ্যস্য — (ভা: ৫।১৯।১৮, ১৯) "**যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি, — যোঽসৌ ভগবতি সর্ব্বভূতাত্মন্যনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্ত-ভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতি-নিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থি-রন্ধনদ্বারেণ যদা হি মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গঃ**" ইতি পঞ্চমস্কন্ধ-গদ্যানুসারেণাপবর্গো ভক্তিঃ, তথা চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে —

"নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন। মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে।" ইতি। তত উক্তরীত্যা — ভক্তিসম্পাদকস্যেত্যর্থঃ। টীকা চ — "**অর্থায়** ফলত্বায়; অর্থো **নোপকল্পতে** — যোগ্যো ন ভবতি; তথার্থস্যাপ্যেবম্ভূতধর্ম্মাব্যভিচারিণঃ **কামো লাভায়** ফলত্বায় **ন হি** স্মৃতস্তত্ত্ববিদ্ভিঃ। **কামস্য** বিষয়ভোগ**স্যেন্দ্রিয়-প্রীতির্লাভঃ** ফলং ন ভবতি, কিন্তু **যাবতা জীবেত**, তাবানেব **কামস্য লাভ**স্তাদৃশ-জীবনপর্য্যন্ত এব কামঃ সেব্য ইত্যর্থঃ। **জীবস্য** জীবনস্য চ পুনর্ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা কর্ম্মভির্য ইহ প্রসিদ্ধঃ স্বর্গাদিঃ, সোঽর্থো ন ভবতি, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসৈব" ইতি।

তদেবং তত্ত্বজ্ঞানং যস্যা ভক্তেরবান্তরফলমুক্তম্, সৈব পরমফলমিতি ভাবঃ। কিং তত্তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়াং পদ্যমেকং তূদাহৃতম্ (ভা: ১।২।১১) —

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥" ইতি।

অদ্বয়মিতি তস্যাখণ্ডত্বং নির্দ্দিশ্যান্যস্য (তত্ত্ব-জ্ঞানাজ্ঞান-জনন্যাশ্চিদচিন্মায়ায়াঃ) তদনন্যত্ববিবক্ষয়া তচ্ছক্তিত্বমেবাঙ্গীকরোতি। তত্র — (ক) শক্তিবর্গলক্ষণতদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং **জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে,** (খ) অন্তর্যামিত্বময়-মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং **পরমাত্মেতি,** (গ) পরিপূর্ণসর্বশক্তিবিশিষ্টং **ভগবানিতি**। বিবৃতঞ্চৈতৎ প্রাক্তনসন্দর্ভত্রয়েণ ॥৬॥

অতএব ভক্তিরূপ ফল উৎপাদন করিলেই ধর্ম সফল হয়, ইহা উক্ত হইল।

অন্যেরা মনে করেন — ধর্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম অর্থাৎ বিষয়ভোগ, বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়বর্গের প্রীতি এবং ইন্দ্রিয়প্রীতি হইতেই পুনরায় কামী পুরুষগণের মূল কারণ ধর্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হয় বলিয়া — এইরূপে ধর্মাদি সার্থকতা লাভ করিতে পারে। বস্তুতঃ এরূপ ধারণা যে অসত্য, তাহাই শ্লোকদ্বয়ে উক্ত হইতেছে —

(৬, ৭) "অর্থ (বিত্তসম্পদ্‌) অপবর্গপ্রাপক ধর্মের 'অর্থ' অর্থাৎ ফলরূপে কল্পিত হইতে পারে না। কাম ধর্মের অব্যভিচারী অর্থের লাভ(ফল)রূপে স্মৃত হয় নাই। ইন্দ্রিয়প্রীতি কামের লাভ নহে; পরন্তু যে-পরিমাণ কাম(বিষয়ভোগ)দ্বারা জীবনরক্ষা সম্ভবপর হয়(সেই-পরিমাণ কামই স্বীকার্য এবং সেইরূপ জীবনরক্ষামাত্রই কামের লাভ)। আর, জীবের(জীবনের)ফল তত্ত্বজিজ্ঞাসা; পরন্তু ইহলোকে কর্মসমূহদ্বারা যে ফল কাম্য হয়, তাহা নহে।"

"(এই ভারতবর্ষে) যে বর্ণের মনুষ্যের অপবর্গলাভের যেরূপ বিধান রহিয়াছে, তদনুসারে অপবর্গলাভও হইয়া থাকে। যেসময়ে মহাপুরুষ অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হয়, (তখন) উচ্চ নীচ নানাগতির কারণস্বরূপ অবিদ্যাগ্রন্থির ছেদনদ্বারা নিখিল প্রাণিবর্গের আত্মরূপী, অনাত্ম্য অর্থাৎ রাগাদিদোষরহিত, অনিরুক্ত অর্থাৎ অনির্বচনীয় ও অনিলয়ন অর্থাৎ নিরাধার পরমাত্মা বাসুদেববিষয়ে যে অহৈতুক ভক্তিযোগ সংঘটিত হয় — উহাই সেই অপবর্গ" — পঞ্চমস্কন্ধের এই গদ্য প্রবন্ধানুসারে 'অপবর্গ'শব্দের অর্থ ভক্তিযোগ। স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে — "হে জনার্দন ! আপনার প্রতি যে নিশ্চলা ভক্তি, উহাই মুক্তি; আর হে বিষ্ণো, হে হরে ! যেহেতু আপনার সেই ভক্তগণ যে মুক্ত, এবিষয় নিশ্চিত।" অতএব, এস্থলে শ্লোকস্থ 'আপবর্গ্য' পদের অর্থ — ভক্তিযোগসম্পাদক।

***টীকা** — অর্থায় — ফলের জন্য; ন উপকল্পতে — যোগ্য হয় না; আর কামও(বিষয়ভোগও) এবংবিধ ধর্মের অব্যভিচারী (অর্থাৎ উক্ত ধর্মের সহিত নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত) অর্থেরও লাভ অর্থাৎ ফলরূপে তত্ত্বজ্ঞগণকর্তৃক নির্ণীত হয় নাই। এইরূপ — ইন্দ্রিয়প্রীতিও কাম অর্থাৎ বিষয়ভোগের লাভ অর্থাৎ ফল হইতে পারে না; পরন্তু যে-পরিমাণ বিষয়ভোগদ্বারা জীবনরক্ষা হয়, জীবিত থাকা পর্যন্ত অর্থাৎ তাদৃশ জীবনধারণের যাহা উপযোগী, সেইপরিমাণ বিষয়ভোগই জীবনধারণের জন্য কর্তব্য। আর, তত্ত্বজিজ্ঞাসাই 'জীব' অর্থাৎ জীবনের ফল; পরন্তু ধর্মানুষ্ঠানদ্বারা কর্মের মাধ্যমে ইহলোকে স্বর্গাদিরূপ যে ফল প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তাহা জীবনের ফল নহে"। (এপর্যন্ত টীকা)।*

এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান যে-ভক্তির গৌণফলরূপে উক্ত হইয়াছে, সেই ভক্তিই পরমফল — ইহাই এস্থলে ভাবার্থ।

পূর্ব শ্লোকে যে 'তত্ত্বজিজ্ঞাসা'র কথা বলা হইয়াছে, সেই তত্ত্ববস্তু কী ? এই প্রশ্নের উত্তররূপে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

যে অদ্বয়জ্ঞান 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'রূপে কথিত হয়, তাঁহাকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ববলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

এস্থলে 'অদ্বয়' পদের দ্বারা সেই জ্ঞানের অখণ্ডতা নির্দেশপূর্বক অন্যের অর্থাৎ অজ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞান ও অজ্ঞানের জননীস্বরূপা চিৎ ও অচিৎ উভয়াত্মিকা মায়ার) সেই জ্ঞান হইতে অভিন্নতা বলিবার ইচ্ছায়ই তাহার (জ্ঞানের) শক্তিত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে (ক) শক্তিবর্গরূপ তদীয় ধর্মসমূহের সহিত সম্পর্কশূন্য কেবল জ্ঞানমাত্রই ব্রহ্মসংজ্ঞায় কথিত হ'ন। আর, অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তিপ্রচুর (মায়াশক্তির নিয়ামক), চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট অর্থাৎ চিচ্ছক্তির অংশস্বরূপ জীবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, অন্তর্যামিস্বরূপ অদ্বয় জ্ঞানই পরমাত্মা। অর্থাৎ মায়াশক্তি ও জীবশক্তিবিশিষ্ট অন্তর্যামী ঈশ্বরই পরমাত্মা। পরিপূর্ণ-সর্বশক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানই ভগবান্ — এইরূপ জ্ঞাতব্য। পূর্ববর্তী তিনটি সন্দর্ভদ্বারা ইহা বিস্তৃতভাবে বলাও হইয়াছে ॥৬॥

তচ্চ ত্রিধাবির্ভাবযুক্তমেব তত্ত্বং ভক্ত্যৈব সাক্ষাদপি ক্রিয়ত ইত্যাহ (ভা: ১।২।১২) —

(৮) "**তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।**
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥"

ভক্ত্যা — তৎকথা-রুচেরেব পরাবস্থারূপয়া প্রেমলক্ষণয়া; **তৎ** পূর্ব্বমেবোক্তং তত্ত্বম্; **আত্মনি** শুদ্ধে চেতসি **পশ্যন্তি চ**, — জ্ঞানমাত্রস্য(পরতত্ত্বস্য স্বরূপজ্ঞানমাত্রস্য) কা বার্ত্তা? সাক্ষাদপি কুর্বন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং তৎ? **আত্মানং** স্বরূপাখ্য-জীবাখ্য-মায়াখ্য-শক্তীনামাশ্রয়ম্; **জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া** স্বাত্মজাভ্যাং তাভ্যাং সেবিতয়া; অতএব চ তে মুনয়ঃ পৃথক্ চ বিশিষ্টঞ্চ স্বেচ্ছয়া **পশ্যন্তী**ত্যায়াতি। তদেবং **'শ্রুতগৃহীতয়া'**, **'মুনয়ঃ'**, **'শ্রদ্দধানাঃ'** ইতি পদত্রয়েণ তস্যা এব ভক্তের্দৌর্লভ্যং দর্শিতম্। সদ্‌গুরোঃ সকাশাদ্বেদান্তাদ্য-খিলশাস্ত্রার্থ-বিচার-শ্রবণদ্বারা যদি সা (ভক্তিঃ) আবশ্যক-পরমকর্ত্তব্যত্বেন জ্ঞায়তে, পুনশ্চ (ভা: ২।২।৩৪) —

"**ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্নেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।**
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥"

ইতিবদ্‌যদি বিপরীতভাবনাত্যাজকৌ মননযোগ্যতা-মননাভিনিবেশৌ স্যাতাম্, ততঃ শ্রদ্দধানৈঃ সা (প্রেমলক্ষণা) ভক্তিরুপাসনদ্বারা লভ্যত ইতি। অতঃ শ্রুতিরপি তদর্থমাগৃহ্নাতি — (বৃ: ৪।৫।৬) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যত্র নিদিধ্যাসনমুপাসনম্, দর্শনং সাক্ষাৎকার উচ্যতে ॥৭॥

ত্রিবিধ আবির্ভাবযুক্ত সেই তত্ত্বকেই কেবল ভক্তিদ্বারা সাক্ষাৎও করা যায়। তজ্জন্য বলিতেছেন —

(৮) "সেই তত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তা এবং শ্রুতগৃহীতা অর্থাৎ শাস্ত্রশ্রবণলব্ধা ভক্তিদ্বারা আত্মার মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন।"

'ভক্তিদ্বারা' অর্থাৎ তদীয় কথারুচির পরাবস্থারূপা প্রেমলক্ষণা ভক্তিদ্বারা, 'তাঁহাকে' — পূর্বোক্ত সেই তত্ত্বকে; 'আত্মার মধ্যে' অর্থাৎ শুদ্ধচিত্তে দর্শনও করেন; — অর্থাৎ উক্ত তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান ত অবশ্যই লভ্য হয়, অধিকন্তু উক্ত তত্ত্বকে সাক্ষাৎও করিয়া থাকেন। কীদৃশ তাহাকে (তত্ত্বকে)? আত্মাকে অর্থাৎ স্বরূপাখ্যশক্তি, জীবাখ্যশক্তি ও মায়াখ্যশক্তির আশ্রয়কে। 'জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্তা' — জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই উভয়দ্বারা যুক্তা অর্থাৎ নিজের (ভক্তির) আত্মজ জ্ঞান ও বৈরাগ্য — এই উভয়ের সেবিতা (সেই ভক্তিদ্বারা দর্শনও করেন)। অতএব সেই মুনিগণ স্বেচ্ছাক্রমে পৃথক্ ও বিশিষ্ট উভয়রূপেই(সেই তত্ত্বকে) দেখিয়া থাকেন — ইহাই বুঝা যাইতেছে। এইরূপে — 'শ্রুতগৃহীতয়া', 'মুনয়ঃ' এবং 'শ্রদ্দধানাঃ' — এই তিনটি পদদ্বারা সেই ভক্তিরই দুর্লভত্ব প্রদর্শিত

হইয়াছে। সদ্গুরুর নিকট হইতে বেদান্তপ্রমুখ সর্বশাস্ত্রার্থবিচারের শ্রবণদ্বারা যদি ভক্তিকে অবশ্য পরম কর্তব্যরূপে জানা যায় এবং – "ব্রহ্মা কূটস্থ (একাগ্রচিত্ত) হইয়া তিনবার সমগ্র বেদশাস্ত্রের বিচারপূর্বক যাহাতে আত্মার (শ্রীহরির) প্রতি রতি উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিদ্বারা তাহাই (সেই উপায়ই) নির্ধারণ করিয়াছিলেন" – এই শ্লোকবর্ণিত উপায়ের ন্যায় যদি বিপরীত ভাবনার পরিহারকারক মননযোগ্যতা এবং মননবিষয়ক একাগ্রতা লাভ হয়, তাহা হইলেই, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণকর্তৃক উপাসনাদ্বারা সেই (প্রেমলক্ষণা) ভক্তি লব্ধ হয়। অতএব শ্রুতিও এইরূপ বলিয়াছেন – "হে মৈত্রেয়ি! আত্মাই একমাত্র দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের যোগ্য।" এস্থলে 'নিদিধ্যাসন' অর্থে উপাসনা এবং 'দর্শন' অর্থে সাক্ষাৎকারই উক্ত হইয়াছে ॥৭॥

সা চৈবং দুর্লভা ভক্তিঃ শ্রীহরিতোষণে প্রযুক্তাৎ স্বাভাবিক-ধর্ম্মাদপি লভ্যতে; তস্মাৎ হরিতোষণমেব তস্য পরমফলমিত্যাহ, (ভা: ১।২।১৩) –

(৯) "**অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।**
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥"

স্বনুষ্ঠিতস্য বহুপ্রযত্নেনাচ্ছিদ্রমুপার্জ্জিতস্যেতি তুচ্ছে স্বর্গাদিফলে তৎপ্রয়োগোঽতীবাযুক্ত ইতি ভাবঃ ॥৮॥

এইরূপে দুর্লভা সেই ভক্তি শ্রীহরির প্রীতির জন্য আচরিত স্বাভাবিক ধর্ম (ভক্তিমাত্রকাম-কর্মমিশ্র-সঙ্গসিদ্ধভক্তি) হইতেও লাভ করা যায়। অতএব শ্রীহরির সন্তোষবিধানই যে উক্ত স্বাভাবিক ধর্মের পরম ফল – ইহাই বলিতেছেন –

(৯) "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অতএব মানবগণকর্তৃক বর্ণাশ্রম-বিভাগানুসারে সুষ্ঠুভাবে যে ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীহরির সন্তোষবিধানই উহার পরমসিদ্ধিস্বরূপ।" 'স্বনুষ্ঠিত' – অর্থাৎ বহু প্রযত্নসহকারে নির্দোষভাবে অর্জিত। অতএব স্বর্গাদিরূপ তুচ্ছ ফললাভের উদ্দেশ্যে তাদৃশ ধর্মের প্রয়োগ যে অতিশয় অযুক্ত – ইহাই ভাবার্থ ॥৮॥

যদ্যেবং শ্রীহরিসন্তোষকস্যাপি ধর্ম্মস্য ফলং শ্রবণাদিরুচিলক্ষণা ভক্তিরেব, তদ(ভক্তের)নুগতাস্তৎ-প্রবর্ত্তিতাশ্চ জ্ঞানবৈরাগ্যাদিগুণা ইত্যায়াতম্, তদা সাক্ষাচ্ছ্রবণাদিরূপা ভক্তিরেব কর্ত্তব্যা; কিং তত্তদাগ্রহেণেত্যাহ (ভা: ১।২।১৪) –

(১০) "**তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।**
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥"

একেন কর্ম্মাদ্যাগ্রহশূন্যেন; শ্রবণমত্র নাম-গুণাদীনাম্, তথা কীর্ত্তনঞ্চ ॥৯॥

যদি পূর্বোক্তক্রমে শ্রবণাদিতে রুচিরূপা ভক্তিই শ্রীহরির সন্তোষজনক ধর্মেরও (ভগবদর্পিত কর্মেরও) ফল হয় এবং জ্ঞানবৈরাগ্যাদি গুণসমূহ সেই ভক্তিরই অনুগত ও ভক্তিকর্তৃকই প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণাদিরূপা ভক্তিরই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য; অতএব জ্ঞানবৈরাগ্যাদি গুণপ্রতি আগ্রহের কি প্রয়োজন? অতএব ইহাই বলিতেছেন –

(১০) "অতএব সর্বদা এক মনে ভক্তের পালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান ও পূজা নিত্য কর্তব্য।"

'একেন' – কর্মাদির আগ্রহশূন্য(মনদ্বারা); এস্থলে 'শ্রবণ' বলিতে শ্রীভগবানের নামগুণপ্রভৃতির শ্রবণ এবং 'কীর্তন' বলিতে তাঁহার নামগুণাদিরই কীর্তন জ্ঞাতব্য ॥৯॥

তত্রৈবান্তিমভূমিকা-পর্যন্তাং সুগমাং শৈলীং বক্তুং ধর্ম্মাদিকষ্ট-নিরপেক্ষেণ যুক্তিমাত্রেণ তৎপ্রথম-ভূমিকাং শ্রীহরিকথা-রুচিমুৎপাদয়ংস্তস্য গুণং স্মারয়তি (ভা: ১।২।১৫) –

(১১) "**যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্ম গ্রন্থিনিবন্ধনম্।**
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্ ॥"

কোবিদা বিবেকিনঃ **যুক্তাঃ** সংযতচিত্তা যস্য হরেঃ **অনুধ্যা** অনুধ্যানং চিন্তনমাত্রং, **স এবাসিঃ** খড়গস্তেন গ্রন্থিং নানাদেহেম্বহঙ্কারং নিবধ্নাতি যত্তৎ **কর্ম্ম ছিন্দন্তি**, তস্যৈবম্ভূতস্য পরমদুঃখাদুদ্ধর্ত্তুঃ **কথায়াং রতিং** রুচিং **কো ন কুর্য্যাৎ** ? ॥১০॥

পূর্বোক্ত ভক্তিমার্গে অন্তিমভূমিকাপর্যন্ত লাভ করার উপযোগী সুগমপ্রণালী বলিবার উদ্দেশ্যে (প্রথমতঃ) ধর্মাদি উপার্জনের কষ্টসম্পর্কশূন্য কেবল সংযমদ্বারা ভক্তিমার্গের প্রথমভূমিকাস্বরূপ শ্রীহরিকথারুচি উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীহরির গুণ স্মরণ করাইতেছেন—

(১১) "যুক্ত কোবিদগণ যাঁহার অনুধ্যানরূপ অসিদ্বারা গ্রন্থিনিবন্ধন কর্ম ছেদন করেন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার কথায় রতি না করে ?" 'কোবিদ' — বিবেকী, 'যুক্ত' — সংযতচিত্ত (ব্যক্তিগণ) যে শ্রীহরির 'অনুধ্যা' — অনুধ্যান অর্থাৎ কেবল চিন্তামাত্ররূপ 'অসি' অর্থাৎ খড়্গদ্বারা, 'গ্রন্থি' অর্থাৎ নানাদেহে স্থিত অহঙ্কারকে, যাহা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে, সেই কর্মকে ছেদন করেন, 'তাঁহার' — অর্থাৎ পরমদুঃখ হইতে উদ্ধারকারী সেই শ্রীহরির কথায় কে রতি অর্থাৎ রুচি না করে ? ॥১০॥

নম্বেবমপি তস্য কথারুচির্মন্দভাগ্যানাং চ ন জায়ত ইত্যাশঙ্ক্য তত্র সুগমোপায়ং বদন্ তামারভ্য নৈষ্ঠিকীপর্য্যন্তাং ভক্তিমুপদিশতি পঞ্চভিঃ (ভা: ১।২।১৬-২০; ১।২।১৬) —

(১২) "**শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।**
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥"

(ভা: ১০।৮৭।৩৫) "**ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনানৃন্যয়ো বিমদাঃ**" ইত্যাদ্যনুসারেণ "প্রায়স্তত্রৈব মহৎসঙ্গো ভবতি" ইতি তদীয়-টীকানুমত্যা চ **পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ** হেতোর্লব্ধা যদৃচ্ছয়া যা **মহৎসেবা**, তয়া **বাসুদেবকথারুচিঃ** স্যাৎ। কার্য্যান্তরেণাপি তীর্থে ভ্রমতো(জনস্য) মহতাং প্রায়স্তত্র ভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শন-স্পর্শন-সম্ভাষণাদি-লক্ষণা সেবা স্বত এব সম্পদ্যতে, তৎপ্রভাবেণ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধা ভবতি; তদীয়-স্বাভাবিক-পরস্পর-ভগবৎকথায়াং 'কিমেতে সংকথয়ন্তি, তচ্ছৃণোমি' ইতি তদিচ্ছা জায়তে; তচ্ছ্রবণেন চ তস্যাং রুচির্জায়ত ইতি; — তথা চ মহদ্ভ্য এব শ্রুতা ঝটিতি কার্য্যকরীতি ভাবঃ। তথা হি শ্রীকপিলদেব-বাক্যম্ — (ভা: ৩।২৫।২৫) "**সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ-কথাঃ**" ইত্যাদি ॥১১॥

এরূপ হইলেও মন্দভাগ্যগণের তাঁহার কথায় রুচি জাত হয় না — এরূপ আশঙ্কা করিয়া তাদৃশ স্থলে সুলভ উপায় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া পাঁচটি শ্লোকে কথারুচি হইতে আরম্ভ করিয়া নৈষ্ঠিকী দশা পর্যন্ত ভক্তির উপদেশ করিতেছেন —

(১২) "হে বিপ্রগণ! পুণ্যতীর্থের সম্যক্ সেবাহেতু মহদ্গণের সেবা হইলে, তাহাদ্বারা শ্রবণেচ্ছু শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির ভগবান্ বাসুদেবের কথায় রুচির উদয় হয়।"

"নিরহঙ্কার ঋষিগণ ভূতলে অসংখ্য পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্রসমূহের (সেবা করেন)" ইত্যাদি উক্তি অনুসারে এবং উহার টীকায় — "প্রায়শঃ সেইসকল পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্রেই মহাপুরুষগণের সঙ্গলাভ হয়" — এইরূপ অনুমোদনহেতু, পুণ্যতীর্থের সম্যক্ সেবাবশতঃ যদৃচ্ছাক্রমে যে মহদ্গণের সেবা হয়, তাহাদ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের কথায় রুচির উদয় হয়। কার্যান্তরে তীর্থে ভ্রমণকারী ব্যক্তির পক্ষেও প্রায়শঃ তথায় ভ্রমণ বা অবস্থানকারী মহাপুরুষগণের দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণাদিরূপ সেবা স্বভাবতঃই সিদ্ধ হয়, উহার প্রভাবে তাঁহাদের

আচরণের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। আর, সেই মহাপুরুষগণ পরস্পর স্বভাবানুযায়ী ভগবৎকথায় প্রবৃত্ত হইলে 'ইঁহারা পরস্পর কি আলাপ করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিব' — এইরূপে শ্রবণবিষয়ে ইচ্ছা জন্মে; অনন্তর সেই ভগবৎকথা শ্রবণ করিলে তদ্‌বিষয়ে রুচির উদয় হইয়া থাকে। এইরূপে মহাপুরুষগণের নিকট শ্রবণ করিলেই হরিকথা সত্বর কার্যকরী হয় — ইহাই এস্থলে ভাবার্থ। শ্রীকপিলদেবও এরূপ বলিয়াছেন — "সজ্জনগণের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক এবং মদীয় বীর্যজ্ঞাপক কথাসমূহের আবির্ভাব হয়" ইত্যাদি ॥১১॥

ততশ্চ (ভা: ১।২।১৭) —

(১৩) "**শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।**
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥"

কথাদ্বারা **অন্তঃস্থো** ভাবনাপদবীং গতঃ সন্ **হৃদ্যভদ্রাণি** বাসনাঃ ॥১২॥

অতঃপর —

(১৩) "যাঁহার (নামাদির) শ্রবণ ও কীর্তন পরম পবিত্র, সজ্জনসুহৃদ্ সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজকথা শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের অন্তরস্থিত হইয়া হৃদয়ের অভদ্রসমূহ দূর করেন।"

শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাদ্বারাই অন্তঃস্থ অর্থাৎ ভাবনামার্গ প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়গত 'অভদ্রসমূহ' অর্থাৎ বাসনাসমূহ (দূর করেন) ॥১২॥

ততশ্চ (ভা: ১।২।১৮) —

(১৪) "**নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।**
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥"

নষ্টপ্রায়েষু, ন তু জ্ঞানমিব সম্যঙ্‌নষ্টেষ্বিতি ভক্তের্নিরর্গলস্বভাবত্বমুক্তম্। ভাগবতানাং ভাগবত-শাস্ত্রস্য চ সেবয়া **ভক্তি**রনুধ্যানরূপা **নৈষ্ঠিকী** সন্ততৈব ভবতি ॥১৩॥

অনন্তর —

(১৪) "বাসনারূপ অমঙ্গলসমূহ নষ্টপ্রায় হইলে নিরন্তর ভাগবত সেবাহেতু উত্তমযশঃশালী শ্রীভগবানের প্রতি নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়।"

'নষ্টপ্রায় হইলে' ইহাদ্বারা জ্ঞাপিত হইল যে, জ্ঞান যেরূপ বাসনাসমূহের সম্পূর্ণ নাশ হইলেই উদিত হয়, ভক্তি কিন্তু বাসনার সেরূপ ক্ষয় অপেক্ষা করে না। ইহাদ্বারা ভক্তির স্বভাব যে অবাধ ইহাই উক্ত হইল। 'ভাগবতসেবা' অর্থাৎ ভক্তগণের ও ভাগবতশাস্ত্রের সেবাদ্বারা অনুক্ষণ ধ্যানরূপা ভক্তি নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ অবিচ্ছিন্না হয় ॥১৩॥

তদৈব (ভা: ১১।২।৫৩) "**ত্রিভুবনবিভব-হেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিঃ**" ইত্যাদ্যুক্ত-রীত্যা সর্ব্ববাসনা-নাশাচ্চিত্তং শুদ্ধসত্ত্বমগ্নং সৎ ভগবত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারযোগ্যং ভবতীত্যাহ, (ভা: ১।২।১৯) —

(১৫) "**তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।**
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥"

রজশ্চ তমশ্চ; যে চ তৎপ্রভবা **ভাবাঃ** কামাদয়ঃ; **এতৈ**রিত্যন্বয়ঃ ॥১৪॥

আর তখনই — "ত্রিলোকের ঐশ্বর্য লাভের জন্যও যাঁহার ভগবৎস্মৃতি সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয় না" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত রীতি অনুসারে সমগ্র বাসনার বিনাশহেতু চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বে নিমগ্ন হইয়া ভগবত্তত্ত্বের সাক্ষাৎকারযোগ্য হয় — ইহাই বলিতেছেন —

(১৫) "তৎকালে চিত্ত রজস্তমোজনিত কামলোভপ্রভৃতি ভাবসমূহদ্বারা অভিভূত না হইয়া সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া উপশম লাভ করে।"

এস্থলে শ্লোকস্থিত 'রজস্তমোভাবাঃ' পদে — রজঃ ও তমঃ এবং তাহা হইতে উদ্ভূত যে কামাদি ভাব — ঐসকলদ্বারা (অভিভূত না হইয়া) — এরূপ অন্বয় হইবে ॥১৪॥

তথা (ভা: ১।২।২০) —

(১৬) "**এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।**
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥"

এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ **প্রসন্নমনসস্ততো মুক্তসঙ্গস্য** ত্যক্তকামাদি-বাসনস্য **ভক্তিযোগতঃ** পুনরপি ক্রিয়মাণাত্তস্মাদ্**বিজ্ঞানং** — সাক্ষাৎকারো মনসি বহির্বা ভাবনাং বিনৈবানুভবো যঃ, স **জায়তে** ॥**১৫**॥

(১৬) "এইরূপে প্রসন্নমনা মুক্তসঙ্গ ব্যক্তির শ্রীভগবানের ভক্তিযোগহেতু ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।"

'এইরূপে' অর্থাৎ পূর্বোক্তপ্রকারে প্রসন্নমনার অতএব 'মুক্তসঙ্গ' অর্থাৎ কামাদি বাসনাসমূহের পরিত্যাগকারী (ব্যক্তির) পুনরায় আচরিত সেই ভক্তিযোগ হইতে 'বিজ্ঞান' উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ভাবনাব্যতীতই মনে বা বহির্দেশে ভগবত্তত্ত্বের অনুভবরূপ সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে ॥১৫॥

তস্য(বিজ্ঞানস্য)চ পরমানন্দৈকরূপত্বেন স্বতঃ ফলরূপস্য(প্রয়োজনাখ্যস্য) অন্তঃসাক্ষাৎকার-স্যানুষঙ্গিকং ফলমাহ, (ভা: ১।২।২১) —

(১৭) "**ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।**
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥"

হৃদয়গ্রন্থিরুপাধিরূপোঽহঙ্কারঃ, **সর্ব্বসংশয়াশ্ছিদ্যন্ত** ইতি শ্রবণ-মননাদিপ্রধানানামপি তস্মিন্ দৃষ্ট **এব সর্ব্বে সংশয়াঃ** সমাপ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র শ্রবণেন তাবজ্‌জ্ঞেয়গতাসম্ভাবনাশ্ছিদ্যন্ত ইতি, মননেন তদ্(জ্ঞেয়)-গত-বিপরীত-ভাবনেতি, দর্শনেন(সাক্ষাৎকারেণ) স্বাত্মযোগ্যতাগতাসম্ভাবনা-বিপরীত-ভাবনে ইতি জ্ঞেয়ম্, **ক্ষীয়ন্তে** — তদিচ্ছামাত্রেণৈব তদাভাসো ন কিঞ্চিদেব তেষ্বশিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥**১৬**॥

সেই বিজ্ঞান পরমানন্দৈকস্বরূপ বলিয়া স্বতঃই ফলস্বরূপ অর্থাৎ প্রয়োজনাখ্য অন্তঃসাক্ষাৎকারের আনুষঙ্গিক ফল, তাহা বলিতেছেন —

(১৭) "আত্মস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন হইলেই (দ্রষ্টা জীবের) হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হয়, সর্বপ্রকার সংশয়ের ছেদন হয় এবং কর্মসমূহের ক্ষয় হইয়া থাকে।"

'হৃদয়গ্রন্থি' — উপাধিরূপ অহঙ্কার। সর্বসংশয়ের ছেদন হয় — অর্থাৎ শ্রবণমননপ্রভৃতি যাঁহাদের প্রধান সাধন, তাঁহাদেরও ঈশ্বরের দর্শনমাত্রে সকল সংশয়ের পরিসমাপ্তি হয়। তন্মধ্যে শ্রবণদ্বারা 'জ্ঞেয়' তত্ত্ববিষয়ক অসম্ভাবনা, মননদ্বারা তদ্‌বিষয়ক বিপরীত ভাবনা এবং সাক্ষাৎকারদ্বারা নিজের যোগ্যতাবিষয়ক অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা নিরস্ত হয় জানিতে হইবে। 'কর্মসমূহের ক্ষয় হয়' — তাঁহার ইচ্ছায় অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই কর্মেতে কর্মের আভাসও কিঞ্চিন্মাত্র অবশেষ থাকে না ॥১৬॥

অত্র প্রকরণার্থে সদাচারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি, — (ভা: ১।২।২২) —

(১৮) "**অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।**
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্॥"

আত্মপ্রসাদনীং মনসঃ শোধনীম্। ন কেবলমেতাবদ্‌গুণত্বং তস্যাঃ, কিঞ্চ **পরময়া মুদেতি** কর্ম্মানুষ্ঠানবন্ন সাধনকালে সাধ্যকালে বা ভক্ত্যনুষ্ঠানং দুঃখরূপম্, প্রত্যুত সুখরূপমেবেত্যর্থঃ। অতএব **নিত্যং** সাধকদশায়াং সিদ্ধদশায়াঞ্চৈব তাবৎ **কুর্ব্বন্তী**ত্যুক্তম্ ॥**১৭**॥ শ্রীসূতঃ ॥৩-**১৭**॥

এই প্রকরণে বক্তব্য বিষয়ের সমর্থকরূপে সদাচার প্রদর্শনপূর্বক (অর্থাৎ সজ্জনগণের আচরণরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া) উপসংহার করিতেছেন—

(১৮) "অতএব সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানিগণ নিত্যকাল পরমপ্রীতিসহকারে ভগবান্ বাসুদেবে আত্মপ্রসাদনী ভক্তি করিয়া থাকেন।"

'আত্মপ্রসাদনী'—চিত্তশুদ্ধিকারিণী। এই চিত্তশুদ্ধিই যে তাহার (অর্থাৎ ভক্তির) একমাত্র ফল তাহা নহে—ইহাই বলিতেছেন—পরমপ্রীতিসহকারে (ভক্তি করেন)। অর্থাৎ এই ভক্তির অনুষ্ঠান সাধনকালে বা সাধ্যকালে কোন সময়েই কর্মানুষ্ঠানবৎ দুঃখাত্মক না হইয়া বরং সুখস্বরূপই হয়। অতএব 'নিত্য' অর্থাৎ সাধকদশায় ও সিদ্ধদশায়ও সর্বদা ইহার অনুষ্ঠান করেন ॥১৭॥—ইহা শ্রীসূতের উক্তি ॥৩-১৭॥

তদেবং কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যযত্ন-পরিত্যাগেন ভগবদ্ভক্তিরেব কর্ত্তব্যেতি মতম্। কর্ম্মবিশেষরূপং দেবতান্তর-ভজনমপি ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ সপ্তভিঃ (ভা: ১।২।২৩-২৯)। তত্রান্যেষাং কা বার্ত্তা ? সত্যপি শ্রীভগবত এব গুণাবতারত্বে শ্রীবিষ্ণুবৎ সাক্ষাৎ-পরমব্রহ্মত্বাভাবাৎ সত্ত্বমাত্রোপকারকত্বাভাবাচ্চ, প্রত্যুত রজস্তমোবৃংহণত্বাচ্চ, ব্রহ্মশিবাবপি শ্রেয়োঽর্থিভির্নোপাস্যাবিত্যত্র দ্বৌ শ্লোকৌ শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ (১২শ অনু:, ৮-৯পৃ:) এবোদাহৃতৌ (ভা: ১।২।২৩, ২৪)—

(১৯) "**সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।**
স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥"

(২০) "**পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।**
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্ ॥" ইতি;

সত্ত্বতনোঃ সত্ত্বশক্তেঃ, **ত্রয়ীময়**স্ত্রয্যুক্ত-কর্ম্মপ্রচুরঃ। দারুস্থানীয়ং তমঃ, ধূমস্থানীয়ং রজঃ, অগ্নিস্থানীয়ং সত্ত্বম্, ত্রয্যুক্ত-কর্ম্মস্থানীয়ং ব্রহ্ম। **পার্থিবা**দিতি; যথা ধূমোঽংশেনাগ্নীয়ো ভবতি, দারু তু তথা নেত্যত্র স্বল্পং ত্রয়ীময়ত্বং ভবতি। এবং যথা রজসঃ সত্ত্ব-সন্নিহিতত্বম্ তথা তমসো নেতি। ব্রহ্ম-সন্নিহিতত্বং স্বল্পং জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ ত্রয্যুক্তকর্ম্ম যথাগ্নাবেব সাক্ষাৎ প্রবর্ত্ততে, নান্যয়োস্তদ্বৎ পরব্রহ্মভূতো ভগবানপি সত্ত্ব এবেত্যর্থঃ ॥**১৮**॥

এইরূপ বিচারক্রমে স্থির হইল যে—কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যবিষয়ে যত্ন না করিয়া একমাত্র ভগবদ্ভক্তিরই অনুশীলন কর্তব্য। কর্মবিশেষরূপ অন্য দেবতাগণের ভজনও কর্তব্য নহে—সম্প্রতি ইহা সাতটি শ্লোকে বলা হইতেছে। অপর দেবগণের আর কথা কী, পরন্তু ব্রহ্মা এবং শিব ইঁহারাও শ্রীভগবানেরই গুণাবতার হইলেও শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্বের অভাবহেতু এবং সত্ত্বগুণের উপকারক না হইয়া বরং রজঃ ও তমোগুণের পরিপোষক হওয়ায় শ্রেয়স্কামিগণের উপাস্য নহেন—এবিষয়ে দুইটি শ্লোক শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে উদাহরণরূপে গৃহীত হইয়াছে—(তাহা এইরূপ)

(১৯) "সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ; এক পরম পুরুষ ইহাদের দ্বারা যুক্ত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে স্থিতি, সৃষ্টি ও সংহারের জন্য যথাক্রমে হরি, ব্রহ্মা ও হর এই তিনটি সংজ্ঞা ধারণ করেন। তন্মধ্যে সত্ত্বতনু (শ্রীহরি) হইতেই মানবগণের শ্রেয়ঃসমূহ সিদ্ধ হয়।"

(২০) "পার্থিব দারু (কাষ্ঠ) অপেক্ষা ধূম শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা ত্রয়ীময় অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মের সাধন অগ্নি শ্রেষ্ঠ। এইরূপ তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ এবং তদপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ; যাহা (যে সত্ত্বগুণ) ব্রহ্মদর্শনস্বরূপ (অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপ)।"

'সত্ত্বতনু হইতে' – সত্ত্বশক্তিসম্পন্ন (শ্রীহরির নিকট হইতে)। 'ত্রয়ীময়' – বেদোক্ত কর্মবহুল। এস্থলে তমোগুণ কাষ্ঠস্থানীয়, রজোগুণ ধূমস্থানীয়, সত্ত্বগুণ অগ্নিস্থানীয় এবং ব্রহ্ম বেদোক্ত কর্মস্থানীয়। 'পার্থিব' ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য – ধূম যেরূপ অংশতঃ অগ্নিসম্পর্কীয়, কাষ্ঠ সেরূপ নহে বলিয়া কাষ্ঠে বেদোক্ত কর্মবাহুল্য স্বল্পই থাকে, সেইরূপ রজোগুণ সত্ত্বগুণের যাদৃশ সান্নিধ্যযুক্ত, তমোগুণ তাদৃশ নহে বলিয়া তমোগুণের ব্রহ্মসান্নিধ্য স্বল্পই জ্ঞাতব্য। অতএব বেদোক্ত কর্ম যেরূপ সাক্ষাদ্ভাবে অগ্নিতেই প্রবর্তিত হয়, ধূম বা কাষ্ঠ নহে; তদ্রূপ পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্‌ও সত্ত্বগুণেই প্রকাশিত হন।।১৮।।

দেবতান্তরপরিত্যাগেনাপি ভগবদ্‌ভক্তৌ সদাচারং প্রমাণয়তি, (ভা: ১।২।২৫) –

(২১) "**ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।**
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ ॥"

অথাতো হেতোঃ; **অগ্রে** পুরা, **সত্ত্বং বিশুদ্ধং** বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকমূর্ত্তিং **ভগবন্তম্;** প্রাকৃত-সত্ত্বাতীতত্বঞ্চ তস্য বিবৃতং শ্রীভগবৎসন্দর্ভে (৮ম অনু:)। অতো **যে তাননু** অনুবর্ত্তন্তে, তে ইহ সংসারে **ক্ষেমায় কল্পন্তে** ।।১৯।।

দেবতান্তরের উপাসনা ত্যাগ করিয়াও যে ভগবদ্ভজন করা হয়, এবিষয়ে সাধুগণের আচরণরূপ প্রমাণ দেখাইতেছেন –

(২১) "এইহেতু পুরাকালে মুনিগণ বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ অধোক্ষজের ভজন করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহাদের অনুসরণ করেন তাঁহারা এসংসারে কল্যাণলাভের যোগ্য হ'ন।"

শ্লোকস্থ 'অথ' শব্দের অর্থ – এইহেতু; 'অগ্রে' – পুরাকালে, 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' – বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক মূর্তি শ্রীভগবান্‌কে (ভজন করিয়াছিলেন)। তিনি যে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের অতীত তত্ত্ব ইহা ভগবৎসন্দর্ভে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব যাঁহারা সেই মুনিগণের অনুসরণ করেন, তাঁহারা এ সংসারে কল্যাণলাভে অধিকারী হন।।১৯।।

নম্বন্যান্ ভৈরবাদীন্ দেবানপি কেচিদ্‌ভজন্তো দৃশ্যন্তে? সত্যম্; যতস্তে সকামাঃ, কিন্তু মুমুক্ষবোঽপ্যন্যান্ন ভজন্তে, কিমুত তদ্ভক্ত্যেক-পুরুষার্থা ইত্যাহ, (ভা: ১।২।২৬) –

(২২) "**মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।**
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥"

ভূতপতীনিতি পিতৃ-প্রজেশাদীনামুপলক্ষণম্; **অনসূয়বো** দেবতান্তরানিন্দকাঃ সন্তঃ ।।২০।।

কেহ কেহ ভৈরবপ্রভৃতি অন্য দেবগণেরও ভজন করেন দেখা যায়, (এ অবস্থায় একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরিই উপাস্য হন কিরূপে?) এই আশঙ্কার উত্তর এই যে – সত্যই কেহ কেহ তাহা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সকাম ব্যক্তি, পরন্তু যাঁহারা কেবল মুক্তিকামী তাঁহারাও যেহেতু ভৈরবাদির ভজন করেন না, এ অবস্থায় ভক্তিই যাঁহাদের একমাত্র পুরুষার্থ, তাঁহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কী? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন –

(২২) "মুমুক্ষু পুরুষগণ ঘোররূপী ভূতপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া, অসূয়াহীন হইয়া ভগবান্ নারায়ণের শান্তপ্রকৃতি অবতারসমূহের ভজন করেন।" এস্থলে 'ভূতপতি' বলিতে পিতৃগণ ও প্রজাপতিগণকেও বুঝাইতেছে। 'অসূয়াহীন হইয়া' – অর্থাৎ অন্যদেবতার নিন্দা না করিয়া ।।২০।।

ননু কামলাভোঽপি লক্ষ্মীপতিভজনে ভবত্যেব, তর্হি কথমন্যাংস্তে ভজন্তে ? তত্রাহ, (ভা: ১২।২৭) –

(২৩) "**রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।**
পিতৃভূত-প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ ॥"

রজস্তমঃপ্রকৃতিত্বেনৈব পিত্রাদিভিঃ সমং শীলং যেষাম্সমশীলত্বাদেব তদ্ভজনে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥২১॥

লক্ষ্মীপতির ভজনে ত কামলাভও নিশ্চিতই হইতে পারে, তবে সকামগণ অন্য দেবতার ভজন করেন কেন ? এবিষয়ে উত্তরস্বরূপ বলিতেছেন –

(২৩) "রজঃপ্রকৃতি ও তমঃপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ সমশীল বলিয়া পিতৃগণ, ভূতগণ ও প্রজাপতি প্রভৃতিকে – সম্পত্তি, ঐশ্বর্য ও পুত্রাদি কামনায় ভজন করেন।"

রজস্তমঃপ্রকৃতির অধিকারী বলিয়াই পিতৃলোকপ্রভৃতির সহিত তাদৃশ ব্যক্তিগণের শীল বা স্বভাবের সাম্য রহিয়াছে এবং তুল্যস্বভাববিশিষ্ট বলিয়াই উক্ত ব্যক্তিগণের পিতৃলোকাদির ভজনে প্রবৃত্তি হয় ॥২১॥

ততো বাসুদেব এব ভজনীয় ইত্যুক্তম্। সর্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্যঞ্চ তত্রৈবেত্যাহ দ্বাভ্যাম্, (ভা: ১২।২৮,২৯) –

(২৪) "**বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।**
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
(২৫) **বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।**
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥"

টীকা চ – "**বাসুদেবঃ** পরস্তাৎপর্য্যগোচরো যেষাং তে। ননু বেদা মখপরা দৃশ্যন্তে ? ইত্যাশঙ্ক্য তেঽপি তদারাধনার্থত্বাত্তৎপরা এবেত্যুক্তম্। **যোগা** যোগশাস্ত্রাণি, তেষামপ্যাসন-প্রাণায়ামাদি-ক্রিয়াপরত্বমাশঙ্ক্য তাসামপি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বাত্তৎপরত্বমুক্তম্। **জ্ঞানং** জ্ঞানশাস্ত্রম্। ননু তজ্জ্ঞান-পরমেবেত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানস্যাপি তৎপরত্বমুক্তম্। **তপোঽ**ত্র জ্ঞানম্। **ধর্ম্মো** ধর্ম্মশাস্ত্রং দান-ব্রতাদি-বিষয়ম্। ননু তৎ স্বর্গাদি-পরমিত্যাশঙ্ক্য তস্যাপি তদধীনত্বাত্তৎপরত্বম্। গম্যত ইতি **গতিঃ** স্বর্গাদিফলম্, সাপি তদানন্দাংশ-প্রকাশ-রূপত্বাত্তৎ-পরৈবেত্যুক্তম্। যদ্বা, **বেদা** ইত্যনেনৈব তন্মূলত্বাৎ সর্ব্বাণ্যপি বাসুদেব-পরাণীত্যুক্তম্। ননু বেদানাং তেষাং মখ-যোগ-ক্রিয়াদি-নানার্থপরত্বান্ন তদেকপরত্বমিত্যাশঙ্ক্য মখাদীনামপি তৎপরত্বমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্" ইত্যেষা। অত্র যোগাদীনাং কথঞ্চিদ্ভক্তিসচিবত্বেনৈব তৎপরত্বং মুখ্যং দ্রষ্টব্যম্। বেদাশ্চ কর্ম্মকাণ্ডপরা এব জ্ঞেয়াঃ; কেষাঞ্চিৎ সাক্ষাদ্ভক্তিপরত্বমপি দৃশ্যত ইতি; – (শ্বে: ৬।২৩)

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" ইত্যাদেঃ ॥২২॥

অতএব একমাত্র বাসুদেবই ভজনযোগ্য, ইহা উক্ত হইল। অতএব সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য যে ভগবান্ বাসুদেবেই পরিসমাপ্ত হয় – ইহাও শ্লোকদ্বয়ে বর্ণন করিতেছেন –

(২৪, ২৫) "বেদসমূহ বাসুদেবপর, যজ্ঞসমূহ বাসুদেবপর, যোগসমূহ বাসুদেবপর, ক্রিয়াসমূহ বাসুদেবপর, এইরূপ – জ্ঞান বাসুদেবপর, তপস্যা বাসুদেবপর, ধর্ম বাসুদেবপর এবং গতিও বাসুদেবপর।"

টীকা *– "বাসুদেব 'পর' অর্থাৎ তাৎপর্য বিষয়ীভূত হইয়াছেন যাহাদের তাদৃশ। বেদসমূহ ত যজ্ঞপর অর্থাৎ যজ্ঞপ্রতিপাদকরূপেই দৃষ্ট হয়, তবে বাসুদেবপর হয় কিরূপে ? – এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন – যজ্ঞসমূহও বাসুদেবের আরাধনার্থ উদ্দিষ্ট হওয়ায় কেবল বাসুদেবপরই হয় – ইহা উক্ত হইল। 'যোগ' – যোগশাস্ত্রসমূহ;*

আসন প্রাণায়ামপ্রভৃতি ক্রিয়াই উঁহাদের অর্থাৎ যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য — এরূপ অবস্থায় উঁহারা ভগবৎপর হয় কিরূপে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন — ঐসকল যোগশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া বাসুদেবপ্রাপ্তিরই উপায় বলিয়া যোগশাস্ত্রসমূহও বস্তুতঃ বাসুদেবপর। এস্থলে 'জ্ঞান' — জ্ঞানশাস্ত্র। জ্ঞানশাস্ত্র ত জ্ঞানপর অর্থাৎ জ্ঞানেরই প্রতিপাদক হয়। এই আশঙ্কায় জ্ঞানকেও বাসুদেবপর বলা হইয়াছে। 'তপঃ' এই পদটির অর্থ এস্থলে জ্ঞান। 'ধর্ম' — দানব্রতপ্রভৃতিবিষয়ক ধর্মশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্র ত দানব্রতপ্রভৃতিদ্বারা স্বর্গাদিরই প্রতিপাদক হয়? এইরূপ আশঙ্কায় — শাস্ত্র শ্রীবাসুদেবের অধীন বলিয়া তাহাকে বাসুদেবপরই বলা হইল। 'গতি' — যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ স্বর্গাদিরূপ ফল। ইহাও শ্রীবাসুদেবেরই আনন্দাংশের প্রকাশস্বরূপ বলিয়া — ইহাকেও বাসুদেবপর বলা হইয়াছে। অথবা — বেদসমূহ বাসুদেবপর এরূপ উক্তিদ্বারা অর্থাধীন বেদমূলক সকল শাস্ত্রকেই বাসুদেবপর বলা হইয়াছে। তথাপি ঐসকল শাস্ত্র যজ্ঞ, যোগ ও ক্রিয়াপ্রভৃতি নানাবিষয়ের প্রতিপাদক বলিয়া কেবলমাত্র বাসুদেবপর হইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কায়ই যজ্ঞাদিকেও পৃথগ্‌ভাবে বাসুদেবপর বলা হইয়াছে — ইহাই এস্থলে জ্ঞাতব্য।" (এপর্যন্ত টীকা)।

এস্থলে যোগপ্রভৃতি কোনপ্রকারে ভক্তির সহায়করূপেই মুখ্যভাবে বাসুদেবপর — ইহা জানিতে হইবে। বেদসমূহ কর্মকাণ্ডপরই জানা যায়, পরন্তু তন্মধ্যে কোন কোন বেদবাক্যের সাক্ষাদ্ভাবে ভক্তিপরতাও দেখা যায়। যথা —

"শ্রীভগবানের প্রতি যাঁহার পরা ভক্তি এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতিও তাদৃশী ভক্তি রহিয়াছে, সেই মহাত্মার নিকটই এই উপদিষ্ট বিষয়সমূহের বাস্তব অর্থ প্রকাশ পায়।" ॥২২॥

তদেবং তদ্ভজনস্যৈবাভিধেয়ত্বং দর্শয়িত্বা পূর্বোক্তং সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়মেব স্থাপয়তি, (ভা: ১।২।৩০) —

(২৬) "**স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।**
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাঽগুণো বিভুঃ ॥" ইত্যাদি;

টীকা চ — "ননু জগৎ-সর্গ-প্রবেশ-নিয়মনাদি-লীলাযুক্তে বস্তুনি সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়ো দৃশ্যতে; কথং বাসুদেবপরত্বং সর্ব্বস্য? তত্রাহ, — '**স এব**' ইতি চতুর্ভিঃ" ইত্যেষা। **ইদং** মহদাদি বিরিঞ্চিপর্য্যন্তম্। এবং প্রবেশাদিকাপি উত্তরশ্লোকেষু দ্রষ্টব্যা ॥২৩॥ শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্ ॥১৮-২৩॥

এইরূপে ভগবদ্ভজনই শাস্ত্রের অভিধেয় (অভীষ্ট বস্তুর প্রাপক সাধনবিশেষ) ইহা প্রদর্শনপূর্বক, (শ্রীভগবানে) পূর্বোক্তক্রমে সকলশাস্ত্রের সমন্বয় স্থাপন করিতেছেন —

(২৬) "প্রাকৃতগুণহীন সেই বিভু শ্রীভগবানই সদসদ্রূপা গুণময়ী মায়াদ্বারা অগ্রে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।" ইত্যাদি।

টীকা — "যিনি জগতের সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক তাহার নিয়ন্ত্রণাদি লীলা করিতেছেন, তাঁহাতেই সকল শাস্ত্রের সমন্বয় দেখা যায়। অতএব সকলশাস্ত্র বাসুদেবপর হয় কিরূপে? ইহারই উত্তরস্বরূপ 'স এব' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকের উক্তি হইয়াছে।" 'এই জগৎ' — অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত। এইরূপ পরবর্তী শ্লোকসমূহে প্রবেশাদি লীলা দ্রষ্টব্য ॥২৩॥

ইহা শ্রীশৌনকের প্রতি শ্রীসূতের উক্তি ॥১৮-২৩॥

শ্রীভাগবতাবির্ভাব-কারণে শ্রীনারদ-শ্রীব্যাস-সংবাদেঽপি — (ভা: ১।৫।১২)

(২৭) "**নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং, ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।**
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্ ॥"

ইত্যুদাহৃতম্। টীকা চ — "**নিষ্কর্ম্ম** ব্রহ্ম, তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্ম্মতারূপং **নৈষ্কর্ম্ম্যম্**; অজ্যতে-অনেনে-ত্যঞ্জনমুপাধিস্তন্নিবর্ত্তকং **নিরঞ্জনম্**; এবম্ভূতমপি **জ্ঞানমচ্যুতে ভাবো** ভক্তিস্তদ্বর্জ্জিতং **চেদলমত্যর্থং ন শোভতে** — সম্যগপরোক্ষায় ন কল্পত ইত্যর্থঃ। তদা **শশ্বৎ** সাধনকালে ফলকালে চ **অভদ্রং** দুঃখরূপং যৎ কাম্যং **কর্ম্ম, যদপ্যকারণমকাম্যম্**, তচ্চেতি চ-কারস্যান্বয়ঃ; তদপি **কর্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতঞ্চেৎ কুতঃ পুনঃ শোভতে** ? — বহির্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বাভাবাৎ" ইত্যেষা। তদেবং জ্ঞানস্য ভক্তিসংসর্গং বিনা, কর্ম্মণশ্চ তদুপপাদকত্বং বিনা, ব্যর্থত্বং ব্যক্তম্ ॥২৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের কারণস্বরূপ শ্রীনারদ ও শ্রীব্যাসের সংবাদপ্রসঙ্গেও এরূপ উদাহরণ রহিয়াছে —

(২৭) "নৈষ্কর্ম্যস্বরূপ নিরঞ্জন জ্ঞানও অচ্যুতভাববর্জিত হইলে অতিশয় শোভা পায় না; এঅবস্থায় নিরন্তর অভদ্রস্বরূপ কাম্যকর্ম, এমন কি যে কর্ম অকারণ (নিষ্কাম) তাহাও ঈশ্বরে সমর্পিত না হইলে যে অতিশয় শোভা পাইতে পারে না, এবিষয়ে আর বক্তব্য কী ?"

টীকা *— "নিষ্কর্ম অর্থ ব্রহ্ম, তাঁহার সহিত একাকার অর্থাৎ অভেদহেতু নিষ্কর্মতারূপ (ব্রহ্মাকার) যে-জ্ঞান উহাই 'নৈষ্কর্ম্য' পদের অর্থ। 'অঞ্জন' শব্দটির অর্থ — যাহাদ্বারা লেপন করা হয়, অর্থাৎ উপাধি। ঐ উপাধির নিরাস করে যে-জ্ঞান, উহাই নিরঞ্জন জ্ঞান। তাহাও 'অচ্যুতভাববর্জিত' — ভগবদ্ভক্তিরহিত হইলে অতিশয় শোভা পায় না, অর্থাৎ সম্যগ্‌ভাবে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ঘটাইবার যোগ্য হয় না। যদি তাদৃশ জ্ঞানেরই এ অবস্থা, তাহা হইলে — 'শশ্বৎ'(নিরন্তর) অর্থাৎ সাধনকালে এবং ফলকালে যে-কাম্য কর্ম 'অভদ্র' অর্থাৎ দুঃখস্বরূপ —তাহা এবং যে-কর্ম 'অকারণ' অর্থাৎ কামনাহীন — সেই কর্মও যদি ঈশ্বরে সমর্পিত না হয়, তাহা হইলে কিরূপেই বা শোভা পাইতে পারে ? যেহেতু স্বভাবতঃ ঐসকল কর্ম বাহ্যবিষয়ক বলিয়া চিত্তশুদ্ধিকর নহে।"*

এইরূপে ভক্তিসম্পর্কশূন্য জ্ঞান এবং ভক্তিসম্পাদকত্বরহিত কর্ম — এই উভয়েরই ব্যর্থতা ব্যক্ত হইয়াছে ॥২৪॥

কিঞ্চ, (ভা: ১।৫।১৫) —

"জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ, স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ" ইত্যাদিকমুক্ত্বাহ, (ভা:১।৫।১৭) —

(২৮) **"ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে,-র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।**
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং, কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ॥"

টীকা চ — "ইদানীং তু নিত্যনৈমিত্তিক-স্বধর্ম্মনিষ্ঠামপ্যনাদৃত্য কেবলং হরিভক্তিরেবোপদেষ্টব্যে-ত্যাশয়েনাহ, — **ত্যক্ত্বেতি**; ননু স্বধর্ম্মত্যাগেন **ভজন্** ভক্তিপরিপাকেন যদি কৃতার্থো ভবেত্তদা ন কাচিচ্চিন্তা; যদি **পুনরপক্ক** এব ম্রিয়তে, ততো ভ্রশ্যেদ্‌বা, তদা তু স্বধর্ম্ম-ত্যাগ-নিমিত্তোঽনর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ, — **ততো** ভজনাৎ **পতেৎ** — কথঞ্চিদ্‌ভ্রশ্যেৎ ম্রিয়েত বা **যদি**, তদাপি ভক্তিরসিকস্য কর্ম্মানধিকারাৎ নানর্থশঙ্কা, অঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ; বা-শব্দঃ কটাক্ষে, **যত্র ক্ব বা** নীচযোনাবপি **অমুষ্য** ভক্তিরসিকস্য **অভদ্রমভূৎ কিম্** ? নাভূদেবেত্যর্থঃ, — ভক্তিবাসনাসদ্ভাবাদিতি ভাবঃ। অভজদ্ভিস্তু কেবলং **স্বধর্মতঃ কো বার্থ আপ্তঃ** প্রাপ্তঃ ? **অভজতামিতি** ষষ্ঠী তু সম্বন্ধমাত্র-বিবক্ষয়া" ইত্যেষা ॥২৫॥ শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্ ॥২৪, ২৫॥

ইহার পর — "স্বভাবতঃই লোকসমাজ বিষয়ানুরক্ত কামী, এ অবস্থায় তাহাদের সম্বন্ধে ধর্ম উপদেশ দিতে যাইয়া তুমি আবার যে নিন্দনীয় কাম্যকর্মাদির নির্দেশ করিয়াছ, ইহা অতিশয় অন্যায়ই হইয়াছে" ইত্যাদি উক্তির অনন্তর বলিতেছেন —

(২৮) "স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মযুগলের ভজন করিতে করিতে অপক্ক অবস্থায় যদি তাহা হইতে পতিতও হয়, (তাহা হইলে) যে কোন স্থানেই বা তাদৃশ ব্যক্তির কোন অশুভ হইয়াছে কী ? (পক্ষান্তরে) ভজনহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে স্বধর্ম হইতে কোন্ অর্থই (প্রয়োজনীয় বস্তুই) বা প্রাপ্ত হয় ?"

***টীকা** – "ইদানীং নিত্য ও নৈমিত্তিক স্বধর্মবিষয়ক নিষ্ঠাকেও অনাদর করিয়া কেবল হরিভক্তিরই উপদেশ করিতে হইবে – এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন – 'ত্যক্ত্বা' ইত্যাদি। আশঙ্কা – স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক ভজনরত ব্যক্তি যদি ভক্তির পরিপক্কতাহেতু কৃতার্থ হন – তাহা হইলে কোন চিন্তা নাই; পরন্তু যদি ভক্তির অপরিপক্কতা দশায়ই মৃত্যুমুখে পতিত, কিংবা ভজন হইতে ভ্রষ্ট (চ্যুত) হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বধর্মত্যাগহেতু অনর্থ ঘটিতে পারে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন – সেই ভজন হইতে যদি পতিত অর্থাৎ কোনপ্রকারে ভ্রষ্ট হন কিংবা যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলেও ভক্তিরসিক ব্যক্তির বস্তুতঃ যেহেতু কর্মে অধিকারই নাই, এ অবস্থায় কর্মত্যাগ করায় অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠান না করায় কোন অনর্থেরই আশঙ্কা নাই। আর, অনর্থ স্বীকার করিলেও উত্তর বলিতেছেন – শ্লোকস্থ 'বা' শব্দটি কটাক্ষসূচক। 'যেকোন স্থানেই বা' – যেকোন নীচযোনি প্রাপ্ত হইলেও এই ভক্তিরসিক ব্যক্তির অশুভ (কোন কালে) ঘটিয়াছে কী ? অর্থাৎ কখনও হয় নাই। কারণ – তাদৃশ নীচযোনিতেও ভক্তিবিষয়ে বাসনারূপ সংস্কার বর্তমানই থাকে। পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণকর্তৃক কেবলমাত্র স্বধর্মাচরণ হইতে কোন্ অর্থই বা প্রাপ্ত হয় ? শ্লোকে 'অভজতাম্' (ভজনহীন ব্যক্তিগণের) এই পদে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হওয়া সঙ্গত হইলেও সম্বন্ধমাত্র বিবক্ষায় ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।" ॥২৫॥*

ইহা শ্রীব্যাসদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥২৪-২৫॥

তদেবং 'ভক্তিরেবাভিধেয়ং বস্তু' ইত্যুক্তম্। তথৈব শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদোপক্রমেঽপি, (ভা: ২।১।২) –

(২৯) "**শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।**
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥" ইত্যাদি।

গৃহেষ্বিত্যাদিকমুপলক্ষণং বহির্মুখানাম্, **আত্মতত্ত্বং** ভগবত্তত্ত্বম্, – তথা নিগময়িষ্যমাণত্বাৎ ॥২৬॥

এইরূপে ভক্তিই অভিধেয় বস্তু – ইহা বলা হইল। শ্রীশুকদেব ও শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের সংবাদে এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে –

(২৯) "হে মহারাজ ! আত্মতত্ত্বদর্শনরহিত গৃহাসক্ত গৃহমেধিগণের শ্রবণযোগ্যাদিরূপে সহস্র সহস্র বিষয় বর্তমান রহিয়াছে।" ইত্যাদি।

এস্থলে 'গৃহেষু' অর্থাৎ গৃহাসক্তগণের ইত্যাদি পদ উপলক্ষণমাত্র, বস্তুতঃ যেকোন শ্রেণীর বহির্মুখ জনগণকেই এস্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'আত্মতত্ত্ব' – ভগবত্তত্ত্ব; ইহা পর শ্লোকে উপসংহারে প্রতিপাদিত হইবে ॥২৬॥

নিগময়তি, (ভা: ২।১।৫) –

(৩০) "**তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।**
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥"

টীকা চ – "**সর্ব্বাত্মেতি** প্রেষ্ঠত্বমাহ; **ভগবান্** ইতি সৌন্দর্য্যম্, **ঈশ্বর** ইত্যাবশ্যকত্বম্, **হরিরিতি** বন্ধহারিত্বম্ **অভয়ং মোক্ষমিচ্ছতা**" ইত্যেষা। মোক্ষস্তু সর্ব্বক্লেশ-শান্তিপূর্বক-ভগবৎপ্রাপ্তিরেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥২৭॥

উপসংহারে বলা হইতেছে –

(৩০) "অতএব হে ভরতকুলনন্দন ! অভয় ইচ্ছাকারী ব্যক্তিকর্তৃক সর্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীহরি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের যোগ্য।"

টীকা *– " 'সর্বাত্মা' এই পদে তাঁহার প্রেষ্ঠত্ব বা পরমপ্রিয়ত্ব, 'ভগবান্' – এই পদে সৌন্দর্য, 'ঈশ্বর' – এই পদে আবশ্যকত্ব এবং 'হরি' এই পদে বন্ধনহারিত্ব, 'অভয়' অর্থাৎ মোক্ষ ইচ্ছা করেন যিনি তৎকর্তৃক।" (এপর্যন্ত টীকা)। এস্থলে 'মোক্ষ' বলিতে সর্বপ্রকার ক্লেশের নিবৃত্তিপূর্বক ভগবৎপ্রাপ্তিই জ্ঞাতব্য ॥২৭॥*

এতদনন্তরং বিরাড্‌ধারণামুক্ত্বা তদপবাদেনাপি তাং ভক্তিমেবাহ, (ভা: ২।১।৩৯) –

(৩১) "**স সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্ব, আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ।**
তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত, নান্যত্র সজ্জেদ্‌যত আত্মপাতঃ ॥"

টীকা চ – "সর্ব্বেষাং ধীবৃত্তিভিরনুভূতং সর্ব্বং" যেন **স এক** এব সর্ব্বান্তরাত্মা, **তং** এব **সত্যং ভজেত, অন্যত্রো**পলক্ষণে **ন সজ্জেত; যত** আসঙ্গাদা**ত্মনঃ পাতঃ** সংসারো ভবতি। একস্য তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বানুভূতৌ দৃষ্টান্তঃ – স্বপ্নজনানামীক্ষিতা যথেতি। স্বপ্নেঽপি কদাচিদ্‌বহূন্ দেহান্ প্রকল্প্য জীবস্তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বং পশ্যতি, তদ্‌বৎ। ঈশ্বরস্য তু বিদ্যাশক্তিত্বান্ন বন্ধঃ" ইত্যেষা। অত্র স্ব-ধীবৃত্তিভিঃ পশ্যন্নেব সর্ব্বেষাং ধীবৃত্তিভিরপি সর্ব্বং পশ্যতীত্যেব; তথোক্তম্ (বৃ: ১।২।৫) – "স ঐক্ষত" ইত্যত্র সর্ব্বধীবৃত্তি-সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমপি তচ্ছ্রবণাৎ। তথা স্বপ্নদেহানামীশ্বর-কর্ত্তৃকত্বেঽপি জীবকর্ত্তৃক-প্রকল্পনকথনং তৎসঙ্কল্পদ্বারৈবেশ্বরঃ করোতীত্যপেক্ষায়ামুক্তম্। 'যঃ সর্ব্বধী' ইত্যনুক্তত্বাৎ স **'তং সত্যং ভজেত'** ইতি যোজয়িতব্যস্য কর্ত্তুর্বিদ্যমানত্বাদয়মেবার্থঃ। – স তথাভূত-বিরাড্‌ধারণাসিদ্ধো যোগী বিরাড়্‌গতাভিঃ সর্ব্বাভির্ধীবৃত্তিভি-র্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈরনুভূতং সর্ব্বং বিরাড়্‌গতং যেন তথাভূতোঽপি সন্ **তং সত্যমানন্দনিধিং** বিরাড়্‌ন্তর্যামিনং শ্রীনারায়ণমেব **ভজেৎ; অন্যত্র** বিরাড়্‌গতে তদ্ধারণাবান্তরফলে চ কুত্রাপি ন **সজ্জেত, যতঃ** সজ্জমানা**দাত্মপাতঃ** সংসার এব স্যাৎ। তস্য সর্ব্বানুভূতৌ দৃষ্টান্তঃ – **আত্মা** স্বপ্নদ্রষ্টা জীবো যথা স্বপ্নগতানাং সর্ব্বেষাং জনানাং, তদুপলক্ষিতানাং বস্তূনাঞ্চ, য এক এব ঈক্ষিতা ভবতীতি তদ্‌বৎ। অত্র **তমি**ত্যনেন (বৃ: ১।২।৫) "স ঐক্ষত" ইতি (শ্বে: ৬।৮) "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধপরানপেক্ষ-জ্ঞানাদি-সিদ্ধেস্তথা(ব্র: সূ: ৩।২।১) "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি", (ব্র: সূ: ৩।২।৩) "মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ" ইতি ন্যায়-প্রাপ্তেন স্বপ্নস্যাপি চ কর্ত্তৃত্বেন জাগ্রদাদিময়-জগৎকর্ত্তৃত্বস্য পূর্বত্বপ্রাপ্তের্বৈলক্ষণ্যং দর্শিতম্; সত্যাদি-দ্বয়েনপরমপুরুষার্থত্বঞ্চেতি বিজ্ঞেয়ম্ শ্রীশুকঃ ॥২৮॥

ইহার পর বিরাট্ পুরুষে জীবের চিত্তের ধারণার কথা বর্ণনা করিয়া, উহার নিরাস-সহকারেও পূর্বোক্ত ভক্তির কথাই বলিতেছেন –

(৩১) "স্বপ্নকল্পিত বহু জন অর্থাৎ বহু দেহের দ্রষ্টা এক জীবের ন্যায় – সেই আত্মা সকলের বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা সর্ববিষয় অনুভব করেন, সেই সত্যস্বরূপ আনন্দনিধিকেই ভজন করিবে, অন্যত্র আসক্ত হইবে না যেহেতু তাহা হইতে আত্মার পতন হয়।"

টীকা *– "যিনি সকলের বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা সর্ববিষয় অনুভব করেন, এক তিনিই (আত্মা) সর্বান্তরাত্মা। সেই সত্যস্বরূপেরই ভজন করিবে, পরন্তু অন্যত্র অমুখ্য তত্ত্বে আসক্ত হইবে না, যাহা হইতে অর্থাৎ যে আসক্তি হইতে আত্মার পতন অর্থাৎ সংসারদশা উপস্থিত হয়। একের পক্ষে সকলের ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা সর্ববিষয়ের অনুভূতিবিষয়ে*

দৃষ্টান্ত বলিলেন — স্বপ্নজনগণের দ্রষ্টা যেরূপ। স্বপ্নেও জীব কদাচিৎ বহু দেহের কল্পনা করিয়া ঐসকল দেহগত ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা সর্ববিষয় দর্শন করে — এস্থলেও সেইরূপ। পরন্তু ঈশ্বর বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন বলিয়া ঐসকল বিষয় দর্শনে তাঁহার বন্ধন হয় না।"

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে — ঈশ্বর নিজ বুদ্ধিবৃত্তিসমূহদ্বারা দর্শনরত থাকিয়াই সকলের বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারাও সর্ববিষয় দর্শন করেন।

"(সৃষ্টির পূর্বে) সেই পরমেশ্বর ঈক্ষণ (দর্শন) করিয়াছিলেন" — এই শ্রুতিবাক্যে জীবগণের বুদ্ধিবৃত্তি-সৃষ্টির পূর্বেও পরমেশ্বরের দর্শন শ্রুত হওয়ায় তাঁহার সেই দর্শনের কারণস্বরূপ স্বতন্ত্র বুদ্ধিবৃত্তিরও অস্তিত্ব অনুমান করা যায় বলিয়াই — তিনি যে নিজ বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা দর্শনরত থাকিয়াই সকলের বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারাও সর্ববিষয় দর্শন করেন — এই উক্তি সঙ্গত হইতেছে। স্বপ্নদৃষ্ট দেহসমূহ ঈশ্বরকর্তৃক রচিত হইলেও জীবকর্তৃক যে উহাদের কল্পনা উক্ত হইয়াছে — ইহার তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর জীবগণের সংকল্পদ্বারাই ঐসকল সৃষ্টি করেন। এস্থলে 'যিনি সকলের বুদ্ধিবৃত্তিযুক্ত' এইরূপ উক্ত না হওয়ায়, 'তিনি' তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) ভজন করিবেন — এইরূপে অন্বয়যোগ্য কর্তা বিদ্যমান থাকায় শ্লোকের অর্থ এরূপ হইবে — 'তিনি' অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ বিরাট্ পুরুষের ধারণায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী পুরুষ বিরাটের অন্তর্গত নিখিল বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়বর্গদ্বারা বিরাটের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় অনুভব করিলেও সত্য ও আনন্দনিধিস্বরূপ তাঁহাকে অর্থাৎ বিরাটের অন্তর্যামী শ্রীনারায়ণকেই ভজন করিবেন। 'অন্যত্র' — বিরাটগত অন্য পদার্থে এবং বিরাটে চিত্তধারণার গৌণ ফলসমূহের কোনটিতেই আসক্ত হইবেন না। (কারণ) সে আসক্তিহেতু আত্মার পতন অর্থাৎ সংসারদশা ঘটিয়া থাকে। সেই যোগী পুরুষের সর্বানুভূতিবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন — 'আত্মা' — স্বপ্নদ্রষ্টা জীব যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট সকল জনগণের এবং তদুপলক্ষিত অনেক বস্তুর একাই দর্শনকারী হয়, তদ্রূপ। এস্থলে — 'তাঁহাকে' (ভজন করিবে) — এই পদদ্বারা — "তিনি দর্শন (সংকল্প) করিয়াছিলেন" এবং "তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তি শোভা পায়" — এইসকল শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অন্যনিরপেক্ষ জ্ঞানাদির সিদ্ধি হইতেছে। এইরূপ — "স্বপ্নকালীন সৃষ্টি শ্রুতিকর্তৃক (সত্যরূপেই) উক্ত হইয়াছে" (এইরূপ পূর্বপক্ষের উক্তি খণ্ডনপূর্বক) "(স্বপ্নকালীন সৃষ্টি) মায়ামাত্র, যেহেতু উহার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না" এই ন্যায়ানুসারে জাগ্রদাদি অবস্থাময় জগৎকর্তৃত্বের পূর্বে স্বপ্নসৃষ্টিরও কর্তৃত্বের উল্লেখ থাকায় জীব অপেক্ষা পরমেশ্বরের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ 'সত্য' এবং 'আনন্দনিধি' এই পদ দুইটি দ্বারা ভগবদ্ভক্তি যে পরমপুরুষার্থ, ইহাই জানিতে হইবে। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥২৮॥

এতদনন্তরাধ্যায়েঽপি তথৈবাহ, (ভা: ২।২।১৪) —

(৩২) **"যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্, বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।**
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং, ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥"

পরে ব্রহ্মাদয়োঽবরে যস্মাৎ; কুতঃ? **বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি**, ন তু দৃশ্যে, চৈতন্যঘনত্বাৎ। **ভক্তিযোগঃ**(ভা: ২।২।৮) **"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজং"** ইত্যাদিনোক্ত-সাধনলক্ষণাভিনিবেশঃ; **ক্রিয়াবসানে** আবশ্যককর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরম্; — অনেন কর্ম্মাপি ভক্তিযোগ-পর্য্যন্তমিত্যুক্তম্ ॥২৯॥

ইহার পরবর্তী অধ্যায়েও এরূপই বলিয়াছেন —

(৩২) "যেপর্যন্ত এই পরাবর বিশ্বেশ্বর দ্রষ্টা শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ উৎপন্ন না হয়, ততকাল পর্যন্ত ক্রিয়ার অবসানে সংযতচিত্তে পুরুষের স্থূলরূপ স্মরণ করিবে।"

'পরাবর' — 'পর' অর্থাৎ ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণও 'অবর' অর্থাৎ নিকৃষ্ট হন যাঁহা অপেক্ষা তাদৃশ। কিহেতু ব্রহ্মাদি তাঁহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট — ইহাই বলিতেছেন। (তিনি) বিশ্বেশ্বর এবং দ্রষ্টা, পরন্তু দৃশ্য নহেন; কারণ তিনি

চৈতন্যময়। এস্থলে — 'ভক্তিযোগ' বলিতে — "কেহ কেহ নিজ দেহান্তর্গত হৃদয়াকাশে প্রাদেশমাত্ররূপে অবস্থিত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষকে ধারণাপূর্বক স্মরণ করেন" এই বাক্যোক্ত সাধনলক্ষণ অভিনিবেশই জ্ঞাতব্য। 'ক্রিয়ার অবসানে' — আবশ্যক কর্মসমূহের অনুষ্ঠানের পরে। ইহাদ্বারা ভক্তিযোগ না হওয়া পর্যন্তই কর্ম (কাম্য ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম) অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ ভক্তিযোগেই কর্মের পরিসমাপ্তি — ইহা উক্ত হইয়াছে ॥২৯॥

তথা চ (ভা: ২।২।১৫) "**স্থিরং সুখং চাসনম্**" ইত্যাদিনা, (ভা: ২।২।২২) "**যদি প্রযাস্যন্নৃপ-পারমেষ্ঠ্যং**" ইত্যাদিনা চ, ক্রমেণ সদ্যোমুক্তি-ক্রমমুক্ত্যুপায়ৌ জ্ঞান-যোগাবুক্ত্বা ততোঽপি শ্রেষ্ঠত্বং ভক্তিযোগহেতু-ভগবদর্পিত-কর্ম্মণোঽপ্যুক্ত্বা সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগস্য তু কৈমুত্যমেবানীতম্, যথা (ভা: ২।২।৩৩) —

(৩৩) "**ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।**
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥"

টীকা চ — "সন্তি সংসরতঃ পুংসো বহবো মোক্ষমার্গাস্তপোযোগাদয়ঃ; সমীচীনস্ত্বয়মেবেত্যাহ, — **ন হীতি; যতোঽনুষ্ঠিতাদ্‌ভক্তিযোগো ভবেৎ, অতোঽন্যঃ শিবঃ** সুখরূপো নির্ব্বিঘ্নশ্চ নাস্ত্যেব" ইত্যেষা। যচ্ছব্দেনাত্র ভগবৎসন্তোষার্থং কর্ম্মোচ্যতে, — (ভা: ১।২।৬) "**স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ**" ইত্যুক্তেঃ ॥৩০॥

অনন্তর — "যতিপুরুষ যদি এ দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে সুখজনক স্থির আসনে উপবেশন করিয়া" ইত্যাদি এবং "হে নৃপ ! যদি সেই যতি ব্রহ্মার পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যথাক্রমে সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তির উপায়স্বরূপ জ্ঞান ও যোগ বর্ণন করিয়া তদপেক্ষা ভক্তিযোগের কারণস্বরূপ ভগবদর্পিত কর্মেরও শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করিয়া কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে (অর্থাধীন) সাক্ষাদ্ভক্তিযোগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সুতরাংই স্থাপিত হইতেছে। যথা —

(৩৩) "যাহা হইতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়, সংসারমার্গে প্রবিষ্ট পুরুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অন্য শিব পথ নাই।"

***টীকা** — "সংসারী পুরুষের পক্ষে তপঃ ও যোগপ্রভৃতি অনেক মুক্তিমার্গ বিদ্যমান রহিয়াছে, পরন্তু ইহাই (ভগবদ্ভক্তির জনক কর্মমার্গই) সমীচীন — ইহাই বলিতেছেন — 'ইহা অপেক্ষা' ইত্যাদি। 'যাহা হইতে' — অর্থাৎ যাহা অনুষ্ঠিত হইলে (তাহা হইতে) ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়, তদপেক্ষা অন্য 'শিব' অর্থাৎ সুখস্বরূপ ও নির্বিঘ্ন (পথ আর নাই)।" (এপর্যন্ত টীকা)।*

এস্থলে — 'যাহা হইতে' পদে 'যদ্' শব্দে শ্রীভগবানের সন্তোষের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্মই উক্ত হইয়াছে; কারণ, "যাহা হইতে ভগবান্ অধোক্ষজের প্রতি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তির উদয় হয়, উহা জীবগণের পরম ধর্ম" এই শ্লোকেও এরূপ উক্তি রহিয়াছে ॥৩০॥

স হি ভক্তিযোগঃ সর্ব্ববেদ-সিদ্ধ ইত্যাহ, (ভা: ২।২।৩৪) —

(৩৪) "**ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।**
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥"

টীকা চ — "**ভগবান্** ব্রহ্মা; **কূটস্থো** নির্ব্বিকার একাগ্রচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ; **ত্রিস্ত্রীন্** বারান্, **কার্ৎস্ন্যেন** সাকল্যেন, **ব্রহ্ম** বেদমন্বীক্ষ্য বিচার্য্য, **যত আত্মনি** হরৌ **রতির্ভবেৎ, তৎ** এব ভক্তিযোগাখ্যং বস্তু **মনীষয়া অধ্যবস্যৎ** নিশ্চিতবান্" ইত্যেষা। **ত্রিরন্বীক্ষ্যেতি** কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-প্রতিপাদকতয়াভিপ্রেত্যেতি জ্ঞেয়ম্। অত্রাপ্যুপসংহারানুরোধেনাত্ম-শব্দস্য হরিবাচকতা; নিরুক্তঞ্চ, (তন্ত্রে) — "আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি

পরমো হরিঃ” ইতি। অথবা পরমবেদবিদা স এব মত ইত্যাহ, **ভগবান্** স্বপ্রকাশ-সার্ব্বজ্ঞ্যাদি-গুণঃ পরমেশ্বরোঽপি সর্ব্ববেদাভিধেয়-সারাকর্ষণলীলার্থং ত্রিরন্বীক্ষ্য তত্র শাস্ত্রবিদন্তরাণামীক্ষণমনুকৃত্য; অনন্তবৈকুণ্ঠ-বৈভবাদি-ময়ানামনন্তবিরিঞ্চ-পাঠ্যভেদানাং বেদানাং তথেক্ষণঞ্চ তেনৈব সম্ভবতীত্যাহ, **‘কূটস্থঃ’** একরূপতয়ৈব কালব্যাপীতি। অতএবোক্তং স্বয়মেব (ভা: ১১।২১।৪২) –

“কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ।।” ইতি;

শ্রীশুকেন চ (ভা: ১১।২৯।৪৯) – **“নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্”** ইতি ।।৩১।।

(৩৪) সেই ভক্তিযোগ যে সর্ববেদসিদ্ধ ইহা বলিতেছেন – “ভগবান্ কূটস্থ হইয়া তিনবার কৃৎস্নরূপে বেদ অন্বীক্ষা করিয়া, যাহা হইতে আত্মায় রতি হয়, তাহা মনীষাদ্বারা অধ্যবসান করিয়াছিলেন।”

***টীকা** – ‘ভগবান্’ – ব্রহ্মা; ‘কূটস্থঃ’ – নির্বিকার একাগ্রচিত্ত হইয়া; ‘ত্রিঃ’ – তিনবার; ‘কার্ৎস্যেন’ – সমগ্ররূপে; ‘ব্রহ্ম’ – বেদকে; ‘অন্বীক্ষ’ – বিচারপূর্বক; ‘যতঃ’ – যাহা হইতে; ‘আত্মনি’ – শ্রীহরিতে; ‘রতির্ভবেৎ’ – রতি হয়; ‘তৎ এব’ – তাহাকেই; অর্থাৎ ভক্তিযোগনামক বস্তুকে ‘মনীষয়া’ – প্রজ্ঞাবলে; ‘অধ্যবসাৎ’ – নির্ণয় করিয়াছিলেন।” ‘ত্রিরন্বীক্ষ্য’ – কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিপ্রতিপাদকরূপে বিচার করিয়া – এই অর্থ জানিতে হইবে। উপসংহারবাক্যে শ্রীহরির শ্রবণাদিই কর্তব্যরূপে বিহিত হওয়ায়, এস্থলেও ‘আত্ম’ শব্দ শ্রীহরিরই বাচক। এবিষয়ে নিরুক্তি (অর্থ নির্বচন) এইরূপ – “আতত (সর্বত্র পরিব্যাপ্ত) এবং মাতা (সর্ববিষয়ের প্রমাতা) বলিয়া পরম হরিই আত্মা। অথবা, পরমবেদবেত্তা ব্রহ্মার দ্বারা সেই শ্রীহরিই অভিপ্রেত, ইহা বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ – সর্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরমেশ্বরও নিখিল বেদশাস্ত্রের বাচ্যতত্ত্বসমূহের সারতত্ত্ব আকর্ষণরূপ লীলাপ্রকাশের জন্য বেদশাস্ত্রকে তিনবার বিচার করিয়া অর্থাৎ অপর শাস্ত্রজ্ঞগণের বিচারপদ্ধতির অনুকরণ করিয়া (ভক্তিযোগকেই সারতত্ত্বরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন)। বেদে অনন্ত বৈকুণ্ঠের বৈভবাদি বর্ণিত আছে বলিয়া এবং তাহাতে অনন্ত ব্রহ্মার বিভিন্ন পাঠ্যভেদযুক্ত বেদের সেইপ্রকার তত্ত্ববিচার পরমেশ্বরের পক্ষেই সম্ভবপর হয় – এই জন্যই বলিয়াছেন – ‘কূটস্থ’ – অর্থাৎ একরূপেই সর্বকালব্যাপী। এইজন্যই শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন –“কর্মকাণ্ডে কি বিধান করা হইয়াছে, দেবতাকাণ্ডে কি আখ্যান করা হইয়াছে এবং জ্ঞানকাণ্ডে কোন্ তত্ত্বের অনুবাদ করিয়া পুনরায় তাহার নিষেধের জন্য বিচার করা হইয়াছে – বেদের তাদৃশ গূঢ় তাৎপর্য আমাভিন্ন জগতে আর কেহ অবগত নহে।”*

শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন – “যে বেদকর্তা শ্রীভগবান্ ভ্রমরের ন্যায় বেদের সারকে উদ্ধার করিয়াছেন।” ।।৩১।।

অথ কিং তদ্যতস্তত্র রতিঃ স্যাৎ? তত্রৈব (ভা: ১।১৯।৩৮) – **“যচ্ছ্রোতব্যম্”** ইত্যাদি প্রশ্নস্যোত্তরত্বেনোপসংহরতি (ভা: ২।২।৩৬) –

(৩৫) **“তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।**
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ।।”

চ-কারাৎ পাদসেবাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। অনন্তরঞ্চ শ্রবণাদিফলং যদ্দর্শিতম্, তত্তূদাহৃতম্, (ভা: ২।২।৩৭) –

“পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং, কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং, ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ।।” ইতি;

অত্র **পুনন্তী**ত্যনেন পূর্ব্বোক্তঃ স্থূলধারণামার্গশ্চ পরিহৃতঃ। ভক্তিযোগস্যৈব স্বতঃপাবনত্বাদলং তৎপ্রয়াসেনেতি ॥৩২॥ শ্রীশুকঃ ॥২৯-৩২॥

যাহা হইতে শ্রীভগবানে রতি হয়, তাহা কী ? সেই প্রকারে বলিতে যাইয়াই – "হে প্রভো ! মানবগণের যাহা শ্রবণযোগ্য, যাহা জপযোগ্য, যাহা করণীয়, যাহা স্মরণযোগ্য, যাহা ভজনযোগ্য, অথবা যাহা এইসকলের বিপরীত – তৎসমুদয় বর্ণন করুন" এই প্রশ্নের উত্তররূপেই ইহার উপসংহার করিতেছেন –

(৩৫) "হে মহারাজ ! অতএব মানবগণের পক্ষে সর্বত্র সর্বদা সর্বতোভাবে ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণেরও যোগ্য হন।"

'কীর্তিতব্যশ্চ' এই শ্লোকস্থিত 'চ' শব্দদ্বারা তদীয় পাদসেবাপ্রভৃতিও গৃহীত হইতেছে। অনন্তর শ্রবণাদির ফল যাহা দর্শিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাও উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইতেছে –

"যাঁহারা সাধুগণের আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের কথামৃত কর্ণরূপ পাত্রমধ্যে ধারণপূর্বক পান করেন, তাঁহারা বিষয়দ্বারা বিশেষরূপে দূষিত চিত্তকে পবিত্র করেন এবং তদীয় শ্রীচরণপদ্ম সমীপে গমন করিয়া থাকেন।"

এস্থলে 'পবিত্র করেন' এই উক্তিদ্বারা পূর্বোক্ত স্থূলধারণামার্গ অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষে চিত্তের অভিনিবেশরূপ সাধনমার্গও পরিত্যক্ত হইয়াছে। কারণ, ভক্তিযোগই স্বয়ং পবিত্রতাসম্পাদক বলিয়া ভজনরতগণের স্থূল ধারণার প্রয়াসে প্রয়োজন নাই ॥৩২॥

ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥২৯-৩২॥

এবং প্রাক্তনাধ্যায়াভ্যাং কর্ম্মযোগজ্ঞানেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বমুক্ত্বা তদুত্তরাধ্যায়েঽপি সর্ব্বদেবতোপাসনেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্ব-প্রবচনেন ভগবদ্ভক্তিযোগস্যৈবাভিধেয়ত্বমাহ, (ভা: ২।৩।২) – "**ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ-পতিম্**" ইত্যাদ্যনন্তরম্, (ভা: ২।৩।১০) –

(৩৬) "**অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।**
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥"

টীকা চ – "**অকাম** একান্তভক্তঃ, উক্তানুক্ত-সর্ব্বকামো বা; **পুরুষং** পূর্ণং **পরং** নিরুপাধিম্" ইত্যেষা। **তীব্রেণ** দৃঢ়েন স্বভাবত এবানুপঘাত্যেনেতি বিঘ্নানবকাশতোক্তা। কামনা তু যাদৃচ্ছিকেনাপি স্যাৎ; যথোক্তং ভারতে, –

"ভক্তেঃ ক্ষণঃ ক্ষণো বিষ্ণোঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি।
স্বভোজ্যস্যার্পণং দানং ফলমিন্দ্রাদি-দুর্লভম্ ॥" ইতি।

তদুক্তং শ্রীকর্দমং প্রতি শ্রীভগবতা, (ভা: ৩।২১।২৪) – "**ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষমদর্হণম্**" ইতি। অথবা, যত্তৎকামস্তীব্রেণৈব **যজেৎ**; ততশ্চ শুদ্ধভক্তি-সম্পাদনায়ৈবান্তে পর্য্যবসিষ্যত্য-সাবিত্যভিপ্রায়েণ সবিশেষণমুপদিষ্টম্। তদনৈনৈকান্ত-ভক্তেষু মুমুক্ষৌ বা তদ্ভক্তিযোগ-স্যৈবাভিধেয়ত্বং কিং বক্তব্যম্ ? অপি তু সর্ব্বকামেষ্বপীতি তদেব সর্ব্বথাপি নির্ণীতম্। যদ্বা, অকামত্বং ভজনীয়-পরমপুরুষ-সুখমাত্র-স্বসুখত্বম্; ভক্তিমাত্রকামত্বে ব্যাখ্যাতে ধর্মপুরুষার্থিন্যতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ। তীব্রেণ সর্বেষু সাধ্যেষু পরমসাধকতমেন ॥৩৩॥

এইরূপে দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই অধ্যায়ে কর্ম, যোগ ও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়া তৃতীয় অধ্যায়েও সর্বদেবতার উপাসনা অপেক্ষা উহার শ্রেষ্ঠত্ব কথনহেতু ভগবদ্ভক্তিযোগই অভিধেয়রূপে কীর্তিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে প্রথমতঃ – "যিনি ব্রহ্মতেজ কামনা করেন তিনি বেদাধিপতি ব্রহ্মার অর্চন করিবেন" ইত্যাদি বাক্য উল্লেখের পর বলিয়াছেন –

(৩৬) "অকাম, সর্বকাম অথবা মোক্ষকাম যেকোন উদারবুদ্ধি ব্যক্তি তীব্র ভক্তিযোগদ্বারা পরম পুরুষকে যজন করিবেন।"

টীকা *– " 'অকামঃ' – একান্তভক্ত; 'সর্বকাম' – উক্ত ও অনুক্ত সর্বপ্রকার কামনাযুক্ত; 'পুরুষ' – পূর্ণ তত্ত্ব, 'পর' – উপাধিরহিত" (এপর্যন্ত টীকা)।*

'তীব্র' – দৃঢ়, যাহা স্বভাবতঃই অপর কাহারও দ্বারা বাধা বা বিঘাত পাইবার যোগ্য নহে। ইহাদ্বারা ভক্তিযোগে কোনরূপ বিঘ্নের অবকাশ নাই – ইহা উক্ত হইল। কামনাসিদ্ধি ভাগ্যবশতঃ যে কোনরূপ অনুষ্ঠানদ্বারাও হইতে পারে। যথা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে –

"ভক্তির উৎসব, বিষ্ণুর উৎসব, স্মৃতি, নিজের গৃহে সেবা, ভোজ্যার্পণ, দান – এইসকলের ফল ইন্দ্রাদিরও দুর্লভ।"

শ্রীকর্দমের প্রতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেব এরূপ বলিয়াছেন –

"হে প্রজাপতে! আমার আরাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না।" অথবা – যেকোনরূপ কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তির তীব্রভাবেই যজন করা উচিত। তাহা হইলে ঐ ভক্তিযোগ পরিণামে শুদ্ধভক্তিসম্পাদনেরই কারণরূপে পর্যবসিত হইবে – এই অভিপ্রায়েই 'তীব্র' এই বিশেষণযুক্তরূপেই ভক্তিযোগের উপদেশ করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা সর্বতোভাবে নির্ধারিত হইল যে – একান্তভক্ত বা মুমুক্ষুগণের সম্বন্ধে ত কথাই নাই – এমন কি সর্বপ্রকার কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেও ভগবদ্‌বিষয়ক ভক্তিযোগই একমাত্র অভিধেয়রূপে নির্ণীত হইয়াছে।

কিংবা অকামত্ব অর্থাৎ ভজনীয় পরমপুরুষের সুখমাত্রকেই নিজের সুখ বলিয়া মনে করা। যদি ইহাকে ভক্তিমাত্রকামত্বরূপে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে ধর্মকে যে পুরুষার্থ মনে করে তাহার পক্ষে অতিব্যাপ্তি (দোষ) হইবে। তীব্র অর্থাৎ সর্বসাধ্যের জন্য পরমসাধকতমরূপেই জ্ঞাতব্য ॥৩৩॥

কিঞ্চ, (ভা: ২।৩।১১) –

(৩৭) "**এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।**
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবত-সঙ্গতঃ॥"

টীকা চ – "পূর্বোক্ত-নানাদেবতাযজনস্যাপি সংযোগ-পৃথক্ত্বেন ভক্তিযোগফলত্বমাহ, – **এতাবানিতি**; ইন্দ্রাদীনপি **যজতামিহ** তত্তদ্‌যজনে ভাগবতানাং সঙ্গতো **ভগবত্যচলো ভাবো** ভক্তির্ভবতীতি **যদেতাবানেব নিঃশ্রেয়সস্য** পরমপুরুষার্থস্য **উদয়ো** লাভঃ; অন্যত্তু সর্বং তুচ্ছমিত্যর্থঃ" ইত্যেষা। অত্র (ভা: ২।৩।২) "**ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু**" ইত্যাদ্যুক্তমিন্দ্রিয়পাটবাদিকং পৃথক্ত্বেন ফলম্; ভাগবতেন সঙ্গে (সংযোগে) তু ভাবঃ ফলম্; খাদিরযূপ-সংযোগে যাগস্য ফল-বৈশিষ্ট্যবদিতি জ্ঞেয়ম্॥ শ্রীশুকঃ ॥৩৪॥

আরও বলিয়াছেন –

(৩৭) "যজনকারী ব্যক্তিগণের ইহাতে (যাগকর্মে) ভাগবতগণের সঙ্গহেতু শ্রীভগবানে যে অচলভাব (হয়) – এইমাত্রই নিঃশ্রেয়সের উদয় বলিয়া (জ্ঞাতব্য)।"

টীকা *– "পূর্বোক্ত নানাদেবতার যজনেরও সংযোগ-পৃথক্ত্ব ন্যায়ানুসারে ভক্তিযোগরূপ ফলই সিদ্ধ হয় – 'এতাবান্' (ইহাই) – ইত্যাদিবাক্যে তাহাই বলা হইতেছে। যাঁহারা ইন্দ্রাদি অন্য দেবগণেরও যজন করেন তাহাদেরও সেই সেই যজনক্রিয়ায় ভাগবতগণের সঙ্গহেতু শ্রীভগবানে যে অচল ভাব অর্থাৎ ভক্তি জন্মে, ইহাই 'নিঃশ্রেয়স' অর্থাৎ পরমপুরুষার্থের 'উদয়' অর্থাৎ পরমপুরুষার্থলাভ। অন্যসকল ফলই তুচ্ছ – ইহাই ভাবার্থ।" (এপর্যন্ত টীকা)।*

এস্থলে — "ইন্দ্রিয়কাম (যিনি ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ কামনা করেন) ব্যক্তি ইন্দ্রের যজন করিবেন" ইত্যাদিরূপে উক্ত ইন্দ্রিয়পটুত্বাদি যজনের পৃথগ্‌ভাবে ফল। আর, ঐ যজনেই ভাগবতপুরুষের সংযোগে 'ভাব' অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিই ফল। যেরূপ, খদিরকাষ্ঠনির্মিত যূপের সংযোগে যজ্ঞের বিশেষ ফল হয়, এস্থলেও তদ্রূপ ভাগবতগণের সংযোগে ফলের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাতব্য। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ।।৩৪।।

অনন্তরং শ্রীশৌনকেনাপি ব্যতিরেকোক্ত্যা তস্যৈবাভিধেয়ত্বং দৃঢ়ীকৃতম্; যথাহ, — (ভা: ২।৩।১৭)

(৩৮) **"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।**
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া ।।"

অসৌ সূর্য **উদ্যন্** উদ্‌গচ্ছন্ **অস্তঞ্চ যন্** গচ্ছন্ **হরতি** — বৃথাগামিত্বাদ্ বলাদাচ্ছিনত্তীব; **যদ্**যেন **ক্ষণো**ঽপি **নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া, তস্যা**য়ুঃ **ঋতে** বর্জ্জয়িত্বা, — তাবতৈব সর্ব্বসাফল্যাদিতি ভাবঃ ।।৩৫।।

অনন্তর শ্রীশৌনকও ব্যতিরেক (বিপরীতমুখী) উক্তিদ্বারা ভক্তিযোগেরই অভিধেয়ত্ব সুদৃঢ় করিয়াছেন। যথা —

(৩৮) "যিনি ক্ষণকালও উত্তমশ্লোক শ্রীহরির বার্তায় অতিবাহিত করেন, তাদৃশ পুরুষভিন্ন অন্য পুরুষগণের আয়ুকে উদয় ও অস্তগামী সূর্য হরণ করেন।"

শ্লোকস্থ 'অসৌ' পদে সূর্যকে জানিতে হইবে। তিনি উদিত ও অস্তগামী হইয়া (আয়ু) হরণ করেন, অর্থাৎ পুরুষগণের আয়ু বৃথাই অতিবাহিত হয় বলিয়া সূর্য যেন বলপূর্বক তাহা লইয়া যান। 'যৎ' — যাহাকর্তৃক ক্ষণকালও উত্তমশ্লোকবার্তাদ্বারা অর্থাৎ শ্রীহরিকথাদিদ্বারা অতিবাহিত হয়, তাঁহার আয়ু বর্জন করিয়া (অপরসকলের আয়ু হরণ করেন)। কারণ — তাদৃশ ব্যক্তির ক্ষণিক শ্রীহরিকথাদিদ্বারাই সমগ্র আয়ুষ্কালের সাফল্য সিদ্ধ হয় — ইহাই ভাবার্থ ।।৩৫।।

ননু জীবনাদিকমেব তেষামায়ুষঃ ফলমস্তু ? তত্রাহ, — (ভা: ২।৩।১৮)

(৩৯) **"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।**
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ।।"

ন মেহন্তি ন মৈথুনং কুর্ব্বন্তি। তানপি নরাকারান্ পশূন্ মত্বাহ, — **অপর** ইতি ।।৩৬।।

যাঁহারা শ্রীহরির কথাদ্বারা কালযাপন করেন, জীবনধারণাদিই তাহাদের আয়ুর ফলরূপে গণ্য হউক — এইরূপ প্রশ্নাশঙ্কায় বলিয়াছেন —

(৩৯) "তরুসকল কি জীবন ধারণ করে না, ভস্ত্রাসমূহ (কর্মকারের বায়ুসঞ্চালক যন্ত্রবিশেষ) কি শ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত নহে, গ্রামে অপর পশুগণ কি আহার ও মেহন ক্রিয়া সম্পাদন করে না ?"

'ন মেহন্তি' অর্থাৎ মৈথুন করে না; তাহাদিগকেও নরাকার পশু মনে করিয়াই 'অপর' এই বিশেষণ যোগ করিয়াছেন ।।৩৬।।

তদেবাহ, (ভা: ২।৩।১৯) —

(৪০) **"শ্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।**
ন যৎ-কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ।।"

শ্বাদি-তুল্যৈস্তৎপরিকরৈঃ সম্যক্‌স্তুতোঽপ্যসৌ **পুরুষঃ পশুঃ**। তেষামেব মধ্যে শ্রেষ্ঠশ্চেত্তর্হি মহাপশুরেবেত্যর্থঃ ।।৩৭।।

ইহাই বলিতেছেন –

(৪০) "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখনও যাহার কর্ণপথে উপনীত হন নাই, সেই পুরুষ কুক্কুর, বিষ্ঠাভোজী শূকর, উষ্ট্র ও গর্দভের তুল্য পশু বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছে।"

কুক্কুরাদির তুল্য স্বীয় অনুচরগণকর্তৃক সম্যগ্‌ভাবে প্রশংসিত হইলেও সেই পুরুষ পশুই। আর, সেই অনুচরগণের মধ্যেই যদি সে শ্রেষ্ঠ হয় (অন্য সজ্জনসমাজে নহে) – তাহা হইলে মহাপশুই বটে ।।৩৭।।

তস্যাঙ্গানি চ নিষ্ফলানীত্যাহ পঞ্চভিঃ, – (ভা: ২।৩।২০-২৪; ২।৩।২০) –

(৪১) **"বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে, ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।**
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত, ন যোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ।।"

ন শৃণ্বতোঽশৃণ্বতো নরস্য যে কর্ণপুটে তে বিলে বৃথারন্ধ্রে ইত্যর্থঃ; **অসতী** দুষ্টা ।।৩৮।।

তাদৃশ ব্যক্তির অঙ্গসমূহ যে নিষ্ফল – ইহা পাঁচটি শ্লোকদ্বারা বর্ণন করিতেছেন –

(৪১) হে সূত! নরের যে কর্ণপুটদ্বয় উরুক্রম শ্রীহরির বীর্যসমূহ শ্রবণ করে না তাহা বিল অর্থাৎ গর্তমাত্র। আর যে জিহ্বা মহাকীর্তিমান্ শ্রীহরির কথাসমূহ কীর্তন করে না তাহা ভেকের জিহ্বার ন্যায় অসতী।"

'ন শৃণ্বতঃ' – শুনেন না; নরের যে কর্ণপুটদ্বয়, তাহা 'বিল' অর্থাৎ বৃথা গর্তস্বরূপ; (জিহ্বা) অসতী অর্থাৎ দুষ্টা ।।৩৮।।

(ভা: ২।৩।২১) –

(৪২) **"ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট, মপ্যুত্তমাঙ্গঁ ন নমেন্মুকুন্দম্।**
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং, হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ।।"

পট্টবস্ত্রোষ্ণীষেণ কিরীটেন বা জুষ্টমপি; অপ্যর্থে বা-শব্দঃ ।।৩৯।।

(৪২) "মনুষ্যের পট্টকিরীট-শোভিত মস্তকও মুকুন্দের প্রণাম না করিলে কেবল ভারস্বরূপই হয়। এইরূপ স্বর্ণকঙ্কণভূষিত করযুগলও শ্রীহরির সেবা না করিলে শবের করযুগলরূপেই গণ্য হয়।"

'পট্টকিরীটজুষ্ট' – পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ কিংবা কিরীট(মুকুট)দ্বারা শোভিত হইলেও; শ্লোকের 'বা' শব্দটি 'অপি' ('ও')র সমানার্থক। অর্থাৎ কাঞ্চনকঙ্কণশোভিত হইলেও ।।৩৯।।

(ভা: ২।৩।২২) –

(৪৩) **"বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং, লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।**
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ, ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ।।"

দ্রুমজন্ম ভজেতে ইতি তথা বৃক্ষমূলতুল্যাবিত্যর্থঃ ।।৪০।।

(৪৩) "নরগণের যে নয়নযুগল শ্রীবিষ্ণুমূর্তি দর্শন করে না, সে নয়নযুগল ময়ূরপুচ্ছের নেত্রতুল্য। আর, মনুষ্যগণের যে পদযুগল শ্রীহরির ক্ষেত্রসমূহে গমন করে না, সেই পদযুগল দ্রুমজন্মভাগী।"

দ্রুমের ন্যায় জন্মভাগী অর্থাৎ ঐ পদযুগল বৃক্ষমূলসদৃশই হয় ।।৪০।।

(ভা: ২।৩।২৩) –

(৪৪) **"জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং, ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।**
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ, শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ।।"

শ্রীবিষ্ণুপদ্যাস্তৎপদলগ্নায়াঃ ।।৪১।।

(৪৪) "যে মনুষ্য কখনও ভক্তগণের পদরেণু (সর্বাঙ্গে) ধারণ করে না, সে জীবন্মৃত অর্থাৎ জীবনসত্ত্বেও মৃততুল্য। আর যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুপদী তুলসীর গন্ধ অনুভব করে না, সে শ্বাসযুক্ত শবতুল্য।"

'শ্রীবিষ্ণুপদী' অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর পদসংলগ্না (তুলসীর) ।।৪১।।

(ভা: ২।৩।২৪) –

(৪৫) "**তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং, যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।**
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ।।"

অশ্মবৎ সারো বলং কাঠিন্যং যস্য। বিক্রিয়া-লক্ষণমথেতি; **যদা তদ্বিকারো** ন ভবেত্তদা নেত্রাদৌ জলাদিকং ন ভবতীত্যর্থঃ। ইদমেবান্বয়েন শ্রীমতা রাজ্ঞা দৃঢ়ীকরিষ্যতে, (ভা: ১০।৮০।৩) – "**সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে**" ইত্যাদিভ্যাম্।

তদেবং শ্রীশুকবাক্যারম্ভাধ্যায়ত্রয়াভিধেয়ত্বেন শ্রীভক্তিরেব লব্ধা। টীকা চ চূর্ণিকাশ্চ (ভা:দী: ২।১।১, ২।২।১, ২।৩।১) –

"তত্র তু প্রথমেঽধ্যায়ে কীর্ত্তন-শ্রবণাদিভিঃ। স্থবিষ্ঠে ভগবদ্রূপে মনসো ধারণোচ্যতে ।।
দ্বিতীয়ে তু ততঃ স্থূলধারণাতো জিতং মনঃ। সর্বসাক্ষিণি সর্বেশে বিষ্ণৌ ধার্য্যমিতীর্য্যতে ।।
তৃতীয়ে বিষ্ণুভক্তেস্তু বৈশিষ্ট্যং শৃণ্বতো মুনেঃ। ভক্ত্যুদ্রেকেণ তৎকর্মশ্রবণাদর ঈর্য্যতে ।।"
ইত্যেষা ।।৪২।। শ্রীশৌনকঃ শ্রীসূতম্ ।।৩৫-৪২।।

(৪৫) "অহো! শ্রীহরির নামসমূহ বহুবার উচ্চারিত হইলেও যে চিত্ত বিকারযুক্ত হয় না, উহা অশ্মসার (প্রস্তরতুল্য কঠিন)। আর, যখন হৃদয়ের বিকার হয় তখন নেত্রে জল ও লোমসমূহে হর্ষ উদ্গত হয়।"

'অশ্মবৎ' অর্থাৎ প্রস্তরের ন্যায় 'সার'– অর্থাৎ বল (কাঠিন্য) যাহার তাদৃশ। বিকারের লক্ষণ বলিতেছেন– 'অথ'দ্বারা। যখন হৃদয়ের বিকার হয় না, তখন নেত্রাদিতে জলাদির আবির্ভাব হয় না–ইহাই ভাবার্থ। মহারাজ পরীক্ষিৎ অন্বয়মুখে অর্থাৎ অনুগত উক্তিদ্বারা– "যাহাদ্বারা শ্রীহরির গুণকীর্তন করা হয়, উহাই যথার্থ বাগিন্দ্রিয়" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে এবিষয়েই দৃঢ়তা সম্পাদন করিবেন। এইরূপে শ্রীশুকদেবের বাক্যারম্ভরূপ তিনটি অধ্যায়ের অভিধেয়রূপে ভক্তিই জ্ঞাত হয়। শ্রীভাবার্থদীপিকা টীকাও চূর্ণিকায় এইরূপ রহিয়াছে–

"শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে কীর্তন ও শ্রবণাদিদ্বারা শ্রীভগবানের স্থূলতমরূপে মনের ধারণা উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই স্থূলধারণাহেতু জিত(সংযত) মনকে সর্বসাক্ষী সর্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে ধারণা করা উচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীসূতের মুখ হইতে শ্রীবিষ্ণুভক্তির বৈশিষ্ট্য শ্রবণকারী শ্রীশৌনক মুনির ভক্তির উদয়হেতু তদীয় লীলাশ্রবণে আদর উক্ত হইয়াছে।" ।।৪২।।

এইরূপে শ্রীসূতের প্রতি শ্রীশৌনকের উক্তি ।।৩৫-৪২।।

শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদেঽপি (ভা: ২।৫।৯) –

(৪৬) "**সম্যক্কারুণিকস্যেদং বৎস তে বিচিকিৎসিতম্।**
যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীর্য্যদর্শনে ।।" স্পষ্টম্ ।।৪৩।।

(৪৬) শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীনারদের সংবাদেও উক্ত হইয়াছে– "হে সৌম্য বৎস! তুমি দয়াশীল বলিয়া তোমার এই সংশয় (সংশয়মূলক প্রশ্ন) সঙ্গতই হইয়াছে; যেহেতু তোমার এই সংশয়মূলক প্রশ্নই আমাকে শ্রীভগবানের বীর্যপ্রকাশে প্রেরিত করিতেছে।" ইহার অর্থ স্পষ্ট ।।৪৩।।

অগ্রে চ **সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়েন** (ভা: ২।৫।১৫, ১৬) –

(৪৭, ৪৮) **"নারায়ণপরা বেদাঃ"** ইত্যাদি; **"নারায়ণপরা গতিঃ"** ইত্যন্তং দ্বয়ম্;

শ্রীনারায়ণ এবোপাস্যত্বেন **পরস্তাৎপর্য্যবিষয়ো** যেষাং তে **বেদাঃ**। **নম্বন্যোঽপি** দেবাস্তত্রোপাস্যত্বেনাভি**ধীয়ন্তে**? সত্যম্, তেঽপি নারায়ণাঙ্গ-প্রভবত্বেনৈব তথা বর্ণ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যেঽপি তদাশ্রয়া লোকাস্তেঽপি; তৎপদপ্রাপ্তিহেতবো মখাশ্চ তৎ(নারায়ণ)পরা এব, – তদানন্দাংশাভাস-রূপত্বাত্তৎ-সাধনত্বাচ্চেতি ভাবঃ। তথা **যোগোঽষ্টাঙ্গঃ** সাংখ্যঞ্চ, **তপঃ** তৎ(যোগ)সাধ্যং চিত্তৈকাগ্র্যম্, তৎ(সাংখ্য)-সাধ্যং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ তৎ(নারায়ণ)পরম্, তদীয়-সামান্যাকার-প্রকাশকত্বাত্তজ্জ্ঞানস্য, যোগ-তপসোস্তৎ-সাধনত্বাচ্চেতি ভাবঃ। কিং বহুনা ? গতিস্তৎ(জ্ঞান)প্রাপ্যং (নির্বিশেষ)ব্রহ্মাপি তৎপরা, – তৎ(নারায়ণ)-সামান্যাকার-প্রকাশত্বেন তদধীনা(নারায়ণা)বির্ভাবত্বাৎ। তদুক্তং শ্রীমৎস্যদেবেন সত্যব্রতং প্রতি, (ভা: ৮।২৪।৩৮) –

"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥" ইতি ॥৪৪॥

শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদম্ ॥৪৩, ৪৪॥

(৪৭, ৪৮) পরেও সর্বশাস্ত্রের সমন্বয়পূর্বক শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৫।১৫-১৬) "নারায়ণপরা বেদা" আদি ও "নারায়ণ পরা গতি" অন্ত – এইরূপে দুই শ্লোকে শ্রীনারায়ণই উপাস্যরূপে সমস্ত বেদের তাৎপর্যবিষয় বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন। যদি কেহ বলে যে, বেদশাস্ত্রে অন্য দেবগণও ত উপাস্যরূপে উক্ত হইয়াছেন ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, হাঁ সত্য বটে; পরন্তু তাঁহারাও শ্রীনারায়ণের অঙ্গ হইতে উদ্ভূত বলিয়াই উপাস্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এইরূপ শ্রীনারায়ণের আশ্রয়ে বিদ্যমান যে স্বর্গাদি লোক, সেসকলও উপাস্য তদীয় পদপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ; 'মখ' – যজ্ঞসমূহও শ্রীনারায়ণেরই আনন্দাংশের আভাসস্বরূপ এবং সেসকল তৎ(শ্রীনারায়ণ)প্রাপ্তির সাধন অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায় বলিয়া শ্রীনারায়ণপরই হয়। এইরূপে 'যোগ' – অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্য, 'তপঃ' উহা(যোগ)দ্বারা সাধ্য চিত্তের একাগ্রতা এবং তদ্দ্বারা (সাংখ্যদ্বারা) সাধ্য ব্রহ্মজ্ঞানও শ্রীনারায়ণপর। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান শ্রীভগবানের সামান্য আকারেরই প্রকাশক এবং যোগ ও তপস্যা ঐ জ্ঞানেরই সাধন বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানও শ্রীনারায়ণপরই হয়। অধিক আর বক্তব্য কি; 'গতি' অর্থাৎ তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান-লভ্য (নির্বিশেষ) ব্রহ্মও শ্রীনারায়ণপর। কেন না ব্রহ্মও তাঁহারই সামান্যাকার প্রকাশস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মের আবির্ভাব শ্রীনারায়ণেরই অধীন। শ্রীমৎস্যদেব সত্যব্রতের প্রতিও ইহা বলিয়াছেন – "তোমার যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নানুসারে আমি অনুগ্রহপূর্বক আমার পরব্রহ্মসংজ্ঞক যে মহিমার তত্ত্ব বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করিব, তাহাও তুমি হৃদয়ে প্রত্যক্ষ অবগত হইবে।" ॥৪৪॥ ইহা শ্রীনারদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি ॥৪৩, ৪৪॥

শ্রীবিদুরমৈত্রেয়-সংবাদেঽপি; তত্র প্রশ্নো যথা – (ভা: ৩।৫।৪)

(৪৯) **"তৎ সাধুবর্য্যাদিশ বর্ত্ম শং নঃ, সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্।**
হৃদি স্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে, জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্ ॥"

অত্র **"শং** সুখরূপং **বর্ত্ম"** ইতি টীকা চ। **ভক্তিপূতে** প্রেমবিমলে; **সতত্ত্বাধিগমং জ্ঞানং** (জ্ঞান-বিজ্ঞান-সারম্); তচ্চ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবদিত্যাদ্যাবির্ভাবম্ ॥ বিদুরঃ শ্রীমৈত্রেয়ম্ ॥৪৫॥

শ্রীবিদুর ও মৈত্রেয়ের সংবাদেও এইরূপ বলা হইয়াছে। তথায় শ্রীবিদুরের প্রশ্ন যথা –

(৪৯) "হে সাধুপ্রবর ! আপনি আমাদিগকে সেই সুখস্বরূপ মার্গ উপদেশ করুন – যদনুসারে শ্রীভগবানের আরাধনা করিলে তিনি পুরুষগণের ভক্তিপূত হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপক পুরাতনজ্ঞান প্রদান করেন।"

'শম্' অর্থাৎ সুখস্বরূপ 'বর্ত্ম' — মার্গ — ইহাই শ্রীস্বামিপাদের টীকা।

'ভক্তিপূত' — প্রেমবশতঃ বিমল। 'সতত্ত্বধিগমং-জ্ঞানং' জ্ঞানবিজ্ঞানসার; তত্ত্ববোধপূর্বক জ্ঞান, তাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ইত্যাকার আবির্ভাবস্বরূপ। ইহা শ্রীমৈত্রেয়ের প্রতি শ্রীবিদুরের উক্তি ॥৪৫॥

তত্রাজানজদেব-স্তুতি-দ্বারৈবোত্তরম্, — (ভা: ৩।৫।৪৫, ৪৬)

(৫০) **"পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ, প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।**
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং, যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥

(৫১) **"তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্।**
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি, তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে ॥"

"অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং বৈকুণ্ঠলোকম্" ইতি টীকা চ। **বিশদাশয়াঃ** প্রোজ্ঝিতকৈতবাঃ সৈবৈকপুরুষার্থাঃ। **অপরে** মোক্ষমাত্রকামাঃ; তন্মাত্রপুরুষার্থেঽপি **তেষাং শ্রমঃ স্যাৎ**। যে তু সৈবৈকপুরুষার্থাস্তেষাং **সেবয়া শ্রমো ন স্যাৎ**। সদৈব সেবয়া পরমানন্দমনুভবতামানুষঙ্গিকতয়া মোক্ষশ্চ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ অজানজদেবাঃ শ্রীমহৎস্রষ্টৃ-পুরুষম্ ॥৪৬॥

এস্থলে অজানজদেবগণের স্তুতিদ্বারাই শ্রীবিদুরকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

(৫০, ৫১) "হে দেব! যাঁহারা আপনার কথামৃত পান করায় ভক্তিবৃদ্ধিহেতু নির্মলচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বৈরাগ্যপ্রধান বোধ (জ্ঞান) লাভ করিয়া যেরূপ অনায়াসে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অপর ধীরব্যক্তিগণও চিত্তের সমাধিযোগবলে বলিষ্ঠা প্রকৃতিকে জয় করিয়া পুরুষস্বরূপ আপনাতেই প্রবেশ করেন; পরন্তু এইরূপ কার্যে তাঁহাদের শ্রম হয়; কিন্তু আপনার সেবায় শ্রম হয় না।"

"অকুণ্ঠধিষ্ণ্য — বৈকুণ্ঠলোক" এই পর্যন্ত টীকা।

বিশদচিত্ত বলিতে যাঁহারা ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া একমাত্র সেবাকেই পুরুষার্থরূপে গণ্য করেন তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে। 'অপরে' — যাঁহারা কেবলমাত্র মোক্ষাভিলাষী, তাঁহাদের ততটুকু পুরুষার্থ লাভ করিতেই শ্রম হয়। পরন্তু সেবাই যাঁহাদের একমাত্র পুরুষার্থ, তাঁহাদের আপনার সেবায় শ্রম হয় না। আর, তাঁহারা সর্বদাই সেবাদ্বারা পরমানন্দ অনুভব করেন বলিয়া মোক্ষও আনুষঙ্গিকভাবেই সিদ্ধ হয়। ইহা মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা পুরুষের প্রতি অজানজদেবগণের উক্তি ॥৪৬॥

অতএব স্বয়ং তৎ শ্লাঘতে — (ভা: ৩।৮।১)

(৫২) **"সৎসেবনীয়ো বত পূরুবংশো, যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ।**
বভূবিথেহাজিত-কীর্ত্তিমালাং, পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্ ॥"

তস্মাৎ কথোপলক্ষিতা ভক্তিরেব পরমশ্রেয় ইতি ভাবঃ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥৪৭॥

অতএব মৈত্রেয় স্বয়ংও তাহার প্রশংসা করিতেছেন —

(৫২) "অহো! পুরুবংশ সাধুগণের সেবনীয়; যেহেতু শ্রীভগবান্ই যাঁহার প্রধান অবলম্বন, সেই লোকপালস্বরূপ তুমি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং পদে পদে নিরন্তর শ্রীভগবানের কীর্তিমালা নূতন-নূতনভাবেই প্রকাশ করিতেছ।"

অতএব ভগবৎকথাদ্বারা উপলক্ষিতা ভক্তিই পরমশ্রেয়ঃ — ইহাই ভাবার্থ। ইহা শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥৪৭॥

শ্রীকপিলযোগেঽপি যথাহ, — (ভা: ৩।২৫।১৯)

(৫৩) **"ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।**
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥"

ব্রহ্মসিদ্ধিঃ পরতত্ত্বাবির্ভাবঃ ॥৪৮॥

(৫৩) ভগবান্ শ্রীকপিলও স্বপ্রোক্ত যোগে এইরূপ বলিয়াছেন—
"যোগিগণের ব্রহ্মসিদ্ধির জন্য, অখিলাত্মা শ্রীভগবানে অনুষ্ঠিত ভক্তির তুল্য শ্রেয়স্কর পথ আর নাই।"
'ব্রহ্মসিদ্ধি'— পরতত্ত্বের আবির্ভাব ॥৪৮॥

তথা (ভা: ৩।২৫।৪৪)—

(৫৪) **"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥"**

তীব্রেণ দৃঢ়েন যোগকর্মাদিভিরভঙ্গুরেণ শুদ্ধেনেত্যর্থঃ; তেনৈব **ভক্তিযোগেন** শ্রবণাদিনা **ময্যর্পিতং** সৎ **মনঃ স্থিরং** ভবতীতি যদেতাবানেব **নিঃশ্রেয়সস্য** পরমপুরুষার্থস্যাবির্ভাবঃ। অত্রাস্মিন্নিত্যনেনান্যস্মিংস্ত্বেতাবতোঽপ্যধিকোঽস্তীতি ব্যজ্যতে ॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥৪৯॥

(৫৪) "তীব্র ভক্তিযোগদ্বারা মন আমাতে অর্পিত হইয়া যে স্থির হয়, ইহলোকে মানবগণের এই পরিমাণই নিঃশ্রেয়সের উদয় (বলিয়া গণ্য হয়)।"

'তীব্র'— দৃঢ়, অর্থাৎ যোগ ও কর্মাদিদ্বারা যাহা নষ্ট হয় না, অর্থাৎ বিশুদ্ধ সেই 'ভক্তিযোগদ্বারা' অর্থাৎ শ্রবণাদিদ্বারা আমাতে অর্পিত হইয়া মন যে স্থির হয়, (ইহলোকে) এই পরিমাণই মানবগণের 'নিঃশ্রেয়সের' অর্থাৎ পরমপুরুষার্থের 'উদয়' অর্থাৎ আবির্ভাব (জানিতে হইবে)। এস্থলে 'ইহলোকে এই পরিমাণই'— এরূপ বলায়, অন্য লোকে উক্ত সাধনদ্বারা ইহা অপেক্ষাও অধিকভাবেই পরমপুরুষার্থ লাভ হয়— এরূপ ভাবার্থ সূচিত হইয়াছে। ইহা শ্রীকপিলদেবের উক্তি ॥৪৯॥

শ্রীকুমারোপদেশেঽপি জ্ঞানোপদেশানন্তরম্,— (ভা: ৪।২২।৩৯,৪০)

(৫৫) **"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা, কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ,-স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥**

(৫৬) **কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং, ষড়্‌বর্গনক্রমসুখেন তিতীরষন্তি।
তত্ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং, কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ॥"**

টীকা চ— "তমবেহীতি (ভা: ৪।২২।৩৭) জ্ঞানমুপদিষ্টম্। তস্য দুষ্করত্বেন ভক্তিমুপদিশতি **দ্বাভ্যাম্"— যৎপাদে**ত্যাদিকমারভ্য **দুস্তরার্ণ**মিত্যন্তম্। ননু (তৈ: ২।১।২) 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইতি শ্রুতেঃ, কথং যতয়ো নোদ্গ্রথয়ন্তীত্যুচ্যতে ? তত্রাহ, **'কৃচ্ছ্রঃ'** ইতি; **অপ্লবেশাং** ন প্লবস্তরণহেতু-রীট্ ঈশো যেষাং তেষা**মিহ** তরণে **মহান্ কৃচ্ছ্রঃ** ক্লেশঃ, তে হি **অসুখেন** যোগাদিনেন্দ্রিয়ষড়্‌বর্গগ্রাহং **ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তি। তৎ** তস্মা**দুড়ুপং** প্লবম্; **দুস্তরার্ণং** দুস্তরার্ণবম্" ইত্যেষা। সমান-প্রাপ্যয়োরপি পথোরেকস্য দুর্গমত্ব-কথনেনান্যস্যাভিধেয়ত্বং স্বত এব সিধ্যতি। অত্র তিতীর্ষন্তিমাত্রম্, ন তু তরন্তীত্যর্থোঽপি জ্ঞেয়ঃ ॥ শ্রীসনৎকুমারঃ শ্রীপৃথুম্ ॥৫০॥

শ্রীসনৎকুমারের উপদেশেও জ্ঞানের উপদেশের পর উক্ত হইয়াছে।

(৫৫) "সাধুগণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুলীরূপ দলসমূহের কান্তি-স্মরণরূপ ভক্তিদ্বারা কর্মগ্রথিত অহঙ্কার-গ্রন্থিকে (যেরূপ) সমূলে উচ্ছেদ করেন, বিষয়ানুরাগশূন্য এবং ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়গতিরোধকারী যতিগণ সেরূপভাবে অহঙ্কারের ছেদন করিতে পারেন না। অতএব শরণস্বরূপ সেই বাসুদেবের ভজন কর।"

(৫৬) "ঈশ্বর যাহাদের প্লব (নৌকাস্বরূপ) নহেন, তাহারা অতি দুঃখে ষড়্‌বর্গরূপ কুম্ভীরপরিপূর্ণ ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে যে ইচ্ছা করেন তদ্দ্বারা তাহাদের অতিশয় ক্লেশই সার হয়। অতএব তুমি ভগবান্ শ্রীহরির ভজনীয় পাদপদ্মকে উড়ুপ(নৌকা) করিয়া দুস্তর সমুদ্ররূপ সংসারদুঃখ উত্তীর্ণ হও।"

টীকা – *পূর্বে "তাহাকে অবগত হও" এইরূপে জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। উহা দুষ্কর বলিয়া সম্প্রতি দুই শ্লোকে ভক্তির উপদেশ করিতেছেন – 'যৎপাদপঙ্কজ' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'দুস্তরার্ণং' পর্যন্ত। আশঙ্কা – "ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ 'পর' অর্থাৎ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন" এইরূপ শ্রুতিপ্রমাণ রহিয়াছে, তবে যতিগণ অহঙ্কার ছেদন করিতে পারেন না – এইরূপ বলা হয় কেন? ইহার উত্তরে "কৃচ্ছ্রঃ ইতি" বলিয়াছেন। ঈট্(ঈশ্বর) যাঁহাদের 'প্লব' অর্থাৎ তরণের সাধন নৌকাস্বরূপে স্বীকৃত হন না, তাঁহাদের তরণে মহান্ কৃচ্ছ্র অর্থাৎ ক্লেশই হয়। তাঁহারা অসুখে অর্থাৎ যোগাদি উপায়দ্বারা ষড়বর্গ অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনোরূপী কুম্ভীরগণদ্বারা সঙ্কটাপন্ন ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন। অতএব (তুমি শ্রীহরির পাদপদ্মকে) 'উড়ুপ' অর্থাৎ নৌকা (করিয়া) 'দুস্তরার্ণং' – দুস্তরসমুদ্রস্বরূপ (সংসারবিপত্তি উত্তীর্ণ হও)।" শ্রীস্বামিপাদের এপর্যন্তই টীকা।*

উভয়পথেই প্রাপ্য বস্তু সমান হইলেও একটিকে দুর্গম বলায়, অন্যটিই যে এস্থলে অভিধেয় অর্থাৎ বক্তব্য, ইহা স্বতঃই সিদ্ধ হয়। আর, যতিগণ উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছামাত্রই করেন, পরন্তু উত্তীর্ণ হন না —এরূপ অর্থও জানা যায়। শ্রীপৃথুর প্রতি শ্রীসনৎকুমারের এই উক্তি ॥৫০॥

অতো যচ্চ জ্ঞানমুপদিষ্টম্, তদপি তদুপদেশাব্যর্থতাসম্পাদনেচ্ছামাত্রেণানুষ্ঠীয়মানং তেন ভক্তিসাদেব কৃতমিত্যাহ, – (ভা: ৪।২৩।৯,১০)

(৫৭) "**সনৎকুমারো ভগবান্ যমাহাধ্যাত্মিকং পরম্।**
যোগং তেনৈব পুরুষমযজৎ পুরুষর্ষভঃ॥

(৫৮) **ভগবদ্ধর্মিণঃ সাধোঃ শ্রদ্ধয়া যজতস্তদা।**
ভক্তির্ভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্যবিষয়াভবৎ॥"

তেনৈব দ্বারীকৃতেন; স্পষ্টম্॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥**৫১**॥

অতএব শ্রীসনৎকুমার যে জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছিলেন, শ্রীপৃথুমহারাজ কেবলমাত্র সেই উপদেশের অব্যর্থতা সম্পাদনের ইচ্ছামাত্রেই সেই জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়া অবশেষে উহাকে ভক্তিসাৎ অর্থাৎ ভক্তির অন্তর্ভুক্তরূপেই পরিণত করিয়াছিলেন – ইহাই বলিতেছেন।

(৫৭) "ভগবান্ সনৎকুমার যে আধ্যাত্মিক পরমযোগের উপদেশ করিয়াছিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীপৃথুমহারাজ তাহাদ্বারাই শ্রীভগবানের যজন করিয়াছিলেন।

(৫৮) এইরূপে ভগবদ্ধর্মপরায়ণ হইয়া সর্বদা শ্রদ্ধাসহকারে যজনরত সাধু শ্রীপৃথুমহারাজের ভগবান্ পরব্রহ্মে তদেকনিষ্ঠ ভক্তির উদয় হইয়াছিল।" 'তাহাদ্বারা' – সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগকে দ্বার করিয়াই (ভজন করিয়াছিলেন)। ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইহা শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥৫১॥

শ্রীরুদ্রগীতেঽপি, – (ভা: ৪।২৪।৬৯)

"**ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ।**
স্বধর্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়াঃ॥"

ইত্যুক্ত্বাহ (ভা: ৪।২৪।৭০) –

(৫৯) "**তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্।**
পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্॥"

অথ **তমেব পূজয়ধ্বম্**, ন তু স্বধর্মানুষ্ঠানাগ্রহাদিকমপি কুরুধ্বমিত্যেবকারার্থঃ। **আত্মস্থং** স্বান্তর্যামিত্বেন স্থিতং তদ্বদপরেষ্বপি **ভূতেষ্ববস্থিতমাত্মানং** পরমাত্মানং **গৃণন্তঃ** কীর্তয়ন্তো **ধ্যায়ন্তশ্চে**ত্যান্যত্র

মনোবচোব্যাপারোঽপি নিষিদ্ধঃ। **অসকৃদিত্যেকস্যাং পূজায়াং সমাপ্যমানায়ামেবান্যারব্ধব্যা,** ন তু কর্ম্মাদ্যাগ্রহেণ বিচ্ছেদঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতসঃ ॥৫২॥

শ্রীরুদ্রগীতেও উক্ত হইয়াছে—

(৫৮) "হে শুদ্ধচিত্ত রাজপুত্রগণ ! তোমরা স্বধর্ম অনুষ্ঠানসহকারে ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ইহা জপ কর, তোমাদের কল্যাণ হউক।"

এইরূপ উক্তির পর বলিয়াছেন—

(৫৯) "আর তোমার আত্মমধ্যে স্থিত ও সর্বভূতে অবস্থিত আত্মস্বরূপ সেই শ্রীহরিকেই কীর্তন ও ধ্যানসহকারে নিরন্তর পূজা কর।"

অনন্তর 'তাঁহাকেই পূজা কর'— ইহার সঙ্গে স্বধর্মের অনুষ্ঠানের আগ্রহাদি করিও না — 'এব' শব্দদ্বারা এই অর্থই বোঝা যায়। 'আত্মস্থিত'— নিজঅন্তর্যামিরূপে স্থিত। এইরূপ অন্তর্যামিরূপেই অন্যান্য ভূতগণের মধ্যেও অবস্থিত 'আত্মাকে'— অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রীহরিকে কীর্তন ও ধ্যান করিয়া; ইহাদ্বারা অন্যবিষয়ে বাক্ ও মনের গতি নিষিদ্ধ হইল। 'অসকৃৎ' (নিরন্তর)— ইহাদ্বারা একটি পূজার সমাপ্তিপ্রায় অবস্থায়ই অন্য পূজা আরম্ভ করিবে পরন্তু বেদোক্ত অন্য কর্মাদিতে আগ্রহবশতঃ পূজার যেন বিচ্ছেদ না হয়— ইহাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ইহা প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীরুদ্রের উক্তি ॥৫২॥

এতদেব শ্রীনারদেনাপি স্ফুটীকরিষ্যতেঽন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাম্; যথাহ, — (ভা: ৪।৩১।৯-১৩)

(৬০) "**তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।**
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥
(৬১) **কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র-সাবিত্র-যাজ্ঞিকৈঃ।**
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ॥
(৬২) **শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।**
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়-রাধসা ॥
(৬৩) **কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাস-স্বাধ্যায়য়োরপি।**
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥
(৬৪) **শ্রেয়সামপি সর্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।**
সর্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ ॥"

টীকা চ— "যতো জন্মাদের্হরিসেবৈব ফলমতস্তদ্বিহীনং সর্বং ব্যর্থমিত্যর্থঃ। শুক্রসম্বন্ধি **জন্ম**— বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ; **সাবিত্রমু**পনয়নেন; **যাজ্ঞিকং** দীক্ষয়া। বিবুধানামিব দীর্ঘায়ুষাপি, **বচোভির্বা**গ্‌বিলাসৈঃ, **চিত্তবৃত্তিভির্না**নাবধান-সামর্থ্যৈঃ; **ইন্দ্রিয়-রাধসা** তৎপাটবেন; **যোগেন** প্রাণায়া-মাদিনা; **সাংখ্যেন** দেহাদি-ব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞান-মাত্রেণ; সন্ন্যাস-বেদাধ্যয়নাভ্যামপি; **অন্যৈরপি** ব্রত-বৈরাগ্যাদিভিঃ **শ্রেয়ঃ**সাধনৈঃ" ইতি টীকা। অথ **শ্রেয়সামি**ত্যাদি-টীকা চ— "নন্বেষাং নানাফল-সাধনানাং হরিসেবনাভাবমাত্রেণ কুতো বৈয়র্থ্যম্ ? তত্রাহ, — **শ্রেয়সাং** ফলানামাত্মৈবাবধিঃ পরাকাষ্ঠা; **অর্থতঃ** পরমার্থতঃ, — আত্মার্থত্বেনৈবান্যেষাং প্রিয়ত্বাদিত্যর্থঃ। ভবতু আত্মাবধিঃ; হরেঃ কিমায়াতম্ ? তত্রাহ, — **সর্বেষামপীতি; আত্মাত্মদশ্চ,** — অবিদ্যানিরাসেন স্বরূপাভিব্যঞ্জকঃ; ঐশ্বরেণাপি রূপেণ বলিপ্রভৃতিভ্য ইবাত্মপ্রদঃ; **প্রিয়শ্চ,** — পরমানন্দরূপত্বাৎ" ইত্যেষা। অত্র সর্বেষাং ভূতানাং শুদ্ধজীবানামপি **আত্মা** পরমাত্মেতি জ্ঞেয়ম্; রশ্মিস্থানীয়ানাং জীবানাং সূর্যস্থানীয়ত্বাত্তস্য। তদুক্তম্, — (ভা: ১০।১৪।৫৪,৫৫) —

"তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামেব দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥" ইতি।

আত্মানৌ জীব-তাদাত্ম্যাপন্ন-ব্রহ্মেশ্বরাখ্যৌ (ত্বংপদার্থ-জীবস্বরূপ-সাক্ষাৎকারতাদাত্ম্যেন তৎপদার্থ-ব্রহ্মেশ্বর-সাক্ষাৎকারং চ) দদাতি—যথাযথং স্ফোরয়তি বশীকারয়তি চ যঃ, স **আত্মদ** ইতি স্বাম্যভিপ্রায়ঃ ॥৫৩॥

শ্রীনারদও অন্বয় ও ব্যতিরেকক্রমে এই বিষয়ই স্পষ্টরূপে বলিবেন। যথা—

(৬০-৬৪) "যাহাদ্বারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর শ্রীহরির সেবা সাধিত হয়, মানবগণের সেই জন্মই জন্ম, সেই কর্মসমূহই কর্ম, সেই আয়ুই আয়ু, সেই মনঃই মনঃ এবং সেই বচনই বচন। যাহাতে শ্রীহরি আত্মদ হন না অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ করেন না, মানুষের ইহলোকে শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিকরূপ ত্রিবিধ জন্মদ্বারা অথবা বেদপ্রোক্ত কর্মসমূহদ্বারা, এমনকি দেবগণের ন্যায় সুদীর্ঘ আয়ুদ্বারা, শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা বা বাক্যদ্বারা, চিত্তবৃত্তিদ্বারা, সুনিপুণ বুদ্ধিদ্বারা, বল ও ইন্দ্রিয়ের পটুতাদ্বারা, যোগ বা সাংখ্য বা সন্ন্যাস বা শাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা কিংবা অন্যান্য শ্রেয়স্কর অনুষ্ঠানদ্বারা ফল কী? সর্বপ্রকার শ্রেয়সমূহের মধ্যেও আত্মাই যথার্থতঃ প্রাপ্যবস্তুর সীমাস্বরূপ। আর শ্রীহরিই সকল ভূতগণের আত্মপ্রদ ও প্রিয় আত্মা(পরমাত্মা)।"

***টীকা**—"যেহেতু শ্রীহরিসেবাই জন্মাদির ফল, সেইহেতু শ্রীহরিসেবাবিহীন জন্মাদি সমস্তই ব্যর্থ। শৌক্র জন্ম—বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে উৎপত্তি; সাবিত্র জন্ম—উপনয়নদ্বারা সম্পাদিত; যাজ্ঞিক জন্ম—দীক্ষাজনিত; 'বিবুধ' অর্থাৎ দেবগণের ন্যায় দীর্ঘ আয়ুদ্বারাই বা কি ফল? বাক্য অর্থাৎ বাগ্‌বিলাসদ্বারা, চিত্তবৃত্তিসমূহদ্বারা—অর্থাৎ চিত্তের নানাবিষয়ক ধারণার উপযোগী শক্তিদ্বারা, ইন্দ্রিয়গত পটুতাদ্বারা, 'যোগ' অর্থাৎ প্রাণায়ামাদিদ্বারা, 'সাংখ্য' অর্থাৎ দেহাদির অতিরিক্ত কেবল আত্মজ্ঞানদ্বারা, সন্ন্যাস ও বেদাধ্যয়নদ্বারা, এইরূপ অন্যান্য অর্থাৎ ব্রত ও বৈরাগ্য প্রভৃতি শ্রেয়ঃসাধনদ্বারা (ফল কি?)।" এপর্যন্ত টীকা। অনন্তর—'শ্রেয়সাম্' ইত্যাদি শেষ শ্লোকের টীকা উক্ত হইতেছে—আশঙ্কা—"পূর্বোক্ত জন্মাদি সকল পদার্থ নানাফলসাধকরূপেই শাস্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ, এ অবস্থায় একমাত্র শ্রীহরিসেবার অভাবেই ইহারা ব্যর্থ হইবে কেন? ইহার উত্তর বলিতেছেন—সকল শ্রেয়ঃ পদার্থের অর্থাৎ ফলের আত্মাই অবধি অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা—ইহা অর্থতঃ অর্থাৎ পরমার্থতঃ প্রসিদ্ধ—কারণ, আত্মার জন্যই—(আত্মার প্রীতি-উৎপাদকরূপেই) অন্যান্য পদার্থও প্রিয় হয়। আচ্ছা, আত্মা না হয় সকলের পরাকাষ্ঠা হইল, ইহাতে শ্রীহরির সম্বন্ধে কি সিদ্ধ হয়? ইহার উত্তর এই যে—শ্রীহরিই সকলের আত্মা এবং আত্মপ্রদ অর্থাৎ অবিদ্যার বিনাশদ্বারা স্বরূপের প্রকাশক। ঈশ্বররূপেও তিনি বলি প্রভৃতির ন্যায় সকলের আত্মপ্রদ এবং পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া প্রিয়ও হন। এপর্যন্ত টীকা।*

এস্থলে সকল ভূতের অর্থাৎ শুদ্ধ জীবগণেরও তিনি 'আত্মা' অর্থাৎ পরমাত্মা—ইহা জানিতে হইবে। যেহেতু জীবগণ রশ্মিস্থানীয়, আর তিনি সূর্যস্থানীয়। অতএব উক্ত হইয়াছে—

"এইহেতু সকল প্রাণিগণেরই নিজ আত্মা প্রিয়তম; আর, তজ্জন্যই চরাচর এই নিখিল জগৎও এই আত্মার জন্যই প্রিয় হয়। হে রাজন্! তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে সকল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে। তিনি জগতের হিতসাধনের জন্যই ভূতলে মায়াবলে দেহবানের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।" মূল শ্লোকস্থ 'আত্মদ' পদের অর্থ—যিনি জীবের সহিত একাত্মকতাপ্রাপ্ত ব্রহ্ম ও ঈশ্বররূপ (দুইটি) আত্মাকে দান করেন, 'ত্বং' পদের অর্থভূত জীবস্বরূপসাক্ষাৎকার সহ অভেদদ্বারা 'তৎ' পদের অর্থভূত ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারকে দান করেন; অর্থাৎ যথাযথরূপে স্ফুরণ করান ও বশীভূত করাইয়া থাকেন—এরূপ অর্থই শ্রীধরস্বামিপাদের সম্মত ॥৫৩॥

কিঞ্চ (ভা: ৪।৩১।১৪) –

(৬৫) **"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন, তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং, তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥"**

টীকা চ – "কিঞ্চ, নানাকর্মভিস্তত্তদ্দেবতা-প্রীতিনিমিত্তান্যপি ফলানি হরিপ্রীত্যা ভবন্তি; কেবলং তত্তদ্দেবতারাধনেন তু ন কিঞ্চিদিতি সদৃষ্টান্তমাহ, – **যথেতি**" ইত্যাদিকা ॥৫৪॥ শ্রীনারদঃ প্রচেতসঃ ॥৫৩-৫৪॥

আরও বলিতেছেন –

(৬৫) "যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে তদ্দ্বারা তাহার কাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা তৃপ্ত হয় এবং প্রাণের উদ্দেশ্যে আহার প্রদত্ত হইলেই যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ অচ্যুত শ্রীহরির আরাধনাই সকল দেবতার আরাধনাস্বরূপ।"

টীকা – "নানাকর্মদ্বারা বিভিন্ন দেবতার প্রীতি হইলে যেসকল বিভিন্ন ফল প্রাপ্তি হয়, তাহাও শ্রীহরির প্রীতিহেতুই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কেবলমাত্র তত্তৎদেবতার আরাধনাদ্বারা কোন ফলই হয় না –ইহাই দৃষ্টান্তসহকারে বলিতেছেন – 'যথা' (অর্থাৎ বৃক্ষের মূলসেচনে যেরূপ শাখা প্রভৃতির তৃপ্তি হয়)" ইত্যাদি ॥৫৪॥ ইহা প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥৫৩-৫৪॥

শ্রীঋষভদেবকৃত-স্বপুত্র-শিক্ষণেঽপি – (ভা:৫।৫।৩) **"যে বা ময়ীশে"** ইত্যাদিকম্ (১৯০তম অনু:), (ভা: ৫।৫।২৫) **"মত্তোঽপ্যনন্তাৎ"** ইত্যাদিকঞ্চাগ্রে (১৬৯ অনু:) দর্শনীয়ম্।

ব্রাহ্মণ-রহূগণ-সংবাদান্তেঽপীদমস্তি – (ভা: ৫।১৩।২০)

(৬৬) **"রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য, সংন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং, জ্ঞানাসিমাদায় তরাতিপারম্ ॥"**

জ্ঞানমত্র ভক্ত্যাশ্রয়মেব ॥৫৫॥

শ্রীঋষভদেবকর্তৃক নিজ পুত্রগণের শিক্ষাদানপ্রসঙ্গে কথিত দুইটি শ্লোক দ্রষ্টব্য। তাহা এইরূপ – "ঈশ্বররূপী আমার প্রতি সৌহার্দাচরণই যাঁহাদের পুরুষার্থস্বরূপ, যাঁহারা শরীরপুষ্টির বার্তায় দিনযাপনকারী জনগণের প্রতি এবং স্ত্রী-পুত্র-মিত্র ও সম্পদ্‌যুক্ত গৃহের প্রতি প্রীতিযুক্ত নহেন এবং দেহরক্ষার উপযোগী ধন অপেক্ষা অধিক ধনের আকাঙ্ক্ষা করেন না (তাঁহারাও মহাজন)।"

"স্বর্গ ও মোক্ষের অধিপতি, পরাৎপর তত্ত্ব অনন্তস্বরূপ আমার নিকট হইতেও যাঁহাদের কোন প্রার্থনীয় নাই, সেই নিষ্কিঞ্চন মদ্ভক্ত ব্রাহ্মণগণের রাজ্যাদিদ্বারা কি হইবে?"

ব্রাহ্মণ এবং রহূগণের সংবাদের শেষভাগেও এরূপ উক্ত হইয়াছে –

(৬৬) "হে রহূগণ! তুমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া সর্বভূতে মিত্রতা স্থাপনপূর্বক অনাসক্তচিত্তে, শ্রীহরিসেবাদ্বারা নিশিত (তীক্ষ্ণীকৃত) জ্ঞানরূপ খড়্গ ধারণসহকারে এই সংসারপথের পারে গমন কর।"

এস্থলে – 'জ্ঞান' পদে ভক্তির আশ্রিত জ্ঞানকেই জানিতে হইবে ॥৫৫॥

যথোক্তমেতদনন্তরং রহূগণেনৈব, – (ভা: ৫।১৩।২১,২২)

(৬৭) **"অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং, কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্।
ন যদ্ধৃষীকেশ-যশঃকৃতাত্মনাং, মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ ॥**

(৬৮) **ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভির্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।**
মৌহূর্ত্তিকাদ্যস্য সমাগমাচ্চ মে, দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ ॥" ইতি;

স্পষ্টম্ ॥৫৬॥ ব্রাহ্মণো রহূগণম্ ॥ রহূগণো ব্রাহ্মণম্ ॥৫৫-৫৬॥

ইহার পর শ্রীরহূগণই এরূপ বলিয়াছেন—

(৬৭) "অহো! মনুষ্যজন্ম সকল জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব স্বর্গে সর্বোত্তম দেবাদি জন্মদ্বারাই বা প্রয়োজন কী? যেহেতু সেখানে ভগবান্ শ্রীহরির যশোগানে নিযুক্তচিত্ত আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষগণের প্রভূত সঙ্গ দুর্লভ।

(৬৮) অতএব আপনার পাদপদ্মের রেণুসংস্পর্শে যাহার পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অমলা ভক্তির উদয় হয়, ইহা আর বিচিত্র কী? যেহেতু মুহূর্তকালমাত্র আপনার সমাগম হইতেই আমার দুষ্টতর্কমূলক অবিবেক বিনষ্ট হইয়াছে।"

ইহার অর্থ স্পষ্ট ॥৫৬॥ ইহা রহূগণের প্রতি ব্রাহ্মণের উক্তি ও ব্রাহ্মণের প্রতি রহূগণের উক্তি ॥৫৫-৫৬॥

তথা চিত্রকেতুং প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণোপদেশান্তেঽপি (ভা: ৬।১৬।৬২)—"**দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভিঃ**" ইত্যাদৌ "**মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ**" ইত্যগ্রত (২৩৪তম অনুচ্ছেদে) উদাহার্য্যম্।

অসুরবালকানুশাসনেঽপি (ভা: ৭।৬।১,২)—

(৬৯) "**কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।**
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

(৭০) **যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।**
যদেষ সর্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ ॥"

ইহৈব মানুষ-জন্মনি **ভাগবতান্ ধর্ম্মানাচরেৎ;** যতোঽর্থদমেতজ্জন্ম,—দেবাদি-জন্মনি মহা-বিষয়াবেশাৎ, পশ্বাদি-জন্মনি বিবেকাভাবাচ্চ। মানুষজন্ম প্রাপ্য চ ন বিলম্বেতেত্যাহ,—**কৌমারে** কৌমারমারভ্যেত্যর্থঃ; যতস্তদপি **জন্মাধ্রুবং** পুনর্দুর্লভঞ্চ;—শাস্ত্রস্য চ প্রাধান্যেন মনুষ্যমধিকৃত্য প্রবৃত্তত্বাত্তদনুবাদেনোক্তিরিয়ম্, তদ্বুদ্ধ্যাদি-সাম্যেন মানুষত্বমারোপ্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তত্র ভাগবত-ধর্মাচরণস্যৈব যুক্তত্বং দর্শয়তি—'**যথা হি**' ইত্যাদি। **ইহ পুরুষস্য বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণমেব যথানুরূপম্,** যোগ্যমিত্যর্থঃ। **যদ্**যস্মাদেষ **ভূতানাং** স্বভাবত এব **প্রিয়ঃ** প্রেমবিষয়ঃ প্রেমকর্তা চ। তত্র হেতুঃ—**আত্মা** পরমাত্মা। পাদোপসর্পণে হেত্বন্তরম্—যস্মাচ্চৈষ **ঈশ্বরঃ**—কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ; **সুহৃৎ** সর্বেষাং হিতং চিকীর্ষুশ্চেতি ॥৫৭॥

এইরূপ, চিত্রকেতুর প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণের উপদেশের শেষভাগেও "মনুষ্য নিজ বিবেকবলে ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় হইতে বিমুক্ত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিতৃপ্ত হইয়া আমার ভক্ত হইবে।" পরবর্তী গ্রন্থ হইতে এই বচনটি উদাহরণরূপে গ্রাহ্য হয়। অসুরবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশেও এরূপ রহিয়াছে—

(৬৯) "প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ইহ জন্মেই কৌমার দশায় ভাগবতধর্মসমূহের আচরণ করিবেন।" যেহেতু মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, অস্থায়ী, পরন্তু পরমপুরুষার্থপ্রদ।

(৭০) যেহেতু শ্রীবিষ্ণুই সকল প্রাণীর প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ, অতএব এই জন্মে শ্রীবিষ্ণুর পদে আশ্রয়গ্রহণই পুরুষের পক্ষে সঙ্গত।"

'ইহ জন্মেই' – এই মনুষ্যজন্মেই ভাগবতধর্মসমূহের আচরণ করিবে। যেহেতু এই মনুষ্যজন্মই 'অর্থদ' অর্থাৎ পুরুষের বাস্তব স্বার্থ প্রদান করে। দেবাদি জন্মে বিষয়ের প্রতি চিত্তের তীব্র আবেশহেতু এবং পশ্বাদিজন্মে বিবেকের অভাবহেতু (ঐসকল জন্ম বাস্তব স্বার্থদানের অযোগ্য)। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও বিলম্ব করা উচিত নহে – এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন – 'কৌমারে' কৌমারদশা হইতেই ভাগবতধর্মের আচরণ করা উচিত। যেহেতু, মনুষ্যজন্ম স্বার্থপ্রদ হইলেও 'অধ্রুব' – অস্থায়ী অথচ 'দুর্লভ'। (এস্থলে দৈত্যবালকগণের উপদেশদান-প্রসঙ্গে মনুষ্যজন্মের কথা বলা হইল কেন ?) এই আশঙ্কার উত্তর এই যে – শাস্ত্র প্রধানভাবে মনুষ্যকে অধিকার করিয়াই (অবলম্বন করিয়াই) প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে উহারই অনুবাদক্রমে ঐরূপ উক্তি হইয়াছে। মনুষ্যের বুদ্ধিপ্রভৃতির সহিত দৈত্যবালকগণের বুদ্ধিপ্রভৃতির সাম্যহেতু তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আরোপ করিয়াই এরূপ বলিয়াছেন – ইহাই বুঝিতে হইবে। ভাগবতধর্মের আচরণই যে যুক্ত, ইহাই – 'যথা হি' ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে। 'ইহ' – এই মনুষ্যজন্মে পুরুষের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর পাদোপসর্পণ অর্থাৎ পাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণই যথা অর্থাৎ 'অনুরূপ' অর্থাৎ যোগ্য। যেহেতু এই শ্রীবিষ্ণুই প্রাণিগণের স্বভাবতঃই 'প্রিয়' – প্রীতির বিষয় এবং প্রেমকর্তা। এবিষয়ে হেতু বলিতেছেন – (তিনি) 'আত্মা' অর্থাৎ পরমাত্মা। পাদপদ্মাশ্রয়ের অপর হেতু – যেহেতু তিনি 'ঈশ্বর' – করা, না করা বা অন্যভাবে করায় সমর্থ। আর, যেহেতু তিনি 'সুহৃদ্' – সকলেরই হিতসাধনে ইচ্ছুক ॥৫৭॥

তদেতদুপক্রম্যোপসংহরতি, (ভা: ৭।৬।২৬) –

(৭১) "**ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ, ঈক্ষা ত্রয়ী নয়-দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।**
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং, স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥"

ঈক্ষাত্মবিদ্যা; **তদেতৎ** সর্বং **নিগমস্যা**র্থজাতং **স্বসুহৃদঃ** স্বান্তর্য্যামিণঃ **পরমস্য পুংস**স্তস্মৈ **স্বাত্মার্পণ**-সাধনঞ্চেত্তর্হি **সত্যং মন্যে**, – সত্যফলত্বাৎ; যদ্বা, **সত্যমর্থ**ক্রিয়াকারকম্, সফলমিতি যাবৎ; অন্যথা ধর্মাদীনাং নিষ্ফলত্বমেবেতি ভাবঃ ॥**৫৮**॥ শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্ ॥**৫৭, ৫৮**॥

এইরূপে দৈত্যবালকগণের প্রতি উপদেশ আরম্ভ করিয়া উহার উপসংহারে বলিতেছেন –

(৭১) "ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ, আত্মবিদ্যা, কর্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি এবং বিবিধ বার্তা অর্থাৎ জীবিকা – এই সমুদয় বেদোক্ত বিষয় যদি নিজসুহৃদ্ পরমপুরুষের প্রতি নিজ আত্মসমর্পণের কারণ হয়, তাহা হইলেই ইহাদিগকে সত্য অর্থাৎ সফল মনে করি।"

'ঈক্ষা' – আত্মবিদ্যা; 'তদেতৎ সর্বং' – এই সমস্ত; 'নিগম' অর্থাৎ বেদের – এই পদার্থসমূহ যদি 'নিজ সুহৃদ্' অর্থাৎ নিজ অন্তর্যামী পরমপুরুষের প্রতি নিজ আত্মসমর্পণের সাধন হয়, তাহা হইলেই সত্য ফল দান করে বলিয়া ইহাদিগকেও সত্য মনে করি। অথবা অপর ব্যাখ্যা – (যদি এই ধর্মপ্রভৃতি শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণের কারণ হয় তাহা হইলেই) ইহাদিগকে 'সত্য' অর্থাৎ যথার্থ কার্যকারক অর্থাৎ সফল মনে করি, অন্যথা ধর্মাদির নিষ্ফলত্বই জ্ঞাতব্য – ইহাই ভাবার্থ ॥৫৮॥ ইহা অসুরবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের উক্তি ॥৫৭-৫৮॥

অগ্রে চ (ভা: ৭।৭।২৯) –

(৭২) "**তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ।**
যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ ॥"

তত্র পূর্বোক্তে ত্রিগুণাত্মক-কর্মণাং বীজনির্হরণেঽপি **উপায়সহস্রাণাং** মধ্যে **অয়**মেবোপায়ো **ভগবতা** শ্রীনারদেন মাং প্রত্যুপদিষ্টঃ; – **যৈ**রুপায়সহস্রৈঃ সিদ্ধাদ্‌যদ্‌যস্মাদুপায়াদ্‌**যথা** যথাব**দীশ্বরে ভগবত্যঞ্জসা** ব্যবধানান্তরং বিনৈব **রতিঃ** প্রীতির্ভবতি; অতঃ কর্মবীজ-নির্হরণমপি তস্যানুষঙ্গিকমেব ফলমিতি ভাবঃ ॥**৫৯**॥

(৭২) পরেও বলা হইয়াছে— "যথানুষ্ঠিত যে সমস্ত উপায়দ্বারা ভগবান্ ঈশ্বরে সাক্ষাদ্রূপে রতি উৎপন্ন হয়, তদ্‌বিষয়ে (অর্থাৎ পূর্বোক্ত ত্রিগুণাত্মক কর্মসমূহের বীজনাশ বিষয়ে যে সহস্র সহস্র উপায় আছে, তন্মধ্যে এই উপায়টি) শ্রীভগবান্ (শ্রীনারদ আমাকে) বলিয়াছেন।"

'তত্র'— তদ্বিষয়ে অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক কর্মসমূহের পূর্বোক্ত বীজ নির্হরণে অর্থাৎ নাশ বিষয়েও 'অয়ং'— এই উপায় 'ভগবতা'— শ্রীনারদের 'যৎ'— যে উপায় হইতে; 'যথা'— যথাবৎ; —উপায়সহস্রদ্বারা সিদ্ধ যে 'অঞ্জসা'— অর্থাৎ অন্যকোনরূপ ব্যবধান ব্যতীতই 'রতি' অর্থাৎ প্রীতির উদয় হয়। অতএব কর্মবীজনাশও উক্ত উপায়ের আনুষঙ্গিক ফলই হয়— ইহাই ভাবার্থ ॥৫৯॥

তত্র এবং (ভা: ৭।৭।৩০) **"গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা"** ইত্যাদিভিস্তস্যৈবোপায়স্যাঙ্গান্যুক্ত্বাহ, —(ভা: ৭।৭।৩৩) —

(৭৩) **"এবং নির্জিতষড়্‌বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।**
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ ॥"

এবং পূর্বোক্তগুরুশুশ্রূষাদি-প্রকারৈণৈব, ন তু তদর্থং পৃথক্ প্রযত্নেন; নির্জিত-কর্মবীজ-লক্ষণ-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যৈর্জনৈঃ পুনরপি **ভক্তিঃ ক্রিয়ত** এব যথা বাসুদেবে রতিরপিসংলভ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদস্তান্ ॥৬০॥

উক্ত শ্লোকের পর— 'গুরুশুশ্রূষারূপ ভক্তিদ্বারা' ইত্যাদি বাক্যে পূর্বোক্ত উপায়েরই অঙ্গসমূহ বর্ণন করিয়া, পরে বলিয়াছেন—

(৭৩) "এইরূপে ষড়্‌বর্গজয়কারী ব্যক্তিগণকর্তৃক ঈশ্বরে ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়— যাহাদ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে রতি সম্যগ্‌রূপে লাভ হয়।"

'এইরূপে' অর্থাৎ পূর্বোক্ত গুরুশুশ্রূষাদিদ্বারাই পরন্তু রতিপ্রাপ্ত্যর্থে পৃথক্ প্রযত্নদ্বারা নহে; কর্মের বীজরূপ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যরূপ ষড়্‌বর্গজয়কারী ব্যক্তিগণকর্তৃকই পুনরায়ও ভক্তি অনুষ্ঠিত হয় যাহা হইতে শ্রীবাসুদেবে রতিও সম্যক্‌রূপে লাভ হয়। ইহাই অসুরবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি ॥৬০॥

বর্ণাশ্রমাচারকথনারম্ভে নরমাত্র-ধর্মকথনেঽপি, — (ভা: ৭।১১।৭)

(৭৪) **"ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ববেদময়ো হরিঃ।**
স্মৃতঞ্চ তদ্‌বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥"

ধর্ম্মস্য **মূলং** প্রমাণং **ভগবান্**, যতঃ **সর্ববেদময়ঃ**; **স্মৃতং** স্মৃতিশ্চ **তদ্‌বিদাং** বেদময়-ভগবদ্‌বিদাং, তস্য প্রমাণম্। আভ্যাং তদ্‌বহির্মুখ-ধর্মস্যাপার্থত্বং ভগবদ্ধর্মস্যৈবাবশ্যকত্বঞ্চোক্তম্। অতএব (মনুসং: ২।৬)

"বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥"

ইতি মনুস্মৃতি-বাক্যাদপ্যত্র বিশিষ্টতয়োপদিষ্টম্। তচ্চ যুক্তম্, — (ভা: ১।১।২)

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" ইত্যুক্তত্বাৎ।

যেনৈব ধর্ম্মেণ **আত্মা** মনঃ **প্রসীদতী**ত্যনেন। (ভা: ১।২।৬) **"যয়াত্মা সুপ্রসীদতি"** ইতিবৎ 'সু'-শব্দ-বিশিষ্টতয়ানুক্তত্বাত্তচ্ছ্রবণাদি-লক্ষণ-সাক্ষাদ্ভক্তেরেব প্রশস্তত্বঞ্চ বোধিতম্; (ভা: ৭।১১।৭) **'যেন চাত্মা প্রসীদতি'** ইত্যাত্ম-তোষো(ভগবত্তোষো)ঽপি প্রমাণমিত্যর্থঃ। তত্তৎ-সর্বধর্ম-কথনান্তে তু স্বয়মেব স্বস্য প্রথমে গন্ধর্বজাতৌ জন্মন্যানুষঙ্গিকং ভগবদ্‌গানমাত্রং সৎকর্মোক্ত্বা দ্বিতীয়ে চ শূদ্রজাতৌ জন্মনি সৎসঙ্গজ-শ্রবণাদিমাত্রং তদুক্ত্বা স্বস্য তাদৃশ-ভগবৎপার্ষদত্ব-পর্যন্ত-ফলপ্রাপ্তৌ তথাবিধমপি স্বধর্ম-লক্ষণং কারণান্তরং

নাদৃতবান্। তথা হি তত্রৈব (ভা: ৭।১৫।৬৮) **"যথা হি যূয়ম্"** ইত্যস্য টীকা চ – "এতচ্চ সর্বসাধারণমুক্তম্; ভক্তস্য তু ভক্তিরেব সর্বপুরুষার্থহেতুরিতি পাণ্ডবানেব লক্ষীকৃত্যাহ, – **"যথা হি"** ইত্যেষা। তস্মাদত্রাপি সাক্ষাদ্ভক্তাবেব তাৎপর্য্যম্।

অথাত্র (ভা: ১।৫।১৭) **"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি"** ইত্যাদৌ ভক্তের্ধর্মাতিরিক্তত্বেঽপি (ভা: ৭।১১।১১) **"শ্রবণং কীর্ত্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ"** ইত্যাদিনোত্তর-গ্রন্থে ধর্মত্ববিধানং সর্বেষ্বপি প্রাণিষ্বাবশ্যকত্বাপেক্ষয়া পরমশ্রেয়োরূপত্বাদ্যপেক্ষয়া চ লাক্ষণিকমেব। বস্তুতস্তু পঞ্চমে (ভা: ৫।৯।৩) **"তত্রাপি"** ইত্যাদি গদ্যে **"ভগবতঃ কর্মবন্ধবিধ্বংসন-শ্রবণ-স্মরণ-"** ইত্যাদিনা শ্রীজড়ভরতস্য যা ভক্তিনিষ্ঠোক্তা, তস্যাঃ (ভা: ৫।৯।৮) **"পিতর্য্যুপরতে"** ইত্যাদি-গদ্যে **"ত্রয্যাং বিদ্যায়ামেব পর্য্যবসিতমতয়ো ন পরবিদ্যায়াম্"** ইত্যাদিনা তদবজ্ঞাতণাং তদ্ভ্রাতণামজ্ঞত্ব-বোধনেন ধর্মাতিরিক্তত্বং পরবিদ্যাত্বঞ্চ দর্শিতম্। অতএবোক্তং শ্রীনারসিংহে, –

সনকাদ্যা নিবৃত্ত্যাখ্যে তেন ধর্ম্মে নিয়োজিতাঃ।
প্রবৃত্ত্যাখ্যে মরীচ্যাদ্যা ভক্তৌ তু নারদো মুনিঃ ॥ ইতি;

তেন ব্রহ্মণেতি প্রাকরণিকম্। তথা লক্ষণাময়-কষ্টকল্পনয়া শ্রবণাদীনাং স্বধর্মান্তর্গণনা চ বহির্মুখানামপি সাক্ষাদ্ভক্তি-প্রবর্ত্তনায়ৈব। এবমন্যত্রাপ্যন্যমিশ্র-ভক্ত্যুপদেশবাক্যেষু জ্ঞেয়ম্। তস্মাদপি ভক্তাবেব তাৎপর্য্যমিতি ॥ শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥**৬১**॥

বর্ণাশ্রমাচারকথনের আরম্ভে সাধারণ মানবমাত্রের ধর্ম-বর্ণনপ্রসঙ্গেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে –

(৭৪) "হে মহারাজ! যে ধর্মদ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয়, সর্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই সেই ধর্মের মূল অর্থাৎ প্রমাণ এবং সেই বেদময় শ্রীভগবানকে যাহারা জানেন তাঁহাদের রচিত স্মৃতিও সেই ধর্মের প্রমাণ।

যেহেতু শ্রীভগবান্ সর্ববেদময় অতএব তিনি ধর্মের মূল অর্থাৎ প্রমাণস্বরূপ। 'তদ্‌বিদাং' অর্থাৎ বেদময় শ্রীভগবানের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন তাদৃশ ব্যক্তিগণের স্মৃতিও ধর্মবিষয়ে প্রমাণ। শ্রুতি ও স্মৃতি – এই দুইটি দ্বারা ভগবদ্‌বহির্মুখ ধর্মের – অর্থাৎ বেদ ও তাদৃশ স্মৃতিদ্বারা যে ধর্মের বিধান হয় নাই তাহার নিরর্থকত্ব এবং ভগবদ্ধর্মেরই আবশ্যকতাও উক্ত হইয়াছে। অতএব –

"নিখিল বেদশাস্ত্র, বেদজ্ঞগণের স্মৃতি ও স্বভাব এবং সজ্জনগণের আচার ও আত্মার তুষ্টি – এই সকলই ধর্মের মূল বা প্রমাণ" এই মনুস্মৃতির বাক্য অনুসারে বিশিষ্টরূপেই এস্থলে (অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে) ধর্মের উপদেশ করা হইয়াছে। আর ইহা যুক্তই হয়। কারণ – "এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্মৎসর সাধুগণের উপযোগী ফলাভিসন্ধিবর্জিত পরম ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে আর – এই গ্রন্থে তাপত্রয়ের উচ্ছেদকারী, অথচ মঙ্গলপ্রদ বাস্তব বস্তুই জ্ঞাতব্যরূপে উক্ত হইয়াছেন"। 'যেন' – যে ধর্মদ্বারা, 'আত্মা' অর্থাৎ মন প্রসন্ন হয় – এস্থলে – "যাহা হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তির উদয় হয় এবং যে ভক্তিদ্বারা চিত্ত সুপ্রসন্ন হয় – উহাই মানবগণের পরম ধর্ম" এস্থলের ন্যায় 'সু'শব্দ শ্রবণাদিলক্ষণ সাক্ষাৎ ভক্তির বিশেষণরূপে উক্ত না হওয়ায়, ভগবদ্বিষয়ক শ্রবণাদিরূপ সাক্ষাদ্ভক্তিরই প্রশস্ততা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। 'যেন চাত্মা প্রসীদতি' – যাহাদ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয়' – এই উক্তিতে আত্মতোষ অর্থাৎ ভগবত্তোষও প্রমাণ বলিয়া জানা যায়। মানবগণের বিভিন্ন ধর্ম কথনের পর শ্রীনারদ স্বয়ংই নিজের প্রথম জন্মে গন্ধর্বজাতিতে আনুষঙ্গিক ভগবদ্‌গানমাত্র সৎকর্ম বর্ণন করিয়াছিলেন। তারপর দ্বিতীয় জন্মে শূদ্রজাতিতে সৎসঙ্গজাত শ্রবণাদিমাত্রকেই নিজ সৎকর্মরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন কিন্তু নিজের তাদৃশ ভগবৎপার্ষদত্বপ্রাপ্তি পর্যন্ত ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে পূর্বোক্ত স্বধর্মরূপ (বর্ণাশ্রমাদিধর্মরূপ) কারণান্তরের উপাদেয়তা প্রকাশ করেন নাই। সেস্থলেই – "হে মহারাজ! তোমরা যেরূপ নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের

কৃপায়ই দুস্তর বিপত্তিরাশি উত্তীর্ণ হইয়াছ এবং তুমি তাঁহারই পাদপদ্ম সেবার ফলে সর্বদিক্ জয় করিয়া যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছ (অতঃপরও তাঁহারই কৃপায় সেরূপভাবেই সংসার উত্তীর্ণ হইবে)" এই শ্লোকের টীকায় বলা হইয়াছে— "এই বর্ণাশ্রমধর্ম নিরূপণ সর্বসাধারণরূপে উক্ত হইয়াছে, পরন্তু ভক্তের পক্ষে ভক্তিই সর্বপ্রকার পুরুষার্থলাভের কারণস্বরূপ— অতএব পাণ্ডবগণকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন— "তোমরা যেরূপ" ইত্যাদি। অতএব এস্থলেও সাক্ষাদ্ভক্তিতেই তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। "স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মযুগলের ভজন করিতে করিতে সিদ্ধির পূর্বে যদি তাহা হইতে পতিত হয়" ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তিকে ধর্ম হইতে অতিরিক্তরূপে নির্দেশ করা হইলেও "মহাপুরুষগণের গতিস্বরূপ শ্রীভগবানের শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা পরশ্লোকে শ্রবণাদিকে যে ধর্মরূপে বিধান করা হইয়াছে— ইহা সকল প্রাণিগণের মধ্যেই শ্রবণাদির আবশ্যকতা এবং পরমশ্রেয়ঃ-স্বরূপতার অপেক্ষা করিয়া লাক্ষণিকরূপেই (পরোক্ষ বা গৌণভাবেই) জানিতে হইবে (অর্থাৎ শ্রবণাদিকে লাক্ষণিকভাবে ধর্ম বলা হইলেও বস্তুতঃ উহা ধর্ম হইতে অতিরিক্তরূপেই জ্ঞাতব্য)। বস্তুতঃ পঞ্চমস্কন্ধে— "তত্রাপি" (সেই জন্মেও) ইত্যাদি গদ্যপ্রবন্ধে— "কর্মবন্ধবিধ্বংসকারী শ্রীভগবানের শ্রবণ ও স্মরণ" ইত্যাদিদ্বারা শ্রীজড়ভরতের যে ভক্তিনিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে, অনন্তর "পিতা পরলোকগত হইলে" ইত্যাদি গদ্যে— "ত্রয়ী বিদ্যায়ই যাহাদের মতি পর্যবসিত হইয়াছিল, পরবিদ্যায় নহে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা— জড় ভরতের প্রতি অবজ্ঞাকারী তদীয় ভ্রাতৃগণের অজ্ঞতাজ্ঞাপনহেতু (জড় ভরতের) সেই ভক্তিনিষ্ঠাকে বৈদিক কর্মকাণ্ডোক্ত ধর্মের অতিরিক্ত পরবিদ্যারূপেই জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

অতএব শ্রীনৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে— "তিনি (ব্রহ্মা) সনকাদি মুনিগণকে নিবৃত্তিধর্মে এবং মরীচি প্রভৃতিকে প্রবৃত্তিধর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীনারদমুনিকে ভক্তিতে নিয়োজিত করিলেন। "তাঁহার দ্বারা" বলিতে প্রকরণানুসারে ব্রহ্মার দ্বারাই বুঝাইতেছে।

বহির্মুখ ব্যক্তিগণের মধ্যে সাক্ষাৎ ভক্তির প্রবর্তন নিমিত্ত লক্ষণাময় কষ্টকল্পনাদ্বারা শ্রবণাদি ভক্তিকে স্বধর্মের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। এইরূপে অন্যত্রও জ্ঞানাদি অন্য মিশ্রভক্তির উপদেশবাক্যে ইহা জানা যায়। তাহা অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বই জানিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য। ইহা শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন ॥৬১॥

জায়ন্তেয়োপাখ্যানেঽপি — (ভা: ১১।২।৩০) **"অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামঃ"** ইত্যস্যোত্তরম্ — (ভা: ১১।২।৩৩)

(৭৫) **"মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য, পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।**
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্, বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥"

টীকা চ — "প্রথমমাত্যন্তিকং ক্ষেমং কথয়তি, — **'মন্যে'** ইতি" ইত্যাদিকা। পুনশ্চ, (ভা: ১১।২।৩১) **"ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত"** ইত্যস্যোত্তরত্বেন (ভা: ১১।২।৩৪) **"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে"** ইত্যাদি-পদ্যত্রয়মুক্ত্বা (ভা: ১১।২।৩৭) **"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ"** ইত্যাদি পদ্যে **"বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশম্"** ইত্যত্র **'ভক্ত্যা'** ইত্যনেন তস্যা জ্ঞানাদ্যমিশ্র-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি(স্বরূপ)লক্ষণত্বম্, **'একয়া'** ইত্যনেন নৈরন্তর্য্যলক্ষণমব্যভিচারিত্বং (তটস্থলক্ষণত্বং) চোপদিষ্টম্ ॥৬২॥

জায়ন্তেয় উপাখ্যানেও "অনন্তর আমরা আত্যন্তিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি"— এই বাক্যের উত্তরে বলিয়াছেন—

(৭৫) "আমি মনে করি, এ সংসারে দেহাদি অসৎপদার্থে আত্মবুদ্ধিনিবন্ধন উদ্‌বিগ্নচিত্ত জীবের সর্বদা শ্রীঅচ্যুতের পাদপদ্মের উপাসনাতেই সর্বতোভাবে ভয় নিবৃত্তি হয়।"

টীকা – " 'মন্যে' এই শ্লোকে প্রথমে আত্যন্তিক মঙ্গল বলিতেছেন।" ইত্যাদি টীকা।

পুনরায় – "আপনি ভাগবতধর্মসমূহ বলুন" – ইহার উত্তরে – "আত্মোপলব্ধির জন্য ভগবান্ যে উপায় সকল বলিয়াছেন" ইত্যাদি তিনটি শ্লোক বর্ণনপূর্বক – "দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয় হয়" ইত্যাদি শ্লোকে "বুধ ব্যক্তি সেই ঈশ্বরকেই একা ভক্তিদ্বারা ভজন করিবেন" – এই অংশে 'ভক্তিদ্বারা' এই পদে জ্ঞানাদির সহিত অমিশ্রিত শ্রবণকীর্তনাদি (স্বরূপ) লক্ষণাত্মক ভক্তিই জ্ঞাপিত হইয়াছে। 'একা' পদদ্বারা নৈরন্তর্যরূপ অব্যভিচারিতা অর্থাৎ ইহা নিরন্তর অনুষ্ঠেয় – সুতরাং ইহার কোন ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নাই – এই (তটস্থলক্ষণত্ব) উপদেশ করা হইয়াছে ॥৬২॥

তত্র যদ্যপি (ভা: ১১।২।৩৬) "**কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা**" ইত্যাদি-প্রাক্তন-বাক্যে লৌকিকস্যাপি কর্মণো ভগবদর্পণাদ্ভাগবতধর্মত্বং সিধ্যতীতি যথোক্তং তথা নৈরন্তর্যমপি সম্ভবতি, তথাপি শ্রবণ-কীর্তনাদি-লক্ষণমাত্রত্বং যতো ন ব্যাহন্যেত, (ক) তস্মাত্তত্র(ভাগবতধর্মে) তটস্থলক্ষণং নৈরন্তর্যাখ্যমব্যভিচারিত্বং, (খ) তন্মাত্রত্বঞ্চ (শ্রবণকীর্তনাদি-স্বরূপলক্ষণমাত্রত্বঞ্চ) যথা ভবেত্তথোপায়ং তদনন্তরমাহ, দ্বাভ্যাম্। তত্র – (ক) প্রথমং তটস্থলক্ষণ-সূচক-নৈরন্তর্যাখ্যাব্যভিচারিত্বোপায়মাহ প্রথমেন, (ভা: ১১।২।৩৮) –

(৭৬) "**অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো, ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্ন-মনোরথৌ যথা।**
তৎ কর্মসঙ্কল্পবিকল্পকং মনো, বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ ॥"

দ্বয়ঃ প্রধানাদি-দ্বৈত-প্রপঞ্চো যদ্যপ্য**বিদ্যমান** আত্মনি শুদ্ধে ন বিদ্যত এবেত্যর্থস্তথাপি ধ্যাতুরবিদ্যাময়-ধ্যানযুক্তস্য সতস্তস্য **ধিয়া অবভাতি** – তস্মিন্ শুদ্ধেঽপি কল্প্যত এবেত্যর্থঃ; **যথা স্বপ্নো মনোরথশ্চ** তথেত্যর্থঃ। **তৎ** তস্মাৎ কর্মাণি সঙ্কল্পয়তি বিকল্পয়তি চ **যন্মনস্তন্নি**যচ্ছেৎ, **ততশ্চা**ব্যভিচারিণ্যা (তটস্থলক্ষণয়া) ভক্ত্যা (শ্রবণ-কীর্তনাদি-স্বরূপলক্ষণাৎ) ভজনা**দভয়ং** (লব্ধভগবৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণং) **স্যা**দিতি ভাবঃ ॥৬৩॥

যদিও "কায়, বাক্য, মন বা ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা" ইত্যাদি পূর্ববর্তী বাক্যে লৌকিক কর্মও শ্রীভগবানে অর্পণহেতু ভাগবতধর্মরূপে সিদ্ধ হয় – ইহা বলা হইয়াছে এবং উহার নৈরন্তর্যও (নিরন্তর অবিচ্ছেদে অনুষ্ঠানও) সম্ভবপর হয়, তথাপি শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণমাত্রত্ব যাহাতে ব্যাহত না হয়, (ক) তজ্জন্য (সেই ভাগবতধর্মে) নৈরন্তর্যাখ্য অব্যভিচারিত্বরূপ তটস্থলক্ষণ এবং (খ) তন্মাত্রত্ব অর্থাৎ শ্রবণকীর্তনাদি স্বরূপলক্ষণমাত্রত্ব যেরূপে সিদ্ধ হয়, তাহার উপায় দুইটি শ্লোকে বলিলেন। তন্মধ্যে (ক) তটস্থলক্ষণসূচক নৈরন্তর্যাখ্য অব্যভিচারিত্বরূপ প্রথম উপায় প্রথম শ্লোকে বলিলেন।

(৭৬) "দ্বৈত প্রপঞ্চ যদিও বস্তুতঃ অবিদ্যমান, তথাপি ধ্যানকর্তার বুদ্ধিদ্বারা স্বপ্ন ও মনোরথের (বাসনার) ন্যায় প্রকাশিত হয়। অতএব বুধ ব্যক্তি কর্মের সংকল্প-বিকল্পকারী মনকে নিরুদ্ধ করিবে, তাহা হইতেই অভয় হয়।"

'দ্বৈত' – প্রধানাদি দ্বৈতপ্রপঞ্চ অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃত প্রপঞ্চ যদিও অবিদ্যমান, অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মায় তাহার অস্তিত্বই নাই, তথাপি ধ্যানকর্তার অর্থাৎ অবিদ্যাত্মক ধ্যানক্রিয়ায় নিযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধিদ্বারাই উহা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সেই শুদ্ধ আত্মাতেও কল্পিতই হয়। স্বপ্ন ও মনোরথ যেরূপ বুদ্ধিদ্বারা আত্মাতে কল্পিত হয় – ইহাও সেইরূপই হয়। অতএব কর্মসমূহের সংকল্প ও বিকল্পকারী যে মনঃ তাহাকে নিরুদ্ধ অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত করিবে। তাহা হইলেই (তটস্থলক্ষণা) অব্যভিচারিণী ভক্তিসহকারে অর্থাৎ শ্রবণকীর্তনাদি স্বরূপলক্ষণাত্মক ভজনহেতু ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ অভয় লাভ হয় ॥৬৩॥

ননু তথাপি মনোনিরোধরূপেণ যোগাভ্যাসেন ভক্তিকৈবল্য-ব্যভিচারঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সাক্ষাদ্ভক্ত্যৈব ক্রিয়মাণয়া তদাসক্তত্বেন স্বত এব মনোনিরোধোঽপি স্যাদিতি (খ) তন্মাত্রতোপায়মাহ (স্বরূপ-লক্ষণসূচক-শ্রবণকীর্ত্তনাদিভজনমাত্রত্বে রীতিমাহ) দ্বিতীয়েন, – (ভা: ১১।২।৩৯)

(৭৭) **"শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে,-র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।**
গীতানি নামানি তদর্থকানি, গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥"

টীকা চ – "**তদর্থকানি** তানি জন্মানি কর্ম্মাণি চার্থো যেষাম্, তানি **নামানি**। এতান্যপি সাকল্যেন জ্ঞাতুমশক্যানীত্যাশঙ্ক্যাহ, – **যানি লোকে গীতানি** প্রসিদ্ধানি, তানি **শৃণ্বন্ গায়ংশ্চ বিচরেৎ; অসঙ্গো** নিঃস্পৃহঃ" ইত্যেষা ॥৬৪॥ শ্রীকবির্বিদেহম্ ॥৬২-৬৪॥

এইরূপ হইলেও মনের নিরোধরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা ভক্তির কেবলতা বা বিশুদ্ধতায় ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ শুদ্ধভাবে ভক্তির অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয় না। এই আশঙ্কা করিয়া সাক্ষাৎ ভক্তির অনুষ্ঠান হইলেই তাহাতে আসক্ত হইয়া মন নিজ হইতেই নিরুদ্ধ হয় বলিয়া (খ) দ্বিতীয় শ্লোকে তন্মাত্রতার উপায় অর্থাৎ স্বরূপলক্ষণসূচক শ্রবণ-কীর্তনাদিভজনমাত্রত্বের রীতি বলিতেছেন।

(৭৭) চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের যেসকল সুমঙ্গল জন্ম ও কর্ম এবং তদর্থক যে সমুদায় নাম লোকে রহিয়াছে, তাহার শ্রবণ ও কীর্তন করিতে করিতে লজ্জাশূন্য ও অসঙ্গভাবে বিচরণ করিবে।

***টীকা** – 'তদর্থক' – সেই জন্ম ও কর্মসমূহ অর্থ হয় যাহাদের সেইরূপ নামসকল (অর্থাৎ যেসকল নামদ্বারা তাঁহার বিশিষ্ট জন্ম ও কর্মসমূহের বোধ হয়)। পরন্তু তাদৃশ নামসমূহও সাকল্যরূপে (অর্থাৎ কত নাম আছে তাহা) জানার উপায় নাই বলিয়া আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন – যাহা লোকমধ্যে 'গীত' অর্থাৎ প্রসিদ্ধ আছে ঐসকল শ্রবণ ও গান করিতে করিতে বিচরণ করিবে। 'অসঙ্গ' অর্থাৎ নিস্পৃহ হইয়া (এপর্যন্ত টীকা) ॥৬৪॥ ইহা বিদেহরাজের প্রতি কবির উক্তি ॥৬২-৬৪॥*

অগ্রে চ কর্মাদীন্ পরিহরন্ সাক্ষাদ্ভক্তিমেব বিধত্তে, – (ভা: ১১।৩।৪৪-৪৭)

(৭৮) **"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।**
কর্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥

(৭৯) **নাচরেদ্যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।**
বিকর্মণা হ্যধর্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥

(৮০) **বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।**
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥

(৮১) **য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।**
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ ॥" ইত্যাদি।

পরোক্ষেতি; টীকা চ – "যত্রান্যথা স্থিতোঽর্থঃ সংগোপয়িতুমন্যথাকৃত্যোচ্যতে, স **পরোক্ষবাদস্তথা** চ শ্রুতিঃ (ঐত: ১।৩।১৪) – "তং বা এতং চতুর্হতং সন্তং চতুর্হোতেত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি বেদাঃ" ইতি। পরোক্ষবাদত্বমেবাহ, – **কর্মমোক্ষায়েতি**; ননু স্বর্গাদ্যর্থং **কর্ম্মাণি বিধত্তে**, ন কর্ম-মোক্ষার্থম্? তত্রাহ, – **বালানামনুশাসনং** যথা তথা। অত্র দৃষ্টান্তঃ – **অগদমৌষধম্**; যথা পিতা বালমগদং পায়য়ন্ খণ্ডলড্ডুকাদিভিঃ প্রলোভয়ন্ পায়য়তি দদাতি চ তানি খণ্ডলড্ডুকাদীনি; নৈতাবতাগদস্য তল্লাভঃ প্রয়োজনমপি ত্বারোগ্যম্, তথা বেদোঽপ্যবান্তরফলৈঃ প্রলোভয়ন্ **কর্মমোক্ষায়ৈব কর্ম্মাণি বিধত্তে**" ইত্যেষা।

নাচরেদিতি টীকা চ – "ননু কর্ম-মোক্ষশ্চেৎ পুরুষার্থস্তর্হি প্রথমমেব কর্ম ত্যজ্যতাম্, অত আহ – **নাচরেৎ** ইতি" ইত্যেষা। '**অজ্ঞঃ**' – ন বিদ্যতে 'জ্ঞা' শ্রীভগবতঃ কথাশ্রবণাদৌ শ্রদ্ধা-লক্ষণা ধীর্বৃত্তির্যস্য সঃ। অতএব তস্মিন্ ন প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ; তথৈব**াজিতেন্দ্রিয়ো** ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া পারমেষ্ঠ্য-পর্যন্ত-ভোগে বিরক্তো বা ন ভবতীত্যর্থঃ; – (ভা: ১১।২০।৯) **"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত"** ইত্যাদৌ পরস্পর-নিরপেক্ষয়োঃ শ্রদ্ধা-বিরক্ত্যোর্দ্বয়োরেব তত্তন্মর্য্যাদাত্বেনোক্তেঃ। **বিকর্মণা** বিহিতাকরণরূপেণ **মৃত্যোরনন্তরং মৃত্যুং** মরণতুল্যাং যাতনা**মুপৈতি,** – পুনঃ পুনর্মরণমুপৈতি, যাতনাঞ্চোপৈতীত্যর্থঃ। অতস্তেষাং বিহিত-কর্মত্যাগে কথঞ্চিন্ন নিস্তারঃ। যদ্বা, অত্র যথা বালানাং বালচিকিৎসৈব হিতায় স্যাত্তদতিক্রমস্ত্বহিতায়, তথা তেষাং কর্ম-তদতিক্রমৌ জ্ঞেয়াবিত্যাহ, – **নাচরেদিতি;** বালবদজিতেন্দ্রিয় ইহামুত্র ভোগাবিরক্তোঽপি বেদোক্তং যো **নাচরেৎ;** তথা চাজ্ঞো – ন বিদ্যতে জ্ঞা ভগবৎকথাদৌ শ্রদ্ধারূপা ধীর্বৃত্তির্যস্য স (তাদৃশঃ) চ যো **নাচরেৎ, স** সোঽপি নিত্যনৈমিত্তিক-কর্মাকরণ-জাতেনাধর্মেণৈব মৃত্যোরনন্তরং মৃত্যুমুপৈতি, ন তু পুণ্যেনেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতে চ (ভা: ১১।২০।৯) **"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত"** ইত্যাদি।

ঈশ্বরপ্রয়োজক-কর্ত্তৃকস্য কর্মণ ঈশ্বরার্পণলক্ষণ-যথার্থানুষ্ঠানেন তৎপ্রসাদে ত্বসৌ সুতরামেব স্যাদিত্যাহ, – **বেদোক্তম্** ইতি; তস্মাদ্**বেদোক্তমেব কুর্বাণঃ,** – ন তু নিষিদ্ধম্, – **নৈষ্কর্ম্ম্যাং** কর্মবন্ধা-গোচরতারূপাং **সিদ্ধিং লভতে**। ননু কর্মণি ক্রিয়মাণে তস্মিন্নাসক্তিস্তৎফলঞ্চ স্যান্ন তু নৈষ্কর্ম্যরূপা সিদ্ধিরত আহ, – **নিঃসঙ্গোঽ**নভিনিবেশবান্। **ঈশ্বরে** তন্নিমিত্তমেব তত্রার্পিতম্, (ঈশ্বর-সন্তোষনিমিত্ত-মেবেশ্বরে তত্তৎকর্মার্পিতম্) ন তু ফলোদ্দেশেন। ননু ফলস্য শ্রুতত্বাৎ কর্মণি কৃতে ফলং ভবেদেব ? ন; **রোচনার্থেতি** কর্মণি রুচ্যুৎপাদনার্থা, – অগদপানে খণ্ডলড্ডুকাদিবৎ। ততশ্চ কর্মাভিরুচ্যা বেদার্থং সম্যগ্‌বিচারয়তি; তদা চ (বৃ: ৩।৮।১০) "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইত্যনেনাব্রহ্মজ্ঞস্য কৃপণতাম্, (বৃ: ৪।৪।২২) "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণ" ইত্যাদিনা যজ্ঞাদীনাং জ্ঞানশেষতাঞ্চাবধার্য্য নিষ্কামেষু কর্মসু প্রবর্ত্ততে। ততঃ (পূ:মী:সূ: ২।২।১, ৪।৪।১২ – দণ্ডিস্বামিকৃতভাষ্যে) "অগ্নিষ্টোমৈঃ স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদিভিঃ কামিতস্যৈব স্বর্গাদেঃ ফলত্বেনাবগমাদকামিতোঽসৌ ন ভবতীতি নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ স্বত এব ভবতীতি স্থিতে কিমুত শ্রীমদীশ্বরার্পণেন তৎপ্রসাদে সতীত্যর্থঃ ॥ যদ্বা, ননু কর্ম খলু সজাতীয়ত্বাৎ কর্মবৃদ্ধয়ে এব ভবেৎ, প্রত্যুত কথং তন্মোক্ষায় ভবতু ? ইত্যাশঙ্ক্যোভয়ত্রাপি সমাধত্তে, – বেদোক্তমেবেতি; তত্র ক্রিয়মাণ-কর্মণ্যাসঙ্গং নিরস্যতি, – নিঃসঙ্গ ইতি; তৎফলাবাপ্তিং চ নিরস্যতি, – রোচনাথেতি; তদেতদ্ধেতুদ্বয়ং কর্মাবৃদ্ধয়ে দর্শিতম্। তন্মোক্ষায় হেতুঃ – ঈশ্বরেঽর্পিতমিতি, তৎসম্বন্ধ-প্রভাবেণ সংস্কৃতত্বাদিতি ভাবঃ; – (ভা: ১।৫।৩৩) **"আময়ো যশ্চ ভূতানাম্"** ইত্যাদেঃ ॥

তদেবং বালান্ প্রতি বিলম্বেনৈব নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধের্হেতুমুক্ত্বা বিজ্ঞান্ প্রতি তু শীঘ্রতামিতি শ্রীভগবদর্চনমেব গ্রাহয়িতুং (ভা: ৪।৩১।১৪) **"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন"** ইতি ন্যায়েন সর্বধর্ম-পর্যাপ্তিহেতুং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি-সাধ্য-হৃদয়গ্রন্থিভেদনস্যাপি শীঘ্রোপায়ং স্বাতন্ত্র্যেণাহ, – **য আশ্বিতি; য আশু** শীঘ্রমেব দেহদ্বয়াৎ পরস্যাত্মনো জীবস্য **হৃদয়গ্রন্থিং** দেহাহঙ্কারং নির্হর্ত্তুমিচ্ছুর্ভবতি, স ত্বন্যৎ কর্মাদিকং স্বরূপত এব ত্যক্ত্বা **তন্ত্রোক্তেনা**গমমার্গেণ, **চ**-কারাৎ পাদ্যাদ্যুপচারৈর্বেদোক্তেন চ **বিধিনা** প্রকারেণ **কেশবং** দেবমর্চয়েৎ ॥**৬৫**॥

পরবর্তী অধ্যায়েও কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাদ্ভক্তিরই বিধান করিতেছেন —

(৭৮) "বালকগণের অনুশাসনের ন্যায় অজ্ঞগণের অনুশাসনস্বরূপ পরোক্ষবাদাত্মক এই বেদ — অগদ অর্থাৎ ঔষধের ন্যায় কর্মমুক্তির জন্যই কর্ম্মসমূহের বিধান করিতেছেন।

(৭৯) যে অজিতেন্দ্রিয় অজ্ঞ ব্যক্তি বেদোক্ত কর্ম আচরণ করে না, সে বিকর্মরূপ অধর্মহেতু মৃত্যুর পর মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়।

(৮০) নিঃসঙ্গ হইয়া ঈশ্বরে অর্পিতরূপে বেদোক্ত কর্মেরই আচরণ করিয়া নৈষ্কর্ম্যরূপা সিদ্ধি লাভ করা যায়; এ অবস্থায় কর্মের স্বর্গাদি ফলশ্রুতি কেবলমাত্র রুচি উৎপাদনের জন্যই জ্ঞাতব্য।

(৮১) যিনি সত্বর পর আত্মার (জীবাত্মার) হৃদয়গ্রন্থি বিমোচনে ইচ্ছুক, (তিনি) তন্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা ভগবান্ কেশবের অর্চন করিবেন।"

'পরোক্ষবাদ' ইত্যাদি শ্লোকের শ্রীধরস্বামিটীকা — যাহাতে অন্যভাবে বিদ্যমান পদার্থকে সংগোপন করিবার অভিপ্রায়ে অন্যভাবে বলা হয়, তাহার নাম পরোক্ষবাদ। শ্রুতিতেও এরূপ দেখা যায় — "সেই এই চতুর্হুত যজ্ঞকে (যে যজ্ঞে চারিটি আহুতি দান করা হয়, তাহাকে সাক্ষাদ্ভাবে চতুর্হুতই বলা সঙ্গত হইলেও) পরোক্ষভাবে 'চতুর্হোতা' বলা হয়; যেহেতু বেদসকল যেন পরোক্ষপ্রিয় — অর্থাৎ পরোক্ষকেই আদর করেন।" এস্থলেও বেদসমূহের পরোক্ষবাদত্বই দেখাইতেছেন — 'কর্মমুক্তির জন্য' অর্থাৎ বেদ সাক্ষাদ্ভাবে স্বর্গাদি ফলের জন্য কর্মের বিধান করিলেও পরোক্ষভাবে ঐসকল কর্ম কর্মমুক্তির জন্যই বিহিত হইয়াছে। যদি বল, — স্বর্গাদিফলের জন্যই কর্মসমূহের বিধান হইয়াছে, কর্মমুক্তির জন্য ত নহে — ইহার উত্তর বলিতেছেন — 'বালকগণের অনুশাসনের ন্যায়'। বালকগণের অনুশাসনবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন — 'অগদ' অর্থাৎ ঔষধের ন্যায়। অর্থাৎ পিতা যেরূপ বালককে (কটু) ঔষধ পান করাইবার সময় খণ্ড-লড্ডুক-প্রভৃতিদ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া পান করাইয়া থাকেন এবং খণ্ড-লড্ডুকাদি দানও করেন — এস্থলেও সেইরূপ। বস্তুতঃ ঔষধপানের প্রয়োজন যেরূপ খণ্ড-লড্ডুকাদি লাভ নহে, পরন্তু আরোগ্যই লাভ, সেইরূপ এস্থলে বেদ স্বর্গাদি গৌণফলদ্বারা প্রলুব্ধ করাইয়া কর্ম্মমুক্তিরূপ মুখ্যফলের জন্যই কর্মসমূহের বিধান করিয়াছেন।

"নাচরেৎ" অর্থাৎ যে অজিতেন্দ্রিয় অজ্ঞব্যক্তি বেদোক্ত কর্ম আচরণ করে না। যদি বল, কর্মমুক্তিই যদি পুরুষার্থ হয়, তবে প্রথম হইতেই কর্ম ত্যাগ করা হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন — "অজ্ঞ" — যাহার 'জ্ঞা' অর্থাৎ শ্রীভগবানের কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধাত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তি নাই, এরূপ ব্যক্তি। অতএব এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির অভাবেই সে প্রথম হইতেই কথাশ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত হয় না। আর, সে 'অজিতেন্দ্রিয়' — অর্থাৎ ব্রহ্মার পদপর্যন্ত যে-বিষয়ভোগ সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে বিরাগী হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয় না। কারণ — "যেপর্যন্ত বৈরাগ্যের উদয়, অথবা আমার কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না হয়, ততকাল কর্ম্ম করিবে" — এই বাক্যে পরস্পরনিরপেক্ষ শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্য — এই দুইটিকেই কর্মের সীমা বলা হইয়াছে। 'বিকর্ম' অর্থাৎ বেদবিহিতকর্মের অকরণরূপ অধর্মহেতু মৃত্যুর অনন্তর মৃত্যু অর্থাৎ মরণতুল্য যাতনা প্রাপ্ত হয় — অর্থাৎ বারম্বার মৃত্যু এবং যাতনা দুইই প্রাপ্ত হয়। অতএব তাদৃশ ব্যক্তিগণের বিহিতকর্ম পরিত্যাগে কোনরূপেই নিস্তার নাই। অথবা এস্থলে বালচিকিৎসা যেরূপ বালকগণের হিতের জন্যই হয় এবং তাহার অতিক্রম (অর্থাৎ বালচিকিৎসা না করা) অহিতের জন্যই হয়, সেইরূপ তাহাদের কর্ম ও কর্মাতিক্রম যথাক্রমে হিত ও অহিতের জন্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। তজ্জন্য বলিলেন 'নাচরেৎ ইতি' অর্থাৎ যে আচরণ করে না; বালকের ন্যায় অজিতেন্দ্রিয় যে পুরুষ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে অবিরক্ত (আসক্ত) হইলেও বেদোক্ত আচরণ করে না আর যে অজ্ঞ পুরুষ অর্থাৎ ভগবৎকথাদিতে 'জ্ঞা' অর্থাৎ শ্রদ্ধাত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তি যাহার নাই সেইরূপ যে পুরুষ বেদোক্ত আচরণ করে না সেও নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অকরণজাত অধর্মদ্বারাই মৃত্যুর পরে

মৃত্যু লাভ করে, কিন্তু পুণ্যের দ্বারা নহে — এই অর্থ। "তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত" — সেইপর্যন্ত কর্ম করা উচিত — ইত্যাদিও বলা যাইবে।

ঈশ্বর জীবের কর্মমাত্রেরই প্রযোজক কর্তা (প্রেরণাদাতা) বলিয়া ঈশ্বরে অর্পণই কর্মের যথার্থ অনুষ্ঠান; আর তাদৃশরূপে কর্মের অনুষ্ঠানদ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই জীবের সম্যগ্‌ভাবে নিস্তার লাভ হয়। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন — "বেদোক্তমেব" ইত্যাদি। অতএব বেদোক্ত কর্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া —পরন্তু নিষিদ্ধ কর্মের নহে — "নৈষ্কর্ম্য" — কর্মবন্ধনের অগোচরতারূপ (অর্থাৎ কর্মবন্ধন পরিহাররূপ) "সিদ্ধি" লাভ হয়। যদি বল, কর্ম করিতে গেলেই তাহাতে আসক্তি এবং কর্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে তো নৈষ্কর্ম্যরূপ সিদ্ধি হয় না — ইহার উত্তরে বলিলেন — "নিঃসঙ্গ হইয়া" — অর্থাৎ কর্মবিষয়ে অভিনিবেশ বা আগ্রহশূন্য হইয়া। "ঈশ্বরে" অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তোষনিমিত্তই তাঁহাতে তত্তৎ কর্ম অর্পণ করিয়া — পরন্তু ফলের উদ্দেশ্যে অর্পণ না করিয়া। পুনরায় আশঙ্কা — যেহেতু বেদাদি শাস্ত্রে কর্মের ফল শোনা যায়, অতএব কর্ম করিলে ফল অবশ্যই হইবে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন — এরূপ আশঙ্কা সঙ্গত নহে; যেহেতু বেদাদিতে কর্মের স্বর্গাদিরূপ যে ফলশ্রুতি, তাহা রোচনার্থ। অর্থাৎ কর্মে রুচি উৎপাদনের জন্যই হইয়াছে; ঔষধ পান করাইবার সময়ে যেরূপ খণ্ডলড্ডুকপ্রভৃতির কথা শোনাইয়া ঔষধপানে রুচি জন্মাইয়া পিতা পুত্রকে ঔষধ পান করাইয়া থাকেন — সেইরূপ। এইরূপে ফলশ্রুতিহেতু লোক কর্মে অভিরুচিযুক্ত হইয়া কর্মবিধানকারী বেদশাস্ত্রের সম্যগ্ বিচারে প্রবৃত্ত হয়। তখন সে — "হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অক্ষর বস্তুকে না জানিয়া ইহলোক হইতে লোকান্তরগমন করে সে কৃপণ" এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির কৃপণতা (দৈন্য) এবং "ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ ও ব্রহ্মচর্যদ্বারা পুরুষকে সেই এই অক্ষরবস্তুকে জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা যজ্ঞাদির শেষফল জ্ঞান — ইহা নির্ণয় করিয়া নিষ্কাম কর্মসমূহে প্রবৃত্ত হয়। অতএব — "স্বর্গকামী ব্যক্তি অগ্নিষ্টোমদ্বারা যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদি বৈদিক বিধানানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে স্বর্গকামনাবিশিষ্ট ব্যক্তিরই প্রার্থিত সেই স্বর্গ ফল হয় বলিয়া, তাদৃশ যজ্ঞে স্বর্গফলের কামনা না করিলে অপ্রার্থিত স্বর্গফল হয় না — সুতরাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়; এমতাবস্থায় ঈশ্বরে সমর্পণদ্বারা সেই কর্মের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার প্রসাদে যে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবে, এবিষয়ে আর বক্তব্য কী?

অথবা, সজাতীয়তাহেতু কর্ম কর্মবৃদ্ধির জনাই হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে কর্ম কিরূপে কর্মমোক্ষের জন্য উদ্দিষ্ট হইবে এই আশঙ্কা করিয়া 'বেদোক্তমেব' এই উক্তিদ্বারা কর্মবৃদ্ধি ও কর্মমোক্ষ — এই উভয় বিষয়ে সমাধান করিয়াছেন। 'নিঃসঙ্গঃ' এই ভক্তিদ্বারা ক্রিয়মাণ কর্মেতে আসক্তিকে নিরাস করিয়াছেন এবং 'রোচনার্থা' এই উক্তিদ্বারা কর্মের ফলপ্রাপ্তিকেও নিরাস করিতেছেন। অতএব এই হেতুদ্বয় কর্মের অবৃদ্ধি অর্থাৎ নিরাসের জন্যই প্রদর্শিত হইল। 'ঈশ্বরে অর্পিতং' এই উক্তিদ্বারা কর্ম হইতে মুক্তি পাইবার হেতু কথিত হইয়াছে। কারণ, ঈশ্বরের সম্বন্ধের প্রভাবদ্বারা কর্ম সংস্কৃত হয়। "আময়ো যশ্চ ভূতানাং" ইত্যাদি উক্তি কর্মের সংস্কারবিষয়ে প্রমাণ।

এইরূপে অজ্ঞগণকে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির হেতু বিলম্বেতে বলিয়া বিজ্ঞগণকে বলিবার সময়ে শ্রীভগবানের অর্চন গ্রহণ করাইতে 'শ্রবণ কর' এইরূপে বলিলেন। তজ্জন্য "বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে যেরূপ কাণ্ড প্রভৃতি সমগ্রভাবে তৃপ্ত হয়" এই নিয়মানুসারে যাহা সর্বধর্মের পরিসমাপ্তির হেতুস্বরূপ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির সাধ্যভূত হৃদয়গ্রন্থিভেদনের সেই আশু উপায়টি "য আশু" ইত্যাদিরূপে স্বতন্ত্রভাবে বলিলেন। যিনি সত্বরই — দেহদ্বয়ের (স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের) বিলক্ষণ 'আত্মার' অর্থাৎ জীবের 'হৃদয়গ্রন্থি' অর্থাৎ দেহাভিমান বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হন, তিনি কিন্তু কর্মাদি অপর অনুষ্ঠান স্বরূপতঃই ত্যাগ করিয়া, 'তন্ত্রোক্ত' অর্থাৎ আগম মার্গানুযায়ী এবং শ্লোকোক্ত 'চ' শব্দদ্বারা লব্ধ পাদ্য আদি উপচারদ্বারা বেদোক্ত বিধি অর্থাৎ প্রণালী অনুসারে কেশবদেবের অর্চন করিবেন ॥৬৫॥

অন্যদেবদৃষ্টি-পরিত্যাগার্থস্তথোপসংহারশ্চ, (ভা: ১১।৩।৫৫) –

(৮২) **"এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।**
যজেদীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ ॥"

আত্মানং পরমাত্মানম্ ॥ শ্রীমদাবির্হোত্রো বিদেহম্ ॥**৬৬**॥

অন্য দেবদৃষ্টি (পৃথক্‌দেবতাজ্ঞান) ত্যাগ করার উপায়রূপে তাদৃশ উপসংহারবাক্য প্রযুক্ত হইতেছে –

*(৮২) "এইরূপ যিনি অগ্নি, সূর্য, জল প্রভৃতিতে, অতিথিতে ও হৃদয়মধ্যে আত্মস্বরূপ ঈশ্বরকে অর্চন করেন, তিনি অচিরেই মুক্ত হন।" 'আত্মা' – পরমাত্মস্বরূপ। ইহা বিদেহরাজের প্রতি শ্রীমান্ আবির্হোত্রের উক্তি ॥**৬৬**॥*

অগ্রে চ ব্যতিরেক-মুখেন (ভা: ১১।৫।১) –

"ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ।
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাঽবিজিতাত্মনাম্ ॥"

ইত্যেতৎপ্রশ্নোত্তরম্, (ভা: ১১।৫।২, ৩) –

(৮৩) **"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।**
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥

(৮৪) **য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।**
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥" ইতি;

পূর্বং শ্রীদ্রুমিলোপদেশেঽপি দেবকৃত-শ্রীনারায়ণস্তুতৌ – (ভা: ১১।৪।১০) –

"ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্ধ্নি ॥"

ইত্যুক্তম্; তত্র চ যজ্ঞে **স্বভাগান্ দদতঃ সুরকৃতা** বিঘ্না ন ভবন্তি, ত্বাং সেবমানানাং তু মাৎসর্য্যেণ তৎকৃতাস্তে ভবন্তি; কিন্তু যদীতি নিশ্চয়ে – 'যদি বেদাঃ প্রমাণম্' ইতিবন্নিশ্চিতমেব **ত্বং** তেষাম**বিতে**তি **ত্বাং** সেবমানো **বিঘ্নমর্দ্ধ্নি পদঞ্চ ধত্তে**, প্রত্যুত তানেব সোপানমিব কৃত্বা ব্রজতীত্যর্থঃ। তদেবং শ্রুত্বা সংসার এব তিষ্ঠতাং যৎ পর্য্যবসানং ভবেত্তৎ পৃষ্টম্ – 'ভগবন্ত'মিত্যাদিনা। তত্রোত্তরয়ন্ প্রথমং তেষাং প্রত্যবায়িত্বমাহ, – **মুখে**তি পাদোনদ্বয়েন; পর্য্যবসানমাহ, – **'স্থানাৎ'** ইতি পাদেন ॥ শ্রীচমসো বিদেহম্ ॥**৬৭**॥

পরে ব্যতিরেকক্রমে – "হে আত্মজ্ঞপ্রবরগণ! প্রায়শঃ লোকসমূহ ভগবান্ শ্রীহরির ভজন করে না। সেই অজিতচিত্ত অশান্তকাম ব্যক্তিগণের গতি বা প্রাপ্য কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন –

(৮৩) "পরমপুরুষ শ্রীভগবানের মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদ হইতে ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রমের সহিত, গুণানুসারে পৃথক্ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।

(৮৪) তাহাদের মধ্যে যাহারা নিজের সাক্ষাৎ উৎপত্তি-স্থানস্বরূপ ঈশ্বর পুরুষকে ভজন করে না – পরন্তু অবজ্ঞা করে, তাহারা স্থান হইতে (বর্ণ ও আশ্রম হইতে) ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।"

পূর্বে শ্রীদ্রুমিলকৃত উপদেশে ও দেবগণকর্তৃক কৃত শ্রীনারায়ণের স্তুতিতে এরূপ উক্ত হইয়াছে – "(হে দেব !) যাঁহারা স্বস্থান অর্থাৎ স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া আপনার পরমপদলাভের চেষ্টা করেন, আপনার সেই সেবকগণের পক্ষে দেবতাগণকর্তৃক আচরিত বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়; কিন্তু যিনি কুশের উপর দেবতাগণের প্রাপ্য বলিসমূহ (উপহারসমূহ) দান করেন তাদৃশ অন্য লোকের বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। যদি আপনি তাঁহাদের রক্ষক হন, তাহা হইলে তাদৃশ ভক্ত বিঘ্নসমূহের মস্তকে নিজ পদ স্থাপন করেন।" যজ্ঞে দেবগণের স্বভাগপ্রদানকারী ব্যক্তির দেবকৃত বিঘ্নসমূহ উপস্থিত হয় না; কিন্তু আপনার সেবকগণের প্রতি দেবতাদের মাৎসর্যহেতু তাঁহাদের অনুষ্ঠিত অর্থাৎ দেবতাকৃত বিঘ্নসমূহ ঘটিয়া থাকে। এস্থলে – 'বেদ যদি প্রমাণ হয়' (অর্থাৎ বেদ নিশ্চয়ই প্রমাণ) এইরূপ নিশ্চয়ার্থে 'যদি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব অর্থ এইরূপ – আপনি নিশ্চিতই তাঁহাদের রক্ষক বলিয়া আপনার সেবাকারী ব্যক্তিগণ বিঘ্নসমূহের মস্তকে পদস্থাপন করেন। বিঘ্নসমূহকে পক্ষান্তরে সোপানের ন্যায় করিয়া গমন করেন। এইরূপ পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া 'সংসারেই যাহারা থাকে তাহাদের যে গতি হয়' তাহা 'ভগবন্তম্' ইত্যাদি বাক্যে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। তাহার উত্তর দিতে যাইয়া প্রথমতঃ 'মুখবাহূরু' ইত্যাদি একপাদন্যূন শ্লোকদ্বয়ে তাহাদের প্রত্যবায়িত্ব অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভজন না করা এবং অবজ্ঞা করার অপরাধ বর্ণন করিলেন এবং 'স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়' – এই শেষ পাদে তাহাদের পর্যবসান বা শেষগতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা বিদেহের প্রতি শ্রীচমসের উক্তি ॥৬৭॥

অগ্রে চ পূর্বোক্তপ্রকারেণ ভক্তেরেবাভিহিতত্বে, ভবেত্তস্য তদ্‌বিশেষ-প্রশ্নোঽপি যুক্তঃ – (ভা: ১১।৫।১৯) **"কস্মিন্ কালে"** ইত্যাদিনা। তথৈবোত্তরিতম্, (ভা: ১১।৫।২০) –

(৮৫) **"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।**
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥"

নানৈব বিধিনা বিবিধেন মার্গেণ ॥ শ্রীকরভাজনো বিদেহম্ ॥৬৮॥

পরবর্তী শ্লোকেও পূর্বোক্ত প্রকারে যদি ভক্তিকেই অভিধেয়রূপে স্বীকার করা যায় তাহা হইলেই –

"মানবগণ কোন্ কালে সেই শ্রীভগবান্‌কে কোন্ বর্ণ, কোন্ আকার বা কোন্ নামবিশিষ্টরূপে কোন্ বিধিদ্বারা পূজা করেন তাহা বলুন" – শ্রীবিদেহরাজের এই বিশেষ প্রশ্নও সঙ্গতই হয়। আর, তাহা হইলে তদনুরূপ এই উত্তরটিও যুক্তিযুক্তই হয়। যথা –

(৮৫) "সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে ভগবান্ কেশব নানা বর্ণ, নানা নাম ও নানা আকারবিশিষ্টরূপে নানা বিধিদ্বারাই পূজিত হন।"

'নানা বিধিদ্বারাই' – বিবিধ মার্গানুসারেই। ইহা বিদেহরাজের প্রতি শ্রীকরভাজনের উক্তি ॥৬৮॥

শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদেঽপি, (ভা: ১১।৭।৬) –

(৮৬) **"ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজন-বন্ধুষু।**
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্‌বিচরস্ব গাম্ ॥"

(ভা: ৩।৪।৩১) **"নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনঃ"** ইত্যাদিভিঃ শ্রীমদুদ্ধবস্য নিত্যসিদ্ধত্বেনৈব প্রসিদ্ধত্বাত্তং লক্ষীকৃত্য তদ্দ্বারান্যেভ্য এবোপদেশোঽয়ম্। এবমন্যত্র চ জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ জহৎস্বার্থলক্ষণয়া ত্বং – ত্বদীয়মার্গানুগতো ভক্তো **বিচরস্ব** বিচরত্বিত্যেবার্থঃ। সমদৃক্ত্বঞ্চ, – মাং বিনান্যত্র হেয়োপাদেয়ত্বাভাবাৎ। তু-শব্দো বহির্মুখ-নিবৃত্ত্যর্থঃ। তেনাপি পূর্বমিদমভিপ্রেতম্, – (ভা: ১১।৬।৪৬-৪৯)

"ত্বয়োপযুক্ত-স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥

বাতরসনা মুনয়ো শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥
বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥
স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ কৃতানি গদিতানি চ।
গত্যুৎস্মিতেক্ষিতক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিডম্বনম্॥" ইতি;

শ্রীভগবন্তং শ্রীমদুদ্ধবঃ ॥৬৯॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং উদ্ধবের সংবাদেও উক্ত হইয়াছে—

(৮৬) "হে উদ্ধব! তুমি কিন্তু স্বজন ও বন্ধুগণের প্রতি সর্বপ্রকার স্নেহ পরিত্যাগপূর্বক আমাতে সম্যগ্‌ভাবে মন আবিষ্ট করিয়া সমদৃষ্টি হইয়া ভূতলে বিচরণ কর।" "উদ্ধব আমা অপেক্ষা অণুমাত্রও ন্যূন নহে"— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এরূপ উক্তিহেতু উদ্ধব নিত্যসিদ্ধরূপেই প্রসিদ্ধ বলিয়া এস্থলে (তাঁহাকে উপদেশ না দিয়া) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অন্য লোকসমূহের প্রতিই এই উপদেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য স্থলেও ইহা মনে করিতে হইবে।

অতএব জহৎস্বার্থলক্ষণাদ্বারা (বাক্য যে বৃত্তিদ্বারা নিজ অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ প্রতিপাদন করে তাদৃশ বৃত্তিদ্বারা) এই শ্লোকে বাক্যার্থ এইরূপ হইবে— "হে উদ্ধব! 'তুমি' অর্থাৎ তোমার মার্গানুসরণকারী ভক্ত পুরুষ, ... 'বিচরণ কর' অর্থাৎ বিচরণ করুক। আমাব্যতীত অন্যত্র তাদৃশ পুরুষের পরিত্যাজ্য বা গ্রহণযোগ্য কিছু থাকে না বলিয়াই অর্থাধীন সমদৃষ্টিত্ব সিদ্ধ হয়। 'ত্বং তু' (তুমি কিন্তু) এই 'তু' শব্দটি এস্থলে বহির্মুখগণের নিবারণের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে (অর্থাৎ তাহাদের জন্য এ উপদেশ নহে)। শ্রীমান্ উদ্ধবও পূর্বে এরূপই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"হে ভগবন্! আপনার দাস আমরা আপনার ভোগান্তে প্রসাদীকৃত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত এবং আপনার উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া আপনার মায়াকে নিশ্চয়ই জয় করিব।

দিগম্বর অর্থাৎ বৈরাগ্যপ্রধান মুনিগণ, শ্রমণগণ, ঊর্ধ্বরেতাগণ এবং নির্মলচিত্ত শান্ত সন্ন্যাসিগণ আপনার ব্রহ্মসংজ্ঞক পদ লাভ করেন।

হে মহাযোগিন্! আমরা কিন্তু এ সংসারে কর্মমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে আপনার নিজজনের সহিত আপনার কথা আলোচনা করিয়াই দুস্তর সংসার উত্তীর্ণ হইব। আমরা আপনার মনুষ্যোচিত আচরণ, ভাষণ, গতি, উচ্চহাস্য, দৃষ্টিভঙ্গী এবং পরিহাস স্মরণ ও কীর্তন করিয়াই মায়া জয় করিব।" ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি ॥৬৯॥

অগ্রে চ জ্ঞানযোগস্য কেবলস্যাসাধ্যত্বং, ভক্তিযোগস্য তু সুখসাধ্যত্বমানুষঙ্গিকতয়া জ্ঞান-জনকত্বং স্বয়মপি পুরুষার্থত্বঞ্চেতি; যথা (ভা: ১১।১১।১৭)—

"ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ॥"

ইত্যন্তেন গ্রন্থেন জ্ঞানযোগমুক্ত্বাধুনা ভক্তিযোগমুদ্ভাবয়িতুমাহ, (ভা: ১১।১১।১৮)—

(৮৭) **"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।**
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥"

অত্র পরব্রহ্ম-পদেন পরতত্ত্ব-মাত্রমুচ্যতে, ন তু ব্রহ্মত্ব-ভগবত্ত্বাদি-বিবেকেনেতি জ্ঞেয়ম্, — সর্বত্র তত্তৎসামান্যাৎ (পরব্রহ্মোপাসনং)।

তদেবং শব্দব্রহ্মাভ্যাসস্য পরব্রহ্মাভ্যাসঃ (পরব্রহ্মোপাসনং) প্রয়োজনমিত্যুক্তম্। তত্র সর্বেষ্বেবাংশেষু, বিশেষত উপনিষদ্ভাগে, শব্দব্রহ্মণস্তৎ-প্রতিপাদকত্বে স্থিতেঽপি তদ্বিচার-কোটিভিরপি পরব্রহ্মনিষ্ঠা ন জায়তে, কিন্তু তস্য (উপনিষদ্ভাগস্য) যস্মিন্নংশে শ্রীভগবদাকার-পরব্রহ্ম-লীলাদিকং প্রতিপাদ্যতে, তদভ্যাসেনৈব ভগবদাকারে ব্রহ্মাকারে চ নিষ্ঠা জায়তে। তদুক্তম্ (ভা: ১২।৪।৪০) —

"সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ, পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥" ইতি;

(ভা: ১০।১৪।৪) —

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥" ইত্যাদি চ॥৭০॥

পরবর্তী শ্লোকে কেবল জ্ঞানযোগের অসাধ্যতা নিরূপণপূর্বক ভক্তিযোগ সুখসাধ্য ও আনুষঙ্গিকভাবে জ্ঞানজনক এবং স্বরূপতঃই পুরুষার্থ, ইহা উক্ত হইয়াছে। যথা —

"আত্মারাম মুনি — সাধু বা অসাধু (ভাল বা মন্দ) কিছুই করিবেন না, বলিবেন না বা চিন্তা করিবেন না। তিনি এইরূপ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া (লোকমধ্যে) জড়ের মত বিচরণ করিবেন" — এপর্যন্ত গ্রন্থে জ্ঞানযোগ বর্ণন করিয়া ভক্তিযোগ আবিষ্কারের জন্য বলিতেছেন —

(৮৭) "(কোন পুরুষ) শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বেদশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইয়াও যদি পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ তদীয় তত্ত্বে অভিজ্ঞ না হয়, তাহা হইলে দুগ্ধহীনা গাভীর রক্ষক পুরুষের ন্যায় তাহার বেদজ্ঞান-অর্জনের পরিশ্রমও ফলতঃ পরিশ্রমেই পর্যবসিত হয়।"

এস্থলে 'পরব্রহ্ম' পদদ্বারা পরতত্ত্বমাত্র উক্ত হইয়াছেন — পরন্তু ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্ব প্রভৃতির পার্থক্য বিচারসহকারে ইহা উক্ত হয় নাই। কারণ পরতত্ত্বদৃষ্টিতে 'তৎ তৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন শব্দেতে সর্বত্র সমানতা রহিয়াছে।

এস্থলে এরূপে পরব্রহ্মাভ্যাসই অর্থাৎ পরব্রহ্মের উপাসনাই শব্দব্রহ্মাভ্যাসের প্রয়োজন বা ফলরূপে উক্ত হইল। বেদের সর্বাংশে বিশেষতঃ উপনিষদ্ভাগে শব্দব্রহ্মের পরব্রহ্মপ্রতিপাদকত্ব সিদ্ধান্তরূপে স্বীকৃত থাকিলেও সে বিষয়ে কোটি কোটি বিচারদ্বারাও পরব্রহ্মে নিষ্ঠা উৎপন্ন হয় না, পরন্তু সেই উপনিষদ্ভাগের যে অংশে শ্রীভগবদাকৃতিবিশিষ্ট পরব্রহ্মের লীলাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার অভ্যাসেই ভগবদাকার ও ব্রহ্মাকার উভয়স্বরূপ পরব্রহ্মেই নিষ্ঠার উদয় হয়। অতএব উক্ত হইয়াছে —

"বিবিধ দুঃখদাবানলপীড়িত ও অতিদুস্তর সংসারসিন্ধু উত্তরণাভিলাষী পুরুষের পক্ষে ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথারসসেবা ব্যতীত অন্য নৌকা বিদ্যমান নাই।" "হে বিভো! যাহারা শ্রেয়োলাভের মার্গস্বরূপ আপনার ভক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন — স্থূল তুষকুট্টনকারী ব্যক্তিগণের ন্যায় তাহাদের সেই ক্লেশ ক্লেশমাত্রেই পরিসমাপ্ত হয়, অন্য কোন ফল হয় না।" ইত্যাদি॥৭০॥

অতএব মদীয়লীলাশূন্যাং বৈদিকীমপি বাচং নাভ্যসেদিত্যাহ দ্বাভ্যাম্, — (ভা: ১১।১১।১৯,২০); (১১।১১।১৯) —

(৮৮) **"গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং, দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ।**
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং, হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী॥"

ময়া শ্রীভগবতা হীনাং মম লীলাদিশূন্যাম্॥৭১॥

অতএব আমার লীলাদিসম্পর্কশূন্য বেদবাণীও অভ্যাস করিবে না — ইহাই দুইটি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে —

(৮৮) "হে উদ্ধব! যে লোক দুগ্ধহীনা গাভী, অসতী ভার্যা, পরাধীন দেহ, দুষ্ট সন্তান, সৎপাত্রে অদত্ত ধন এবং আমার সম্পর্কশূন্য বাণী পোষণ করে, সে দুঃখের পর দুঃখই ভোগ করে।"

আমার সম্পর্কশূন্য — ভগবৎস্বরূপ আমার লীলাদিশূন্য ॥৭১॥

ময়া হীনাং বাচম্ ইত্যুক্তং বিবৃণোতি, — (ভা: ১১।১১।২০) —

(৮৯) "**যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম, স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণ-নিরোধমস্য।**
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্-বন্ধ্যাং গিরন্তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ॥"

যস্যাং মে জগতঃ শোধকং চরিতং ন স্যাৎ; কিং তৎ ? **অস্য** বিশ্বস্য স্থিত্যাদিরূপং তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ। ততোঽপ্যুৎকৃষ্টতমত্বেন বিমৃশ্যাহ, — **লীলাবতারেষীপ্সিতং** জগতঃ প্রেমাস্পদং শ্রীকৃষ্ণ-রামাদি-**জন্ম** বা ন স্যাত্তাং নিষ্ফলাং **গিরং** বেদ-লক্ষণামপি **ধীরো** ধীমান্ন ধারয়েৎ। তদুক্তং শ্রীনারদেন, (ভা: ১।৫।২২) — "**ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা**" ইত্যাদি। অতএব গীতং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা —
"শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্ত-কম্পাশ্রুপুলকোদ্গমাঃ ॥" ইতি ॥৭২॥

'আমার লীলাদিশূন্য বাণী' — ইত্যাদিদ্বারা বর্ণিত বিষয়ই বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন —

(৮৯) "হে উদ্ধব! যে বাণীতে এই বিশ্বের স্থিতি, উৎপত্তি ও সংহাররূপ মদীয় পাবন কর্ম কিংবা লীলাবতারসমূহের মধ্যে ঈপ্সিত জন্ম থাকে না, ধীর ব্যক্তি সেই বন্ধ্যা বাণীকে ধারণ করিবেন না।"

যে বাণীতে পাবন অর্থাৎ জগতের শুদ্ধিজনক আমার চরিত থাকে না, (তাহা); ঐ চরিত কিরূপ তাহা বলিতেছেন — এই বিশ্বের 'স্থিতিপ্রভৃতিস্বরূপ' অর্থাৎ স্থিতিপ্রভৃতির কারণস্বরূপ। উহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতমরূপে বিবেচনা করিয়া বলিতেছেন — লীলাবতারসমূহের মধ্যে যাহা ঈপ্সিত অর্থাৎ জগতের প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম প্রভৃতিরূপে জন্ম। এই সকল যাহাতে নাই সেই নিষ্ফলা বাণী — যদি তাহা বেদও হয়, তথাপি ধীর অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা ধারণ করিবেন না।

শ্রীনারদও এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন —

"উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুবর্ণনই মানবগণের তপস্যা ও বেদাদি শাস্ত্রশ্রবণ ইত্যাদির নিত্যফল"।

অতএব কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু এরূপ কীর্তন করিয়াছেন —

"উপনিষৎসমূহের শ্রবণও শ্রীহরির কথামৃত হইতে বহুদূরেই থাকে; যেহেতু তাহাতে চিত্তের দ্রবীভাব, কম্প, অশ্রু ও পুলকাদির আবির্ভাব হয় না।" ॥৭২॥

তদেবং ভক্ত্যৈব জ্ঞানং সিধ্যতীত্যুক্ত্বা, তঞ্চ জ্ঞানমার্গমুপসংহরতি, (ভা: ১১।১১।২১) —

(৯০) "**এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্ব-ভ্রমমাত্মনি।**
উপারমেত বিরজং মনো ময্যর্প্য সর্ব্বগে ॥"

জিজ্ঞাসয়া — (ভা: ১১।১১।১) "**বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ**" ইত্যাদি-পূর্বোক্ত-প্রকারক-বিচারেণ **আত্মনি** শুদ্ধজীবে **নানাত্বং** দেবত্ব-মনুষ্যত্বাদি-ভেদ**মপোহ্য**। **এবং** মল্লীলাদি-শ্রবণেন **মনো ময়ি** ব্রহ্মাকারে **সর্ব্বগে অর্প্য** ধারয়িত্বা **উপারমেত** ॥৭৩॥

এইরূপে ভক্তিদ্বারাই জ্ঞান সিদ্ধ হয় — ইহা বর্ণন করিয়া, সেই জ্ঞানমার্গের উপসংহার করিতেছেন —

(৯০) "এইরূপে জিজ্ঞাসাদ্বারা আত্মবিষয়ে নানাত্ব ভ্রম পরিহারপূর্বক সর্বগত আমাতে নির্মল মন সমর্পণ করিয়া উপরত (বিষয়বিমুক্ত) হইবে।"

"জিজ্ঞাসাদ্বারা" অর্থাৎ "আমার সত্ত্বাদিগুণস্বরূপ উপাধি হইতেই আত্মার সম্বন্ধে বদ্ধ, মুক্ত ইত্যাদি উক্তি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ অর্থাৎ স্বরূপতঃ আত্মার বন্ধন বা মুক্তি কিছুই নাই" – পূর্বোক্ত এইসকল কথার বিচারদ্বারা – 'আত্মবিষয়ে' অর্থাৎ শুদ্ধ জীববিষয়ে, 'নানাত্বভ্রম' অর্থাৎ দেবত্ব মনুষ্যত্বাদিরূপ ভেদ পরিহারপূর্বক; "এইরূপে" অর্থাৎ আমার লীলাদি শ্রবণদ্বারা মনঃ আমাতে – ব্রহ্মাকার সর্বগত তত্ত্বে অর্পণ অর্থাৎ ধারণ করিয়া বিরত হইবে ॥৭৩॥

তদেবং জ্ঞানমিশ্রাং ভক্তিমুপদিশ্য তদনাদরেণানুষঙ্গসিদ্ধ-জ্ঞানগুণাং শুদ্ধামেব ভক্তিমুপদিশতি চতুর্ভিঃ (ভা: ১১।১১।২২-২৫) (১১।১১।২২) –

(৯১) **"যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।**
ময়ি সর্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥"

যদীতি নিশ্চয়ে যথা টীকায়াম্, – (ভা: ১১।৪।১০) **"ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্ধ্নি"** ইত্যাদিবৎ। অত্র খলু জ্ঞানেচ্ছুরেব প্রাকৃতঃ (প্রকৃতিঃ প্রারম্ভঃ); – শ্রীমদুদ্ধবং প্রতি তাদৃশত্বমারোপ্যৈবেদমুচ্যতে। ততশ্চ (ভা: ১০।১৪।৪) **"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ"** ইত্যাদি-প্রমাণেন ভক্তিং বিনা কেবল-জ্ঞানমার্গেণ **ব্রহ্মণি মনো ধারয়িতুং** নিশ্চিতমেবা**নীশো**ভবসি; ততোঽপি স্বতো জ্ঞানাদি-সর্বগুণসেবিতং ভক্তিমার্গমেবাশ্রয়েতেতি তৎ-সোপানমুপদিশতি, – **ময়ী**ত্যাদিনা; অথবা, প্রাক্তন-ভক্তিবলাভাবাদ্ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছুর্যদি তত্র **মনো ধারয়িতুমনীশঃ** স্যাস্তদাধুনাপ্যেবং কুর্বিতি যোজ্যম্। **সমাচরার্পয়; নিরপেক্ষো** বাঞ্ছান্তর-রহিতঃ। কিংবা, তদেবমপি যস্য লীলা-কথায়াং শ্রদ্ধান স্যাত্তস্য ব্রহ্মধারণায়ামপ্যশক্তিঃ স্যাৎ, কিমুত ভগবদ্ধারণায়ামিতি লক্ষ্যেণ শুদ্ধভক্তাবেব পর্য্যবসায়য়িতুমাহ, – **যদ্যনীশ** ইতি ॥৭৪॥

এইরূপে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ উহার প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্বক – যাহাতে আনুষঙ্গিকরূপেই জ্ঞানগুণ উৎপন্ন হয়, চারিটি শ্লোকে সেই শুদ্ধা ভক্তিরই উপদেশ করিতেছেন –

(৯১) "যদি ব্রহ্মে নিশ্চলরূপে মন ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে নিরপেক্ষ হইয়া সকল কর্ম আমাতে অর্পণ কর।"

"যদি আপনি রক্ষক হন তাহা হইলে আপনার ভক্ত বিঘ্নসমূহের মস্তকে পদবিন্যাস করেন" এই শ্লোকের টীকায় যেরূপ 'যদি'শব্দ নিশ্চয়ার্থে উক্ত হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ 'যদি' শব্দটির নিশ্চয় অর্থ জানিতে হইবে। এশ্লোকে জ্ঞানেচ্ছুই প্রাকৃত অর্থাৎ তাহার জ্ঞানাভ্যাস আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। আর, শ্রীউদ্ধবের প্রতি সেই জ্ঞানেচ্ছুর ভাব আরোপ করিয়াই এই উপদেশ করা হইতেছে (বস্তুতঃ তিনি সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া এ উপদেশ তাঁহাকে করা হয় নাই, পরন্তু তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিগণকেই করা হইয়াছে)। অতএব "হে বিভো! যাহারা শ্রেয়োলাভের মার্গস্বরূপ আপনার ভক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন – স্থূল তুষ কুট্টনকারী ব্যক্তিগণের ন্যায় তাহাদের সেই ক্লেশও ক্লেশমাত্রেই পরিসমাপ্ত হয়, অন্য কোন ফল হয় না" ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা ভক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞানমার্গদ্বারা ব্রহ্মে মন ধারণ করিতে 'যদি' অর্থাৎ নিশ্চিতই অসমর্থ হও, তাহা হইলেও – স্বতঃ জ্ঞানাদি সর্বগুণদ্বারা সেবিত ভক্তিমার্গই আশ্রয় কর – এই অভিপ্রায়ে তাহার সোপান উপদেশ করিতেছেন – 'ময়ি' (আমাতে) ইত্যাদি। অথবা পূর্বোক্ত ভক্তিবলের অভাবে ব্রহ্মজ্ঞানাভিলাষী ব্যক্তি যদি ব্রহ্মে মন ধারণ করিতে না পারেন তাহা হইলে সম্প্রতি – 'এইরূপ কর' অর্থাৎ এইরূপ করিবে – অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে আমাতেই কর্ম অর্পণ করিবে। 'আচরণ কর' – অর্পণ কর। 'নিরপেক্ষ' – অন্যবাঞ্ছারহিত। কিংবা এইরূপেও যাহার লীলাকথায় শ্রদ্ধা না হয়, ব্রহ্মকে ধারণা করিতেও তাহার শক্তি হইবে না, আর

ভগবদ্ধারণাতে বা কিরূপে শক্তি হইবে ? এই লক্ষ্যে শুদ্ধভক্তিতেই সাধনের পর্যবসান করিতে 'যদ্যনীশঃ' ইত্যাদি শ্লোক বলিলেন ।।৭৪।।

ততশ্চ, জাতশ্রদ্ধত্বে চ সতি শুদ্ধাং ভক্তিমাহ যুগ্মকেন, (ভা: ১১।১১।২৩, ২৪) –

(৯২) "**শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ ।**
গায়ন্নুনুস্মরন্ জন্ম কর্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ ।।

(৯৩) **মদর্থে ধর্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ ।**
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে ।।"

অভিনয়ন্ জন্ম-কর্মলীলয়োর্মধ্যে যেহংশা নিজাভীষ্টভাব-ভক্তগতাস্তান্ স্বয়মনুকুর্বন্, ভগবদ্গতান্ ভক্তান্তর-গতাংশ্চ তাননন্যদ্বারানুকুর্বন্নিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যো **ধর্মো** গোদানাদি-লক্ষণস্তমপি **মদর্থে** মদীয়-জন্মাদি-মহোৎসবাঙ্গত্বেনৈব যশ্চ **কামো** মহাপ্রাসাদ-বাসাদি-লক্ষণস্তমপি **মদর্থে** মদীয়-সেবাদ্যর্থং মন্মন্দির-বাসাদিলক্ষণত্বেনৈব; যশ্চার্থো ধনসংগ্রহস্তমপি **মদর্থে** মৎসেবা-মাত্রোপযোগিত্বেনৈব**আচরন্** সেবমানঃ, **মদপাশ্রয়** আশ্রয়ান্তরশূন্যচেতাশ্চ সন্ তামেব কথা-শ্রবণাদি-লক্ষণাং **ভক্তিং ময়ি নিশ্চলাং** সর্বদাব্যভিচারিণীং **লভতে**, – তৎসুখেন কৈবল্যাদাবপ্যনাদরাৎ। ন চ ভজনীয়স্য চলতয়া বা সা চলিষ্যতীতি মন্তব্যমিত্যাহ, – সনাতন ইতি ।।৭৫।।

জাতশ্রদ্ধত্ব হইলে শুদ্ধা ভক্তি হয় বলিয়া দুইটি শ্লোকে বলিলেন –

(৯২-৯৩) "হে উদ্ধব ! শ্রদ্ধালু পুরুষ লোকসমূহের পবিত্রতাকারিণী ও সুমঙ্গলময়ী মদীয় কথা শ্রবণ, কীর্তন ও অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া এবং নিরন্তর জন্ম ও কর্মের অভিনয় করিয়া আমার আশ্রিত হইয়া আমার জন্য ধর্ম, কাম ও অর্থের আচরণসহকারে সনাতনস্বরূপ আমার প্রতি নিশ্চলা ভক্তি লাভ করে।"

***টীকা** – "অভিনয় করিয়া" – জন্মলীলা ও কর্মলীলা এই দুইটির মধ্যে যেসকল অংশ নিজ অভীষ্ট ভাবাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে লক্ষিত হয়, স্বয়ং সেই সকলের অনুকরণ করিয়া এবং ভগবদ্গত ও অন্যভাবাশ্রিত ভক্তগত অংশসমূহ অন্যদ্বারা অনুকরণ করাইয়া। আরও গোদানাদিরূপ যে 'ধর্ম' তাহা 'আমার জন্য' অর্থাৎ আমার জন্মাদি মহোৎসবের অঙ্গরূপেই পালনীয়, উত্তম প্রাসাদাদিতে বাসপ্রভৃতিরূপ যে 'কাম' (কামনা) তাহাও 'আমার জন্য' অর্থাৎ আমার সেবাদির জন্য আমার মন্দির নির্মাণপূর্বক তাহাতে বাসাদিরূপেই এবং যে 'অর্থ' অর্থাৎ ধনসংগ্রহ তাহাও 'আমার জন্য' অর্থাৎ আমার সেবামাত্রের উপযোগিরূপেই আচরণপূর্বক অর্থাৎ আমার সেবা করিতে করিতে, 'মদপাশ্রয়' – আমার আশ্রিত হইয়া অর্থাৎ চিত্তে অন্য কোন আশ্রয় না করিয়া, মদ্‌বিষয়ে – সেই কথাশ্রবণাদিরূপা ভক্তিকেই 'নিশ্চলা' অর্থাৎ সর্বদা অব্যভিচারিণীরূপে লাভ করে। সেই ভক্তিসুখে কৈবল্যাদির প্রতিও অনাদর জন্মে বলিয়াই উহা 'নিশ্চলা' অর্থাৎ সর্বদা অব্যভিচারিণী হয়। ভজনীয় বস্তু চল অর্থাৎ অস্থির হইলে তদ্‌বিষয়িণী ভক্তি যে অস্থির হইবে, সেরূপ মনে করিবে না – এজন্যই ভজনীয় বস্তুর স্বরূপ বলিয়াছেন – 'সনাতন'। অর্থাৎ তিনি চিরস্থায়ী বলিয়া তদ্ভক্তিও নিশ্চলাই হয় ।।৭৫।।*

নম্বেবম্ভূত-ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তির্নিষ্ঠা বা কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্র হেতুমাহার্ধকেন। (ভা: ১১।১১।২৫) –

(৯৪) "**সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা**" ইতি;

ভক্ত্যা ভক্তিরুচ্যা **স** ভক্তো **মামুপাসিতা** ভজমানো ভবতি ।।৭৬।।

আশঙ্কা – ঈদৃশ ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি বা নিষ্ঠা কিরূপে জন্মিতে পারে ? ইহার উত্তরে অর্ধশ্লোকে তদ্‌বিষয়ে উপায় বলিতেছেন –

(৯৪) "সৎসঙ্গ হইতে আমার ভক্তিলাভ হইলে ভক্ত তাহাদ্বারা আমার উপাসনা করেন।"

ভক্ত্যা অর্থাৎ ভক্তিবিষয়ে রুচি লাভ হইলে; — সেই ভক্ত আমার উপাসনা অর্থাৎ ভজন করেন ॥৭৬॥

তস্য চ ভক্তস্য মদীয়ং ব্রহ্মাকারং ভগবদাকারঞ্চ সর্বমপি স্বরূপবিজ্ঞানমনায়াসেনৈব ভবতীত্যাহ শিষ্টেনার্ধকেন (ভা: ১১।১১।২৫) —

(৯৫) **"স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্"** ইতি;

অঞ্জসা ভক্ত্যনুষঙ্গেণৈব; **পদং** স্বরূপম্ ॥**৭৭**॥ স তম্ ॥৭০-৭৭॥

আর, সেইরূপ ভক্তের ব্রহ্মাকার এবং ভগবদাকার মদীয় সমস্ত স্বরূপবিজ্ঞান অনায়াসেই সিদ্ধ হয় — ইহাই অবশিষ্ট অর্ধশ্লোকে বলিতেছেন —

(৯৫) "সেই ভক্ত সাধুগণকর্তৃক প্রদর্শিত আমার পদ (স্বরূপ) অনায়াসেই নিশ্চিতরূপে লাভ করেন।"

(অর্থাৎ) আমার ভক্তির আনুষঙ্গিকরূপেই (তাহা লাভ করেন)। 'পদ' অর্থাৎ স্বরূপ ॥৭৭॥

ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥৭০-৭৭॥

অগ্রে চ ভক্তিযোগস্যৈব প্রাক্‌সিদ্ধতা, সাক্ষাচ্ছ্রীভগবৎ-প্রবর্ত্তিততা, স্বয়মেব মুখ্যতা চ; পরেষাং ত্বর্বাচীনতা যথারুচি নানাজন-প্রবর্ত্তিততা, তুচ্ছতা চেতি; যথা শ্রীমদুদ্ধব উবাচ, (ভা: ১১।১৪।১,২) —

(৯৬) **"বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।**
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ॥

(৯৭) **ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ।**
নিরস্য সর্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ ॥"

টীকা চ — "**শ্রেয়াংসি** শ্রেয়ঃসাধনানি; কিং বিকল্পেন **প্রাধান্যমুতাহো** কিংবা একস্যৈব **মুখ্যতা**? একমুখ্যতা-পক্ষোত্থাপনে কারণম্ — **ভবতেতি**; নাপেক্ষিতমপেক্ষা যস্মিন্ সোঽহৈতুকঃ। অয়মর্থঃ। — **ভবতা** যো **ভক্তিযোগ** উক্তোঽন্যে চ যানি নিঃশ্রেয়স-সাধনানি বদন্তি, তেষাং কিং ফলসাধনত্বেন প্রাধান্যমেব সর্বেষাম্? উতাঙ্গাঙ্গিত্বম্? প্রাধান্যেঽপি কিং বিকল্পেন সর্বেষাং তুল্যফলত্বম্? যদ্বা, কশ্চিদ্‌বিশেষঃ? ইত্যেষা ॥**৭৮**॥ শ্রীমদুদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥

অগ্রে উক্ত হইয়াছে — ভক্তিযোগই প্রাক্‌সিদ্ধ অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎকর্তৃকই উহার প্রবর্তন ও ইহা স্বরূপতঃই মুখ্য এবং অন্যান্য সাধন অর্বাচীন বা নবীন, রুচিভেদে নানাজনকর্তৃক প্রবর্তিত ও তুচ্ছ। যথা — শ্রীউদ্ধব বলিয়াছিলেন —

(৯৬) "হে শ্রীকৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদিগণ বহুপ্রকার শ্রেয়ঃ বলিয়া থাকেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই কি পৃথগ্‌ভাবে প্রাধান্য, অথবা একটির মুখ্যত্ব — ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য।

(৯৭) হে প্রভো! যাহাদ্বারা সর্বসঙ্গ পরিহারপূর্বক মন আপনার প্রতি আবিষ্ট হয়, আপনাকর্তৃক সেই অনপেক্ষিত (অন্যের অপেক্ষারহিত) ভক্তিযোগের উল্লেখ করা হইয়াছে।"

টীকা — "শ্রেয়ঃ" অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধনসমূহ। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই বিকল্পে প্রাধান্য, কিংবা একটিরই মুখ্যত্ব (প্রাধান্য) রহিয়াছে? একের মুখ্যতাবিষয়ক বাদ উত্থাপনের কারণ বলিতেছেন — "আপনাকর্তৃক" ইত্যাদি। যাহাতে কোন বিষয়ে অপেক্ষা নাই উহাই 'অনপেক্ষিত' অর্থাৎ অহৈতুক। ভাবার্থ এই — আপনি যে ভক্তিযোগের কথা বলিয়াছেন, আর অন্যেরা যেসকল শ্রেয়ঃসাধন বলেন, ফলসাধকরূপে তাহাদের সকলেরই কি প্রাধান্য, অথবা উহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব রহিয়াছে? আর সকলেরই প্রাধান্য থাকিলে পৃথগ্‌ভাবে সকলেই কি তুল্য ফল দান করে, অথবা কোন বিশেষত্ব আছে?" এপর্যন্ত টীকা। শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি ॥৭৮॥

অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ, (ভা: ১১।১৪।৩) –

(৯৮) "**কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।**
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥"

টীকা চ – "তত্র ভক্তিরেব মহাফলত্বেন মুখ্যান্যানি তু স্ব-স্ব-প্রকৃত্যনুসারেণ খপুষ্পস্থানীয়-স্বর্গাদি-ফলবুদ্ধিভিঃ প্রাণিভিঃ প্রাধান্যেন পরিকল্পিতানি খুল্লক-ফলানীতি বিবেক্তুং প্রকৃত্যনুসারেণ বহুধা বেদার্থ-প্রতিপত্তিমাহ, – **কালেনেতি** সপ্তভিঃ; **মদাত্মকো** ময্যেবাত্মা চিত্তং যেন সঃ" ইত্যেষা; যদ্বা, **মদাত্মকো** মৎস্বরূপভূতঃ, নির্গুণত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ ॥৭৯॥

শ্রীকৃষ্ণ এবিষয়ে উত্তর বলিতেছেন –

(৯৮) "যে বেদবাণীতে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম বিদ্যমান আছে, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে নষ্ট হইয়াছিল। সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।"

টীকা *– "সেই শ্রেয়ঃসাধনসমূহের মধ্যে মহাফলদায়িনী বলিয়া ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ, পরন্তু অন্যান্য সাধনসমূহ ক্ষুদ্রফলবিশিষ্ট হইলেও সাধারণ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে আকাশকুসুমবৎ স্বর্গাদিকে ফল মনে করিয়া উহার সাধনসমূহকে প্রধান বলিয়া কল্পনা করেন, কিন্তু এইসকল ফল যে নিতান্ত তুচ্ছ, এই ভেদ দেখাইবার অভিপ্রায়ে "কালেন" ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে জীবগণ যে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারেই বেদবাণীর নানারূপ অর্থ উপলব্ধি করেন, ইহা ব্যক্ত করিলেন। "মদাত্মক" – যে ধর্মহেতু আমাতেই আত্মা অর্থাৎ চিত্ত আবিষ্ট হয়।" এপর্যন্ত টীকা। অথবা, মদাত্মক ধর্ম বলিতে আমার স্বরূপভূত ধর্ম বুঝিতে হইবে। ভগবান্ নির্গুণ, ভক্তিধর্মও নির্গুণ। এজন্যই ভক্তিধর্মকে তাঁহার স্বরূপভূত বলা যায়। আর ভক্তিধর্ম যে নির্গুণ, ইহা পরে প্রতিপাদিত হইবে ॥৭৯॥*

তদেবং সতি তস্যামেবানেকবিধ-শ্রেয়ঃকথনে হেতুমাহ (ভা: ১১।১৪।৯) –

(৯৯) "**মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।**
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথারুচি ॥"

তৎপ্রকৃতীনাং মায়া-গুণমূলত্বা**ন্মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ**; **অনেকান্তং** নানাবিধং **শ্রেয়ঃ** পুরুষার্থং তৎসাধনঞ্চ ॥৮০॥

যদি ভক্তিধর্মই প্রধান হয়, তাহা হইলে সেই বেদবাণীতেই নানারূপ শ্রেয়ঃ বর্ণন করিলেন কেন ? তাহার কারণ বলিতেছেন –

(৯৯) "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমার মায়াদ্বারা মোহিতবুদ্ধি পুরুষগণ কর্ম ও রুচি অনুসারে নানাবিধ শ্রেয়ঃ বলিয়া থাকেন।"

ঐসকল ব্যক্তিগণের প্রকৃতি মায়িক গুণজাত বলিয়া তাহাদের বুদ্ধি আমার মায়াকর্তৃকই মোহিত হয়। তাহারা 'অনেকান্ত' – নানাবিধ, 'শ্রেয়ঃ' – পুরুষার্থ এবং তাহার নানাবিধ সাধন (বলিয়া থাকেন) ॥৮০॥

যতঃ (ভা: ১১।১৪।২০) –

(১০০) "**ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।**
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥"

ন সাধয়তি – ন বশীকরোতি; **তপো** জ্ঞানম্; **ত্যাগঃ** সন্ন্যাসঃ **ঊর্জিতা** জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতত্বেনপ্রবলা, তীব্রা ॥৮১॥

যেহেতু –

(১০০) "হে উদ্ধব ! আমার প্রতি অনুষ্ঠিত প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদপাঠ, তপঃ ও ত্যাগ সেরূপ বশীভূত করে না।"

সাধন করে না – বশীভূত করে না। তপঃ – জ্ঞান, ত্যাগ – সন্ন্যাস, ঊর্জিতা – জ্ঞানকর্মাদিদ্বারা অনাবৃত হওয়ায় প্রবলা, তীব্রা ॥৮১॥

তথা (ভা: ১১।১৪।২২) –

(১০১) "**ধর্ম্মঃ সত্য-দয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।**
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥"

ধর্ম্মো নিষ্কামঃ; **বিদ্যা** শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মজ্ঞানম্; **তপস্ত**দীক্ষণম্ ॥৮২॥

এইরূপ –

(১০১) "সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম এবং তপঃসংযুক্তা বিদ্যা মদ্ভক্তিরহিত আত্মা অর্থাৎ চিত্তকে নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে পবিত্র করিতে পারে না।"

এস্থলে 'ধর্ম' – নিষ্কাম ধর্ম। 'বিদ্যা' – শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞান। 'তপঃ' – ব্রহ্মদর্শন ॥৮২॥

ভক্তিলক্ষণৈস্তু (ভা: ১১।১৪।২৬) –

(১০২) "**যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ, মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।**
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং, চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সংপ্রযুক্তম্ ॥"

টীকা চ – "ননু (তৈ: ২।১।২) 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্', (শ্বে: ৩।৮) 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি' ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যো জ্ঞানাদেবাবিদ্যা-নিবৃত্ত্যা তৎপ্রাপ্তিরবগম্যতে, কুতো ভক্তিযোগেনেত্যুচ্যতে ? তত্রাহ, – **যথা যথেতি; আত্মা** চিত্তং **পরিমৃজ্যতে** শোধ্যতে **মৎপুণ্যগাথানাং শ্রবণৈরভিধানৈশ্চ**। ভক্তেরেবাবান্তর-ব্যাপারো জ্ঞানম্, ন পৃথগিত্যর্থঃ" ইত্যেষা ॥৮৩॥ স তম্ ॥**৭৯-৮৩**॥

ভক্তির লক্ষণসমূহদ্বারা যাহা হয় তাহা বলিতেছেন –

(১০২) "আমার পুণ্য কথাসমূহের শ্রবণ ও কীর্তনদ্বারা সেই আত্মা অর্থাৎ চিত্ত যে যে ভাবে শোধিত হয়, অঞ্জনপ্রযুক্ত চক্ষুর ন্যায় সেই সেই ভাবেই সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করে।"

টীকা – "আশঙ্কা 'ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরতত্ত্ব প্রাপ্ত হন' এবং 'সেই পরমাত্মাকে জানিয়াই মৃত্যু(সংসার) অতিক্রম করেন' – ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণহেতু জ্ঞান হইতেই অবিদ্যানিবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মদর্শন হয় – ইহা জানা যায়, এ অবস্থায় ভক্তিযোগদ্বারা কিরূপে উহা সিদ্ধ হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে। "যথা যথা" ইত্যাদি শ্লোক বলিলেন। 'আত্মা' – চিত্ত আমার পুণ্যকথাসমূহের শ্রবণ ও কীর্তনদ্বারা যে যে ভাবে 'পরিমৃষ্ট' অর্থাৎ শোধিত হয়, (সেই সেই ভাবেই সে সূক্ষ্ম তত্ত্ব দর্শন করিতে পারে)। জ্ঞান ভক্তিরই গৌণ ব্যাপার, পরন্তু পৃথক্ নহে – ইহাই তাৎপর্য। এপর্যন্ত টীকা ॥৮৩॥ ইহা শ্রীভগবানের উক্তি ॥৭৯-৮৩॥

অগ্রে চ কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-লক্ষণান্ যোগান্ তত্তদধিকারিতায়াং পৃথক্ হেতুংশ্চোক্ত্বা জ্ঞান-কর্মানাদরেণ ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বমাহ পঞ্চভিঃ (ভা: ১১।২০।২৯-৩৩)। তত্র জ্ঞানাভ্যাসানাদরং বক্তুং তদধিকারহেতু-বৈরাগ্যাভ্যাসানাদরং বিধত্তে, (ভা: ১১।২০।২৯) –

(১০৩) "**প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।**
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥"

মা মাম্ **প্রোক্তেন** – 'শ্রদ্ধামৃতকথায়াম্' (১১।১৯।২০-২৪) ইত্যাদৌ ॥৮৪॥

অগ্রে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ যোগত্রয় এবং তাহাদের অধিকারলাভের পৃথক্ পৃথক্ হেতুসমূহ বর্ণনপূর্বক, জ্ঞান ও কর্মের অনাদর করিয়া পাঁচটি শ্লোকে ভক্তিকেই অভিধেয়রূপে বলিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্ঞানের অভ্যাসসম্বন্ধে অনাদর বিষয়ে বলিবার জন্য প্রথমতঃ জ্ঞানে অধিকারলাভের কারণস্বরূপ বৈরাগ্য অভ্যাসের প্রতি অনাদর বিধান করিতেছেন –

(১০৩) "পূর্বোক্ত ভক্তিযোগদ্বারা নিরন্তর যিনি আমাকে ভজন করেন, সেই মুনি ব্যক্তির হৃদয়ে আমি অধিষ্ঠিত হইলে হৃদয়স্থ সকল কাম বিনষ্ট হয়।"

'মা' অর্থাৎ আমাকে (ভজন করেন) এরূপ অর্থ প্রোক্তেন – "শ্রদ্ধামৃতকথায়াং" ইত্যাদি শ্লোকে কথিত ॥৮৪॥

জ্ঞানাভ্যাসানাদরং বিধত্তে, (ভা: ১১।২০।৩০) –

(১০৪) **ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।**
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥

ভক্ত্যৈব **দৃষ্টে** সাক্ষাৎকৃতে ॥**৮৫**॥

অনন্তর জ্ঞানাভ্যাসে অনাদর বিধান করিতেছেন –

(১০৪) "নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ আমি দৃষ্ট হইলে ইহার (দ্রষ্টা জীবের) হৃদয় গ্রন্থির (অহঙ্কারের) ভেদ হয়, সর্বপ্রকার সংশয়ের ছেদন হয় এবং কর্মসমূহের ক্ষয় হইয়া থাকে।"

ভক্তিদ্বারাই দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ ঈশ্বরের দর্শন হইলে (ঐসকল ফল সিদ্ধ হয়) ॥৮৫॥

তথৈবাহ, (ভা: ১১।২০।৩১) –

(১০৫) "**তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।**
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥"

টীকা চ – "তদেবং ব্যবস্থয়াধিকারত্রয়-মুক্তম্। তত্র ভক্তেরন্যনিরপেক্ষত্বাদন্যস্য চ তৎসাপেক্ষত্বাদ্ভক্তিযোগ এব শ্রেষ্ঠ ইত্যুপসংহরতি, – **তস্মাদিতি** ত্রিভিঃ; **মদাত্মনো** ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তস্য; **শ্রেয়ঃ** শ্রেয়ঃসাধনম্" ইত্যেষা। অত্র **প্রায়োগ্রহণস্যায়ং** ভাবঃ – ভজতাং জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসেন প্রয়োজনংনাস্ত্যেব। তত্র যথাস্থিতেঽপি কেষাঞ্চিৎ সদ্যোমুক্তিমার্গে কেষাঞ্চিৎ ক্রমমুক্তিমার্গে প্রবৃত্তির্জায়তে, তথা (গী: ১৮।৫৪) "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি-শ্রীগীতানুসারেণ যদি ক্রমভক্তিমার্গে প্রবৃত্তিঃ স্যাত্তদা ভবত্বিতি ॥**৮৬**॥

ঐরূপই বলিতেছেন –

(১০৫) "সেইহেতু মদ্ভক্তিযুক্ত মদাত্মক যোগী পুরুষের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায় শ্রেয়ঃ হয় না।"

***টীকা** – "পূর্বোক্তরূপ ব্যবস্থানুসারে ত্রিবিধ অধিকারী উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভক্তি অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করে না এবং অন্য সাধনসমূহ ভক্তিকেই অপেক্ষা করে বলিয়া ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ – এইরূপ উপসংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া – 'তস্মাৎ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে উহাই বলিয়াছেন। 'মদাত্মানঃ' আমাতেই আত্মা অর্থাৎ চিত্ত যাহার তাদৃশ (ভক্ত)। 'শ্রেয়ঃ' অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধন।" এপর্যন্ত টীকা। এস্থলে 'প্রায়' শব্দ গ্রহণের তাৎপর্য এই যে – ভজনকারী ব্যক্তির জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অভ্যাসে কোনও প্রয়োজন নাই। সেইরূপ হইলেও যেরূপ কাহাদের সদ্যমুক্তিমার্গে এবং কাহাদের ক্রমমুক্তিমার্গে প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ "ব্রহ্মভূত প্রসন্নচিত্ত পুরুষ আমার পরা ভক্তিলাভ করেন।" ইত্যাদি শ্রীগীতাবাক্যানুসারে যদি কাহারও (জ্ঞানাদিদ্বারা) ক্রমভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি হয়, হউক ॥৮৬॥*

তদেবং ভক্তেঃ প্রেমলক্ষণে সর্বফলরাজে স্বফলে নাস্ত্যেব জ্ঞানাদ্যপেক্ষা। তদর্থং ভক্তিমাহাত্ম্যমেব বিশেষতো দর্শয়তি পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানাদি-ফলেঽপি সাধ্যে জ্ঞানাদ্যপেক্ষা নাস্তীত্যাহ, — (ভা: ১১।২০।৩২,৩৩)

(১০৬) **"যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।**
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥

(১০৭) **সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।**
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি॥"

ইতরৈস্তীর্থযাত্রাব্রতাদিভিরপি যদ্ভাব্যম্, তৎ **সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতে**; তত্রাপ্যঞ্জসা-নায়াসেনৈব। কিং তৎ সর্বম্? তদাহ, — **স্বর্গাপবর্গ**মিতি; **স্বর্গঃ** প্রাপঞ্চিকসুখং, সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি-ক্রমেণা**পবর্গো** মোক্ষসুখঞ্চ। তদতিক্রমিসুখঞ্চ ভবতীত্যাহ, — **মদ্ধাম** বৈকুণ্ঠঞ্চেতি। **কথঞ্চি**দ্ভক্ত্যুপকরণ-ত্বেনৈব **যদি বাঞ্ছতি** কশ্চিৎ। তত্র — শ্রীচিত্রকেত্বাদিবৎ স্বর্গবাঞ্ছা; তস্য ভক্ত্যুপকরণত্বঞ্চোক্তম্, (ভা: ৬।১৭।২,৩) — **"স লক্ষং বর্ষলক্ষাণামব্যাহত-বলেন্দ্রিয়ঃ"**, **"রেমে বিদ্যাধরস্ত্রীভির্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরম্"** ইতি; শ্রীশুকাদিবদপবর্গবাঞ্ছা; তৎপ্রার্থনয়া গোশৃঙ্গোপরি সর্ষপস্থিতিকালং ব্যাপ্য শ্রীকৃষ্ণেন দূরীকৃতায়াং মায়ায়াং মাতৃগর্ভান্ নিশ্চক্রামেতি হি ব্রহ্মবৈবর্তীয়-কথা। তত্র চ ভক্ত্যুপকরণত্বম্, — (গী: ১৮।৫৪) "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি-শ্রীগীতা-বচনাৎ। তথা প্রাপ্ত-ভগবৎপার্ষদপদ-তদীয়-বৃন্দবিশেষবদ্বৈকুণ্ঠেচ্ছা; তে হি প্রেম্ণা সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দসেবেচ্ছয়ৈব তৎপ্রার্থ্যং প্রাপ্তবন্তঃ; — (ভা: ৩।১৫।২৫) **"যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা"** ইত্যাদিবৎ ॥৮৭॥ স তম্ ॥৮৬-৮৭॥

অতএব এইরূপে সর্বফলের রাজা প্রেমরূপ যে নিজ মহাফল, তাহার উৎপাদনবিষয়ে ভক্তি জ্ঞানাদিকে অপেক্ষা করে না। জ্ঞানপ্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ ফল সাধ্য হইলেও ভক্তির জ্ঞানাদির অপেক্ষা নাই — তাহাই বলিতেছেন —

(১০৬) "কর্মসমূহ, তপঃ, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম এবং ইতর শ্রেয়ঃসাধনসমূহদ্বারা যে ফল লাভ হয়, আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগদ্বারা সেই সমস্তই অনায়াসে লাভ করে। যদি কথঞ্চিৎ স্বর্গ, অপবর্গ ও আমার ধাম বাঞ্ছা করে তবে তাহাও লাভ করে।"

'ইতর' অর্থাৎ তীর্থযাত্রা ও ব্রতাদিদ্বারাও যাহা উৎপাদ্য হয়, তাহা সমস্তই আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগদ্বারা লাভ করেন। আর তাহাও অনায়াসেই লাভ করেন। তৎসমুদয় কী? তাহাই বলিতেছেন — স্বর্গাপবর্গ। 'স্বর্গ' অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক সুখ, আর চিত্তশুদ্ধিপ্রভৃতি ক্রমানুসারে 'অপবর্গ' অর্থাৎ মোক্ষসুখ। স্বর্গ ও অপবর্গের অতিক্রমকারী সুখ হইতেছে 'আমার ধাম' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ তাহাও তিনি লাভ করেন। ঐসকল স্বর্গাদি বস্তু কথঞ্চিৎ অর্থাৎ ভক্তির উপকরণরূপে যদি কেহ কামনা করে তাহা হইলেই ঐসকলও পাইয়া থাকে। এস্থলে শ্রীচিত্রকেতুপ্রভৃতির স্বর্গবাঞ্ছা দৃষ্টান্তরূপে জ্ঞাতব্য। তাঁহার স্বর্গবাঞ্ছা যে ভক্তির উপকরণ হইয়াছিল, তাহা — "শ্রীচিত্রকেতু লক্ষগুণিত লক্ষ বৎসর পরিপূর্ণরূপে শরীরশক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তির অধিকারী হইয়া বিদ্যাধর-স্ত্রীগণের দ্বারা ঈশ্বর শ্রীহরির গান করাইয়া বিহার করিয়াছিলেন।" এইরূপে উক্ত হইয়াছে। অপবর্গবাঞ্ছাবিষয়ে শ্রীশুকদেবাদির আচরণই দৃষ্টান্ত। শ্রীশুকদেব মাতৃগর্ভে থাকিয়াই মায়া দূর করিবার জন্য তাঁহার প্রার্থনাদ্বারা গোশৃঙ্গের উপর সর্ষপের স্থিতিকাল পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক মায়া দূরীকৃত হইলে তিনি মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হইলেন — ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এরূপ বর্ণিত আছে। তাঁহার এই অপবর্গবাঞ্ছাও ভক্তিরই উপকরণ হইয়াছিল। যেহেতু শ্রীগীতায়ও বলিয়াছেন — "ব্রহ্মভূত (মুক্ত) পুরুষ প্রসন্নচিত্ত ও সর্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া শোক বা আশঙ্কা করেন

না, এইরূপে আমার পরা ভক্তি লাভ করেন।" এইরূপে বৈকুণ্ঠেচ্ছা বিষয়ে শ্রীভগবানের পার্ষদপদপ্রাপ্ত বৈকুণ্ঠগত তদীয় জনগণই দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁহারা প্রেমভরে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবা করিবার ইচ্ছায়ই প্রার্থনানুরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদ্‌বিষয়ে এরূপ বর্ণনা রহিয়াছে— "যাঁহারা দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীহরির আনুগত্যহেতু যম-নিয়মাদি সাধন হইতে দূরে থাকিয়া, পরস্পরপ্রভু শ্রীহরির যশোরাশির কীর্তনানুরাগে বিহ্বলতাবশতঃ নেত্রে অশ্রু এবং সর্বাঙ্গে পুলকশোভা ধারণ করেন, সেই উত্তমস্বভাব পুরুষগণই আমাদের উপরিস্থিত সেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন।" ॥৮৭॥ ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥৮৬,৮৭॥

অন্তে চ — (ভা: ১১।২৯।২২) —

(১০৮) "**এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।**
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥"

টীকা চ — "অতো মদ্‌ভজনমেব বুদ্ধের্বিবেকস্য মনীষায়াশ্চাতুর্য্যস্য চ ফলমিত্যাহ, — **এষেতি**; তামেব দর্শয়তি, — **সত্যমমৃতঞ্চ, মা মাম্ অনৃতেনাসত্যেন মর্ত্ত্যেন** বিনাশিনা মনুষ্যদেহেন **ইহাস্মিন্নেব** জন্মনি **প্রাপ্নোতীতি** যৎ সৈব **বুদ্ধির্মনীষা** চেতি; **বুদ্ধির্বিবেকঃ, মনীষা** চাতুর্য্যম্" ইত্যেষা। '**মর্ত্ত্যেন আপ্নোতি মামৃতম্**' ইত্যতো দৃষ্টান্তো যথা (ভা: ১০।৭২।২১) —

"**হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ।**
ব্যাধঃ কপোতো বহবো হ্যধ্রুবেণ ধ্রুবং গতাঃ॥" ইতি।

পূর্বং ভক্তিপ্রকরণগতত্বাৎ (টীকায়াম্) 'অতঃ' ইতি হেতূপন্যাসঃ কৃতঃ॥ স তম্ ॥**৮৮**॥

অন্তেও বলিয়াছেন —

(১০৮) "এই অসত্য মর্ত্য শরীরদ্বারা ইহ জন্মেই যদি সত্য ও অমৃতরূপ আমাকে লাভ করিতে পারে, তবে ইহাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের যথার্থ বুদ্ধি এবং মনীষিগণের মনীষারূপে গণ্য হইয়া থাকে।"

টীকা *— "অতএব আমার ভজনই 'বুদ্ধি' অর্থাৎ বিবেকের এবং 'মনীষার' অর্থাৎ চাতুর্যের ফলস্বরূপ — ইহাই 'এষা' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। এস্থলে তাহা দর্শিত হইতেছে — সত্য ও অমৃতস্বরূপ আমাকে 'অনৃত' অর্থাৎ অসত্য, 'মর্ত্য' অর্থাৎ বিনাশশীল মনুষ্যদেহদ্বারা, 'ইহ'লোকে —অর্থাৎ এই মনুষ্যজন্মেই লাভ করেন, ইহাই বুদ্ধি এবং ইহাই মনীষা। বুদ্ধি অর্থ বিবেক, মনীষা অর্থ চাতুর্য।" এপর্যন্ত টীকা। "মর্ত্যেন আপ্নোতি মামৃতম্" অর্থাৎ মরণশীল দেহদ্বারা অমৃতস্বরূপ আমাকে লাভ করে। অতএব এবিষয়ে দৃষ্টান্ত —*

"হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, উঞ্ছবৃত্তিধারী মুদ্গল, রাজা শিবি, বলি, ব্যাধ ও কপোত প্রভৃতি অনেকেই অনিত্য শরীরদ্বারা নিত্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

পূর্বে ভক্তিপ্রকরণ উক্ত হওয়ায় এস্থলে টীকায় — 'অতঃ' (অতএব) এই হেতুসূচক পদদ্বারা ভগবদ্ভজনের কর্তব্যত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ॥৮৮॥

শ্রীশুকোপদেশোপসংহারে চ শ্রবণমুপলক্ষ্য (ভা: ১২।৪।৪০) —

(১০৯) "**সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।**
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ, পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখ-দবার্দিতস্য॥"

টীকা চ — "**অন্যঃ প্লব** উত্তরণসাধনং **ন** ভবেৎ, — উপায়ান্তরাসম্ভবাৎ; তৎকথা-শ্রবণমেব যথাশক্তি নিষেব্যম্" ইত্যেষা। অন্যাসামপি ভক্তীনাং তৎপূর্বকত্বেনৈব প্রবৃত্তেরুপায়ান্তরাসম্ভবত্বং যুক্তম্।

এতদনন্তরাধ্যায়শ্চ তাদৃশোপক্রমোপসংহারময় এব; – (ভা: ১২।৫।১) –

"অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ।
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ ॥"

ইত্যুপক্রমে, (ভা: ১২।৫।১৩) –

"এতত্তে কথিতং তাত যদাত্মা পৃষ্টবান্নৃপ।
হরের্বিশ্বাত্মনশ্চেষ্টাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥"

ইত্যুপসংহারেঽপি, তাদৃশ-মহিমত্বেন পূর্বোক্ত-লীলাকথাশ্রবণস্যৈব প্রাধান্যাৎ, তত উপক্রমোপসংহার-নির্দিষ্টত্বাচ্ছ্রবণোপলক্ষিত-ভক্তেরেবাত্রাপি প্রাধান্যম্। যস্তু তন্মধ্যে (ভা: ১২।৫।২) "**ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি**" ইত্যাদিভিঃ জ্ঞানোপদেশঃ, স চ তস্য যা প্রাগবগতা ভক্তিনিষ্ঠা, তস্যাঃ সম্প্রত্যপি স্থৈর্য্যপ্রকটনার্থ এব, – একান্তি-ভক্তেষু ভগবতা মোক্ষবরচ্ছন্দনবৎ পূর্বমপি তন্নিষ্ঠয়া স্বত এব মরণভয়-পরিত্যাগাৎ, অনন্তরঞ্চ শ্রুত্বাপি তং জ্ঞানোপদেশং, স্বস্য ভক্তিনিষ্ঠায়া এব স্বয়ং দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। তত্র প্রাচীনা তন্নিষ্ঠা; যথা – প্রথমে (ভা: ১।১৯।৫) "**কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমানঃ**" ইতি, (ভা: ১।১৯।৭) "**দধ্যৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্যভাবঃ**" ইত্যাদি চ। তন্নিষ্ঠয়ৈব তদ্(মরণ)ভয়পরিত্যাগো যথা তদ্বাক্যে (ভা: ১।১৯।১৫) – "**দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা, দশত্বলং গায়ত কৃষ্ণগাথাঃ**" ইতি। তদ্জ্ঞানোপদেশ-শ্রবণানন্তরমপি তাদৃশ-স্বনিষ্ঠায়াঃ স্থৈর্য্যদর্শনং যথা – তত্র তাবৎ পদ্যত্রয়েণ তজ্জ্ঞানোপদেশমবহুমত্বা শ্রবণলক্ষণয়া ভক্ত্যৈব স্বকৃতার্থত্বমুক্তম্ (ভা: ১২।৬।২-৪) –

"সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ ॥
নাত্যদ্ভুতমিদং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্।
অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ ॥
পুরাণসংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্।
যস্যাং খলূত্তমশ্লোকো ভগবাননুবর্ণ্যতে ॥" ইতি;

পুনশ্চৈকেন পদ্যেন তদ্বাক্যগৌরব-মাত্রেণাঙ্গীকৃতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য তক্ষকাদি-ভয়নিবৃত্তি-হেতুত্বমুক্ত্বা-প্যন্যেন তদূর্দ্ধমধোক্ষজ এব বাক্‌চেতসোস্তন্নামকীর্ত্তন-ধ্যানাবেশানুজ্ঞা প্রার্থিতা – (ভা: ১২।৬।৫,৬)

"ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্।
প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া।
অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে।
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্ ॥" ইত্যাদিভ্যাম্;

অথ পুনরন্যেন পদ্যেনাজ্ঞাননিরাসক-জ্ঞানবিজ্ঞানসিদ্ধিশ্চ ভগবৎপদারবিন্দ-দর্শন-সুখান্তর্ভূতৈব স্বস্য স্ফুরতীতি বিজ্ঞাপিতম্; যথা – (ভা: ১২।৬।৭)

"অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিষ্ঠয়া।
ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্ ॥" ইত্যনেন।

অত্র **পদ**-শব্দস্য চরণারবিন্দাভিধায়কত্বে, (ভা: ১।১৮।১৬) **"জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন, ভেজে খগেন্দ্রধ্বজ-পাদমূলম্"** ইত্যেবাস্তি প্রথমে সাধকম্। তদেতৎপ্রকরণার্থস্তত্র শ্রীসূতেনৈব স্পষ্টীকৃতঃ, (ভা: ১।১৮।২, ৪) –

"ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্যস্তু তক্ষকাৎ প্রাণবিপ্লবাৎ।
ন সংমুমোহোরুভয়াদ্ভগবত্যর্পিতাশয়ঃ ॥
নোত্তমশ্লোকবার্তানাং জুষতাং তৎকথামৃতম্।
স্যাৎ সংভ্রমোঽন্তকালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্ ॥" ইতি।

তথা প্রথমস্কন্ধান্তস্থস্য (ভা: ১।১৯।৩৭) –

"অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্।
পুরুষস্যেহ যৎ কার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্বথা ॥"

ইত্যস্য রাজপ্রশ্নস্যোত্তরত্বেন ভগবদ্ধ্যান-কীর্তনে এব পূর্বং দ্বাদশস্যৈব তৃতীয়ে স্বয়ং শ্রীশুক-দেবেনাপ্যুপদিষ্টে, – (ভা: ১২।৩।৪৯-৫১) –

"তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।
ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাসি পরাং গতিম্ ॥
ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
আত্মভাবং নয়ত্যঙ্গ সর্বাত্মা সর্বসম্ভবঃ ॥
কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥" ইত্যাদিভিঃ;

ততস্তত্র কেশবে **অবহিতঃ** কৃতাবধানঃ; **আত্মভাব**মাত্মনো ভক্তিম্; অস্তু তাবদায়াসসাধ্যং ধ্যানম্, **হি** যস্মাদনায়াস-সাধ্যাৎ কীর্তনাদেবেত্যর্থঃ; দ্বিতীয়স্কন্ধেঽপি (ভা: ২।২।৩৩) **"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থাঃ"** ইত্যাদিনা, (ভা: ২।৩।১) **"এবমেতন্নিগদিতম্"** ইত্যন্তেন গ্রন্থেন নানাঙ্গবান্ শুদ্ধভক্তিযোগ এব তত্রোত্তরত্বেন পর্য্যবসিতঃ। তত্রাপি (ভা: ২।২।৩৭) **"পিবন্তি যে ভগবতঃ"** ইত্যাদিনা লীলাকথা-শ্রবণ এব পরমপর্য্যবসানং দৃশ্যতে। তস্মাৎ সাধূক্তম্ – (ভা: ১২।৫।২) **"ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি"** ইত্যাদিকং তদ্ভক্তিনিষ্ঠা-প্রকটনার্থমেবেতি; যতো ভক্তাবেব তদুপদেশস্য তাৎপর্য্যম্। অতএব দ্বিতীয়স্যাষ্টমে রাজ-প্রার্থনা চ নান্যথা স্যাৎ – (ভা: ২।৮।২) **"কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্"** ইতীয়ম্। তদেবং (ভা: ২।১।৫) **"তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ। শ্রোতব্যঃ"** ইত্যাদ্যুপক্রমবাক্য-সংবাদেনাপি সাধ্বেব স্থাপিতম্ – **"সংসার-সিন্ধুমতিদুস্তরম্"** ইত্যাদি ॥ শ্রীশুকঃ ॥**৮৯**॥

শ্রীশুকদেবের উপদেশের উপসংহারেও শ্রবণকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন –

(১০৯) "বিবিধ দুঃখদাবানল-পীড়িত ও অতিদুস্তর সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষী পুরুষের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীহরির লীলাকথারস-শ্রবণ ব্যতীত উদ্ধারের অন্য কোন 'প্লব' (নৌকা) নাই।

***টীকা** – 'প্লব' উত্তীর্ণ হইবার সাধন, – যেহেতু এবিষয়ে উপায়ান্তরের সম্ভাবনাই নাই, অতএব তাঁহার কথাশ্রবণই যথাশক্তি কর্তব্য। এপর্যন্ত টীকা।*

কীর্তনাদি ভক্তিও শ্রবণপূর্বকই প্রবৃত্ত হয় বলিয়া শ্রবণ ব্যতীত অন্য সাধনের অসম্ভাবনা যুক্তিযুক্ত। ইহার পরবর্তী অধ্যায়েও তাদৃশরূপেই উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্ট হয়। যথা – "এই শ্রীমদ্ভাগবতে বিশ্বাত্মা ভগবান্

শ্রীহরিই নিরন্তর বর্ণিত হইতেছেন। তাঁহার প্রসন্নতা হইতে ব্রহ্মা এবং ক্রোধ হইতে রুদ্র আবির্ভূত হইয়াছেন" – এই উপক্রমবাক্যে এবং – "হে বৎস মহারাজ পরীক্ষিৎ ! যেহেতু তুমি বিশ্বাত্মা শ্রীহরির চরিতসম্বন্ধে পূর্বে প্রশ্ন করিয়াছ সেইহেতু তাহাই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ইহার পর আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর ?"

এই উপসংহারবাক্যে তাদৃশ মাহাত্ম্যযুক্তরূপে পূর্বোক্ত লীলাকথাশ্রবণেরই প্রাধান্যহেতু এবং উপক্রম ও উপসংহারবাক্যদ্বারা নির্দিষ্ট হওয়ায় – এস্থলেও শ্রবণোপলক্ষিতা ভক্তিরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। তবে এই ভক্তির উপদেশের মধ্যস্থলে শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎকে – "হে রাজন্ ! 'আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইব' – তুমি এই পশুবুদ্ধি ত্যাগ কর" ইত্যাদি বাক্যে যে জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, ইহা শ্রীপরীক্ষিতের পূর্বপ্রাপ্ত যে ভক্তিনিষ্ঠা, সম্প্রতিও তাহার স্থিরতা প্রকাশের জন্যই জানিতে হইবে। অর্থাৎ মরণের কথা শুনিলে তিনি ভক্তিনিষ্ঠা হইতে বিচলিত হন কি না, ইহাই মুনিবর পরীক্ষা করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ একান্তি ভক্তগণেরও ভক্তির স্থৈর্য পরীক্ষা করিবার জন্য মুক্তিবরদানে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ জ্ঞানোপদেশশ্রবণের পূর্বেও শ্রীপরীক্ষিৎ ভক্তিনিষ্ঠাহেতু স্বয়ংই মরণভয় ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরে সেই জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াও নিজের ভক্তিনিষ্ঠাই তিনি স্বয়ং প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব ভক্তিনিষ্ঠা প্রথমস্কন্ধে – "তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া" ইত্যাদি এবং "তিনি একনিষ্ঠ হইয়া মুকুন্দ শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বাক্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে। আর, ভক্তিনিষ্ঠাহেতুই তিনি মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এ বিষয়েও তাঁহার এই উক্তিই প্রমাণ। যথা – "দ্বিজ অর্থাৎ সেই অভিশাপকারী মুনিবালকের প্রেরিত তক্ষক আমাকে যথেষ্ট দংশন করুক, আপনারা শ্রীহরিকথা কীর্তন করুন।"

জ্ঞানোপদেশশ্রবণের পরেও তাঁহার তাদৃশ ভক্তিনিষ্ঠার স্থিরত্ব দেখা যায়। যেহেতু তিনি সেখানেই বর্ণিত তিনটি শ্লোকদ্বারা তাদৃশ জ্ঞানোপদেশের প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্বক শ্রবণরূপা ভক্তিদ্বারাই নিজের কৃতার্থতা বর্ণন করিয়াছেন –

"হে মুনিবর ! করুণার্দ্রচিত্ত আপনি যে আমাকে সাক্ষাৎ অনাদিনিধন শ্রীহরির বিষয় ও তাঁহার প্রাপ্তির সাধন বিষয় শ্রবণ করাইয়াছেন, ইহাতে আমি সিদ্ধ অর্থাৎ কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হইয়াছি। অচ্যুতাত্মা মহাপুরুষগণের সংসারসন্তাপসন্তপ্ত অজ্ঞ প্রাণিগণের প্রতি যে অনুগ্রহ, ইহা আমি অতি বিচিত্র মনে করি না।

যাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই এই পুরাণসংহিতা আমরা আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি।"

পুনরায় একটি শ্লোকে কেবলমাত্র শ্রীশুকদেবের উপদেশ-বাক্যের গৌরব রক্ষার জন্যই স্বীকৃত ব্রহ্মজ্ঞানহেতু তক্ষকাদির ভয় নিবারণ বর্ণন করিবার পরও অন্য একটি শ্লোকদ্বারা অধোক্ষজ শ্রীহরিতেই তদীয় নামকীর্তনদ্বারা বাক্যের এবং তদীয় ধ্যানেই চিত্তের আবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন –

"হে ভগবন্ ! আমি তক্ষকাদি মৃত্যুর কারণসমূহ হইতে ভীত নহি; যেহেতু আমি আপনাকর্তৃক প্রদর্শিত অভয় ব্রহ্মনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্ ! আপনি আমাকে অনুমতি করুন, আমি ভগবান্ শ্রীহরিতে বাগিন্দ্রিয় অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়কেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া সর্বপ্রকার বিষয়বাসনামুক্ত চিত্তকে তাঁহাতেই প্রবেশ করাইয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

অনন্তর অন্য এক শ্লোকে অজ্ঞাননিবারক জ্ঞানবিজ্ঞানের সিদ্ধিও আমার নিকট শ্রীভগবানের পদারবিন্দদর্শনজনিত সুখের অন্তর্ভূতরূপেই স্ফুরিত হইতেছে – ইহা নিবেদন করিতেছেন – "হে দেব ! জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠাদ্বারা আমার অজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে এবং আপনাকর্তৃক শ্রীভগবানের মঙ্গলময় পরমপদ(পাদপদ্ম) প্রদর্শিত হইয়াছে।"

এস্থলে – 'পদ' শব্দটি যে চরণারবিন্দবাচক এবিষয়ে – প্রথমস্কন্ধোক্ত – "তিনি শ্রীশুকদেবকর্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞানদ্বারা গরুড়ধ্বজ শ্রীহরির পাদমূল ভজন করিয়াছিলেন" এইরূপ উক্তিই সাধক হইতেছে (অর্থাৎ প্রথমস্কন্ধের উক্ত বাক্যে যেহেতু জ্ঞানদ্বারা পাদমূল ভজনের কথা আছে, অতএব এস্থলেও 'পদ' শব্দে পাদপদ্মরূপ অর্থই সিদ্ধ হয়, স্থানাদিরূপ অন্য অর্থ নহে)। অতএব প্রথমস্কন্ধে শ্রীসূতই এই প্রকরণের অর্থ স্পষ্ট করিয়াছেন –

"যিনি (শ্রীপরীক্ষিৎ) ব্রহ্মকোপপ্রেরিত তক্ষক হইতে প্রাণনাশজনিত মহাভয় হইতে মোহগ্রস্ত হন নাই। কারণ তিনি তৎকালে শ্রীভগবানেই চিত্তসমর্পণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। বস্তুতঃ উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের বার্তা যাঁহাতে প্রকাশিত হয়, যাঁহারা তাঁহার কথামৃত পান করেন ও তাঁহার চরণকমল স্মরণ করেন, অন্তকালে তাঁহাদের কোনরূপ ভয়ই উপস্থিত হয় না।"

এইরূপ প্রথমস্কন্ধের শেষভাগে মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ অতএব যোগিগণের পরমগুরু আপনার নিকট সংসিদ্ধি-বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছি। ইহলোকে ম্রিয়মাণ পুরুষের পক্ষে সর্বতোভাবে যাহা কর্তব্য (তাহা বলুন)।" এইরূপ যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব দ্বাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে তাহারই উত্তররূপে শ্রীভগবানের ধ্যান ও কীর্তনেরই উপদেশ করিয়াছেন – "অতএব হে মহারাজ ! তুমি ম্রিয়মাণ অবস্থায় সাবধান হইয়া সর্বতোভাবে সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে হৃদয়ে স্থাপন কর। তাহা হইলেই পরমগতি লাভ করিবে। হে বৎস ! ম্রিয়মাণ ব্যক্তিগণকর্তৃক ভগবান্ পরমেশ্বরই সর্বতোভাবে ধ্যানযোগ্য। সকলের উৎপত্তির কারণ ও সর্বাত্মা তিনিই (ধ্যানকারীকে) আত্মভাব লাভ করাইয়া থাকেন। হে মহারাজ ! দোষের আকর কলিযুগের এক মহাগুণ এই যে, এ যুগে মনুষ্য কেবল শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন হইতেই বন্ধমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করে।"

অতএব সেই কেশবে 'অবহিত' অর্থাৎ সাবধান হইয়া; 'আত্মভাব' নিজ ভক্তি – আর আয়াসসাধ্য ধ্যান দূরেই থাকুক, 'হি' – যেহেতু অনায়াসসাধ্য কীর্তন হইতেই উহা সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয়স্কন্ধেও "ইহা অপেক্ষা (এই কীর্তন অপেক্ষা) মঙ্গলময় অন্য পথ নাই" ইত্যাদি উক্তি হইতে আরব্ধ "এবং এতন্নিগদিতং...." উক্তিতে সমাপ্ত শ্লোকদ্বারা বিবিধ অঙ্গবিশিষ্ট শুদ্ধভক্তিযোগই তথায় উত্তররূপে পর্যবসিত হইয়াছে। তন্মধ্যেও "যাঁহারা সাধুগণের আত্মারূপী শ্রীভগবানের কথামৃত কর্ণরূপ পাত্রে ধারণ করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়দূষিত চিত্তকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সমীপে গমন করেন" এই শ্লোকদ্বারা লীলাকথা-শ্রবণেই উত্তরবাক্যের পরম সমাপ্তি লক্ষিত হয়। অতএব "হে মহারাজ ! 'আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইব' এইরূপ ভয় তুমি করিও না" ইত্যাদি বাক্য শ্রীপরীক্ষিতের ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা প্রকটনের জন্যই উক্ত হইয়াছে – এইরূপ যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হয়। যেহেতু ভক্তিবিষয়েই শ্রীশুকদেবের উপদেশের তাৎপর্য সিদ্ধ হয়, অতএব দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে – "আমি শ্রীকৃষ্ণে নিঃসঙ্গ মনকে সমর্পণ করিয়া শরীর ত্যাগ করিব" – ইহাই শ্রীপরীক্ষিতের। এইরূপ সিদ্ধান্তহেতুই – "অতএব হে ভারত ! সর্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর হরিই শ্রবণীয়" ইত্যাদি উপক্রমবাক্য সংবাদেও যথার্থরূপে স্থাপিত হইয়াছে – "সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরং" ইত্যাদি শ্লোকে। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥৮৯॥

শ্রীসূতোপদেশান্তেঽপি পঞ্চভিঃ, – (ভা: ১২।১২।৫৩-৫৭) (১২।১২।৫৩) –

(১১০) **"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং, ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।**
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্ ॥"

টীকা চ – "ইদানীং জ্ঞানকর্মাদরাদপি ভগবৎকীর্তনাদিষ্বেবাদরঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ, – **নৈষ্কর্ম্ম্যং** ব্রহ্ম, তৎপ্রকাশকং **যজ্জ্ঞানম্,** যতো **নিরঞ্জন**মুপাধিনিবর্ত্তকং তদপ্যচ্যুত**ভক্তিবর্জিতং** চেৎ **ন শোভতে,** নাপরোক্ষপর্য্যন্তং ভবতীত্যর্থঃ" ইত্যাদিকা ॥৯০॥

শ্রীসূতের উপদেশের শেষভাগেও পাঁচটি শ্লোকদ্বারা উক্ত হইয়াছে –

(১১০) "নৈষ্কর্ম্যাত্মক নিরঞ্জন জ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিবর্জিত হইলে অতিশয় শোভা পায় না, এ অবস্থায় সর্বদা দুঃখদায়ক সকাম কর্ম, এমন কি নিষ্কাম কর্মও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কিরূপে শোভা পাইতে পারে ?"

টীকা – "সম্প্রতি জ্ঞানকর্মে আদর অপেক্ষাও শ্রীভগবানের কীর্তনাদিতেই আদর কর্তব্য – ইহা বলিতেছেন। নৈষ্কর্ম্যরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহার প্রকাশক যে জ্ঞান, যেহেতু উহা 'নিরঞ্জন' – উপাধি-নিবর্তক, উহাও 'অচ্যুতভাববর্জিত' (ভগবদ্ভক্তিবর্জিত) হইলে অতিশয় শোভা পায় না, অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুভূতিদানে সমর্থ হয় না" ইত্যাদি ॥৯০॥

তথা (ভা: ১২।১২।৫৪) –

(১১১) "**যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো, বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্মযো-র্গুণানুবাদ-শ্রবণাদিভির্হরেঃ ॥**"

টীকা চ – "কিঞ্চ, **বর্ণাশ্রমাচারাদিষু** যঃ **পরো** মহান্ **পরিশ্রমঃ**, স যশোযুক্তায়াং **শ্রিয়ামেব** কীর্ত্তৌ সম্পদি বা কেবলম্; ন পরমপুরুষার্থ ইত্যর্থঃ। **গুণানুবাদাদিভিস্তু শ্রীধরপাদপদ্মযোরবিস্মৃতির্ভবতি**" ইত্যেষা ॥৯১॥

(১১১) এইরূপ আরও বলিতেছেন – "বর্ণাশ্রমোচিত আচার, তপঃ ও শাস্ত্রশ্রবণাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম, তাহা যশযুক্তা শ্রীতেই পর্যবসিত হয়। পরন্তু শ্রীহরির গুণকীর্তন ও শ্রবণাদিদ্বারা শ্রীধরের পাদপদ্মযুগলের অবিস্মৃতিই হয়।"

টীকা – "আরও বক্তব্য এই যে – বর্ণাশ্রমাচারাদিতে যে 'পর' অর্থাৎ মহান্ পরিশ্রম, তাহা কেবলমাত্র 'যশঃশ্রী' অর্থাৎ যশোযুক্তা 'শ্রী' অর্থাৎ কীর্তি বা সম্পদেই পর্যবসিত হয় – পরমপুরুষার্থে পর্যবসিত হয় না। পরন্তু (শ্রীহরির) গুণকীর্তনাদিদ্বারা শ্রীধর অর্থাৎ শ্রীহরির পাদপদ্মযুগলের অবিস্মৃতি (চিরস্মৃতি)ই হয়।" এপর্যন্ত টীকা ॥৯১॥

তথা (ভা: ১২।১২।৫৫) –

(১১২) "**অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাঞ্চ ভক্তিং, জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥**"

স্পষ্টম্ ॥৯২॥

এইরূপ আরও বলিতেছেন –

(১১২) "শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের চিরস্মরণ অমঙ্গল ক্ষয় করে ও মঙ্গল, চিত্তশুদ্ধি, পরমাভক্তি এবং জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান বিস্তার করে।"

ইহার অর্থ সুস্পষ্ট ॥৯২॥

তথা (ভা: ১২।১২।৫৬,৫৭) (১২।১২।৫৬) –

(১১৩) "**যূয়ং দ্বিজাগ্র্যা বত ভূরিভাগা, যৎ শশ্বদাত্মন্যখিলাত্মভূতম্।
নারায়ণং দেবমদেবমীশ,-মজস্রভাবা ভজতাবিবেশ্য ॥**"

টীকা চ – "তদেবং শ্রোতনাত্মানঞ্চাভিনন্দন্নাহ, – যূয়মিতি দ্বাভ্যাম্; হে **দ্বিজাগ্র্যাঃ**! যদ্‌যস্মা-**দাত্মন্যন্তঃ**করণে **শ্রীনারায়ণমাবিবেশ্য শশ্বদ্‌ভজত**, – সম্ভাবনায়াং লোট্; অতো **ভূরিভাগা** বহুপুণ্যাঃ। কথম্ভূতম্ ? **অখিলাত্মভূতং** সর্বান্তর্যামিনমতএব **দেবং** সর্বোপাস্যম্ **অদেবং** – ন দেবোঽন্যো যস্য তম্। কুতঃ ? **ঈশম্**; যদ্বা যস্মাদ্ **যূয়ং ভূরিভাগাস্ত**পআদিনা সম্পন্নাস্ততো **নারায়ণং ভজতে**তি বিধিঃ" ইত্যেষা। অত্র তপআদি-সম্পত্তেঃ সার্থকত্বং নারায়ণভজনেনৈব ভবতীতি স্বাম্যভিপ্রায়ঃ ॥৯৩॥

এইরূপ আরও বলিতেছেন –

(১১৩) "হে দ্বিজবরগণ! যেহেতু আপনারা আত্মমধ্যে অখিলের আত্মস্বরূপ, দেব, ঈশ, অদেব শ্রীনারায়ণকে হৃদয়ে আবিষ্ট করাইয়া অজস্র(চিরন্তন)ভাবযুক্ত হইয়া ভজন করেন, অতএব আপনারা ভূরিভাগ।"

টীকা – "তদনন্তর সম্প্রতি শ্রোতৃবৃন্দকে এবং নিজকে অভিনন্দন করিয়া শ্রীসূতগোস্বামী তদ্রূপ দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন – 'যূয়ম্' ইত্যাদি। হে দ্বিজবরগণ! যেহেতু (আপনারা) 'আত্মমধ্যে' অর্থাৎ অন্তঃকরণে আবিষ্ট করাইয়া শ্রীনারায়ণকে অজস্রভাবে নিরন্তর ভজন করেন, অতএব (আপনারা) 'ভূরিভাগ' অর্থাৎ বহুপুণ্যশালী। এস্থলে 'ভজত' (ভজন করেন) এই পদে সম্ভাবনাসূচকরূপে 'লোট্' লকারের প্রয়োগ হইয়াছে (অর্থাৎ যেহেতু আমি সম্ভাবনা করি যে আপনারা ঐরূপ ভজন করেন, অতএব আপনারা বহু পুণ্যশালী)। কিরূপ শ্রীনারায়ণকে? (যিনি) 'অখিলের আত্মস্বরূপ' অর্থাৎ সর্বান্তর্যামী, অতএব 'দেব' অর্থাৎ সকলের উপাস্য, 'অদেব' যাঁহার অন্য দেব অর্থাৎ উপাস্য আর কেহ নাই; কিরূপে? যেহেতু তিনিই 'ঈশ' (সকলের অধিপতি) অথবা শ্লোকের অর্থ এইরূপ – যেহেতু আপনারা 'ভূরিভাগ' অর্থাৎ তপঃপ্রভৃতিদ্বারা সম্পন্ন, অতএব শ্রীনারায়ণকে ভজন করা উচিৎ – এরূপ বিধিনির্দেশ করা হইল" এপর্যন্ত টীকা। এই ব্যাখ্যাদ্বারা শ্রীধরস্বামিপাদের এই অভিপ্রায় জ্ঞাপিত হইয়াছে যে, শ্রীনারায়ণের ভজনদ্বারাই তপঃপ্রমুখ সাধনসম্পত্তির সার্থকতা সিদ্ধ হয়॥৯৩॥

তথা চ (ভা: ১২।১২।৫৭) –

(১১৪) "**অহঞ্চ সংস্মারিত আত্মতত্ত্বং, শ্রুতং পুরা মে পরমর্ষিবক্ত্রাৎ।**
প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ, সদস্যৃষীণাং মহতাঞ্চ শৃণ্বতাম্॥"

এতৎপ্রসঙ্গেনাহঞ্চাত্মতত্ত্বমখিলাত্মভূতং শ্রীনারায়ণং স্মারিতঃ, – তং প্রতি পরমোৎকণ্ঠিতী কৃতোঽস্মীত্যর্থঃ; – **যদাত্মতত্ত্বং মে ময়া মহর্ষিমুখাৎ শ্রুতম্**। শ্রীসূতঃ॥৯৪॥

আরও বলিয়াছেন –

(১১৪) "মহারাজ শ্রীপরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনকালে শ্রোতা মহর্ষিগণের সভায় আমি পরমর্ষি শ্রীশুকদেবের মুখ হইতে পূর্বে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, (অদ্য) সেই আত্মতত্ত্ব আমাকে স্মরণ করান হইল।"

সম্প্রতি আপনাদের প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে আমিও আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ অখিলের আত্মস্বরূপ শ্রীনারায়ণকে স্মারিত হইলাম, অর্থাৎ তাঁহার প্রতি পরম উৎকণ্ঠীকৃত হইলাম (অর্থাৎ এই প্রসঙ্গ সম্প্রতি আমাকেও ভগবদ্‌বিষয়ে পরমাগ্রহযুক্ত করিয়াছে, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য)। "যাহা" – যে আত্মতত্ত্ব আমি মহর্ষির মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। ইহা শ্রীসূতের উক্তি॥৯৪॥

তদেবমস্মিন্ শ্রীমতি মহাপুরাণে গুরুশিষ্য-ভাবেন প্রবৃত্তানামুপদেশ-শিক্ষাবাক্যেষু ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বং সাধিতম্। তথা (ভা: ১।১৬।৬) –

"**তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্।**
অথবাস্য পদাম্ভোজ-মকরন্দলিহাং সতাম্॥"

ইত্যনুসারেণ সর্বেষামিতিহাসানামপি তন্মাত্র-তাৎপর্য্যত্বং জ্ঞেয়ম্; বিস্তরভিয়া তু ন বিব্রিয়তে।

অথান্যত্র চ তদেব দৃশ্যতে। তত্রান্বয়েন যথা (ভা: ৬।৩।২২) –

(১১৫) "**এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।**
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥"

পুংসাং জীবমাত্রাণাং **পরো ধর্মঃ** সার্বভৌমো ধর্ম **এতাবান্ স্মৃতো** নৈতদধিকঃ। এতাবত্ত্বমেবাহ, – **তন্নামগ্রহণাদিভির্যো ভক্তিযোগঃ** সাক্ষাদ্ভক্তিরিতি। এব-কারেণান্য-ব্যাবৃত্তত্বং স্পষ্টয়তি, – **ভগবতীতি**। নামগ্রহণাদীন্যপি যদি কর্মাদৌ তৎসাদ্গুণ্যাদ্যর্থং প্রযুজ্যন্তে, তদা তস্য (ধর্মস্য) পরত্বং নাস্তি, – তুচ্ছ-ফলার্থং প্রযুক্তত্বেন তদপরাধাদিত্যর্থঃ; তথৈব ক্ষয়িষ্ণু-ফল-দাতৃত্বঞ্চ ভবতীতি ভাবঃ॥ শ্রীযমঃ স্বভটান্ ॥**৯৫**॥

অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহাপুরাণে গুরু ও শিষ্যভাবে প্রবৃত্ত পুরুষগণের উপদেশ ও শিক্ষামূলক বাক্যসমূহে ভক্তিকেই অভিধেয়রূপে স্থাপন করা হইল।

এইরূপ – "হে মহাভাগ সূত! যদি ইহা কৃষ্ণকথামূলক, কিংবা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের মধুলেহনকারী সাধুগণের চরিতাদি কথামূলক হয়, তাহা হইলেই উহা বর্ণন করুন।" এই বাক্যানুসারে সমস্ত ইতিহাসেরও একমাত্র ভক্তিবিষয়েই তাৎপর্য জানিতে হইবে। গ্রন্থবিস্তৃতিভয়ে তাহা বিবৃত করা যাইতেছে না।

অনন্তর অন্যত্রও তাহাই দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অন্বয়ক্রমে এরূপ উক্তি লক্ষিত হয় –

(১১৫) "ভগবদ্‌বিষয়ে তাঁহার নামগ্রহণাদিদ্বারা যে ভক্তিযোগ হয়, ইহলোকে পুরুষগণের এপরিমাণই পর(পরম)ধর্ম স্মৃত হইয়াছে।"

(নামগ্রহণাদিরূপ ভক্তি) পুরুষ অর্থাৎ জীবমাত্রেরই 'পর ধর্ম' – সার্বভৌম ধর্ম, এপরিমাণই স্মৃত হইয়াছে, পরন্তু ইহার অধিক আর কোন ধর্ম নাই। কি পরিমাণ ইহার শ্রেষ্ঠত্ব, সেবিষয়ে বলিতেছেন – তাঁহার নামগ্রহণাদিদ্বারা যে ভক্তিযোগ তাহাই সাক্ষাদ্ভক্তি। শ্লোকে 'এব' শব্দদ্বারা তদ্‌ভিন্ন অপর অনুষ্ঠানসমূহের পরমধর্মত্ব নিরস্ত হইতেছে। উহাই স্পষ্টতঃ বলিতেছেন – "ভগবতি" (ভগবদ্বিষয়ে শ্রীভগবানের সন্তোষনিমিত্ত) ইত্যাদি। এই নামগ্রহণাদিও যদি কর্মপ্রভৃতির অনুষ্ঠানকালে উক্ত অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ সম্পাদনাদির জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ নামগ্রহণাদির পরত্ব সিদ্ধ হয় না; যেহেতু তাদৃশস্থলে তুচ্ছ ফললাভের জন্য প্রযুক্ত হওয়ায় নামপ্রভৃতির নিকট অপরাধই হয়। আর ইহাতে উক্ত নামগ্রহণাদি ক্ষয়িষ্ণু ফলদান করে – ইহাও অর্থাধীন বুঝিতে হইবে। ইহা নিজ দূতগণের প্রতি শ্রীযমরাজের উক্তি ॥৯৫॥

তথা চ (ভা: ৬।১।১৭) –

(১১৬) "**সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।**
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণ-পরায়ণাঃ ॥"

অয়ং পন্থাঃ শ্রীনারায়ণভক্তিমার্গঃ॥ শ্রীশুকঃ ॥**৯৬**॥

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে –

(১১৬) "সুশীল সাধুগণ যে মার্গে নারায়ণপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন, জগতে নির্ভয় মঙ্গলকর সেই এই পন্থা বা মার্গই সমীচীন।" এই পন্থা – শ্রীনারায়ণের ভক্তিমার্গ। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥৯৬॥

তত্রৈব অন্বয়েন সর্বশাস্ত্র-শ্রবণফলত্বং সকৈমুত্যমাহ, (ভা: ৩।১৩।৪) –

(১১৭) "**শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য, নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।**
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥"

পুংসাং শ্রুতস্য বেদার্থাবগতেরয়মেব **অর্থঃ** প্রয়োজনম্; **ঈড়িতঃ** শ্লাঘিতঃ। কোঽসৌ? **মুকুন্দস্য পাদারবিন্দং যেষাং হৃদয়েষু** বর্ততে, তেষাং **তত্তদ্‌গুণানাং** ভগবদ্ভক্ত্যাত্মকানাম**নুশ্রবণং** যৎ, সোঽয়মিতি; ততঃ সুতরামেব শ্রীমুকুন্দস্যেত্যর্থঃ। এবমেবোক্তং (ভা: ১।২।২৮) "**বাসুদেবপরা বেদাঃ**" ইত্যাদি, (ভা: ২।২।৩৪) "**ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন**" ইত্যাদি চ। তথা চ পাদ্মে বৃহৎসহস্রনাম্নি –

"স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥" ইতি; তথা চ স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে, লিঙ্গপুরাণে চ –

"আলোড্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ ইতি; অতএব বেদার্পণমন্ত্রঃ –

"ইতি বিদ্যাতপোযোনিরযোনির্বিষ্ণুরীড়িতঃ। ব্রহ্মজ্ঞস্তপতে দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ ॥" ইতি। শ্রীবিদুরঃ ॥৯৭॥

সেই ভক্তিমার্গেই যে সর্বশাস্ত্র শ্রবণের ফল অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, তাহা অন্বয়মুখে কৈমুতিক ন্যায়ের সহিত বলিতেছেন –

(১১৭) "যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দ বিদ্যমান, তাঁহাদের তাদৃশ গুণসমূহের অনুশ্রবণই পুরুষগণের দীর্ঘকালীন পরিশ্রমলভ্য শ্রুত অর্থাৎ বেদজ্ঞানের মুখ্য অর্থ বলিয়া সূরিগণকর্তৃক ঈড়িত(প্রশংসিত) হইয়াছে।"

পুরুষগণের 'শ্রুত' অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞানের ইহাই 'অর্থ' অর্থাৎ প্রয়োজনরূপে 'ঈড়িত' প্রশংসিত হইয়াছে। সেই অর্থ (প্রয়োজন) কি ? তৎসম্পর্কে বলিতেছেন – শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দ যাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজমান, তাঁহাদের তাদৃশ গুণসমূহের অর্থাৎ ভক্ত্যাত্মক গুণরাজির যে অনুক্ষণ শ্রবণ, তাহাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের গুণানুশ্রবণই যে, বেদার্থজ্ঞানের মুখ্য প্রয়োজন – ইহাই সিদ্ধ হইল। "বেদসমূহ বাসুদেবপর" ইত্যাদি বাক্য এবং "ব্রহ্মা তিনবার সমগ্রভাবে বেদ পর্যালোচনা করিয়া" ইত্যাদি বাক্যে পূর্বে তাহাই বলা হইয়াছে। পদ্মপুরাণে বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রেও এইরূপ বলিয়াছেন –

"সর্বদা একমাত্র শ্রীবিষ্ণুই স্মরণীয়, কখনও তিনি বিস্মরণযোগ্য নহেন। যাবতীয় বিধি ও নিষেধ এই দুইটি বিধি ও নিষেধেরই দাসস্বরূপ।"

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে এবং লিঙ্গপুরাণেও এরূপ উক্ত হইয়াছে – "সকল শাস্ত্র মন্থন ও পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্বক একমাত্র ইহাই সুসিদ্ধ হয় যে – ভগবান্ নারায়ণই সর্বদা ধ্যানযোগ্য।"

অতএব বেদার্পণমন্ত্র এইরূপ –

"এইরূপে যে বিষ্ণু বিদ্যা ও তপস্যার কারণ কিন্তু (স্বয়ং) কারণরহিত, সেই বিষ্ণুকেই স্তুতি করা যায়। যে ব্রহ্মজ্ঞ (বেদজ্ঞ বিষ্ণু) তপস্যারত ব্যক্তির জন্য দেবস্বরূপ, সেই জনার্দন আমার প্রতি প্রীত হউন।" ইহা শ্রীবিদুরের উক্তি ॥৯৭॥

যতো যশ্চ শাস্ত্রে (শ্রীহরিসন্তোষক-স্বধর্মার্পণরূপো) বর্ণাশ্রমাচারো বিধীয়তে, তস্যাপ্যনুপম-চরিতং ফলং (শ্রীভগবৎকথা-শ্রবণাদিষু রুচিরূপা) ভক্তিরেব যথা (ভা: ১০।৪৭।২৪) –

(১১৮) **"দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।**
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥"

দানাদিভিঃ শ্রীকৃষ্ণ-সন্তোষার্থৈস্তদর্পিতৈরিতি জ্ঞেয়ম্। তদুক্তম্, – (ভা: ৪।৩১।৯) **"তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ"** ইত্যাদি; বৃহন্নারদীয়ে –

"জন্মকোটিসহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জিতম্। তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছুদ্ধা দেবদেবে জনার্দ্দনে ॥" ইতি; অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ, –

ব্রতোপবাসনিয়মৈর্জন্মকোট্যাপ্যনুষ্ঠিতৈঃ। যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যগ্‌ভক্তির্ভবতি রাঘবে ॥" ইতি চ।

এতদেব ব্যতিরেকেণোক্তম্, (ভা: ১।২।৮) – **"ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাম্"** ইত্যাদৌ, (ভা: ১২।১২।৫৪) **"যশঃশ্রিয়ামেব"** ইত্যাদৌ চ ॥ শ্রীমদুদ্ধবঃ শ্রীব্রজদেবীঃ ॥৯৮॥

(১১৮) যেহেতু শাস্ত্রে (শ্রীহরিসন্তোষ-স্বধর্মার্পণরূপ) যে বর্ণাশ্রমাচার বিহিত হইয়াছে, তাহারও মুখ্য ফল (শ্রীভগবৎকথা-শ্রবণাদিতে রুচিরূপা) ভক্তিই হয়। যথা – "দান, ব্রত, তপঃ, হোম, জপ, বেদপাঠ, সংযম এবং অন্যান্য বিবিধ শ্রেয়ঃসাধনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই সাধিত হয়।" এস্থলে দানাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণসন্তোষের জন্য তাঁহাতে অর্পিত হয় বলিয়া জানিতে হইবে (অর্থাৎ অন্য নিমিত্ত দানাদি দ্বারা কৃষ্ণভক্তি হয় না)। এরূপ উক্তও হইয়াছে যে – "যাহাদ্বারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর শ্রীহরির সেবা সাধিত হয়, সেই জন্মই জন্ম, সেই কর্মসমূহই কর্ম, সেই আয়ুঃই আয়ুঃ, সেই মনঃই মনঃ এবং সেই বাক্যই বাক্য।" ইত্যাদি। বৃহন্নারদীয় বচন – "যাঁহারা সহস্র কোটি জন্মে পুণ্য অর্জন করিয়াছেন, দেবদেব জনার্দনের প্রতি তাঁহাদেরই শুদ্ধা ভক্তির উদয় হয়।" অগস্ত্যসংহিতায় বলিয়াছেন – "কোটিজন্মে অনুষ্ঠিত ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও বিবিধ যজ্ঞদ্বারাই রাঘবের প্রতি সম্যক্ ভক্তি জন্মিয়া থাকে।" ইহাই – "পুরুষগণের যে ধর্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি ভগবান্ বাসুদেবের কথায় রতি উৎপাদন না করে, তাহা কেবলমাত্র পরিশ্রমেই পর্যবসিত হয়।" এবং "বর্ণাশ্রম-বিহিত আচার, তপস্যা ও শাস্ত্রাদিবিষয়ে যে পরম পরিশ্রম, তাহা কেবলমাত্র যশোযুক্ত কীর্তি বা ধনাদি সম্পত্তি লাভেই পর্যবসিত হয়।" ইত্যাদি শ্লোকে ব্যতিরেকক্রমে বলা হইয়াছে। ইহা শ্রীব্রজদেবীগণের প্রতি শ্রীউদ্ধব মহারাজের উক্তি ॥৯৮॥

যচ্চ তত্র জ্ঞানমভিধীয়তে, তদপি ভক্ত্যন্তর্ভূততয়ৈব লভ্যম্; যথা – (ভা: ১০।১৪।৫) –

(১১৯) **"পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-স্ত্বদর্পিতেহা-নিজকর্মলব্ধয়া।**
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥"

হে **ভূমন্ ! ইহ** লোকে পূর্বং **বহবো যোগিনোঽপি** সন্তো যোগৈর্জ্ঞানমপ্রাপ্য পশ্চাত্ত্বয্যর্পিতা **ঈহা** লৌকিক্যপি চেষ্টা, তথার্পিতানি যানি **নিজানি কর্মাণি, তৈর্লব্ধয়া** কথা-রুচিরূপয়া পুনশ্চ **কথোপনীতয়া** কথয়া ত্বৎসমীপং প্রাপিতয়া কথনীয়-রুচিরূপয়া **ভক্ত্যৈব অঞ্জঃ** সুখেন **বিবুধ্যা**ত্মতত্ত্বমারভ্য শ্রীভগবত্তত্ত্ব-পর্যন্তমনুভূয় **তে** তব **পরা**মন্তরঙ্গাং **গতিং** সান্নিধ্যং **প্রপেদিরে** সপ্রপত্তিকং প্রাপ্তাঃ। শ্রীগীতোপনিষৎসু চ (১০।৮) – "অহং সর্বস্য প্রভবঃ" ইত্যাদিভিঃ শুদ্ধাং ভক্তিমুপদিশ্যাহ, – (গী: ১০।১১)

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥" ইতি। শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥৯৯॥

(১১৯) আর, শ্রীমদ্ভাগবতে যে জ্ঞান উক্ত হইয়াছে, তাহাও যে ভক্তিরই অন্তর্ভূত তাহাও উপলব্ধ হইতেছে। যথা –

"হে অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ অচ্যুত! পুরাকালে এই ধরাতলে বহু যোগী ছিলেন। কিন্তু তাহারা যোগমার্গে আপনার জ্ঞান লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় লৌকিক ও বৈদিক যাবতীয় কর্ম আপনাতে অর্পণের ফলে ভবদীয় লীলাকথা-শ্রবণ-কীর্তনে রুচিরূপা ভক্তি লাভ করেন। পশ্চাৎ আপনার প্রতি রুচিযুক্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আপনার তত্ত্ব অবগত হন এবং অনায়াসে পরা গতি লাভ করেন।"

হে ভূমন্ (বিশ্বব্যাপিন্)! ইহ লোকে পূর্বে বহু লোক যোগী হইয়াও যোগদ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে না পারিয়া ঈহা অর্থাৎ লৌকিক চেষ্টা এবং নিজ কর্মসমূহের অর্পণফলে ভবদীয় কথায় রুচিরূপা ভক্তি এবং পশ্চাৎ কথাদ্বারা তাঁহাদের নিকটে আনীতা কথনীয় রুচিরূপা (অর্থাৎ কথনীয় শ্রীহরির প্রতি উদিতা রুচিরূপা) ভক্তিদ্বারাই সুখে 'বিবুদ্ধ হইয়া' – অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবত্তত্ত্বপর্যন্ত অনুভব করিয়া – অনায়াসে আপনার 'পরা' অর্থাৎ অন্তরঙ্গা গতি প্রপত্তিপূর্বক অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীগীতা-উপনিষদেও— "আমি সকলের উৎপত্তিস্থান" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা শুদ্ধা ভক্তির উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ বলিয়াছেন—

"আমি তাঁহাদেরই অনুকম্পার জন্য আত্মভাবে স্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপদ্বারা অজ্ঞানজাত তমঃ (তমোগুণরূপ অন্ধকার) বিনষ্ট করি।" ইহা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি ॥৯৯॥

যান্যন্যানি সর্বাণি তত্র পুরুষার্থ-সাধনান্যুচ্যন্তে, তান্যপি তথৈব ভক্তিমূলান্যেব, যথা (ভা: ১০।৮১।১৯) —

(১২০) "**স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।**
সর্বাসামেব সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্।।"

(ভা: ৮।২৩।১৬) "**মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রম্**" ইত্যাদি-ন্যায়েন (ভা: ১১।৫।২) "**মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ**" ইত্যাদ্যুক্ত-নিত্যত্বেন চ সর্বথা তদ্বহির্মুখানাং তু তত্তদলাভ এব স্যাদিত্যর্থঃ; যথা স্কান্দে —

"বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ। কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণী-ব্যভিচারবৎ ॥" ইতি;

তদুক্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরেণ (ভা: ১০।৭২।৪) —

ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি, ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি।
বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গ,-মাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ নান্যে ॥ ইতি;

অত উক্তং বৃহন্নারদীয়ে, —

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্। তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥" ইতি ॥ শ্রীদামবিপ্রঃ ॥১০০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্য যে সমুদয় পুরুষার্থসাধন (চতুর্বর্গের সাধন) উক্ত হইয়াছে, তাহাও পূর্বের ন্যায় ভক্তিমূলকই হয়। যথা—

(১২০) "পুরুষগণের স্বর্গ, অপবর্গ এবং রসাতল ও ভূতলের যাবতীয় সম্পৎসমূহের সিদ্ধিবিষয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্মের অর্চনই মূলস্বরূপ।"

"মন্ত্র (স্বরাদি ভ্রংশ), তন্ত্র (বিপরীত ক্রম), দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুর বৈগুণ্যবশতঃ যে কোন কর্মের ন্যূনতাদি ঘটিলে আপনার নামকীর্তনই উহার পূর্ণতা সাধন করে" এইরূপ ন্যায়ানুসারে এবং "পরমপুরুষ শ্রীভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রমের সহিত, গুণানুসারে পৃথক্ চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা নিজের সাক্ষাৎ উৎপত্তিস্থানস্বরূপ ঈশ্বর পুরুষকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করে, তাহারা স্থান (বর্ণ ও আশ্রম) হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়"— এইজাতীয় উক্তির নিত্যতাহেতু সর্বপ্রকারে ভগবদ্বহির্মুখগণের পক্ষে কর্মের বিভিন্ন ফললাভই অসিদ্ধ হয়।

স্কন্দপুরাণেও এরূপ উক্ত হইয়াছে—

"বিষ্ণুভক্তিহীন জনগণের (শ্রৌত) ও স্মার্ত যেসকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, স্বৈরিণী রমণীর ব্যভিচারের ন্যায় ঐসকল ক্রিয়ার ফলস্বরূপ কেবলমাত্র কায়িক ক্লেশই লাভ হয়।"

অতএব মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠির বলিয়াছেন— "হে প্রভো! যাহারা নিরন্তর দেহদ্বারা অমঙ্গলনাশক আপনার পাদুকাযুগলের পরিচর্যা করেন, বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা উঁহার ধ্যান এবং বাক্যদ্বারা উঁহার কীর্তন করেন, হে পদ্মনাভ! তাহারা সংসারমুক্তি লাভ করেন, আর যদি কোন কাম্য বিষয়ের অভিলাষ করেন, রাজচক্রবর্তিগণেরও অলভ্য বিষয়সমূহ লাভ করিতে পারেন।" অতএব বৃহন্নারদীয় বচনও এইরূপ—

"জল যেরূপ সমস্ত জীবের জীবন, সেইরূপ ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির জীবনস্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।" ইহা শ্রীদামবিপ্রের উক্তি ॥১০০॥

তদেবং তানি সাধনানি ভক্তিজীবনান্যেবেতি ভক্তেরের সর্বত্রাভিধেয়ত্বম্। তানি বিনাপি চ ভক্তেরেব তত্র সাধকত্বমপি দর্শিতং তত্র (ভা: ২।৩।১০) **"অকামঃ সর্বকামো বা"** ইত্যাদৌ; যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১১।৪৬) পুলহবাক্যম্, –

"যো যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞে যোগে যঃ পরমঃ পুমান্। তস্মিংস্তুষ্টে যদপ্রাপ্যং কিং তদস্তি জনার্দ্দনে ॥" ইতি ॥ অতএব (মহাভা: শান্তিপ:) মোক্ষধর্মে –

"যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥ ইতি।

তস্মাৎ সাধূক্তং সর্বশাস্ত্রশ্রবণফলত্বেন তদভিধেয়ত্বম্। অতএব প্রথমং স্বয়ংভগবতা সৈব প্রবর্তিতেত্যুক্তম্, (ভা: ১১।১৪।৩) – **"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ম্"** ইত্যাদিনা। তদেবং সতি যে তু নাতিকোবিদাস্তে তত্তদর্থং (স্ব-স্ব-কামনা-ফল-লাভার্থং) কর্মাদ্যঙ্গত্বেনৈব শ্রীবিষ্ণূপাসনাং কুর্বতে, ততস্তদপরাধেন নিজ-নিজকামনামাত্র-ফলপ্রদত্বং তত্রানিয়তত্বঞ্চ তস্যাঃ। তত্তদর্থমপি স্বতন্ত্রত্বেন ক্রিয়মাণায়া ভক্তেস্ত্বশ্যং তত্তৎফলপ্রদত্বম্। ন চ তত্তন্মাত্র-দানেন পর্য্যাপ্তিঃ, কিন্তু পর্য্যবসানে পরমফলপ্রদত্বমেবেতি। ততস্তস্যা এব পরম-হিতত্বেনাভিধেয়ত্বমাহ, (ভা: ৫।১৯।২৬) –

(১২১) **"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং, নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।**
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা,-মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥"

অর্থিতঃ প্রার্থিতঃ সন্ **নৃণামর্থিতং সত্য**মেব দদাতি, ন তত্র কদাচিদপি ব্যভিচার ইত্যর্থঃ। কিন্তু, তথাপি তন্মাত্রেণা**র্থদো** ন ভবতি, – তন্মাত্রং দত্ত্বা নিবৃত্তো ন ভবতীত্যর্থঃ; যত উপাসকস্য তত্রাপূর্ণত্বাদ্ভোগক্ষয়ে সতি তস্যৈব **পুনরর্থিতা** ভবতি, – (ভা: ৯।১৯।১৪) **"ন জাতু কামঃ কামানাম্"** ইত্যাদেঃ। তদেবমভিপ্রেত্য স তু পরমকারুণিকস্তৎপাদপল্লব-মাধুর্য্যাজ্ঞানেন **তদনিচ্ছতামপি ভজতামিচ্ছাপিধানং** সর্বকাম-সমাপকং **নিজপাদপল্লব**মেব **বিধত্তে,** – তেভ্যো দদাতীত্যর্থঃ। যথা মাতা চর্ব্যমাণাং মৃত্তিকাং বালকমুখাদপসার্য্য তত্র খণ্ডং দদাতি, তদ্বদিতি ভাবঃ। এবমপ্যুক্তম্, (ভা: ২।৩।১০) – **"অকামঃ সর্বকামো বা"** ইত্যাদৌ তীব্রত্বং ভক্তেঃ। তথোক্তং গারুড়ে, – "যদ্দুর্লভং যদপ্রাপ্যং মনসো যন্ন গোচরম্। তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ ॥" ইতি।

এবং শ্রীসনকাদীনামপি ব্রহ্মজ্ঞানিনাং ভক্ত্যনুবৃত্ত্যা তৎপাদপল্লব-প্রাপ্তির্জ্ঞেয়া ॥ দেবাঃ পরস্পরম্ ॥১০১॥

এইরূপে ভক্তিই পূর্বোক্ত সকল সাধনের জীবন বলিয়া সর্বত্র ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব সিদ্ধ হয়। আর ঐসকল সাধন ব্যতীতও একমাত্র ভক্তিই যে সেই সাধনের সাধক, ইহা দর্শিত হইয়াছে। সে বিষয়ে "অকাম, সর্বকাম বা মোক্ষকাম উদারবুদ্ধি ব্যক্তি তীব্র ভক্তিযোগদ্বারা ভগবান্ পরম পুরুষের আরাধনা করিবেন" এই বাক্যে বলা হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পুলহের উক্তি এইরূপ – "যিনি যজ্ঞপুরুষ এবং যিনি যোগে পরমপুরুষরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সেই জনার্দন তুষ্ট হইলে, কোন্ ফল অপ্রাপ্য থাকে ? অর্থাৎ কোন ফলই অপ্রাপ্য হয় না।"

অতএব মোক্ষধর্মে উক্ত হইয়াছে – "ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ – এই চতুর্বিধ পুরুষার্থলাভের যেসকল সাধন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, নারায়ণাশ্রিত মানব তদ্ব্যতীতই ঐসকল পুরুষার্থ লাভ করেন।"

অতএব সর্বপ্রকার শাস্ত্রশ্রবণের ফলরূপে ভক্তিকে যে অভিধেয় বলা হইয়াছে— "তাহা যথার্থই। অতএব— "কালক্রমে প্রলয়কালে এই বেদবাণী নষ্ট হইলে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ং ভগবৎকর্তৃকই যে এই বেদবাণীর প্রবর্তন হইয়াছে— ইহা উক্ত হইয়াছে। এঅবস্থায়, যাহারা অতি বিজ্ঞ নহেন তাহারা বিভিন্ন ফলের জন্য (নিজ নিজ কামনার ফললাভনিমিত্ত) কর্মের অঙ্গরূপেই শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন, অতএব সেই অপরাধবশতঃ ভক্তি কেবলমাত্র তাহাদের নিজ-নিজ-কামনার অনুরূপ ফলমাত্রই দান করেন, তাহাও আবার অনিশ্চিতই হয়। পক্ষান্তরে বিভিন্ন ফলের জন্যও যদি স্বতন্ত্রভাবে ভক্তির অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে ভক্তি অবশ্যই সেই সেই ফল প্রদান করেন। আর কেবলমাত্র সেই সেই ফল দান করিয়াই ভক্তির পরিসমাপ্তি হয় না, পরন্তু পরিণামে পরমফলও লাভ হইয়া থাকে। অতএব পরম হিতকর বলিয়া ভক্তিকেই অভিধেয়রূপে বলিতেছেন—

(১২১) "(ভগবান্ শ্রীহরি) প্রার্থিত হইয়া মানবগণের প্রার্থিত (বস্তু) দান করেন সত্য, (কিন্তু) যাহা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, এইরূপ ফল দান করেন না। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-প্রাপ্তির ইচ্ছা পোষণ না করিয়াও যাহারা তাঁহার ভজন করেন, তাহাদিগকে তিনি স্বয়ং সর্বকামনাশান্তিকারক স্বীয় পাদপল্লব দান করেন।"

(তিনি) 'অর্থিত' অর্থাৎ প্রার্থিত হইয়া মানবগণের 'অর্থিত' অর্থাৎ কাম্য বস্তু সত্যই দান করেন। এবিষয়ে কখনও নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু তথাপি কেবলমাত্র সেইরূপ প্রার্থিত বস্তুর দান করিয়াই তিনি অর্থদ হন না, অর্থাৎ তন্মাত্র ফলদান করিয়াই নিবৃত্ত হন না। যেহেতু উপাসক তাদৃশ ফলের অপূর্ণতাবশতঃ ভোগদ্বারা উহার ক্ষয় হইলেই পুনরায় তাহাই প্রার্থনা করে। শাস্ত্রও বলিয়াছেন— "কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কখনও কামনা নিবৃত্ত হয় না।" এইরূপ বিচার করিয়াই সেই পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ তদীয় পাদপল্লবের মাধুর্যসম্বন্ধে অজ্ঞানতাবশতঃ তদ্‌বিষয়ে অনিচ্ছুক ভজনকারিগণকেও 'ইচ্ছাপিধান' অর্থাৎ তাহাদের সর্বকামনার সমাপ্তিকারক নিজের পাদপল্লবই 'বিধান করেন', অর্থাৎ দান করেন। বালক মৃত্তিকা চর্বণ করিতে আরম্ভ করিলে মাতা যেরূপ তাহার মুখ হইতে মৃত্তিকা দূর করিয়া মুখের মধ্যে খণ্ড (খাঁড় গুড়) দান করেন, ইহাও সেইরূপ। "অকাম, সর্বকাম বা মোক্ষকাম উদারবুদ্ধি ব্যক্তি তীব্র ভক্তিযোগদ্বারা পরমপুরুষের আরাধনা করিবেন।" এই শ্লোকে ভক্তির তীব্রত্ব বলা হইয়াছে। শ্রীগরুড়পুরাণেও বলিয়াছেন—

"যাহা দুর্লভ, যাহা অপ্রাপ্য এবং যাহা মনের অগোচর, শ্রীমধুসূদনের ধ্যান করিলে তিনি অপ্রার্থিত তাদৃশ বস্তুও প্রদান করেন।"

এইরূপ, শ্রীসনকপ্রমুখ ব্রহ্মজ্ঞানিগণেরও ভক্তির অনুবর্তনদ্বারাই ভগবৎপাদপল্লবপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, ইহা জানিতে হইবে। ইহা দেবগণের পরস্পর উক্তি ॥১০১॥

অথ ব্যতিরেকেণ কর্মানাদরেণাহ— তত্র কর্মণঃ ফলপ্রাপ্তাবনিশ্চয়বত্ত্বং দুঃখরূপত্বঞ্চ; ভক্তেস্তু তস্যামাবশ্যকত্বং (অবশ্যফলদায়কত্বং) সাধক-দশায়ামপি সুখরূপত্বঞ্চেত্যাহ, (ভা: ১।১৮।১২) —

(১২২) "**কর্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।**
আপায়য়তি গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং মধু ॥"

অস্মিন্ কর্মণি সত্রেঽ**নাশ্বাসে**ঽবিশ্বসনীয়ে,— বৈগুণ্যবাহুল্যেন কৃষিবৎ ফলনিশ্চয়াভাবাৎ; অনেন ভক্তের্বিশ্বসনীয়ত্বং ধ্বনিতম্। ধূমেন ধূম্রৌ বিরঞ্জিতৌ বিবর্ণাবাত্মানৌ শরীর-চিত্তে যেষাম্,— 'কর্মণি ষষ্ঠী' তানস্মানিত্যর্থঃ। **পাদপদ্মস্য** যশোরূপ**মাসবং** মকরন্দম্; **মধু** মধুরম্। অত্র সত্রবৎ কর্মান্তরম্, শ্রীভগবদ্‌যশঃ-শ্রবণবদ্ভক্ত্যন্তরঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং ভক্তিবিনাভূতানাং কর্মাদিভিরস্মাকং দুঃখমেবাসীদিতি ব্যতিরেকত্বমত্র গম্যতে। তদুক্তম্, (ভা: ১২।১২।৫৪) "**যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরঃ**" ইত্যাদি; (ভা: ১।২।২২) "**অতো বৈ কবয়ো নিত্যম্**" ইত্যাদি চ। ব্রহ্মবৈবর্তে চ শ্রীশিবং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্যম্—

"যদি মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্ত্যেব নান্যথা। কলৌ কলুষচিত্তানাং বৃথায়ুঃপ্রভৃতীনি চ।
ভবন্তি বর্ণাশ্রমিণাং ন তু মচ্ছরণার্থিনাম্ ॥" ইতি ॥ শ্রীঋষয়ঃ শ্রীসূতম্ ॥১০২॥

অনন্তর ব্যতিরেকভাবে কর্মের অনাদরপূর্বক বলিতেছেন — তন্মধ্যে কর্মের ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে অনিশ্চয়তা ও দুঃখরূপতা, পক্ষান্তরে — ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে ভক্তির আবশ্যকতা অর্থাৎ অবশ্য ফলদায়কতা এবং সাধকাবস্থায়ও ইহার সুখরূপতা আছে। তজ্জন্য বলিতেছেন —

"অবিশ্বসনীয় এই যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ কর্মকাণ্ডের ধূমরাশিতে আমাদের দেহ ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আপনি আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মজনিত মকরন্দ পান করাইতেছেন।"

এই 'অনাশ্বাস কর্মে' অর্থাৎ বহুবিধ বৈগুণ্যহেতু কৃষিকর্মাদির ন্যায় ফলের অনিশ্চয়তাহেতু অবিশ্বাসযোগ্য এই যজ্ঞকর্মে। ইহাদ্বারা ভক্তি যে বিশ্বাসযোগ্য — ইহা সূচিত হইল। 'ধূম'দ্বারা 'ধূম্র' অর্থাৎ বিবর্ণ হইয়াছে 'আত্মাদ্বয়' অর্থাৎ শরীর ও চিত্ত যাহাদের, তাদৃশ আমাদিগকে। শ্লোকে 'ধূমধূম্রাত্মনাং' এই পদে কর্মকারকে ষষ্ঠীবিভক্তি হইয়াছে। 'পাদপদ্মাসব' — পাদপদ্মের যশঃস্বরূপ 'আসব' অর্থাৎ মকরন্দ। 'মধু' অর্থাৎ মধুর। এস্থলে যজ্ঞের ন্যায় অন্যান্য শ্রৌত কর্ম এবং ভগবৎ যশঃশ্রবণের ন্যায় অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে জানিতে হইবে। এরূপ উক্তিদ্বারা — ভক্তিরহিত আমাদের কর্মাদিদ্বারা কেবলমাত্র দুঃখই হইয়াছিল — এইরূপ ব্যতিরেকভাবও এস্থলে সূচিত হইতেছে। অতএব বলিয়াছেন — "বর্ণাশ্রমবিহিত আচাররত ব্যক্তিগণের তপস্যা ও শাস্ত্রাভ্যাসাদিতে যে পরম পরিশ্রম, তাহা কেবলমাত্র যশোযুক্ত কীর্তি বা সম্পদলাভেই পর্যবসিত হয়" ইত্যাদি এবং "অতএব মনীষিগণ সর্বদা পরমপ্রীতিসহকারে ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি চিত্তশুদ্ধিকারিণী ভক্তিরই অনুষ্ঠান করেন" ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্তে শ্রীশিবের প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্য এইরূপ —

"মানবগণ যদি আমাকে পাইতে ইচ্ছা করে তবে অবশ্যই পাইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না; পরন্তু কলিযুগে কলুষচিত্ত বর্ণাশ্রমিগণের আয়ুঃপ্রভৃতি বৃথাই হয়; কিন্তু যাহারা আমার আশ্রয়প্রার্থী তাহাদের আয়ুঃপ্রভৃতি বৃথা হয় না।" ইহা শ্রীসূতের প্রতি শ্রীঋষিগণের উক্তি ॥১০২॥

তথা (ভা: ১।৫।১৭) "**ত্যক্ত্বা স্বধর্মম্**" ইত্যাদিকমনুসন্ধেয়ম্। এবং মহাবিত্ত-মহায়াসাদি-সাধ্যেন কর্মাদিনা তুচ্ছং স্বর্গাদিফলম্, স্বল্পায়াস-স্বল্পবিত্তাদি-সাধ্যয়া ভক্ত্যা, তদাভাসেন চ, পরম-মহৎফলং তত্র তত্রানুসন্ধায় ভক্তাবেব শাস্ত্রতাৎপর্য্যং পর্য্যালোচনীয়ম্। তস্মাৎ তত্তচ্ছাস্ত্রাণামপি ভক্তিবিধেয়ক-তত্তদনুবাদেন প্রবৃত্তত্বান্ন বৈফল্যমিত্যপি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ (ভা: ৭।৯।১০) —

(১২৩) "**বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ,-পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ,-প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥**"

টীকা চ — "ভক্ত্যৈব কেবলয়া হরেস্তোষঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্। ইদানীং ভক্তিং বিনা নান্যৎ কিঞ্চিত্তোষহেতুরিত্যাহ, — **বিপ্রাদিতি**; (ভা: ৭।৯।৯) "**মন্যে ধনাভিজন-রূপ-তপঃশ্রুতৌজ,-স্তেজঃ-প্রভাব-বল-পৌরুষ-বুদ্ধি-যোগাঃ**" ইত্যাদৌ পূর্বোক্তা যে ধনাদয়ো দ্বিষট্ দ্বাদশ গুণাস্তৈর্যুক্তাদ্**বিপ্রাদপি শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে**; যদ্বা, সনৎসুজাতোক্তা (মহাভা: উদ্যম প: ৪৩।২০) দ্বাদশ ধর্মাদয়ো গুণা দ্রষ্টব্যাঃ, —

'ধর্মঞ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ, অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ, ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥' ইতি ॥

কথম্ভূতাদ্বিপ্রাৎ ? **অরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ**; কথম্ভূতং **শ্বপচম্** ? তস্মিন্নরবিন্দনাভে অর্পিতা মনআদয়ো যেন তম্; **ঈহিতং** কর্ম। বরিষ্ঠত্বে হেতুঃ — **স** এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্বং **কুলং পুনাতি; ভূরি মানো**

গর্বো যস্য স তু বিপ্র আত্মানমপি **ন পুনাতি**, কুতঃ কুলম্ ? যতো ভক্তিহীনস্যৈতে গুণা গর্বায়ৈব ভবন্তি, ন তু শুদ্ধয়ে; অতো হীন ইতি ভাবঃ" ইত্যেষা। মুক্তাফল-টীকা চ – "**দ্বিষট্** দ্বাদশ **গুণাঃ** ধনাভিজনাদয়ঃ; যদ্বা, –

'শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জ্জব-বিরক্তয়ঃ। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যে দ্বিষড়্গুণাঃ ॥' ইত্যপ্যুক্তা" ইত্যেষা। স্কান্দে শ্রীনারদবাক্যম্ –

"কুলাচারবিহীনোঽপি দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রশস্তঃ সর্বলোকানাং ন ত্বষ্টাদশবিদ্যকঃ।

ভক্তিহীনো দ্বিজঃ শান্তঃ সজ্জাতির্ধার্মিকস্তথা ॥" ইতি;

কাশীখণ্ডে চ –

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ ॥" ইতি; বৃহন্নারদীয়ে –

"বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। চাণ্ডালা অপি তে শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ ॥" ইতি; নারদীয়ে চ –

"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো দ্বিজাতিঃ শ্বপচাধিকঃ ॥" ইতি।

অত্র মূলপদ্যে "**কুলং পুনাতি**" ইত্যুক্তে স্বং পুনাতীতি সুতরামেব সিদ্ধম্; যথোক্তম্, (ভা: ২।৪।১৮) –

"কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা, আভীর-কঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ, শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥" ইতি ॥

শ্রীপ্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্ ॥১০৩॥

এবিষয়ে – "(কেহ) স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মের ভজন করিতে করিতে অপক্ক অবস্থায়ই যদি তাহা হইতে পতিত হয়" ইত্যাদি বাক্যের অর্থও বিচার্য। এইরূপে – প্রচুর বিত্ত ও প্রভূত পরিশ্রমাদিদ্বারা সম্পাদনীয় কর্মাদির স্বর্গাদি ফল তুচ্ছ এবং অল্প আয়াস ও অল্প বিত্তাদিদ্বারা সম্পাদনযোগ্য ভক্তি এমন কি তাহার আভাসেরও ফল অতি মহৎ, এইসকল শাস্ত্রবচন অনুসন্ধান বা বিচার করিলে ভক্তিই যে সকলশাস্ত্রের তাৎপর্য, ইহা নির্ণীত হয়। অতএব কর্মাদির উপদেশক শাস্ত্রসমূহও ভক্তিকেই তাদৃশ কর্মাদিতে বিধেয়রূপে ধার্য করিয়া ঐসকল কর্মাদির অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় ঐসকল শাস্ত্রও বিফল নহে – ইহা মনে করিতে হইবে।

(১২৩) আরও বলিতেছেন – "শ্রীহরিপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্র অপেক্ষা শ্রীহরিপাদপদ্মে মনঃ, বাক্য, ঈহিত (কর্ম) ও প্রাণসমর্পণকারী শ্বপচকে বরিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ) মনে করি। কারণ, সেই শ্বপচ নিজ কুলকে পবিত্র করে, কিন্তু প্রভূত গর্বযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ নিজেকেই পবিত্র করিতে পারে না, কুলের কথাই বা কি বলিব !"

টীকা *– "একমাত্র ভক্তিদ্বারাই শ্রীহরির সন্তোষ উৎপাদন সম্ভবপর – ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি ভক্তিব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার সন্তোষজনক নহে – ইহাই "বিপ্র অপেক্ষা" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। "আমি মনে করি – ধন, আভিজাত্য, সৌন্দর্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়ের পটুতা, কান্তি, প্রতাপ, শরীরের শক্তি, উদ্যম, প্রজ্ঞা ও অষ্টাঙ্গ যোগ ইত্যাদিতে শ্লোকে ধনপ্রভৃতি যে দ্বিষট্ অর্থাৎ দ্বাদশপ্রকার গুণ উক্ত হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা যুক্ত বিপ্র অপেক্ষাও শ্বপচকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। অথবা মহাভারতে সনৎসুজাতের দ্বারা উক্ত ধর্মপ্রভৃতি দ্বাদশ গুণ দ্রষ্টব্য। যথা – "ধর্ম, সত্য, দম, তপঃ, মাৎসর্যশূন্যতা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ,*

দান, ধৈর্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের ব্রতস্বরূপ।" কিরূপ বিপ্র হইতে (শ্বপচ শ্রেষ্ঠ) তাহা বলিতেছেন — শ্রীহরির পাদপদ্ম হইতে যিনি বিমুখ। কিরূপ শ্বপচকে শ্রেষ্ঠ মনে করি তাহা বলিতেছেন — যে চণ্ডাল শ্রীহরির প্রতি মনঃপ্রভৃতি অর্পণ করিয়াছেন। এস্থলে — 'ঈহিত' শব্দের অর্থ কর্ম। তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বলিতেছেন — তাদৃশ শ্বপচ (কুক্কুরমাংসভোজী চণ্ডাল) সকল কুলকে পবিত্র করে; কিন্তু 'ভূরিমান' অর্থাৎ প্রভূতগর্বশালী বিপ্র কুলের কথা দূরে থাকুক — নিজকেও পবিত্র করিতে পারে না। যেহেতু ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের পূর্বোক্ত গুণসমুদয় গর্বেরই কারণ হয়, শুদ্ধির কারণ হয় না; অতএব তাদৃশ ব্রাহ্মণ তাদৃশ শ্বপচ অপেক্ষাও হীন — ইহাই ভাবার্থ। এপর্যন্ত টীকা। মুক্তাফলনাম্নী টীকায় দ্বিষট্ অর্থাৎ ধন ও আভিজাত্যপ্রভৃতি দ্বাদশটি গুণ অথবা; "শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য ও আস্তিক্য — এই দ্বাদশটি গুণ। ইহাও উক্ত হইয়াছে।" এপর্যন্ত টীকা।

স্কন্দপুরাণে শ্রীনারদের বাক্য —

"জিতেন্দ্রিয় দৃঢ়ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি কুলাচারহীন হইলেও সকল লোকের মধ্যে প্রশস্ত; পরন্তু ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অষ্টাদশ বিদ্যাযুক্ত, শান্ত, সৎকুলজাত এবং ধার্মিক হইলেও প্রশস্ত হন না।"

কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে — "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা যে কোন নীচ ব্যক্তিও বিষ্ণুভক্তিযুক্ত হইলে তাহাকে সর্বোত্তমগণের মধ্যে উত্তম বলিয়া জানিতে হইবে।"

বৃহন্নারদীয়বচন — "যাহারা বিষ্ণুভক্তিবিহীন তাহারা চণ্ডাল বলিয়া কথিত হয়। আর হরিভক্তিপরায়ণ হইলে চণ্ডালগণও শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হয়।"

নারদীয় বচন — "হে রাজন্! বিষ্ণুভক্ত শ্বপাক(চণ্ডাল)ও দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে বিষ্ণুভক্তিবিহীন দ্বিজাতিও চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হয়।"

এস্থলে মূল পদ্যে — "কুল পবিত্র করেন" এই উক্তিদ্বারা নিজকে যে পবিত্র করেন — ইহা সুতরাংই সিদ্ধ হইল।

এরূপ উক্তও হইয়াছে — "যাঁহার আশ্রিত ভক্তগণের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, কঙ্ক, খসপ্রভৃতি যবনগণ এবং অন্যান্য পাপকর্মকারিগণ শুদ্ধিলাভ করে, সেই প্রভুত্বশীল পুরুষকে প্রণাম করি।" ইহা শ্রীনৃসিংহের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি॥১০৩॥

অতএবাহুঃ, (ভা: ১০।২৩।৩৯)

(১২৪) **"ধিগ্‌জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্।**
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়া দাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥"

টীকা চ — "**ত্রিবৃৎ** শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম; **ব্রতং** ব্রহ্মচর্য্যম্; **ক্রিয়াঃ** কর্মাণি, **দাক্ষ্যঞ্চ**" ইত্যাদিকা; তথোক্তম্, (ভা: ৪।৩১।১০) — "**কিং জন্মভিস্ত্রিভিঃ**" ইত্যাদি॥ যাজ্ঞিকবিপ্রাঃ॥১০৪॥

অতএব বলিয়াছেন —

(১২৪) "অধোক্ষজ শ্রীহরির প্রতি বিমুখ আমাদের ত্রিবৃৎ জন্ম, ব্রত, বহু শাস্ত্রজ্ঞান, কুল, কর্মসমূহ ও দক্ষতা সকলই ধিক্ (অর্থাৎ বৃথা)।"

টীকা *— 'ত্রিবৃৎ' — শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ এই ত্রিগুণিত জন্ম। 'ব্রত' — ব্রহ্মচর্য, 'ক্রিয়া' — কর্মসমূহ, 'দাক্ষ্য' — নিপুণতা। ইত্যাদি টীকাবাক্য। "তিন প্রকার জন্মদ্বারা ফল কি?" ইত্যাদি বাক্যেও এরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহা যাজ্ঞিক বিপ্রগণের উক্তি॥১০৪॥*

শ্রীভগবৎসমর্পিত-কর্মণোঽপ্যনাদরেণ তু দর্শিতম্ (ভা: ১।২।১৪) – "**তস্মাদেকেন মনসা**" ইত্যাদি। শ্রীগীতোপনিষৎসু চ ভক্ত্যসামর্থ্য এব তদ্‌বিহিতম্ (১২।৮-১১) –

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥" ইতি।

অত্র পাদ্মোত্তরে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেতিহাসোঽপ্যনুসন্ধেয়ো যথা – "চোলদেশরাজস্য কস্যচিদ্-বিষ্ণুদাস-নাম্না বিপ্রেণ শুদ্ধমর্চনমেব কুর্বতা সহ কস্য পূর্বং ভগবৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিতি স্পর্দ্ধয়া বহূন্ যজ্ঞান্ ভগবদর্পিতানপিসুষ্ঠু বিদধতো ন ভগবৎপ্রাপ্তিরভূৎ। কিন্তু বিপ্রস্য ভগবৎপ্রাপ্তৌ দৃষ্টায়াং তান্ পরিত্যজ্য, –

'যৎস্পর্দ্ধয়া ময়া চৈতদ্‌যজ্ঞদানাদিকং কৃতম্। স বিষ্ণুরূপধৃগ্‌বিপ্রো যাতি বৈকুণ্ঠমন্দিরম্ ॥
তস্মাদ্‌যজ্ঞৈশ্চ দানৈশ্চ নৈব বিষ্ণুঃ প্রসীদতি। ভক্তিরের পরং তস্য নিদানং তোষণে মতম্' ॥"

ইতি মুদ্‌গলং প্রত্যুক্ত্বা,

'বিষ্ণৌ ভক্তিং স্থিরাং দেহি মনোবাক্‌কায়কর্মণা।
ত্রিরুচ্চৈর্ব্যাজহারাসৌ হোমকুণ্ডাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥'

ইত্যুক্ত্বা শুদ্ধভক্তি-শরণতামেব মুহুর্দৈন্যেনাঙ্গীকৃত্য হোমকুণ্ডে দেহং ত্যজতঃ পশ্চাদেব তৎপ্রাপ্তিঃ" ॥ ইতি।

যোগানাদরেণাহ, (ভা: ১০।৫১।৬০) –

(১২৫) "**যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে ক্বচিদুত্থিতম্ ॥**"

উত্থিতং বিষয়াভিমুখম্ ॥ শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দম্ ॥১০৫॥

এইরূপ, শ্রীভগবানে অর্পিত কর্মেরও অনাদরপূর্বক কেবলমাত্র ভক্তির ইতিকর্তব্যতা নির্দিষ্ট হইতেছে। যথা – "অতএব একাগ্রচিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বদা শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান ও পূজা করা কর্তব্য।" শ্রীগীতা-উপনিষদেও ভক্তির অনুষ্ঠানে অসমর্থ ব্যক্তির প্রতি অন্যান্য সাধনের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। যথা – "হে অর্জুন! তুমি আমাতেই মন ধারণ কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। তাহা হইলে তুমি ইহার পর আমাতেই যে অবস্থান করিবে – ইহাতে কোন সংশয় নাই। আর যদি আমাতে চিত্তকে স্থিরভাবে সমাহিত করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছুক হও। যদি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্যে কর্মপরায়ণ হও, আমার উদ্দেশ্যে তুমি কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিবে। আর ইহার অনুষ্ঠানেও যদি অসমর্থ হও তাহা হইলে মদীয় যোগ আশ্রয় করিয়া সংযতচিত্তে আমাতে সর্বকর্মের ফল ত্যাগ কর।

এস্থলে পদ্মপুরাণে কার্তিক মাহাত্ম্যের ইতিহাস অনুসন্ধানযোগ্য। উহা এইরূপ – "চোলদেশের এক রাজা শ্রীবিষ্ণুর বিশুদ্ধঅর্চনকারী বিষ্ণুদাসনামক এক ব্রাহ্মণের সহিত প্রতিযোগিতায় কাহার অগ্রে ভগবৎপ্রাপ্তি

হইবে— এই মনে করিয়া স্পর্ধার সহিত শ্রীভগবানে সমর্পণসহকারে সুষ্ঠুভাবে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন নাই। পরে ব্রাহ্মণের ভগবৎপ্রাপ্তি দর্শন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া 'যাঁহার প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া আমি এই দানযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেই ব্রাহ্মণ বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্বক বৈকুণ্ঠমন্দিরে গমন করিতেছেন। অতএব যজ্ঞ ও দানদ্বারা শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হন না; পরন্তু একমাত্র ভক্তিই তাঁহার সন্তোষ উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ কারণরূপে স্থির হইল'।"

এইরূপ মুদ্‌গলকে বলিয়া, 'অতএব মানসিক, বাচনিক ও কায়িক কর্মদ্বারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রতি স্থির ভক্তি দান কর'— হোমকুণ্ডের সম্মুখে অবস্থানপূর্বক তিনি উচ্চস্বরে তিনবার এরূপ বলিয়াছিলেন।

ইহার পর সেই রাজা বারম্বার দৈন্যসহকারে শুদ্ধভক্তিরই আশ্রয় স্বীকার করিয়া হোমকুণ্ডে দেহত্যাগপূর্বক শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন।

যোগক্রিয়ার অনাদরপূর্বক বলিতেছেন—

(১২৫) "হে রাজন্! প্রাণায়ামাদিদ্বারা ভক্তিহীন যোগসাধকগণের মন বাসনাশূন্য না হইয়া কোনও সময়ে উত্থিত হইতে দেখা যায়।"

"উত্থিত"— বিষয়াভিমুখী। ইহা রাজা মুচুকুন্দের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥১০৫॥

তথা (ভা: ১।৬।৩৬) —

(১২৬) "**যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।**
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥"

ততঃ সুতরামেব (ভা: ১১।১৪।২০) "ন সাধয়তি মাং যোগঃ" ইত্যাদিকমিতি ভাবঃ॥ শ্রীনারদো শ্রীব্যাসম্॥**১০৬**॥

এইরূপ আরও বলা হইয়াছে— "নিরন্তর কামলোভগ্রস্ত আত্মা অর্থাৎ মন মুকুন্দ শ্রীহরির সেবাদ্বারা যেরূপ সাক্ষাৎ শান্ত হয়, যমপ্রভৃতি যোগানুষ্ঠানদ্বারা সেরূপ শান্ত হয় না।" "হে উদ্ধব! আমার প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদপাঠ, তপঃ(জ্ঞান) ও ত্যাগ(সন্ন্যাস) সেরূপ বশীভূত করে না।" ইত্যাদি বাক্য সুতরাং সঙ্গতই হয়। ইহা শ্রীব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি॥১০৬॥

অথ জ্ঞানানাদরেণাপ্যুদাহ্রিয়তে। তত্র তস্য কৃচ্ছ্রসাধ্যত্বেনানাদরো দর্শিত এব — (ভা: ৩।৫।৪৫, ৪৬) "**পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ**" ইত্যাদিভ্যাম্; তথোক্তং শ্রীকুমারোপদেশে, — (ভা: ৪।২২।৪০) "**কৃচ্ছ্রো মহান্**" ইত্যাদি। শ্রীগীতাসু চ (১২।১-৫) "অর্জ্জুন উবাচ, —

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

শ্রীভগবানুবাচ, —

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥" ইতি।

ভক্তিমার্গে তু শ্রমো ন স্যাৎ; তদ্বশীকারিতারূপং ফলঞ্চাপূর্বমিত্যাহ, (ভা: ১০।১৪।৩) –

(১২৭) "**জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,**
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥"

উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা **স্থানে** সতাং নিবাস এব **স্থিতাঃ; সন্মুখরিতাং** সদ্ভির্মুখরিতাং স্বত এব নিত্যং প্রকটিতাং **ভবদীয়বার্ত্তাং** তৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বত এব **শ্রুতিগতাং** শ্রবণং প্রাপ্তাং; **প্রায়শো** বাহুল্যেন **তনু-বাঙ্মনোভির্নমন্তঃ** সৎকুর্বন্তো **যে জীবন্তি** কেবলম্, যদ্যপি নান্যৎ কুর্বন্তি, **তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যা-**মন্যৈর**জিতোঽপি** ত্বং **জিতোঽসি** বশীকৃতোঽসি। অতএবোক্তং শ্রীনৃসিংহপুরাণে –

"পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়ে,-ষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যৈকলভ্যে পুরুষে পুরাণে, মুক্তৌ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ ?" ইতি ॥**১০৭**॥

অনন্তর জ্ঞানের অনাদরপূর্বক ভক্তির উৎকর্ষবিষয়ক উদাহরণ দেখাইয়াছেন। তন্মধ্যে জ্ঞান কষ্টসাধ্য বলিয়া পূর্বে উহার প্রতি দুইটি শ্লোকে অনাদর দর্শিতই হইয়াছে। যথা – "হে দেব! যাঁহারা আপনার কথামৃত পান করায় ভক্তিবৃদ্ধিহেতু বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়া যেরূপ সত্বর আপনার বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অন্য ধীর ব্যক্তিগণও চিত্তের সমাধিযোগবলে বলিষ্ঠা প্রকৃতিকে জয় করিয়া পুরুষরূপী আপনাতেই প্রবেশ করেন; পরন্তু তাঁহাদের বহু শ্রম হয়; কিন্তু আপনার সেবার দ্বারা আপনার ভক্তগণের শ্রম হয় না।"

শ্রীসনৎকুমারের উপদেশেও পূর্বে ইহা উক্ত হইয়াছে –

"ষড়্বর্গরূপ কুম্ভীরপরিপূর্ণ এই ভবসমুদ্রকে যাহারা যোগাদিদ্বারা উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করেন, ভবসমুদ্রতরণে নৌকাসদৃশ শ্রীভগবানের পাদপদ্মের আশ্রয় বিনা তাহাদের তদ্রূপ চেষ্টাদ্বারা ক্লেশমাত্রই সার হয়। অতএব তুমি ভজনীয় ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মকে নৌকা করিয়া দুস্তর সাগরস্বরূপ সংসারদুঃখ উত্তীর্ণ হও।"

শ্রীগীতাশাস্ত্রেও শ্রীঅর্জুন প্রশ্ন করিলেন – "হে ভগবন্! যেসকল ভক্ত সর্বদা এরূপ যুক্তচিত্তে আপনার ভজন করেন, আর যাঁহারা অক্ষর অব্যক্ত তত্ত্বের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারা অতিশ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা ?"

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন – "যাঁহারা আমাতে মন আবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্তভাবে পরমশ্রদ্ধাসহকারে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা আমার বিচারে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া সম্মত। পরন্তু যাঁহারা সর্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমসাধনপূর্বক সর্বগত, অচিন্তনীয়, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্দেশের অযোগ্য অক্ষর অব্যক্ত তত্ত্বের উপাসনা করেন, সর্বভূতহিতৈষী তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। পরন্তু অব্যক্ততত্ত্বে আসক্তচিত্ত সেই সাধকগণের সাধনে অধিকতর ক্লেশই ঘটিয়া থাকে। কারণ, দেহধারী পুরুষগণকর্তৃক সেই অব্যক্তগতি দুঃখেই লব্ধ হয়।"

পরন্তু ভক্তিমার্গে পরিশ্রম নাই। বিশেষতঃ ইহাতে শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করা যায়, এরূপ অপূর্ব ফলও রহিয়াছে। ইহাই বলিতেছেন –

(১২৭) "হে অজিত! যাঁহারা জ্ঞানযোগের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া স্থানে (সাধুসঙ্গে) স্থিত হইয়াই, সাধুগণের মুখে স্বতঃ উচ্চারিত এবং তৎসান্নিধ্যহেতু আপনা হইতেই শ্রুতিগত ভবদীয় বার্তাকে দেহ, বাক্য ও মনদ্বারা সৎকারপূর্বক জীবনধারণ করেন, ত্রিলোক মধ্যে আপনি অজিত হইয়াও তাঁহাদের দ্বারা প্রায়শঃ জিত হন।"

উদপাস্য — কিঞ্চিন্মাত্রও না করিয়া। 'স্থানে' অর্থাৎ সাধুগণের নিবাসস্থলেই স্থিত হইয়া, তাঁহাদের মুখরিত অর্থাৎ সাধুগণকর্তৃক স্বাভাবিকভাবেই নিত্য প্রকাশিত আপনার সেই বার্তা তাঁহাদের সান্নিধ্যহেতু আপনা হইতেই শ্রুতিগত অর্থাৎ কর্ণগোচর হয়, (উহাকে) প্রায়শঃ অর্থাৎ প্রভূতভাবে শরীর, বাক্য ও মনদ্বারা সৎকার করিয়াই যাঁহারা জীবন ধারণ করেন যদিও (তাঁহারা) অন্য কোন অনুষ্ঠান না করেন, তথাপি প্রায়শঃ ত্রিলোকে আপনি অজিত হইয়াও তাঁহাদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হইয়া যান।

অতএব শ্রীনৃসিংহপুরাণে বলিয়াছেন — "মূল্যদ্বারা ক্রয়ব্যতীতই লভ্য হয় এরূপ পত্র, পুষ্প, ফল ও জল বিদ্যমান থাকিতে এবং পুরাণপুরুষ শ্রীহরিও ভক্তিদ্বারা সুলভরূপে বিরাজমান থাকিতে মুক্তির জন্য কিহেতু প্রয়াস করা হয়?"॥১০৭॥

বস্তুতস্তু (ভা: ১০।১৪।৪) —

(১২৮) **"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।**
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্‌যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্‌॥"

টীকা চ — "ভক্তিং বিনা চ জ্ঞানং নৈব সিধ্যতীত্যাহ, — **শ্রেয় ইতি; শ্রেয়সামভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং সৃতিঃ** সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং তাম্‌, **তে** তব **ভক্তিমুদস্য** ত্যক্ত্বা শ্রেয়সাং মার্গভূতামিতি বা; **তেষাং ক্লেশলঃ ক্লেশ এবাবশিষ্যতে**। অয়ং ভাবঃ — যথাল্পপ্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্যান্তঃকণহীনান্‌ স্থূলধান্যাভাসাংস্তুষানেব যেঽবঘ্নন্তি, তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলম্‌; এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য **যে কেবলবোধায়** প্রযতন্তে, তেষামপি" ইত্যেষা। অত্র **বিভো** ইতিবৎ **কেবল**! — শুদ্ধেত্যপি সম্বোধনম্‌। **অসৌ** দৃশ্যমানঃ **ক্লেশলঃ** সন্ন্যাসাদীন্যেবেতি চ জ্ঞেয়ম্‌। শ্রীগীতাসু চ (১৩।৮) "শ্রীভগবানুবাচ, — অমানিত্বমদম্ভিত্বম্‌" ইত্যাদিকং জ্ঞানযোগমার্গমুপক্রম্য, মধ্যে (গী: ১৩।১০) "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী" ইত্যপ্যুক্ত্বা, প্রান্তে (গী: ১৩।১১) "তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌" ইতি সমাপ্যাহ, — এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা" ইতি। ততো ভক্তিযোগং বিনা জ্ঞানং ন ভবতীত্যর্থঃ। অতোঽন্তেঽপ্যুক্তম্‌, (গী: ১৩।১৮) — "মদ্ভক্ত এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" ইতি। তত্রান্যত্র চ (গী: ৯।৩) —

"অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসার-বর্ত্মনি॥" ইতি;

অস্য (গী: ৯।১৪) "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ" ইত্যাদি-পূর্বোক্ত-লক্ষণস্যেত্যর্থঃ। অতএবাস্ফুট-ভক্তীনাং (প্রাপ্তব্রহ্মজ্ঞানানাং) মুদ্গলাদীনামপি কৃতচরী সাধনভক্তিরনুসন্ধেয়া॥**১০৮**॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্‌॥**১০৭-১০৮**॥

বস্তুতঃ —

(১২৮) "হে বিভো! যাঁহারা শ্রেয়ঃসৃতি (মঙ্গললাভের পথস্বরূপ) আপনার ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, স্থূলতুষ-কুট্টনকারী ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহাদের সেই ক্লেশ কেবলমাত্র ক্লেশলই (ক্লেশদায়কই) হয়, অন্য কোন ফল লাভ হয় না।"

টীকা – "ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান সিদ্ধই হয় না – ইহাই বলিতেছেন। 'শ্রেয়ঃসৃতি' – সরসী হইতে যেরূপ নির্ঝরসমূহের 'সৃতি' – সরণ অর্থাৎ প্রবাহ হয়, সেইরূপ যাহা হইতে অভ্যুদয় (লৌকিক সমৃদ্ধি) ও অপবর্গরূপ 'শ্রেয়ঃ'সমূহের 'সৃতি' অর্থাৎ প্রবাহ হয়, উহাই অর্থাৎ সেই ভক্তিই শ্রেয়ঃসৃতি। আপনার এরূপ শ্রেয়ঃসৃতি ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া অথবা – 'শ্রেয়ঃসৃতি' অর্থাৎ শ্রেয়ঃসমূহের মার্গস্বরূপা যে ভক্তি। তাহাদের (সেই ভক্তিত্যাগী জ্ঞানপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের) ক্লেশ ক্লেশেই পরিসমাপ্ত হয়। ভাবার্থ এই – যাহারা অল্পপরিমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া, অভ্যন্তরে তণ্ডুলরহিত তুষসমূহ (যাহা স্থূল ধান্যের ন্যায় প্রতীত হয়) কুট্টন করে, তাহাদের যেরূপ কোন ফললাভ হয় না, সেইরূপ যাহারা ভক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের জন্য প্রচেষ্টা করে, তাহাদেরও সেইরূপই হয়।" এপর্যন্ত টীকা।

এস্থলে 'বিভো !' এই পদের ন্যায় 'কেবল' এই পদটিও সম্বোধন পদ। অর্থাৎ হে কেবল – হে শুদ্ধ ! আবার 'অসৌ' পদে দৃশ্যমান ক্লেশল অর্থাৎ ক্লেশ; সন্ন্যাসাদিও ক্লেশ বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীভগবান্ – "অমানিত্ব অদাম্ভিত্ব" ইত্যাদি বচনে জ্ঞানযোগের উপক্রম করিয়া মধ্যস্থলে – "একনিষ্ঠভাবে আমার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি" – এরূপ কথাও বলিয়া শেষে – "তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্য বস্তুর (শ্রীভগবানের) দর্শন" এরূপ উল্লেখের পর, "ইহাই জ্ঞান বলিয়া উক্ত হয়, এতদ্ব্যতীত বিপরীত সমস্তই অজ্ঞানস্বরূপ" এইরূপে সমাপ্ত করিয়াছেন। অতএব ভক্তিযোগ ব্যতীত জ্ঞান হয় না, ইহাই অর্থ। ইহার পরেও বলিয়াছেন – "আমার ভক্ত এই জন্য ইহা অবগত হইয়া আমার ভক্তিলাভের যোগ্য হয়।" ইতি।

শ্রীগীতায় অন্যত্রও বলিয়াছেন – "হে পরন্তপ অর্জুন ! এই ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধাকারী মানবগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যু ও পুনর্জন্মের পথেই ফিরিয়া আসে।" ইতি।

'এই ধর্মের' – এই পদে – পূর্বে "সর্বদা আমার কীর্তন এবং আমার উপাসনায় যত্ন করিয়া দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ" ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার উপাসনারূপ যে ধর্ম উক্ত হইয়াছে উক্ত ধর্মকেই বুঝিতে হইবে।

ইহা হইতেই যাহাদের ভক্তি বর্তমান সময়ে পরিস্ফুট হয় নাই, সেই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত মুদ্গল প্রভৃতিরও পূর্বানুষ্ঠিত সাধনভক্তির অনুসন্ধান করা যায়। অর্থাৎ তাহারাও যে পূর্বে শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন – ইহা বোধগম্য হয়॥১০৮॥ ইহা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি॥১০৭-১০৮॥

আশ্রয়ান্তর-স্বাতন্ত্র্যানাদরেণাহ, (ভা: ৬।৯।২১) –

(১২৯) "**অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং, স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।**
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ, শ্ব-লাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥"

অবিস্মিতং ততোঽন্যস্যাপূর্ব-বস্তুনোঽসদ্ভাবাদ্‌বিস্ময়রহিতম্; যদ্বা, সদা সস্মিতম্; অতঃ **স্বেনৈব** স্বীয়েনৈব স্বস্যৈব ধর্মভূতস্য ক্রিয়া(লীলা)ভূতেন **লাভেন পরিপূর্ণকামম্**, নান্যস্যেত্যর্থঃ; অতঃ সর্বত্র **সমমতঃ প্রশান্তং** চিত্তদোষরহিতম্; **বালিশ ঈশস্যাপ্রিয়ঃ** সোঽ**তিতিতর্ত্তি** অতিতর্তুমিচ্ছতীত্যর্থঃ। যথোক্তম্ (ভা: ১।২।২৭) – **রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ** ইত্যাদি। স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে চ –

"বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে। স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥" ইতি; তত্রৈবান্যত্র চ –

"বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে। ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষম্॥" ইতি;

মহাভারতে চ –

"যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে। স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥" ইতি। অতএবোক্তং শ্রীসত্যব্রতেন, (ভা: ৮।২৪।৪৯) –

"ন যৎপ্রসাদাযুতভাগলেশ-মন্যে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্।
কর্ত্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংস-স্তমীশ্বরং বৈ শরণং প্রপদ্যে ॥" ইতি ॥

শ্রীব্রহ্মশিবাবপি বৈষ্ণবত্বেনৈব ভজেত, – (ভা: ২।৯।৫) **"স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ"**; (ভা: ১২।১৩।১৬) **"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"** ইত্যাদ্যঙ্গীকারাৎ। অতএব দ্বাদশে শ্রীশিবং প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়েনোক্তম্ (ভা: ১২।১০।৩৪) –

"বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণকামাভিবর্ষণাৎ।
ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি ॥" ইতি।

তথা ত্বয্যপি চ তৎপর ইত্যর্থঃ; – (ভা: ১২।৮।৪০) **"কিং বর্ণয়ে তব বিভো"** ইত্যনেন শ্রীনারায়ণর্ষিং প্রত্যুক্তত্বাৎ। অতএবাষ্টমে প্রজাপতিকৃত-শিবস্তুতৌ – (ভা: ৮।৭।৩৩) **"যে ত্বাত্মরাম-গুরুভির্হৃদি চিন্তিতাঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বম্"** ইতি; চতুর্থে শ্রীমদষ্টভুজং প্রতি প্রচেতোভিরপি (ভা: ৪।৩০।৩৮) – **"বয়ং তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য, প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন"** ইতি।

বৈষ্ণবস্য সতঃ সমদর্শিনস্তু ন ভক্তিলাভঃ, প্রত্যবায়শ্চ; যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে –

"ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ। একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণু-সামান্যদর্শিনঃ ॥
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥" ইতি।

অতএবাভেদদৃষ্টিবচনং শমভক্তজ্ঞান্যাদিপরমেব; যথা শ্রীমার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে দ্বাদশ এব শ্রীশিব-বাক্যম্, (ভা: ১২।১০।২০-২২) –

"ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ।
একান্তভক্তা অস্মাসু নির্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ ॥
সলোকা লোকপালাস্তান্ বন্দন্ত্যর্চ্চন্ত্যুপাসতে।
অহঞ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ ॥
ন তে মযাচ্যুতেঽজে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে।
নাত্মনশ্চ পরস্যাপি তদ্যুষ্মান্ বয়মীমহি ॥" ইতি;

তত্তেভ্যোঽপি তানতিক্রম্য **যুষ্মান্** মার্কণ্ডেয়াদীন্ শুদ্ধবৈষ্ণবান্ **বয়মীমহি** – ভজেমেত্যর্থঃ; যদুক্তং শ্রীশিবেনৈব প্রচেতসঃ প্রতি, (ভা: ৪।২৪।৩০) –

"অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা।
ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়াননন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥" ইতি;

অন্যত্র চ (ভা: ৮।৭।৪০) – **"প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং সচরাচরঃ"** ইতি চ। তস্য মার্কণ্ডেয়স্য শুদ্ধ-বৈষ্ণবত্বঞ্চোক্তমেতৎপূর্বম্ (ভা: ১২।১০।৬) –

"নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্কাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥"

ইতি মার্কণ্ডেয়মুদ্দিশ্য শ্রীশিবেন। তথা শ্রীশিবস্য তচ্চেতস্যাবির্ভাবাৎ সমাধিবিরামেণ চ তদেব ব্যঞ্জিতম্; যথা (ভা: ১২।১০।১৩) **"কিমিদং কুত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনিঃ"** ইতি। কিঞ্চ, (ভা: ১২।১০।২০) **"ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ"** ইত্যাদাবভেদ-দৃষ্টিবচনেঽপি (ভা: ১২।১০।২১) **"স্বয়ঞ্চ**

হরিরীশ্বরঃ" ইত্যনেন তস্যৈব (শ্রীহরেরেব) প্রাধান্যমুক্তম্। তস্যৈব স্বয়মীশ্বরত্বঞ্চোক্তম্ — (ভা: ১।২।২৪) **"পার্থিবাদ্দারুণঃ"** ইত্যাদিনা; ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশিববাক্যমপি তথৈব —

"যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্। দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥" ইতি; পরব্রহ্মস্বরূপস্য তস্য বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানাদিতি ভাবঃ।*

তদেবং বৈষ্ণবত্বেনৈব শ্রীশিবভজনং যুক্তম্। কেচিত্তু বৈষ্ণবাস্তৎপূজনমাবশ্যকত্বেনোপস্থিতং চেত্তর্হি তস্মিন্নধিষ্ঠানে শ্রীভগবন্তমেব পূজয়ন্তি। যথা শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরান্তিমোঽয়মিতিহাসঃ — বিষ্বক্সেন-নামা কশ্চিদ্‌বিপ্র একান্তি-ভাগবতঃ পৃথিবীং বিচরন্নাসীৎ। স কদাচিদেক এব বনান্তে উপবিষ্টঃ। তত্রাথ গ্রামাধ্যক্ষসুতঃ কশ্চিদাগতস্তমুবাচ, — কোঽসীতি। ততঃ কৃত-স্বাখ্যানং পুনস্তমুবাচ, — মম শিরঃপীড়াদ্য জাতেতি নিজেষ্টং দেবং শিবং পূজয়িতুং ন শক্নোমীত্যতো মম প্রতিনিধিত্বেন ত্বমেব তং পূজয়েতি। এতদনন্তরঞ্চ তত্রত্যং সার্দ্ধং পদ্যম্ —

"এতদুক্তঃ প্রত্যুবাচ বয়মেকান্তিনঃ শ্রুতাঃ ॥

চতুরাত্মা ★ হরিঃ পূজ্যঃ প্রাদুর্ভাবগতোঽথবা। পূজয়ামশ্চ নৈবান্যং তস্মাত্ত্বং গচ্ছ মা চিরম্ ॥" ইতি;

ততস্তস্মিংস্তদনঙ্গীকৃতবতি স খড়্গমুন্নমিতবান্ শিরশ্ছেত্তুম্। ততশ্চাসৌ বিপ্রঃ স্তব্ধস্তেন মৃত্যুমনভীপ্সন্ বিচার্য্যোক্তবান্, — 'ভবতু, তত্রৈব গচ্ছামঃ'। ইতি গত্বা চেদং মনসি চিন্তিতম্, — 'অয়ং রুদ্রঃ প্রলয়-হেতুতয়া তমো-বর্দ্ধনত্বাত্তমোভাবঃ; শ্রীনৃসিংহদেবশ্চ তামস-দৈত্যগণবিদারকতয়া তমোভঞ্জনকর্ত্তৃত্বাত্তদ্-ভঞ্জনার্থমেব তত্রোদেতি সূর্য ইব তমোরাশেঃ; অতো রুদ্রাকারাধিষ্ঠানেঽপি তদুপাসকানামেষাং তমোভঞ্জনকৃতে শ্রীনৃসিংহ-পূজামেবাস্মিন্ করিষ্যামি' ইতি। অথ 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ' ইতি গৃহীতপুষ্পাঞ্জলৌ তস্মিন্ পুনঃ ক্রোধাবিষ্টেন গ্রামাধ্যক্ষপুত্রেণ খড়্গঃ সমুদ্যমিতঃ। ততশ্চাকস্মাত্তদেব লিঙ্গং স্ফোটয়িত্বা শ্রীনৃসিংহদেবঃ স্বয়মাবির্ভূয় তং গ্রামাধ্যক্ষপুত্রং সপরিকরং জঘান। দক্ষিণস্যাং দিশ্যতিপ্রসিদ্ধো 'লিঙ্গস্ফোট'-নামা তত্র স্বয়ং স্থিতবানিতি।

ততোঽনন্যভক্তাঃ শ্রীশিবমপি বৈষ্ণবত্বেনৈব মানয়ন্তি; কেচিৎ কদাচিত্তদধিষ্ঠানত্বেনৈব বা। অতএবোক্তমাদিবারাহে, —

"জন্মান্তরসহস্রেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্। বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্বপাপক্ষয়ে সতি ॥" ইতি।

অতএব শ্রীনৃসিংহ-শিব-ভক্তয়োরন্তরং বৃহদেব; শ্রীনৃসিংহতাপন্যাং শ্রুতৌ (পূ: ৫।১০) — "অনুপনীত-শতমেকমেকেনোপনীতেন তৎসমম্, উপনীতশতমেকমেকেন গৃহস্থেন তৎসমম্, গৃহস্থ-শতমেকমেকেন-বানপ্রস্থেন তৎসমম্, বানপ্রস্থশতমেকমেকেন যতিনা তৎসমম্, যতীনাং তু শতং পূর্ণমেকেন রুদ্রজাপকেন তৎসমম্, রুদ্রজাপকশতমেকমেকেনাথর্বাঙ্গিরস-শিখাধ্যাপকেন তৎসমম্,

---

*অত এবমপ্যুক্তং সার্বভৌমৈঃ শ্রীচিন্তামণিদীক্ষিতৈঃ —

"বনমালনি যাদৃশাশয়ো মম তাদৃঙং ন কপালমালিনি।
অসিতে মুদিরে যথা শিখী মুদমভ্যেতি তথা ন পাণ্ডুরে ॥
দেবাস্তটিন্যস্ত্রিদশাস্তডাগা বিশ্বেশ্বরোঽয়ং সরিতামধীশঃ।
তৃষ্ণাহরঃ কোঽপি ন কৃষ্ণমেঘং বিহায় চিন্তামণিচাতকস্য ॥" ইত্যাদি।

★ চতুরাত্মা = বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহাত্মকঃ

অথর্বাঙ্গিরসশিখাধ্যাপকশতমেকমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎসমম্" ইতি। মন্ত্ররাজশ্চ তত্র শ্রীনৃসিংহমন্ত্র এবেতি।

স্বতন্ত্রত্বেন ভজনে তু ভৃগুশাপো দুরত্যয়ঃ; যথা চতুর্থে (ভা: ৪।২।২৭,২৮) –

"ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্ ॥
ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ ॥" ইত্যাদি;

বেদবিহিতমেবাত্র ভবব্রতমনূদ্যতে। অন্যবিহিতত্বে পাষণ্ডিত্ব-বিধানাযোগঃ স্যাৎ, – পূর্বত এব পাষণ্ডিত্বসিদ্ধেরতস্তৎপরিপন্থকানাং শ্রীভাগবতাদীনাং সচ্ছাস্ত্রত্বমায়াতম্; তৎপাষণ্ডিত্বপুরস্কৃতানাং সূত-সংহিতাদীনাম্ অসচ্ছাস্ত্রত্বং তু স্পষ্টমেব। তস্মাৎ স্বতন্ত্রত্বেনৈবোপাসনায়াময়ং দোষঃ; যতশ্চ তত্রৈব তেন ভৃগুণাশ্রীজনার্দনস্যৈব বেদমূলত্বমুক্তম্, (ভা: ৪।২।৩১) –

"এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ।
যং পূর্বে চানুসংতস্থুর্যৎপ্রমাণং জনার্দ্দনঃ ॥" ইতি।

এষ বেদলক্ষণো **যৎপ্রমাণং** – যত্র মূলমিত্যর্থঃ। অতএবান্বয়েনাপি শ্রীবিষ্ণুভক্তিদৃঢ়ীকৃতা, – (ভা: ১।২।২৩) **"সত্ত্বং রজস্তমঃ"** ইত্যাদিনা। তথা শ্রীহরিবংশে শিব-বাক্যমেব, (ভবিষ্য-পু: ৮৯।৮) –

"হরিরেব সদা ধ্যেয়ো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ। বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাত কেশবম্ ॥" ইতি।

তস্মাচ্ছ্রীশিবভক্তেরপ্যেবম্ভূতত্বে স্থিতে পরাসামপি দেবতানাং বৈষ্ণবাগমাদৌ তদ্বহিরঙ্গাবরণ-সেবকত্বেনাপ্রাকৃতানামেব পূজাবিধানম্। শ্রীভগবল্লোকসংগ্রহপরাণাং তল্লীলৌপয়িক-নরলীলা-পার্ষদানাং বা ভগবৎপ্রীণন-যজ্ঞাদৌ তু শ্রীযুধিষ্ঠির-রাজসূয়-বদন্যাসামপি তদ্বিভূতিত্বেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্; যথানুষ্ঠিতং শ্রীপ্রহ্লাদেন (ভা: ৭।১০।৩২) –

"ততঃ সংপূজ্য শিরসা ববন্দে পরমেষ্ঠিনম্।
ভবং প্রজাপতীন্ দেবান্ প্রহ্লাদো ভগবৎকলাঃ ॥" ইতি;

যথোক্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরেণৈব (ভা: ১০।৭২।৩) –

"ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ।
যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো ॥" ইতি;

বিভূতিত্বেনৈবেত্থমুক্তং পাদ্মে কার্তিক-মাহাত্ম্যে চ শ্রীসত্যভামাং প্রতি শ্রীভগবতা, –

"সৌরাশ্চ শৈবা গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ। মামেব প্রাপ্নুবন্তীহ বর্ষাপঃ সাগরং যথা ॥
একোঽহং পঞ্চধা জাতঃ ক্রিয়য়া নামভিঃ কিল। দেবদত্তো যথা কশ্চিৎ পুত্রাদিজন-নামভিঃ ॥" ইতি।

বস্তুতস্তু সর্বাপেক্ষয়া মুমুক্ষবঃ শ্রীবৈষ্ণবা এব শ্রেষ্ঠাঃ। তদুক্তং স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে, তত্রৈবান্যত্র প্রহ্লাদ-সংহিতায়ামেকাদশী-জাগরণপ্রসঙ্গে চ –

"ন সৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো ন চ শাক্তিকঃ। ন চান্যদেবতাভক্তো ভবেদ্ভাগবতোপমঃ ॥" ইতি।

তাদৃশ-সৌরাদীনাং তৎপ্রাপ্তিশ্চ ন কেবলং তদ্ধেতুত্বেন, কিন্তু ভগবৎপ্রীত্যর্থকৃত-তজ্জাত-শুদ্ধভক্তিদ্বারা বা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রমরণাদি-প্রভাবেণ বা; যথা তত্রৈব বর্ণিতয়োর্দেবশর্মচন্দ্রশর্মনাম্নোঃ সূর্য্যমারাধয়তোঃ; তদুক্তং তত্রৈব শ্রীভগবতা, –

"তৎক্ষেত্রস্য প্রভাবেণ ধর্মশীলতয়া পুনঃ। বৈকুণ্ঠভবনং নীতৌ মৎপরৌ মৎসমীপগৈঃ ॥
যাবজ্জীবন্তু যত্তাভ্যাং সূর্য্যপূজাদিকং কৃতম্। তেনাহং কর্মণা তাভ্যাং সুপ্রীতো হ্যভবং কিল ॥" ইতি;

তৎক্ষেত্রং মায়াপুরী; তৌ চ কৃষ্ণাবতারে সত্রাজিদক্রূরাখ্যৌ জাতাবিতি চ তত্র প্রসিদ্ধিঃ। এবং ইতিহাসসমুচ্চয়ে পুণ্ডরীকস্যাপি বিষ্ণুসন্তোষকপিতৃসেবয়া তৎপ্রাপ্তিশ্চ যোজনীয়া।

স্বতন্ত্রোপাসনায়াং তৎ(ঈশ্বর)প্রাপ্তিঃ শ্রীগীতোপনিষৎস্বেব নিষিদ্ধা (গী: ৯।২৩-২৫) –

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ইতি।

তস্মাত্তদীয়ত্বেনোপাসনায়াং ক্বচিদ্‌গুণোঽপি ভবতি। বিষ্ণিতরদেবানাং অবজ্ঞাদৌ তু দোষঃ (ভা: ১১।৩।২৬) – **"শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি"** ইত্যাদেঃ; যথা পাদ্মে –

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥" ইতি;

গৌতমীয়ে চ –

"গোপালং পূজয়েদ্‌যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্। অস্তু তাবৎ পরো ধর্মঃ পূর্বধর্মোঽপি নশ্যতি ॥" ইতি।

অতএব (ভা: ৬।৮।১৭) **"হয়শীর্ষা মাং পথি দেবহেলনাৎ"** ইতি শ্রীনারায়ণবর্মণি তদাগঃ ইতর দেবাবজ্ঞাজনিত-দোষ-প্রায়শ্চিত্তম্। শ্রীশিবাবহেলায়াং তু নন্দীশ্বর-শাপশ্চ বিশেষঃ। দৃষ্টঞ্চ তথা চিত্রকেতুচরিতে। শ্রীবিষ্ণুধর্মে চায়মিতিহাসঃ পূর্বং শ্রীমদম্বরীষো বহুদিনং ভগবদারাধনং তপোঽনুষ্ঠিতবান্। তদন্তে চ ভগবানেবেন্দ্ররূপেণৈরাবতীকৃতং গরুড়মারুহ্য তং বরেণ ছন্দয়ামাস। স চেন্দ্ররূপং দৃষ্ট্বা তং নমস্কারাদিভিরাদৃত্যাপি তস্মাদ্‌বরং নেষ্টবান্; উক্তবাংশ্চ, – 'মমারাধ্যাকারো যঃ, স এব মম বরদাতা ভবেন্নান্যঃ' ইতি। অথ 'তদ্দেয়ং বরমহমেব দাস্যামি' ইতি পুনরুক্তবত্যপীন্দ্রে নেষ্টবন্তং তং প্রতি স বজ্রং সমুদ্যতবান্; তথাপি তং বরং নাঙ্গীকৃতবতি তস্মিন্ সুপ্রসন্নো ভূত্বা তদ্রূপমন্তর্দ্ধাপ্য স্বরূপমাবির্ভাবয়ন্ননুজগ্রাহেতি।

তত্র চ শ্রীশিবাবজ্ঞাদৌ মহানেব দোষঃ; যথা চতুর্থ এব নন্দীশ্বর-শাপঃ (ভা: ৪।২।২৪) – **"সংসরন্ত্বিহ যে চামুমনু শর্বাবমানিনম্"** ইতি। ইদমপি যৎকিঞ্চিদেব, – শ্রীশিবস্য মহাভাগবতত্বেন তস্মিন্ দোষস্য স্বয়মেব সিদ্ধত্বাৎ। (ভা: ৪।১১।৩৩) **"হেলনং গিরিশভ্রাতুর্ধনদস্য ত্বয়া কৃতম্"** ইতি স্বায়ম্ভুবোক্ত-রীত্যা নূনং তৎ(শ্রীশিবস্য)সখ্যমনুস্মৃত্যৈব কুবেরাদপি শ্রীধ্রুবেণ ভগবদ্ভক্তিস্বভাব-কৃত-সর্ববিষয়ক-বিনয়-পুনঃ-পুনর্ভক্ত্যভিলাষাভ্যাং যুক্তেন সতা কৃতং (ভা: ৪।১২।৮) ভগবদ্ভক্তি-বর-প্রার্থনমিতি চতুর্থাভিপ্রায়ঃ। অতএবোক্তম্, (কৌর্মে) –

"যো মাং সমর্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ। বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥" ইতি।

শ্রীকপিলদেবেন সাধারণানামপি প্রাণিনামবমানাদিকং নিন্দিতম্, কিমুত তদ্‌বিধানাম্ (শ্রীশিব-ব্রহ্মসদৃশানাং মহাভাগবতানাম্); তথা হি (ভা: ৩।২৯।২১) –

"অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিডম্বনম্ ॥"

ভূতেষু বক্ষ্যমাণরীত্যা অপ্রাণভৃজ্জীবমারভ্য ভগবদর্পিতাত্ম-জীবপর্যন্তেষু; **ভূতাত্মা** তদন্তর্যামী, তং **মামবজ্ঞায়** — তেষামবজ্ঞয়া তদধিষ্ঠানকস্য মমৈবাবজ্ঞাং কৃত্বেত্যর্থঃ। ততস্তাং কৃত্বা যোঽর্চাং মৎপ্রতিমাং **কুরুতে,** স **তদ্‌বিডম্বনং** — তস্যা অবজ্ঞামেব কুরুত ইত্যর্থঃ; যত (ভা: ৩।২৯।২২) —

"যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥"

মৌঢ্যাৎ শৈলী দারুময়ী বা কাচিৎ প্রতিমেয়মিতি মূঢ়বুদ্ধিত্বাদ্ **যঃ সর্বেষু ভূতেষু** বর্ত্তমানং পরমাত্মান**মীশ্বরং মাং হিত্বা** তস্যা ময়ৈক্যমবিভাব্য **অর্চাং** মদীয়াং প্রতিমাং **ভজতে,** — কেবল-লোকরীতি-দৃষ্ট্যা তস্যৈ জলাদিকমর্পয়তি; যথাগ্নিপুরাণে দশরথ-মারিত-পুত্রস্য তপস্বিনো জনকস্য বিলাপে —

"শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিংবা প্রতিমায়াং হরের্ময়া। কিং ময়া পথি দৃষ্টস্য বিষ্ণুভক্তস্য কর্হিচিৎ ॥
তন্মুদ্রাঙ্কিতদেহস্য চেতসা নাদরঃ কৃতঃ। যেন কর্মবিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশঃ ॥" ইতি।

যথা চোক্তং পাদ্মে —

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বৈ নারকী সঃ ॥"

তস্য চ মূঢ়স্য মদ্‌দৃষ্ট্যভাবাৎ সর্বভূতাবজ্ঞাপি ভবতি; ততস্তদ্দোষেণ ভস্মনি যথা জুহোতি কশ্চিৎ, তথা তস্যাশ্রদ্দধানস্য ফলাভাব ইত্যর্থঃ।

(গী: ১৭।১) "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ" ইত্যাদ্যুক্ত-রীত্যা লোকপরম্পরামাত্র-জাত-যৎকিঞ্চিচ্ছ্রদ্ধাসদ্ভাবে তু কনিষ্ঠভাগবতত্বমেব, — (ভা: ১১।২।৪৭) —

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥" ইত্যুক্তেঃ।

যদ্যপি যথাকথঞ্চিদ্ভজনস্যৈবাবশ্যং ফলাবসানতাস্ত্যেব, তথাপি ঝটিতি ন ভবতীত্যেব। তথোক্তং বক্ষ্যতে চ সাফল্যম্ (ভা: ৩।২৯।২৫) — **"অর্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবৎ"** ইত্যাদিনা। অবজ্ঞামাত্রস্য তাদৃশত্বে সুতরাং তু (ভা: ৩।২৯।২৩) —

"দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥" ইতি;

ভিন্নদর্শিনঃ সর্বত্রান্তর্যাম্যেকত্ব-দৃষ্টিরহিতস্য; যদ্বা, সর্বতোঽত্যন্তমেব বিলক্ষণঃ শ্রীমান্ ব্রজ-সার্বভৌম-নন্দনস্তং ন ভিন্নং পশ্যতীত্যভিন্নদর্শী, তস্যেত্যর্থঃ; অতএব **মানিনঃ,** অতএব **বদ্ধবৈরস্য** চ। তথা চ মহাভারতে, —

"পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্। বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তস্য তূর্ণং প্রসীদতি ॥" ইতি।

কিঞ্চ, (ভা: ৩।২৯।২৪) —

"অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যোঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥"

অবমানিনো নিন্দাকর্ত্তুঃ। নিন্দাপি দ্বেষসমা, কিংবা, (ভা: ১১।২৩।৩) –

"ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈর্হি মর্মগৈঃ।
যথা তুদন্তি মর্মস্থা হ্যসতাং পরুষেষবঃ॥"

ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা ততোঽধিকেতি, নায়ং ব্যুৎক্রম ইত্যভিপ্রেত্য ন ভূতদ্বেষাৎ পূর্বমসৌ (ভূতনিন্দা) পঠিতা।

তদেবমীশ্বরজ্ঞানাভাবাৎ(সর্বভূতেষু অন্তর্যামিদৃষ্ট্যভাবাৎ)ভক্তাবশ্রদ্দধানস্য দোষ উক্তঃ। অথ তচ্ছ্রদ্ধাহেতু-তজ্জ্ঞানস্য স্বধর্ম-সংযুক্তং তদর্চ্চনমেব কারণমুপদিশংস্তাদৃশার্চ্চনস্যাপ্যব্যর্থতামঙ্গীকরোতি, (ভা: ৩।২৯।২৫) –

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥"

তাবদেব স্বকর্মকৃৎ সন্নর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্যাবৎ **সর্বভূতেষ্ববস্থিতমীশ্বরং মাং ন বেদ,** ন জানাতি; অত্র স্বকর্ম-সহায়ত্বমজাতশ্রদ্ধস্য, – শুদ্ধভক্তাবনধিকারাৎ। তৎ প্রতিপাদয়িষ্যতে – (ভা: ১১।২০।২৭) **"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু"** ইত্যাদিনা। অতঃ ঈশ্বর(ভগবজ্)জ্ঞানাদূর্দ্ধং **জাতশ্রদ্ধস্তু** (শরণাপত্তিলিঙ্গক-শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তঃ প্রপন্নঃ সাধনভক্তিযাজী তু সর্বত্র ভগবদ্বৈভবস্ফুরণাৎ) **স্বকর্মকৃৎ** সন্ নার্চ্চয়েৎ, কিন্তু শুদ্ধমর্চ্চনাদিকমেব কুর্ব্বীতেত্যায়াতম্। তচ্চ প্রতিপাদয়িষ্যতে – (ভা: ১১।২০।৯) **"তাবৎ কর্মাণি কুর্ব্বীত"** ইত্যাদিনা; ন ত্বর্চ্চাং পরিত্যজেদিত্যর্থঃ; –

"প্রতিষ্ঠিতার্চ্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমর্চ্চয়েৎ। বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্॥" ইতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-বিরোধাৎ।

অথ স্বধর্মপূর্বকমর্চনং কুর্ব্বংশ্চ ভূতদয়াং বিনা ন সিধ্যতীত্যাহ, (ভা: ৩।২৯।২৬) –

"আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥"

অন্তরোদরমুদরভেদেন ভেদং **করোতি,** ন তু মদধিষ্ঠানত্বেনাত্মসমং **পশ্যতি;** ততশ্চ ক্ষুধিতাদিকমপি দৃষ্ট্বা স্বোদরাদিকমেব কেবলং সংবিভর্ত্তীত্যর্থঃ; তস্য **ভিন্নদৃশো মৃত্যুরূপোঽহমুল্বণং ভয়ং** সংসারম্। নিগময়তি, (ভা: ৩।২৯।২৭) –

"অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্চ্চয়েদ্দান-মানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥"

অথ অতো হেতোঃ; যথাযুক্তং যথাশক্তি **দানেন,** তদভাবে **মানেন** চ; **'অভিন্নেন চক্ষুষা'** ইতি পূর্ববৎ। তথোক্তং সনকাদীন্ প্রতি শ্রীবৈকুণ্ঠদেবেন – (ভা: ৩।১৬।১০) **"যে মে তনূর্দ্বিজবরান্ দুহতী-র্মদীয়া, ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা"** ইত্যাদি; যদ্বা **ভিন্নেন চক্ষুষা**ন্যত্র যা দৃষ্টিস্ততোঽতিবিলক্ষণয়া দৃষ্ট্যা সর্বোৎকৃষ্ট-দৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। এষ চ প্রস্তাবঃ পূর্বম্ (৮ম, ৯ম-শ্লো:) **"অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাম্"** ইত্যাদিকং যদ্যদুক্তম্, তত্তৎপোষকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। তত্র সর্ব্বেষাং সাধারণ্যেনৈবার্হণে প্রাপ্তে বিশেষয়তি, (ভা: ৩।২৯।২৮-৩৩) –

"জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥

তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্মমাত্মনঃ ॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ ॥" ইতি;

পূর্বপূর্বস্মাদুত্তরোত্তরস্মিন্নেকৈক-গুণাধিক্যোনাধিক্যম্। **ধর্মমদোগ্ধা** নিষ্কামকর্মা; **নিরন্তরো** জ্ঞান-কর্মাদ্য-ব্যবহিতভক্তিঃ। **অকর্ত্তু**রর্পিতাত্মত্বেন স্ব-ভরণাদিকর্মানপেক্ষমাণাৎ, যদ্ভগবতি ভক্তিঃ ক্রিয়তে, তত্রাপি স্বস্য ভগবদধীনত্বং জ্ঞাত্বা তদভিমানশূন্যাচ্চ; **সমদর্শ**নাদ্ভগবদধিষ্ঠানতা-সাম্যেনাত্মবৎ পরেষ্বপি হিতমাশংসমানাৎ। **'জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাম্'** ইত্যাদিনা ভেদো হি বিবক্ষিতস্ততো মদ্ভক্তেষ্বেবাদর-বাহুল্যাদিকং কর্ত্তব্যম্; অন্যত্র তু যথাপ্রাপ্তং যথাশক্তি চেতি ভাবঃ। তথৈবোক্তম্, (ভা: ৩।২৯।৩৪) —

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥" ইতি।

জীবকলয়া তত্তৎকলনয়া — তদন্তর্যামিতয়েত্যর্থঃ। অত্র (গী: ৯।২৯) **"সমোঽহম্"** ইত্যাদি-শ্রীগীতাপদ্যমপি স্মর্ত্তব্যম্।

তদেবং প্রথমোপাসকানাং সর্বভূতাদরো বিহিতঃ। সশ্রদ্ধ-সাধকানান্তু ভগবদ্বৈভব-সার্বত্রিকতা-স্ফূর্ত্ত্যা ভবত্যেবাসৌ (সর্বভূতাদরঃ)। যথোক্তং স্কান্দে —

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ। হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ ইতি বক্ষ্যমাণরীত্যা শুদ্ধ-বন্ধুত্বাদি-ভাব-সাধকানামপি বন্ধুভাবসিদ্ধ-শ্রীগোকুলবাস্যাদি-শীলানুসরণেন তাদৃশ-ভগবদ্গুণানুসরণেন চাসৌ জায়তে।

জাতভাবানাং ত্বহিংসা চোপশমশ্চ স্বীয় এব স্বভাবো যথা (ভা: ১।১৮।২২) —

"যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা, ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্মঃ ॥" ইতি।

ততঃ পরমসিদ্ধানাঞ্চ (ভা: ১১।২।৪৫) **"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ"** ইত্যাদ্যনুসারেণ সিদ্ধ এব সঃ (সর্বভূতাদরঃ)।

তত্র সাধকানাং যত্তু (ভা: ৪।৩১।১৪) **"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন"** ইত্যাদৌ তদন্যোপাসনানাং পুনরুক্তত্বমুপলভ্যতে, তৎ পুনঃ কেবল-স্বতন্ত্র-তত্তদ্দৃষ্ট্যোপাসনানামেব। অত্র তু তত্তদধিষ্ঠানক-ভগবদুপাসনমেব বিধীয়তে। তদাদরাবশ্যকত্বঞ্চ তৎসম্বন্ধেনৈব সম্পদ্যতে; — তচ্চান্যত্র ঝটিতি রাগদ্বেষ-নিবৃত্ত্যর্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অতএব কেবল-ভূতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চ্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যান্তরায়ঃ।

পরমাত্মদৃষ্ট্যা (ভা: ৯।২১।১৬) রন্তিদেবাদীনাং তু কৃতার্থত্বম্। তস্মাদ্ভূতদয়ৈব ভক্তির্মুখ্যা, নার্চ্চনমিতি নিরস্তম্। তথৈব তদব্যবহিতপূর্বং নির্গুণ-ভক্ত্যুপায়ত্বেন (ভা: ৩।২৯।১৫) **"ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ"** ইত্যত্র **'অতি'**-শব্দেন পাঞ্চরাত্রিকার্চ্চন-লক্ষণ-ক্রিয়াযোগার্থা প্রাণ্যাদি-পীড়ন-পরিত্যাগ-ফল-মূল-পত্র-পুষ্পাবচয়াদি-লক্ষণা কিঞ্চিৎ হিংসাপি বিহিতা। তস্মাদন্যেষামনাদরো ন কর্ত্তব্যো। ভগবৎসম্বন্ধেনাদরাদিকঞ্চ কর্ত্তব্যম্। স্বাতন্ত্র্যেণোপাসনং তু ধিক্কৃতমিতি সাধ্বেবোক্তম্, — (ভা: ৬।৯।২১) **"অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামম্"** ইত্যাদি ॥ দেবাঃ শ্রীমদাদিপুরুষম্ ॥১০৯॥

অন্যাশ্রয়পূর্বক স্বাতন্ত্র্যকে অনাদরপূর্বক বলিতেছেন —

(১২৯) "যাহাতে কিছুই আশ্চর্য নাই, যিনি স্ব-লাভেই পরিপূর্ণকাম, সম, প্রশান্ত সেই পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যে-ব্যক্তি অনিশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে সেই অজ্ঞ বস্তুতঃ কুকুরের লাঙ্গুলের সাহায্যেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে।"

'অবিস্মিত' — তিনি ভিন্ন অন্য অপূর্ব বস্তু না থাকায়ই (তিনি) বিস্ময়শূন্য। অথবা 'অবিস্মিত' শব্দের অর্থ সদা সস্মিতঃ অর্থাৎ যিনি সর্বদা মৃদুহাস্যযুক্ত। অতএব 'স্ব-লাভেই' অর্থাৎ স্বীয়লাভেই যিনি পরিপূর্ণকাম, পরন্তু অন্যবস্তুর লাভদ্বারা পরিপূর্ণকাম নহেন। অতএব তিনি সর্বত্র 'সম' অর্থাৎ সমভাবাপন্ন, অতএব, 'প্রশান্ত' অর্থাৎ চিত্তদোষবর্জিত। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যে 'বালিশ' (অজ্ঞ) অর্থাৎ ঈশ্বরের অপ্রিয় অন্যকে আশ্রয় করে, সে কুকুরের লাঙ্গুলের সাহায্যে সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে। অতএব উক্ত হইয়াছে — "রাজস ও তামসপ্রকৃতির লোকসমূহ সমস্বভাব বলিয়া শ্রী, ঐশ্বর্য ও সন্তানকামনায় পিতৃগণ, ভূতগণ ও প্রজাপতি প্রভৃতির আরাধনা করে।"

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ সংবাদেও উক্ত হইয়াছে — "যে ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে নিজ মাতাকে ত্যাগ করিয়া চণ্ডালীর বন্দনা করে।"

স্কন্দপুরাণেও অন্যত্র এরূপ বলা হইয়াছে — "যে বাসুদেবকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সেই মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ পান করে।"

মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে — "যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণুকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার আরাধনা করে, সে সুবর্ণরাশি ত্যাগ করিয়া ধূলিরাশি গ্রহণের ইচ্ছা করে।"

অতএব শ্রীসত্যব্রত বলিয়াছেন — "অন্য দেবতাগণ ও গুরুজনগণ সকলে সমবেত হইয়াও স্বতন্ত্রভাবে যাঁহার অনুগ্রহের অযুতভাগের একভাগও সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না, সেই ঈশ্বরকেই আমি আশ্রয় করিতেছি।"

শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীশিবকেও বৈষ্ণবজ্ঞানেই ভজন করিবে। যেহেতু "স আদিদেব জগতাং পরো গুরুঃ" ইত্যাদি শ্লোকে এবং "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু" শ্লোকে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

অতএব দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীশিবের প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ের উক্তি এইরূপ —

"তথাপি আমি কামদাতা ও পরিপূর্ণস্বরূপ আপনার নিকট একটি বর প্রার্থনা করিতেছি যে — আমার শ্রীভগবানের প্রতি, ভগবৎপরায়ণগণের প্রতি এবং তদ্রূপ আপনার প্রতিও যেন স্থির ভক্তি হয়।"

এস্থলে — 'তদ্রূপ আপনার প্রতি' এই পদদ্বয়ের অর্থ — ভগবৎপরায়ণ আপনার প্রতিও। যেহেতু "কিং বর্ণয়ে তব বিভো" এই শ্লোকদ্বারা শ্রীনারায়ণ ঋষির প্রতি উক্ত হইয়াছে। অতএব অষ্টমস্কন্ধে প্রজাপতিকৃত শিবস্তুতিতে বলিয়াছেন — "(হে শম্ভো!) আত্মরাম এবং বিশ্বের হিতোপদেশকারী গুরুগণও হৃদয়ে আপনার পদযুগল ধ্যান করেন।"

এইরূপ চতুর্থস্কন্ধে অষ্টভুজ শ্রীভগবানের প্রতি প্রচেতাগণ বলিয়াছেন – "হে ভগবন্! আমরা আপনার প্রিয় ও সখা শ্রীশম্ভুর ক্ষণিক সঙ্গ হেতুই দুশ্চিকিৎস্য জন্ম ও মরণরোগের পরমচিকিৎসক আপনাকেই অদ্য গতিরূপে লাভ করিয়াছি।"

পরন্তু যিনি বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণু ও শিবের প্রতি সমদর্শী – তাঁহার ভক্তিলাভ হয় না, পরন্তু প্রত্যবায়ই হয়।

এ বিষয়ে বৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে – "যাহারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়াও অন্যদেবতার সহিত তাঁহার সমতা দর্শন করেন, সেই মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ শ্রীহরির ঐকান্তিকী ভক্তিলাভ করেন না। যে ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতাগণের সহিত সমভাবে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হয়।"

অতএব শাস্ত্রে তাঁহাদের (বিষ্ণু ও শিবপ্রভৃতির) প্রতি অভেদদর্শনজ্ঞাপক যেসকল বচন আছে, উহা শান্ত ভক্ত ও জ্ঞানিপ্রভৃতির সম্বন্ধেই উপদেশরূপে জানিতে হইবে।

দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীমার্কণ্ডেয়ের উপাখ্যানেই শ্রীশিবের বাক্য এইরূপ – "ব্রাহ্মণগণ সাধু, শান্ত, নিঃসঙ্গ, ভূতগণের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত, আমাদের একনিষ্ঠ ভক্ত, বৈরভাবশূন্য এবং সমদর্শী। লোকসমূহের সহিত লোকপালগণ, আমি, ভগবান্ ব্রহ্মা এবং স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীহরিও তাঁহাদের বন্দনা, অর্চনা ও উপাসনা করি। তাঁহারা আমি (শিব), শ্রীহরি ও ব্রহ্মার মধ্যে এবং নিজ ও পরের মধ্যে অণুমাত্রও ভেদ দর্শন করেন না। তদপেক্ষাও আমরা আপনাদের ভজন করি।"

এস্থানে 'তদপেক্ষা' পদের অর্থ – "তাঁহাদের অপেক্ষাও অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণগণকে অতিক্রম করিয়া; যুষ্মান্ অর্থাৎ মার্কণ্ডেয়প্রমুখ শুদ্ধবৈষ্ণবরূপী আপনাদিগকে আমরা ভজন করি।"

প্রচেতাগণের প্রতি স্বয়ং শিবও বলিয়াছেন – "অতএব তোমরা ভাগবত বলিয়া শ্রীভগবান্ আমার যেরূপ প্রিয়, তোমরাও সেইরূপ প্রিয়। আর ভাগবতগণের নিকটও কোনস্থানেই আমা অপেক্ষা অধিক প্রিয় অন্য কেহ নাই।"

অন্যত্রও শ্রীশিবের উক্তি এইরূপ – "ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হইলে চরাচর সহ আমিও প্রীত হইয়া থাকি।"

ইতঃপূর্বে এই শ্লোকে শ্রীমার্কণ্ডেয়ের শুদ্ধবৈষ্ণবত্বও উক্ত হইয়াছে –

"ব্রহ্মর্ষি মার্কণ্ডেয় অব্যয় পুরুষ শ্রীভগবানে পরা ভক্তি লাভ করায় কুত্রাপি কোন কাম্য বিষয়, এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত কামনা করেন নাই।"

ইহা মার্কণ্ডেয়ের উদ্দেশ্যে শ্রীশিবেরই বচন। এইরূপ তাঁহার চিত্তে শ্রীশিবের আবির্ভাবহেতু ও সমাধির বিরামহেতু তাঁহার বৈষ্ণবত্ব সূচিত হইয়াছে। যথা – "ইহা কি ? কোথা হইতেই বা ইহা আসিল ? এইরূপ ভাবনাবশতঃ মার্কণ্ডেয় সমাধি হইতে বিরত হইলেন।" এইরূপ – "ব্রাহ্মণগণ সাধু" ইত্যাদি বচনে অভেদদৃষ্টি বচন থাকিলেও – "স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীহরি" এরূপ উক্তিদ্বারা শ্রীহরিরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। আর, "পার্থিব কাষ্ঠ অপেক্ষা ধূম শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রীভগবানেরও স্বয়ং ঈশ্বরত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশিবের বাক্যও এইরূপ – "যে ব্যক্তি আমাকে অথবা পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রতাপশালী ভগবান্ শ্রীবাসুদেবকে দর্শন করিবেন।" কারণ, পরব্রহ্মস্বরূপ তাঁহাকে জানিলেই সকল জানা হয়।

**এইরূপে বৈষ্ণবভাবেই শিবভজন যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কতিপয় বৈষ্ণব তাঁহার পূজন আবশ্যকরূপে উপস্থিত হইলে তাঁহার স্থানে শ্রীভগবানেরই পূজা করেন। এইরূপ বিচারানুসারে বৈষ্ণবত্বহেতুই শিবের ভজন যথার্থ বলিয়া*

*অতএব সার্বভৌম শ্রীচিন্তামণিদীক্ষিতও এরূপ বলিয়াছেন – "বনমালী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার চিত্ত যেরূপ আসক্ত, কপালমালাভূষিত শ্রীশিবের প্রতি সেরূপ নহে। ময়ূর কৃষ্ণমেঘদর্শনে যেরূপ প্রীতি লাভ করে, পাণ্ডুরবর্ণ মেঘদর্শনে সেরূপ প্রীত হয় না। দেবীগণ নদীরূপে, দেবগণ তড়াগরূপে এবং এই বিশ্বেশ্বর (শিব) নদীসমূহের অধীশ্বররূপে (সমুদ্ররূপে) বিরাজ করিতেছেন, পরন্তু কৃষ্ণমেঘ ব্যতীত আর কেহই এই চিন্তামণি-চাতকের তৃষ্ণাহরণে সমর্থ নহেন।" ইত্যাদি।

বিবেচিত হয়। কোন কালে শ্রীশিবের পূজা অবশ্য কর্তব্যরূপে উপস্থিত হইলে কোন কোন বৈষ্ণব শিবরূপ অধিষ্ঠানে শ্রীভগবানেরই পূজা করেন। এবিষয়ে বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থের শেষভাগে এইরূপ ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বক্সেননামক শ্রীভগবানের একনিষ্ঠ ভক্ত এক ব্রাহ্মণ পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে একসময়ে একাকীই এক বনপ্রান্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময় গ্রামাধ্যক্ষের পুত্র সেখানে উপস্থিত হইয়া 'তুমি কে ?' এরূপ জিজ্ঞাসা করায় তিনি নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন সেই গ্রামাধ্যক্ষের পুত্র বলিল — 'আমি সম্প্রতি শিরঃপীড়ায় অসুস্থ বলিয়া নিজ ইষ্টদেব শ্রীশিবের পূজায় অসমর্থ হইয়াছি, তুমি আমার প্রতিনিধিরূপে তাঁহার পূজা কর।' ইহার পর সেখানকার দেড়টি শ্লোকে এরূপ উক্ত হইয়াছে —

"এইরূপ উক্তির পর ব্রাহ্মণ বলিলেন — আমরা একনিষ্ঠ বৈষ্ণব। আমাদের পক্ষে চতুর্ব্যূহাত্মক (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ — এই চারিরূপে প্রকাশিত) শ্রীহরি, অথবা অবতাররূপী তিনিই পূজনীয়। এতদ্ব্যতীত আমরা অন্য কাহারও পূজা করি না, অতএব তুমি সত্বর এস্থান হইতে অন্যত্র গমন কর।" ব্রাহ্মণ এইরূপে শিবপূজায় অসম্মত হইলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র তাঁহার মস্তক ছেদনের জন্য খড়গ উত্তোলন করিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্তে মরণ হইতে নিস্তারলাভের উদ্দেশ্যে চিন্তাপূর্বক বলিলেন —

'আচ্ছা, তাই হউক। আমি সেই শিবস্থানেই যাইব।' ইহা বলিয়া তথায় যাইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন — 'এই রুদ্র প্রলয়ের কারণ বলিয়া তমোগুণের বর্ধকহেতু তমোভাবাপন্ন। আর, শ্রীনৃসিংহদেবও তামস দৈত্যগণের সংহারক বলিয়া তমোগুণের সংহারক। অতএব অন্ধকাররাশির বিনাশের জন্য সূর্য যেরূপ উদিত হন, তদ্রূপ শ্রীনৃসিংহদেবও তমোগুণনাশের জন্যই যথাস্থানে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অতএব আমি এই রুদ্রমূর্তিরূপ অধিষ্ঠানেও শ্রীরুদ্রের উপাসক এইসকল লোকের তমোগুণনাশের জন্য এই স্থানেই শ্রীনৃসিংহদেবেরই পূজা করিব।' অনন্তর তিনি 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ' এই বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলে, গ্রামাধ্যক্ষপুত্র পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া খড়গ উত্তোলন করিল এবং সেই সময়েই অকস্মাৎ শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া পরিজনসহ সেই গ্রামাধ্যক্ষ-পুত্রকে সংহার করিয়াছিলেন। তিনি অতঃপর 'লিঙ্গস্ফোট' এইনামে অতি প্রসিদ্ধ হইয়া দক্ষিণ দিকে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন (এপর্যন্ত ইতিহাস)।

অতএব একনিষ্ঠ ভক্তগণ শ্রীশিবকেও বৈষ্ণবত্বহেতুই মান্য করেন। কেহ বা কদাচিৎ শ্রীভগবানের অধিষ্ঠানরূপেই তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন।

অতএব আদিবারাহে উক্ত হইয়াছে — "বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র জন্ম শ্রীশিবের আরাধনা করিয়া সকল পাপ বিনষ্ট হইলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন।"

অতএব শ্রীনৃসিংহভক্তি ও শ্রীশিবভক্তির মধ্যে প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীনৃসিংহতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে — "উপনয়নহীন একশত ব্যক্তি একজন উপনয়নযুক্ত ব্যক্তির সমান, উপনয়নযুক্ত একশতজন একজন গৃহস্থের সমান, একশত গৃহস্থ একজন বানপ্রস্থের সমান, একশত বানপ্রস্থ একজন সন্ন্যাসীর সমান, একশত সন্ন্যাসী একজন রুদ্রমন্ত্রজপকারীর সমান, একশত রুদ্রমন্ত্রজপকারী ব্যক্তি অথর্বাঙ্গিরসশিখার একজন অধ্যাপকের সমান, আবার একশত অথর্বাঙ্গিরসশিখার অধ্যাপক একজন মন্ত্ররাজের অধ্যাপকের সমান।" এস্থলে 'মন্ত্ররাজ'শব্দে শ্রীনৃসিংহমন্ত্রই উক্ত হইয়াছে। স্বতন্ত্ররূপে শ্রীশিবের আরাধনা করিলে ভৃগুমুনির অভিশাপ দুর্লঙ্ঘ্য।

চতুর্থস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে — "ভৃগুমুনি দুর্লঙ্ঘ্য ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ এই অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে — যাহারা ভবব্রতধারী (শিবব্রতধারী) এবং যাহারা তাহাদের অনুসরণকারী, সেই সৎ-শাস্ত্রবিরোধিগণ পাষণ্ডী হউক।"

এস্থলে বেদবিহিত ভবব্রত অর্থাৎ শিবোপাসনারই অনুবাদ করা হইতেছে। বেদবিরোধী অন্যশাস্ত্রবিহিত শিবোপাসনা হইলে এস্থলে পাষণ্ডিত্বের বিধান যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, তাদৃশ শিবোপাসকগণের (অর্থাৎ

পাশুপততন্ত্রাদিসম্মত শিবোপাসকগণের) পাষণ্ডিত্ব পূর্ব হইতেই সিদ্ধ রহিয়াছে (সুতরাং সিদ্ধবিষয়ের পুনরায় এস্থলে – 'তাহারা পাষণ্ডী হউক' এইরূপে নূতনভাবে পাষণ্ডিত্ব বিধান করা সঙ্গত হইতে পারে না)। অতএব সেই পাষণ্ডিশাস্ত্রের পরিপন্থী শ্রীমদ্ভাগবতাদির সৎশাস্ত্রত্ব সিদ্ধ হইতেছে। পাষণ্ডিভাবসমন্বিত সূতসংহিতাদি গ্রন্থের অসৎ-শাস্ত্রত্ব স্পষ্টই প্রকাশিত হয়। অতএব শ্রীশিবের স্বতন্ত্রভাবে উপাসনায়ই এই পাষণ্ডিত্ব দোষ জ্ঞাতব্য। কারণ, চতুর্থস্কন্ধেই শ্রীভৃগুমুনি ভগবান্ শ্রীজনার্দনকেই বেদের মূল বলিয়াছেন। যথা – "ইহাই সকল লোকের মঙ্গলজনক সনাতন মার্গ। পূর্ববর্তী মনীষিগণ ইহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; স্বয়ং জনার্দন যাহাতে প্রমাণস্বরূপ।"

'ইহা' অর্থাৎ এই বেদস্বরূপ মার্গ। 'যাহাতে' অর্থাৎ যে বেদবিষয়ে (জনার্দনই) প্রমাণ অর্থাৎ মূলস্বরূপ।

অতএব অন্বয়ক্রমেও – "সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহারা প্রকৃতির গুণ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীবিষ্ণুভক্তিই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

শ্রীহরিবংশে শিববাক্য এইরূপ – "হে বিপ্রগণ! সত্ত্বগুণাশ্রিত আপনাদের পক্ষে সর্বদা শ্রীহরিরই ধ্যান করা সঙ্গত; অতএব সর্বদা বিষ্ণুমন্ত্রের পাঠ ও কেশবের ধ্যান করিবেন।"

যেহেতু স্বতন্ত্র শিবভক্তিরও এরূপভাবে হেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এঅবস্থায় অন্যদেবতার পূজা বলিতেও বৈষ্ণবাগমপ্রভৃতি শাস্ত্রে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ আবরণরূপে যেসকল সেবক অপ্রাকৃত দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদেরই পূজার বিধান হইয়াছে। আর যাঁহারা ভগবজ্জন-শিক্ষণপরায়ণরূপে অথবা তাঁহার লীলার উপযোগী হইয়া নরলীলায় পার্ষদরূপে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন – ভগবৎপ্রীতিসাধক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের বিভূতিরূপেই পূজা করিতে হইবে। শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে এরূপই হইয়াছে। শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজও এরূপ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন। যথা –

"অনন্তর শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীভগবানের কলাস্বরূপ (অংশ বা বিভূতিস্বরূপ) ব্রহ্মা, শিব, প্রজাপতি ও দেবতাগণকে পূজা করিয়া অবনতমস্তকে বন্দনা করিয়াছিলেন।"

শ্রীযুধিষ্ঠির স্বয়ংও তাহাই বলিয়াছিলেন – "হে প্রভো গোবিন্দ! আমি যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়দ্বারা আপনার পবিত্র বিভূতিসমূহের (অর্থাৎ বিভূতিস্বরূপ দেবতাগণের) আরাধনা করিব। আপনি আমাদের এই কার্য সম্পাদন করুন।"

অন্য দেবতাগণ যে শ্রীভগবানের বিভূতি, এসম্বন্ধে পদ্মপুরাণে কার্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীসত্যভামাদেবীর প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিয়াছেন – "বর্ষার জলসমূহ যেরূপ এক সাগরকেই প্রাপ্ত হয়, সেরূপ সূর্য-উপাসক, শিবোপাসক, গণপতির উপাসক, বৈষ্ণব ও শাক্ত – ইহারা সকলে এক আমাকেই প্রাপ্ত হয়। আমি এক হইয়াও লীলাবশতঃ নামদ্বারা পঞ্চবিধরূপে প্রকাশ পাইতেছি। যেরূপ দেবদত্তনামক কোন এক ব্যক্তিই লোকসিদ্ধ পুত্রপ্রভৃতি নামদ্বারা (অর্থাৎ অমুকের পুত্র, অমুকের পিতা, অমুকের ভ্রাতা ইত্যাদিরূপে) বহুভাবে পরিচিত হয়।" বস্তুতঃ এই পঞ্চবিধ উপাসকগণের মধ্যে মুমুক্ষু শ্রীবৈষ্ণবগণই শ্রেষ্ঠ। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা ও নারদের সংবাদে তাহা উক্ত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণেই অন্যত্র প্রহ্লাদসংহিতায় একাদশী-জাগরণ-প্রসঙ্গেও উক্ত হইয়াছে – "সৌর, শৈব, ব্রাহ্ম(ব্রহ্মার উপাসক), শাক্ত কিংবা যেকোন অন্য দেবতার ভক্ত কেহই ভগবদ্ভক্তের তুল্য হন না।" তাদৃশ সূর্যোপাসকপ্রভৃতির কদাচিৎ যে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা কেবলমাত্র সূর্যাদির উপাসনা হইতেই হয় না, পরন্তু শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত শুদ্ধভক্তিদ্বারা কিংবা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রে মরণাদির প্রভাবেই সিদ্ধ হয়। স্কন্দপুরাণেই সূর্যোপাসক দেবশর্মা ও চন্দ্রশর্মার এরূপ গতি দেখা যায়।

এবিষয়ে – সেখানেই শ্রীভগবান্ এরূপ বলিয়াছেন – "সেই ক্ষেত্রের প্রভাব এবং ধর্মপরায়ণতার জন্য আমার প্রতি অনুরক্ত সেই দেবশর্মা ও চন্দ্রশর্মা আমার অনুচরগণকর্তৃক বৈকুণ্ঠলোকে নীত হইয়াছিলেন। যেহেতু

তাহারা যাবজ্জীবন সূর্যপূজাদি সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই কর্মহেতুই আমি তাহাদের প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম।"

'সেই ক্ষেত্র' অর্থাৎ মায়াপুরী (হরিদ্বার)। তাহারা উভয়ে শ্রীভগবানের শ্রীকৃষ্ণাবতারে সত্রাজিৎ ও অক্রূর হইয়াছিলেন — এরূপ প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। এইরূপ বিষ্ণুসন্তোষক পিতৃসেবাদ্বারা পুণ্ডরীকের ভগবৎপ্রাপ্তি দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হয়।

স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনাদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা — "অন্য দেবতার ভক্ত যেসকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে (তত্তৎদেবতার) আরাধনা করেন, হে অর্জুন ! তাহারাও অবৈধভাবে আমারই আরাধনা করেন। কারণ — আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। পরন্তু দেবতান্তরের উপাসকগণ আমাকে তত্ত্বতঃ জানে না বলিয়াই সংসার প্রাপ্ত হয়, অথবা পরমার্থপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। দেবোপাসকগণ দেবগণকে, পিতৃলোকের উপাসকগণ পিতৃগণকে, ভূতোপাসকগণ ভূতগণকে এবং আমার উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়।"

অতএব অন্য দেবগণ ও পিতৃলোকপ্রভৃতিকে শ্রীভগবানের সম্বন্ধী জানিয়া উপাসনা করিলে তাহাতে যেকোনরূপ গুণও সিদ্ধ হয়। ভাগবতধর্মকীর্তনপ্রসঙ্গে — "ভগবত্তত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যশাস্ত্রের অনিন্দা" ইত্যাদি উল্লেখ হেতু, অন্য দেবতাদির অবজ্ঞাদিতে দোষই হয়।

পদ্মপুরাণেও এরূপ বলিয়াছেন — "সকল দেবেন্দ্রগণেরও ঈশ্বর শ্রীহরিকেই সর্বদা আরাধনা করিবে, পরন্তু ব্রহ্মাশিবপ্রভৃতি অন্য দেবতাগণের প্রতি কখনও অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না।"

গৌতমীয় তন্ত্রের উক্তি — "যে ব্যক্তি শ্রীগোপালের অর্চনা করে, অথচ অন্য দেবতার নিন্দা করে, তাহার অর্চনার ফল ধর্মত সিদ্ধই হয় না; অধিকন্তু পূর্ব ধর্মও বিনষ্ট হয়।"

অতএব — "পথযাত্রাকালে পথস্থ দেবতাগণের প্রতি অবজ্ঞা অর্থাৎ নমস্কারাদি না করায় যে অবমাননা করা হয়, তজ্জনিত অপরাধ হইতে "হয়শীর্ষ আমাকে রক্ষা করুন" এইরূপে শ্রীনারায়ণকবচে দেবতান্তরের প্রতি অবজ্ঞাহেতু যে পাপ হয় তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে বিহিত হইয়াছে। শ্রীশিবের প্রতি অবহেলাহেতু নন্দীশ্বরের শাপ বিশেষতঃ দ্রষ্টব্য। চিত্রকেতুর চরিতেও সেইরূপ দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুধর্মেও এরূপ ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে যে — শ্রীমান্ অম্বরীষ পূর্বে বহুকাল শ্রীভগবানের আরাধনারূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ ইন্দ্ররূপধারী শ্রীভগবান্ ঐরাবতরূপধারী শ্রীগরুড়ে আরোহণ করিয়া সেখানে আসিয়া তাঁহাকে বরদ্বারা প্রলুব্ধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাঁহাকে ইন্দ্ররূপধারী দেখিয়া তাঁহার প্রতি নমস্কারাদিদ্বারা সম্মান প্রকাশ করিয়াও বরগ্রহণে ইচ্ছুক না হইয়া বলিয়াছিলেন — যিনি আমার আরাধ্য দেবতার রূপধারী, তিনিই আমার বরদাতা হইবেন, অন্য কেহ নহেন। অনন্তর — ইন্দ্ররূপী শ্রীভগবান্ — 'তোমার ইষ্টমূর্তি যে বর দিবেন তাহা আমিই দিব' এরূপ বলিলেও তিনি বরগ্রহণে সম্মত না হইলে ছদ্মবেশী শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি বজ্র উদ্যত করেন; পরন্তু তখনও তিনি বরগ্রহণে সম্মত না হওয়ায় শ্রীভগবান্ সুপ্রসন্ন হইয়া ছদ্মরূপ অন্তর্হিত করিয়া স্বরূপ ধারণপূর্বক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অপর দেবগণের অবজ্ঞাদির মধ্যে শ্রীশিবের অবজ্ঞাদিতে মহাদোষই হয়। এবিষয়ে চতুর্থস্কন্ধেই শ্রীনন্দীশ্বরের অভিশাপবাক্য এইরূপ — "যাহারা শ্রীশিবের অবমানকারী এই দক্ষের অনুগত সেই ব্রাহ্মণগণও নিরন্তর জন্মমরণভাগী হউক।" এই দৃষ্টান্তও যৎকিঞ্চিৎই হয়। কারণ শ্রীশিব মহাভাগবত বলিয়া তাঁহার অবমানকারী ব্যক্তির তাদৃশ অভিশাপ ব্যতীতই আপনা হইতেই দোষ (অপরাধ বা পাপ) সিদ্ধ হয়। "হে ধ্রুব ! তুমি শঙ্করের ভ্রাতা (সখা) কুবেরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছ" — শ্রীস্বায়ংভুব মনুর এই উক্তিহেতুই শ্রীধ্রুব নিশ্চয়ই মহাদেবের সখ্য অনুস্মরণ করিয়াই ভগবদ্ভক্তিজনিত স্বভাবজাত সর্ববিষয়ক বিনয় এবং বারম্বার ভক্তির

অভিলাষ প্রকাশসহকারেই কুবেরের নিকট হইতেও ভগবদ্ভক্তিবিষয়ে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহাই চতুর্থস্কন্ধের অভিপ্রায়।

অতএব কূর্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে— "যে ব্যক্তি শঙ্করকে নিন্দা করিয়া একান্ত ভক্তিসহকারে সর্বদা আমার অর্চনা করে, সে নিশ্চয়ই নরকগামী হয়।"

শ্রীকপিলদেব সাধারণ প্রাণিমাত্রের অবমানাদিরই নিন্দা করিয়াছেন, এঅবস্থায় শ্রীশিব-ব্রহ্মার ন্যায় মহাভাগবতের অবমানাদিবিষয়ে আর বক্তব্য কি ? যথা— "ভূতাত্মা আমি সকল ভূতগণের মধ্যে সর্বদা অবস্থিত রহিয়াছি; মনুষ্য সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া (আমার) অর্চার বিড়ম্বনাই করে।"

'ভূতগণের মধ্যে'— পরবর্তী বর্ণনানুসারে অপ্রাণিজীব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণকারী জীবপর্যন্ত সকলের মধ্যে 'ভূতাত্মা' অর্থাৎ তাহাদের অন্তর্যামী যে আমি, সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের অবজ্ঞাহেতু তাহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত আমারই অবজ্ঞা করিয়া। অতএব সেইরূপ অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তি 'অর্চা' অর্থাৎ আমার প্রতিমা রচনা করে— সে ব্যক্তি সেই অর্চার 'বিড়ম্বনা' অর্থাৎ অবজ্ঞাই করে। যেহেতু—

"যে ব্যক্তি মূঢ়তাহেতু সর্বভূতে বিদ্যমান আত্মা ও ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে ত্যাগ করিয়া অর্চার ভজন করে, সে ভস্মের উপরই আহুতি দান করে।"

'মূঢ়তাহেতু'— অর্থাৎ ইহা শিলানির্মিত বা কাষ্ঠনির্মিত একটি মূর্তিমাত্র— এরূপ মূঢ়বুদ্ধিবশতঃ যে ব্যক্তি সর্বভূতে বর্তমান, 'আত্মা' অর্থাৎ পরমাত্মরূপী ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে ত্যাগ করিয়া— আমার সহিত প্রতিমার ঐক্য চিন্তা না করিয়া 'অর্চা' অর্থাৎ আমার প্রতিমার ভজন করে, অর্থাৎ কেবলমাত্র লৌকিক রীতির অনুসরণ করিয়াই প্রতিমাদির উদ্দেশ্যে জলাদি অর্পণ করে (সে ভস্মে আহুতি দান করে, অর্থাৎ তাদৃশ অর্চনা নিষ্ফলই হয়)।

অগ্নিপুরাণে দশরথকর্তৃক নিহত মুনিপুত্রের পিতা তপস্বীর বিলাপেও— প্রতিমাদির প্রতি শিলাদিবুদ্ধিপ্রভৃতি দোষজনকরূপেই জানা যায়। যথা— "আমি কি শ্রীহরির প্রতিমায় শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম, কিংবা কদাচিৎ পথে বৈষ্ণবমুদ্রাযুক্ত (গাত্রে শঙ্খচক্রাদিচিহ্নধারী) কোন বিষ্ণুভক্তকে দেখিয়াও মনে মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি নাই, যে কর্মবিপাকহেতু সম্প্রতি আমার ঈদৃশ পুত্রশোক উপস্থিত হইল।"

পদ্মপুরাণেও বলিয়াছেন— "যাহার অর্চনীয় শালগ্রামাদিতে শিলাবুদ্ধি, গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কলিকলুষনাশক শ্রীবিষ্ণুপাদতীর্থ শ্রীগঙ্গাদিতে এবং বৈষ্ণবগণের পাদোদকে সাধারণ জলবুদ্ধি, সকলকলুষনাশক তদীয় শুদ্ধ নাম-মন্ত্রে সাধারণ শব্দবুদ্ধি এবং ব্রহ্মাদি সর্বেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে অন্য দেবতার সাদৃশ্যবুদ্ধি (অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুতে অন্য দেবতার তুল্যতাজ্ঞান) রহিয়াছে, সে নিশ্চয়ই নারকী।" অতএব সেই মূঢ়ব্যক্তির মদ্‌বিষয়ক তত্ত্বদৃষ্টি না থাকায় সকল ভূতগণের প্রতিও অবজ্ঞা করা হইয়া থাকে। অতএব সেই দোষে— কেহ যজ্ঞকালে যেরূপ অগ্নিতে আহুতি না দিয়া ভস্মে আহুতি দান করিলে উহা নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ শ্রদ্ধাহীন সেই মূঢ় ব্যক্তির অর্চাপূজায়ও কোন ফল হয় না। আর, "যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজন করেন" ইত্যাদি শ্রীগীতাশাস্ত্রোক্তরীতি অনুসারে যাহার কেবলমাত্র লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত যৎকিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা থাকে, তাহাকে কনিষ্ঠভাগবত বলিয়াই জানিতে হইবে।

কারণ, এরূপ উক্ত হইয়াছে যে— "যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে অর্চার মধ্যেই শ্রীহরির পূজা করেন— পরন্তু ভগবদ্ভক্ত বা অন্যান্য কাহারও মধ্যে শ্রীহরির পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্তরূপে কথিত হন।"

যদিও যেকোনপ্রকারে অনুষ্ঠিত ভজনমাত্রেরই অবশ্যই ফলসিদ্ধি রহিয়াছে, তথাপি উহা শীঘ্র সিদ্ধ হয় না, ইহাই পূর্বোক্তক্রমে উক্ত হইল। পরন্তু সাফল্যের কথা পরে— "সেপর্যন্তই অর্চাদিতে অর্চনা করিবে" ইত্যাদিক্রমে উক্ত হইবে। সুতরাং অবজ্ঞামাত্রই যে দোষাবহ ইহা জানা যাইতেছে। যথা— "যে পর শরীরে আমাকে দ্বেষ করে, এইরূপ মানী, ভিন্নদর্শী এবং ভূতগণের প্রতি বৈরভাবাপন্ন ব্যক্তির মন শান্তি লাভ করে না।"

'ভিন্নদর্শিনঃ' — সর্বত্রই অন্তর্যামী এক — এইরূপ দৃষ্টিরহিত। অথবা, 'অভিন্নদর্শিনঃ' এরূপ পাঠ বিভাগ করিলে এইরূপ অর্থ হইবে — সকল হইতেই 'ভিন্ন' অর্থাৎ অত্যন্ত বিলক্ষণ যে শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহাকে যে দর্শন করে না — সে অভিন্নদর্শী। অতএব সে মানী, আর মানী বলিয়াই ভূতগণের প্রতি বৈরভাবাপন্ন।

মহাভারতে এরূপ বলিয়াছেন — "করুণস্বভাব পিতা যেরূপ পুত্রকে উদ্বেগ দান করেন না, সেরূপ করুণাযুক্ত যে ব্যক্তি প্রাণিমাত্রকেই উদ্বেগ দান করেন না, সেই বিশুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্বরই প্রসন্ন হন।"

আরও বলিয়াছেন — "হে বিশুদ্ধে! ভূতসমূহের অবমানকারী ব্যক্তি বিবিধ দ্রব্যরাশিদ্বারা ক্রিয়ার অনুষ্ঠানক্রমে অর্চামধ্যে আমার অর্চনা করিলেও আমি সন্তুষ্ট হই না।"

'অবমানকারী' — নিন্দাকারী। কারণ, নিন্দা দ্বেষেরই তুল্য।

অথবা — "অসাধুগণের কর্কশ বচন মর্মস্পর্শী হইয়া যেরূপ পীড়া দান করে, মানুষ মর্মস্থানে প্রবিষ্ট বাণসমূহদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও সেরূপ পীড়া বোধ করে না।"

এই রীতি-অনুসারে নিন্দা দ্বেষ অপেক্ষা অধিক দোষাবহ। অতএব দ্বেষের পর নিন্দার উল্লেখ করিলে বিপরীত ক্রম হয় না — এই অভিপ্রায়েই দ্বেষের পূর্বে নিন্দা পঠিত হয় নাই (অর্থাৎ পূর্বে দ্বেষকে দোষজনকরূপে উল্লেখ করিয়া তদধিক দোষজনক নিন্দাকে পশ্চাৎই উল্লেখ করিয়াছেন)।

এইরূপে, ঈশ্বরজ্ঞানের অভাবহেতু (সর্বভূতে অন্তর্যামিদৃষ্টির অভাবহেতু) ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির দোষই উক্ত হইল। অনন্তর ভক্তিবিষয়ক শ্রদ্ধার কারণস্বরূপ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, স্বধর্মযুক্ত ভগবদর্চনই যে তাহার একমাত্র কারণ — ইহা উপদেশ করিতে যাইয়া তাদৃশ অর্চনেরও অব্যর্থতা স্বীকার করিতেছেন — "যেপর্যন্ত সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে নিজ হৃদয়ে জানিতে না পারেন, ততকাল স্বধর্মকারী ব্যক্তি অর্চাদিতে ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে অর্চনা করিবেন।"

ততকালই স্বকর্মের অনুষ্ঠানকারী হইয়া অর্চাদিতে অর্চনা করিবেন — যেপর্যন্ত সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে জানিতে না পারেন। এস্থলে অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধেই স্বকর্মের (বর্ণাশ্রমোচিত বিবিধ কর্তব্য কর্মের) সহায়তা উক্ত হইয়াছে। যেহেতু তাদৃশ ব্যক্তির শুদ্ধা (কেবলা) ভক্তিতে অধিকার নাই। "আমার কথাসমূহের প্রতি জাতশ্রদ্ধ বেদোক্ত কর্মসকলের প্রতি নির্বিণ্ণ অর্থাৎ উদ্‌বিগ্ন পুরুষ কামভোগকে দুঃখাত্মক জানিয়াও তৎপরিত্যাগে অশক্ত হইলে নিন্দাসহকারে উক্ত দুঃখপরিণামক বিষয়ভোগ করিতে থাকে এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে 'মদ্ভক্তিদ্বারাই সর্বসিদ্ধি হইবে' — এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত আমার আরাধনা করে।" ইত্যাদি শ্লোকেই ইহা প্রতিপাদিত হইবে। অতএব ভগবজ্জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি (শরণাপত্তিসূচক শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত, প্রপন্ন, সাধনভক্তিযাজী কিন্তু সর্বত্র ভগবদ্‌বৈভবের স্ফুরণহেতু) আর স্বকর্মের অনুষ্ঠানসহকারে অর্চন করিবেন না, পরন্তু শুদ্ধ অর্চনাদিই করিবেন — ইহাই সিদ্ধ হইল। "যেপর্যন্ত বৈরাগ্য, অথবা আমার কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, ততকাল কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবে" এই শ্লোকে পশ্চাৎ ইহা প্রতিপাদিত হইবে। যদিও পূর্বোক্তরূপ দ্বিবিধ ফলসিদ্ধি ঘটিলে সাধারণতঃ অর্চন অনাবশ্যক তথাপি প্রতিষ্ঠিত অর্চা (ভগবন্মূর্তি) পরিত্যাগ করিবে না। কারণ, পরিত্যাগ করিলে হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের এই বচনের বিরোধ হয়। যথা —

"প্রাণপরিত্যাগ কিংবা মস্তকচ্ছেদনও বরং কাম্য, তথাপি প্রতিষ্ঠিত অর্চা ত্যাগ করিবে না; যাবজ্জীবন তাঁহার অর্চন করিবে।"

অনন্তর, স্বধর্ম পালনপূর্বক অর্চন করিলেও ভূতদয়া ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না, ইহাই বলিতেছেন — "যে নিজের ও পরের অন্তরোদর করে, মৃত্যুরূপী আমি সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির উৎকট ভয় বিধান করি।"

(যে) 'অন্তরোদর' অর্থাৎ নিজ ও পরের মধ্যে উদরের ভেদ থাকায় ভেদসৃষ্টি করে— কিন্তু আমার অধিষ্ঠানজ্ঞানে আত্মসম জ্ঞান করে না এবং সেইহেতুই ক্ষুধিতপ্রভৃতিকে দেখিয়াও কেবল নিজ উদরাদিরই পূরণ করে, তাদৃশ ভিন্নদর্শী ব্যক্তির সম্বন্ধে মৃত্যুরূপী আমিই উৎকট 'ভয়' অর্থাৎ সংসারের বিধান করি।

অতএব সম্প্রতি নিগমন অর্থাৎ সিদ্ধান্তরূপে বলিতেছেন— "অতএব ভূতাত্মা অর্থাৎ সর্বভূতের অন্তর্যামিরূপে নিখিল ভূতগণের মধ্যে অবস্থানকারী আমাকে মৈত্রীদ্বারা অভিন্ন দৃষ্টিতে দান ও মানাদি দ্বারা অর্চন করিবে।"

'অথ'— এইহেতু। যথাযোগ্য ও যথাশক্তি দানদ্বারা এবং তাহার অভাবে মানদ্বারা। 'অভিন্নদৃষ্টিতে'— ইহার অর্থ পূর্ববৎ।

স্বয়ং শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীসনকাদির প্রতিও এরূপ বলিয়াছেন— "যাহারা পাপদুষ্টদৃষ্টি বলিয়া আমার বিগ্রহস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ ও ধেনুগণকে এবং নিরাশ্রয় প্রাণিগণকে ভেদবুদ্ধিসহকারে দর্শন করে, আমার অধিকৃত দণ্ডনায়ক যমের গৃধ্ররূপ অনুচরগণ সর্পের ন্যায় ক্রোধযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে চঞ্চুদ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে।"

অথবা এস্থলে— "ভিন্নেন চক্ষুষা" এরূপ পাঠ বিভাগ করিলে অর্থ এরূপ হইবে— 'ভিন্ন চক্ষু' অর্থাৎ অন্যত্র যেরূপ দৃষ্টি তদপেক্ষা অতিবিলক্ষণ দৃষ্টি অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টিসহকারে (দানমানাদিদ্বারা আমাকে অর্চন করিবে)। আরও এই প্রস্তাব পূর্বে (৮ম ও ৯ম শ্লোকে) "অভিসন্ধায় যদ্ধিসাং" ইত্যাদি যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহার পোষকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্বোক্তক্রমে সকলের পূজাই সাধারণভাবে প্রাপ্ত হওয়ায়, বিশেষতঃ বলিতেছেন— "অজীবগণ অপেক্ষা জীবগণ শ্রেষ্ঠ, জীবগণ অপেক্ষা প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ। সাধারণ প্রাণিগণ অপেক্ষা চিত্তের ক্রিয়াযুক্ত প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিবিশিষ্টগণ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যেও স্পর্শজ্ঞগণ অপেক্ষা রসজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা গন্ধানুভবকারিগণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শব্দজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আবার যাহারা রূপভেদবিষয়ে জ্ঞানী তাহারা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাহাদের মুখমধ্যে উপর ও নীচ— উভয়ভাগে দন্ত রহিয়াছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বহুপদযুক্তগণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা চতুষ্পদগণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা দ্বিপদগণ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে চতুর্বর্ণভাগী মানবগণ শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বেদজ্ঞ, তদপেক্ষা বেদের অর্থজ্ঞ, তদপেক্ষা সংশয়চ্ছেদক ব্যক্তি (মীমাংসক), তদপেক্ষা স্বধর্মকারী ব্যক্তি, তদপেক্ষা নিঃসঙ্গ অর্থাৎ নিষ্কামকর্মী এবং তদপেক্ষা আমার প্রতি সকল ক্রিয়া, ক্রিয়াফল ও নিজদেহসমর্পণকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। যিনি আমাতে স্বীয় দেহ ও স্বকৃত কর্মফল-সমর্পণকারী, কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, সর্বভূতে আমার দর্শনহেতু সমদৃষ্টিসম্পন্ন ও শুদ্ধভক্তিযাজী, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কাহাকেও আমি দেখিতে পাই না।"

পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পর পদার্থে এক একটি গুণের আধিক্যহেতু আধিক্য উক্ত হইয়াছে। 'ধর্মের অদোহনকারী' (যিনি ধর্মকে দোহন করেন না অর্থাৎ ধর্ম হইতে কোন হীন স্বার্থ সংগ্রহ করেন না) — অর্থাৎ যিনি নিষ্কাম কর্মকারী। 'নিরন্তর'— যাঁহার ভক্তি জ্ঞানকর্মাদিদ্বারা ব্যবধানযুক্ত নহে। 'অকর্তা' পদের অর্থ এই যে— তিনি শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া নিজের ভরণপোষণাদি কর্মের অপেক্ষা করেন না। তবে তিনি যে ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহাও তিনি নিজকে শ্রীভগবানের অধীন জ্ঞানেই করেন এবং তাদৃশ অনুষ্ঠানে নিজের কর্তৃত্বাভিমান পোষণ করেন না। 'সমদর্শন'— অর্থাৎ সর্বত্রই সমভাবে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান রহিয়াছে, এই জ্ঞানে যিনি নিজের ন্যায় অপর সকলেরও হিতকামনাকারী। "অজীবগণের অপেক্ষা জীবগণ শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি বাক্যে ভেদই অভিপ্রেত। অতএব আমার ভক্তগণের প্রতিই সমধিক আদরাদি কর্তব্য। অন্যসকলের প্রতি যথাযোগ্য ও যথাশক্তি আদরাদি করিতে হইবে— ইহাই ভাবার্থ।

অন্যত্রও এরূপই উক্ত হইয়াছে— "ভগবান্ ঈশ্বর জীবকলারূপে (সর্বত্র) প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, এইরূপ জ্ঞান করিয়া মনে মনে আদরসহকারে এই সমুদয় ভূতবর্গের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিবে।"

'জীবকলারূপে' — তত্তৎপদার্থের কলনসহকারে অর্থাৎ তাহাদের অন্তর্যামিরূপে। এস্থলে — 'আমি সমস্ত ভূতগণের মধ্যে সম' ইত্যাদি গীতাবাক্যও স্মরণীয়। এইরূপে প্রাথমিক উপাসকগণের সম্বন্ধে সর্বভূতে সমাদর বিহিত হইল। আর, যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত সাধক, তাঁহাদের নিকট সর্বত্রই শ্রীভগবানের বৈভব স্ফুরিত হয় বলিয়া সকল ভূতগণের প্রতি সমাদর স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে ইহা বলিয়াছেন — "হে ব্যাধ ! তোমার মধ্যে এই অহিংসাদি গুণসমূহের সমাবেশ আশ্চর্যজনক নহে; কারণ — যাঁহারা শ্রীহরির ভজনে নিরত থাকেন, তাঁহারা পরপীড়াদায়ক হন না।"

বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে (যাহা আগে বলা হইবে) — যাঁহারা শুদ্ধ বন্ধুত্বাদিভাবের সাধক, বন্ধুভাবসিদ্ধ শ্রীগোকুলবাসিপ্রভৃতির স্বভাব বা আচরণের অনুসরণ এবং শ্রীভগবানের সর্বভূতাদররূপ গুণের অনুসরণহেতু তাঁহাদের মধ্যেও সর্বভূতের সমাদররূপ গুণ উৎপন্ন হয়। আর, যাঁহারা জাতভাব, তাঁহাদের অহিংসা ও উপশম (বিষয়ত্যাগ) নিজ স্বভাবরূপেই সিদ্ধ হয়। যথা — "যে শ্রীভগবানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া ধীর ব্যক্তিগণ সত্বরই দেহপ্রভৃতি বিষয়ে আবদ্ধ আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক পারমহংস্যরূপ অন্তিম পদ প্রাপ্ত হন — যে পদ বা অবস্থায় অহিংসা এবং উপশম (বিষয়ত্যাগ) স্বধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।" ইতি।

"যিনি সর্বভূতে নিয়ন্তারূপে বর্তমান পরমাত্মা শ্রীহরির নিরতিশয় ঐশ্বর্য দর্শন করেন এবং শ্রীহরির মধ্যে ভূতসমুদয় দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত — এই রীতি অনুসারে পরমসিদ্ধ পুরুষগণের সর্বভূতে আদর সিদ্ধই রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাধকগণের সম্বন্ধে — "তরুর মূলে জলসেচন করিলে যেরূপ" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবদুপাসনা ব্যতীত অন্য উপাসনাসমূহের যে পুনরুক্তত্ব উপলব্ধ হয়, তাহা কেবল স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে উপাসনাসমূহের বিষয়েই জানিতে হইবে। পরন্তু এস্থলে সেই সেই অধিষ্ঠানের মধ্যে অধিষ্ঠিতরূপে একমাত্র শ্রীভগবানেরই উপাসনা বিহিত হইতেছে। আর, সেই সেই অধিষ্ঠানরূপী সর্বভূতগণের প্রতি যে আদর তাহাও ভগবৎসম্বন্ধদ্বারাই সম্পাদিত হয় (অর্থাৎ সকলেরই অন্তরে শ্রীভগবান্ বিরাজমান আছেন বলিয়াই সকলকে আদর করা হয়)। আর, উহা সত্বর ভগবদিতর অন্য সকলের প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষনিবৃত্তির জন্যই হয় বলিয়া জানিবে। অতএব কেবলমাত্র ভূতদয়াহেতু শ্রীভগবানের অর্চন ত্যাগ করায় শ্রীভরতের সিদ্ধিলাভে অন্তরায় কিন্তু সর্বভূতে পরমাত্মদৃষ্টিযুক্ত শ্রীরন্তিদেবাদির কৃতার্থত্ব জানা যায়। অতএব ভূতগণের প্রতি দয়াই মুখ্যা ভগবদ্ভক্তি, পরন্তু অর্চন মুখ্যা ভক্তি নহে — এরূপ মতবাদ নিরস্ত হইল। এইরূপ, উক্ত শ্লোকসমূহের অব্যবহিত পূর্বেই নির্গুণা ভক্তির উপায়রূপে — "সর্বদা নাতিহিংস্র প্রশস্ত ক্রিয়াযোগদ্বারা" ইত্যাদি উক্তিস্থলে 'নাতিহিংস্র' পদে 'অতি' শব্দদ্বারা ইহাই বিজ্ঞাপিত হয় যে, পাঞ্চরাত্রিক অর্চনরূপ ক্রিয়াযোগের জন্য প্রাণ্যাদিপীড়ন পরিত্যাগপূর্বক ফলমূল ও পত্রপুষ্পাদির চয়নরূপ কিঞ্চিৎ হিংসা বিহিত হইয়াছে। অতএব ভগবদিতর জীবাদির প্রতি অনাদর কর্তব্য নহে; বরং ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাহাদের প্রতি আদরাদিই করা উচিত। পরন্তু স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের উপাসনাই নিন্দিত হয়। অতএব — "বালিশই (অজ্ঞ ব্যক্তিই) বিস্ময়রহিত (নিরহঙ্কার), স্ব-লাভেই পরিপূর্ণকাম, সম, প্রশান্ত সেই পরমেশ্বর ব্যতীত অপর দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে" ইত্যাদি উক্তি সঙ্গতই হইয়াছে। ইহা শ্রীমান্ আদিপুরুষের প্রতি দেবগণের উক্তি ॥১০৯॥

তথা (ভা: ১০।৪৮।২৬) —

(১৩০) "**কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-, ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।**
সর্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভি কামা-, নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥"

সুহৃদো হিতকারি-স্বভাবাত্তত্রাপি **কৃতজ্ঞা**দুপকারাভাসেঽপি বহুমাননাদ্যো **ভজতো** ভজমানায় **সর্বান্ কামান**ভীষ্টান্ **অভি** সর্বতোভাবেন **দদাতি**। তত্রাপি **সুহৃদঃ** সুহৃদে সপ্রীতয়ে **ত্বাত্মানমপি দদাতি**। ন চ সর্বতোভাবেন দানে তাদৃশেভ্যো বহুভ্যো দানে বা, সমাবেশাভাবঃ (শক্তেরসদ্ভাবঃ) স্যাদিত্যাহ, — **উপচয়েতি**॥ অক্রূরঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥**১১০**॥

(১১০) এইরূপ – "কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাদী, সুহৃদ্ ও কৃতজ্ঞস্বরূপ আপনাব্যতীত অপরকে আশ্রয় করেন ? যাহার উপচয় বা অপচয় (বৃদ্ধি বা হ্রাস) নাই, এইরূপ আপনি ভজনকারী প্রীতিযুক্ত সুহৃদ্‌কে সর্বপ্রকার কাম (কাম্য বিষয়সমূহ) এমন কি আত্মাপর্যন্ত সর্বতোভাবে দান করেন – এইরূপ।"

'সুহৃদঃ' – হিতকারিস্বভাব হইতে। তদুপরি তিনি 'কৃতজ্ঞ' – অর্থাৎ উপকারের আভাসমাত্রেই তিনি উহাকে বহু মনে করেন। এইরূপ ভজনকারীকে যিনি সর্বপ্রকার কাম অর্থাৎ অভীষ্ট বিষয়সমূহ – 'অভিতোভাবে' অর্থাৎ সর্বতোভাবে দান করেন। তন্মধ্যেও আবার প্রীতিমান্ সুহৃদ্‌কে আত্মাও দান করেন। সর্বতোভাবে দান করিলে কিংবা বহুসংখ্যক সুহৃদ্‌কে দান করিলেও শক্তির অভাব ঘটে না। – ইহা বুঝাইবার জন্যই শ্রীভগবানের প্রতি অক্রূরের উক্তি ॥১১০॥

তদভক্তমাত্রানাদরেণাহ (ভা: ৩।১৫।২৪) –

(১১১) **"যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না, জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম যত্র।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য, সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে॥"**

যত্র যস্যাং ভগবদ্ধর্মপর্যন্তো **ধর্মো** ভবতি, – ভগবৎপর্যন্তস্য **তত্ত্বস্য জ্ঞানঞ্চ** ভবতীত্যর্থঃ; তাং প্রাপ্তা অপি সর্বেষাং ধর্মাণাং জ্ঞানানাঞ্চ মূলং **যে ভগবত আরাধনং ন বিতরন্তি** ন কুর্বন্তি, তে **সম্মোহিতাঃ**; তদুক্তম্, (ভা: ২।৩।২০) – **"বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে"** ইত্যাদি। তথা চ ব্রহ্মবৈবর্তে –

"প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্। যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্॥
অশীতিঞ্চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু। ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্ম পর্য্যয়াৎ॥
তদপ্যফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্। বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্॥" ইতি॥

শ্রীব্রহ্মা দেবান্ ॥১১১॥

শ্রীভগবানের অভক্তমাত্রেরই অনাদর করিয়া বলিয়াছেন –

(১১১) "যাহাতে ধর্মের সহিত তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং যাহা আমাদের (ব্রহ্মাপ্রভৃতির) প্রার্থিত, তাদৃশ নরগতি (মনুষ্যজন্ম) প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা শ্রীভগবানের আরাধনা করে না, হায় ! তাহারা তাঁহার সুবিস্তৃত মায়াদ্বারা সম্মোহিতই রহিয়াছে।"

"যাহাতে" – যে নরগতিতে ভগবদ্ধর্মপর্যন্ত ধর্ম এবং শ্রীভগবান্‌পর্যন্ত তত্ত্বের জ্ঞান হয়, তাহা (সেই নরজন্ম) লাভ করিয়াও – যাহারা সর্বধর্মের ও সর্বজ্ঞানের মূল যে শ্রীভগবদারাধনা, তাহার অনুষ্ঠান করে না, তাহারা সম্মোহিত।

"যে কর্ণদ্বয় ভগবান্ শ্রীহরির বিক্রমসমূহ শ্রবণ করে না, হায় ! ঐরূপ কর্ণদ্বয় বৃথা রন্ধ্রস্বরূপ" ইত্যাদি শ্লোকেও ইহা উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও এরূপ বলিয়াছেন – "যাহারা দেবজনবাঞ্ছিত অতিদুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও শ্রীগোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করে না, তাহারা চিরতরে আত্মাকে বঞ্চিত করে। জীবগণ চতুরশীতিলক্ষ যোনিতে ভ্রমণপূর্বক পর্যায়ক্রমে মানবজন্ম প্রাপ্ত হইলেও শ্রীগোবিন্দের চরণযুগল আশ্রয় না করিলে সেই আত্মাভিমানী ক্ষুদ্রচেতাগণের সে জন্মও বিফলই হয়।" ইহা দেবগণের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি ॥১১১॥

তথা (ভা: ৫।১৮।১২) –

(১১২) **"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"**

অকিঞ্চনা নিষ্কামা; **গুণৈর্**জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সহ সর্বে শিব-ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সম্যগাসতে॥ শ্রীপ্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্ ॥১১২॥

এইরূপ—

(১৩২) "যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি হয়, দেবগণ সকলপ্রকার গুণের সহিত তাঁহার মধ্যে সম্যগ্‌ভাবে অবস্থান করেন, পরন্তু শ্রীহরির প্রতি ভক্তিহীন হইয়া যে ব্যক্তি মনোরথদ্বারা অসৎ বাহ্যবিষয়ে ধাবিত হয়, তাহার মধ্যে মহদ্‌গুণসমূহ কিরূপে সম্ভবপর হইবে?"

'অকিঞ্চনা'—নিষ্কামা; 'গুণ' অর্থাৎ জ্ঞানবৈরাগ্যাদির সহিত শিবব্রহ্মা প্রভৃতি সকল দেবগণ (তাঁহার মধ্যে) সম্যগ্‌ভাবে অবস্থান করেন। ইহা শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি॥১১২॥

অতএব তত্তন্মার্গ(কর্মজ্ঞানাদ্যভক্তিমার্গ)সিদ্ধানাং মুনীনামপ্যনাদরঃ (ভা: ৩৷৯৷১০)—

(১৩৩) "**অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা, নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থ-রচনা মুনয়োঽপি দেব, যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥**"

অহ্নি ব্যাপৃতেত্যাদি; যুষ্মদ্ভজনবিমুখাঃ সংসারিণো ভবন্তি; কিং বহুনা? তত্তন্মার্গসিদ্ধা **মুনয়োঽপি যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখাশ্চেৎ ইহ** জগতি তদ্বদেব **সংসরন্তি;** অথবা, **মুনয়োঽপি** ত্বদ্‌বিমুখাশ্চেত্তর্হি সংসরন্ত্যেব। কথম্ভূতাঃ সন্তঃ সংসরন্তি? তত্রাহ,—**অহ্ন্যাপৃতেত্যাদি;** (ভা: ১০৷২৷৩২)—"**আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদম্**" ইত্যাদেঃ। অত উক্তং শ্রীধর্মেণ, (ভা: ৬৷৩৷১৯-২২)—

"**ধর্মং তু সাক্ষাদ্‌ভগবৎপ্রণীতং, ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ, কুতো নু বিদ্যাধর-চারণাদয়ঃ॥
স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥**" ইত্যাদি;

এতে ধর্মপ্রবর্তকা **বিজানীম** এব, ন তু স্ব স্ব-স্মৃত্যাদিষু প্রায়েণোপদিশামঃ—স্পষ্টং কথয়াম ইত্যর্থঃ; যতো **গুহ্যম**প্রকাশ্যং গোপ্যমিত্যর্থঃ; কিঞ্চ সাধারণৈর্জনৈ**র্দুর্বোধং** তথা গ্রহীতুমশক্যঞ্চ। দুর্বোধত্বে হেতুঃ—**বিশুদ্ধম্,**—'ন হ্যশুদ্ধাঃ শুদ্ধং জ্ঞাতুমর্হন্তি' ইত্যস্মাৎ; গুহ্যত্বে বিশেষো হেতুঃ—**যং জ্ঞাত্বেতি; অমৃতং** পরমং ফলম্; (ভ: র: সি: ১৷১৷৩৮)—

"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥"

ইত্যাদৌ সূচিতং (ভা: ১০৷৩৩৷৩৯) "**বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ**" ইত্যাদৌ "**ভক্তিং পরাম্**" ইত্যাদিনোক্তং "কৃষ্ণাধরামৃতাস্বাদসিদ্ধিরত্র" ইত্যাদৌ কিঞ্চিদ্‌বিশদিতঞ্চ অশ্নুতে। তস্মাৎ হে ভটা ইতি, যূয়ং তু সুতরাং ন জানীথেত্যর্থঃ। অতএব বক্ষ্যতে, (ভা: ৬৷৩৷২৫)—"**প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ম্**" ইত্যাদি; **মহাজনো** দ্বাদশভ্যস্তদনুগৃহীত-সম্প্রদায়িভ্যশ্চান্যো মহাগুণযুক্তোঽপীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সাধূক্তম্—'**অহ্ন্যাপৃতার্ত্ত**' ইত্যাদি॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদকশায়িনম্॥১১৩॥

অতএব বিভিন্নমার্গে (কর্মজ্ঞানাদি অভক্তিমার্গে) সিদ্ধিপ্রাপ্ত মুনিগণের সম্বন্ধেও অনাদর প্রকাশিত হইতেছে—

(১৩৩) "হে ভগবন্! যাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ দিবাভাগে বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্লিষ্ট হয় এবং রাত্রিকালে প্রায়শঃ নিদ্রাহীন থাকিয়া কিংবা নিদ্রাসত্ত্বেও স্বপ্নদর্শনহেতু যাঁহারা প্রতিক্ষণে ভগ্ননিদ্র হওয়ায় বিন্দুমাত্রও বিষয়সুখভোগে সমর্থ হন না এবং যাহাদের ঈপ্সিতপ্রাপ্তির উদ্যমসমূহ দৈবকর্তৃক সর্বতোভাবে প্রতিহত হয়, আপনার প্রসঙ্গে বিমুখ তাদৃশ মুনিগণও এজগতে সংসারগ্রস্ত হয়।"

"অহ্ন্যাপৃতার্ত" ইত্যাদি, আপনার ভজনবিমুখ ব্যক্তিগণ সংসারগ্রস্ত হন — ইহা ত সাধারণ কথা, অধিক আর কি বলিব? বিভিন্নমার্গে সিদ্ধিপ্রাপ্ত মুনিগণও যদি আপনার প্রসঙ্গে বিমুখ হন, তাহা হইলে তাঁহারাও ইহ জগতে সেরূপই সংসারগ্রস্তই হইয়া থাকেন। অথবা মুনিগণও আপনার প্রসঙ্গে বিমুখ হইলে অবশ্যই সংসারগ্রস্ত হন। কিরূপ হইয়া সংসারগ্রস্ত হন, তাহারই প্রণালী বলিতেছেন — দিবাভাগে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্লিষ্ট হয় — ইত্যাদি। "তাঁহারা অতিকষ্টে উত্তম পদে আরোহণ করিয়াও আপনার পাদপদ্মে অনাদরহেতু তাহা হইতে অধঃপতিত হন।" ইত্যাদি বাক্যেও ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীধর্মের উক্তি —

"ধর্ম সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কর্তৃক প্রণীত; ঋষিগণ, দেবগণ এবং সিদ্ধপ্রমুখ অসুরগণ ও মনুষ্যগণ উহা অবগত নহেন; বিদ্যাধর ও চারণপ্রভৃতি কিরূপেই তাহা অবগত হইবে? হে চরগণ! ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শ্রীশুকদেব ও আমি (যম) — এই আমরা দ্বাদশ জন গুহ্য, বিশুদ্ধ ও দুর্বোধ ভাগবতধর্ম অবগত আছি — যাহা জানিয়া (পুরুষ) অমৃত উপভোগ করে। নামসংকীর্তনাদিদ্বারা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে যে ভক্তিযোগ এজগতে পুরুষগণের পক্ষে এপর্যন্তই পরম ধর্ম উক্ত হইয়াছে।"

এই আমরা দ্বাদশসংখ্যক ধর্মপ্রবর্তক ব্যক্তি শ্রীভাগবতধর্ম কেবলমাত্র অবগতই আছি, পরন্তু স্ব-স্ব-প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে তাহার উপদেশ করি নাই অর্থাৎ স্পষ্টভাবে বলি নাই। উপদেশ না করার কারণ বলিতেছেন — যেহেতু, উহা 'গুহ্য' অর্থাৎ প্রকাশের অযোগ্য। প্রকাশের অযোগ্য কেন? তাহার কারণ বলিতেছেন — 'দুর্বোধ' — সাধারণলোকসমূহকর্তৃক উহা যথাযথরূপে গ্রহণের যোগ্য নহে। দুর্বোধত্বের বিষয়ে হেতু — বিশুদ্ধ-অশুদ্ধজনগণ শুদ্ধকে জানিতে যোগ্য নহে, এই কারণে। গুহ্যত্বের বিশেষ হেতু বলিতেছেন — যাহা জানিয়া পুরুষ 'অমৃত' অর্থাৎ পরমফল উপভোগ করেন। "যদি এই ব্রহ্মানন্দ পরার্ধগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও ভক্তিসুখসিন্ধুর পরমাণুরও তুল্য হয় না" — ইত্যাদি শাস্ত্রবচনে উক্ত ফলের পরমত্বই সূচিত হইয়াছে।

"যে ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ব্রজবধূগণের সহিত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অনুষ্ঠিত এই লীলাচরিত শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তিনি শ্রীভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়া সত্বরই হৃদ্‌রোগস্বরূপ কামকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন" — এই শ্লোকে 'পরা ভক্তি' এইরূপ উক্তিদ্বারা উক্ত ফলের পরমত্ব সাক্ষাদ্ভাবে কথিতই হইয়াছে। আবার ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত-আস্বাদন সিদ্ধ হয়।' এইরূপ ভক্তিদ্বারা পূর্বোক্ত ফলের পরমত্ব কিঞ্চিৎ স্পষ্টীকৃতভাবে বলা হইয়াছে। প্রস্তাবিত ভাগবতধর্ম অবগত হইয়া পুরুষ এই পরম ফলে উপভোগ করেন।

অতএব পরে ইহা বলা হইবে যে, "প্রায়শঃ মহাজনগণও অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য-জৈমিনীপ্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণও মায়াদেবীকর্তৃক অতিশয় বিমোহিতবুদ্ধি হইয়া অর্থবাদবাক্যের আড়ম্বরে মনোরম বেদবাণীতে চিত্তের আসক্তিহেতু অগ্নিষ্টোমাদি সুবিস্তৃত যাগাদি কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া নামসংকীর্তনরূপ এই পরমধর্মতত্ত্ব জানিতে পারেন নাই।"

অতএব হে দূতগণ! তোমরা ঠিক্‌ভাবে এই ধর্মকে জান না। অতএব "প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ম্" ইত্যাদি বলা যাইবে।"

"মহাজনঃ" — উপর্যুক্ত দ্বাদশজনের অতিরিক্ত এবং তাদের অনুগৃহীত সম্প্রদায়িগণ হইতে অন্য যে কোন 'মহাজন' অর্থাৎ মহাগুণযুক্ত পুরুষ। অতএব — "যাঁহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ দিবাভাগে বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্লিষ্ট হয়" ইত্যাদি বাক্য সঙ্গতই বলা হইয়াছে। ইহা গর্ভোদকশায়ীর প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি ॥১১৩॥

তদেবং শ্রীভগবদ্ভক্তেরেব সর্বোর্ধ্বমভিধেয়ত্বং স্থিতম্। তথা চ শ্রীগীতাসু (৬।৪৬, ৪৭)

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন॥
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" ইতি;

অত্র "যোগিনামপি সর্বেষাম্" ইতি চ পঞ্চম্যর্থে এব ষষ্ঠী; — "তপস্বিভ্যঃ" ইত্যাদিনা তথৈবোপক্রমাৎ, ভজতঃ সর্বাধিক্যমেব বিবক্ষিতঞ্চ। 'সর্ব'-শব্দোঽত্র (গী: ৪।২৫) "দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে" ইত্যাদিনা পূর্বপূর্বোক্তান্ সর্বানপ্যুপায়িনো গৃহ্ণাতীতি জ্ঞেয়ম্।

তদেবমভক্ত-নিন্দা-শ্রবণাচ্ছ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তেঃ সর্বেষু নিত্যত্বমপি সিদ্ধম্। উক্তঞ্চ শ্রীভগবতোদ্ধবং প্রতি, (ভা: ১১।১৮।৪২) **"ভিক্ষোর্ধর্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ"** ইত্যাদৌ, (ভা: ১১।১৮।৪৩) **"সর্বেষাং মদুপাসনম্"** ইতি; তথা শ্রীনারদেন চ সার্ববর্ণিক-স্বধর্মকথনে, (ভা: ৭।১১।১১) **"শ্রবণং কীর্তনঞ্চাস্য"** ইত্যাদি।

অকরণে দোষ-শ্রবণঞ্চান্যত্র — (ভা: ১১।৫।২) **"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ"** ইত্যাদি; তথা চ মহাভারতে —

"মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহারকারকম্। যো নার্চয়তি গোবিন্দং তং বিদ্যাদাত্মঘাতকম্॥" ইত্যাদি; শ্রীগীতোপনিষৎসু চ (৭।১৫) —

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥" ইতি; আগ্নেয়ে, শ্রীবিষ্ণুধর্মে চ —

"দ্বিবিধো ভূতসর্গোঽয়ং দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্‌বিপর্যয়ঃ॥" ইতি। অন্যদপ্যুদাহৃতম্ (ভা: ৭।৯।১০) **"বিপ্রাদ্‌দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-, পাদারবিন্দবিমুখাৎ"** ইতি; (নারদীয়ে) —

"শ্বপচোঽপি মহীপাল" ইত্যাদি; তথা গারুড়ে —

"অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি। যো ন সর্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥" ইতি; বৃহন্নারদীয়ে চ —

"হরিপূজা-বিহীনাশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথা। দ্বিজগোদ্বেষিণশ্চাপি রাক্ষসাঃ পরিকীর্তিতাঃ॥" ইতি। অপরঞ্চাহ, (ভা: ১০।২।৩২) —

(১৩৪) **"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-, স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"** ইতি;

প্রথমতস্তাবত্ত্বয্যস্তভাবাদবিদ্যমান-ভক্তিত্বাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ, (ভা: ১১।১৪।২২) —

**"ধর্মঃ সত্য-দয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি॥"**

ইত্যাদ্যুক্তেস্তথাপি জ্ঞানমার্গমাশ্রিত্য **বিমুক্তমানিনো** দেহদ্বয়াতিরিক্তত্বেনাত্মানং ভাবয়ন্তঃ; ততঃ (গী: ১২।৫) "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" ইত্যাদ্যুক্তেঃ **কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং** জীবন্মুক্তি-রূপমা**রুহ্য** প্রাপ্যাপি **ততোঽধঃপতন্তি** ভ্রশ্যন্তি। কদেত্যপেক্ষায়ামাহুঃ, — **অনাদৃতেতি**; যদীতি শেষঃ; —

তেষাং ভক্তিপ্রভাবস্যান-নুবৃত্তেরবুদ্ধিপূর্বকস্য ত্বদনাদরস্য নিবর্তক(নিবারণকারক)অভাবাৎ; তত্রাপি দগ্ধানামপি পাপকর্মণাং মহাশক্তি-শ্রীভগবৎপাদপদ্মাবজ্ঞয়া পুনর্বিরোহাৎ। তথা চ 'বাসনা'-ভাষ্যোত্থাপিতং ভগবৎ-পরিশিষ্টবচনম্ —

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥"

অতএব তত্রৈব —

"জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্। যোগিনো বৈ ন লিপ্যন্তে কর্মভির্ভগবৎপরাঃ ॥" ইতি; তথা তত্র রথযাত্রা-প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদি-ধৃতং পুরাণান্তরবচনম্ —

"নানুব্রজতি যো মোহাদ্‌ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাপি স ভবেদ্‌ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥" ইতি;

এবমেবোক্তম্ — (ভা: ৩।৯।৪) **"যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ"** ইতি।

অতএবোপদিষ্টম্ (ভা: ১১।১৯।৫) —

"তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ ॥" ইতি।

তস্মাৎ সুতরামেব সর্বেষাং শ্রীহরিভক্তির্নিত্যেত্যায়াতম্ ॥ দেবাঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥১১৪॥

এইরূপে ভগবদ্ভক্তিই যে সর্বোপরি অভিধেয় তত্ত্ব, ইহা স্থিরীকৃত হইল। শ্রীগীতায়ও এরূপ উক্ত হইয়াছে —

"হে অর্জুন! যোগী পুরুষ — তপস্বিগণ হইতে অধিক, জ্ঞানিগণ হইতে অধিক এবং কর্মিগণ অপেক্ষাও অধিক; অতএব তুমি যোগী হও। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজন করেন, তিনি আমার বিচারে সর্বযোগিগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠরূপে নির্ণীত হন।"

এস্থলে — "যোগিনাং সর্বেষাং" এই পদদ্বয়স্থ ষষ্ঠী বিভক্তি পঞ্চমী বিভক্তির অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ববর্তী 'তপস্বিভ্যঃ' (তপস্বিগণ অপেক্ষাও) ইত্যাদি পদেও পঞ্চমীরই প্রয়োগ হইয়াছে। সেইরূপে ইহাদ্বারা ভগবদ্ভজনকারীরই সর্বাধিক্য বিবক্ষিত হইল। "অপর যোগিগণ দৈব যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্বে বিভিন্ন উপায়াবলম্বনকারী যেসকল বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের কথা বলা হইয়াছে, এস্থলে 'সর্বযোগিগণেরও' এই 'সর্ব' শব্দ তাহাদের সকলকেই গ্রহণ করিতেছে।

এইরূপে অভক্তের নিন্দাশ্রবণহেতু সকল লোকের সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তির নিত্যত্বও সিদ্ধ হইল। শ্রীভগবান্‌ও শ্রীমান্ উদ্ধবের প্রতি — "শম ও অহিংসা সন্ন্যাসীর ধর্ম, তপস্যা ও তত্ত্ববিচার বানপ্রস্থের ধর্ম" ইত্যাদি বর্ণন করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন — "আমার উপাসনা সকলেরই ধর্ম" শ্রীনারদও সকলবর্ণের লোকের স্বধর্মবর্ণনপ্রসঙ্গে — "শ্রীভগবানের শ্রবণ, কীর্তন" ইত্যাদি বাক্যে ভগবদ্ভক্তিকেই অন্যত্রও যথা — "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সার্বজনীন ধর্মরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। আবার ভগবদ্ভজন না করিলে যে দোষ হয়, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমহাভারতেও বলিয়াছেন — "যে ব্যক্তি মাতার ন্যায় সর্বতোভাবে রক্ষাকারী এবং সৃষ্টিসংহারকর্তা সেই দেবাধিপতি শ্রীহরির অর্চনা না করে, তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে।" ইত্যাদি।

শ্রীগীতা উপনিষদেও বলা হইয়াছে — "মায়াকর্তৃক অপহৃতজ্ঞান, আসুরভাবাশ্রিত, দুষ্কৃতি, মূঢ়, নরাধমগণ আমার শরণাগত হয় না।"

অগ্নিপুরাণ ও বিষ্ণুধর্মে বলিয়াছেন — "এজগতে দৈব ও আসুর — এই দুইপ্রকার প্রাণি সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ প্রাণিসমূহ দৈব, আর তদ্‌বিপরীত প্রাণিসমূহই আসুর।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও অন্যত্র— "শ্রীহরির পাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্র অপেক্ষা শ্রীভগবানের প্রতি মনপ্রভৃতি অর্পণকারী চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ মনে করি" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। নারদীয় বচনও এইরূপ— "হে রাজন্! বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালও দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আবার বিষ্ণুভক্তিহীন দ্বিজও চণ্ডাল অপেক্ষা হীন।"

গরুড়পুরাণে বলিয়াছেন— "যে ব্যক্তি বেদবিদ্যায় পারদর্শী এবং সর্বশাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও সর্বেশ্বর শ্রীহরির ভক্ত নহে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিতে হইবে।"

শ্রীবৃহন্নারদীয়ে বলিয়াছেন— "যাহারা শ্রীহরির অর্চনরহিত, বেদবিদ্বেষী এবং দ্বিজ ও গোসমূহের বিদ্বেষরত, তাহারা রাক্ষস বলিয়া কথিত হইয়াছে।"

আরও বলিয়াছেন—

(১৩৪) "হে কমললোচন! অন্য যাহারা আপনার প্রতি অস্তভাবহেতু (অর্থাৎ ভক্তি না থাকায়) অবিশুদ্ধবুদ্ধি, অথচ বিমুক্তমানী, তাহারা কষ্টে পরমপদে আরোহণ করিয়াও আপনার পাদপদ্মে অনাদরহেতু উক্ত পরমপদ হইতে অধঃপতিত হয়।"

প্রথমতঃ আপনার প্রতি 'অস্তভাবহেতু' অর্থাৎ ভক্তির অভাবহেতু যাহারা অবিশুদ্ধবুদ্ধি। কারণ, "সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম অথবা তপস্যাযুক্ত বিদ্যা ও মদ্ভক্তিশূন্য চিত্তকে সম্যক্ শুদ্ধ করিতে পারে না।" এই উক্তিদ্বারাই ভক্তিহীন চিত্তের অশুদ্ধি স্বীকৃত হইয়াছে। এ অবস্থায়ও তাদৃশ ব্যক্তিগণ জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিয়া 'বিমুক্তমানী'— অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের অতিরিক্তরূপে আত্মার ভাবনায় রত হইয়া, "অব্যক্ততত্ত্বে আসক্তচিত্ত সেই ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়"— এই গীতাবচন-প্রমাণানুসারে ক্লেশের সহিত 'পরমপদ' অর্থাৎ জীবন্মুক্তিদশায় আরোহণ অর্থাৎ উক্ত দশা লাভ করিয়াও তাহা হইতে পতিত অর্থাৎ ভ্রষ্ট হয়। কখন ভ্রষ্ট হয়— এই প্রশ্নাশঙ্কায় স্বয়ংই বলিলেন— 'আপনার পাদপদ্মে অনাদরহেতু'— যদি আপনার পাদপদ্মে অনাদর হয়, তাহা হইলেই।

(ভক্তগণের কদাচিৎ অজ্ঞতাবশতঃ শ্রীভগবানের প্রতি অনাদর ঘটিলেও ভক্তির প্রভাবেই তাহার নিবৃত্তি ঘটে,) পরন্তু এস্থলে যাহাদের কথা বলা হইতেছে সেই ব্যক্তিগণের মধ্যে ভক্তির প্রভাব অনুবর্তমান না থাকায় অজ্ঞতাবশতঃ তাহাদের শ্রীভগবানের প্রতি যে অনাদর ঘটে, তাহার নিবারক কেহ নাই, অধিকন্তু জ্ঞানমার্গের আশ্রয়ে যেসকল পাপকর্ম পূর্বে দগ্ধ হইয়াছিল, মহাশক্তিমান্ শ্রীভগবানের পাদপদ্মের অবজ্ঞাহেতু ঐসকল পাপকর্মও পুনরায় অঙ্কুরিত হয়। বাসনাভাষ্য উত্থাপিত ভগবৎপরিশিষ্টবচনও এইরূপ— "অচিন্ত্যমহাশক্তিশালী শ্রীভগবানের প্রতি অপরাধী হইলে জীবন্মুক্তগণও পুনরায় কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়।"

অতএব উক্ত গ্রন্থেই আরও বলিয়াছেন— "জীবন্মুক্তগণ কদাচিৎ সংসারবাসনা প্রাপ্ত হন, পরন্তু ভগবৎপরায়ণ যোগিগণ কখনও কর্মদ্বারা লিপ্ত হন না।" উক্ত গ্রন্থেই রথযাত্রাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদিতে উদ্ধৃত পুরাণান্তরের এরূপ বচন উল্লেখ করা হইয়াছে— "জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা যাহার কর্মসমূহ দগ্ধ হইয়াছে তাদৃশ ব্যক্তিও যদি মোহবশতঃ রথে গমনকারী শ্রীভগবানের অনুগমন না করে, তাহা হইলে সে ব্রহ্মরাক্ষস হয়।"

"নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠ নরকগামিগণ, যে-আপনার অনাদর করে" ইত্যাদি বাক্যেও ভক্তিহীন ব্যক্তিগণের অধোগতিই উক্ত হইয়াছে। অতএব এরূপ উপদেশ করিয়াছেন— "হে উদ্ধব! তুমি জ্ঞানের সহিত নিজ আত্মাকে অবগত হইয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও ভক্তিভাবিত হইয়া আমার ভজন কর।"

সুতরাং শ্রীহরিভক্তি সকলের সম্বন্ধেই যে নিত্য ধর্ম, ইহা সিদ্ধ হইল। ইহা শ্রীভগবানের প্রতি দেবগণের উক্তি॥১১৪॥

প্রেমকৃত-কর্মাশয়নির্ধূননানন্তরমপি ভক্তিঃ শ্রূয়তে (ভা: ১১।১৪।২৫) —

(১৩৫) "যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি, ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয়, মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥"

তথৈব **আত্মা** জীবো মৎপ্রেম্ণা **কর্মানুশয়ং বিধূয়** ততঃ শুদ্ধস্বরূপঞ্চ প্রাপ্য **মাং ভজতী**ত্যর্থঃ। তদুক্তম্, – (ভা: ১০।৮৭।২১ ভা: দী:-ধৃত-শ্রীসর্বজ্ঞমুনিবাক্যে) – "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" ইতি। শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥**১১৫**॥

প্রেমদ্বারা কর্মাশয় (বাসনাসমূহ) সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়ার পরও ভক্তিশাস্ত্রে ভজন শ্রুত হয় –

(১৩৫) "সুবর্ণ যেরূপ অগ্নিদ্বারা তাপিত হইয়া অন্তর্মল ত্যাগ করে ও নিজ স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে, আত্মাও তদ্রূপ আমার ভক্তিযোগদ্বারা কর্মবাসনা পরিত্যাগপূর্বক আমার ভজন করে।"

*আত্মা অর্থাৎ জীবও তদ্রূপ আমার প্রেমদ্বারা কর্মবাসনা পরিহারপূর্বক শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আমার ভজন করে। অতএব (শ্রীমদ্ভাগবতের স্বামিপাদকৃত টীকায় উদ্ধৃত সর্বজ্ঞমুনির বাক্য) "মুক্তপুরুষগণও লীলায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের ভজন করেন।" ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥**১১৫**॥*

এবমপ্যুক্তং স্কান্দে রেবাখণ্ডে, –

"ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি। শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব ॥"
শ্বপচাদপকৃষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ। তদৈবাচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখঃ ॥" ইতি।

তথৈবাহ, (ভা: ৩।২৮।২২) –

(১৩৬) "**যচ্ছৌচনিঃসৃত-সরিৎপ্রবরোদকেন,
তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ**"

ইতি; স্পষ্টম্। তস্মাদ্ভক্তের্মহানিত্যত্বেনাপ্যভিধেয়ত্বমায়াতম্। অগ্রে (১৮২তম অনু:) (ভা: ১০।৮৭।২০) "**স্বকৃতপুরেষু**" ইত্যাদৌ জীবানাং স্বভাবসিদ্ধা সৈবেতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥**১১৬**॥

স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ডেও এরূপ উক্ত হইয়াছে – "হে কেশব! আপনি যখন তুষ্ট হন, তখন চণ্ডালও ইন্দ্র, মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও পরব্রহ্ম হইয়া থাকে; আবার আপনি যখন বিমুখ হন, তখনই ব্রহ্মা ও শঙ্করপ্রভৃতি দেবগণও চণ্ডাল অপেক্ষাও নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হন।"

(১৩৬) শ্রীমদ্ভাগবতও এরূপ বলিয়াছেন – "শিব যাঁহার (যে শ্রীহরির) পদপ্রক্ষালন জল হইতে উদ্ভূতা পরমপাবনী গঙ্গার জল মস্তকে ধারণ করায় শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" অর্থ স্পষ্ট।

*অতএব ভক্তি পরমনিত্য সাধন বলিয়াও অভিধেয়রূপে সিদ্ধ হইতেছে। পশ্চাৎ – "নিজ-কর্মদ্বারা রচিত মানবাদিরূপ এই দেহসমূহে অবস্থিত, বাহ্যাভ্যন্তর আবরণশূন্য এই জীবাত্মাকে তত্ত্বজ্ঞগণ অখিলশক্তিধারী আপনার অংশরচিত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। মনীষিগণ এরূপ জীবতত্ত্ব বিচার করিয়া ভূতলে বিশ্বাসযুক্ত অর্থাৎ শ্রদ্ধাশীল হইয়া বেদোক্ত কর্মসমূহের সমর্পণক্ষেত্রস্বরূপ এবং সংসারনিবারক ভবদীয় পদযুগল ভজন করেন" এই শ্লোকে ভক্তিই যে জীবের স্বভাবসিদ্ধা – ইহা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইহা শ্রীকপিলদেবের উক্তি ॥**১১৬**॥*

তদেবমবান্তর-তাৎপর্যেণ (মূলতাৎপর্যস্য অন্তর্ভুক্ততাৎপর্যেণ) ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বং ষড়্বিধৈরপি লিঙ্গৈরবগম্যতে। – তত্রোপক্রমোপসংহারয়োরেকত্বেন যথা – (ভা: ১।১।১) "**জন্মাদ্যস্য যতঃ**" ইত্যাদাবুপক্রম-পদ্যে "**সত্যং পরং ধীমহি**" ইত্যত্র। শ্রীগীতাসু (১২।১) "এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে" ইত্যাদৌ শ্রীভগবত্যেব ধ্যানস্যাকষ্টার্থত্বেন তদ্ধ্যানিনো যুক্ততমত্বেন চোক্তত্বাৎ, (গী: ৭।৭) "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিৎ" ইত্যাদৌ, (গী: ১৪।২৭) "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইত্যাদৌ পরতত্ত্বস্য শ্রীভগবদ্রূপ এব পর্য্যবসানাৎ, তস্যৈব সর্বজ্ঞত্ব-সর্বশক্তিত্বাভ্যাং জগজ্জন্মাদি-হেতুত্বাৎ তত্র শ্রীভগবত্যেব

(ভা: ১।১।১) — **"সত্যং পরং ধীমহি"** ইত্যত্র ধ্যানমভিধীয়তে। তথৈব হি তৎ পদ্যং শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে (১০৫তম অনু:) বিবৃতমস্তি। (ভা: ১২।১৩।১৯) **"কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃপুরা"** ইত্যাদাবুপসংহার-পদ্যেঽপি **"সত্যং পরং ধীমহি"** ইতি; অত্রৈব স্পষ্টমেবাস্য শ্রীভগবত্ত্বম্, — শ্রীভাগবত-বক্তৃত্বাৎ; পূর্বঞ্চ (ভা: ১।১।১) **"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"** ইত্যপ্যুক্তম্। অভ্যাসেনোদাহরণং পূর্বং দর্শিতমদর্শিতং চানেকবিধমেব। অপূর্বতয়া ফলেন চ দর্শিতং শ্রীব্যাস-সমাধৌ (ভা: ১।৭।৬) **"অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ"** ইত্যাদি। প্রশংসা-লক্ষণেনার্থবাদেন চাভ্যাসবদ্‌বহুবিধমেব তত্র তত্রাস্তি। উপপত্ত্যা চ (ভা: ১১।২।৩৭) **"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ"** ইত্যাদ্যনেকমিতি।

অত্র গতিসামান্যে চ — (ভা: ১।৫।২২) **"ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা"** ইত্যাদি। তথাহ, (ভা: ৩।৫।১২) —

(১৩৭) **"মুনির্বিবিক্ষুর্ভগবদ্‌গুণানাং, সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ"** ইত্যাদি।

স্পষ্টম্ ॥ শ্রীবিদুরঃ ॥**১১৭**॥

*এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের (মূলতাৎপর্যের অন্তর্ভুক্ত) অবান্তর (গৌণ) তাৎপর্যবিচারদ্বারা ভক্তিই যে অভিধেয় বস্তু, ইহা ছয়প্রকার লিঙ্গ(হেতু)দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। (শাস্ত্রের তাৎপর্যনির্ধারক লিঙ্গ বা হেতু ছয়প্রকার; যথা — **উপক্রম ও উপসংহার বাক্যের ঐক্য, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি**)।*

*তন্মধ্যে **উপক্রম ও উপসংহার বাক্যের ঐক্যবিষয়ে** প্রথমতঃ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি উপক্রম শ্লোকে — "সত্যং পরং ধীমহি" — সেই পরম সত্য বস্তুকেই ধ্যান করি — এইরূপে ধ্যানরূপ ভক্তির উল্লেখ হইয়াছে। এবিষয়ে শ্রীগীতাশাস্ত্রে — "যেসকল ভক্ত সততযুক্ত হইয়া আপনার উপাসনা করেন, আর যেসকল সাধক অক্ষর অব্যক্ত তত্ত্বের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ যোগজ্ঞ, তাহা বলুন" এরূপ প্রশ্নের উত্তরে — শ্রীভগবানের ধ্যান বিনাকষ্টে সাধ্য বলিয়া তাঁহার ধ্যানকারিগণকেই যুক্ততমরূপে (সর্বশ্রেষ্ঠ যোগজ্ঞরূপে) বলা হইয়াছে। "হে ধনঞ্জয় ! আমা অপেক্ষা পরতরতত্ত্ব আর কিছুই নাই" ইত্যাদি এবং "আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (মূল আশ্রয়)" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবানেই পরতত্ত্বের পর্যবসান হইয়াছে। আর, সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্বশক্তিমত্তানিবন্ধন তিনিই জগতের জন্ম-স্থিতি-প্রলয়ের কারণস্বরূপ বলিয়া "সত্যং পরং ধীমহি" এই বাক্যে তাদৃশ পরতত্ত্ব শ্রীভগবদ্‌বিষয়েই ধ্যান (তদ্রূপা ভক্তি) অভিহিত হইতেছে। উক্ত পদ্যটি এইভাবেই শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে (১০৫তম অনুচ্ছেদে) বিবৃত হইয়াছে। আবার, "পুরাকালে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে যিনি ব্রহ্মার প্রতি (শ্রীমদ্ভাগবতস্বরূপ) এই অতুলনীয় জ্ঞানপ্রদীপ প্রকাশিত করিয়াছিলেন" ইত্যাদি উপসংহার শ্লোকেও "সত্যং পরং ধীমহি" — সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা ধ্যান করি — এইরূপ উক্তিদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা হওয়ায় শ্রীপরমাত্মার ভগবত্ত্বই স্পষ্টরূপে স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে ধ্যানবিষয়ে উপক্রম ও উপসংহার বাক্যের ঐক্যহেতু ধ্যানরূপা ভক্তিতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য উপলব্ধ হয়। যদিও এই উপসংহারশ্লোকে ধ্যেয় পরম সত্য বস্তুটি যে শ্রীভগবান্ তাহা নামোল্লেখ করিয়া বলা হয় নাই, তথাপি — "ব্রহ্মার প্রতি যিনি শ্রীভাগবতস্বরূপ জ্ঞানপ্রদীপ প্রকাশিত করিয়াছিলেন" — এইরূপ উক্তিদ্বারা তাহাকে শ্রীভাগবতের বক্তা বলিয়া বোধ হওয়ায়ই তিনি যে শ্রীভগবান্ ইহা স্পষ্টই জানা যায়। কারণ — পূর্বেও "জন্মাদ্যস্য" ইত্যাদি শ্লোকে — "যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদজ্ঞান বিস্তার করিয়াছিলেন" এইরূপ উক্তিদ্বারাও তাঁহারই নির্দেশ হইয়াছে।*

***'অভ্যাস'** অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উল্লেখরূপ হেতুদ্বারাও ভক্তিতেই যে এই শাস্ত্রের তাৎপর্য, এবিষয়ে পূর্বে প্রদর্শিত এবং আরও অনেক অপ্রদর্শিত উদাহরণ রহিয়াছে ('অভ্যাস' অর্থাৎ শাস্ত্রে যে বস্তুটির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকে, তাহাতেই উক্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য অর্থাৎ উহাকেই শাস্ত্রের অভিধেয় বস্তু বলিয়া স্থির করিতে হয়)।*

অপূর্বতা ও ফলদ্বারাও ভগবদ্ভক্তিতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা শ্রীব্যাসদেবের সমাধিকালীন অবস্থার বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীসূত বলিয়াছেন— "অধোক্ষজ শ্রীভগবানের সাক্ষাদ্ভক্তিযোগই সংসাররূপ অনর্থের নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ— এবিষয়ে অজ্ঞ লোকসমূহের জন্য তত্ত্বজ্ঞ ঋষি শ্রীব্যাসদেব সাত্বতসংহিতা (শ্রীমদ্ভাগবত) প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

যে শাস্ত্রে যে বিষয়টি 'অপূর্ব' অর্থাৎ সর্বপ্রথম নূতনরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য জানিতে হইবে। পূর্বোক্ত ব্যাসসমাধিবর্ণন শ্লোকে দেখা যায় যে, পূর্বে লোকসমূহ ভক্তিযোগবিষয়ে অজ্ঞ ছিল, শ্রীব্যাসদেব তাহাদের নিকট এই ভক্তিযোগ অপূর্ব বা নূতনরূপেই উপস্থাপিত করিয়াছেন। অতএব ভক্তিযোগেই এই শাস্ত্রের তাৎপর্য স্থিরীকৃত হয়।

এইরূপ, শাস্ত্রে যে বিষয়টির জ্ঞান বা অনুষ্ঠানাদিদ্বারা 'ফল' লাভের কথা শোনা যায়, ঐ বস্তুতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য জানিতে হয়। এস্থলে অনর্থের উপশম ভক্তিযোগেরই ফল বলিয়া শোনা যাইতেছে; অতএব ভক্তিযোগেই এই শাস্ত্রের তাৎপর্য নির্ণীত হয়।

'অর্থবাদ'— প্রশংসা। শাস্ত্রে যে বিষয়ের প্রশংসা দেখা যায়, উহাতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য জানা যায়, অর্থাৎ উহাকেই শাস্ত্রের অভিধেয় বলিয়া জানিতে হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবতে বিভিন্ন স্থানে ভক্তিবিষয়ক অভ্যাসের (পুনঃ পুনঃ উল্লেখের) ন্যায় অর্থবাদেরও ভূরি ভূরি উদাহরণ রহিয়াছে। অতএব অর্থবাদরূপ হেতুদ্বারাও ভক্তিকে শ্রীমদ্ভাগবতের অভিধেয়রূপে নির্ণীত করা হয়, অর্থাৎ ভক্তিতেই এই শাস্ত্রের তাৎপর্য অবধারিত হয়।

এইরূপ 'উপপত্তি' বা যুক্তিরূপ হেতুদ্বারাও ভক্তিতেই এই শাস্ত্রের তাৎপর্যবোধ হয়। শাস্ত্রে যে বিষয়টি উপপত্তি বা যুক্তিদ্বারা উক্ত হয়, উহাতেই শাস্ত্রের তাৎপর্যের ধারণা করিতে হয়, অর্থাৎ উহাকেই শাস্ত্রের অভিধেয় বলিয়া জানিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে— "ঈশবিমুখ জীবের শ্রীভগবানের মায়ার প্রভাবে স্বরূপের বিস্মৃতি এবং দেহাদিতে অহংবুদ্ধি ঘটিলে দ্বিতীয়াভিনিবেশহেতু ভয় উপস্থিত হয়; অতএব বুধ ব্যক্তি গুরুর প্রতি দেবতাবুদ্ধি ও আত্মবৎ প্রিয়ত্ববুদ্ধি স্থাপনপূর্বক ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানেরই ভজন করিবেন" ইত্যাদি অনেক উদাহরণ রহিয়াছে— যাহাতে উপপত্তি বা যুক্তিদ্বারা ভক্তিযোগকেই শাস্ত্রের অভিধেয় বা তাৎপর্যবিষয়ীভূত বলিয়া জানা যায়। এইরূপ, গতিসামান্যদ্বারাও অর্থাৎ সর্বপ্রকার সৎকর্মের ভক্তিযোগেই সমভাবে গতি অর্থাৎ পরিসমাপ্তিহেতু ভগবদ্ভক্তিকেই শাস্ত্রের অভিধেয় বলিয়া স্থির করা হয়। উহার উদাহরণ— "উত্তমঃশ্লোকের যে গুণানুবর্ণন অর্থাৎ তদ্রূপা যে ভক্তি, উহাই পুরুষের তপস্যা, শাস্ত্রাদি শ্রবণ, সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, প্রবচন (শাস্ত্র-ভাষণ), জ্ঞান ও দানক্রিয়ার অবিনশ্বর ফলস্বরূপ।" এস্থলে ভক্তিতেই সকল সৎকর্মের সমভাবে গতি— নিষ্ঠা অর্থাৎ পরিসমাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ভক্তিই এই শাস্ত্রের অভিধেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেই এরূপ বলিয়াছেন—

*(১৩৭) "হে মৈত্রেয়! আপনার সখা মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও শ্রীভগবানের গুণবর্ণনে ইচ্ছুক হইয়াই মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন— যে মহাভারতে বিষয়সুখের অনুকথনদ্বারা মানবগণের চিত্তকে শ্রীহরিকথায় আকৃষ্ট করা হইয়াছে।" অর্থ স্পষ্ট। ইহা শ্রীবিদুরের উক্তি॥**১১৭**॥*

ইয়মেব ভক্তিঃ (ভা: ১।১।২) "**ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্**" ইত্যত্রোক্তা;

ইয়মেব (ভা: ২।১০।১) "**অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ**" ইত্যাদৌ দশলক্ষণ্যামপি (ভা: ২।১০।৪) '**সদ্ধর্ম**' ইত্যেকলক্ষণত্বেনোক্তা চ। অস্যা অভিধেয়ত্বং শ্রীভাগবতবীজরূপায়াং চতুঃশ্লোক্যামপ্যুদাহৃতম্, (ভা: ২।৯।৩৫)—

(১৩৮) **"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥"** ইতি;

পূর্বং হি জ্ঞান-বিজ্ঞান-রহস্য-তদঙ্গানি বক্তব্যত্বেন চত্বার্য্যেব প্রতিজ্ঞাতানি। তত্র চতুঃশ্লোক্যাঃ প্রাক্তনাস্ত্রয়োঽর্থা অপি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে (১০০তম অনু:) ক্রমেণৈব প্রাক্তন-শ্লোকত্রয়ে ব্যাখ্যাতাঃ। **'রহস্য'**-শব্দেন তত্র প্রেমভক্তিঃ, 'তদঙ্গ'-শব্দেন সাধনভক্তিরুচ্যতে; টীকা চ – **"রহস্যং ভক্তিস্তদঙ্গং-সাধনম্"** ইত্যেষা। ততঃ ক্রম-প্রাপ্তত্বেন (ভা: ১১।১৪।৩) –

**"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদ-সংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥"**

ইতি ভগবদ্বাক্যানুসারেণ চ চতুর্থেঽস্মিন্ পদ্যে সাধনভক্তিরেব ব্যাখ্যাতা।

অত্র চ পুনর্ব্যাখ্যা বিবরণায়োত্থাপ্যতে। তথা হি, – **আত্মনো** মম ভগবতঃ **তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা** প্রেমরূপং রহস্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা **এতাবন্মাত্রমেব** জিজ্ঞাসিতব্যং – শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্। কিং তৎ? **যদেকমেবান্বয়েন** বিধি-মুখেন, **ব্যতিরেকেণ** নিষেধ-মুখেন চ **স্যাদু**পপদ্যতে।

তত্র (ক) অন্বয়েন, যথা – (ভা: ৭।৭।৫৫) **"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্"** ইত্যাদি, (গী: ৯।৩৪, ১৮।৬৫) **"মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ"** ইত্যাদি চ।

(খ) ব্যতিরেকেণ, যথা – (ভা: ১১।৫।২, ৩)

**"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥"** ইতি;

(ভা: ৩।৯।১০) **"ঋষয়োঽপি দেব যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি"** ইত্যাদি;
(গী: ৭।১৫) **"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ"** ইত্যাদি;

"যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তি-বার্ত্তাসুধারসমশেষরসৈকসারম্।
তাবজ্জরামরণজন্মশতাভিঘাত,-দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি ॥"

ইতি পদ্মপুরাণে চ।

কুত্র কুত্রোপপদ্যতে? (১) সর্বত্রেতি – (ক) শাস্ত্র (খ) কর্ত্তৃ (গ) দেশ (ঘ) করণ (ঙ) দ্রব্য (চ) ক্রিয়া (ছ) কার্য (জ) ফলেষু সমস্তেষ্বেব। তত্র –

(১ক) সমস্তশাস্ত্রেষু, যথা স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে –

"সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্ম-মৃত্যু-সমাকুলে। পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতম্ ॥"

(১ক-অ) তত্রাপি অন্বয়েন যথা – (ভা: ২।২।৩৪) **"ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া"** ইত্যাদি; তথা স্কান্দে, প্রভাসখণ্ডে পাদ্মে চ –

"আলোড্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥" ইতি।

(১ক-আ) ব্যতিরেকেণ, যথা গারুড়ে – "পারঙ্গতোঽপি বেদানাম্" ইত্যাদিকং সর্বত্রাবগন্তব্যম্। তচ্চান্তে দর্শয়িষ্যতে। একাদশে চ (ভা: ১১।১১।১৮) –

"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ।।" ইতি।

(১খ) সর্বকর্ত্তৃষু, যথা (ভা: ২।৭।৪৬) –

"তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং,
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ।।" ইতি; গারুড়ে চ –

"কীটপক্ষিমৃগাণাঞ্চ হরৌ সন্ন্যস্তচেতসাম্। ঊর্দ্ধামেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্ ।।" ইতি।

অত্রৈব – (১খ-অ) সাচারে দুরাচারে; (১খ-আ) জ্ঞানিন্যজ্ঞানিনি; (১খ-ই) বিরক্তে রাগিণি; (১খ-ঈ) মুমুক্ষৌ মুক্তে; (১খ-উ) ভক্ত্যসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে; (১খ-ঊ) তস্মিন্ ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে; (১খ-ঋ) তস্মিন্নিত্যপার্ষদে চ সামান্যেন দর্শনাদপি সার্বত্রিকতা। তত্র –

(১খ-অ) সাচারে দুরাচারে চ যথা (গী: ৯।৩০) –

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ।।" ইতি; সদাচারস্তু কিং বক্তব্য ইত্যপেরর্থঃ।

(১খ-আ) জ্ঞানিন্যজ্ঞানিনি চ – (ভা: ১১।১১।৩৩) **"জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাম্"** ইত্যাদি; (বৃহন্নারদীয়ে) **"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।** অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ।।" ইত্যাদি চ।

(১খ-ই) বিরক্তে রাগিণি চ (ভা: ১১।১৪।১৮) –

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ।।"

অবাধ্যমানস্তু সুতরাং নাভিভূয়ত ইত্যপেরর্থঃ।

(১খ-ঈ) মুমুক্ষৌ মুক্তে চ (ভা: ১।২।২৬) – **"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্"** ইত্যাদি; (ভা: ১।৭।১০) –
"আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" ইত্যাদি চ।

(১খ-উ) ভক্ত্যসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে চ – (ভা: ৬।১।১৫)

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ।।" ইতি;

(ভা: ১১।২।৫৩) **"ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা,-ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ"** ইতি চ।

(১খ-ঊ) ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে (ভা: ৯।৪।৬৭) –

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ।। ইতি;

(১খ-ঋ) নিত্যপার্ষদে চ (ভা: ৩।১৫।২২) –

"বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু, প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।
অভ্যর্চ্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্র-মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ ।।" ইতি।

(১গ) সর্বেষু বর্ষেষু ভুবনেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু, তেষাং বহিশ্চ তৈস্তৈঃ শ্রীভগবদুপাসনায়াঃ ক্রিয়মাণায়াঃ শ্রীভাগবতাদিষু ৫ম স্কন্ধে প্রসিদ্ধিঃ সিদ্ধৈবেতি সর্বদেশোদাহরণং জ্ঞেয়ম্।

(১ঘ) সর্বেষু করণেষু, যথা –

"মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা। পরেঽবাঙ্মনসাগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ॥" ইতি এবম্ভূত-বচনে হ্যস্তু তাবদ্‌বহিরিন্দ্রিয়েণ, মনসা বচসাপি তৎসিদ্ধি-প্রসিদ্ধিঃ।

(১ঙ) সর্বদ্রব্যেষু, যথা (ভা: ১০।৮১।৪) –

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥" ইত্যাদি।

(১চ) সর্বক্রিয়াসু, যথা (ভা: ১১।২।১২) –

"শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥" ইতি;

(গী: ৯।২৭) –

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥" ইতি। এবং ভক্ত্যাভাসেষু ভক্ত্যাভাসাপরাধেষ্বপ্যজামিল-মূষিকাদয়ো দৃষ্টান্তা গম্যাঃ।

(১ছ) সর্বেষু কার্য্যেষু, যথা (স্কান্দে) –

"যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্ ॥" ইতি।

(১জ) সর্ব-ফলেষু, যথা – (ভা: ২।৩।১০) **"অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ"** ইত্যাদি; তথা, (ভা: ৪।৩১।১৪) **"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন"** ইত্যাদি-বাক্যেন শ্রীহরিপরিচর্য্যায়াং ক্রিয়মাণায়াং সর্বেষামন্যেষামপি দেবাদীনামুপাসনা স্বত এব সিধ্যতীত্যতোঽপি সার্বত্রিকতা; যথোক্তং স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে, –

"অর্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে। অর্চিতাঃ সর্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্বগতো হরিঃ ॥" ইতি।

এবং যো ভক্তিং করোতি, যদ্‌গবাদিকং ভগবতে দীয়তে, যেন দ্বারভূতেন ভক্তিঃ ক্রিয়তে, যস্মৈ শ্রীভগবৎপ্রীণনার্থং দীয়তে, যস্মাদ্‌গবাদিকাৎ পয়আদিকমাদায় ভগবতে নিবেদ্যতে, যস্মিন্ দেশাদৌ কুলে বা কশ্চিদ্ভক্তিমনুতিষ্ঠতি, তেষামপি কৃতার্থত্বং পুরাণেষু দৃশ্যত ইতি 'কারক'-গতাপি; এবং সার্বত্রিকত্বং সাধিতম্।

সদাতনত্বমাহ, – (২) সর্বদেতি। তত্র –

(২ক) সর্গাদৌ যথা – (ভা: ১১।১৪।৩) **"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা"** ইত্যাদি; সর্গ-মধ্যে বহুত্রৈব।

(২খ) চতুর্বিধ-প্রলয়েষ্বপি (ভা: ৩।৭।৩৭) – **"তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্বিদনুশেরতে"** ইতি বিদুর-প্রশ্নে।

(২গ) সর্বেষু যুগেষু (ভা: ১২৷৩৷৫২) –

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥" ইতি।

কিং বহুনা?

"সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে॥" ইত্যপি গারুড়ে পূ.খ. ২৩৪-২৩ – শ্রীপরাশরোক্তৌ।

(২ঘ) সর্বাবস্থাস্বপি, – (অ) গর্ভে শ্রীনারদ-কারিত-শ্রবণেন শ্রীপ্রহ্লাদে প্রসিদ্ধম্; (আ) বাল্যে শ্রীপ্রহ্লাদানুবর্ত্তি-দৈত্যবালকেষু-শ্রীধ্রুবাদিষু চ; (ই) যৌবনে শ্রীমদম্বরীষাদিষু; (ঈ) বার্দ্ধক্যে খট্বাঙ্গ-যযাতি-ধৃতরাষ্ট্রাদিষু; (উ) মরণেঽজামিলাদিষু; (ঊ) স্বর্গিতায়াং শ্রীচিত্রকেত্বাদিষু; (ঋ) নারকিতায়ামপি –

"যথা যথা হরের্নাম কীর্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ। তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ॥" ইতি শ্রীনৃসিংহপুরাণাৎ; অতএবোক্তং দুর্বাসসা, – (ভা: ৯৷৪৷৬২) **"মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি"** ইতি; তথা (ভা: ২৷১৷১১) –

"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্॥" ইত্যত্রাপি।

অথ তত্র তত্র ব্যতিরেকোদাহরণানি চ কিয়ন্তি দর্শ্যন্তে –

"কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্বা কিংবা তীর্থনিষেবণৈঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥"

"কিং তস্য বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। বাজপেয়সহস্রৈর্বা ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে॥" ইতি বৃহন্নারদীয়-পাদ্ম-বচনাদীনি। তথা (ভা: ২৷৪৷১৭, ৫৷১৯৷২৩, ১০৷৫৯৷৪১) –

"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং, তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা, ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ, সুরেশ-লোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥
যযাচ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ, পাদৌ স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্।
সিদ্ধার্থ এতেন বিগৃহ্যতে মহা,-নহো সুরাণাঞ্চ তমো ধিগাঢ্যতাম্॥" ইত্যাদি;

(ভা: ৩৷২৯৷১৩) **"সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য"** ইত্যাদি; (ভা: ৭৷৭৷৫২) **"ন দানং ন তপো নেজ্যা"** ইত্যাদি; (ভা: ১৷৫৷১২, ১২৷১২৷৫৩) **"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতম্"** ইত্যাদি; (ভা: ৩৷১৫৷৪৮) **"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে"** ইত্যাদি চ।

অথ 'সর্বত্র সর্বদা যদুপপদ্যতে' ইত্যাদি-যোজনিকার্থো যুগপদ্‌যথা – (ভা: ২৷২৷৩৬) **"তস্মাৎ সর্বাত্মনারাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা"** ইত্যাদি। 'অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং **সদা** যদুপপদ্যতে' ইত্যত্র যথা – (পাদ্মে বৃহৎসহস্রনাম-স্তোত্রে)

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" ইতি।

সাকল্যেঽপি, যথা – (ভা: ২।২।৩৩) **"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থাঃ"** ইত্যুপক্রম্য তদুপসংহারে (ভা: ২।২।৩৬) –

"তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ।।" ইতি;

নৃণাং জীবানাম্ – (ভা: ১০।৮৭।২০) **"ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ঃ"** ইতিবৎ। এতদুক্তং ভবতি। – যৎ 'কর্ম' তৎ – সন্ন্যাস-ভোগশরীরপ্রাপ্ত্যবধি; 'যোগঃ' – সিদ্ধ্যবধি; 'সাংখ্যম্' – আত্মজ্ঞানাবধি; 'জ্ঞানম্' – মোক্ষাবধি; তথা তথা তত্তৎফলদানে যোগ্যতাদিকানি চ সর্বাণি অভিধেয়ানি। এবম্ভূতেষু কর্মাদিষু শাস্ত্রাদি (শাস্ত্রাদ্যুক্তকর্মাদীনাং ফলবিষয়কা)-ব্যভিচারিতা জ্ঞেয়া। হরিভক্তেস্ত্বন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং সর্বদা সর্বত্র তত্তন্মহিমভিরুপপন্নত্বাত্তথাভূতস্য রহস্যস্যাঙ্গত্বং যুক্তম্। অতো রহস্যাঙ্গত্বেন চ জ্ঞানরূপার্থান্তরাচ্ছন্ন-তয়ৈবেদমুক্তমিতি ।। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণম্ ।।**১১৮**।।

"এই শ্রীমদ্ভাগবতে মাৎসর্যহীন সজ্জনগণের সম্বন্ধে সর্বপ্রকার ফলাভিসন্ধিরহিত পরমধর্ম বর্ণিত হইয়াছে" ইত্যাদি শ্লোকে এই ভক্তিই উক্ত হইয়াছে।

"এই শ্রীমদ্ভাগবতে সৃষ্টি, প্রলয়" ইত্যাদি শ্লোকে পুরাণের দশ লক্ষণ বলিতে যাইয়া তদন্তর্গত মন্বন্তররূপ একটি লক্ষণের ব্যাখ্যায় উহাকে 'সদ্ধর্ম'রূপে উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন – শ্রীভগবানের অনুগ্রহপ্রাপ্ত 'সৎ' অর্থাৎ মন্বন্তরাধিপতিগণের 'ধর্ম'ই সদ্ধর্ম। শ্রীভগবানের অনুগ্রহপ্রাপ্তগণের ধর্ম বলিতে অর্থাধীন ভক্তিকেই জানা যায়। এইরূপে ভক্তিও পূর্বোক্ত দশলক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণরূপে উক্ত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের বীজস্বরূপ চতুঃশ্লোকীতেও ভগবদ্ভক্তিই যে অভিধেয় তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা –

(১৩৮) "অন্বয় ও ব্যতিরেকক্রমে যে বস্তু সর্বত্র সর্বদা উপপন্ন(সঙ্গত)হয়, আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকর্তৃক কেবলমাত্র তাহাই জিজ্ঞাস্য" ইত্যাদি।

পূর্বে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তাহার অঙ্গ – এই চারিটি বিষয়ই বক্তব্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভগবৎসন্দর্ভে (১০০তম অনুচ্ছেদে) উদ্ধৃত চতুঃশ্লোকীর প্রথম তিনটি শ্লোকে যথাক্রমে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও রহস্য এই তিনটি পদার্থের ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। তন্মধ্যে 'রহস্য' শব্দে প্রেমভক্তি এবং 'তাহার অঙ্গ' বলিতে সাধনভক্তিই উক্ত হইতেছে। শ্রীস্বামিপাদের টীকাও এইরূপ – "রহস্য অর্থাৎ ভক্তি, তাহার অঙ্গ অর্থাৎ সাধন।"

অতএব পূর্বোক্ত তিনটির পর ক্রমানুসারে সাধনভক্তিই বক্তব্য হয় – এইরূপ সঙ্গতিক্রমে এবং "কালপ্রভাবে প্রলয়কালে বেদনাম্নী এই বাণী নষ্টা (অন্তর্হিতা) হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি ব্রহ্মার নিকট ইহার উপদেশ করিয়াছি – ইহাতে মদাত্মক ধর্ম অর্থাৎ যাহাদ্বারা আমার প্রতি চিত্তের আবেশ জন্মে – তাদৃশ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

এইরূপ ভগবদ্বাক্যানুসারেও, "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্" (অন্বয় ও ব্যতিরেকক্রমে যে বস্তু সর্বদা সর্বত্র উপপন্ন (সঙ্গত) হয়, আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে একমাত্র তাহাই জিজ্ঞাস্য) এই চতুর্থ শ্লোকে সাধনভক্তিরই ব্যাখ্যা হইয়াছে।

এস্থলে বিশদরূপে বর্ণনার জন্য পূর্ব ব্যাখ্যাটিকে পুনরায় উত্থাপিত করা হইতেছে। যথা – 'আত্মার' অর্থাৎ ভগবদ্রূপী আমার 'তত্ত্বজিজ্ঞাসুকর্তৃক' – অর্থাৎ যিনি প্রেমরূপ রহস্য জানিতে ইচ্ছা করেন, সেই ব্যক্তিকর্তৃক, 'এতাবৎ এব' – এতন্মাত্রই 'জিজ্ঞাস্য' অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শিক্ষণীয়। তাহা কি ? ইহাই বলিতেছেন যে, একটি মাত্র বস্তুই 'অন্বয়' অর্থাৎ বিধিমুখে এবং 'ব্যতিরেক' অর্থাৎ নিষেধমুখে উপপন্ন (সঙ্গত) হয় অর্থাৎ যুক্তিযুক্তরূপে সিদ্ধ হয়।

অন্বয় বা বিধিমুখে উপপত্তির উদাহরণ –

(ক) অন্বয় – "ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের প্রতি একান্ত ভক্তি এবং সর্বত্র তদ্দর্শন অর্থাৎ ভগবদ্দৃষ্টিতে সর্ববস্তুর প্রতি যে সম্মানপ্রকাশ, ইহলোকে এইমাত্রই পুরুষের পরম স্বার্থ বলিয়া উক্ত হয়।" শ্রীগীতাশাস্ত্রের – "মদ্‌গতচিত্ত হও, মদ্ভক্ত হও" ইত্যাদি উক্তিও বিধিমুখে সঙ্গতির উদাহরণ (অর্থাৎ এই উদাহরণদ্বারা ভক্তিই যে, একমাত্র অভিধেয় – ইহা যুক্তিসিদ্ধরূপেই প্রতিপাদিত হয়)।

(খ) ব্যতিরেক বা নিষেধমুখে সঙ্গতির উদাহরণ –

"পরমপুরুষ শ্রীভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রমের সহিত গুণানুসারে পৃথক্ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা নিজের সাক্ষাৎ উৎপত্তিস্থানস্বরূপ ঈশ্বর পুরুষকে ভজন করে না পরন্তু অবজ্ঞা করে, তাহারা স্থান হইতে (বর্ণ ও আশ্রম হইতে) ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।"

হে দেব! ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণকীর্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। ইত্যাদি শ্রীগর্ভোদশায়ীর প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি।

শ্রীগীতাস্থিত – "মায়াকর্তৃক অপহৃতজ্ঞান, মূঢ়, দুষ্কর্মরত, আসুরভাবাশ্রিত নরাধমগণ আমার আশ্রয় গ্রহণ করে না" – এইসকল বচনও ব্যতিরেকমুখে সঙ্গতির উদাহরণই হয় (তাদৃশ নরাধমগণই আশ্রয় গ্রহণ করে না, অতএব বিপরীত স্বভাববিশিষ্ট নরশ্রেষ্ঠগণের পক্ষে শ্রীভগবানের আশ্রয়গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য।) শ্রীপদ্মপুরাণেও এরূপ উল্লেখ দেখা যায় "যেপর্যন্ত জীব অশেষ রসের একমাত্র সারস্বরূপ বিষ্ণুভক্তির বার্তারূপ সুধারস সেবা না করে, ততকালই সে ব্যক্তি এই ধরাতলে বহুদেহজাত জরা, মৃত্যু এবং শত শত জন্মজনিত আঘাতের দুঃখরাশি উপভোগ করে।"

এইরূপে অন্বয় ও ব্যতিরেকক্রমে তদ্‌বস্তুর (ভগবদ্ভক্তির) সঙ্গতির ব্যাখ্যা করিলে পশ্চাৎ প্রশ্ন হয় যে, কোথায় কোথায় তাদৃশ সঙ্গতি হয়? ইহার উত্তরে বলিলেন – (১) "সর্বত্র" অর্থাৎ (ক) শাস্ত্র, (খ) কর্তা, (গ) দেশ, (ঘ) করণ, (ঙ) দ্রব্য, (চ) ক্রিয়া, (ছ) কার্য ও (জ) ফল – এই সমুদয়ের মধ্যেই (সেই জিজ্ঞাস্য বস্তুর সঙ্গতি রহিয়াছে)।

(১ক) সর্বশাস্ত্রে সঙ্গতির উদাহরণ; যথা স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে –

"জন্মমৃত্যুসঙ্কুল এই মহাঘোর সংসারে একমাত্র ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের আরাধনাই সকল শাস্ত্রবাদিগণকর্তৃক উদ্ধারের কারণরূপে উক্ত হইয়াছে।"

(১ক-অ) তন্মধ্যেও আবার **অন্বয়ক্রমে** সঙ্গতি, যথা –

"ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে তিনবার সমগ্রভাবে বেদশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া **যাহা হইতে পরমাত্মা শ্রীহরিতে অনুরাগ হয়,** নিরপেক্ষভাবে নিজ বিবেকবুদ্ধিদ্বারা তাহাই স্থির করিয়াছিলেন"

স্কন্দপুরাণ এবং পদ্মপুরাণের উক্তিও এইরূপ –

"বারম্বার সকল শাস্ত্রের মন্থন ও বিচারপূর্বক একমাত্র ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে যে, শ্রীনারায়ণই জীবের পক্ষে সর্বদা ধ্যানের যোগ্য।"

(১ক-আ) ব্যতিরেকক্রমে সঙ্গতির উদাহরণ; – যথা গরুড় পুরাণে –

"যে ব্যক্তি বেদবিদ্যায় পারদর্শী এবং সর্বশাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও সর্বেশ্বর শ্রীহরির ভক্ত নহে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।" সর্বত্র এতদনুরূপ উদাহরণ জ্ঞাতব্য। শেষভাগে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

একাদশস্কন্ধে এইরূপ উক্তি আছে—

যদি কেহ শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদবিষয়ে অধ্যয়নাদিদ্বারা পারদর্শী হইয়াও পরব্রহ্ম বিষয়ে ধ্যানাদিরূপ ভক্তি না করেন, তাহা হইলে বহুকাল পরে প্রসবকারী গাভীর পালকের ন্যায় তাহার শাস্ত্রাভ্যাসজনিত পরিশ্রম কেবল শ্রমেই পর্যবসিত হয়। পরন্তু কোনরূপ পুরুষার্থপ্রদ হয় না।

(১খ) সকলপ্রকার কর্তার মধ্যে উক্ত ভক্তিযোগের সঙ্গতির উদাহরণ—

"ত্রিবিক্রম শ্রীহরির ভক্তগণের আচরণ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে পাপজাত স্ত্রী, শূদ্র, হূন ও শবর এমন কি তির্যক্ (পশুপক্ষী প্রভৃতি) প্রাণিগণও দেবমায়াকে জানেন ও অতিক্রম করেন। অতএব শ্রীভগবানের রূপের প্রতি যাঁহাদের মনঃ একাগ্র রহিয়াছে, তাঁহাদের কথা আর বক্তব্য কি ?"

গরুড়পুরাণেও বলিয়াছেন—

"শ্রীহরির প্রতি চিত্তসমর্পণকারী কীট, পক্ষী এবং মৃগগণেরও ঊর্ধ্বগতি হয় বলিয়া আমি মনে করি। এঅবস্থায় জ্ঞানী মনুষ্যগণের কথা আর কি বলিব ?"

এস্থলে (১খ-অ) আচারযুক্ত ও দুরাচার; (১খ-আ) জ্ঞানী ও অজ্ঞানী; (১খ-ই) বিরক্ত ও বিষয়ানুরক্ত; (১খ-ঈ) মুমুক্ষু ও মুক্ত; (১খ-উ) ভক্তিবিষয়ে অসিদ্ধ ও ভক্তিসিদ্ধ; (১খ-ঊ) শ্রীভগবানের পার্ষদভাবপ্রাপ্ত ও (১খ-ঋ) নিত্যপার্ষদ—সকলের মধ্যেই সাধারণভাবে ভক্তির সঙ্গতিদর্শনহেতু ইহার **সার্বত্রিকতা** স্বীকার্য।

(১খ-অ) আচারযুক্ত ও দুরাচারের মধ্যে সঙ্গতির উদাহরণ—"সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্য দেবতার উপাসনা না করিয়া অনন্যভাবে আমার ভজন করে, তাহা হইলে সে সাধুরূপেই বিচার্য হয়; কারণ, সে যথার্থবিষয়েই নিশ্চিত চেষ্টাসম্পন্ন।" এই শ্লোকে 'অপি চেৎ' এই 'অপি' শব্দদ্বারা জ্ঞাপিত হইল যে, যিনি সদাচার তিনি যে সাধুরূপে গণ্য হইবেন—এবিষয়ে কোন আশঙ্কাই নাই।

(১খ-আ) জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর মধ্যে সঙ্গতির উদাহরণ—

"দেশকালের সীমারহিত, সচ্চিদানন্দাদিগুণবিশিষ্ট সর্বাত্মা (সর্বান্তর্যামী) আমাকে জানিয়া অথবা না জানিয়াও একনিষ্ঠভাবে যাহারা ভজন করেন, তাহারা আমার শ্রেষ্ঠভক্তরূপে সম্মত হন।"

বৃহন্নারদীয়বচন—"অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্পৃষ্ট হইলে অগ্নি যেরূপ দহন করে, সেইরূপ দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণও স্মরণ করিলে, শ্রীহরি পাপসমূহ হরণ করেন" ইত্যাদি।

(১খ-ই) বিরক্ত ও অনুরক্তের মধ্যে সঙ্গতির উদাহরণ—

"আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত বিষয়সমূহদ্বারা আকৃষ্ট হইলেও দৃঢ়া ভক্তিনিবন্ধন বিষয়দ্বারা প্রায়শঃ অভিভূত হন না।"

অতএব যিনি বিষয়দ্বারা আকৃষ্ট হন না তিনি বিষয়দ্বারা অভিভূত হইবার প্রশ্নই উঠে না—"বাধ্যমানোঽপি" এই 'অপি' শব্দের দ্বারা এই অর্থই সূচিত হইতেছে।

(১খ-ঈ) মুমুক্ষু ও মুক্ত পুরুষে সঙ্গতির উদাহরণ—

"মুক্তিকামী পুরুষগণ ঘোররূপী ভৈরবাদি ভূতপতি ও অন্যান্য দেবতাগণের উপাসনা করেন না। পরন্তু তাঁহাদের নিন্দা না করিয়া শ্রীনারায়ণের অংশাবতারগণের উপাসনা করিয়া থাকেন; "অহঙ্কারগ্রন্থিমুক্ত আত্মারাম মুনিগণও ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করেন" ইত্যাদি।

(১খ-উ) ভক্তিবিষয়ে অসিদ্ধ এবং ভক্তিসিদ্ধ পুরুষে সঙ্গতির উদাহরণ—

"সূর্য যেরূপ সমগ্রভাবে হিমরাশি দূর করেন, বাসুদেবপরায়ণ বিরল ভক্তগণও সেইরূপ কেবলা ভক্তিদ্বারা পাপ দূর করেন।"

"যিনি অত্যল্প কালের জন্যও শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।"

(১খ-ঙ) শ্রীভগবানের পার্ষদত্বপ্রাপ্ত পুরুষের মধ্যে সঙ্গতির উদাহরণ –

"তাঁহারা আমার সেবাদ্বারাই পরিপূর্ণচিত্ত হইয়া, সেবাবলেই উপস্থিত সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়েরও কামনা করেন না; এমতাবস্থায় কালবিধ্বস্ত স্বর্গাদি তুচ্ছপদ কিরূপে তাঁহাদের কাম্য হইবে ?"

(১খ-ঞ) নিত্যপার্ষদে সঙ্গতির উদাহরণ –

"হে দেবগণ ! যে বৈকুণ্ঠলোকে নিজ ক্রীড়াবনে পরিচারিকাগণের সহিত মিলিতা শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিদ্রুমরত্নময়-তটশোভিত, সুবিমল সুধাময় জলপরিপূর্ণ সরোবরসমূহে তুলসীদ্বারা প্রভু শ্রীহরির অর্চনা করিতে করিতে, (জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত) সুন্দর অলকরাশি ও উন্নত নাসাযুক্ত নিজ মুখ দর্শন করিয়া, উহা ভগবৎকর্তৃক চুম্বিত হইয়াছে, ইহা মনে করিয়াছিলেন।" (শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই শ্রীলক্ষ্মীর এইরূপ সৌভাগ্যসুখ এস্থানে দ্যোতিত হইতেছে।)

(১গ) সমস্ত বর্ষ, ভুবন ও ব্রহ্মাণ্ডসমূহে এবং তাহাদের বাহিরেও তত্তৎস্থানবাসিগণ যে শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহে প্রসিদ্ধি আছে। ইহাই সর্বদেশে সঙ্গতির উদাহরণরূপে জ্ঞাতব্য।

(১ঘ) সর্বপ্রকার করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহে সঙ্গতির উদাহরণ –

"অন্যসকলে হর্ষভরে মানস উপচারদ্বারা বাক্য ও মনের অগোচর শ্রীহরির অর্চনা করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

এইরূপ বচনে জানা যায় যে, বাহ্য ইন্দ্রিয়বর্গের কথা দূরে থাকুক – মনঃ ও বাক্যদ্বারাও ভক্তি সিদ্ধ হয়।

(১ঙ) সর্বদ্রব্যে সঙ্গতির উদাহরণ –

"যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল প্রদান করে, আমি একাগ্রচিত্ত সেই ভক্তের ভক্তিউপহারস্বরূপ সেইসকল দ্রব্য সাদরে ভোগ করিয়া থাকি।"

(১চ) সর্বপ্রকার ক্রিয়ায় সঙ্গতির উদাহরণ –

"সদ্ধর্মের শ্রবণ, অনুপঠন, ধ্যান, আদর বা অনুমোদন করিলে তাহা দেবদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহিগণকে পর্যন্ত তৎক্ষণাৎই পবিত্র করে।"

শ্রীগীতাবচন – "হে কুন্তীনন্দন ! তুমি যে কার্য কর, যাহা ভোজন কর, যে হোম কর, যে দান কর কিংবা যে তপস্যা কর তাহা আমাতে অর্পণ কর।"

এইরূপ ভক্তির আভাস এবং ভক্তির আভাসমূলক অপরাধবিষয়েও সঙ্গতিসম্বন্ধে অজামিল ও মূষিকপ্রভৃতি দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে।

(১ছ) সর্বকার্যে সঙ্গতির উদাহরণ (স্কন্দপুরাণের উক্তি) –

"যাঁহার স্মরণ বা নামোচ্চারণদ্বারা তপস্যা এবং যজ্ঞক্রিয়াদিতে যে কোনরূপে সঞ্জাত ন্যূনতার তৎক্ষণাৎই পরিপূরণ হয়, সেই অচ্যুত শ্রীহরিকে বন্দনা করি।"

(১জ) সর্বপ্রকার ফলবিষয়ে সঙ্গতির উদাহরণ –

"অকাম, সর্বকাম অথবা মোক্ষকাম উদারবুদ্ধি পুরুষ সুদৃঢ় ভক্তিযোগদ্বারা পরমপুরুষের ভজন করিবে।"

এইরূপ "বৃক্ষের মূলে জলসেচনদ্বারা যেরূপ তাহার কাণ্ড, শাখা ও পল্লবপ্রভৃতির তৃপ্তি হয়" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রীহরির পরিচর্যানুষ্ঠানেই অন্যসকল দেবতার উপাসনাও স্বভাবতঃই সিদ্ধ হয় – ইহা বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারাও ভগবদ্ভক্তির সার্বত্রিকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদেও এরূপ বলা হইয়াছে—

"যেহেতু শ্রীহরি সর্বত্র বিরাজমান, এইহেতুই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দেবেন্দ্রেরও অধিপতি শ্রীহরির অর্চনায় সকল দেবতাই অর্চিত হন।"

এইরূপ যিনি ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্তৃকারক, শ্রীভগবান্‌কে গোপ্রভৃতি যাহা প্রদান করা হয়, সেই কর্মকারক, যাহাদ্বারা ভক্তির অনুষ্ঠান হয়, সেই করণকারক, শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য যে সৎপাত্রকে গবাদি দান করা হয়, সেই সম্প্রদানকারক, যে ধেনুপ্রভৃতি হইতে দুগ্ধাদি আহরণপূর্বক শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়, সেই অপাদানকারক এবং যে দেশ বা কুলাদিতে কোন ব্যক্তি ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, সেই অধিকরণকারক—ইহাদেরও কৃতার্থতা পুরাণসমূহে লক্ষিত হয়। এইরূপে কারকগত ভক্তিসঙ্গতিও বিদ্যমান রহিয়াছে। এইপ্রকারে সার্বত্রিকত্ব সাধিত (নির্ধারিত) হইল।

ভক্তির সদাতনত্ব (সর্বকালীনত্ব) প্রতিপাদনের জন্যই (২) ("এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্"—এই শ্লোকের অন্তে) বলিয়াছেন—"সর্বদা"। (২ক) তন্মধ্যে সৃষ্টির আদিকালে ভক্তিই যে জিজ্ঞাস্য, তাহার উদাহরণ—"কালপ্রভাবে প্রলয়কালে বেদনাম্নী এই বাণী নষ্টা (অন্তর্হিতা) হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি ব্রহ্মার নিকট ইহার উপদেশ করিয়াছি। ইহাতে মদাত্মক ধর্ম অর্থাৎ যাহাদ্বারা আমার প্রতি চিত্তের আবেশ জন্মে—তাদৃশ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।" সৃষ্টির মধ্যেও যে, ভক্তিই জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ অনুশীলনযোগ্য—ইহার উদাহরণ বহুস্থলেই রহিয়াছে।

(২খ) চতুর্বিধ প্রলয়কালেও যে, ভক্তিই জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ অনুশীলনযোগ্য হয়, ইহা—"সেই প্রলয়কালে শয়ান এই শ্রীভগবান্‌কে কাহারা উপাসনা করেন, কাহারাই বা তাঁহার শয়নের পর শয়ন করেন ?" শ্রীবিদুরের এই প্রশ্নবাক্যে (এবং তাহার উত্তরবাক্যে—প্রলয়কালে ইহা শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে আবির্ভূত ব্রহ্মাকর্তৃক প্রলয়শয্যাগত শ্রীভগবানের স্তুতির উল্লেখহেতু) ব্যক্ত হইয়াছে।

(২গ) সকল যুগেই যে ভক্তি জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ অনুশীলনযোগ্য—ইহার উদাহরণ—

"সত্যযুগে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা তাঁহার যজন এবং দ্বাপরযুগে তাঁহার পরিচর্যা করিলে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে শ্রীহরির কীর্তন হইতেই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে।"

অধিক আর বলার প্রয়োজন কি ? বিষ্ণুপুরাণে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে—

"মুহূর্তকাল এমন কি ক্ষণকালও যদি ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের চিন্তা না করা হয়, তাহা হইলে উহাই জীবের পক্ষে ক্ষতি, মহাত্রুটি, মোহ ও বিভ্রমরূপে গণ্য হয়।"

(২ঘ) সকল অবস্থায়ও ভক্তিই যে জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ অনুশীলনযোগ্য, তাহা (অ) শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের মধ্যেই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। ভগবান্ শ্রীনারদ গর্ভাবস্থায়ই তাঁহাকে ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। (আ) এইরূপ বাল্যদশায় শ্রীপ্রহ্লাদের অনুবর্তী দৈত্যবালকগণে ও শ্রীধ্রুবপ্রভৃতিতে, (ই) যৌবনে শ্রীঅম্বরীষ-প্রভৃতিতে, (ঈ) বার্ধক্যে খট্বাঙ্গ, যযাতি ও শ্রীধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতিতে, (উ) মরণে অজামিলপ্রভৃতিতে (ঊ) স্বর্গপ্রাপ্তি-দশায় শ্রীচিত্রকেতুপ্রভৃতিতে ভক্তির অনুশীলন লক্ষিত হয়। (ঋ) এমন কি নরকপ্রাপ্তি দশায়ও শ্রীনৃসিংহপুরাণে ভক্তির অনুশীলন উক্ত হইয়াছে। যথা—

"নরকবাসিগণ যে যে ভাবে শ্রীহরির নাম কীর্তন করিয়াছিলেন, সেই সেই ভাবেই শ্রীহরিভক্তি লাভ করিয়া দিব্যধাম (বৈকুণ্ঠে) গমন করিয়াছিলেন।" অতএব শ্রীদুর্বাসাও বলিয়াছেন—"যাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে নারকী ব্যক্তিও পরিত্রাণ লাভ করে।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

"হে রাজন্ ! শ্রীহরির এই অকুতোভয় নামকীর্তনই মুমুক্ষু, স্বর্গাদিকামী এবং যোগী অর্থাৎ জ্ঞানিগণ সকলেরই নিজ নিজ সাধনোচিত ফলরূপে নির্ণীত হইয়াছে।"

অনন্তর বিভিন্ন শাস্ত্রোক্ত ব্যতিরেকভাবের কতিপয় উদাহরণও প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে— বৃহন্নারদীয় এবং পদ্মপুরাণের বচন—

"বিষ্ণুভক্তিহীন ব্যক্তিগণের বেদ, অন্যান্য শাস্ত্র, কিংবা তীর্থসেবাদ্বারা, তপস্যা ও যজ্ঞসমূহদ্বারা কোন ফলই লভ্য হয় না।"

"যাহার শ্রীজনার্দনে ভক্তি আছে, তাহার বহুশাস্ত্রাভ্যাস, তপস্যা, বিবিধ যজ্ঞ, এমন কি সহস্রবাজপেয় যজ্ঞেরই বা কি প্রয়োজন ?"

এইরূপ— (শ্রীমদ্ভাগবতে) "তপস্বিগণ, দানশীলগণ, যশস্বিগণ(অশ্বমেধাদিযজ্ঞকর্তৃগণ), মনস্বিগণ (যোগিগণ), মন্ত্রজ্ঞগণ এবং সদাচারিগণ— ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ সাধনস্বরূপ তপস্যাদি যাঁহাতে অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভ করেন না, সেই সুযশস্বী শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করি।"

"যেস্থানে শ্রীহরিকথামৃত-তরঙ্গিণী প্রবাহিত হয় না, যেস্থানে সেই শ্রীহরিকথামৃত-তরঙ্গিণীর আশ্রিত ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ বাস করেন না এবং যেস্থানে নৃত্যগীতাদি মহোৎসবযুক্ত শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠিত হয় না, তাহা সুরেশ্বর ব্রহ্মার ধাম হইলেও আশ্রয়যোগ্য নহে।"

"(যে ইন্দ্র পূর্বে) নিজ মুকুটের অগ্রভাগসমূহদ্বারা পদযুগল স্পর্শ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজ প্রয়োজনসিদ্ধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই মহান্ ইন্দ্রই প্রয়োজনসিদ্ধির পর তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অহো! দেবতাগণেরও এরূপ ক্রোধ থাকে! অতএব সম্পদ্‌কে ধিক্।" ইত্যাদি।

এইরূপ— "ভক্তগণকে আমার সেবাসম্পর্কশূন্য সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, এমন কি ঐক্যরূপ মুক্তিদান করিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না।"

"দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ এবং ব্রতসমূহ শ্রীভগবানের প্রীতিজনক হয় না, পরন্তু তিনি নিষ্কাম ভক্তিদ্বারাই প্রীত হন, অন্য সমুদয় অভিনয় মাত্র অর্থাৎ বৃথা।"

"নির্বেদ ব্রহ্মাত্মক নিরুপাধিক জ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিবর্জিত হইলে অতিশয় শোভা পায় না; এমতাবস্থায় যাহা সাধনকালে এবং ফলকালেও দুঃখদায়ক এরূপ সকাম কর্ম, এমন কি নিষ্কাম কর্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে কিরূপে শোভা পাইতে পারে ?"

"হে ভগবন্! আপনার যশোরাশি জীবগণের কীর্তনযোগ্য এবং পরমবিশুদ্ধিজনক। যাঁহারা আপনার কথাসমূহের রসজ্ঞ, আপনার চরণাশ্রিত সেই সুনিপুণ ব্যক্তিগণ আপনার অনুগ্রহস্বরূপ মুক্তিপদকেও আদর করেন না; এমতাবস্থায় আপনার ভ্রূভঙ্গীমাত্রেই যে ক্ষেত্রে ভয় উপনীত হয়, তাদৃশ ইন্দ্রপদ কিরূপে তাঁহাদের আদরণীয় হইতে পারে ?" অনন্তর— 'যাহা সর্বত্র সর্বদা সঙ্গত হয়' এই মূলশ্লোকগত বাক্যের বিভিন্নরূপে অর্থসঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে— যুগপৎ অর্থাৎ এককালে, সর্বদেশে ও সর্বকালে ভক্তিযোগের সঙ্গতির উদাহরণ—

"হে রাজন্! অতএব সর্বত্র ও সর্বদা ভগবান্ শ্রীহরিই নরগণের সর্বতোভাবে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণযোগ্য।"

অন্বয় ও ব্যতিরেকক্রমে সর্বদা যে ভক্তিযোগই সঙ্গত হয়, ইহার উদাহরণ (পদ্মপুরাণ বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে)—

"সর্বদা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহার বিস্মরণ সঙ্গত নহে। শাস্ত্রীয় যাবতীয় বিধি ও নিষেধ এই দুইটি বিধি ও নিষেধেরই অনুগামী।"

সাকল্যভাবে ভক্তির সঙ্গতির উদাহরণ—

"ইহা (ভগবদর্পিত কর্ম) অপেক্ষা অন্য মঙ্গলকর মার্গ আর কিছুই নাই"— এইরূপে আরম্ভ করিয়া, উপসংহারে উক্ত হইয়াছে—

"হে রাজন্ ! অতএব সর্বত্র সর্বদা ভগবান্ শ্রীহরিই নরগণের সর্বতোভাবে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণযোগ্য।" এস্থলে – "নরগণের" পদে জীবমাত্রেই – এরূপ অর্থ জ্ঞাতব্য।

যেহেতু "কবিগণ এরূপ নৃগতি বিচার করিয়া" ইত্যাদি স্থলেও – নৃগতি (নরগতি) বলিতে জীবমাত্রেরই গতি – এরূপ অর্থ হয়। এস্থলে ভাবার্থ এই যে – সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্মত্যাগ, অথবা কর্মফলভোগের উপযোগী উত্তম (স্বর্গীয়) দেহপ্রাপ্তিতেই কর্মের চরিতার্থতা (ফলসমাপ্তি), সিদ্ধিলাভেই যোগের সমাপ্তি, আত্মজ্ঞানলাভেই সাংখ্যের সমাপ্তি এবং মোক্ষলাভেই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটে; এইরূপে নিজ নিজ ফললাভের পর কর্মাদির কোন উপযোগিতা থাকে না বলিয়া উঁহাদের অনুশীলনেরও আর প্রয়োজন হয় না। এইরূপে কেবলমাত্র নিজ নিজ নির্দিষ্ট ফলসম্পাদনেই কর্মাদির যোগ্যতা অনুভূত হয় বলিয়া তত্তদ্বিষয়ে শাস্ত্রাদির ব্যভিচার জানিতে হইবে। অর্থাৎ কর্ম, যোগ, সাংখ্য ও জ্ঞান – ইহাদের কোনটিই সকলের পক্ষে সর্বদা সর্বাবস্থায় অনুশীলনযোগ্যরূপে শাস্ত্রাদিতে নির্দিষ্ট হয় নাই। পরন্তু শ্রীহরিভক্তি অন্বয় ও ব্যতিরেক বিচারে সর্বদা সর্বত্র বিভিন্ন মহিমামণ্ডিতরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, ইহাই অর্থাৎ এই সাধনভক্তিই প্রেমভক্তিরূপ রহস্য বস্তুর অঙ্গস্বরূপ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। অতএব এই সাধনভক্তি গোপনীয় প্রেমভক্তির অঙ্গ বলিয়াই স্বয়ংও গোপনীয় বলিয়া, জ্ঞানরূপ পদার্থান্তরদ্বারা আচ্ছাদিতরূপেই উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ ২।৯।৩০ শ্লোকে – জ্ঞানকে পরমগুহ্যরূপে কীর্তন করিয়া সাধনভক্তিকে 'তদঙ্গ'পদে গুণীভূত বলা হইয়াছে) ॥১১৮॥

তদেবং শ্রীভাগবতং সংক্ষেপেণোপদেক্ষ্যন্তং শ্রীনারদং শ্রীব্রহ্মাপি তথৈব সঙ্কল্পং কারিতবান্; যথা (ভা: ২।৭।৫২) –

(১৩৯) **"যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি।**
সর্বাত্মন্যখিলাধার ইতি সঙ্কল্প্য বর্ণয় ॥"

ভবিষ্যত্যবশ্যং ভবেৎ; **ইতি** ইমং প্রকারং **সঙ্কল্প্য** নিয়মেনাঙ্গীকৃত্য ॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদম্ ॥১১৯॥

এইরূপ, সংক্ষেপতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবী উপদেশক শ্রীনারদকে শ্রীব্রহ্মা ঐরূপ সংকল্পই করাইয়াছিলেন। যথা –

(১৩৯) "যাহাতে সর্বাত্মা সর্বাশ্রয় ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি মানবগণের ভক্তি হইবে, এরূপ সংকল্প করিয়া বর্ণন কর।"

'ভক্তি হইবে' অর্থাৎ অবশ্যই ভক্তি হয়, 'এরূপ' – এইপ্রকার 'সংকল্প করিয়া' – নিয়মসহকারে অঙ্গীকার করিয়া (বর্ণন কর)। ইহা শ্রীনারদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি ॥১১৯॥

শ্রীনারদেনাপি তন্মহাপুরাণাবির্ভাবনার্থং তথৈবোপদিষ্টম্ (ভা: ১।৫।১৩) –

(১৪০) **"অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্, শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।**
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে, সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥"

অথো অতঃ – (ভা: ১।৫।১২) **"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জিতম্"** ইত্যাদ্যুক্তেঃ কারণাৎ। অত্র বিচেষ্টিতানুস্মরণেনাখণ্ডৈব ভক্তির্লক্ষ্যতে ॥১২০॥

শ্রীনারদও শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহাপুরাণ প্রকাশনের জন্য শ্রীমদ্ব্যাসদেবকে ঐরূপই উপদেশ করিয়াছিলেন। যথা –

(১৪০) "অতএব হে মহাভাগ ! অমোঘ(যথার্থ)দৃষ্টিশালী, শুদ্ধকীর্তিমান্, সত্যনিষ্ঠ ও ব্রতপরায়ণ আপনি সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির জন্য চিত্তের একাগ্রতাসহকারে ভগবান্ শ্রীহরির বিবিধ সুপ্রসিদ্ধ লীলা স্মরণ করুন অর্থাৎ স্মরণপূর্বক বর্ণন করুন।"

'অথো' শব্দের অর্থ – অতএব; এইহেতু অর্থাৎ "নির্বেদ ব্রহ্মাত্মক নিরুপাধিক জ্ঞান ভগবদ্ভক্তিবর্জিত হইলে অতিশয় শোভা পায় না" ইত্যাদি বাক্যে ভগবদ্ভক্তির আবশ্যকতা স্বীকার করা হইয়াছে। এস্থলেও শ্রীভগবানের বিবিধ লীলার অনুস্মরণের উল্লেখদ্বারা অখণ্ডা (সমগ্রা) ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।।১২০।।

অন্তে চ (ভা: ১।৫।৪০) –

(১৪১) **"ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ, সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং, সংক্লেশনির্ব্বাণমুশন্তি নান্যথা ॥"**

বিদাং বিদুষাম্ ।।১২১।। শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্ ।।১২০-১২১।।

(১৪১) এই অধ্যায়ের অন্তেও বলিয়াছেন – "হে সর্বজ্ঞ! যাহাতে বিদ্বদ্গণের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত হয়, আপনিও শ্রীভগবানের সেই যশোরাশি প্রকৃষ্টরূপে বর্ণন করুন; ইহা ব্যতীত নিরন্তর দুঃখপীড়িতচিত্ত ব্যক্তিগণের সন্তাপনিবৃত্তি অন্য উপায়ে হইতে পারে বলিয়া তাহারা (জ্ঞানিগণ) মনে করেন না"।

'বিদাম্' – বিদ্বদ্গণের ।।১২১।। ইহা শ্রীব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ।।১২০-১২১।।

শ্রীব্যাসোঽপি তন্মহাপুরাণপ্রচারণারম্ভে ভক্তিমেব পরমশ্রেয়ঃপ্রদত্বেন সমাধাবনুভূতবানিতি প্রথম-শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে দর্শিতং (ভা: ১।৭।৪) **"ভক্তিযোগেন মনসি"** ইত্যাদি-প্রকরণে। তথৈব, (ভা: ১১।১৯।৩০) **"কো লাভঃ"** ইতি প্রশ্নানন্তরং স্বয়ং শ্রীভগবতৈব সম্মতম্ (ভা: ১১।১৯।৪০) –

(১৪২) **"ভগো মে"** ইত্যাদৌ **"লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ"** ইতি;

স্পষ্টম্ ।। শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ।।১২২।।

শ্রীব্যাসদেবও মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারারম্ভকালে সমাধিযোগে ভক্তিকেই পরমশ্রেয়ঃপ্রদানকারিণী-রূপে অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে – "ভক্তিযোগদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ এবং সম্যক্ একাগ্র হইলে তিনি পরিপূর্ণ পুরুষ শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার অপাশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিয়াছিলেন" – এই প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ – "লাভ কি ?"

(১৪২) শ্রীমান্ উদ্ধবের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন – "আমার ঐশ্বর ভাব অর্থাৎ ঐশ্বর্যই ভগ এবং আমার ভক্তিই(জীবের পক্ষে) উত্তম লাভস্বরূপ।"

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ।।১২২।।

অতএব স্বগতং বিচারয়তি স্ম (ভা: ১।৪।৩১) –

(১৪৩) **"কিংবা ভাগবতা ধর্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়া পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥"**

স্পষ্টম্ ।। শ্রীব্যাসঃ স্বগতম্ ।।১২৩।।

অতএব শ্রীব্যাসদেব স্বগতভাবেও এরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন –

(১৪৩) "অথবা আমি কি পরমহংসগণের প্রিয় ভাগবতধর্মসমূহ প্রভূতভাবে নিরূপণ করি নাই ? বস্তুতঃ সেই ভাগবতধর্মসমূহই শ্রীহরির প্রীতিজনক।"

অর্থ স্পষ্ট। ইহা শ্রীব্যাসদেবের মনোমত ভাব ।।১২৩।।

অশেষোপদেষ্টুরপি তৎ(ভাগবতধর্ম)উপদেশেনৈব ভগবতঃ পরম উৎকর্ষ উচ্যতে; যথা (ভা: ৬।১৬।৪০) –

(১৪৪) **"জিতমজিত তদা ভবতা, যদাহ ভাগবতং ধর্মমনবদ্যম্"**

জিতমিত্যত্র ভবতেতি জ্ঞেয়ম্; **আহেত্যত্র** তু ভবানিতি ।।" চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্ ।।**১২৪**।।

ভগবান্ অশেষ শাস্ত্রের উপদেশক হইলেও, একমাত্র শ্রীভাগবতধর্মের উপদেশ করায়ই তাঁহার পরম উৎকর্ষ উক্ত হইয়াছে। যথা—

(১৪৪) "হে অজিত ভগবান্! যখন আপনি অনিন্দনীয় ভাগবতধর্ম বলিয়াছেন, তখনই আপনি জয়যুক্ত হইয়া অর্থাৎ সর্বপ্রকার উৎকর্ষসহকারে বিরাজমান হইয়াছেন।"

*মূলে "জিতং" অর্থাৎ জয় লব্ধ হইয়াছে এবং "আহ" অর্থাৎ বলিয়াছেন— এই উভয়স্থলে— 'আপনাকর্তৃক জিত' এবং 'আপনি বলিয়াছেন'— এরূপ কর্তৃপদদ্বয় উহ্য। ইহা শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর উক্তি।।**১২৪**।।*

তদেবং ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বং স্থিতম্। তত্র যদ্বহুত্র কর্মাদি-মিশ্রত্বেন তদ্বর্ত্ম উপদিশ্যতে, তত্তু তত্তন্মার্গনিষ্ঠান্ ভক্তিসম্বন্ধেন কৃতার্থয়িতুং তানেব কাংশ্চিদ্ভক্ত্যাস্বাদনেন শুদ্ধায়ামেব ভক্তৌ প্রবর্ত্তয়িতুং চেতি জ্ঞেয়ম্।

পুনশ্চ, সর্বত্র তস্যা এবাভিধেয়ত্বং বক্তুং তদীয়-মহিমা পূর্বত্র ব্যাখ্যাতোঽপি ক্রমেণ ব্যাখ্যায়তে— সর্বৈরেব বিশেষতো ভক্তেরন্যত্তু ন কর্তব্যমিত্যভিপ্রায়েণ তত্র তস্যাঃ (১) পরমধর্মত্বম্, (২) সর্বকামপ্রদত্বং চ— (ভা: ৬।৩।২২) **"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্"** ইত্যাদৌ, (ভা: ২।৩।১০) **"অকামঃ সর্বকামো বা"** ইত্যাদৌ, (ভা: ১০।৮১।১৯) **"সর্ব্বাসামেব সিদ্ধীনাম্"** ইত্যাদৌ চ দর্শিতমেব।

স্কান্দে চ সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে—

"বিশিষ্টঃ সর্বধর্মাণাং ধর্মো বিষ্ণ্বর্চনং নৃণাম্। সর্বযজ্ঞ-তপো-হোম-তীর্থস্নানৈশ্চ যৎ ফলম্।। তৎ ফলং কোটিগুণিতং বিষ্ণুং সম্পূজ্য চাপ্নুয়াৎ। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন নারায়ণমিহার্চ্চয়েৎ।।" ইতি;

তত্রৈব ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে চ—

"অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ করোতি বৈ। ন তৎ ফলমবাপ্নোতি মদ্ভক্তৈর্যদবাপ্যতে।।" ইতি।

(৩) অশুভঘ্নত্বমপি (ভা: ৬।১।১৭) **"সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ"** ইত্যাদৌ দর্শিতম্।

টীকা চ— "অতো ন জ্ঞানমার্গ ইবাসহায়তা-নিমিত্তং ভয়ম্, নাপি কর্মমার্গবন্মৎসরাদি-যুক্তেভ্যো ভয়মিতি ভাবঃ" ইত্যেষা। তথা চ স্কান্দে দ্বারকামাহাত্ম্যে পরমেশ্বরবাক্যম্—

"মদ্ভক্তিং বহতাং পুংসামিহ লোকে পরেঽপি বা। নাশুভং বিদ্যতে লোকে কুলকোটিং নয়েদ্দিবম্।।" ইতি।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ (৫।১৭।১৮)—

"স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে। পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্।।" ইতি চ।

(৪) সর্বান্তরায়নিবারকত্বমাহুঃ (ভা: ১০।২।৩৩)—

(১৪৫) **"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্, ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।**
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া, বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো।।"

পূর্বম্ (ভা: ১০।২।৩২) **"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ"** ইত্যাদিনা মুক্তানামপি শ্রীভগবদনাদরেণ পরমার্থ-ভ্রংশ উক্তঃ; ভক্তানাং স নাস্তীত্যাহুঃ, — **তথেতি**; যথা পূর্বে আরূঢ়-পরমপদত্বাবস্থাতোঽপি ভ্রশ্যন্তি, তথা **তাবকা মার্গাৎ** সাধনাবস্থাতোঽপি **ন ভ্রশ্যন্তি**, কিমুত মৃগ্যাত্বত্ত ইত্যর্থঃ; — শ্রীবৃত্র-গজেন্দ্র-ভরতাদীনাং সজ্জন্মতো ভ্রংশেঽপি ভক্তিবাসনানুগতি-দর্শনাৎ। ('বাসনাভাষ্যে' চ)

"মুক্তা অপি প্রপদ্যন্তে পুনঃ সংসারবাসনাম্। যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥"

ইতি তেষাং (ভগবদপরাধিনাং) তু পুনঃ সংসার-বাসনানুগতিঃ। যদ্বা, যেন নিঃসন্দেহত্বাদি-রূপেণ প্রকারেণ **"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ"** ইত্যাদিরূপৈতৎপদ্য-পূর্বপদ্যোক্তা বহির্মুখা ভ্রশ্যন্তি, তেনৈব নিঃসন্দেহ-ত্বাদিরূপেণ প্রকারেণ তাবকা ন ভ্রশ্যন্তি, তদ্ভ্রংশ-তদ্ভ্রংশাভাবয়োরুভয়োরপি নিঃসন্দেহ-ত্বাদিরূপ-প্রকারেণৈব সম ইত্যর্থঃ। যতস্ত্বয়ি **বদ্ধসৌহৃদাঃ** — সৌহৃদমত্র শ্রদ্ধামার্গাদিতি সাধকত্ব-প্রতীতেরেব। ত্বদ্‌বদ্ধসৌহৃদত্বাদেবত্বয়েত্যাদি। তথোক্তম্ — (ভা: ১১।৪।১০) **"ত্বাং সেবতাং সুরকৃতাঃ"** ইত্যাদৌ, (ভা: ১১।২।৩৫) **"ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেৎ"** ইত্যাদৌ চ। ব্রহ্মাদয়ঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥**১২৫**॥

এইরূপে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব স্থিরীকৃত হইল। এমতাবস্থায়, বহুস্থলে যে, কর্মাদিমিশ্রিতরূপে ভক্তিধর্মের উপদেশ হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র কর্মাদিমার্গনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ভক্তির সম্বন্ধদ্বারা কৃতার্থ করিবার জন্য এবং তাহাদেরই কোন কোন ব্যক্তিকে ভক্তির আস্বাদনদ্বারা শুদ্ধা ভক্তিতেই প্রবর্তিত করিবার জন্যই জানিতে হইবে।

পুনরায়, সর্বত্র ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব কীর্তনের জন্য — তাহার মহিমা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইলেও ক্রমশঃ পুনরায় ব্যাখ্যা করা হইতেছে। সকলের পক্ষেই, বিশেষতঃ ভক্তগণের পক্ষে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন সাধনের অনুষ্ঠান কর্তব্য নহে — এই অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতেই বিভিন্ন শ্লোকে ভক্তিকে (১) পরমধর্মরূপে এবং (২) সর্বকামপ্রদায়িনীরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা —

"শ্রীভগবানের নামগ্রহণাদিদ্বারা তাঁহার প্রতি যে ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করা হয়, ইহলোকে কেবল ইহাই জীবগণের পরমধর্মরূপে কথিত হইয়াছে।"

"অকাম, সর্বকাম, কিংবা মোক্ষকাম উদারবুদ্ধি ব্যক্তি দৃঢ়ভক্তিযোগদ্বারা পরমপুরুষের আরাধনা করিবেন।"

"আমিই সকলপ্রকার সিদ্ধির কারণ ও পালক বলিয়া তদ্‌বিষয়ে প্রভু, এমন কি যোগ, সাংখ্য, ধর্ম এবং ধর্মোপদেশক বেদবাদিগণেরও প্রভু হই।"

স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয় সংবাদে উক্ত হইয়াছে —

"মানবগণের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর অর্চনই সকলধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সকলপ্রকার যজ্ঞ, তপস্যা, হোম ও তীর্থস্নানে যে ফল হয়, শ্রীবিষ্ণুর অর্চন করিলে উহার কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব ইহলোকে সর্বপ্রকার প্রযত্নসহকারে শ্রীনারায়ণের অর্চন করিবে।"

স্কন্দপুরাণেই ব্রহ্মনারদসংবাদে উক্ত হইয়াছে —

"আমার ভক্তগণ যে ফল লাভ করেন, সহস্রগুণিত সহস্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠাতাও তাহা লাভ করিতে পারেন না।"

(৩) এই ভক্তিধর্ম যে অশুভনাশক ইহাও — "কৃপালু নিষ্কাম মহাপুরুষগণ যে ভক্তিমার্গে শ্রীনারায়ণপরায়ণ হইয়া বিরাজ করেন, অকুতোভয় (সর্বতোভাবে ভয়রহিত) এবং মঙ্গলকর এই ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ", ইত্যাদি শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

টীকা – "(এই ভক্তিমার্গে) জ্ঞানমার্গের ন্যায় অসহায়তানিমিত্ত ভয় নাই, কিংবা কর্মমার্গের ন্যায় মাৎসর্যাদিযুক্ত দেবতাদির নিকট হইতেও ভয়ের আশঙ্কা নাই। (অতএব এই ভক্তিমার্গ অকুতোভয়)।"

স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীভগবানের বাক্যও এইরূপ – "আমার ভক্তিপথাশ্রয়ী ব্যক্তিগণের ইহলোকে বা পরলোকে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে না। আমার ভক্ত নিজ কুলের কোটি পুরুষকে স্বর্গে লইয়া যান।"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন – "যাঁহার স্মরণহেতু জীব সকল কল্যাণভাগী হয়, আমি সেই অজ ও নিত্য পুরুষ শ্রীহরির শরণাগত হইব।"

(৪) ভক্তি যে সর্বপ্রকার বিঘ্ননিবারণ করে, তাহা বলিতেছেন –

(১৪৫) "হে প্রভো মাধব! আপনার প্রতি বদ্ধসৌহৃদ (প্রীতিযুক্ত) ভক্তগণ কখনও সুপথভ্রষ্ট হন না; পরন্তু তাঁহারা আপনাকর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারিগণের মস্তকে নির্ভয়ে বিচরণ করেন।" অর্থাৎ বিঘ্নসমূহকে জয় করিয়া থাকেন।

পূর্বে – "হে কমললোচন! আপনার প্রতি ভক্তিরহিত অশুদ্ধমতি বিমুক্তাভিমানিগণ কষ্টসহকারে পরমপদে আরোহণ করিয়াও আপনার শ্রীপাদপদ্মে অনাদরহেতু তাহা হইতে অধঃপতিত হয়" – এই শ্লোকে শ্রীভগবানে অনাদরহেতু মুক্তগণেরও পরমার্থচ্যুতি উক্ত হইয়াছে। ভক্তগণের তাহা ঘটে না – ইহাই 'তথা' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। অর্থাৎ পূর্বোক্তগণ যেরূপ পরমপদপ্রাপ্তিরূপ অবস্থা হইতেও ভ্রষ্ট হন, আপনার ভক্তগণ কিন্তু সেরূপ 'মার্গ হইতেও' অর্থাৎ সাধনাবস্থা হইতেও ভ্রষ্ট হন না; অতএব 'মৃগ্য' অর্থাৎ লভ্য বস্তু যে আপনি – সেই আপনা হইতে – অর্থাৎ আপনাকে লাভ করিলে আপনার সম্বন্ধ হইতে তাঁহারা যে ভ্রষ্ট বা বিচ্যুত হয় না – এবিষয়ে কোন বক্তব্যই নাই।

শ্রীবৃত্র, গজেন্দ্র ও ভরতপ্রভৃতির সৎজন্ম হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেও পরজন্মে ভক্তিবাসনার অনুসরণ দেখা যায়।

পক্ষান্তরে – "অচিন্ত্য মহাশক্তিশালী শ্রীভগবানের প্রতি অপরাধ ঘটিলে মুক্ত পুরুষগণও পুনরায় সংসারবাসনা প্রাপ্ত হন।" এইরূপ বাসনাভাষ্যবাক্যে মুক্তগণেরও পুনরায় সংসারবাসনার অনুবর্তন উক্ত হইয়াছে। অথবা যাহারা নিঃসন্দেহরূপে শ্রীভগবানের চরণারবিন্দের অনাদর করেন, উক্ত শ্লোকানুসারে তাহারাই বহির্মুখ হওয়ায় অধঃপতিত হয়। আবার এইরূপ নিঃসন্দেহরূপে ভক্তিমার্গের সাধক কখনও অধঃপতিত হয় না। ভগবদ্‌বহির্মুখ মুক্তাভিমানী ব্যক্তিগণের পতন আর ভক্তিমার্গের সাধকের কখনও পতিত না হওয়া নিঃসন্দেহরূপে এই দুইটিই সমান। যেহেতু (ভক্তগণ) আপনার প্রতি বদ্ধসৌহৃদ (অর্থাৎ আপনার প্রতি সুদৃঢ় সুহৃদ্ভাব পোষণ করেন)। এস্থলে 'সৌহৃদ' অর্থ শ্রদ্ধা। 'মার্গাৎ' – মার্গ হইতে (ভ্রষ্ট হন না), ইহাদ্বারা তাঁহাদের সাধকত্বই প্রতীত হইতেছে (কারণ, সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে – 'মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হন না' – এরূপ বলা হইত না)। আর, আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবদ্ধ বলিয়াই তাঁহারা আপনাকর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষিত। এইরূপ উক্তি আরও রহিয়াছে। যথা – "হে ভগবন্! আপনার ভক্তগণ দেবতাগণের ধাম অতিক্রমপূর্বক আপনার পরমপদ-অভিমুখে যাত্রা করেন বলিয়া দেবতাগণ তাঁহাদের অনেক প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। কিন্তু যাগাদির অনুষ্ঠানকারী কর্মিপুরুষ যজ্ঞে দেবতাগণের প্রাপ্য পূজোপহাররূপ ভাগ দান করেন বলিয়া তাঁহারা তাহার কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করেন না। এঅবস্থায়ও আপনি নিশ্চিতভাবে ভক্তের রক্ষক বলিয়া ভক্তপুরুষ বিঘ্নসমূহের মস্তকে নিজ পদ স্থাপন করেন অর্থাৎ সকল বিঘ্নকে পদদলিত করেন।"

"হে রাজন্! সেই ভাগবতধর্মসমূহের অবলম্বন করিলে মানব কখনও প্রমাদগ্রস্ত হয় না, কিংবা নেত্র নিমীলনপূর্বক ধাবিত হইলেও অর্থাৎ অজ্ঞানতঃ ইহার অনুশীলন করিলেও সাধকের কোনরূপ স্খলন বা পতন ঘটে না।" ইহা শ্রীভগবানের প্রতি ব্রহ্মাদির উক্তি ॥১২৫॥

তথা (ভা: ৩।২১।২৪) –

(১৪৬) "**ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্।
ভবদ্‌বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাম্ ॥**"

ময়ি সংগৃভিতঃ সংগৃহীতো বদ্ধ **আত্মা** যেষাম্। তথা (ভা: ১১।১৪।১৮) "**বাধ্যমানোঽপি**" ইত্যাদিকমপ্যত্রোদাহরণীয়ম্; – অত্র প্রায়ো বাধ্যমানত্বং কদাচিৎ কদাচিত্তদ্ধ্যানাদিত আকৃষ্যমাণত্বমবগম্যতে।

(৫) তত্রাপ্যনভিভূতত্বম্ – (ভা: ১১।২০।২৭) "**বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ**" ইত্যাদি-ন্যায়েন। অত্রাপি ভগবন্তং প্রতি নিজদৈন্যাদিনিবেদনাদিনা ভক্তেরেবানুবৃত্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীশুক্লঃ কর্দ্দমম্ ॥**১২৬**॥

(১৪৬) এইরূপ – "হে প্রজাপতে! আমাতে যাহাদের চিত্ত সংগৃহীত রহিয়াছে তাহাদের অনুষ্ঠিত আমার আরাধনা কখনই নিষ্ফল হয় না; বিশেষতঃ আপনাদের ন্যায় পুরুষগণের মধ্যে কখনও উহার নিষ্ফলতা হইতে পারে না।"

আমাতে 'সংগৃহীত' অর্থাৎ আবদ্ধ হইয়াছে চিত্ত যাঁহাদের তাদৃশ ব্যক্তিগণের। এস্থলে – "আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত প্রায়শঃ বিষয় প্রতি আকৃষ্ট হইলেও ভক্তির প্রাবল্যহেতু বিষয়সমূহদ্বারা অভিভূত হন না" এইসকল বাক্যও উদাহরণযোগ্য। এস্থলে 'প্রায়শঃ আকৃষ্ট' বলিতে – কখনও কখনও বিষয়দ্বারা ধ্যানাদি হইতে আকৃষ্ট হন – এরূপ বুঝিতে হইবে।

(৫) এঅবস্থায়ও তিনি অভিভূত হন না। "আমার কথাসমূহের প্রতি জাতশ্রদ্ধ এবং সর্বকর্মে বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তি বিষয়সমূহকে দুঃখাত্মকরূপে জানিয়াও পরিত্যাগে সমর্থ হইতেছেন না। এঅবস্থায়, সেইসকল বিষয়ের ভোগ, অথচ পরিণামে দুঃখকর বলিয়া উহাদের নিন্দা করিতে করিতে, আমার প্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া দৃঢ়নিশ্চয়সহকারে প্রীতিভরে আমার ভজন করিবেন। এইরূপে নিরন্তর ভজন করিলে হৃদয়ে আমার অধিষ্ঠানহেতু সকল কাম নষ্ট হইয়া যায়" – এই নীতি অনুসারেই বিষয়কর্তৃক তাদৃশ ব্যক্তির অভিভব না হওয়াই সঙ্গত হয় (অর্থাৎ বিষয়দ্বারা তাদৃশ ব্যক্তির যে কোনরূপ বাধা ঘটে না – ইহাই জানা যায়)। আর, বিষয়দ্বারা আকর্ষণ-দশায়ও দেখা যায় তাদৃশ ব্যক্তি শ্রীভগবানের নিকট নিজ দৈন্যাদি নিবেদন করিয়া থাকেন। অতএব তখনও তাদৃশ ভক্তের মধ্যে ভক্তিরই অনুবর্তন থাকে, ইহা জানিতে হইবে। ইহা প্রজাপতি কর্দমের প্রতি শ্রীশুক্লরূপী ভগবানের উক্তি ॥১২৬॥

(৬) দুষ্টজীবাদি-ভয়-নিবারকত্বমাহ (ভা: ৭।৫।৪৩, ৪৪) –

(১৪৭) "**দিগ্‌গজৈর্দ্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ।
মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ ॥**"

(১৪৮) "**হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্বতাক্রমণৈরপি।
ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতম্।
চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎ কর্ত্তুং নাভ্যপদ্যত ॥**"

অত্র (বি:পু: ১।১৭।৪৪) "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ" ইত্যাদিকং বৈষ্ণববচনজাতমনুসন্ধেয়ম্; (ভা: ১০।৬।৩) "**ন যত্র শ্রবণাদীনি**" ইত্যাদিকঞ্চ, যথা বৃহন্নারদীয়ে –

"যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে। রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি॥
প্রেতাঃ পিশাচাঃ কূষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা। ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চ্চকম্॥"
ইতি॥ শ্রীনারদঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরম্॥১২৭॥

(৬) ভক্তির দুষ্টজীবাদি ভয়নিবারকত্ব বলিতেছেন –

(১৪৭, ১৪৮) "অসুররাজ হিরণ্যকশিপু দিগ্‌গজসমূহ, মহাসর্পসমূহ, অভিচারক্রিয়া, পর্বতশৃঙ্গাদি হইতে নিম্নে নিক্ষেপ, বিবিধা মায়া, গর্তাদিতে অবরোধ, বিষদান, অনাহার, শীতল বায়ু, অগ্নি, জল এবং প্রস্তরের আঘাতাদিদ্বারাও যখন নিষ্পাপ পুত্রকে হত্যা করিতে সমর্থ হইল না তখন সে অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া দীর্ঘচিন্তায় নিমগ্ন হইল।"

এস্থলে – "বজ্রের অগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ্ণ গজদন্তসমূহ" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণবচন এবং "যেস্থানে অনুষ্ঠিত নিজকর্মসমূহে মানবগণ শ্রীভগবানের রাক্ষসনাশক নামশ্রবণাদির অনুষ্ঠান করে না, রাক্ষসীগণ সেখানেই অনিষ্টাচরণে সমর্থ হয়" এইসকল শ্রীভাগবতবাক্যও অনুসন্ধানযোগ্য। বৃহন্নারদীয়বচনও এইরূপ –

"যেস্থানে বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অবস্থান করেন, তথায় কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না এবং সেখানে রাজা, তস্কর বা ব্যাধির আক্রমণও হইতে পারে না। প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, গ্রহ, বালগ্রহ, ডাকিনী ও রাক্ষসগণ বিষ্ণুপূজক ব্যক্তিকে পীড়াদানে সমর্থ হয় না।" ইহা শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি॥১২৭॥

তথা (ভা: ৩।২২।৩৭) –

(১৪৯) **"শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্॥"**

এবমপ্যুক্তং গারুড়ে, –

"ন চ দুর্বাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ। হন্তুং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্থে মধুসূদনে॥" ইতি॥
শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরম্॥১২৮॥

(১৪৯) এইরূপ আরও বলিয়াছেন – "হে বিদুর! শরীরজাত ও মনোজাত আধ্যাত্মিক, অন্তরীক্ষজাত অনাবৃষ্ট্যাদি আধিদৈবিক, মনুষ্য ও অন্য প্রাণী হইতে জাত আধিভৌতিক পীড়াসমূহ শ্রীহরির আশ্রিত ব্যক্তিকে কিরূপে পীড়াদান করিবে?"

গরুড়পুরাণেও এরূপ উক্ত হইয়াছে – "মধুসূদন শ্রীহরি যাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করেন, দুর্বাসার অভিশাপ কিংবা ইন্দ্রের বজ্র কেহই সে ব্যক্তিকে বধ করিতে সমর্থ হয় না।" ইহা শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি॥১২৮॥

অথ (৭) পাপঘ্নত্বে তাবদপ্রারব্ধ-পাপঘ্নত্বমাহ (ভা: ১১।১৪।১৯) –

(১৫০) **"যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্‌বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥"**

টীকা চ – "পাকাদ্যর্থমপি প্রজ্বালিতো**ঽগ্নির্যথা** কাষ্ঠানি ভস্মীকরোতি, তথা বাগাদিনাপি কথঞ্চি**ন্মদ্‌বিষয়া ভক্তিঃ** সমস্তপাপানীতি। ভগবানপি স্ব-ভক্তিমহিমাশ্চর্য্যেণ সম্বোধয়তি, – অহো **উদ্ধব**! বিস্ময়ং শৃণু" ইত্যেষা। "অত্র দৃষ্টান্তে **সুসমিদ্ধার্চি**রিতিবদ্দার্ষ্টান্তিকে (দৃষ্টান্তেন যং বোধয়তি তমেব দার্ষ্টান্তিকং) 'সুদৃঢ়া' ইত্যস্যানুক্তেঃ, 'অদৃঢ়াপি' ইত্যুন্নীয়তে(অনুমীয়তে); অতএব '**কৃৎস্নশঃ**' ইত্যুক্তম্। তথৈবোক্তং পাদ্ম-পাতালখণ্ডস্থ-বৈশাখমাহাত্ম্যে চ –

"যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ॥" ইতি। যদ্যপি (ভা: ৬।২।১৫) **"হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাম্"** ইত্যাদৌ লিঙাদিপ্রত্যয়-বিরহেঽপি (যজুঃ) "পূষা প্রপিষ্টভাগঃ" (সূর্যস্য ভাগং পেষয়েৎ ইত্যর্থঃ), (যজুঃ) "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালো (যজ্ঞবিশেষঃ) ভবতি(ভবেৎ ইত্যর্থঃ)" ইত্যাদিবদ্‌বিধিত্বমস্তি, (ভা: ২।১।৫) –

"তস্মাদ্‌ভারত সর্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥"

ইত্যাদৌ চ সাক্ষাদ্‌বিধিশ্রবণমপ্যস্তি, **তস্মাৎ** ইতি হেতুনির্দেশশ্চাকরণে দোষং ক্রোড়ীকরোতি, তথাপি বিধিসাপেক্ষেয়ং ন ভবতীতি তথাভূত-স্বভাবাগ্নিলক্ষণ-বস্তুদৃষ্টান্তেন সূচিতম্। অতএব (ভা: ১১।২।৩৫) **"যানাস্থায় নরো রাজন্"** ইত্যাদিকমপি দৃশ্যতে। **'সুসমিদ্ধার্চি'**রিত্যনেন সাধনান্তরসাপেক্ষত্বমশক্যসাধ্যত্বং বিলম্বিতত্বঞ্চ নিরাকৃতম্। তদেব ব্যক্তং পাদ্মে – 'তৎক্ষণাৎ' ইতি॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্॥**১২৯**॥

(৭) অনন্তর ভক্তির পাপনাশকত্ববিষয়ে – অপ্রারব্ধপাপনাশকত্ব বলিতেছেন –

(১৫০) "হে উদ্ধব! সুসমিদ্ধার্চি (সুদীপ্তশিখাবিশিষ্ট) অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে, সেরূপ মদ্‌বিষয়া ভক্তি পাপরাশিকে কৃৎস্নশঃ (সম্পূর্ণরূপে) দগ্ধ করে।"

টীকা – "অগ্নি পাকাদিক্রিয়ার জন্য প্রজ্বালিত হইয়াও যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে, সেরূপ মদ্‌বিষয়িণী ভক্তি যেকোন ফলান্তরের কামনায় কথঞ্চিৎ অনুষ্ঠিতা হইলেও সমস্ত পাপ নষ্ট করে। এস্থলে নিজভক্তির মহিমায় আশ্চর্যের উদয়হেতু শ্রীভগবান্‌ও সম্বোধন করিতেছেন – অহো উদ্ধব! আশ্চর্য, শ্রবণ কর।" (এপর্যন্ত টীকা)।

এস্থলে দৃষ্টান্তে অগ্নির বিশেষণরূপে যেরূপ "সুসমিদ্ধার্চি" পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে, দার্ষ্টান্তিকে ভক্তির বিশেষণরূপে সেইরূপ 'সুদৃঢ়া' ইত্যাদি কোন পদের অনুল্লেখহেতু, ভক্তি অদৃঢ়া হইলেও সমস্ত পাপ নষ্ট করে – এইরূপ অর্থই সিদ্ধ হইতেছে। আর, "কৃৎস্নশঃ" (সম্পূর্ণরূপে) এই পদটিও দার্ষ্টান্তিক ভক্তির পক্ষেই উক্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যেও উক্ত হইয়াছে –*

"সুদীপ্তশিখাবিশিষ্ট অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তি পাপরাশিকে তৎক্ষণাৎই দগ্ধ করে।"

যদিও – "প্রাসাদাদি উচ্চস্থান হইতে পতিত, পথমধ্যে স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদিদষ্ট, জ্বরাদি সন্তপ্ত কিংবা দণ্ডাদিদ্বারা আহত হইয়াও যে অবশভাবে 'হরি' এরূপ উচ্চারণ করে, তাহাকে কখনও যাতনা ভোগ করিতে হয় না" ইত্যাদি স্থলে বিধিবোধক লিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় না থাকিলেও – "পূষা (সূর্যদেবতাবিশেষ) প্রপিষ্টভাগ অর্থাৎ বিশেষভাবে পেষণ করা যজ্ঞীয় ভাগের অধিকারী" এবং "আটটি কপাল অর্থাৎ পাত্রবিশেষে প্রস্তুত পুরুড়াশ (পিষ্টকবিশেষ) অগ্নিদেবতার প্রাপ্য" ইত্যাদি স্থলের ন্যায় বাক্যের বিধিবোধকত্ব প্রতীত হয় এবং "হে ভরতকুলনন্দন! সেইহেতু অভয়প্রার্থী ব্যক্তি সর্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিবে" এস্থলে যদিও সাক্ষাদ্ভাবেই বিধি শোনা যাইতেছে এবং "তস্মাৎ" (সেইহেতু) এইরূপ হেতুনির্দেশও – শ্রবণাদির অকরণে দোষই জ্ঞাপন করে, তথাপি এই ভক্তি বিধিসাপেক্ষা নহে (অর্থাৎ ভক্তি করিবার বিধি শাস্ত্রে থাকায়ই যে ভক্তির প্রবর্তন হয়, তাহা নহে), ইহাই তথাভূতস্বভাববিশিষ্ট অগ্নিরূপ পদার্থের দৃষ্টান্তদ্বারা সূচিত হইয়াছে। অতএব – "হে রাজন্! যে ভাগবতধর্মসমূহ অবলম্বন করিলে মানব কখনও প্রমাদগ্রস্ত হয় না" ইত্যাদি বাক্যও সঙ্গতরূপেই লক্ষিত হইতেছে। দৃষ্টান্তে 'সুসমিদ্ধার্চি' (প্রদীপ্তশিখাবিশিষ্ট) এই বিশেষণ থাকায় ইহাই জানা

**দৃষ্টান্তের দ্বারা যাহাকে বুঝা যায় তাহাকে দার্ষ্টান্তিক বলা হয়।*

যাইতেছে যে — তাদৃশ অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশির ভস্মীকরণে অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা করে না, কিংবা উক্ত দাহকার্য যেরূপ তাহার পক্ষে অসাধ্য হয় না, কিংবা তাহাতে যেরূপ বিলম্ব ঘটে না, সেইরূপ ভক্তিও পাপনাশ করিতে অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা করে না, উক্ত কার্য ভক্তির পক্ষে অসাধ্যও হয় না এবং তদ্‌বিষয়ে বিলম্বও ঘটে না। পদ্মপুরাণের পূর্বোক্ত বাক্যে 'তৎক্ষণাৎ' এই পদদ্বারা তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥১২৯॥

তথা চ (ভা: ৬।১।১৫) —

(১৫১) "**কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।**
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥"

টীকা চ — "**কেচিদি**ত্যনেনৈবম্ভূতা ভক্তিপ্রধানা বিরলা ইতি দর্শয়তি; **কেবলয়া** তপআদি-নিরপেক্ষয়া; '**বাসুদেবপরায়ণাঃ**' ইতি নাধিকারি-বিশেষণমেতৎ, কিন্ত্বন্যেষামশ্রদ্ধয়া তত্রাপ্রবৃত্তেরর্থাত্তেম্বেব পর্য্যবসানাদনুবাদমাত্রম্(পুনরুক্তিমাত্রম্)" ইত্যেষা।

অত্র ভক্তির্দ্বিবিধা — (১) সন্ততা, (২) কাদাচিৎকী চ। (১) তত্রাদ্যা দ্বিবিধা — (১ক) আসক্তি-মাত্রযুক্তা, (১খ) রাগময়ী চ। (২) দ্বিতীয়া তু ত্রিবিধা — (২ক) রাগাভাসময়ী, (২খ) তচ্ছূন্যা(রাগশূন্যা)-স্বরূপভূতা, (২গ) আভাসভূতা চ। তত্রাভাসভূতায়া অপি সর্বোত্তমপ্রায়শ্চিত্তত্বং দর্শয়িতুং রাগময্যাঃ কৈমুত্যবোধকমাসক্তিময্যা মাহাত্ম্যমাহ, — কেচিদিতি। কার্ৎস্ন্যেন — বীজরূপয়া বাসনয়া সহেত্যর্থঃ। ভাস্কর-দৃষ্টান্তেন স্বাভাবিক্যা তৎস্থানীয়য়া ভক্ত্যা নীহার-স্থানীয়স্যাগন্তুকস্য স্প্রষ্টুমশক্তস্য চাঘসঙ্ঘস্যা-নুষঙ্গিকতয়ৈব সদ্যো নিঃশেষ-ধূননমিতি জ্ঞাপিতম্। যদ্বা, যথা **ভাস্করো** হি কেবলেন স্বরশ্মিনা স্বভাবত এব **নীহারং** নিঃশেষং ধুনোতি, ন তদর্থং তস্য প্রযত্নস্তথা **বাসুদেবপরায়ণা** অপি **ভক্ত্যে**তি জ্ঞেয়ম্ ॥১৩০॥

(১৫১) এইরূপ আরও বলিতেছেন — "সূর্য যেরূপ কুজ্ঝটিকা বিনষ্ট করে, তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণ কতিপয় পুরুষ কেবলা ভক্তিদ্বারা সম্পূর্ণরূপেই পাপরাশি বিনষ্ট করেন।"

টীকা *— "কেচিৎ" (কতিপয়) এই পদদ্বারা দর্শিত হইতেছে যে, এরূপ ভক্তিপ্রধান পুরুষগণ বিরল (সংখ্যায় অত্যল্প)। 'কেবলা ভক্তিদ্বারা' অর্থাৎ তপস্যাদি নিরপেক্ষ ভক্তিদ্বারাই। "বাসুদেবপরায়ণাঃ" এই পদটি এস্থলে অধিকারিগণের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয় নাই; পরন্তু অপরের পক্ষে অশ্রদ্ধাহেতু অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা পাপ নষ্ট হয় — এবিষয়ে বিশ্বাসের অভাবহেতু, ভক্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া অর্থাধীন বাসুদেবপরায়ণগণের সম্বন্ধেই ইহার অনুষ্ঠান পর্যবসিত (প্রাপ্ত) হইতেছে। এঅবস্থায় এই পদটি অনুবাদ(পুনরুক্তি)মাত্র বলিয়াই জ্ঞাতব্য।" (এপর্যন্ত টীকা)।*

এস্থানে ভক্তি দ্বিবিধা — (১) সন্ততা, (২) কাদাচিৎকী। আদ্যা অর্থাৎ সন্ততা দুইপ্রকার — (১ক) আসক্তিমাত্রযুক্তা এবং (১খ) রাগময়ী। কিন্তু দ্বিতীয়া অর্থাৎ কাদাচিৎকী ভক্তি ত্রিবিধা — (২ক) রাগাভাসময়ী, (২খ) তৎশূন্যা (রাগশূন্যা) — স্বরূপভূতা এবং (২গ) আভাসভূতা। এস্থানে আভাসভূতা ভক্তিও সর্বোত্তম প্রায়শ্চিত্ত, ইহা দেখাইতে গিয়া রাগময়ী ভক্তির কৈমুত্যবোধক আসক্তিময়ী ভক্তির মাহাত্ম্য "কেচিদিতি" শ্লোকে বলিতেছেন। কার্ৎস্ন্যেন — বীজরূপ বাসনাসহ; শ্লোকস্থিত ভাস্কর দৃষ্টান্তদ্বারা স্বাভাবিকী ভগবৎস্থানীয়া ভক্তিদ্বারা স্পর্শ করিতে অক্ষম, আগন্তুক এবং নীহারস্থানীয় অঘসমূহের আনুষঙ্গিকভাবে তৎক্ষণাৎ নিঃশেষরূপে ধূনন জ্ঞাপিত হইতেছে। অথবা সূর্য যেরূপ কেবলমাত্র নিজ রশ্মিদ্বারাই স্বভাবতঃ নিঃশেষভাবে কুজ্ঝটিকা নাশ করে, তাহার জন্য কোন প্রযত্নের আবশ্যক হয় না, বাসুদেবপরায়ণগণও ভক্তিদ্বারা সেরূপভাবেই পাপ নষ্ট করেন — ইহা জানিতে হইবে ॥১৩০॥

কিঞ্চ (ভা: ৬।১।১৬) –

(১৫২) **"ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ-আদিভিঃ।**
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপূরুষ-নিষেবয়া ॥"

টীকা চ – "এতচ্চ জ্ঞানমার্গাদপি শ্রেষ্ঠমিত্যাহ, – **ন তথা পূয়েত** শুধ্যেৎ, **যথা তৎপূরুষনিষেবয়া;** "কৃষ্ণে অর্পিতাঃ প্রাণা যেন" ইত্যেষা। অত্র (ভা: ৬।১।১১) **"প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্"** ইতি জ্ঞানস্যাপি প্রায়শ্চিত্তত্বং পূর্বমুক্তম্; তত এব টীকোক্তম্ – 'এতচ্চ' ইত্যাদি। তথা (ভা: ৬।১৩।১৭) **"ঋতম্ভর-ধ্যান-নিবারিতাঘঃ"** ইত্যাদ্যুক্ত্যা ভগবদ্ধ্যান-নিবারিত-বৃত্রহত্যা-পাপস্যেন্দ্রস্য (ভা: ৬।১৩।১৮) **"তঞ্চ"** ইত্যাদৌ পুনরশ্বমেধবিধানং সাধারণলোকে পাপ-প্রসিদ্ধেরেব নিবারণার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। ননু কথং তদানীমপ্যাবির্ভূত-ভগবৎপ্রেমত্বাৎ পরমভাগবতস্য বৃত্রস্য হত্যা ভগবদারাধনেনাপি গচ্ছতু? – মহদপরাধমাত্রমপি ভোগৈকনাশ্যং, তৎপ্রসাদ-নাশ্যং বেতি মতম্? উচ্যতে, – তথাপি ভগবৎপ্রেরণয়া তত্র প্রবৃত্তস্যেন্দ্রস্য ন তাদৃশো দোষ ইতি তদারাধনমেব তত্র প্রায়শ্চিত্তং বিহিতম্; শ্রীভগবতাপি তদাসুরভাবনিবারণায়ৈব তথোপদিষ্ট-মিত্যনবদ্যম্ ॥**১৩১**॥ শ্রীশুকঃ ॥**১৩০-১৩১**॥

(১৫২) এইরূপ – "হে রাজন্! পাপী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিতপ্রাণ হইয়া ভগবদ্ভক্তের নিরন্তর সেবাদ্বারা যেরূপ পবিত্র হয়, তপস্যাদিদ্বারা সেরূপ পবিত্র হয় না।"

টীকা – "ইহা (ভক্তি) যে জ্ঞানমার্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ – ইহাই বলিতেছেন। সেরূপ পবিত্র অর্থাৎ শুদ্ধ হয় না – ভগবদ্ভক্তের নিরন্তর সেবাদ্বারা যেরূপ পবিত্র হয়। কৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে প্রাণ যৎকর্তৃক – তাদৃশ ব্যক্তি" (এপর্যন্ত টীকা)। ইতঃ পূর্বেই – "বিমর্শন অর্থাৎ জ্ঞানই প্রায়শ্চিত্ত" এই বাক্যে জ্ঞানকেও প্রায়শ্চিত্তরূপে বলা হইয়াছিল। এইজন্যই টীকাকার বলিয়াছেন – "ইহা জ্ঞানমার্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ"। এঅবস্থায় – "সত্যপালক শ্রীহরির ধ্যানদ্বারা ইন্দ্র পাপ বিনষ্ট করিয়াছিলেন" এইবাক্যে শ্রীভগবানের ধ্যানদ্বারা ইন্দ্রের বৃত্রহত্যাজনিত পাপের নিবারণ শ্রুত হইলেও, পুনরায় পরবর্তী "তঞ্চ" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মর্ষিগণকর্তৃক ইন্দ্রের যে অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদনের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা কেবলমাত্র সাধারণ লোকসমাজে তাঁহার পাপপ্রচার নিবারণের জন্যই জানিতে হইবে। আশঙ্কা – মৃত্যুকালেও ভগবৎপ্রেমের আবির্ভাবহেতু বৃত্রাসুর অবশ্যই পরম ভাগবতরূপে গণনীয়; এঅবস্থায় তাঁহার হত্যাহেতু ইন্দ্রের যে পাপ হইয়াছিল, তাহা ভগবদারাধনায়ই বা কিরূপে দূর হইতে পারে? কারণ, মহদ্গণের প্রতি আচরিত অপরাধমাত্রই কেবলমাত্র দুঃখাত্মক ফলভোগদ্বারা অথবা মহদ্গণের অনুগ্রহদ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে ইহাই – শাস্ত্রের অভিমত।

*এই আশঙ্কার উত্তর এই যে – যদিও পূর্বোক্ত অভিমত যথার্থ, তথাপি ইন্দ্র শ্রীভগবানের প্রেরণায়ই বৃত্রহত্যায় প্রবৃত্ত হওয়ায় সেরূপ গুরুতর দোষ হয় নাই, অতএব কেবলমাত্র শ্রীভগবানের আরাধনাই তৎক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তরূপে বিহিত হইয়াছিল। আর, শ্রীভগবান্ও বৃত্রের আসুরভাব নিবারণের জন্যই বৃত্রবধে ইন্দ্রকে আদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে ইহা সুমীমাংসিত হইল ॥**১৩১**॥ ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥**১৩০-১৩১**॥*

(৮) ক্বচিৎ নিরপরাধিনি প্রারব্ধপাপহারিত্বমপ্যাহ দ্বাভ্যাম্ (ভা: ৩।৩৩।৬,৭) –

(১৫৩) **"যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্তনাদ্, যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।**
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে, কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥"

(১৫৪) **"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।**
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥"

টীকা চ – "**যন্নামধেয়স্য শ্রবণমনুকীর্তনঞ্চ** তস্মাৎ, **ক্বচিৎ** কদাচিদপি শ্বানমত্তীতি **শ্বাদঃ** শ্বপচঃ, সোঽপি **সবনায় কল্পতে** যোগ্যো ভবতি" ইত্যেষা। শ্বাদত্বমত্র শ্ব-ভক্ষক-জাতিবিশেষত্বমেব; – শ্বানমত্তীতি নিরুক্তৌ বর্তমানপ্রয়োগাৎ, ক্রব্যাদবত্তচ্ছীলত্ব-প্রাপ্তেঃ। কাদাচিৎক-শ্বভক্ষণ-প্রায়শ্চিত্ত-বিবক্ষায়াং ত্বতীত-প্রয়োগঃ ক্রিয়েত; "রূঢ়ির্যোগমপহরতি" ইতি ন্যায়েন চ তদ্‌বিরুধ্যতে; অতএব শ্বপচ ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। সবনঞ্চাত্র সোমযাগ উচ্যতে। ততশ্চাস্য ভগবন্নাম-শ্রবণাদ্যেকতরাৎ সদ্য এব সবনযোগ্যতা-প্রতিকূল-দুর্জাতিত্ব-প্রারম্ভক-প্রারব্ধ-পাপ-নাশঃ প্রতিপদ্যতে। তস্মাৎ (ভা: ১১।১৪।২১) "**ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ**" ইতি তু কৈমুত্যার্থমেব প্রোক্তমিত্যায়াতি। কিন্তু যোগ্যত্বমত্র শ্বপচত্বপ্রাপক-প্রারব্ধপাপবিচ্ছিত্তিমাত্রমুচ্যতে। সবনার্থং তু গুণান্তরাধানমপেক্ষত এব; ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জাতিত্বাভাবেঽপীতি যোগ্যত্বে সত্যপি সুজাতিত্বজনকসাবিত্র-জন্মাপেক্ষাবৎ সাবিত্রাদি-জন্মনিমিত্ত-সবন-সদাচারাপ্রাপ্তেরিতি সবনে প্রবৃত্তির্নাস্য যুজ্যতে। তস্মাৎ পূজ্যত্বমাত্র-তাৎপর্য-মিত্যভিপ্রেত্য টীকাকৃদ্ভিরপ্যুক্তম্ – "অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে" ইতি। তথাপি প্রারব্ধহারিত্বং তু ব্যক্তমেবায়াতম্।

তদুপপাদয়তি, – '**অহো বত**' ইত্যাশ্চর্যে; যস্য **জিহ্বাগ্রে** তব **নাম বর্ততে**, স **শ্বপচোঽপি** অতোঽস্মাদেব হেতো**র্গরীয়ান্**; যদ্‌যস্মাদ্‌বর্ততে, অত ইতি বা। কুত ইত্যত আহ, – '**ত এব তপস্তেপুঃ**' ইত্যাদি; ত্বন্নাম-কীর্তনে তপ-আদ্যন্তর্ভূতমতস্তে পুণ্যতমা ইত্যর্থঃ।

শ্রীমদুদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতা চোক্তম্ – "**ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ**" ইত্যত্র জাতিদোষহরত্বেন প্রারব্ধহারিত্বং স্পষ্টম্। এবং

(৯) প্রারব্ধপাপ-হেতুক-ব্যাধ্যাদি-হরত্বঞ্চ, স্কান্দে –

"আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্তনাৎ। তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্॥ ইতি।

উক্তঞ্চ নামকৌমুদ্যাং প্রারব্ধপাপহরত্বং কচিদুপাসকেচ্ছাবশাদিতি॥ শ্রীদেবহূতিঃ ॥১৩২॥

(৮) কোন কোন স্থলে নিরপরাধ ব্যক্তির ভক্তিদ্বারা প্রারব্ধ পাপেরও যে ক্ষয় হয়, তাহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন –

(১৫৩) "হে ভগবন্! কদাচিৎ যাঁহার নাম শ্রবণ ও অনুকীর্তনহেতু কিংবা যাঁহার প্রণাম অথবা স্মরণহেতু কুক্কুরভোজী চণ্ডালও সদ্যই সবনের (সোমযাগের) যোগ্য হয়, সেই আপনার দর্শনহেতু লোকমাত্রই যে পবিত্র হয়, এবিষয়ে আর বক্তব্য কী?

(১৫৪) যাঁহারা আপনার নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহারাই তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারাই হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই তীর্থে স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচারসম্পন্ন এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। অহো! যাহার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম বর্তমান থাকে, সেই শ্বপচ (চণ্ডালও) এইহেতুই পূজনীয় হয়।"

এস্থলে শ্বাদ (কুক্কুরভোজী) বলিতে কুক্কুরভক্ষক জাতিবিশেষকেই বোঝাইতেছে। 'শ্বানং অত্তি অর্থাৎ কুক্কুরকে ভক্ষণ করে যে সে শ্বাদ' – এইরূপ শব্দার্থ নির্বচনে ক্রিয়াপদে বর্তমানকালের প্রয়োগহেতু 'ক্রব্যাদ' এই শব্দে যেরূপ ক্রব্য অর্থাৎ মাংস অদন অর্থাৎ ভক্ষণ করে যে, সেই মাংসভোজনশীল রাক্ষসজাতিকেই বোঝায়, সেইরূপ কুক্কুরভোজনশীল নীচ জাতিবিশেষকেই লক্ষ্য করিয়া এস্থলে 'শ্বাদ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কদাচিৎ কেহ কুক্কুরভক্ষণ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত বলিবার উদ্দেশ্যেই যদি এই শ্লোক উক্ত হইত, তাহা হইলে 'শ্বাদ' (কুক্কুরভক্ষণ করে) এইরূপ বর্তমান ক্রিয়াবোধক শব্দের প্রয়োগ না হইয়া অতীত ক্রিয়াবোধক (অর্থাৎ কুক্কুরভক্ষণ করিয়াছে, এরূপ অতীত ক্রিয়ার বোধক) শব্দেরই প্রয়োগ হইত। বিশেষতঃ 'শ্বাদ' এই শব্দটি

কুক্কুরমাংসভোজী জাতিবিশেষ অর্থে রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। যৌগিক অর্থে যদিও এই শব্দ কুক্কুরমাংসভোজী অন্য কোন ব্যক্তিকেও বোঝাইতে পারে, তথাপি রূঢ় অর্থ সর্বত্রই যৌগিক অর্থকে নিরস্ত করে বলিয়া এস্থলে তাদৃশ রূঢ় অর্থই গ্রাহ্য হয়। অতএব টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদও 'শ্বাদ' শব্দের ব্যাখ্যায় 'শ্বপচ' (চণ্ডাল) – এরূপ বলিয়াছেন। এস্থলে 'সবন' অর্থ – সোমযাগ। অতএব, শ্রীভগবানের নামশ্রবণাদিরূপ যে-কোন একটি উপায় হইতেই তাদৃশ নীচজাতীয় ব্যক্তির সদ্যই সোমযাগের যোগ্যতার প্রতিকূল দুর্জাতিত্বের আরম্ভক প্রারব্ধ পাপের নাশ প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব, ভক্তির মহিমা সম্বন্ধে আর অধিক বক্তব্য নাই – এই অভিপ্রায়েই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট – "আমার প্রতি নিষ্ঠাসহকারে অনুষ্ঠিতা ভক্তি শ্বপাক(চণ্ডাল)গণকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে" এরূপ বলিয়াছেন। ইহা অর্থাধীন উপলব্ধ হয়। পরন্তু এস্থলে "সবনের যোগ্য হয়" এই বাক্যে – 'যোগ্যতা' বলিতে শ্বপচত্বপ্রাপক প্রারব্ধপাপের বিচ্ছেদমাত্রই উক্ত হইতেছে (তাৎপর্য – সেই শ্বপচজাতীয় ব্যক্তি শ্রীভগবানের নামশ্রবণাদির যে কোন একটির কদাচিৎ অনুষ্ঠানদ্বারা সোমযাগের যোগ্য হয় অর্থাৎ যে প্রারব্ধ পাপ তাহাকে ইহজন্মে শ্বপচত্ব লাভ করাইয়াছে, সেই পাপ হইতে সে বিমুক্ত হয় – ইহাই এস্থলে "সবনের যোগ্য হয়" এই বাক্যের অর্থ)। পরন্তু সবন অর্থাৎ সোমযাগের অনুষ্ঠান করিতে হইলে গুণান্তরাধানের (উপনয়নাদির দ্বারা তাহার মধ্যে অতিরিক্ত গুণের সঞ্চার করার) অপেক্ষা অবশ্যই রহিয়াছে। যেমন – ব্রাহ্মণকুমারগণের শৌক্র জন্মে দুর্জাতিত্বের অভাবে সোমযাগের যোগ্যতা থাকিলেও সোমযাগ করিতে হইলে, সাবিত্র ও দৈক্ষ জন্মের (উপনয়নে গায়ত্রীলাভরূপ দ্বিতীয় জন্ম এবং গুরুর নিকট হইতে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের অধিকারলাভার্থ দীক্ষাগ্রহণরূপ তৃতীয় জন্মের) অপেক্ষা করিতে হয়। এঅবস্থায় তাদৃশ ব্যক্তির (অর্থাৎ চণ্ডালপ্রভৃতির কুলে উৎপন্ন উক্ত পুরুষের) উপনয়নাদি সংস্কারের প্রমাণরূপে সচাদার (শিষ্টাচার) না থাকায়, অর্থাৎ অন্য কোন জাতীয় ব্যক্তি ঐরূপ শুদ্ধি লাভ করিয়া উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন, শিষ্টসমাজে এরূপ প্রচলন না থাকায় জাতিদোষবিমুক্ত তাদৃশ ব্যক্তিরও সোমযাগে প্রবৃত্তি সঙ্গত হয় না। অতএব তাদৃশ ব্যক্তি সমাজে পূজ্য হন – যোগ্যত্ব বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে। এই অভিপ্রায়েই টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদও বলিয়াছেন – "এই শ্লোকে – 'সবনের যোগ্য হয়' – এই উক্তির দ্বারা তাদৃশ ব্যক্তির পূজ্যত্ব লক্ষিত হইতেছে।" যাহাই হউক – ভক্তি জাতিদোষ হরণ করে বলিয়া ভক্তি যে প্রারব্ধ পাপও হরণ করে, ইহা সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধ হইল। টীকাও এইরূপ – "পূর্বোক্ত বাক্যের যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিতেছেন – 'অহো বত' এই অব্যয় শব্দ দুইটি আশ্চর্যবোধক। 'যজ্জিহ্বাগ্রে' – যাহার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম বর্তমান থাকে, সে শ্বপচ হইলেও 'এই হেতুই' অর্থাৎ জিহ্বাগ্রে আপনার নাম বর্তমান আছে বলিয়াই পূজনীয়। অথবা 'যজ্জিহ্বাগ্রে' – এস্থলের 'যৎ' পদটি পৃথক্। অতএব অর্থ – 'যৎ' – যেহেতু জিহ্বাগ্রে আপনার নাম বর্তমান থাকে, 'এইহেতু' – অর্থাৎ এই কারণেই সে ব্যক্তি পূজনীয়। জিহ্বাগ্রে নাম বর্তমান থাকায়ই যে পূজনীয় হইবেন – এবিষয়ে বিশেষ কারণ বলিতেছেন – "তাঁহারাই তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন" – ইত্যাদি (এপর্যন্ত টীকা)। আপনার নামকীর্তনেই তপস্যাদি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে – এইহেতুই তাঁহারা পুণ্যতম – ইহাই ভাবার্থ। এইরূপ, ভক্তি যে প্রারব্ধপাপজনিত ব্যাধিপ্রভৃতিরও হরণ করে – এবিষয়ে স্কন্দপুরাণের উক্তি –

"যাঁহার স্মরণ ও নামকীর্তনহেতু আধি(মনঃপীড়া) ও ব্যাধি(দেহপীড়া)সমূহ তৎক্ষণাৎই বিলীন হয়, আমি সেই অনন্তদেব শ্রীহরিকে প্রণাম করি।"

শ্রীনামকৌমুদীতে এরূপ উক্তও হইয়াছে – "কদাচিৎ উপাসকের ইচ্ছাবশতঃই ভক্তি প্রারব্ধ পাপ হরণ করেন।" ইহা শ্রীদেবহূতির উক্তি ॥১৩২॥

(১০) তদ্বাসনাহারিত্বমাহ (ভা: ৬।২।১৭) –

(১৫৫) **"তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান-ব্রতাদিভিঃ।**
নাধর্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥"

অধর্মাজ্জাতং **তেষামঘানাং হৃদয়ং** সংস্কারাখ্যং **ন শুধ্যতি; — তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া** শুধ্যতীত্যর্থঃ। পাদ্মে চ —

"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব বিলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ।।" ইতি;

অপ্রারব্ধফলং বক্ষ্যমাণেভ্যোঽন্যৎ, কূটং বীজত্বোন্মুখম্, বীজং(বাসনাময়ং)প্রারব্ধত্বোন্মুখম্, ফলোন্মুখং প্রারব্ধমিত্যর্থঃ ।। শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্ ।।১৩৩।।

(১০) ভক্তি যে পাপের বাসনা (সংস্কার) নষ্ট করেন, তাহা বলিতেছেন—

(১৫৫) "তপস্যা, দান ও ব্রতপ্রভৃতির অনুষ্ঠানদ্বারা বিবিধ পাপ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অধর্ম হইতে সেই পাপসমূহের যে হৃদয় (সংস্কার) উৎপন্ন হয়, তাহা নষ্ট হয় না; পরন্তু শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবাদ্বারা তাহাও নষ্ট হয়।"

সেই পাপসমূহের যে 'হৃদয়' অর্থাৎ সংস্কার — যাহা অধর্ম হইতে উদ্ভূত হয় — তাহা (তপস্যাদিদ্বারা) শুদ্ধ (অর্থাৎ নষ্ট) হয় না; পরন্তু তাহাও পরমেশ্বরের পদসেবাদ্বারা শুদ্ধ হয়।

পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন — "বিষ্ণুভক্তিতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অপ্রারব্ধফল পাপ, কূট পাপ, বীজ পাপ এবং ফলোন্মুখ পাপ — (ইহারা) যথাক্রমে (পর পর) বিনষ্ট হয়।"

'অপ্রারব্ধফল' পাপ বলিতে যাহা পরবর্তী তিনটি হইতে ভিন্ন পাপ (অর্থাৎ যে পাপের কোনরূপ কার্যোন্মুখতা দেখা দেয় নাই)। 'কূট' — যে পাপ বীজত্ব অবস্থাধারণের জন্য উন্মুখ হইয়াছে। 'বীজ' — বাসনাময় অর্থাৎ যে পাপ প্রারব্ধত্ব অবস্থালাভের জন্য উন্মুখ হইয়াছে। 'ফলোন্মুখ' — যে পাপ প্রারব্ধদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা যমদূতগণের প্রতি শ্রীবিষ্ণুদূতগণের উক্তি ।।১৩৩।।

(১১) অবিদ্যা-হরত্বমাহ (ভা: ৪।১১।৩০) —

(১৫৬) "**ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত, আনন্দমাত্র উপপন্ন-সমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা,-গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্** ।।"

স্পষ্টম্ ।। তথা চ পাদ্মে —

"কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা। অবিদ্যাং নির্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্ ।।" ইতি ।। শ্রীমনুর্ধ্রুবম্ ।।১৩৪।।

(১১) ভক্তির অবিদ্যানাশকত্ব বলিতেছেন —

(১৫৬) "হে বৎস ধ্রুব! তুমি সেই পরমাত্ম বস্তুর অন্বেষণকালেই, প্রত্যগাত্মস্বরূপ, সমস্তশক্তিসম্পন্ন, আনন্দৈকস্বভাব, অনন্ত শ্রীভগবানের প্রতি পরা ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া ধীরে ধীরে মমতা ও অহঙ্কাররূপ বদ্ধমূল অবিদ্যাগ্রন্থিকে ভেদ করিবে।"

পদ্মপুরাণেও বলিয়াছেন — "সকল বিদ্যা যাঁহার অনুগমন করিতেছে, সেই হরিভক্তি — দাবানলশিখা যেরূপ ভুজঙ্গীকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ সত্বরই অবিদ্যাকে নিঃশেষভাবে দগ্ধ করিয়া থাকে।" ইহা শ্রীধ্রুবের প্রতি শ্রীমনুর উক্তি ।।১৩৪।।

(১২) সর্বপ্রীণন-হেতুত্বমুক্তম্, (ভা: ৪।৩১।১৪) — "**যথা তরোর্মূলনিষেচনেন**" ইত্যাদিনা। তথাহ (ভা: ৪।৯।৪৬, ৪৭) —

(১৫৭) "**সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য পাদাবনতমর্ভকম্।
পরিষ্বজ্যাহ জীবেতি বাষ্পগদ্গদয়া গিরা** ।।"

(১৫৮) **"যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ।
তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্ ॥"**

সুরুচির্নিজবিদ্বেষিণী মাতুঃ সপত্ন্যপি তং ভগবদারাধনত আগতং শ্রীধ্রুবম্ ॥ যথা পাদ্মে —

"যেনার্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি। রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি ॥" ইতি ॥ বিদুরং শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥১৩৫॥

(১২) ভক্তি যে সকলেরই প্রীতিজননের হেতু — তাহা — "বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে যেরূপ কাণ্ড, শাখাপ্রভৃতি সকলের তৃপ্তি হয়" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ আরও বলিতেছেন —

(১৫৭) "সুরুচি পাদাবনত সেই শিশুকে উত্থাপনপূর্বক আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পগদ্‌গদস্বরে 'চিরজীবী হও' এরূপ বলিয়াছিলেন। যাঁহার মৈত্রীপ্রভৃতি গুণহেতু ভগবান্ প্রসন্ন থাকেন, — জল যেরূপ স্বয়ংই নিম্নাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ তাঁহাকেও সকল প্রাণিগণ স্বয়ংই প্রণতি জ্ঞাপন করে।"

সুরুচি — ধ্রুবের প্রতি বিদ্বেষযুক্তা এবং তাঁহার মাতার সপত্নী হইয়াও 'তাঁহাকে' অর্থাৎ শ্রীভগবানের আরাধনার পর আগত শ্রীধ্রুবকে।

পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে — "যিনি শ্রীহরির অর্চনা করিয়াছেন, তিনি সমগ্র জগতেরই তর্পণ করিয়াছেন। জঙ্গম ও স্থাবর প্রাণিমাত্রই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে।" ইহা বিদুরের প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥১৩৫॥

(১৩) জ্ঞানবৈরাগ্যাদি-সর্বসদ্‌গুণ-হেতুত্বমুক্তম্ (ভা: ৫।১৮।১২) —

**"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥"** ইত্যাদিনা।

(১৪) স্বর্গাপবর্গ-ভগবদ্ধামাদি-সর্বানন্দ-হেতুত্বমপ্যুক্তম্ (ভা: ১১।২০।৩২, ৩৩) **"যৎকর্মভির্যত্তপসা"** ইত্যাদিদ্বাভ্যাম্।

(১৫) স্বতঃ পরমসুখদানেন কর্মাদি-জ্ঞানান্ত-সাধন-সাধ্য-বস্তূনাং হেয়ত্বকারিতামাহ (ভা:১১।১৪।১৪) —

(১৫৯) **"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং, ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা, ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্‌বিনান্যৎ ॥"**

রসাধিপত্যং পাতালাদি-স্বামিত্বম্; **অপুনর্ভবং** ব্রহ্মকৈবল্যরূপং মোক্ষম্; কিং বহুনা? যৎ কিঞ্চিদন্যদপি সাধ্যজাতম্, তৎ সর্বং **নেচ্ছত্যেব, — মৎ** মাং **বিনা**। কিন্তু তাদৃশ-ভক্তিসাধ্যং মামেব সর্বপুরুষার্থাধিক-মিচ্ছতীত্যর্থঃ; **ময্যর্পিতাত্মা** কৃতাত্মনিবেদনঃ ॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥১৩৬॥

(১৩) ভক্তিই যে জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সকল সদ্‌গুণের হেতু, ইহা নিম্নোক্ত বচনাদিতে বর্ণিত হইয়াছে — "শ্রীভগবানের প্রতি যাঁহার নিষ্কাম ভক্তি বর্তমান থাকে, দেবগণ সকল গুণের সহিত তাঁহার মধ্যে অধিষ্ঠান করেন। শ্রীহরির প্রতি ভক্তিহীন এবং মনোরথদ্বারা অসৎ বাহ্যবিষয়ে নিরন্তর ধাবিত ব্যক্তির মধ্যে মহদ্‌গুণসমূহের অস্তিত্বসম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে?"

(১৪) ভক্তি যে স্বর্গ, মোক্ষ ও ভগবদ্ধামাদিগত সকল আনন্দেরই হেতু, তাহাও এই দুইটি শ্লোকে উক্ত হইতেছে। যথা — "কর্মসমূহ, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম ও অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধনদ্বারা যেসকল ফল লব্ধ হয়, আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগদ্বারা সত্বরই তৎসমুদয়, এমন কি ইচ্ছা করিলে স্বর্গ, মোক্ষ এবং আমার ধামও লাভ করেন।"

(১৫) ভক্তি স্বয়ং পরমসুখ দান করিয়া কর্ম হইতে জ্ঞান পর্যন্ত সকল সাধনসমূহের মধ্যে যাবতীয় বস্তুকেই যে হেয় করেন, তাহা বলিতেছেন—

(১৫৯) "আমার প্রতি অর্পিতাত্মা ব্যক্তি আমা ব্যতীত, ব্রহ্মার পদ, ইন্দ্রপদ, সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধিসমূহ কিংবা মুক্তিপ্রভৃতি অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না।"

'রসাতলের আধিপত্য' — পাতালাদির আধিপত্য; 'অপুনর্ভব' — ব্রহ্মকৈবল্যরূপ মোক্ষ; অধিক কি অন্যও যে কিছু সাধ্য বস্তু আছে, তৎসমুদয়ও ইচ্ছা করেন না। 'আমা ব্যতীত' অর্থাৎ তাদৃশ ভক্তিসাধ্য অথচ সকল পুরুষার্থ হইতে সমধিক যে আমি, সেই আমাকেই ইচ্ছা করেন। "আমাতে অর্পিতাত্মা" — যিনি আমাতেই আত্মনিবেদন করিয়াছেন — তিনি। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥১৩৬॥

অথ সাক্ষাদ্ভক্তের্নির্গুণত্বং বক্তুং ভগবদর্পিত-কর্মারভ্য সর্বেষাং কর্মণাং তাবৎ সগুণত্বমাহৈকেন, (ভা: ১১।২৫।২৩) —

(১৬০) **"মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম তৎ।**
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্ ॥"

ময়ি অর্পণং যস্য তৎ, উত্তমত্বায় মদর্পিতমিত্যর্থঃ; **নিষ্ফলং** সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং নিষ্কামত্বেনৈব কৃতমিত্যর্থঃ; নিজকর্ম — স্বস্ববর্ণাশ্রমাদিধর্মঃ; ফলং সঙ্কল্প্যতে যস্মিংস্তৎ। **আদি**-শব্দাদ্দম্ভ-মাৎসর্য্যাদিভিঃ কৃতম্ ॥১৩৭॥

অনন্তর শ্রীভগবানের সাক্ষাদ্ভক্তির নির্গুণত্ব বলিবার জন্য একটি শ্লোকে ভগবদর্পিত কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার কর্মেরই সগুণত্ব বর্ণন করিতেছেন—

(১৬০) "আমাতে যাহা অর্পিত হয় এরূপ নিষ্ফল কর্ম কিংবা নিত্য-প্রভৃতি যে নিজকর্ম— তাহা সাত্ত্বিক, ফলসঙ্কল্প কর্ম রাজস এবং হিংসাবহুলাদি কর্ম তামস।"

আমাতে যাহা অর্পিত হয় — এরূপ মদর্পিত কর্ম। উত্তমত্ব নিমিত্ত আমাতে অর্পিত, এইরূপ অর্থ হইবে; 'নিষ্ফল' — সত্ত্বশুদ্ধি উদ্দেশ্যে নিষ্কামভাবে কৃত 'নিজকর্ম' — স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম; ফলসঙ্কল্প — যে কর্মে ফল সঙ্কল্পিত হয়। 'হিংসাপ্রায়াদি' এই পদের 'আদি' শব্দদ্বারা দম্ভ এবং মাৎসর্যাদিমূলক কর্মকেও তামস কর্ম বলিয়া জানিতে হইবে ॥১৩৭॥

অথানুষ্ঠানান্তরাণাং ত্রিগুণান্তর্গতত্বং বদন্ চতুর্থকক্ষায়াং —

(১৬) সাক্ষাদ্ভক্তের্নির্গুণত্বমাহ চতুর্ষু, (ভা: ১১।২৫।২৪-২৭; ১১।২৫।২৪) —

(১৬১) **"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ।**
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥"

প্রাকৃতং বাল-মূকাদি-জ্ঞান-তুল্যম্; **বৈকল্পিকং** দেহাদি-বিষয়ং যত্তদ্রজো রাজসম্; কেবলস্য নির্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধজীবাভেদেন **জ্ঞানং কৈবল্যম্**; ত্বং-পদার্থমাত্র-জ্ঞানস্য কৈবল্যত্বানুপপত্তেস্তৎ-পদার্থ-জ্ঞান-সাপেক্ষত্বাৎ। সত্ত্বযুক্তে হি চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধং সূক্ষ্মং জীবচৈতন্যং প্রকাশতে; ততশ্চিদেকাকারত্বাভেদেন তস্মিন্ শুদ্ধং পূর্ণং ব্রহ্মচৈতন্যমপ্যনুভূয়তে। ততঃ সত্ত্বগুণস্যৈব তত্র কারণতাপ্রাচুর্য্যাৎ সাত্ত্বিকত্বম্। তথা চ শ্রীগীতোপনিষদি (১৪।১৭) — "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্" ইত্যাদি।

ভগবজ্জ্ঞানস্য তু, (ভা: ৬।১৪।২, ৫) —

"দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাম্।
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥"

ইত্যাদ্যুক্ত্যা, সত্ত্বাদি-সদ্ভাবেঽপ্যভাবাৎ, (ভা: ৬।১৪।১) –

**"রজস্তমঃস্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ।
নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্দৃঢ়া মতিঃ ॥"**

ইত্যুক্ত্যা বা তদভাবেঽপি সদ্ভাবান্ন তৎকারণত্বম্, কিন্তু তদুত্তরত্বেন তস্য পূর্বজন্মনি শ্রীনারদাদি-সঙ্গ-বর্ণনয়া, (ভা: ৭।৫।৩২) –

**"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥"**

ইত্যুক্ত্যা চ, – ভগবৎকৃপামৃত-পরিমল-পাত্রভূতস্য শ্রীমতো মহতঃ সঙ্গ এব কারণম্। তৎ(মহৎ)সঙ্গশ্চ (ভা: ১।১৮।১৩), (ভা: ৪।৩০।৩৪) –

**"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥"**

ইত্যুক্ত্যা নির্গুণাবস্থাতোঽপ্যধিকত্বাৎ পরমনির্গুণ এব। সপ্তমস্য প্রথমে চ – (ভা: ৭।১।১) **"সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ব্রহ্মন্"** ইত্যাদৌ; সগুণে দেবাদৌ তস্য কৃপা বাস্তবী ন ভবতি, কিন্তু শ্রীমৎপ্রহ্লাদাদিষ্বেবেতি প্রতিপাদনান্মহতাং নির্গুণত্বাভিব্যক্ত্যা তৎসঙ্গস্যাপি নির্গুণত্বং ব্যক্তম্। তথা ভক্তেরপি গুণসঙ্গ-নির্ধূননানন্তরঞ্জানুবৃত্তিঃ (শ্রীভগবতি) শ্রূয়তে; যদুক্তমুদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতা, (ভা: ১১।২৫।৩৩) –

**"তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ ॥"** ইতি।

পরমেশ্বর-জ্ঞানস্য নৈর্গুণ্য-হেতুত্বেন নির্গুণত্বোক্তিস্তু লক্ষণাময়-কষ্টকল্পনা। তথা কৈবল্য-জ্ঞানস্যাপি নৈর্গুণ্যহেতুত্বাদবৈশিষ্ট্যেনোদাহরণ-ভেদাপ্রবৃত্তিশ্চ স্যাৎ। তস্মাৎ স্বত এব নির্গুণং ভগবজ্জ্ঞানম্। অতএব (ভা: ১১।২৫।২৯) –

**"সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥"**

ইত্যত্র তদ্ভগবদাশ্রয়রূপভক্তিসুখস্যাপি নির্গুণত্বং বক্ষ্যতে।

এবং শ্রবণাদিলক্ষণ-ক্রিয়া-রূপায়া অপি ভক্তেঃ (ভা: ১।২।১৬) –

**"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথা-রুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥"**

ইত্যুক্ত্যা তদেকনিদানত্বেন নির্গুণত্বমেব।

ননু (ভা: ৮।২৪।৩৮) –

**"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥"**

ইতি শ্রীমৎস্যদেবস্য বচনেন ব্রহ্মজ্ঞানমপি শ্রীভগবৎপ্রসাদোত্থং শ্রূয়তে, তৎ কথং তস্য সগুণত্বম্? উচ্যতে, – ব্রহ্মজ্ঞানং হি দ্বিবিধানাং জায়তে; তত্র (ক) ভগবদুপাসকানামানুষঙ্গিকত্বেন,

(খ) ব্রহ্মোপাসকানাং স্বতন্ত্রত্বেন। (ক) ভগবদুপাসকৈস্তু ভগবচ্ছক্তিরূপয়া ভক্ত্যা কিঞ্চিদ্ভেদেনৈব গৃহ্যতে; তচ্চ, (গী: ১৮।৫৪) "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" ইত্যাদি শ্রীগীতোক্ত্যনুসারেণ, (ভা: ১।৭।১০) **"আত্মারামাশ্চমুনয়ঃ"** ইত্যাদ্যনুসারেণ চ, ভগবতঃ পরাখ্য-ভক্তি-পরিকরো ভবতীতি। (খ) ব্রহ্মোপাসকৈস্তু পূর্ব্ববদভেদেনৈব গৃহ্যতে; তৎফলস্য (ভা: ৩।১৫।৪৮) **"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদম্"** ইত্যুক্তদিশা পরৈরাত্যন্তিকত্বেন মতস্যাপি পরমবিদ্বদ্ভিরনাদৃতত্বাৎ, তথা ভক্তিবিরুদ্ধত্বেন (ভা: ৬।১৭।২৮) **"স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থ-দর্শিনঃ"** ইত্যুক্ত্যা নরকবদপবর্গস্যাপি হেয়ত্বাৎ, প্রসাদাভাস এবাসৌ; স্বমত্যনুসারেণ প্রসাদতয়া গৃহ্যমাণশ্চেন্মতিকল্পিতত্বাৎ সগুণ এব। ততঃ কৈবল্যজ্ঞানমপি তথা; বিশেষতস্তস্য গুণসম্বন্ধেন জন্মাঙ্গীকৃতমিতি।

নন্বন্তর্বহিশ্চ করণং পুরুষস্য গুণময়মেব; তদুদ্ভবয়োর্জ্ঞানক্রিয়য়োঃ কথং নির্গুণত্বম্? উচ্যতে,— জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বা ন তাবজ্জড়স্য ত্রৈগুণ্যস্য ধর্মঃ, ঘটস্যেব; ন চ চিদ্রূপস্যাপি জীবস্যেশ্বরাধীন-শক্তিত্বেনামুখ্যত্বাৎ, দেবতাবিষ্টপুরুষস্যেব। ততঃ পরমাত্ম-চৈতন্যস্যৈবেত্যায়াতি, তথোক্তম্, (ভা: ৬।১৬।২৪) **"দেহেন্দ্রিয়-প্রাণমনোধিয়োঽমী, যদংশবিদ্ধা প্রচরন্তি কর্মসু"** ইতি; তথা চ শ্রুতিঃ (বৃ: ৪।৪।১৮) "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ" ইতি; (ঋক্ সং ১০ম: ১১২সূ: ৯ম:) "ন ঋতে তৎ ক্রিয়তে কিঞ্চনারে" ইত্যাদিকা চ। তদেবং সতি ত্রৈগুণ্যকার্য্য-প্রাধান্যেন ভবন্ত্যৌ তে জ্ঞানক্রিয়াশক্তী গুণময়ত্বেনোচ্যেতে; পরমেশ্বরপ্রাধান্যেন তু স্বতো গুণাতীতে এব; তদুক্তং দেবামৃতপানাধ্যায়ে শ্রীশুকেন, (ভা: ৮।৯।২৯) —

"যদ্যুজ্যতেঽসুবসুকর্মমনোবচোভি,-র্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথক্ত্বাৎ।
তৈরেব সদ্ভবতি যৎ ক্রিয়তেঽপৃথক্ত্বাৎ, সর্বস্য তদ্ভবতি মূলনিষেচনং যৎ ॥" ইতি;

অত্র **পৃথক্ত্বাৎ** পরমাত্মেতরাশ্রয়ত্বাৎ; **অপৃথক্ত্বাৎ** তদেকাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ। অতো যুক্তমেব জ্ঞানক্রিয়াত্মিকায়া হরিভক্তের্নির্গুণত্বম্। বিশেষতস্তস্যা গুণসম্বন্ধেন জন্মাভাবশ্চাঙ্গীকৃতঃ; ন তু ব্রহ্মজ্ঞানস্যেব গুণসম্বন্ধেন জন্মভাব ইত্যতোঽসৌ ভক্তিস্তস্যা অপি প্রীণনত্বাদি-গুণৈরুদাহরিষ্যতে। যত্তু শ্রীকপিলদেবেন (ভা: ৩।২৯।৮-১০) ভক্তেরপি নির্গুণসগুণাবস্থাঃ কথিতাস্তৎপুনঃ পুরুষান্তঃকরণগুণা এব তস্যামুপচর্যন্ত ইতি স্থিতম্ ॥**১৩৮**॥

অনন্তর চারি শ্লোকে অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহকে ত্রিগুণের অন্তর্গতরূপে বর্ণন করিয়া চতুর্থ স্তরে (১৬) সাক্ষাদ্ভক্তির নির্গুণত্ব বলিতেছেন—

(১৬১) "কৈবল্য জ্ঞান সাত্ত্বিক, বৈকল্পিক জ্ঞান রাজস, প্রাকৃত জ্ঞান তামস এবং মন্নিষ্ঠ (ভগবন্নিষ্ঠ) জ্ঞান নির্গুণরূপে কথিত হয়।"

'প্রাকৃত' অর্থাৎ বালক-মূক-প্রভৃতির জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান; ইহাই তামস জ্ঞান। 'বৈকল্পিক' অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ক যে জ্ঞান তাহা রাজস; 'কৈবল্য'— শুদ্ধ জীবের সহিত অভিন্নরূপে কেবল অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মের যে জ্ঞান উহাই কৈবল্য জ্ঞান; 'ত্বং' পদার্থের জ্ঞান 'তৎ' পদার্থের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে বলিয়া, 'তৎ' পদার্থের জ্ঞানরহিত 'ত্বং' পদার্থের জ্ঞান কৈবল্য জ্ঞানরূপে গণ্য হইতে পারে না। সত্ত্বগুণযুক্ত চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম জীবচৈতন্যের প্রকাশ হয়; অনন্তর জীবচৈতন্যের সহিত চৈতন্যাংশে অভেদহেতু সেই চিত্তে শুদ্ধ পূর্ণ চৈতন্যও অনুভূত হন। অতএব তাদৃশ অনুভবাত্মক জ্ঞানে সত্ত্বগুণই প্রভূতরূপে কারণ বলিয়া উক্ত জ্ঞানের সাত্ত্বিকত্ব উক্ত হইয়াছে। শ্রীগীতায়ও বলিয়াছেন— "সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি।

ভগবজ্‌জ্ঞান সম্বন্ধে কিন্তু এরূপ বিচার্য হয় যে— "শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণের এবং নির্মলচিত্ত ঋষিগণেরও প্রায়শঃ শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্মে ভক্তির উদয় হয় না। হে মুনিবর! কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যেও নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তচিত্ত পুরুষ সুদুর্লভ।"

ইত্যাদিরূপ উক্তি হেতু— সত্ত্বাদিগুণের বিদ্যমানতাসত্ত্বেও ভক্তির অভাব দেখা যাইতেছে। পক্ষান্তরে—

"হে ব্রহ্মন্! রজস্তমঃস্বভাব পাপী বৃত্রাসুরের ভগবান্ শ্রীনারায়ণের প্রতি কিহেতু দৃঢ়মতি জাগ্রত হইয়াছিল?"— এই বাক্যে সত্ত্বগুণের অভাবেও ভগবদ্ভক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব সত্ত্বগুণ ভক্তির কারণ— এরূপ বলা যায় না। পরন্তু উক্ত প্রশ্নবাক্যের উত্তররূপে বৃত্রাসুরের পূর্ব জন্মে শ্রীনারদপ্রভৃতির সঙ্গ বর্ণনায় এবং— "যদিও শ্রীভগবানের পাদপদ্মে চিত্তের অভিনিবেশই সংসাররূপ অনর্থনাশের কারণ, তথাপি যেপর্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের পদধূলির সংস্পর্শ না ঘটে, ততকাল বিষয়াসক্ত গৃহধর্মিগণের বুদ্ধি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না" এইরূপ উক্তিহেতু— শ্রীভগবানের কৃপামৃতসৌরভধারণের পাত্রস্বরূপ মহাপুরুষের সঙ্গই ভগবজ্‌জ্ঞান অর্থাৎ ভক্তির কারণরূপে স্বীকার্য হইতেছে।

"ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গের অত্যল্পকালের সহিতও স্বর্গ এমন কি মুক্তিসুখেরও তুলনা করি না; মানবগণের নশ্বর রাজ্যাদির কথা আর কি বলিব?" এইরূপ উক্তিহেতু মহাপুরুষের সঙ্গ নির্গুণ অবস্থা হইতেও শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হওয়ায় পরমনির্গুণই হয়।

সপ্তমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে— "হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ সকল প্রাণিগণের সম্বন্ধেই সমভাবাপন্ন, প্রিয় ও সুহৃদ্" ইত্যাদি শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে— সগুণ দেবতাদির প্রতি শ্রীভগবানের বাস্তব কৃপার উদয় হয় না, পরন্তু শ্রীমান্ প্রহ্লাদপ্রভৃতির ন্যায় মহদ্‌গণের প্রতিই তাঁহার বাস্তব কৃপা জাগ্রত হয়। ইহাদ্বারা মহদ্‌গণের নির্গুণত্ব ব্যক্ত হওয়ায় অর্থাধীন মহৎসঙ্গেরও নির্গুণত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ— গুণসঙ্গ পরিহারের পরই যে শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় হয়, ইহাও শোনা যায়। যেহেতু, উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবান্ এরূপ বলিয়াছেন— "অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তিক্ষেত্রস্বরূপ এই নরদেহ লাভ করিয়া গুণসঙ্গ পরিহারপূর্বক আমার ভজন করুক।"

যেস্থানে নৈপুণ্য অর্থাৎ নির্গুণতা পরমেশ্বর জ্ঞানের হেতুরূপে স্বীকৃত হয়, সেস্থানে নির্গুণতা উক্তি লক্ষণাময় কষ্ট কল্পনাই হইবে। বিশেষতঃ, নির্গুণত্বসম্পাদকরূপেই যদি ভগবজ্‌জ্ঞান নির্গুণ হয়— তাহা হইলে নির্গুণত্ব সম্পাদক কৈবল্যজ্ঞানের সহিত উহার কোন ভেদ থাকিতে পারে না। এমতাবস্থায় শাস্ত্রকার এস্থলে কৈবল্যজ্ঞানের উদাহরণ হইতে ভগবজ্‌জ্ঞানের ভিন্ন উদাহরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। অতএব ভগবজ্‌জ্ঞান স্বভাবতঃই নির্গুণ। অতএব— "আত্মজাত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়জাত সুখ রাজস, মোহ ও দৈন্যজাত সুখ তামস, আর আমার আশ্রয়মূলক সুখ নির্গুণ।" এই শ্লোকে ভগবদাশ্রয়রূপ ভক্তিসুখকেও নির্গুণ বলা হইয়াছে।

এইরূপ "হে বিপ্রগণ! শ্রবণেচ্ছু শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির, পুণ্যতীর্থের সেবাহেতু লব্ধ যাদৃচ্ছিক মহৎসেবাদ্বারা ভগবৎকথায় রুচির উদয় হয়।"

এই উক্তিদ্বারা— শ্রবণাদিক্রিয়ারূপা ভক্তির মূল কারণরূপে মহাপুরুষসঙ্গ উক্ত হওয়ায়, শ্রবণাদি ভক্তিকেও নির্গুণা বলিয়াই জানিতে হইবে (পূর্বে মহাপুরুষসঙ্গকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, অতএব তাহা হইতে জাত শ্রবণাদি ভক্তিও নির্গুণাই হইবে— ইহাই তাৎপর্য)।

(আশঙ্কা)— "হে রাজন্! তোমার প্রশ্নানুসারে আমি তোমার হৃদয়ে অনুগ্রহপূর্বক আমার পরব্রহ্মসংজ্ঞক যে মহিমা প্রকাশ করিয়াছি, তাহাও তুমি অপরোক্ষভাবেই অনুভব করিবে।"

রাজা সত্যব্রতের প্রতি মৎস্যরূপধারী শ্রীভগবানের এই বচন হইতে ব্রহ্মজ্ঞানকেও শ্রীভগবানের অনুগ্রহজাতরূপেই শোনা যায়, এ অবস্থায় উহা কিরূপে সগুণ হইতে পারে? ইহার উত্তর— "দুইজাতীয়

ব্যক্তিগণেরই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তন্মধ্যে (ক) ভগবদুপাসকগণের আনুষঙ্গিক ফলরূপে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়। (খ) আর, ব্রহ্মোপাসকগণের উহা স্বতন্ত্র(মুখ্য)রূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকে।

(ক) ভগবদুপাসকগণ ব্রহ্মজ্ঞানকে শ্রীভগবানের শক্তিরূপিণী ভক্তি হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপেই স্বীকার করেন। আর, "ব্রহ্মভূত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন শোক করেন না, অথবা কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষাও করেন না; পরন্তু সর্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমার পরা ভক্তি লাভ করেন" শ্রীগীতার এই (১৮।৫৪) শ্লোকের উক্তি এবং "অহঙ্কারগ্রন্থিমুক্ত আত্মারাম মুনিগণ শ্রীভগবানের প্রতি নিষ্কাম ভক্তির অনুষ্ঠান করেন" (শ্রীভা: ১।৭।১০) শ্লোকের এই উক্তি অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাদের পরানাম্নী ভগবদ্ভক্তির পরিকররূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। (খ) আর, ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মজ্ঞানকে (পূর্ববৎ) অভিন্ন(নির্ভেদ)বস্তুরূপেই গ্রহণ করেন। তাঁহারা এই নির্ভেদ জ্ঞানের ফল কৈবল্যমুক্তিকে আত্যন্তিকরূপে স্বীকার করিলেও – "হে ভগবন্! যাঁহারা আপনার কথার রসজ্ঞ, তাঁহারা আপনার মোক্ষরূপ প্রসাদকেও গণ্য করেন না" – (শ্রীভা: ৩।১৫।৪৮) শ্লোকোক্ত রীত্যনুসারে পরমবিদ্বান্ ভাগবতগণ এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানকে অনাদরই করিয়া থাকেন। অতএব তাদৃশ নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তিবিরোধী বলিয়া এবং তাদৃশ ভক্তগণ – "স্বর্গ, মোক্ষ ও নরককে সমানভাবে দর্শন করেন" – এরূপ স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া, অপবর্গও তাঁহাদের বিচারে নরকের ন্যায় হেয়ই হয়। অতএব – "আপনার মোক্ষরূপ প্রসাদ" এই শ্লোকে 'প্রসাদ' শব্দে 'প্রসাদাভাস'ই বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ তাদৃশ মোক্ষ শ্রীভগবানের প্রসাদ নহে, পরন্তু প্রসাদাভাসমাত্র)। যদি কেহ তাদৃশ মোক্ষকে নিজ বুদ্ধি অনুসারে প্রসাদরূপে গ্রহণ করে তাহা হইলে উহা বুদ্ধিদ্বারা কল্পিত বলিয়া সগুণই হয়। অতএব এই মোক্ষ(কৈবল্য)যদি সগুণ হয়, তবে কৈবল্যজ্ঞানও সগুণই হইবে। বিশেষতঃ "কৈবল্যজ্ঞান সাত্ত্বিক" ইত্যাদি শ্লোকে সত্ত্বগুণের সম্বন্ধহেতুই উক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

(আশঙ্কা) জীবের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ গুণময়, এমতাবস্থায় তাহা হইতে উদ্ভূত ভক্তিরূপ জ্ঞান ও ক্রিয়া কিরূপে নির্গুণ হইতে পারে? ইহার উত্তর – জড় ঘটের যেরূপ জ্ঞানশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি নাই, জড় ত্রিগুণেরও সেরূপ জ্ঞানশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি থাকিতে পারে না। আর, জীব চিৎস্বরূপ হইলেও, উক্ত শক্তিদ্বয় তাহার ধর্ম নহে। কারণ – দেবতাবিশেষকর্তৃক আবিষ্ট হইলে কোন ব্যক্তির যেরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকে না, সেরূপ জীবের শক্তিও ঈশ্বরের অধীন বলিয়া জীবের প্রাধান্য নাই। অতএব, উক্ত শক্তিদ্বয় পরমাত্ম চৈত্যনের বলিয়াই নির্ণীত হয়।

এইহেতুই উক্ত হইয়াছে – "দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি – ইহারা যাঁহার চৈতন্যাংশদ্বারা আবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ কার্যে তৎপর হয়।" শ্রুতিও এইরূপ – "যিনি প্রাণেরও প্রাণ, মনেরও মনঃ, চক্ষুরও চক্ষুঃ এবং শ্রোত্রেরও শ্রোত্রস্বরূপ"। "অরে! তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়াদি কিছুই করিতে পারে না" ইত্যাদি।

অতএব পরমেশ্বরের প্রাধান্যহেতু তাদৃশ জ্ঞান ও ক্রিয়া স্বরূপতঃ গুণাতীতই হয়; পরন্তু ত্রিগুণের কার্যের প্রাধান্যক্রমে উহাদের উদ্ভব বা প্রকাশ হয় বলিয়াই উহাদিগকে গুণময় বলা হয়। দেবতাগণের অমৃতপানবর্ণনাধ্যায়ে শ্রীশুকদেবও এরূপ বলিয়াছেন – "মানবগণ প্রাণ, ধন, কর্ম, মন ও বাক্যদ্বারা দেহ ও পুত্রাদির জন্য যাহা অনুষ্ঠান করে, পৃথক্ত্বহেতু তাহা অসৎ অর্থাৎ ব্যর্থই হয়। আবার, ঐ প্রাণাদিদ্বারাই ঈশ্বরোদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অপৃথক্ত্বহেতু বৃক্ষের মূলে জলসেচনের ন্যায় সর্বোপকারক বলিয়া উহা সৎ অর্থাৎ মহাবলশালী হইয়া থাকে।"

এই স্থানে 'পৃথক্ত্বহেতু' অর্থাৎ পরমাত্মভিন্ন অপর পদার্থসমূহকে আশ্রয় করে বলিয়া; 'অপৃথক্ত্বহেতু' অর্থাৎ একমাত্র পরমাত্মাকেই আশ্রয় করে বলিয়া। অতএব জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা হরিভক্তির নির্গুণত্ব সঙ্গতই হয়। বিশেষতঃ ঐ উক্তির গুণসম্বন্ধমূলক উৎপত্তির অভাবই স্বীকৃত হইয়াছে; পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় গুণসম্বন্ধক্রমে উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই। (অর্থাৎ গুণসম্বন্ধক্রমে ভক্তির উদয় হয় না, পরন্তু গুণসম্বন্ধক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়

হয় – ইহাই শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।) সেই ভক্তিও ভগবৎপ্রীতিজননাদিরূপ গুণসমূহদ্বারা যুক্তরূপে উদাহৃত হইবেন। এমতাবস্থায়, শ্রীকপিলদেব যে ভক্তিরও নির্গুণ ও সগুণ দুইটি অবস্থা বলিয়াছেন – পুরুষের অন্তঃকরণের গুণসমূহই ভক্তিতে উপচারিত অর্থাৎ গৌণভাবে ব্যবহৃত হয় বলিয়াই ঐ উক্তি সঙ্গতই হয় – ইহাই সিদ্ধান্ত ॥১৩৮॥

তদেবমভিপ্রেত্য জ্ঞানরূপায়া ভক্তের্নির্গুণত্বমুক্ত্বা ক্রিয়ারূপায়া ব্যাচষ্টে। তত্রাপ্যস্তু তাবচ্ছ্রবণ-কীর্তনাদিরূপায়াঃ,

(১৭) ভগবৎসম্বন্ধেন নির্গুণত্বং বাসমাত্ররূপায়া আহ, (ভা:১১।২৫।২৫) –

(১৬২) "**বনং তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম্যো রাজস উচ্যতে।**
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতং তু নির্গুণম্ ॥"

'**বনং বাস**' ইতি তৎসম্বন্ধিনী বসনক্রিয়েত্যর্থঃ; বানপ্রস্থানামিতি জ্ঞেয়ম্। এবং **গ্রাম্য** ইতি গৃহস্থানাম্। **তামস**মিতি দুরাচারাণাম্; **দ্যূতসদন**মিত্যুপলক্ষণম্। **মন্নিকেত**মিতি মচ্ছেবাপরাণামিতি চ বনাদীনাং বাসেন সহ "আয়ুর্ঘৃতম্" ইতিবদেকাধিকরণত্বম্। বনস্য বৃক্ষষণ্ডরূপস্য রজস্তমঃপ্রাধান্যাদতএব বিবিক্তত্বলক্ষণ-তদীয়-সাত্ত্বিকগুণস্যাপি তদ্যুগল-মিশ্রত্বেন গৌণত্বম্। তত্র বাসক্রিয়ায়াস্তু সত্ত্বোৎপন্নত্বাত্তদ্-বর্দ্ধনত্বাচ্চ সাত্ত্বিকত্বেন মুখ্যত্বমিতি তস্যা এবাভিধেয়ত্বমুচিতম্; অতএব **গ্রাম্য** ইতি তদ্ধিতান্ত এব পঠিতঃ। এবং **দ্যূতসদন**মিত্যত্র চ বাসক্রিয়ৈব বিবক্ষিতা। **মন্নিকেতম্** ইত্যত্রাপি; কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধ-মাহাত্ম্যেন নিকেতস্যাপি নির্গুণত্বং ভবেৎ, – স্পর্শমণিন্যায়েন। তাদৃশত্বং তু তাদৃশ-ভক্তিচক্ষুর্ভিরেবোপলব্ধব্যম্ (ব্রাহ্মে) – "দিবিষ্ঠাস্তত্র পশ্যন্তি সর্বানেব চতুর্ভুজান্" ইতিবৎ। অত এবমেব টীকা চ – "ভগবন্নিকেতং তু সাক্ষাত্তদাবির্ভাবান্নির্গুণং স্থানম্" ইত্যেষা ॥১৩৯॥

পূর্বোক্তরূপ অভিপ্রায়ে জ্ঞানাত্মিকা ভক্তির নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করিয়া সম্প্রতি ক্রিয়ারূপা ভক্তির নির্গুণত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রবণকীর্তনাদি ক্রিয়ারূপা ভক্তির নির্গুণত্বসম্বন্ধে কোন বক্তব্যই নাই।

(১৭) ভগবৎসম্বন্ধে যে বাস (অবস্থানক্রিয়া) তাহারও নির্গুণত্ব বলিতেছেন –

"বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রাম্য বাস রাজস, দ্যূতসদন-বাস তামস, পরন্তু আমার নিকেতন-বাস নির্গুণ।"

"বনবাস" অর্থাৎ বনসম্বন্ধযুক্তা বসতিক্রিয়া – অর্থাৎ বানপ্রস্থগণের বসতিক্রিয়া সাত্ত্বিক এবং গ্রাম্য – অর্থাৎ গৃহস্থগণের গ্রামে বসতি রাজস। দ্যূতসদন অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়াস্থলে বাস তামস – ইহা উপলক্ষণ মাত্র, পরন্তু দুরাচারমাত্রের বসতিই তামস। আমার নিকেতন (অর্থাৎ শ্রীভগবানের মন্দিরাদিতে) আমার সেবাপরায়ণগণের বাস নির্গুণ। "আয়ুর্ঘৃতম্" এই বাক্যে যেরূপ – আয়ুর কারণ ঘৃত (অর্থাৎ ঘৃত আয়ুর্জনক) – এরূপ অর্থসঙ্গতি হয়, এস্থলেও যেরূপ "বনবাস" ইত্যাদি বাক্যে – বনাদিসম্বন্ধী বাস – এরূপ অর্থসঙ্গতি জানিতে হইবে। বৃক্ষসমূহের মধ্যে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য থাকায় বৃক্ষসমষ্টিস্বরূপ বনের মধ্যেও রজোগুণ ও তমোগুণের প্রাধান্য রহিয়াছে; অতএব বনমধ্যে শুচিত্ব ও নির্জনত্বরূপ সাত্ত্বিক গুণ বিদ্যমান থাকিলেও ঐ সত্ত্বগুণ – রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণ হেতু গৌণত্ব প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে বসতিক্রিয়া অর্থাৎ বনে বসতিরূপ বানপ্রস্থধর্ম সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত এবং সত্ত্বগুণের বর্ধক বলিয়া সাত্ত্বিকত্ববিষয়ে (বন অপেক্ষা) উহারই প্রাধান্য রহিয়াছে। অতএব "বনবাস সাত্ত্বিক" এই বাক্যে সাত্ত্বিকরূপে বাস বা বসতিক্রিয়াই বাচ্য, বন নহে। এইরূপে বাসক্রিয়ারই বাচ্যত্ব হেতু, "গ্রাম্য বাস" এস্থলে "গ্রাম" শব্দের উপর তদ্ধিত 'য' প্রত্যয় করায় 'গ্রাম্য' – গ্রামসম্বন্ধী বাস, এরূপ অর্থের উপলব্ধি হেতু সাক্ষাৎ বাস বা বসতিক্রিয়াকেই রাজসরূপে জানা যাইতেছে। এইরূপ – 'দ্যূতসদন' এস্থলেও

দ্যূতসদনে বাসক্রিয়াকেই তামস বলা হইয়াছে। 'আমার নিকেতন বাস' — এস্থলেও শ্রীভগবানের মন্দিরাদিতে যে বাসক্রিয়া তাহাকেই বাক্যার্থবিচারে নির্গুণ বলিয়া জানিতে হইবে। স্পর্শমণির মাহাত্ম্যে যেরূপ লৌহাদি সুবর্ণ হয়, এস্থলেও সেরূপ শ্রীভগবানের সম্বন্ধের মাহাত্ম্যহেতুই মন্দিরও নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হয়। যাঁহাদের তাদৃশ ভক্তিদৃষ্টি রহিয়াছে, তাঁহারাই কেবল মন্দিরের নির্গুণত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। তাদৃশ দৃষ্টিভেদহেতু বিশেষ দর্শনের উদাহরণ— "দেবতাগণ তথায় (পুরুষোত্তমক্ষেত্রে) সকলকেই চতুর্ভুজরূপে দর্শন করেন।" টীকায়ও বলিয়াছেন— "শ্রীভগবানের নিকেতন সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার আবির্ভাবহেতুই নির্গুণ স্থান।" (এপর্যন্ত টীকা) ॥১৩৯॥

এবং বাসমাত্রস্য তাদৃশত্বমুক্ত্বা (১৮) সর্বাসামেব তৎক্রিয়াণামাহ, (ভা: ১১।২৫।২৬) —

(১৬৩) "**সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।**
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥"

অত্র চ (তত্তৎকারকাণাং) ক্রিয়ায়ামেব তাৎপর্য্যম্, ন তদাশ্রয়ে (তৎসাধনভূতে) দ্রব্যে; — সাত্ত্বিক-কারকস্য শরীরাদিকং হি গুণত্রয়-পরিণতমেব ॥১৪০॥

এইরূপে বসতিমাত্রের এইরূপ নির্গুণত্ব বর্ণন করিয়া (১৮) ভগবৎসম্বন্ধী ক্রিয়ামাত্রেরই নির্গুণত্ব বলিতেছেন—

(১৬৩) "অনাসক্ত ব্যক্তি সাত্ত্বিক কর্তা, অনুরাগান্ধ ব্যক্তি রাজস কর্তা, স্মৃতিবিভ্রষ্ট ব্যক্তি তামস কর্তা এবং আমার আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তি নির্গুণ কর্তা।"

ভিন্ন ভিন্ন কারকের ক্রিয়াতেই তাৎপর্য আছে। কিন্তু ক্রিয়াসাধনভূত দ্রব্যে তাহাদের তাৎপর্য নাই। সাত্ত্বিক কারকের শরীরাদি গুণত্রয়েরই পরিণামস্বরূপ ॥১৪০॥

তদেবং ক্রিয়াকারকমাত্রস্য তাদৃশত্বমুক্ত্বা, (১৯) তৎ(ক্রিয়ায়াস্ত্রৈগুণ্যোত্থক্রিয়ায়াশ্চ) প্রবৃত্তিহেতু-ভূতায়াঃ শ্রদ্ধায়া(নির্গুণত্ব-গৌণত্বে) অপ্যাহ, (ভা: ১১।২৫।২৭) —

(১৬৪) "**সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।**
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াং তু নির্গুণা ॥"

অধর্মোঽপরধর্মঃ; অন্যৎ পূর্ববৎ ॥১৪১॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥১৩৭-১৪১॥

এইরূপে ভগবৎসম্বন্ধী ক্রিয়াকারকমাত্রেরই নির্গুণত্ব বলিয়া, সম্প্রতি (১৯) তাহার (সেই ক্রিয়ার ও ত্রৈগুণ্যোত্থ ক্রিয়ার) প্রবৃত্তির কারণরূপা শ্রদ্ধারও নির্গুণত্ব ও গৌণত্ব বলিতেছেন—

(১৬৪) "আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্মবিষয়ে শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্মবিষয়ে শ্রদ্ধা তামসী এবং আমার সেবাবিষয়ে শ্রদ্ধা নির্গুণা।"

"অধর্ম"— অপর (ভগবৎসম্বন্ধহীন) ধর্ম। অন্য সকলের অর্থ পূর্ববৎ ॥১৪১॥ ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥১৩৭-১৪১॥

অত আহ, (ভা: ৬।২।২৪) —

(১৬৫) "**ধর্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ম্**" ইতি;
"**শুদ্ধং** নির্গুণম্, ত্রৈবেদ্যং বেদত্রয়প্রতিপাদ্যং **গুণাশ্রয়ম্**" ইতি।

টীকা চ — বেদ-শব্দেনাত্র কর্মকাণ্ডমেবোচ্যতে, — (গী: ৯।২১) "এবং ত্রয়ীধর্মম্" ইত্যাদেঃ ॥ শ্রীশুকঃ ॥১৪২॥

(১৬৫) অতএব বলিয়াছেন — "অজামিল বিষ্ণুদূতগণের ভাগবত (ভগবৎ প্রকাশিত) শুদ্ধ (গুণাতীত) ধর্ম এবং যমদূতগণের ত্রৈবেদ্য গুণাশ্রয় ধর্ম শ্রবণ করিয়া" ইত্যাদি।

টীকা — "শুদ্ধ — নির্গুণ; 'ত্রৈবেদ্য' অর্থাৎ বেদত্রয়প্রতিপাদ্য গুণাশ্রয়" (এপর্যন্ত টীকা)।

এস্থলে — বেদশব্দে বেদের কর্মকাণ্ডকেই বুঝিতে হইবে। শ্রীগীতায়ও বলিয়াছেন — "ত্রয়ীধর্ম অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডোক্ত ধর্ম আশ্রয় করিয়া স্বর্গাদিকামী ব্যক্তিগণ সংসারে গমনাগমনদশাই লাভ করে।" ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি॥১৪২॥

অতএব ভক্তেঃ (২০) শ্রীভগবৎস্বরূপশক্তিত্ব-বোধকং স্বয়ংপ্রকাশত্বমাহ, (ভা: ৫।১৪।৪৫) —

(১৬৬) "**যজ্ঞায় ধর্মপতয়ে বিধিনৈপুণায় যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।**
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং, হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার॥"

য আর্ষভেয়ো ভরতো মরণসময়ে, তত্রাপি মৃগশরীরে; তদ্‌বচন-জন্মাত্যন্তাসম্ভবাৎ স্বপ্রকাশত্বমেব তস্যাঃ কীর্তনলক্ষণায়া ভক্তেঃ সিধ্যতি। এবং গজেন্দ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। শ্রীশুকঃ॥১৪৩॥

অতএব (২০) ভক্তি যে স্বপ্রকাশ বস্তু এবং এই স্বপ্রকাশত্ব হেতুই যে ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিরূপে বোধগম্য হন, ইহা বলিতেছেন —

(১৬৬) "যিনি মৃগদেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াও, উচ্চস্বরে — 'আমি যজ্ঞকে অর্থাৎ যজ্ঞস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে, ধর্মপতিকে অর্থাৎ যজ্ঞাদি ফলদাতাকে বিধিনৈপুণকে — বিধিতে নৈপুণ্য যাঁহার তাঁহাকে অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠাতাকে, যোগকে অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগমূর্তি শ্রীভগবান্‌কে, সাংখ্যশিরাকে অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানদায়ককে প্রকৃতীশ্বরকে অর্থাৎ মায়ার নিয়ন্তাকে, নারায়ণায় অর্থাৎ সর্বজীবনিয়ন্তাকে, এইরূপ কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও দেবতাকাণ্ড দ্বারা প্রতিপাদিত শ্রীহরিকে নমঃ বলিয়া যিনি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন।"

"যিনি" — ঋষভনন্দন যে ভরত মরণ সময়ে, মৃগশরীরেও (এরূপ স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়াছিলেন); বস্তুতঃ মৃগশরীরে মনুষ্যের ন্যায় এরূপ বাক্যের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া, তাদৃশ কীর্তনরূপা ভক্তি যে স্বপ্রকাশ বস্তু, ইহা সিদ্ধ হইতেছে (অর্থাৎ মৃত্যুকালে সকল ইন্দ্রিয়াদির বৈকল্য হেতু সাধারণতঃ মনুষ্যের পক্ষেই এরূপ উচ্চারণ সম্ভব হয় না, এমতাবস্থায় মৃগদেহে তাহা সঙ্গতই হইতে পারে না। অতএব তাদৃশ কীর্তনরূপা ভক্তি তাঁহার কণ্ঠে স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। আর, এই ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি বলিয়াই কারণান্তরের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইতে পারেন — ইহাও অর্থাধীন জ্ঞাতব্য)। শ্রীগজেন্দ্রের মধ্যেও এরূপভাবে ভক্তির স্বপ্রকাশত্ব জানিতে হইবে। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি॥১৪৩॥

(২১) পরমসুখরূপত্বঞ্চ দৃশ্যতে। তত্র — সাধনদশায়াম্ — (ভা: ১।২।২২) "**অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা**" ইত্যাদৌ, (ভা: ১।১৮।১২) "**কর্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে**" ইত্যাদৌ চ, তদ্রূপত্বা-ভিব্যক্তির্দর্শিতৈব। সিদ্ধদশায়াং তু — সুতরাং তৎ প্রকটীভবতি; যথা (ভা: ৯।৪।৬৭) —

(১৬৭) "**মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।**
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥"

অত্রান্যস্য কালবিপ্লুতত্বমিতি মৎসেবায়াস্তদভাবপ্রাপ্তের্নির্গুণত্বং সিদ্ধম্; — **অকালবিপ্লুত-সালোক্যাদিভ্যোঽতিশয়ে** তু কিমুতেতি। শ্রীবিষ্ণুর্দুর্বাসসম্॥১৪৪॥

(২১) ভক্তি যে পরমসুখস্বরূপ, তাহা দেখা যায়। সেস্থানে — সাধনদশায় এই কারণেই পণ্ডিতগণ অতি আনন্দসহকারে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের নিত্য মনঃশোধনী সেবা করিয়া থাকেন। ইত্যাদি ও "কর্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে" ইত্যাদিতেও ভক্তির সেইরূপ প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু সিদ্ধদশায় তাহা অত্যধিকরূপে প্রকাশিত হয়। যথা —

(১৬৭) আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত। আমার সেবার আনুষঙ্গিক ফলরূপে সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। এস্থলে অনিত্য স্বর্গাদির কথাই বা কি বলিব ?

এস্থানে অন্য সাধনের অনিত্যত্ব কিন্তু আমার সেবায় তাহার (সেই অনিত্যত্বের) অভাবহেতু ভক্তি যে নির্গুণ, তাহা সিদ্ধ হইল। ভক্তি ব্যতীত অন্য সাধন কালকবলিত। আমার সেবা কালকবলিত না হওয়ায় নির্গুণ বলিয়াই সিদ্ধ হয় — যাহা কালকবলিত নহে, সালোক্যাদি সেই সিদ্ধিসকল হইতে অধিক ভক্তিসাধন বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ? ইহা দুর্বাসার প্রতি শ্রীবিষ্ণুর উক্তি ॥১৪৪॥

(২২) শ্রীভগবদ্বিষয়করতিপ্রদত্বমুক্তম্ — (ভা: ৭।৭।৩৩) **"এবং নির্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে"** ইত্যাদিনা। যত্তু (ভা: ৫।৬।১৮) **"অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো, মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্"**। ইত্যুক্ত্যা ভক্ত্যাপি তদ্রতির্ন প্রাপ্যত ইতি শঙ্ক্যতে, তৎ খল্ববিবেকাদেব, — **কর্হিচিদিতি** ভক্তিযোগাখ্যতদ্রতি-পুরুষার্থতায়াং শৈথিল্যে সত্যেবেত্যর্থলাভাৎ, 'কর্হিচিদপি' ইত্যনুক্তত্বাৎ, "অসাকল্যে তু চিচ্চনৌ" ইত্যমরকোষাচ্চ; তথাপি যদি তু (সাধনভক্তেঃ) চিরমাবৃত্তিঃ স্যাত্তদৈব হি রতিমপি দদাতি; — (ভা: ৫।১৯।২৬) **"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্"** ইত্যাদেরিতি চ **কর্হিচিৎ**-পদেন গম্যতে।

(২৩) ভক্তবিষয়ক-ভগবৎপ্রীত্যেক-হেতুত্বমপ্যুদাহৃতম্ (ভা: ৭।৭।৫১) **"নালং দ্বিজত্বং দেবত্বম্"** ইত্যাদি। তথা চাহ (ভা: ৭।৯।৯) —

(১৬৮) **"মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ,-স্তেজঃপ্রভাব-বলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।**
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো, ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥"

অভিজনঃ সৎকুলজন্ম; **বুদ্ধির্জ্ঞানযোগঃ**; **যোগোঽষ্টাঙ্গঃ**। শ্রীপ্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহদেবম্ ॥১৪৫॥

(২২) ভক্তি যে ভগবদ্বিষয়ে রতি দান করে, ইহা — "এইরূপে কামাদিষড়্বর্গবিজয়ী পুরুষগণ ঈশ্বরবিষয়ে ভক্তির অনুষ্ঠান করেন — যাহাদ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে রতি লাভ হয়" এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় — "হে রাজন্ ! তাহা হইলেও ভগবান্ মুকুন্দ ভজনরত ব্যক্তিগণকে মুক্তি দান করেন, কদাচিৎ ভক্তিযোগ দান করেন না" এই উক্তি হেতু, ভক্তিদ্বারাও ভগবদ্রতি লাভ হয় না — এরূপ যে আশঙ্কা হয়, তাহা অবিবেকমূলকই বলিতে হইবে। কারণ — কর্হিচিৎ (কদাচিৎ) এই পদদ্বারা এই অর্থই বোধ হয় যে — ভক্তিযোগনামক ভগবদ্রতিই পুরুষার্থ — এবিষয়ে শৈথিল্য হইলেই উহা দান করেন না। কখনও দান করেন না — এরূপ অর্থ অভিপ্রেত হইলে — 'কর্হিচিৎ' না বলিয়া 'কর্হিচিদপি' (কদাচিৎও দান করেন না) — এরূপই বলিতেন। অমরকোষেও 'চিৎ ও চন' প্রত্যয় অসাকল্য অর্থেই উক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায়ও যদি সুদীর্ঘকাল বারম্বার সাধনভক্তির অনুশীলন করা হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ভক্তকে রতিও দান করেন — ইহা "প্রার্থনা করিলে তিনি মানবগণের প্রার্থিত বিষয় সত্যই দান করেন" এই উক্তি হইতেই জানা যায়। 'কর্হিচিৎ' (কদাচিৎ) পদদ্বারা ইহাও বোধগম্য হয়। ভক্তিই ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের প্রীতিসঞ্চারের একমাত্র কারণ — ইহাও — "হে অসুরবালকগণ ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব বা ঋষিত্ব কিংবা দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রতসমূহ শ্রীভগবানের প্রীতির কারণ হয় না; পরন্তু তিনি একমাত্র বিশুদ্ধ ভক্তিদ্বারাই সন্তুষ্ট হন" — এই উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। এরূপ আরও বলিয়াছেন —

(১৬৮) "আমরা মনে করি, ধন, আভিজাত্য, রূপ, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়ের পটুতা, কান্তি, প্রতাপ, শরীরের শক্তি, উদ্যম, প্রজ্ঞা ও অষ্টাঙ্গযোগ — এই সকল হইতে কোনটিই পরমপুরুষের আরাধনার কারণ নহে; পরন্তু শ্রীভগবান্ ভক্তিহেতুই গজেন্দ্রের প্রতি প্রীত হইয়াছিলেন।"

'অভিজন' – সৎকুলে জন্ম। 'বুদ্ধি' – জ্ঞানযোগ। 'যোগ' – অষ্টাঙ্গযোগ। ইহা শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি ॥১৪৫॥

ননু নিরতিশয়-নিত্যানন্দরূপস্য ভগবতঃ কথং তয়া সুখমুৎপদ্যেত, – নিরতিশয়ত্ব-নিত্যত্বয়োর্বিরোধাৎ ? উচ্যতে – শাস্ত্রে খলু নিরতিশয়ানন্দত্বং নিত্যানন্দত্বঞ্চ ভগবতঃ শ্রূয়তে, ভক্তেরপি তথা তৎপ্রীতিহেতুত্বং শ্রূয়তে; তত এবং গম্যতে, ('শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ' – শ্রীপ্রীতিসং ৬৪তম অনুঃ) – তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য স্বপরানন্দনী স্বরূপশক্তির্যা হ্লাদিনীনাম্নী বর্ততে, প্রকাশবস্তুনঃ স্ব-পর-প্রকাশন-শক্তিবত্তৎ-পরমবৃত্তিরূপৈবৈষা। তাঞ্চ ভগবান্ স্বভক্তবৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ততে; তৎসম্বন্ধেন চ স্বয়মতিতরাং প্রীণাতীতি। অতএব তস্য প্রীতিরূপস্যাপি ভক্তি-প্রীণনীয়ত্বমাহ, (ভা: ৫।১৫।১৩) –

(১৬৯) **"যৎপ্রীণনাদ্বর্হিষি দেব-তির্য্যঙ্, মনুষ্য-বীরুত্তৃণমাবিরিঞ্চাৎ।**
প্রীয়েত সদ্যঃ স হ বিশ্বজীবঃ, প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্গয়স্য ॥"

বিশ্বজীবঃ সর্বজীবনহেতুঃ। দেবাদীনাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। স্বয়ং **প্রীতিঃ** সুখরূপোঽপি। শ্রীশুকঃ ॥১৪৬॥

আশঙ্কা – শ্রীভগবান্ আনন্দস্বরূপ এবং সে আনন্দও নিরতিশয় অর্থাৎ তদপেক্ষা অধিক আনন্দ আর হইতে পারে না। আর, সেই আনন্দই নিত্য অর্থাৎ উহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। এরূপ অবস্থায় – ভক্তিদ্বারা তাঁহার সুখ উৎপন্ন হয় কিরূপে ? তাহা হইলে যে, সে সুখের নিরতিশয়ত্ব ও নিত্যত্বের বিরোধ ঘটে। ইহার উত্তর – শাস্ত্রে শ্রীভগবানের নিরতিশয়ানন্দরূপত্ব এবং নিত্যত্ব শোনা যায়। আবার, ভক্তি যে তাঁহার প্রীতির কারণ, ইহাও শোনা যাইতেছে। অতএব ইহাই সিদ্ধান্তরূপে বোধগম্য হয় যে – দীপপ্রভৃতি প্রকাশবস্তুর মধ্যে যেরূপ নিজ ও অপরকে প্রকাশিত করিবার যোগ্যা শক্তি বিদ্যমান থাকে, পরমানন্দৈকস্বরূপ শ্রীভগবানের মধ্যেও সেইরূপ নিজ ও অপরকে আনন্দিত করিবার যোগ্যতাসম্পন্না হ্লাদিনীনাম্নী যে স্বরূপশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, এই ভক্তি সেই স্বরূপশক্তিরই উৎকৃষ্ট বৃত্তিস্বরূপা। শ্রীভগবান্ হ্লাদিনীর ভক্তিরূপা সেই বৃত্তিটিকে চিরকালই নিজ ভক্তগণের মধ্যে নিত্য নিক্ষেপপূর্বক অবস্থান করিতেছেন। আর হ্লাদিনীর সম্বন্ধহেতু স্বয়ংও অতিশয় প্রীতিবোধ করিতেছেন। অতএব তিনি স্বয়ং প্রীতিস্বরূপ হইলেও ভক্তিদ্বারাও যে প্রীত হইবার যোগ্য, ইহা উক্ত হইয়াছে –

(১৬৯) "যাঁহার প্রীতিসম্পাদন করিলে ব্রহ্মাপর্যন্ত যাবতীয় দেবতা, তির্যক্প্রাণী, মনুষ্য, লতা ও তৃণসমূহ সদ্যঃ প্রীত হয়, সেই বিশ্বজীব প্রীতির মূর্তি হইয়াও স্বয়ং গয়ের যজ্ঞে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।"

'বিশ্বজীব' – সকলের জীবনের হেতু। এস্থলে – 'দেবতির্যঙ্-মনুষ্য-বীরুত্তৃণম্' এই পদে দ্বন্দ্বসমাসে একত্ব হইয়াছে। (তিনি) 'প্রীতি' অর্থাৎ স্বয়ং সুখস্বরূপ হইয়াও (প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন)। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥১৪৬॥

অতএব তথাভূতত্বেনাত্মারামস্য পূর্ণকামস্যাপি তস্য ক্ষুদ্রগুণ-বস্ত্বপি পরিতোষায় কল্পত ইতি দৃষ্টান্তেনাহ, (ভা: ১।১১।৪, ৫) –

(১৭০) **"তত্রোপনীতবলয়ো রবের্দীপমিবাদৃতাঃ।**
আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা ॥"

(১৭১) **"প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্গদয়া গিরা।**
পিতরং সর্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ ॥"

তত্র শ্রীদ্বারকায়াম্; **রবে**রুপহাররূপং **দীপ**মাদৃতবন্তো জনা ইবেত্যর্থঃ। এবং স্তুত্যাদিকমপি তৎপ্রীণনতা-মর্হতীত্যাহ, – **প্রীত্যে**তি; **পিতরমর্ভকা** ইবেতি দৃষ্টান্তঃ। তস্য প্রীতাবসাধারণং

গুণবিশেষমপ্যাহ, — **সর্বসুহৃদ**মিতি; সর্বসুহৃত্ত্বে লিঙ্গম্-**অবিতার**মিতি; তথাত্মারাম-পূর্ণকামত্বেঽপি তাদৃশস্য (রাজ্ঞঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) স্ব-সম্বন্ধাভিমানি-প্রীতিমৎ-পুত্রাদিষু প্রীতিবিশেষোদয়ো যথা দৃশ্যতে, তথা তেষু তং প্রীতিমন্তমিত্যর্থঃ। এবং কল্পতরুদৃষ্টান্তেঽপি ভগবতো ভক্তবিষয়িকা কৃপা যথার্থমেবোপপদ্যতে, — যে খলু সহজ-তৎপ্রীতিমেবাত্মনি প্রার্থয়মানা ভজন্তে, তেভ্যস্তদ্দান-যাথার্থ্যস্যাবশ্যকত্বাৎ। তস্মাদস্ত্যেবানন্দরূপস্যাপি ভক্ত্যাবানন্দোল্লাস ইতি ॥ শ্রীসূতঃ ॥**১৪৭**॥

অতএব, শ্রীভগবান্ পূর্বোক্তরূপে আত্মারাম এবং পূর্ণকাম হইলেও, তাঁহার ক্ষুদ্র গুণ বা ক্ষুদ্র বস্তুও যে তাঁহার পরিতোষের যোগ্য হয় — ইহাই দৃষ্টান্তসহ বলিতেছেন —

(১৭০) "সেস্থানে প্রজাগণ সূর্যকে প্রদীপদানের ন্যায়, আদরসহকারে (শ্রীকৃষ্ণের জন্য) নানারূপ উপহার আনয়ন করিয়াছিলেন এবং বালকগণ যেরূপ পিতাকে সম্ভাষণ করে তদ্রূপ প্রীতিপ্রফুল্লমুখে হর্ষগদ্গদ ভাষায় আত্মারাম, নিজলাভে সর্বদা পূর্ণকাম, সকলের সুহৃদ্ ও রক্ষক (শ্রীকৃষ্ণকে) এরূপ বলিতে লাগিলেন।"

(১৭১) 'সেস্থানে' — শ্রীদ্বারকানগরীতে; জনগণ যেরূপ সূর্যের উপহাররূপে প্রদীপকে আদর করিলেন, তদ্রূপ; এইরূপ, স্তুতিপ্রভৃতিও তাঁহার প্রীতিউৎপাদনের যোগ্য হয় — ইহাই 'প্রীতিপ্রফুল্লমুখে' এই পদদ্বারা উক্ত হইয়াছে। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন — বালকগণ যেরূপ পিতাকে সম্ভাষণ করে তদ্রূপ। তাঁহার প্রীতিবিষয়ে অসাধারণ গুণবিশেষও বলিতেছেন — (যেহেতু তিনি) 'সকলের সুহৃদ্'। সর্বসুহৃদ্ভাবের লক্ষণ — তিনি সকলের রক্ষক। এইরূপ তিনি আত্মারাম এবং পূর্ণকাম হইলেও (রাজা শ্রীকৃষ্ণের) নিজসম্বন্ধাভিমানী প্রীতিমান্ পুত্রাদির প্রতি পিতার যেরূপ প্রীতিবিশেষের উদয় লক্ষিত হয়, সেইরূপ প্রজাগণের প্রতিও প্রীতিযুক্ত তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে প্রজাগণ এরূপ বলিতে লাগিলেন)। এইরূপে কল্পতরু প্রার্থিত হইলে যেরূপ প্রার্থনাকারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে, সেইরূপ ভক্তগণের বিষয়ে শ্রীভগবানের কৃপাও যথার্থরূপেই সঙ্গত হয়। কারণ, যাঁহারা ভগবদ্বিষয়িণী সহজ প্রীতি কামনা করিয়াই ভজন করেন, তাঁহাদের প্রতি যথার্থতঃ তাদৃশ প্রীতিদান আবশ্যক। অতএব শ্রীভগবান্ আনন্দস্বরূপ হইলেও ভক্তিতে তাঁহার আনন্দের উল্লাস হইয়া থাকে। ইহা শ্রীসূতের উক্তি ॥১৪৭॥

এবং ভক্তিরূপায়াস্তচ্ছক্তের্জীবেঽভিব্যক্তৌ ভগবানেব কারণম্; তত্তদিন্দ্রিয়াদিপ্রবৃত্তৌ চ স এবেতি তস্মিংস্তয়া জীবস্যোপকারকাভাসত্বমেব। তথাপি ভক্তানুরজ্যদাত্মত্বে ভগবতঃ স্বকৃপাপ্রাবল্যমেব কারণমিতি বদন্ পূর্বার্থমেব সাধয়তি, (ভা: ১২।৮।৪০) —

(১৭২) "**কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ, সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্মনইন্দ্রিয়াণি।**
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজ-শর্বয়োশ্চ, স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ ॥"

হে **বিভো! তব কিমহং বর্ণয়ে**? — ত্বৎকৃপালুতায়াঃ কিয়ন্তমংশং বর্ণয়েয়মিত্যর্থঃ। যতো **যেন** ত্বয়ৈব **উদীরিতঃ** প্রেরিতো**ঽসুঃ** প্রাণঃ **সংস্পন্দতে** প্রবর্ততে, **তমসুমনু** চ বাগাদয়ঃ স্পন্দন্তে। তত্র হেতুঃ — **'বৈ'** অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং (বৃ: ৪।৪।১৮) "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদি-শ্রুতিভিশ্চ তৎ প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। ন কেবলং প্রাকৃতানাং **তনুভৃতাম্**, কিন্ত্বজ-**শর্বয়োশ্চাতঃ স্বস্য** মমাপি তথৈব। এবং যদ্যপি ন কুচিদপি কস্যাপি স্বাতন্ত্র্যম্, তথাপি দারুযন্ত্রবত্ত্বৎ-প্রবর্তিতৈরপি রাগাদিভির্ভজতাং পুংসাং ভাবেন স্ব-দত্তয়ৈব (প্রেম) ভক্ত্যা **বন্ধুঃ** স্নিগ্ধোঽসীতি ॥ মার্কণ্ডেয়ঃ শ্রীনর-নারায়ণৌ ॥**১৪৮**॥

এইরূপ জীবের মধ্যে ভক্তিরূপা ভগবচ্ছক্তির প্রকাশ বিষয়ে শ্রীভগবান্ই কারণ হন। আর, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবৃত্তিবিষয়েও তিনিই কারণ বলিয়া, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিদ্বারা জীব উপকারকের আভাসই হয় (অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি জীব যে ভক্তির অনুষ্ঠান করে, তদ্দ্বারা সে শ্রীভগবানের বস্তুতঃ কোন উপকার করে

না; পরন্তু যাহা করে তাহা কেবল উপকারের আভাসমাত্র। তাৎপর্য – যে কোন প্রাণী হইতে দেবতাপর্যন্ত কাহারও সম্বন্ধে অনুকূলভাবে যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে তাহাদ্বারা তাহাদের যে কোনরূপ উপকার করা হয়; পরন্তু শ্রীভগবানের প্রতি আচরিত ভক্তিদ্বারা তাহার কোন উপকারই করা হয় না। অতএব এরূপ স্থলে জীব উপকারক নহে; পরন্তু উপকারকের আভাসরূপেই গণনীয়)। তথাপি অর্থাৎ উক্ত জীব কোন উপকার না করিলেও, তাহার প্রতি শ্রীভগবানের চিত্ত যে অনুরক্ত হয়, এবিষয়ে শ্রীভগবানের কৃপার প্রাবল্যই একমাত্র কারণ – ইহা বর্ণন করিয়া পূর্বোক্ত বিষয়েরই সমর্থন করিতেছেন –

"হে বিভো ! আপনার কৃপালুতাসম্বন্ধে কি বা বর্ণনা করিব ! আপনাকর্তৃক প্রেরণাপ্রাপ্ত হইয়া অসু অর্থাৎ প্রাণ নিজের কার্যে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহারই পশ্চাৎ জীবগণের – এমন কি ব্রহ্মা ও শঙ্করের এবং আমার নিজেরও বাক্, মনঃ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব-স্ব কার্যে প্রবর্তমান রহিয়াছে। তথাপি আপনি ভজনকারিগণের ভাববন্ধু হন।"

হে বিভো ! আমি আপনার সম্বন্ধে কি বর্ণনা করিব ! অর্থাৎ আপনার কৃপালুতার কিয়দংশই বর্ণনা করিব ! বা যেহেতু – যে-আপনাকর্তৃকই 'উদীরিত' অর্থাৎ প্রেরিত হইয়া, 'অসু' অর্থাৎ প্রাণ 'সংস্পন্দিত' অর্থাৎ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। আর, 'তাহার' অর্থাৎ সেই প্রাণেরই পশ্চাৎ বাক্প্রভৃতি স্পন্দিত হইতেছে। এবিষয়ে হেতুসূচকরূপে শ্লোকে 'বৈ' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। 'বৈ' – অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা "তিনি শ্রোত্রেরও শ্রোত্রস্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। কেবলমাত্র প্রাকৃত দেহিগণেরই নহে, পরন্তু ব্রহ্মা এবং শঙ্করেরও, অতএব আমার নিজেরও (অর্থাৎ মার্কণ্ডেয়েরও) বাগাদি ইন্দ্রিয়বর্গ আপনার প্রেরণায়ই স্ব-স্ব-কার্যে প্রবর্তমান রহিয়াছে। এইরূপে যদিও কোন কার্যেই কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, তথাপি কাষ্ঠময় যন্ত্রের ন্যায় আপনাকর্তৃকই পরিচালিত বাগাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যেসকল পুরুষ আপনার ভজন করেন, আপনি তাঁহাদের 'ভাববন্ধু' – 'ভাব' অর্থাৎ স্বয়ং আপনাকর্তৃকই প্রদত্তা যে প্রেমভক্তি, সেই প্রেমভক্তিহেতুই 'বন্ধু' অর্থাৎ স্নিগ্ধ হন। ইহা শ্রীনর-নারায়ণের প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ের উক্তি ॥১৪৮॥

(২৪) ভগবদনুভব-কর্তৃত্বেঽনন্যহেতুত্বমাহ, (১।৮।৩৬) –

(১৭৩) "**শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ, স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।**
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং, ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥"

স্পষ্টম্। শ্রীকুন্তী শ্রীভগবন্তম্ ॥১৪৯॥

(২৪) শ্রীভগবদনুভব বিষয়েও অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে অনুভব করিতে হইলেও, তদ্‌বিষয়ে ভক্তিই যে একমাত্র কারণ, তাহা বলিতেছেন –

(১৭৩) "হে ভগবন্ ! যেসকল ব্যক্তি নিরন্তর আপনার চরিত শ্রবণ, কীর্তন, উচ্চারণ, স্মরণ ও অভিনন্দন (অন্যকর্তৃক কীর্তিত তদ্‌গুণশ্রবণে আনন্দানুভব) করেন, তাঁহারাই সত্বর সংসারপ্রবাহের নিবারক ভবদীয় পাদপদ্ম দর্শন করিতে পারেন।" ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীকুন্তীর উক্তি ॥১৪৯॥

(২৫) শ্রীভগবৎপ্রাপকত্বমাহ, (ভা: ১১।১৮।৪৫) –

(১৭৪) "**ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্বলোক-মহেশ্বরম্।**
সর্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্মকারণং মোপযাতি সঃ ॥"

টীকা চ – "মহেশ্বরত্বে হেতুঃ, – **সর্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং** সর্বস্যোৎপত্ত্যপ্যয়ৌ যস্মাৎ, অতএব তৎকারণং **মা** মাং ব্রহ্মস্বরূপং বৈকুণ্ঠনিবাসিনম্; যদ্বা, **ব্রহ্মণো** বেদস্য **কারণং মামুপযাতি** – সামীপ্যেন প্রাপ্নোতি" ইত্যেষা। শ্রীগীতাসু (৮।২২) – পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া" ইতি শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥১৫০॥

(২৫) ভক্তিই যে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করায়, তাহা বলিতেছেন — "হে উদ্ধব! সেই ভজনকারী ব্যক্তি অচ্যুতা ভক্তিদ্বারা সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের উৎপত্তি ও প্রলয় যাহা হইতে হয়, সেই কারণস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে নিকটে প্রাপ্ত হন।"

টীকা — "মহেশ্বরত্বে কারণ — (যেহেতু) তাঁহা হইতে সকলের উৎপত্তি ও প্রলয় সংঘটিত হয়; অতএব, 'কারণ' অর্থাৎ সকলের কারণরূপী, ব্রহ্মস্বরূপ, বৈকুণ্ঠনিবাসী আমাকে; অথবা 'ব্রহ্মকারণম্' এরূপ একপদ হইলে অর্থ এরূপ — ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের কারণস্বরূপ আমাকে নিকটে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ আমার সামীপ্য লাভ করেন।" (এপর্যন্ত টীকা)।

শ্রীগীতায়ও বলিয়াছেন — "হে পার্থ! সেই পরমপুরুষ একনিষ্ঠ ভক্তিদ্বারাই লভ্য হন।" ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥১৫০॥

তথা (২৬) মনসোঽপ্যগোচর-ফল-দানে শ্রীধ্রুবচরিতং প্রমাণম্, — পরমভক্তি-সম্বলিত-স্বলোক-দানাৎ।

(২৭) তদ্বশীকারিত্বং তূদাহৃতম্ — (ভা: ১১।১৪।২০) **"ন সাধয়তি মাং যোগঃ"** ইত্যাদৌ। তথা তৎপদ্যান্তে (ভা: ১১।১৪।২১) —

(১৭৫) **"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্"** ইতি;

অত্রৈবং বিবেচনীয়ম্। — যদ্যপ্যস্য বাক্যস্যৈকাদশ-চতুর্দশাধ্যায়-প্রকরণে সাধ্য-সাধন-ভক্ত্যোরবি-বিক্তত্যৈব মহিম-নিরূপণমিতি সাধনভক্তিপরত্বং দুর্নির্ণেয়ম্, তথাপি ফল(সাধ্য)ভক্তি-মহিমদ্বারাপি সাধন(ভক্তি)মহিম-পরত্বমেব যত্রেদৃশমপি ফলং ভবতীতি (ভা: ১১।১৪।১) **"বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি"** ইত্যাদি-প্রশ্নমারভ্য সাধনস্যৈবোপক্রান্তত্বাৎ, (ভা: ১১।১৪।২৬) **"যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ, মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ"** ইত্যাদিনা তস্যৈবোপসংহৃতত্বাচ্চ। বিশেষতস্তু তত্র (ভা: ১১।১৪।১৮) **"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ** ইত্যাদিকম্, (ভা: ১১।১৪।২২) **"ধর্মঃ সত্যদয়োপেতঃ"** ইত্যাদ্যন্তং তদীয়মধ্য-প্রকরণং প্রায়ঃ সাধনভক্তিমহিম-পরমেব। তত্র **"বাধ্যমানোঽপি"** ইতি পদ্যম্, — সাধ্যপ্রেমভক্তৌ জাতায়াং বাধ্যমানত্বাযোগাৎ, (ভা: ১০।৮৭।৩৫) **"দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে, ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্"** ইত্যুক্তেঃ,

"বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণী-দিগ্গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥"

ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরাচ্চ, — তন্মহিম(সাধনভক্তি) পরত্বেন গম্যতে। অত্রৈব তাবদ্বক্ষ্যতে, (ভা: ১১।১৪।২৩) —

"কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥"

ইত্যনেন, (ভা: ১১।১৪।২৪) **"মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি"** ইতি কৈমুত্যবাক্যেন চ সাধ্যপ্রেমভক্তেঃ সংস্কারহারিত্বম্, ততো বিষয়ৈর্নৈব বাধ্যমানো ভবতীতি। অথ (ভা: ১১।১৪।১৯) **"যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ"** ইতি পদ্যং নামাভাসাদেঃ সর্বপাপক্ষয়কারিত্ব-প্রসিদ্ধেস্তৎসাধনপরম্। অথ (ভা: ১১।১৪।২০, ২১) **"ন সাধয়তি মাং যোগঃ"** ইত্যেতৎ সার্দ্ধপদ্যং "ন সাধয়তি" ইত্যাদি "প্রিয়ঃ সতাম্" ইত্যন্তং যোগাদীনাং সাধনরূপাণাং প্রতিযোগিত্বেন নির্দিষ্টত্বাচ্ছ্রদ্ধা-সহায়ত্বেন বিধানাচ্চ তৎ(সাধনভক্তি) পরম্। সাধ্যায়াং শ্রদ্ধোল্লেখস্তু পুনরুক্ত ইতি। যদ্যপি ফল(সাধ্য)ভক্তিদ্বারৈব

তদ্‌বশীকারিত্বং তস্যাস্তথাপ্যত্র সাধন(ভক্তি)রূপায়া মুখ্যত্বেন প্রাপ্তত্বাত্তত্রৈবোদাহৃতম্। কিং বা, (ভা: ৫।৬।১৮) **"অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো, মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্"** ইতি ন্যায়েন, নাবশঃ (নাবশীভূতঃ) সন্ প্রেমাণং দদাতীতি তস্যা এব সাক্ষাত্তদ্‌গুণকত্বং জ্ঞেয়ম্। অথ (ভা: ১১।১৪।২২) **"ধর্মঃ সত্যদয়োপেতঃ"** ইতি পদ্যঞ্চ ধর্মাদি-সাধন-প্রতিযোগিত্বেন নির্দ্দেশাৎ সাধনভক্তেরেবান্যত্রাপি তৎফলতয়োদাহৃতত্বাচ্চ তৎ(সাধনভক্তি)পরম্। যত্তু **"কথং বিনা"** ইত্যাদিকম্, তচ্চ সাধন-ভক্তি-ফলস্য শোধকত্বাতিশয়-প্রতিপাদনেন তৎ(সাধনভক্তি)পরমিতি। তস্মাৎ সাধ্বেব (ভা: ১১।১৪।১৮) **"বাধ্যমানোঽপি"** ইত্যাদি-পদ্যানি তত্তৎ (সাধনভক্তি) প্রসঙ্গে দর্শিতানি। শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥**১৫১**॥

(২৬) এইরূপ, ভক্তি যে মনেরও অগোচর ফল দান করেন, এবিষয়ে শ্রীধ্রুবচরিতই প্রমাণ। কারণ, সাধনভক্তিই তাঁহাকে পরমভক্তিসমৃদ্ধ ধ্রুবলোক দান করিয়াছিল।

(২৭) ভক্তি যে শ্রীভগবান্‌কেও বশীভূত করে, ইহা — "হে উদ্ধব! আমার প্রতি অনুষ্ঠিতা প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা বা দান সেরূপ করিতে পারে না" — এই শ্লোকেই উদাহৃত হইয়াছে।

(১৭৫) ইহার পরবর্তী শ্লোকেও বলিয়াছেন — "সাধুগণের আত্মা ও প্রিয় আমি শ্রদ্ধামূলক একনিষ্ঠ ভক্তিদ্বারাই লভ্য হই।"

এস্থলে এরূপ বিচার করিতে হইবে —

একাদশস্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের মাহাত্ম্যবর্ণন প্রকরণে সাধ্য ও সাধনভক্তির মহিমা মিশ্রিতরূপেই উক্ত হইয়াছে বলিয়া "সাধুগণের আত্মা ও প্রিয় আমি শ্রদ্ধামূলক একনিষ্ঠ ভক্তিদ্বারাই লভ্য হই" — এই উক্তিটি যে সাধনভক্তিরই মাহাত্ম্যপ্রকাশক, (সাধ্যভক্তির নহে) — ইহা নির্ধারণ করা দুষ্কর হইলেও, সাধারণতঃ যে বাক্যে সাধনভক্তির ফলস্বরূপ সাধ্যভক্তির মহিমা বর্ণিত হয়, যেস্থলেও — 'অহো! যে সাধনভক্তিতে এরূপ ফলও হয় অর্থাৎ ঈদৃশ মাহাত্ম্যযুক্তা সাধ্যভক্তির উদয় হয় — এইরূপ বিচারদ্বারা বস্তুতঃ ঐ সাধ্যভক্তির মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বাক্যও সাধনভক্তির মাহাত্ম্যজ্ঞাপনেই পর্যবসিত হয়। আর, ঐ স্থলে "হে শ্রীকৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদিগণ বহুপ্রকার শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া থাকেন" ইত্যাদি প্রশ্ন হইতে সাধনভক্তিরই উপক্রম করা হইয়াছে এবং "আমার পুণ্যচরিত শ্রবণ ও কীর্তনদ্বারা চিত্ত যে যে ভাবে পরিশোধিত হয়" ইত্যাদি বাক্যদ্বারাও সেই সাধনভক্তিরই উপসংহার করা হইয়াছে। বিশেষতঃ "আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত বিষয়সমূহদ্বারা আকৃষ্ট হইলেও, ভক্তির দৃঢ়তাবশতঃ প্রায়ই বিষয়দ্বারা অভিভূত হয় না" এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া, "সত্য ও দয়ার সহিত যুক্ত ধর্ম কিংবা তপস্যাযুক্তা বিদ্যা মদ্ভক্তিবিহীন চিত্তকে সম্যগ্‌ভাবে পবিত্র করিতে পারে না" এপর্যন্ত মধ্যপ্রকরণটি প্রায়শঃ সাধনভক্তিরই মহিমাপ্রতিপাদক। আর, তন্মধ্যে "আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত বিষয়সমূহদ্বারা আকৃষ্ট হইলেও" এই শ্লোকটি সাধনভক্তির মাহাত্ম্যপ্রতিপাদকরূপেই অবশ্য জানা যায়। কারণ, সাধ্যপ্রেমভক্তি উৎপন্ন হইলে ভক্তের পক্ষে বিষয়দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া অযৌক্তিক।

"হে ভগবন্! যাঁহারা নিত্যসুখ আত্মস্বরূপ আপনাতে একবারও চিত্ত সমর্পণ করেন, তাঁহারা পুনরায় পুরুষের সারহরণকারী গৃহের সেবা করেন না" এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি এবং "বিষয়াবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের বিষ্ণুর প্রতি চিত্তের আবেশ সুদূরপরাহত। পূর্বদিকে গমন করিয়া কি পশ্চিমদিক্‌স্থিত বস্তুকে লাভ করা যায়?" এই শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরের উক্তি হইতেই সাধনভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণের বিষয়বাধা বা বিষয়সম্পর্ক অসম্ভব প্রমাণিত হয়। বিশেষতঃ এই প্রকরণেই — "রোমাঞ্চ, চিত্তের দ্রবত্ব এবং আনন্দাশ্রুকলার সঞ্চার ব্যতীত কিরূপে ভক্তির

উদয় হইবে, আর ভক্তি ব্যতীত কিরূপেই বা বাসনার শুদ্ধি হইবে ?" এই উক্তিদ্বারা এবং "আমার প্রতি ভক্তিমান্ ব্যক্তি সমগ্র ভুবনকেই পবিত্র করে (সুতরাং তাঁহার ভক্তি যে ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির চিত্তকে পবিত্র করে, এবিষয়ে আর বক্তব্য কি ?)" এই কৈমুত্য ন্যায়যুক্ত বাক্যদ্বারা সাধ্যপ্রেমভক্তি যে সংস্কার অর্থাৎ বাসনাপর্য্যন্ত হরণ করে— ইহা বলা হইবে। অতএব, সাধ্যপ্রেমভক্তিদ্বারা বিষয়সমূহই বাধিত হয় (পরন্তু বিষয়সমূহ কোনরূপেই সাধ্যপ্রেমভক্তিনিষ্ঠ পুরুষের বাধা উৎপাদন করিতে পারে না)। এইরূপ— "হে উদ্ধব ! প্রদীপ্তশিখাবিশিষ্ট অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মদ্‌বিষয়িণী ভক্তি পাপসমূহকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে" এই শ্লোকটিও সাধনভক্তিরই মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। যেহেতু নামাভাস-প্রভৃতিরও সর্বপাপনাশকত্ব প্রসিদ্ধ রহিয়াছে (অতএব নামশ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ সাধনভক্তি যে, সর্বপাপ বিনষ্ট করিবে, ইহাতে সংশয় নাই)। অনন্তর— "হে উদ্ধব ! আমার প্রতি অনুষ্ঠিতা প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা বা দান সেরূপ করিতে পারে না। সাধুগণের আত্মা ও প্রিয় আমি শ্রদ্ধামূলক একনিষ্ঠ ভক্তিদ্বারাই লভ্য হই" এই সার্ধশ্লোকও সাধনভক্তিরই মাহাত্ম্য প্রতিপাদক হয়। কারণ, যোগপ্রভৃতি সাধনসমূহের প্রতিযোগিরূপে ইহার নির্দেশ হওয়ায় ইহা যে, সাধনজাতীয় ভক্তি— ইহা বোধগম্য হয়। বিশেষতঃ শ্রদ্ধাসহ ইহার বিধান হওয়ায় ইহাকে সাধনভক্তি বলিয়াই জানা যায়। সাধ্যভক্তিতে শ্রদ্ধার উল্লেখ হইলে পুনরুক্তিদোষই ঘটে। যদিও সাধ্যভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করা যায়, তথাপি এস্থলে মুখ্যরূপে সাধনভক্তিরই প্রাপ্তিহেতু সাধনভক্তিবিষয়েই এই উদাহরণ জ্ঞাতব্য। অথবা, "তাহা হউক, তথাপি ভগবান্ মুকুন্দ ভজনকারিগণকে মুক্তিই দান করেন, কদাচিৎ ভক্তিযোগ দান করেন না" এই ন্যায়ানুসারে ভক্তিদ্বারা বশীভূত না হইয়া প্রেম (সাধ্যভক্তি) দান করেন না বলিয়া শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করা সাক্ষাদ্ভাবেই সাধনভক্তির গুণ বলিয়া জানিতে হইবে।

"সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম কিংবা তপস্যাযুক্তা বিদ্যা মদ্ভক্তিহীন চিত্তকে সম্যগ্‌ভাবে পবিত্র করে না" এই শ্লোকে ধর্মাদি সাধনের প্রতিযোগিরূপে ভক্তির নির্দেশহেতু এবং অন্যত্রও ধর্মাদির ফলরূপেই সাধনভক্তির উল্লেখহেতু এই শ্লোকটিও সাধনভক্তিরই মাহাত্ম্যজ্ঞাপক।

"রোমাঞ্চ, চিত্তের দ্রবত্ব এবং আনন্দাশ্রুকলার সঞ্চার ব্যতীত কিরূপে ভক্তির উদয় হইবে এবং ভক্তি ব্যতীতই বা কিরূপে বাসনার শুদ্ধি হইবে ?" এই শ্লোকে যদিও সাধ্যভক্তিরই চিত্তশোধকত্ব সূচিত হইয়াছে, তথাপি সাধনভক্তির ফলস্বরূপ সাধ্যভক্তিই যে এরূপভাবে চিত্তের অতিশয় শোধন করে, ইহা প্রতিপাদিত হওয়ায় এই শ্লোক সাধনভক্তিরই মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। অতএব "আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত বিষয়সমূহ দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও" ইত্যাদি শ্লোক যে সাধনভক্তির প্রসঙ্গে দর্শিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হয়। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥১৫১॥

তত্রাস্তু তাবত্তস্যাঃ সাক্ষাদ্ভক্তেঃ পরধর্মত্বাদিকম্, ভগবদর্পণসিদ্ধ-তদনুগতিকস্য লৌকিক-কর্মণোঽপি পরধর্মত্বমুদাহরিষ্যতে— (ভা: ১১।২৯।২১) **"যো যো ময়ি পরে ধর্মঃ"** ইত্যাদৌ।

তথা পাপঘ্নত্বাদিকং তস্যাঃ শ্রবণাদিনাপি ভবতীত্যপ্যুক্তম্— (ভা: ১১।২।১২) **"শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাতঃ"** ইত্যাদৌ; পাদ্মে মাঘ-মাহাত্ম্যে দেবদূত-বাক্যঞ্চ, —

"প্রাহাস্মান্ যমুনা-ভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ। ভবদ্ভির্বৈষ্ণবস্ত্যাজ্যো বিষ্ণুশ্চেদ্ভজতে নরঃ ॥

বৈষ্ণবো যদ্‌গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ। তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গ-হতকিল্বিষাঃ ॥" ইতি;

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে, —

"হরিভক্তিপরাণাং তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাশ্রিতঃ। মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥" ইতি।

ততঃ সুতরামেবেদমাদিদেশ, (ভা: ৬।৩।২৯) –

(১৭৬) **"জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং, চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।**
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি, তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥"

আস্তাং তাবৎ (ভা: ৬।৩।২৮) **"তানানয়ধ্বম্"** ইত্যাদিকৈনৈতৎপূর্ব-দ্বিতীয়পদ্যেনোক্তানাং মুকুন্দ-পাদারবিন্দ-মকরন্দরস-বিমুখানামানয়ন-বার্তা, তথা (ভা: ৬।৩।২৭) **"তে দেবসিদ্ধ"** ইত্যাদি-কৈনৈতৎপূর্ব-তৃতীয়পদ্যেনোক্তানাং দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথানাং সাধূনাং সমদৃশাং ভগবৎপ্রপন্নানাং নিকটগমন-নিষেধ-বার্তাপি, যদ্যস্য জিহ্বাপি শ্রীভগবতো গুণঞ্চ নামধেয়ঞ্চ বা **একদা** জন্মমধ্যে যদা কদাপি **ন বক্তি**, জিহ্বায়া অভাবে **চেতশ্চ তচ্চরণারবিন্দমেকদাপি ন স্মরতি**, চেতসো বিক্ষিপ্তত্বে **শিরশ্চ কৃষ্ণায়** কৃষ্ণং লক্ষীকৃত্য **নো নমতি** –

"শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্বতঃ শার্ঙ্গধন্বিনে। শতজন্মার্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥"

ইতি স্কান্দোক্ত-মহিমানং নমস্কারং ন করোতি, **তানানয়ধ্বম্**। তত্র হেতুঃ, – **অসতঃ**; অসত্ত্বে হেতুঃ, – **অকৃত-বিষ্ণুকৃত্যান্**। যথা চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ –

"স কর্তা সর্বধর্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব। স কর্তা সর্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥
পাপং ভবতি ধর্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে। নিঃশেষধর্মকর্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে॥" ইতি;

পাদ্মে চ, –

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥" ইতি। যুক্তঞ্চৈতৎ, – (ভা: ৭।১১।১১) **"শ্রবণং কীর্তনঞ্চাস্য"** ইত্যাদিনা, (ভা: ১১।৫।২-৩) **"মুখবাহূ-রুপাদেভ্যঃ"** ইত্যাদিনা, (ভা: ১১।১৮।৪৩) **"সর্বেষাং মদুপাসনম্"** ইত্যাদিনা, (পাদ্মে বৃহৎসহস্রনাম-স্তোত্রে) "সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুঃ" ইত্যাদিনা চ ভক্তিধর্মস্য পরমনিত্যত্বাদিপ্রতিপাদনাৎ। এষাং কীর্তনাদীনাং (শ্রবণমূলককীর্তন-স্মরণ-বন্দনাখ্যভক্ত্যঙ্গানাং) ত্রয়াণামপি সুকরাণামভাবে পরেষাং সুতরামেবাভাবো ভবেদিতি সামান্যেনৈব বিষ্ণুকৃত্য-রহিতত্বমুক্তম্। জিহ্বাদীনাং করণভূতানামপি কর্তৃত্বেন নির্দেশঃ পুরুষানিচ্ছয়াপি যথাকথঞ্চিৎ কীর্তনাদিকমাদত্তে। **চরণারবিন্দমিতি** বিশেষাঙ্গ-নির্দেশঃ শ্রীযমস্য ভক্তিখ্যাপক এব, ন তু তন্মাত্র(চরণমাত্র)-স্মরণনিয়ামকঃ। অত্রাভক্তানামানয়নেন ভক্তানামনানয়নমেব বিধীয়তে, – আনয়নস্যোৎসর্গসিদ্ধত্বাৎ, (বৃ. আ: ২য় প্র: পা:) "বৈবস্বতং সংযমনং প্রজানাম্" ইতি শ্রুতেঃ। (ভা: ৬।১।১৯) –

"সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, র্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্, স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥"

ইত্যত্র **তদ্গুণরাগী**তি বিশেষণং তু তেষাং তদ্দৃষ্টিপথ-গমন-সামর্থ্যস্যাপি যদ্ঘাতকম্, তাদৃশ-তৎ-স্মরণস্য প্রভাববিশেষমেব বোধয়তীতি ভক্ত্যাভাসত্বং জ্ঞেয়ম্। যথৈব নারসিংহে শ্রীযমোক্তৌ, –

"অহমমরগণার্চিতেন ধাত্রা, যম ইতি লোক-হিতায় সংনিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্যান্, হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি॥" ইতি।

তথৈবামৃতসারোদ্ধারে স্কান্দবচনম্, —
"ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ। শক্তাস্তু নিগ্রহং কর্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥" ইতি।
শ্রীযমঃ স্বদূতান্ ॥১৫২॥

সাধনভক্তিরূপা সাক্ষাদ্ভক্তি যে পরমধর্মাদিরূপে গণ্য হয়, এবিষয়ে আর বক্তব্য কি ? যেহেতু লৌকিক কর্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পণহেতু সাধনভক্তির অনুগতরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহাও যে, পরমধর্মরূপে গণ্য হয় — একাদশস্কন্ধেই পশ্চাৎ উহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা — "লৌকিক নিরর্থক চেষ্টাসমূহও যদি নিষ্কামভাবে পরমপুরুষরূপী আমার প্রতি অর্পিত হয়, তাহা হইলে তাহাও পরমধর্ম হয়।"

এই সাধনভক্তির শ্রবণাদিদ্বারাও যে পাপনাশাদি সাধিত হয় ইহা "এই সদ্ধর্মের শ্রবণ, অনুকীর্তন, ধ্যান, আদর বা অনুমোদন করিলে, উহা দেবদ্রোহী বিশ্বদ্রোহিগণকেও সদ্যই পবিত্র করে" — এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূতগণের বাক্য এইরূপ —

"যমরাজ আমাদিগকে আদরের সহিত বারবার বলিয়াছেন যে, তোমারা বৈষ্ণব ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবে। যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুর ভজন করে, এমন কি যাহার গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করেন, কিংবা যাহাদের বৈষ্ণবসঙ্গ ঘটে, তাহাদিগকেও তোমরা পরিত্যাগ করিবে; যেহেতু বৈষ্ণবসঙ্গবশতঃ তাহাদেরও পাপ নষ্ট হইয়াছে।"

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমালীর উপাখ্যানের শেষভাগে উক্ত হইয়াছে —

"হরিভক্তিপরায়ণগণের সঙ্গিগণের সঙ্গ করিলে মহাপাপীও সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।" অতএব যমরাজ নিজ দূতগণকে সঙ্গতরূপেই এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে —

(১৭৬) "যাহাদের জিহ্বা একদিনও শ্রীভগবানের গুণ বা নাম কীর্তন করে না, চিত্তও তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করে না এবং মস্তক শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নত হয় না, তোমরা ভগবৎকৃত্যের অননুষ্ঠানকারী সেই অসৎ ব্যক্তিগণকেই (এখানে) আনয়ন করিবে।" এই শ্লোকের পূর্ববর্তী দ্বিতীয় পদ্যে "তাহাদিগকে আনয়ন করিবে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীহরির পাদপদ্মের মধু আস্বাদনে যাহারা বিমুখ তাহাদের আনয়নের কথা বলা হইয়াছে এবং তৎপূর্ববর্তী শ্লোকে "শ্রীভগবানের শরণাপন্ন সমদর্শী সাধুগণের পবিত্র চরিতকথা দেবতা এবং সিদ্ধগণও কীর্তন করেন। তাঁহারা শ্রীহরির গদাদ্বারা সুরক্ষিত। আমি (যম) এবং কাল তাঁহাদের দণ্ডদানে সমর্থ নহি। তোমরা তাঁহাদিগকে এখানে আনিবে না" — এইরূপে শ্রীভগবানের আশ্রিত সাধুগণের আনয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐসকল উক্তি ত যথাযথরূপেই স্বীকার্য; এমন কি যাহার জিহ্বাও শ্রীভগবানের গুণ বা নাম 'একদা' অর্থাৎ জন্মমধ্যে যে কোন একদিনও বলে না, জিহ্বার অভাবে চিত্তও তাঁহার পাদপদ্ম একদিনও স্মরণ করে না, এমন কি চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলে যাহার মস্তকও শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া নত হয় না অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কপটতার সহিতও শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করে, তাহার শতজন্মের পাপ তৎক্ষণাৎই বিনষ্ট হয়" — এই স্কন্দপুরাণের বচনে যে নমস্কারসম্বন্ধে ঐরূপ মহিমা উক্ত হইয়াছে, সেরূপ নমস্কারও করে না, তাহাদিগকে আনয়ন করিবে। আনয়নের হেতু বলিলেন — (তাহারা) 'অসৎ'। অসত্ত্বের কারণ বলিতেছেন —

"অকৃতবিষ্ণুকৃত্য" — শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করে নাই (এই হেতুই তাহারা অসৎ)।

স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মার উক্তি এইরূপ — "হে কেশব ! যিনি আপনার ভক্ত তিনি সকলধর্মেরই অনুষ্ঠানকর্তা বলিয়া গণ্য হন, আর যে ব্যক্তি আপনার ভক্ত নহে, সে সকল পাপের কর্তা বলিয়া স্বীকার্য হয়। হে শ্রীহরে ! আপনার অভক্ত ধর্মকার্য করিলেও তাহা পাপই হয়, আর আপনার অভক্ত সকলধর্মের অনুষ্ঠান করিলেও সর্বদা নরকে বাস করে। পক্ষান্তরে আপনার ভক্ত ব্রহ্মঘাতী হইলেও পাপমুক্ত হন।"

পদ্মপুরাণেও বলিয়াছেন —

"আমার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত পাপও ধর্মরূপেই গণ্য হয়, পক্ষান্তরে আমাকে অনাদর করিয়া ধর্ম করিলেও আমার প্রভাবে উহা পাপই হইয়া থাকে।"

বিষ্ণুকৃত্য না করায় তাদৃশ ব্যক্তিগণকে যে অসৎ বলা হইয়াছে, ইহা সঙ্গতই হয়। কারণ — "সাধুগণের গতিস্বরূপ এই শ্রীভগবানের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চন, প্রণাম, দাস্য, সখ্য ও তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ — ইহা সকল মানবগণেরই পরমধর্মরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে" — এই উক্তি, "পরমপুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে চারি আশ্রমের সহিত গুণানুসারে বিভিন্ন চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা নিজের উৎপত্তিস্থানস্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনা করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করে তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়" এই উক্তি, "আমার উপাসনা সকলেরই ধর্ম" এই উক্তি এবং "সর্বদা বিষ্ণুর স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহার বিস্মরণ উচিত নহে; সকল প্রকার বিধি ও নিষেধ এই দুইটি বিধি-নিষেধেরই অনুগত রহিয়াছে" — এই উক্তিদ্বারা তাদৃশ ভগবৎকৃত্যসমূহের পরমনিত্যত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদিত রহিয়াছে (সুতরাং নিত্যকর্মের অকরণে শাস্ত্রানুসারে পাপ হয় বলিয়া তাহারা পাপী ও অসৎ)। এস্থলে শ্লোকে কীর্ত অর্থাৎ শ্রবণমূলক কীর্তন, স্মরণ ও বন্দনপ্রভৃতি যে তিনটি বিষ্ণুকৃত্য বলা হইয়াছে, এই তিনটিই সহজসাধ্য; এঅবস্থায় যাহাদের মধ্যে এ তিনটির অভাব আছে, তাহাদের মধ্যে অপর বিষ্ণুকৃত্যসমূহের অভাব নিশ্চয়ই রহিয়াছে এই জন্য তাহাদিগকে সাধারণভাবেই বিষ্ণুকৃত্যরহিত বলা হইল। কোন বাক্যের উচ্চারণে মনুষ্যপ্রভৃতিই কর্তৃকারক, আর তাহাদের জিহ্বা করণকারক হয় (অর্থাৎ তাহারা জিহ্বাদ্বারা উচ্চারণ করে), কিন্তু এস্থলে "যাহার জিহ্বা শ্রীভগবানের গুণ বা নাম বলে না" এইরূপে জিহ্বাকে যে কর্তৃকারকরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, কখনও কখনও পুরুষের অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিহ্বা স্বয়ংই কীর্তনাদি করিয়া থাকে। "চরণারবিন্দ স্মরণ করে না" এইরূপে যে অঙ্গবিশেষের স্মরণ উক্ত হইয়াছে তাহা শ্রীযমরাজের ভক্তিজ্ঞাপক উক্তি বলিয়া জানিতে হইবে, পরন্তু কেবলমাত্র চরণারবিন্দই স্মরণীয় — এরূপ বিধান হয় নাই। এস্থলে অভক্তগণের আনয়নের আদেশদ্বারা বস্তুতঃ ভক্তগণের অনানয়ন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে না আনাই বিহিত হইতেছে। কারণ, "যমপুরী প্রজাগণের সংযমন অর্থাৎ দণ্ডবিধানের স্থান" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সাধারণভাবেই অভক্তগণের যমপুরে আনয়ন সিদ্ধ আছে বলিয়া তাহাদের আনয়নের জন্য নূতন বিধান অনাবশ্যক।

"যাঁহারা একবারও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে তদ্‌গুণরাগি (তাঁহার গুণের প্রতি অনুরাগযুক্ত) মনকে নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা তদ্দ্বারাই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন বলিয়া স্বপ্নেও যম এবং পাশধারী তদীয় দূতগণকে দর্শন করেন না" — এস্থলে "তদ্‌গুণানুরাগি" এই বিশেষণদ্বারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মযুগলের স্মরণের এরূপ প্রভাববিশেষরূপ ভক্ত্যাভাস বিজ্ঞাপিত হইয়াছে — যে-প্রভাবহেতু যম এবং যমদূতগণের পক্ষে তাদৃশ স্মরণকারিগণের দৃষ্টিপথে গমনের সামর্থ্য পর্যন্ত বিনষ্ট হয়।

নৃসিংহপুরাণেও শ্রীযমরাজ বলিয়াছেন — "দেবগণের দ্বারা পূজিত শ্রীব্রহ্মাকর্তৃক আমি 'যম' এই নামে নির্দিষ্ট হইয়া লোকসমূহের হিতাহিতবিধানে নিযুক্ত রহিয়াছি। আমি হরিগুরুবিমুখ মানবগণকে শাস্তিদান এবং শ্রীহরির চরণে প্রণত ব্যক্তিগণকে প্রণাম করি।"

অমৃতসারোদ্ধারে স্কন্দপুরাণের উক্তিও এইরূপ — "ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, আমি বা অন্য দেবতাগণ কেহই বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের শাস্তিদানে সমর্থ নহি।" ইহা নিজ দূতগণের প্রতি শ্রীযমরাজের উক্তি ॥১৫২॥

তথা সকৃদ্ভজনেনৈব সর্বমপ্যায়ুঃ সফলমিত্যুদাহৃতমেব শ্রীশৌনক-বাক্যেন, (ভাঃ ২।৩।১৭) **"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ"** ইত্যাদি-গ্রন্থেন।

এবং ভক্ত্যাভাসেনাপ্যজামিলাদৌ পাপঘ্নত্বং দৃশ্যতে; তথা সর্বকর্মাদিবিধ্বংসপূর্বক-পরমগতি-প্রাপ্তাবপি স্বল্পায়াসেনৈব ভক্তেঃ কারণত্বং শ্রূয়তে লঘুভাগবতে — "বর্তমানঞ্চ যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি। তৎ সর্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্তনাৎ।" ইতি। তথৈব চ তত্র যথাকথঞ্চিত্তদ্ভক্তিসম্বন্ধস্য কারণত্বং দৃশ্যতে ব্রহ্মবৈবর্তে —

"স সমারাধিতো দেবো মুক্তিকৃৎ স্যাদ্যথা তথা। অনিচ্ছয়াপি হুতভুক্ সংস্পৃষ্টো দহতি দ্বিজাঃ।" ইতি; স্কান্দে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে, —

"দীক্ষা-মাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ। কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ।" ইতি; বৃহন্নারদীয়ে, —

"অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎ পূজাং প্রকুর্বতে। ন তেষাং ভববন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে।" ইতি; পাদ্মে দেবদ্যুতিস্তুতৌ, —

"সকৃদুচ্চারয়েদ্যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ। শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্বাণমধিগচ্ছতি।" ইতি; তত্রান্যত্র, —

"সম্পর্কাদ্যদি বা মোহাদ্যস্তু পূজয়তে হরিম্। সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্।" ইতি; ইতিহাস-সমুচ্চয়ে শ্রীনারদ-পুণ্ডরীক-সংবাদে চ, —

"যে নৃশংসা দুরাচারাঃ পাপাচার-রতাঃ সদা। তে যান্তি পরমং ধাম নারায়ণপদাশ্রয়াঃ॥
লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ। পুনন্তি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥
জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী। দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ॥
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ। কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ॥"
ইতি।

অতএব, —

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বথা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥"
ইতি রামায়ণে (যুদ্ধকাণ্ডে ১৮।৩৩) শ্রীরামচন্দ্রবাক্যঞ্চ;

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বথা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং হরেঃ।"
ইতি গরুড়-বচনঞ্চ। তথা চাহ (ভা: ১।১।১৪) —

(১৭৭) **"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥"** ইতি।

স্পষ্টম্। শ্রীশৌনকঃ॥**১৫৩**॥

একবারমাত্র ভগবদ্ভজনেই যে সমগ্র আয়ুষ্কাল সফল হয়, ইহা "যিনি ভগবদ্বার্তায় ক্ষণকালও অতিবাহিত করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অন্য সকল লোকের আয়ুষ্কালকেই প্রত্যহ উদয়াস্তগামী সূর্য হরণ করিতেছেন" — এই শৌনকের বাক্যদ্বারাই পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ, ভক্তির আভাসদ্বারাও পাপবিনাশকত্ব শ্রীঅজামিল-প্রভৃতির মধ্যে দেখা যায়। এইরূপ, ভক্তি যে, সকল কর্মাদির বিনাশপূর্বক স্বল্প আয়াসেই পরমগতি লাভ করাইয়া থাকে, ইহাও লঘুভাগবতে শ্রুত হয় — "(মনুষ্য) শ্রীগোবিন্দের কীর্তনরূপ অগ্নিদ্বারা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ — সকল পাপকেই সত্বর দগ্ধ করে।"

যে কোনরূপে অনুষ্ঠিত ভক্তির সম্বন্ধবশতঃই যে পরমগতি লাভ হয়, ইহা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দেখা যায় — "হে দ্বিজগণ ! অনিচ্ছাসহকারে স্পর্শ করিলেও যেরূপ অগ্নি দগ্ধ করে, সেইরূপ যে কোনরূপে আরাধনা করিলেও ভগবান্ বিষ্ণু মুক্তি প্রদান করেন।

স্কন্দপুরাণে উমামহেশ্বর সংবাদে উক্ত হইয়াছে— "মানব শ্রীকৃষ্ণদীক্ষালাভমাত্রই মোক্ষ লাভ করেন, সুতরাং যেসকল লোক ভক্তিসহকারে সর্বদা তাঁহার অর্চন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?"

বৃহন্নারদীয় বচন — "যাহারা অনিচ্ছাসহকারেও একবারমাত্র ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহাদের আর কখনও সংসারবন্ধন ঘটে না।"

পদ্মপুরাণে দেবদ্যুতির স্তুতিতে উক্ত হইয়াছে— "যে ব্যক্তি আলস্যরহিত হইয়া একবারমাত্রও শ্রীনারায়ণের নাম উচ্চারণ করেন, তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হন।"

এইরূপ অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে— "সম্পর্কবশতঃই হউক কিংবা মোহবশতঃই হউক, যদি কেহ শ্রীহরির পূজা করেন, তাহা হইলে তিনি সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন।"

ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীনারদ-পুণ্ডরীক সংবাদেও উক্ত হইয়াছে— "নৃশংস, দুরাচার এবং পাপাচাররত ব্যক্তিগণও শ্রীনারায়ণের পদ আশ্রয় করিলে উত্তম লোকে গমন করে। নিষ্পাপ বৈষ্ণবগণ কখনও পাপলিপ্ত হন না; তাঁহারা উদিত সূর্যের ন্যায় সকল লোক পবিত্র করেন। সহস্র জন্মান্তরেও যদি কাহারও 'আমি বাসুদেবের দাস' এরূপ মতি হয়, তাহা হইলে তিনি সকল লোককে উদ্ধার করেন। সেই ব্যক্তি যে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সালোক্য লাভ করেন, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। অতএব বিষ্ণুগতপ্রাণ সংযতেন্দ্রিয় পুরুষগণের কথা আর কি বলিব !"

অতএব রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন — "আমার শরণাগত হইয়া যে ব্যক্তি 'আমি আপনার হইলাম' — এরূপ একবারও প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে সর্বপ্রকারে অভয় দান করি — ইহা আমার ব্রতস্বরূপ।"

শ্রীগরুড়পুরাণেও এরূপ উক্ত হইয়াছে— "যে ব্যক্তি শরণাগত হইয়া 'আমি আপনার হইলাম', — এরূপ একবারও প্রার্থনা করে, শ্রীহরি তাহাকে সর্বদা অভয় দান করেন, ইহা তাঁহার ব্রতস্বরূপ।"

(১৭৭) শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপই বলিতেছেন— "যাহার নাম হইতে ভয় (ভয়ের কারণ যমও) ভয় পাইয়া থাকে, ঘোরতর সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া জীব অবশ অবস্থায়ও সেই শ্রীবাসুদেবের নাম উচ্চারণ করিলে সদ্যই সংসার হইতে মুক্ত হয়।" ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইহা শ্রীশৌনকের উক্তি ॥১৫৩॥

তথা, (ভা: ৬।১৬।৪৪) —

(১৭৮) **"ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং, ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।**
যন্নাম-সকৃচ্ছ্রবণাৎ, পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।" ইতি।

স্পষ্টম্। চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্ ॥১৫৪॥

(১৭৮) এইরূপ — "হে ভগবন্ ! আপনার দর্শনে যে, মানবগণের সকল পাপ বিনষ্ট হয়, ইহা অসম্ভব নহে; যেহেতু আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া চণ্ডালও সংসারমুক্ত হইয়া থাকে।"

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইহা শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর উক্তি ॥১৫৪॥

অতএবোক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে, —

"জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি বৈ। ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥" ইতি।

অথো যদত্র তৃতীয়ে (ভা: ৩।৩১।১২-২১) গর্ভস্থস্য জীবস্য ভগবৎস্তুতিঃ শ্রূয়তে, তস্যৈব চ সংসারোঽপি বর্ণ্যতে ? তত্রোচ্যতে। — 'জাত্যেকত্বেনৈকবদ্বর্ণনম্' ইতি। বস্তুতস্তু কশ্চিদেব জীবো ভাগ্যবান্ ভগবন্তং স্তৌতি, স চ নিস্তরত্যপি; ন তু সর্বস্যাপি ভগবজ্জ্ঞানং ভবতি। তথা চ নৈরুক্তাঃ পঠন্তি

(১৩।১৯) — "নবমে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণো ভবতি" ইতি পঠিত্বা, "মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ" ইত্যাদি-তদ্ভাবনা-পাঠানন্তরম্, —

"অবাঙ্‌মুখঃ পীড্যমানো জন্তুভিশ্চ সমন্বিতঃ।
সাংখ্যং যোগং সমভ্যসেৎ পুরুষং বা পঞ্চবিংশকম্ ॥
ততশ্চ দশমে মাসি প্রজায়তে" ইত্যাদি;

অত্র 'পুরুষং বা' ইতি বা-শব্দাৎ কস্যচিদেব ভগবজ্জ্ঞানমিতি গম্যতে। সর্বাস্বপ্যবস্থাসু ভক্তেঃ সমর্থত্বং তু বর্ণিতম্।

ভেদেঽপ্যেকবদ্‌বর্ণনমন্যত্রাপি দৃশ্যতে। (ভা: ৩।১১।৩৫) তৃতীয়ে যথা পাদ্মকল্পসৃষ্টিকথনেঽপি ব্রাহ্মকল্প-সৃষ্টানাং শ্রীসনকাদীনাং সৃষ্টিঃ কথ্যত ইতি; টীকায়াঞ্চ ব্রহ্মকৃত-সৃষ্টিমাত্র-কথনমাত্র-সাম্যেনৈকীকৃত্যোক্তি-রিয়মিতি যোজিতম্, শ্রীবরাহাবতারবচ্চ; তত্র প্রথম-মন্বন্তরস্যাদৌ পৃথিবীমজ্জনে ব্রহ্ম-নাসিকাতোঽবতীর্ণঃ শ্রীবরাহস্তামুদ্ধরন্ হিরণ্যাক্ষেণ সংগ্রামং কৃতবানিতি বর্ণ্যতে। হিরণ্যাক্ষস্তু ষষ্ঠমন্বন্তরস্যাবসানজাত-প্রাচেতস-দক্ষ-কন্যায়া দিতের্জাতঃ। তস্মাত্তথা-বর্ণনং তদবতারমাত্রত্ব-পৃথিবীমজ্জন-মাত্রত্বৈক্যবিবক্ষয়ৈব ঘটতে; তদ্‌বদত্রাপীতি। কশ্চিদেবান্যো জন্যো জীবঃ স্তৌত্যন্যঃ সংসরতীত্যেব মন্তব্যম্।

অত্র পূর্ববৎ পরমগতি-প্রাপ্তৌ ভক্তেঃ (ভক্ত্যাভাসাখ্যভক্তিমাত্রস্য) পরম্পরা-কারণত্বঞ্চ দৃশ্যতে; বৃহন্নারদীয়ে ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে, —

"যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্যা-পরায়ণৈঃ। ঈক্ষিতা অপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্।" ইতি; এবং শ্রীবিষ্ণুধর্মে —

"কুলানাং শতমাগামি সমতীতং তথা শতম্। কারয়ন্ ভগবদ্ধাম নয়ত্যচ্যুতলোকতাম্ ॥
যে ভবিষ্যন্তি যেঽতীতা আকল্পাৎ পুরুষাঃ কুলে। তাংস্তারয়তি সংস্থাপ্য দেবস্য প্রতিমাং হরেঃ ॥" ইতি দূতান্ প্রতি যমাজ্ঞা চেয়ম্ —

"যেনার্চা ভগবদ্ভক্ত্যা বাসুদেবস্য কারিতা। নবায়ুতং তৎকুলজং ভবতাং শাসনাতিগম্ ॥" ইতি। তথাহ (ভা: ৭।১০।১৮) —

(১৭৯) "ত্রিসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য গৃহে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ ॥"

ত্রিসপ্তভিঃ প্রাচীন-কল্পগত-তদীয়-পূর্বপূর্ব-জন্ম-সম্বন্ধিভিঃ **পিতৃভিঃ সহ** অস্মিন্ জন্মনি হিরণ্যকশিপু-কশ্যপ-মরীচি-ব্রহ্মাণ এব তৎপিতর ইতি ॥ শ্রীনৃসিংহঃ শ্রীপ্রহ্লাদম্ ॥**১৫৫**॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে — "বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তির পাঁচ দিন জীবনও শ্রেষ্ঠ, পরন্তু বিষ্ণুভক্তিহীন ব্যক্তির সহস্রকল্পব্যাপী জীবনও শ্রেষ্ঠ নহে।"

অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গর্ভস্থিত জীবের যে শ্রীভগবানের স্তুতি শোনা যায়, আবার তাহার যে সংসারদশাও দেখা যায় তাহার উত্তর এই যে —

স্তুতিকারী জীব এবং সংসারগ্রস্ত জীব উভয়েই একজাতি বলিয়া অর্থাৎ উভয়েই জীব বলিয়া এস্থলে একের ন্যায় বর্ণন হইয়াছে। বস্তুতঃ কোন ভাগ্যবান্ জীবই গর্ভে থাকিয়া শ্রীভগবানের স্তুতি করেন এবং তিনি

উদ্ধারপ্রাপ্তও অবশ্যই হন; পরন্তু গর্ভাবস্থায় সকলেরই ভগবজ্জ্ঞান হয় না। নিরুক্তকারগণ বর্ণন করিয়াছেন — "নবমমাসে জীব সর্বাঙ্গসম্পন্ন হয়" — এরূপ উক্তির পর — "আমি মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এইরূপ জন্মের পর আবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি" — এইরূপে জীবের গর্ভকালীন চিন্তার পর — "গর্ভে জীব কৃমিগণদ্বারা পরিব্যাপ্ত ও পীড়িত হইয়া নিম্নমুখে অবস্থানপূর্বক সাংখ্য যোগ অভ্যাস করে, অথবা পঞ্চবিংশ তত্ত্ব পুরুষের (অর্থাৎ শ্রীভগবানের) চিন্তা করে। অনন্তর দশমমাসে ভূমিষ্ঠ হয়" ইত্যাদি।

এস্থলে 'অথবা পুরুষকে' এরূপ উক্তিদ্বারা জীবের মধ্যে কোন ব্যক্তিবিশেষেরই মাত্র ভগবজ্জ্ঞান হয় — ইহা প্রতীত হইতেছে। সকল অবস্থাতেই যে ভক্তির সামর্থ্য থাকে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এস্থানের ন্যায় — ভেদসত্ত্বেও একের ন্যায় বর্ণন অন্যস্থানেও দেখা যায়। যথা — তৃতীয়স্কন্ধে পাদ্মকল্পের সৃষ্টিবর্ণনায়ও ব্রাহ্মকল্পসৃষ্ট শ্রীসনকাদির সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। টীকায়ও বলিয়াছেন — পাদ্মকল্পের সৃষ্টি এবং সনকাদির সৃষ্টি পৃথক্ হইলেও উভয় সৃষ্টিই ব্রহ্মার কৃত বলিয়া পাদ্মকল্পের সৃষ্টি বর্ণনাকালে ব্রাহ্মকল্পের শ্রীসনকাদির সৃষ্টিও উক্ত হইয়াছে। শ্রীবরাহদেবের অবতারবিষয়েও এরূপ ভেদাবস্থায় অভেদ বর্ণন রহিয়াছে। প্রথম মন্বন্তরের আদিভাগে পৃথিবীর জলমজ্জনকালে শ্রীবরাহদেব ব্রহ্মার নাসিকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর উদ্ধারপূর্বক হিরণ্যাক্ষের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন — এরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ হিরণ্যাক্ষ ষষ্ঠ মন্বন্তরের অবসানকালে উৎপন্ন প্রাচেতস দক্ষের কন্যা দিতির গর্ভজাত। সুতরাং উভয় কল্পেই বরাহদেবের অবতার এবং পৃথিবীর জলমজ্জন সমভাবে হইয়াছিল, এইমাত্র অংশেরই একত্ব বলিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ বর্ণনা সঙ্গতই হয়। সেইরূপ এস্থলেও — কোন এক জীব শ্রীভগবানের স্তুতি করেন, আর অন্য জীব সংসারগ্রস্ত হয় — এরূপ মনে করিতে হইবে।

এস্থলে, পূর্বের ন্যায় জীবের পরমগতিপ্রাপ্তিবিষয়ে (ভক্ত্যাভাসরূপ ভক্তিমাত্রের) পরম্পরাক্রমেও ভক্তি কারণ হইয়া থাকে — ইহাও দৃষ্ট হয়। যথা — বৃহন্নারদীয়ে ধ্বজারোপণ মাহাত্ম্যে বলিয়াছেন — "বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ যতিগণের পরিচর্যারত ব্যক্তিগণকর্তৃক দৃষ্ট হইয়া পাপিগণও পরমগতি প্রাপ্ত হয়।" আর বিষ্ণুধর্মেও এরূপ উক্ত হইয়াছে — "যিনি শ্রীভগবানের মন্দির নির্মাণ করাইয়া থাকেন, তিনি ভবিষ্যৎ শতকুল এবং অতীত শতকুলকে বিষ্ণুলোকে উপনীত করেন। ভগবান্ শ্রীহরির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া লোক, কল্পকালমধ্যবর্তী নিজ বংশের ভবিষ্যৎ ও অতীত সকল পুরুষকে উদ্ধার করেন।"

দূতগণের প্রতি যমের আদেশও এইরূপ — "শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিবশতঃ যিনি শ্রীবাসুদেবের মূর্তি নির্মাণ করাইয়া থাকেন, তাঁহার বংশজাত নবতিসহস্র (নব্বই হাজার) পুরুষ তোমাদের শাসনের বহির্ভূত হন।"

(১৭৯) শ্রীমদ্ভাগবতেও এরূপ বলিয়াছেন — "হে নিষ্পাপ সাধো! তোমার পিতা এই হিরণ্যকশিপু পিতৃগণের একবিংশতি পুরুষের সহিত পবিত্র হইয়াছে", কারণ সেই বংশে কুলপাবন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

*এস্থলে 'ত্রিসপ্তভিঃ' পদে যে একবিংশতি পিতৃ পুরুষের সহিত পবিত্র হওয়ার কথা বলা হইয়াছে, ইহা হিরণ্যকশিপুর পূর্বকল্পগত পূর্ব-পূর্ব জন্মসম্বন্ধী পিতৃগণের সহিতই মনে করিতে হইবে। যেহেতু বর্তমান জন্মে হিরণ্যকশিপু, কশ্যপ, মরীচি এবং ব্রহ্মা — এই চারিজনকেই প্রহ্লাদের পিতৃপুরুষরূপে জানা যাইতেছে। ইহা শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি শ্রীনৃসিংহদেবের উক্তি ॥**১৫৫**॥*

তথা ভক্ত্যাভাসস্যাপি সর্বপাপক্ষয়পূর্বক-শ্রীবিষ্ণুপদ-প্রাপকত্বং যথা বৃহন্নারদীয়ে কোকিলা-মানিনোর্ম-দিরোন্মত্তয়োর্ধৃত-কুচীরখণ্ড-দণ্ডয়োর্জীর্ণভগবন্মন্দিরে নৃত্যতোর্ধ্বজারোপণফলপ্রাপ্ত্যা তাদৃশত্বং জাতম্। তথা ব্যাধ-হতস্য পক্ষিণঃ কুক্কুরমুখগতস্য তৎপলায়নাবৃত্ত্যা ভগবন্মন্দির-পরিক্রমণ-ফলপ্রাপ্ত্যা তাদৃশত্ব-প্রাপ্তিরিতি। ক্বচিত্তত্র মহাভক্তি-প্রাপ্তিশ্চ, যথা বৃহন্নারসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদস্য তস্য প্রাগ্জন্মনি বেশ্যয়া সহ বিবাদেন শ্রীনৃসিংহচতুর্দশ্যাং দৈবাদুপবাসঃ সম্পন্নো জাগরণঞ্চেতি। তথা চাহ, (ভা: ৩।৯।১৫) —

(১৮০) **"যস্যাবতার-গুণ-কর্ম-বিডম্বনানি, নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা, সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥"**

অসুবিগমেঽপীতি তদানীন্তনমাত্রত্বমশুদ্ধ-বর্ণত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। **বিবশা** ইতি তদিচ্ছাং বিনাপি কেনচিৎ কারণান্তরেণাপীত্যর্থঃ, — "বশ কান্তৌ" ইত্যমরঃ। তাদৃশশক্তিত্বে হেতুমাহ, — **অবতারেতি**; অবতারাদি-সদৃশানি তত্তত্তুল্যশক্তীনীত্যর্থঃ। তত্র**অবতার-বিডম্বনানি** নৃসিংহেত্যাদীনি, **গুণবিডম্বনানি** ভক্তবৎসলেত্যাদীনি, **কর্ম-বিডম্বনানি** গোবর্ধনধরেত্যাদীনি চ॥ ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদকশায়িনম্॥**১৫৬**॥

এইরূপ, ভক্তির আভাসও সকল পাপ ক্ষয় করিয়া শ্রীবিষ্ণুপদ লাভ করাইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বৃহন্নারদীয়ে দেখা যায় যে— কোকিলা ও মানিনামক স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া মলিন-বস্ত্রখণ্ড-সংযুক্ত দণ্ড ধারণপূর্বক শ্রীভগবানের এক জীর্ণমন্দিরে নৃত্য করায় ধ্বজারোপণের ফলপ্রাপ্তি হেতু শ্রীবিষ্ণুলোক লাভ করিয়াছিল। এইরূপ, ব্যাধকর্তৃক আহত এক পক্ষীকে মুখে লইয়া পলায়নচ্ছলে এক কুক্কুর শ্রীভগবানের মন্দির পরিক্রমা করায় তৎসঙ্গেই পক্ষীরও মন্দির পরিক্রমা হইয়া যায়, যাহার ফলে ঐ পক্ষীটি শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিল। কোন স্থলে ভক্তির আভাসহেতু মহাভক্তিলাভও ঘটিয়া থাকে। এবিষয়ে বৃহন্নারসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে— শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্বজন্মে বেশ্যার সহিত বিবাদহেতু দৈবক্রমে শ্রীনৃসিংহচতুর্দশী তিথিতে উপবাস এবং রাত্রিজাগরণ হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐরূপই উক্ত হইতেছে—

(১৮০) "যাঁহারা প্রাণত্যাগকালে বিবশ হইয়া শ্রীভগবানের অবতার, গুণ ও কর্মসমূহের অনুরূপ (দেবকীনন্দন প্রভৃতি অবতারসূচক, সর্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল প্রভৃতি গুণবাচক ও গোবর্ধনধর, কংসারি প্রভৃতি লীলানুরূপ) নামসমূহ উচ্চারণ করেন, তাঁহারা অনেক জন্মার্জিত পাপরাশিকে সহসাই পরিহার করিয়া নিরুপাধিক ব্রহ্মপদ লাভ করেন। আমি সেই অজ অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতেছি।"

এস্থলে— "প্রাণত্যাগকালে" এই উক্তিদ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, কেহ জীবনে অন্য সময়ে তাদৃশ নাম উচ্চারণ না করিয়া যদি কেবলমাত্র মরণকালেও উচ্চারণ করে, আর তৎকালীন ইন্দ্রিয়বৈকল্যাদিহেতু যদি সেই উচ্চারণ বর্ণাশুদ্ধিযুক্তও হয় (তাহা হইলেও যথোক্ত ফললাভ হইয়া থাকে)।

'বিবশ হইয়া'— অর্থাৎ ইচ্ছাব্যতীত অন্য কোন কারণেও যদি উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও; অমরকোষে— 'বশ' শব্দের অর্থ কামনা অর্থাৎ ইচ্ছা— উক্ত হইয়াছে। ঈদৃশ নাম উচ্চারণেরও যে, এরূপ শক্তি সম্ভবপর হয়, তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন— 'অবতার' ইত্যাদি; অর্থাৎ ঐসকল নাম অবতারাদির অনুরূপ বলিয়াই উহাদের উচ্চারণে এরূপ ফল হয়। বস্তুতঃ 'অবতারাদির অনুরূপ' এই উক্তিদ্বারা নামসমূহকে তত্তৎ অবতারাদিভাবপ্রাপ্ত শ্রীভগবানের ন্যায় শক্তিবিশিষ্টরূপেই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে— অবতারের অনুরূপ নাম 'শ্রীনৃসিংহ' প্রভৃতি; গুণের অনুরূপ নাম 'ভক্তবৎসল' প্রভৃতি; কর্মের অনুরূপ নাম 'গোবর্ধনধর' প্রভৃতি। ইহা শ্রীগর্ভোদকশায়ীর প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি॥১৫৬॥

অস্তু তাবচ্ছুদ্ধভক্ত্যাভাসবার্তা, অপরাধত্বেন দৃশ্যমানোঽপ্যসৌ মহাপ্রভাবো দৃশ্যতে; যথা শ্রীবিষ্ণুধর্মে ভগবন্মন্ত্রেণ কৃত-নিজরক্ষং বিপ্রং প্রতি রাক্ষসবাক্যম্—

"ত্বামত্তুমাগতঃ ক্ষিপ্তো রক্ষয়া কৃতয়া ত্বয়া। তৎসংস্পর্শাচ্চ মে ব্রহ্মন্ সাধ্বেতন্মনসি স্থিতম্॥
কা সা রক্ষা ন তাং বেদ্মি বেদ্মি নাস্যাঃ পরায়ণম্। কিন্ত্বস্যাঃ সঙ্গমাসাদ্য নির্বেদং প্রাপিতঃ পরম্॥"
ইতি।

যথা বা শ্রীবিষ্ণুধর্মাদ্যুদাহৃতায়াঃ শ্রীভগবদ্‌গৃহদীপতৈলং পিবন্ত্যাঃ কস্যাশ্চিন্মূষিকায়া দৈবতো মুখোদ্ধৃতবর্ত্তৌ দীপে সমুজ্জ্বলিতে সতি মুখদাহেন মরণাদ্রাজ্ঞীত্বং প্রাপ্য দীপদানাদি-লক্ষণ-ভক্তিনিষ্ঠা-প্রাপ্তিরন্তে পরমপদ-প্রাপ্তিশ্চ। যথা চ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্যে কৃতজন্মাষ্টমীকায়া দাস্যা দুঃসঙ্গেনাপি কস্যাশ্চিত্তৎফলপ্রাপ্তিঃ। তথা চ বৃহন্নারদীয়ে তাদৃশ-দুষ্টকার্যার্থমপি ভগবন্মন্দিরং মার্জয়িত্বা কশ্চিদুত্তমাং গতিমবাপ। ন ত্বীদৃশত্বং ব্রহ্মজ্ঞানস্যাপি; যথোক্তং ব্রহ্মবৈবর্তে, —

"বিষয়স্নেহসংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ। গর্ভবাসসহস্রেষু পচ্যতে পাপকৃন্নরঃ॥" ইতি।

অথ শ্রীভগবদ্‌বশীকারিতায়ামপি সকৃদল্পপ্রয়াসাত্মিকায়া অপি ভক্তেঃ কারণতা দৃশ্যতে; যথা ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশিববাক্যম্, —

"দৃষ্টঃ পশ্যেদহরহঃ সংশ্রিতঃ প্রতিসংশ্রয়েৎ। অর্চিতশ্চার্চয়েন্নিত্যং স দেবো দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ ইতি;

যথা চ শ্রীবিষ্ণুধর্মে, —

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥" ইতি।

তদীদৃশং মাহাত্ম্যবৃন্দং ন প্রশংসামাত্রম্, — অজামিলাদৌ প্রসিদ্ধত্বাৎ। দর্শিতাশ্চ ন্যায়াঃ শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদ্যাদৌ। তথৈব নাম্ন্যর্থবাদ-কল্পনায়াং দোষোঽপি শ্রূয়তে, — "তথার্থবাদো হরিনাম্নি" ইতি হি পাদ্মে নামাপরাধগণনে,

"অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ। স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্॥"

ইতি কাত্যায়ন-সংহিতায়াম্;

"মন্নামকীর্তনফলং বিবিধং নিশম্য, ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি, সংসারঘোরবিবিধার্তিনিপীড়িতাঙ্গম্॥"

ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং বৌধায়নং প্রতি শ্রীপরমেশ্বরোক্তৌ চ। ততোঽন্তর্ভূত-নামানুসন্ধানেষু অন্যেষু তদ্ভজনেষু চ সুতরামেবার্থবাদে দোষোঽবগম্যতে।

তদেবং যথার্থ এব তন্মাহাত্ম্যে সত্যপি যত্র সম্প্রতি তত্তদ্ভজনফলোদয়ো ন দৃশ্যতে, কুত্রচিচ্ছাস্ত্রে চ পুরাতনানামপ্যন্যথা শ্রূয়তে, তত্র নামার্থবাদ-কল্পনা-বৈষ্ণবানাদরাদয়ো দুরন্তা অপরাধা এব প্রতিবন্ধ-কারণং বক্তব্যম্। অতএবোক্তং শ্রীশৌনকেন, (ভা: ২।৩।২৪) —

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং, যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥" ইতি;

যথা প্রায়শ আধুনিকানাম্।

যথা বা (ভা: ১০।৬৪।২৫) —

"ব্রহ্মণ্যস্য বদান্যস্য তব দাসস্য কেশব।
স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ॥" ইতি।

তদুক্তরীত্যাধ্যবসিত-ভক্তেরপি নৃগস্য (ভা: ৬।৩।২৯) **"জিহ্বা ন বক্তি"** ইত্যাদি শ্রীযমবাক্যবিরুদ্ধং যমলোকগমনং প্রাপ্তবতো বিনা চার্থবাদ-কল্পনাময়ং ভাবং শ্রুতশাস্ত্রস্যাপি তস্য সত্যাং তাদৃশ-মাহাত্ম্যায়াং ভক্তৌ শ্রীমদম্বরীষাদিবৎ সেবাগ্রহং পরিত্যজ্য দানকর্মাগ্রহো ন স্যাৎ।

তাদৃশাপরাধে ভক্তিস্তম্ভশ্চ শ্রূয়তে; যথা পাদ্মে নামাপরাধভঞ্জন-স্তোত্রে, —

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।" ইতি;

দেহাদি-লোভার্থং যে পাষণ্ডা গুর্ব্ববজ্ঞাদি-দশাপরাধযুক্তাস্তন্মধ্যে ইত্যর্থঃ। স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে —

"পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি। প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাবমানিতে॥" ইতি;
স্কান্দ এবান্যত্র মার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে, —

দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ সম্মুখে নোপযাতি হি। ন গৃহ্লাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশবার্ষিকীম্॥
দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চয়েৎ। দেহিনস্তস্য পাপস্য ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ॥ ইতি;

এবং বহূন্যেবাপরাধান্তরাণ্যপি দৃশ্যন্তে। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৩।১৮।৫১-৮৫) শতধনুর্নাম্নো রাজ্ঞো ভগবদারাধন-তৎপরস্যাপি (তদুপলক্ষিত-বুদ্ধর্ষভ-দত্তাত্রেয়াদ্যুপাসক-সাত্বতশাস্ত্র-তদুদ্দিষ্ট-শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবপূজনবিরোধি-নগ্নপাষণ্ডিসংজ্ঞক) বেদ-বৈষ্ণব-নিন্দকাল্পসম্ভাষয়ৈব কুক্কুরাদি-(ক্রমেণ কুক্কুর-শৃগাল-বৃক-গৃধ্র-কাক-ময়ূর)যোনিপ্রাপ্তিরুক্তা।

অতঃ (ভা: ১।২।১৬) "**শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য**" ইত্যাদৌ, (ব্র: সূ: ৪।১।১) "**আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ**" ইত্যাদৌ চ, পুরুষাণাং প্রায়ঃ সাপরাধত্বাভিপ্রায়েণৈবাবৃত্তিবিধানম্। সাপরাধানামাবৃত্ত্যপেক্ষা চোক্তা পাদ্মে নামাপরাধভঞ্জন-স্তোত্রে নামোপলক্ষ্য —

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥" ইতি।
এতদপেক্ষয়ৈব ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রাদাবষ্টাদশাক্ষরাদেরাবৃত্তিবিধানম্; যথা —

"ইদানীং শৃণু দেবি ত্বং কেবলস্য মনোর্বিধিম্। দশকৃত্বো জপেন্মন্ত্রমাপৎকল্পেন মুচ্যতে॥
সহস্রজপ্তেন তথা মুচ্যতে মহতৈনসা। অযুতস্য জপেনৈব মহাপাতকনাশনম্॥" ইত্যাদি।
তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নামোপলক্ষ্য —

"হনন্ ব্রাহ্মণমত্যন্তং কামতো বা সুরাং পিবন্। কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যহোরাত্রং সঙ্কীর্ত্য শুচিতামিয়াৎ॥" ইত্যাদি;

অত্রাপরাধালম্বনত্বেনৈব বর্তমানানাং পাপবাসনানাং সহৈবাপরাধেন নাশ ইতি তাৎপর্য্যম্। এতাদৃশ-প্রতিবন্ধাপেক্ষয়ৈবোক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্মে, —

"রাগাদিদূষিতং চিত্তং নাস্পদং মধুসূদনে। বধ্নাতি ন রতিং হংসঃ কদাচিৎ কর্দমাম্বুনি॥
ন যোগ্যা কেশবং স্তোতুং বাগ্দুষ্টা চানৃতাদিনা। তমসো নাশনায়ালং নেন্দোর্লেখা ঘনাবৃতা॥" ইতি;
সিদ্ধানামাবৃত্তিস্তু প্রতিপদমেব সুখবিশেষোদয়ার্থা।

অসিদ্ধানামাবৃত্তিনিয়মঃ ফলপর্য্যাপ্তিপর্য্যন্তঃ; — তদন্তরায়েঽপরাধাবস্থিতিবিতর্কাৎ; যতঃ (১) কৌটিল্যম্, (২) অশ্রদ্ধা, (৩) ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবক-বস্ত্বন্তরাভিনিবেশঃ, (৪) ভক্তি-শৈথিল্যম্, (৫) স্বভক্ত্যাদিকৃতাভি-মানিত্বমিত্যাদীনি মহৎসঙ্গাদি-লক্ষণ-ভক্ত্যাপি নিবর্ত্তয়িতুং দুষ্করাণি চেত্তর্হি তস্যাপরাধস্যৈব কার্য্যাণি তান্যেব চ প্রাচীনস্য তস্য লিঙ্গানি।

অতএব (১) কুটিলাত্মনামুত্তমমপি নানোপচারাদিকং নাঙ্গীকরোতি ভগবান্ যথা দূত্যগতো দুর্যোধনস্য। আধুনিকানাঞ্চ শ্রুতশাস্ত্রাণামপ্যপরাধদোষেণ শ্রীভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্ভক্তাদিষু চান্তরা-নাদরাদাবপি সতি বহিস্তদর্চনাদ্যারম্ভঃ কৌটিল্যম্। অতএবাকুটিলমূঢ়ানাং ভজনাভাসাদিনাপি কৃতার্থত্ব-মুক্তম্। কুটিলানাং তু ভক্ত্যনুবৃত্তিরপি ন সংভবতীতি স্কান্দে শ্রীপরাশরবাক্যে দৃশ্যতে, —

"ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্। ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্তনং স্মরণং তথা ॥" ইতি; এতদপেক্ষয়োক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্মে, —

"সত্যং শতেন বিঘ্নানাং সহস্রেণ তথা তপঃ। বিঘ্নায়ুতেন গোবিন্দে নৃণাং ভক্তির্নিবার্য্যতে ॥" ইতি। অতএবাহ, (ভা: ৩।১৯।৩৬) —

(১৮১) **"তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ।**
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ ॥"

স্পষ্টম্ ॥ শ্রীসূতঃ ॥**১৫৭**॥

শুদ্ধভক্তির আভাসের কথা আর কি বলিব! অপরাধরূপে প্রতীয়মান ভক্ত্যাভাসেরও মহাপ্রভাব দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুধর্মগ্রন্থে ভগবন্মন্ত্রদ্বারা আত্মরক্ষাকারী কোন এক ব্রাহ্মণের প্রতি রাক্ষসের উক্তি এইরূপ —

"হে বিপ্র! আমি আপনাকে ভক্ষণ করিতে আসিয়া আপনার প্রযুক্ত রক্ষামন্ত্রদ্বারা নিরস্ত হইয়াছি। পরন্তু এই রক্ষামন্ত্রের সংস্পর্শহেতু আমার চিত্তে সম্যগ্‌ভাবেই বিচারবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। এই রক্ষামন্ত্র কি? এবং এই রক্ষামন্ত্রের পরম আশ্রয় কি? — তাহা যদিও আমি জানি না, তথাপি ইহার সঙ্গলাভহেতু আমার পরম বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে।"

বিষ্ণুধর্মাদিগ্রন্থে এরূপ আরও উদাহরণ দেখা যায় যে — একদা একটি মূষিকা ভগবন্মন্দিরস্থিত প্রদীপের তৈল পান করিবার সময়ে দৈবক্রমে তাহার মুখস্পর্শে প্রদীপের বর্তিকাটির ঊর্ধ্বগতি হওয়ায় তাহা প্রজ্বলিত হয় এবং উহাদ্বারা মূষিকাটির মুখ দগ্ধ হওয়ায় তাহার মৃত্যু হয়। অনন্তর পরজন্মে সে কোন দেশের রাণী হইয়া জন্মলাভ করে। তখন শ্রীভগবানের মন্দিরে দীপদানাদি লক্ষণময়ী ভক্তিতে তাহার নিষ্ঠালাভ ঘটে এবং মৃত্যুর পর পরমপদপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্যে দেখা যায় — জন্মাষ্টমী-ব্রতপালনকারিণী দাসীর সহিত দুঃসঙ্গ করিয়াও কোন ব্যক্তির উক্ত ব্রতপালনের ফল লাভ হইয়াছিল।

এইরূপ, বৃহন্নারদীয় গ্রন্থেও উল্লেখ রহিয়াছে — কোন এক ব্যক্তি শ্রীভগবানের মন্দিরে দুষ্কার্য করিবার জন্যই মন্দিরটিকে মার্জন করিয়া উত্তমগতি লাভ করিয়াছিল। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞানেরও এরূপ প্রভাব দেখা যায় না।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে — "যে ব্যক্তি বিষয়ানুরক্তদশায় 'আমি ব্রহ্ম' এরূপ উচ্চারণ করে, সেই পাপকারী সহস্রবার গর্ভযন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়।" অনন্তর একবারমাত্র অল্পপ্রয়াসের সহিত ভক্তির অনুষ্ঠানেও শ্রীভগবানের বশীকরণ সিদ্ধ হয়।

এবিষয়ে ব্রহ্মপুরাণে শিববাক্য — "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে (অর্থাৎ তাঁহার বিগ্রহকে) দর্শন করিলে তিনিও প্রত্যহ সেই দর্শককে দর্শন করেন, তাঁহাকে আশ্রয় করিলে তিনিও প্রতিদানে সেই আশ্রয়কারীকে আশ্রয় করেন; এমনকি তাঁহার অর্চনা করিলে তিনিও সেই অর্চনকারীর অর্চনা করেন।"

বিষ্ণুধর্মোত্তরেও উক্ত হইয়াছে — "ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ একটিমাত্র তুলসীদল এবং এক গণ্ডূষজলের বিনিময়েই ভক্তগণের নিকট আত্মবিক্রয় করেন।" অজামিলপ্রভৃতির স্থলে ভক্তির এরূপ মাহাত্ম্যসমূহ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অতএব এইসকলকে কেবলমাত্র প্রশংসাবাদ মনে করা যায় না। এবিষয়ে শ্রীভগবন্নামকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থে যুক্তিসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ — শ্রীভগবানের নামবিষয়ে অর্থবাদ কল্পনা করিলে (অর্থাৎ নামের

এইসকল মাহাত্ম্য বস্তুতঃ নাই, কেবলমাত্র প্রশংসারূপেই এইসকল উক্ত হইয়াছে, এরূপ কল্পনা করিলে), ইহাতে দোষের কথাও শোনা যায়। পদ্মপুরাণে দশবিধ নামাপরাধগণনপ্রসঙ্গে "এইরূপ হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ হরিনামের মাহাত্ম্যবর্ণনকে প্রশংসাবাক্য মনে করাও একটি অপরাধ" — এরূপ বলা হইয়াছে। কাত্যায়নসংহিতায় বলিয়াছেন — "যে ব্যক্তি শ্রীহরিনামে অর্থবাদের কল্পনা করে, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই নরকে পতিত হয়।"

ব্রহ্মসংহিতায় বৌধায়নের প্রতি শ্রীপরমেশ্বরের এরূপ উক্তিও বর্ণিত হইয়াছে — "যে মানব আমার নামকীর্তনের বিবিধ ফল শ্রবণ করিয়াও উহার প্রতি বিশ্বাস করে না, পরন্তু উহাকে অর্থবাদ মনে করে, আমি তাহার দেহকে সংসারের বিবিধ ঘোরপীড়ায় নিপীড়িত করিয়া তাহাকে এসংসারে দুঃখরাশিতেই নিক্ষেপ করি।"

অতএব নামের অনুসন্ধান যাহাদের অন্তর্ভূত রহিয়াছে এরূপ অন্যান্য ভগবদ্ভজনসমূহের মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও অর্থবাদ মনে করিলে দোষই হইয়া থাকে।

এরূপে যথার্থতই ভগবদ্ভজনের মাহাত্ম্য সিদ্ধ হইলেও সম্প্রতি যেস্থলে সেইসকল বিভিন্ন ভজনের ফলসিদ্ধি দেখা যাইতেছে না কিংবা **কোন শাস্ত্রে প্রাচীন উপাসকগণেরও ঐরূপ অন্যথা ভাব (অর্থাৎ উপাসনাসত্ত্বেও ফলের অপ্রাপ্তি) শোনা যায়, সেস্থলে নামমাহাত্ম্যবর্ণনায় অর্থবাদকল্পনা, বৈষ্ণবে অনাদর প্রভৃতি দুরন্ত অপরাধসমূহকেই প্রতিবন্ধক জানিতে হইবে।**

অতএব শ্রীশৌনক বলিয়াছেন — "অহো! শ্রীহরির নামসমূহ বহুবার উচ্চারিত হইলেও যে চিত্ত বিকারযুক্ত হয় না — উহা প্রস্তরতুল্য কঠিন। আর, যখন হৃদয়ের বিকার হয়, তখন নেত্রে জল এবং রোমসমূহে হর্ষ অর্থাৎ রোমাঞ্চ হয়।"

প্রায়শঃ আধুনিকগণের এরূপ অবস্থা দেখা যায়। অথবা —

"হে কেশব! আমি ব্রাহ্মণগণের ভক্ত ও বদান্যস্বরূপ আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী দাস বলিয়া অদ্যাবধি আমার পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই।"

এই বাক্যদ্বারা যাঁহার ভগবদ্ভক্তি নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, সেই নৃগনরপতির মৃত্যুর পর যমলোকপ্রাপ্তি দেখা যায় বলিয়া — "যাহার জিহ্বা শ্রীহরির গুণ ও নাম উচ্চারণ করে না, সেই বিষ্ণুকৃত্যের অকরণকারী অসদ্ব্যক্তিগণকেই এস্থানে আনয়ন করিবে" — এই যমবাক্য বিরুদ্ধই হয়। এঅবস্থায় ভক্তিসম্বন্ধে অর্থবাদ-কল্পনাই যে তাঁহার যমলোকপ্রাপ্তির কারণ — ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা শাস্ত্রশ্রবণ এবং তাদৃশমাহাত্ম্যযুক্তা ভক্তির বিদ্যমানতাসত্ত্বেও শ্রীঅম্বরীষপ্রভৃতির ন্যায় ভগবৎসেবায় আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দানকর্মে আগ্রহ হইত না (অর্থাৎ রাজা নৃগ ভক্তিমান্ হইয়াও ভক্তির মাহাত্ম্যবর্ণনকে অর্থবাদমাত্র মনে করিয়া ভগবৎসেবার পরিবর্তে দানকর্মেই রত হইয়াছিলেন।)

তাদৃশ অপরাধস্থলে ভক্তির স্তব্ধতাও শোনা যায়। যথা — পদ্মপুরাণে নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে — "হে বিপ্র! শ্রীভগবানের একটিমাত্র নামও যাহার বাগিন্দ্রিয়ে উচ্চারিত, স্মরণপথগত অথবা কর্ণপ্রান্তে উপস্থিত হয়, তাহা শুদ্ধই হউক, বা অশুদ্ধবর্ণযুক্তই হউক, ব্যবধানরহিত হইলে নিশ্চয়ই লোককে উদ্ধার করে। পরন্তু তাহা যদি দেহ, ধন বা জনসমূহের প্রতি লোভবশতঃ যাহারা পাষণ্ড তাহাদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত (প্রদত্ত) হয়, তাহা হইলে সত্বর ফলজনক হয় না।"

দেহাদিবিষয়ে লোভের জন্য যাহারা পাষণ্ড অর্থাৎ গুরুর অবজ্ঞাদিরূপ দশ-অপরাধযুক্ত, তাহাদের মধ্যে — ইহাই অর্থ।

স্কন্দপুরাণে প্রহ্লাদসংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে — "বৈষ্ণবের অবমাননা করিলে বিশ্বাত্মা ভগবান্ শতজন্মের আরাধনায়ও প্রসন্ন হন না।"

স্কন্দপুরাণেই অন্যত্র মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ সংবাদে উক্ত হইয়াছে— "যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়াও তাঁহার নিকটে গমন করে না, শ্রীহরি তাহার দ্বাদশবার্ষিকী পূজাও গ্রহণ করেন না। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত ও ব্রাহ্মণকে দর্শনপূর্বক নমস্কারদ্বারা অর্চনা করে না, শ্রীহরি তাহার সেই পাপের ক্ষমা করেন না।"

এইরূপ আরও অন্যান্য বহু অপরাধ দেখা যায়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে— শতধনুনামক এক রাজা শ্রীভগবানের আরাধনায় তৎপর হইলেও (তদুপলক্ষিত বুদ্ধ, ঋষভ, দত্তাত্রেয়াদির উপাসক সাত্ত্বতশাস্ত্র ও তদুদ্দিষ্ট শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পূজনবিরোধী নগ্ন পাষণ্ডিসংজ্ঞক) বেদ ও বৈষ্ণব-নিন্দাকারী ব্যক্তির সহিত অল্পমাত্র সম্ভাষণ হেতুই কুক্কুরাদিযোনি অর্থাৎ ক্রমশঃ কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, গৃধ্র, কাক ও ময়ূর যোনি প্রাপ্তি বিষয় উক্ত হইয়াছে।

অতএব— "পুণ্যতীর্থের সেবাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষগণের সেবাদ্বারা শ্রবণেচ্ছু শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের বাসুদেবের কথায় রুচি উৎপন্ন হয়"— এই শ্লোকে এবং "শাস্ত্রে আবৃত্তির (পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের) উপদেশ থাকায় বারংবার আবৃত্তি (অর্থাৎ শ্রবণাদির অভ্যাস) করা কর্তব্য" এই ব্রহ্মসূত্রেও—

সাধারণতঃ মানবগণ প্রায়শঃ অপরাধযুক্ত বলিয়াই আবৃত্তির বিধান হইয়াছে (অন্যথা নিরপরাধ ব্যক্তিগণের একবারমাত্র শ্রবণাদিদ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হয়)। পদ্মপুরাণে নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে নামকে উপলক্ষ্য করিয়া অপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষেই নামের আবৃত্তির অপেক্ষা উক্ত হইয়াছে। যথা— "নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ নামসমূহই হরণ করেন এবং নিরন্তর প্রযুক্ত হইলে সেই নামসমূহই সে ব্যক্তির প্রয়োজনসাধক হন।"

এইরূপ অপরাধকারিগণকে উদ্দেশ্য করিয়াই ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রাদিতে অষ্টাদশাক্ষরাদিযুক্ত মন্ত্রের আবৃত্তির বিধান লক্ষিত হয়। যথা—

"হে দেবি! ইদানীং তুমি কেবল মন্ত্রের বিধি শ্রবণ কর। দশবার করিয়া মন্ত্র জপ করিলে সাধক আপদ্ মার্গ হইতে মুক্ত হয়। সহস্রবার জপ করিলে মহাপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং দশসহস্রবার জপ করিলে মহাপাতক বিনষ্ট হয়।" ইত্যাদি।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীনামকে উপলক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিয়াছেন— "ব্রহ্মহত্যা অথবা ইচ্ছাপূর্বক সুরাপান করিয়াও মানব অহোরাত্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এরূপ সঙ্কীর্তন করিয়া শুদ্ধিলাভ করে।" ইত্যাদি।

এস্থলে অপরাধের আলম্বন(আশ্রয় বা মূল অধিষ্ঠান)রূপে বিদ্যমান যে-পাপবাসনাসমূহ, সেসকলও পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানদ্বারা অপরাধের সহিতই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়— ইহাই তাৎপর্য।

এজাতীয় প্রতিবন্ধক প্রায়শঃ থাকে বলিয়াই বিষ্ণুধর্মে এরূপ বলিয়াছেন—

"বিষয়ানুরাগাদিদ্বারা দূষিত চিত্ত শ্রীমধুসূদনের অধিষ্ঠান হইতে পারে না; হংস কখনও কর্দমাক্ত জলে অনুরক্ত হয় না। মিথ্যাভাষণাদিদ্বারা দূষিত বাগিন্দ্রিয় কেশবের স্তুতি করিতে সমর্থ হয় না। মেঘাচ্ছন্না চন্দ্রকলা কখনও অন্ধকারনাশের যোগ্য হয় না।"

সিদ্ধপুরুষগণও যে নামাদির বারংবার আবৃত্তি করেন, তাহা প্রতিপদে সুখবিশেষের উদয়হেতুই বুঝিতে হইবে। অসিদ্ধগণের পক্ষে ফলপ্রাপ্তির অন্তরায়রূপে অপরাধ রহিয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই ফলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত আবৃত্তির নিয়ম জানিতে হইবে। যেহেতু (১) কুটিলতা, (২) অশ্রদ্ধা, (৩) ভগবন্নিষ্ঠার বিচ্যুতিকারক ইতরবস্তুতে অভিনিবেশ, (৪) ভক্তিবিষয়ে শৈথিল্য এবং (৫) নিজ ভক্ত্যাদির অনুষ্ঠানমূলক অভিমান— এইসকল যদি মহাপুরুষগণের সঙ্গাদিরূপ ভক্তিদ্বারাও নিবারণ করা দুষ্কর হয়, তাহা হইলে উহা অপরাধেরই কার্য বলিয়া জানিতে হইবে এবং এইসমস্তই তাহার প্রাচীন অপরাধের লক্ষণ হইয়া থাকে।

অতএব (১) কুটিলচিত্ত ব্যক্তিগণের নানাবিধ উত্তম উপচারাদিও শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন না। যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দূতের কার্য করিতে যাইয়া কুটিলচিত্ত দুর্যোধনের আতিথ্য স্বীকার করেন নাই। বর্তমান সময়েও যাহারা শাস্ত্রশ্রবণ করিয়াও অপরাধদোষে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরু এবং ভগবদ্ভক্তাদির প্রতি আন্তরিক অনাদরসত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের অর্চনার আড়ম্বর প্রকাশ করে, তাহাদের এইরূপ আচরণ কৌটিল্যরূপেই জ্ঞাতব্য।

অতএব শাস্ত্রে অকুটিল মূঢ়গণের ভজনের আভাসাদিদ্বারাও কৃতার্থতা উক্ত হইয়াছে; পরন্তু কুটিলচিত্তগণের ভগবদ্বিষয়ে ভক্তির অনুসরণ সম্ভব হয় না — ইহা স্কন্দপুরাণে শ্রীপরাশরবাক্যে দৃষ্ট হয়; যথা — "অপুণ্যবান্ কুটিলচিত্ত মূঢ়গণের শ্রীগোবিন্দের প্রতি ভক্তি এবং তাঁহার কীর্তন ও স্মরণ হয় না।"

এইরূপ অপরাধের সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্মে বলিয়াছেন —

"মানবগণের শত বিঘ্নদ্বারা সত্যনিষ্ঠা, সহস্র বিঘ্নদ্বারা তপস্যার নিষ্ঠা এবং দশসহস্র বিঘ্নদ্বারা শ্রীগোবিন্দের ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

অতএব উক্ত হইয়াছে —

*(১৮১) "অনন্যাশ্রয় সরলচিত্ত মানবগণের সুখারাধ্য এবং অসাধুগণের দুরারাধ্য সেই শ্রীহরির সেবা কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি না করে?" ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইহা শ্রীসূতের উক্তি ॥**১৫৭**॥*

যথৈব ভগবদ্ভক্তা অপ্যকুটিলাত্মনোঽজ্ঞাননুগৃহ্ণন্তি, ন তু কুটিলাত্মনো বিজ্ঞানিতি দৃশ্যতে; যথা (ভা: ১১।৫।৪, ৫) —

(১৮২) "**দূরে-হরিকথাঃ কেচিদ্দূরে-চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।**
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্॥"
(১৮৩) "**বিপ্রো রাজন্য-বৈশ্যৌ বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।**
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ॥"

টীকা চ — "তত্র যেঽজ্ঞাস্তে ভবদ্বিধানামনুগ্রাহ্যা ইত্যাহ, — **দূর** ইতি; দূরে হরিকথা-শ্রবণং যেষাং তে; অতএব দূরে **চাচ্যুতকীর্ত্তনং** যেষাং তে; দূরে **অচ্যুতকীর্ত্তনাশ্চে**তি বা। জ্ঞানলব-দুর্বিদগ্ধাস্ত্ব-চিকিৎস্যত্বাদুপেক্ষ্যা ইত্যাশয়েনাহ, — **বিপ্র** ইতি" ইত্যেষা॥ শ্রীচমসো নিমিম্॥**১৫৮**॥

শ্রীভগবানের ভক্তগণও সরলচিত্ত অজ্ঞগণকে অনুগ্রহ করেন, পরন্তু কুটিলচিত্ত বিজ্ঞগণকে অনুগ্রহ করেন না — ইহাই দেখা যায়। যথা —

(১৮২) "যেসকল স্ত্রী ও শূদ্রাদি নীচ জন শ্রীহরিকথা-শ্রবণ ও শ্রীঅচ্যুতমাহাত্ম্যকীর্তন হইতে দূরে অবস্থিত, তাদৃশ সকলেই আপনাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণের কৃপার পাত্র।

(১৮৩) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রৌত জন্মলাভ করিয়া শ্রীহরির ভজনদ্বারা তাঁহার পাদপদ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হইলেও বেদবাদরত হইয়া স্বর্গাদি ফললাভের আশায় মুগ্ধ হইয়া থাকেন।"

টীকা *— "তন্মধ্যে যাহারা অজ্ঞ তাহারা ভবাদৃশ মহাপুরুষগণের অনুগ্রহের যোগ্য — 'দূরে হরিকথাঃ' ইত্যাদি বাক্যে ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীহরিকথাশ্রবণ যাহাদের হইতে দূরে থাকে তাহারা, কিংবা শ্রীঅচ্যুতকীর্তন যাহাদের হইতে দূরে তাহারা, জ্ঞানলেশমাত্রদ্বারা যাহারা ভ্রান্তমতি তাহারা বস্তুতঃ চিকিৎসার অযোগ্য বলিয়া উপেক্ষারই যোগ্য — ইহাই 'বিপ্র' ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে।" (এপর্যন্ত টীকা)। ইহা নিমির প্রতি শ্রীচমসের উক্তি ॥**১৫৮**॥*

(২) অথাশ্রদ্ধা — দৃষ্টে শ্রুতেঽপি তন্মহিমাদৌ বিপরীত-ভাবনাদিনা বিশ্বাসাভাবো যথা(মহাভা: উদ্যম-প: ১৩১। ৪-১৬) — দুর্যোধনস্যৈব বিশ্বরূপদর্শনাদাবপি। অতএব যথা(ভা: ১।১।১৪) "**আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্**" ইত্যাদি শ্রীশৌনকস্য তথা (বি: পু: ১।১৭।৪৪) "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ" ইতি শ্রীপ্রহ্লাদস্যানুভবসিদ্ধম্, ন তথা সর্বেষাম্। ঈদৃশমানুষঙ্গিকং ফলং তু শুদ্ধভক্তে-র্ভগবন্মহিম-খ্যাপনেচ্ছা যদি স্যাৎ, তদৈবেষ্যতে; ন তু স্বরক্ষণায় স্বমহিম-দর্শনায় বা; যথৈবোক্তম্ তত্রৈব (১।১৭।৪৪) —

"দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ, শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং, জনার্দনানুস্মরণানুভাবঃ ।।" ইতি।

শ্রীপরীক্ষিৎপ্রভৃতিভিস্তু তদপি নেষ্টম্; যথা (ভা: ১।১৯।১৫) –

(১৮৪) **"দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা, দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ"** ইতি; স্পষ্টম্ ।। রাজা ।।**১৫৯**।।

(২) অনন্তর অশ্রদ্ধা উক্ত হইতেছে। শ্রীভগবানের মহিমাপ্রভৃতি দর্শন এবং শ্রবণ করিয়াও বিপরীত ভাবনাদিবশতঃ তদ্‌বিষয়ে বিশ্বাসের অভাব দেখা যায়, উহারই নাম অশ্রদ্ধা; যেমন, বিশ্বরূপপ্রভৃতি দর্শন করিয়াও দুর্যোধনের তৎপ্রতি বিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। অতএব – 'ঘোরতর সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া অবশভাবেও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে জীব সদাই তাহা হইতে বিমুক্ত হয়' – ইত্যাদি বাক্যে শ্রীশৌনকের এবং 'বজ্রের অগ্রভাগের ন্যায় কঠিন গজদন্তসমূহ' ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণবাক্যে শ্রীপ্রহ্লাদের অনুভবসিদ্ধ যে ভগবন্মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে, সকলের পক্ষে উহা সেরূপ অনুভবসিদ্ধ হয় না। শুদ্ধভক্তগণের যদি শ্রীভগবানের মহিমাপ্রচারের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলেই তাঁহারা ভক্তির এজাতীয় আনুষঙ্গিক ফল ইচ্ছা করেন, পরন্তু নিজের রক্ষা বা নিজের মহিমা দর্শনের জন্য তাঁহারা তাদৃশ ফল ইচ্ছা করেন না।

বিষ্ণুপুরাণে এরূপই উক্ত হইয়াছে – "বজ্রের অগ্রভাগের ন্যায় কঠিন গজদন্তসমূহ আমার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়াই যে ভগ্ন হইল, ইহা আমার বল নহে; পরন্তু মহাবিপত্তিবিনাশন শ্রীহরির স্মরণেরই ইহা প্রভাব।"

পরন্তু শ্রীপরীক্ষিৎপ্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীভগবানের মহিমাপ্রচারের ইচ্ছায়ও ঐরূপ আনুষঙ্গিক ফল ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার উক্তি এইরূপ –

(১৮৪) "অভিশাপদানকারী ব্রাহ্মণকর্তৃক প্রেরিত মায়াবী তক্ষক আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক। হে মুনিগণ! আপনারা শ্রীহরিকথা কীর্তন করিতে থাকুন।"।।১৫৯।।

অতএবাধুনিকেষু মহানুভাব-লক্ষণবৎসু তদদর্শনেঽপি নাবিশ্বাসঃ কর্তব্যঃ। কুত্রচিদ্ভগবদুপাসনা-বিশেষেণৈব তাদৃশমানুষঙ্গিকং ফলমুদয়তে; যথা (ভা: ৪।৮।৭৯) –

(১৮৫) **"যদৈকপাদেন স পার্থিবাত্মজ, -স্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠ-নিপীড়িতা মহী।
ননাম তত্রার্দ্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা, তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে ।।"**

অত্র সর্বাত্মকতয়ৈব বিষ্ণুসমাধিনা তাদৃক্ ফলমুদিতম্। এতাদৃশ্যুপাসনা চাস্য ভাবি-জ্যোতির্মণ্ডলাত্মক-বিশ্বচালন-পদোপযোগিতয়োদিতেতি জ্ঞেয়ম্ ।। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ।।**১৬০**।।

(বস্তুতঃ এস্থলে শ্রীভগবানের মহিমা প্রচারাদির জন্যও রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহার কোনরূপ প্রভাব প্রকাশ কামনা করেন নাই)।

অতএব, মহানুভবের লক্ষণযুক্ত আধুনিক ভক্তগণের মধ্যে ভক্তির তাদৃশ আনুষঙ্গিক ফল দেখা না গেলেও অবিশ্বাস করা উচিত নহে। কোন স্থলে শ্রীভগবানের বিশেষ উপাসনা হইতেই তাদৃশ আনুষঙ্গিক ফল উদিত হয়। যথা –

(১৮৫) "কোন সাধারণ নৌকায় গজরাজ আরোহণ করিলে পর্যায়ক্রমে উহার বাম ও দক্ষিণপদের বিন্যাসদ্বারা নৌকার বাম ও দক্ষিণভাগ যেরূপ অর্ধনমিত হয়, সেইরূপ রাজনন্দন ধ্রুব তপস্যাকালে যে সময়ে একপদে দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন তাঁহার পদের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পীড়িতা হইয়া পৃথিবীও অর্ধনমিত হইয়াছিল।"

এস্থলে, ধ্রুব সর্বাত্মক শ্রীবিষ্ণুর সমাধিতে রত হওয়ায়ই তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠভরে পৃথিবীর অর্ধাবনতিরূপ ফলের উদয় হইয়াছিল। আর, তিনি ভবিষ্যতে জ্যোতির্মণ্ডলাত্মক বিশ্বের পরিচালকত্বরূপ যে পদ প্রাপ্ত হইবেন, উহার উপযোগিরূপেই এতাদৃশী উপাসনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল — ইহা বুঝিতে হইবে। ইহা শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥১৬০॥

অথ (৩) ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবক-বস্ত্বন্তরাভিনিবেশো যথা (ভা: ৫।৮।২৬) —

(১৮৬) **"এবমঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ো মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধ-কর্মণা যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিতঃ স যোগতাপসো ভগবদারাধনলক্ষণাচ্চ"** ইতি;

স শ্রীভরতঃ। অত্রৈবং চিন্ত্যম্। ভগবদ্ভক্ত্যন্তরায়কং সামান্যং প্রারব্ধকর্ম ন ভবিতুমর্হতি, দুর্বলত্বাৎ; ততঃ প্রাচীনাপরাধাত্মকমেব তল্লভ্যতে, (ভা: ৮।৪।৯) ইন্দ্রদ্যুম্নাদীনামিবেতি ॥ শ্রীশুকঃ ॥**১৬১**॥

(৩) অনন্তর, ভগবন্নিষ্ঠার বিচ্যুতিকারক ইতরবস্তুবিষয়ক অভিনিবেশ উক্ত হইতেছে। যথা —

(১৮৬) "এইরূপ অসম্ভব মনোবাসনায় আকুলচিত্ত সেই যোগতাপস মৃগশাবকরূপে প্রকাশিত নিজ প্রারব্ধ কর্মদ্বারা যোগানুষ্ঠান এবং ভগবদারাধনাকর্ম হইতেও স্খলিত হইয়াছিলেন।"

'সেই' — অর্থাৎ শ্রীভরত। এস্থলে চিন্তনীয় এই যে — সামান্য প্রারব্ধ কর্ম দুর্বল বলিয়া ভগবদ্ভক্তির বাধক হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রদ্যুম্নাদির ন্যায় এস্থলে শ্রীভরতেরও প্রাচীন অপরাধাত্মক প্রারব্ধকর্মই ভক্তির বাধকরূপে উপলব্ধ হইতেছে। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥১৬১॥

কেচিত্তু সাধারণস্যৈব প্রারব্ধস্য তাদৃশেষু ভক্তেষু প্রাবল্যং তদুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থং স্বয়ং ভগবতৈব ক্রিয়ত ইতি মন্যন্তে। সা(উৎকণ্ঠা)চ বর্ণিতা মৃগদেহং প্রাপ্তস্য তস্য; যথৈব শ্রীনারদস্য পূর্বজন্মনি জাতরতেরপি কষায়রক্ষণমাহ, (ভা: ১।৬।২২) —

(১৮৭) **"হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।**
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ॥"

স্পষ্টম্ ॥ শ্রীভগবান্ ॥**১৬২**॥

কেহ কেহ মনে করেন যে — তাদৃশ ভক্তগণের ভগবদ্বিষয়ে উৎকণ্ঠাবর্ধনের জন্য স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ই তাঁহাদের সাধারণ প্রারব্ধকর্মেরও প্রাবল্য জন্মাইয়া থাকেন। মৃগদেহপ্রাপ্ত শ্রীভরতের এরূপ উৎকণ্ঠা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ, পূর্বজন্মে শ্রীনারদের ভগবদ্বিষয়ে রতি উৎপন্ন হইলেও উৎকণ্ঠাবর্ধনের জন্যই শ্রীভগবান্ তাঁহার মধ্যে কষায় অর্থাৎ কামাদি মলের সংসর্গ রাখিয়াছিলেন। ইহাই উক্ত হইয়াছে —

(১৮৭) "অহো! তুমি এজন্মে ইহলোকে আর আমাকে দর্শন করিতে পারিবে না। যেহেতু যাহাদের কামাদি চিত্তমল বিনষ্ট হয় নাই, সেই কুযোগিগণের পক্ষে আমার দর্শন দুর্লভ।" অর্থ স্পষ্ট। ইহা শ্রীভগবানের উক্তি ॥১৬২॥

তদেবমপরাধহেতুক-তদভিনিবেশোদাহরণং গজেন্দ্রাদীনাং বিষয়াবস্থায়াং কার্য্যম্।

অথ (৪) ভক্তিশৈথিল্যম্; — যেনাধ্যাত্মিকাদি-সুখদুঃখনিষ্ঠৈবোল্লসতি। ভক্তিতৎপরাণাং তু তত্রানাদরো ভবতি; যথা সহস্রনামস্তোত্রে, —

"ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ভয়ঞ্চাপ্যুপজায়তে ॥" ইতি।

যা তু সৎসাধকস্য মনুষ্যদেহ-রিরক্ষিষা জায়তে, সাপ্যুপাসনাবৃদ্ধিলোভেন, ন তু দেহমাত্র-রিরক্ষিষয়েতি; ন তয়া চ ভক্তিতাৎপর্য্যহানিঃ। তদেবং বিবেকসামর্থ্যযুক্তস্যাপি ভক্তিতাৎপর্য-ব্যতিরেকগম্যং তচ্ছৈথিল্যং মধ্যে মধ্যে রুচ্যমাণয়া ভক্ত্যা যন্ন দূরীক্রিয়তে, তদপরাধালম্বনমেবেতি

গম্যতে। অতএবাপরাধানুমানাপ্রবৃত্তের্মূঢে চাসমর্থে চাল্পেন সিদ্ধিঃ সমর্থৈব। তত্র দীনদয়ালোঃ শ্রীভগবতঃ কৃপা চাধিকা প্রবর্ততে। কিন্তু বিবেকসামর্থ্যযুক্তে সম্প্রত্যপি যোঽপরাধাপাতো ভবতি, সোঽত্যন্ত-দৌরাত্ম্যাদেব। তদ্‌বিপরীতে তু নাতি-দৌরাত্ম্যাদিতি বিদুষঃ সমর্থস্য শতধনুষোঽন্তরায়োঽনন্তরবিহিত-ভগবদুপাসনস্যাপি যুক্ত এব (বি: পু: ৩।১৮।৫১-৮৫)। মূঢ়ানাং তু মূষিকাদীনামপরাধেঽপি সিদ্ধিস্তথৈব যুক্তা, — দৌরাত্ম্যাভাবেন ভজনস্বরূপপ্রভাবস্যাপরাধমতিক্রম্যোদয়াৎ।

অথ (৫) ভক্ত্যাদি-কৃতাভিমানিত্বঞ্চাপরাধকৃতমেব, — বৈষ্ণবাবমানাদি-লক্ষণাপরাধান্তর-জনকত্বাৎ; যথা দক্ষস্য প্রাক্তন-শ্রীশিবাপরাধেন প্রাচেতসত্বাবস্থায়াং শ্রীনারদাপরাধ-জন্মাপি দৃশ্যতে।

তদেবং যৎ সকৃদ্ভজনাদিনৈব ফলোদয় উক্তস্তদ্‌যথাবদেব, — যদি প্রাচীনোঽর্বাচীনো বাপরাধো ন স্যাৎ।

মরণে তু সর্বথা সকৃদেব যথাকথঞ্চিদপি ভজনমপেক্ষ্যতে। তত্র হি তস্যৈব সকৃদপি ভগবন্নাম-গ্রহণাদিকং জায়তে, — যস্য পূর্বত্র বাত্র বা জন্মনি সিদ্ধেন (কৃতেন) ভগবদারাধনাদিনা তদানীং স্বীয়প্রভাবং প্রকটয়তানন্তরমেব ভগবৎসাক্ষাৎকারো ভাব্যতে; (গী: ৮।৬) —

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" ইতি শ্রীগীতোপনিষদ্ভ্যঃ। ততোঽপরাধাভাবাত্তৎক্ষয়ার্থং ন তত্রাবৃত্ত্যপেক্ষা; — যথাজামিলস্য; ন তথা কৃত-তন্নামশ্রবণাদীনামপি যমদূতানাম্; যথান্বয়েনাহ, (ভা: ৬।২।৩২) —

(১৮৮) **"অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তম-দর্শনে।**
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি॥"

"পূর্বেণ **মঙ্গলেন** মহতা পুণ্যেন" ইতি টীকা চ॥**১৬৩**॥

এইরূপ অপরাধজনিত ইতরবস্তুবিষয়ক অভিনিবেশের উদাহরণ গজেন্দ্র প্রভৃতির বিষয়াবস্থায় জ্ঞাতব্য।

(৪) অনন্তর ভক্তিশৈথিল্য বলা হইতেছে। এই ভক্তিশৈথিল্যহেতু আধ্যাত্মিকাদি সুখদুঃখে নিষ্ঠাহেতুক উল্লাস হয়। পরন্তু ভক্তিপরায়ণগণের তদ্‌বিষয়ে অনাদরই ঘটিয়া থাকে। সহস্রনামস্তোত্রে এইরূপই বলিয়াছেন —

"বাসুদেবের ভক্তগণের কখনও অশুভ ঘটে না কিংবা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ভয়ও উৎপন্ন হয় না।"

কোন কোন সৎসাধকেরও যে মনুষ্যদেহরক্ষার ইচ্ছা হয়, তাহাও উপাসনাবৃদ্ধির লোভেই হয়, কেবলমাত্র দেহরক্ষার ইচ্ছায় নহে; এইহেতু তাহাদ্বারা ভক্তিনিষ্ঠতার হানি হয় না। অতএব, বিবেক-সামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তিরও ভক্তিনিষ্ঠতার অভাবদর্শনহেতু উহার মূলে যে ভক্তিশৈথিল্যের অনুমান করা যায়, মধ্যে মধ্যে ভক্তিরুচিদ্বারাও যে শৈথিল্য দূরীকৃত হয় না — অপরাধই তাহার (সেই শৈথিল্যের) অবলম্বনস্বরূপ — ইহা বোধগম্য হয়। অতএব অপরাধের সম্ভাবনার অভাবে তাদৃশ মূঢ় এবং অসমর্থ ব্যক্তির অল্প অনুষ্ঠানেই সিদ্ধি সঙ্গতই হয়। আর, তাদৃশ ব্যক্তির প্রতি দীনদয়ালু শ্রীভগবানের কৃপা সমধিকরূপেই প্রকাশিত হয়। এঅবস্থায় বিবেক এবং সামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তির ভজনকালেও যে অপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা অত্যন্ত দৌরাত্ম্যমূলক বলিয়াই জানিতে হইবে। পরন্তু মূঢ় ও অসমর্থ ব্যক্তির অতিদৌরাত্ম্য না থাকায় অপরাধ উপস্থিত হয় না। এইহেতুই (অর্থাৎ অতিদৌরাত্ম্যহেতুই) বিদ্বান্ ও সমর্থ শতধনুর পরবর্তী সময়ে ভগবদুপাসনার অনুষ্ঠানসত্ত্বেও বিঘ্নসঙ্ঘটন সঙ্গতই হয়। পক্ষান্তরে — মূঢ় মূষিকা প্রভৃতির অপরাধসত্ত্বেও সিদ্ধিলাভ যুক্তিযুক্তই। কারণ, তাহাদের দৌরাত্ম্য না থাকায় ভজনের স্বাভাবিক প্রভাবই তাহাদের তৎকালীন তৈলপানাদিজনিত অপরাধকে অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ করাইতে সমর্থ হইয়াছে।

(৫) এইরূপ, ভক্তির অনুষ্ঠানাদিকৃত অহঙ্কার রূপ যে দোষ, তাহাও অপরাধমূলকই হয়; কারণ তাহা বৈষ্ণবাবমাননাদিরূপ অন্যান্য অপরাধ ঘটাইয়া থাকে। যেরূপ, দক্ষের পূর্বজন্মে শ্রীশিবের প্রতি যে অপরাধ

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে প্রাচেতসরূপে জন্মগ্রহণের পরও শ্রীনারদের প্রতি অপরাধ ঘটিয়াছিল। এরূপ সিদ্ধান্তহেতু, একবারমাত্র ভজনাদিদ্বারাও যে ফলসিদ্ধির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা যথার্থই হয়, যদি পুরাতন কোন অপরাধ না থাকে, কিংবা নূতন কোন অপরাধ না ঘটে।

মরণকালে সর্বতোভাবে যেকোনরূপে একবার সাধনেরই অপেক্ষা রহিয়াছে। পরন্তু যাহার পূর্বজন্মে বা ইহজন্মে কৃত ভগবদারাধনাদি মরণকালে স্বীয় প্রভাব প্রকট করিয়া মরণের পরই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার ঘটাইয়া থাকে, মরণকালে তাদৃশ ব্যক্তিরই একবারমাত্রও নামগ্রহণাদি সম্ভব হয়। শ্রীগীতাশাস্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন—

"হে কুন্তীনন্দন! জীব মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সর্বদা তদ্‌বিষয়ের ভাবনা থাকায় মৃত্যুর পর সে সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।"

অতএব তাদৃশস্থলে অপরাধের অভাবহেতু পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। যেরূপ অজামিলের বারংবার শ্রীভগবানের নামগ্রহণ করিতে হয় নাই। পরন্তু যমদূতগণ শ্রীভগবানের নামশ্রবণাদিসত্ত্বেও মুক্ত হইতে পারে নাই। এইহেতুই অজামিল বলিয়াছিলেন—

(১৮৮) "যদিও আমি ইহজন্মে দুর্ভাগ্যযুক্ত, তথাপি এই দেবশ্রেষ্ঠগণের (অর্থাৎ বিষ্ণুদূতগণের) দর্শনলাভের উপযোগী পূর্বজন্মান্তরীয় মঙ্গল (মহাপুণ্য)ই রহিয়াছে; যে দর্শনদ্বারা আমার চিত্ত সুপ্রসন্ন হইয়াছে।"

***টীকা**— "শ্লোকস্থ 'মঙ্গল' পদে পূর্ববর্তী মহাপুণ্য উক্ত হইয়াছে।"॥১৬৩॥*

ব্যতিরেকেণাহ, (ভা: ৬।২।৩৩) —

(১৮৯) **"অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্বৃষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি॥"**

স্পষ্টম্॥**১৬৪**॥ অজামিলঃ॥**১৬৩-১৬৪**॥

ইহাই ব্যতিরেকক্রমে বলিয়াছেন—

(১৮৯) "অন্যথা (অর্থাৎ পূর্বজন্মের মহাপুণ্য না থাকিলে) শূদ্রা রমণীর পতি, অশুদ্ধচিত্ত আমার ম্রিয়মাণ অবস্থায় জিহ্বা কোনরূপেই ভগবান্ শ্রীনারায়ণের নাম উচ্চারণে সমর্থ হইতে পারে না।" অর্থ স্পষ্ট॥১৬৪॥ ইহা শ্রীঅজামিলের উক্তি॥১৬৩-১৬৪॥

যত্তু শ্রীভরতস্য মৃগশরীরং ত্যজতো নামানি গৃহীত্বাপি শরীরান্তরপ্রাপ্তিস্তত্রাপি সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রাপ্তিরেব, — তাদৃশানাং(মহাভাগবতানাং) হৃদি সদা তদাবির্ভাবাৎ। এবমজামিলস্য (শ্রীবিষ্ণুপার্ষদ-দর্শনানন্তরম্) পূর্বশরীরাবস্থিতাবপি জ্ঞেয়ম্। ততো মরণসময়ে সকৃদ্ভজনস্যানন্তরমেব কৃতার্থত্বপ্রাপণে ব্যভিচারো ন স্যাৎ। অতএবাহ, (ভা: ২।১।৬) —

(১৯০) **"এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥"**

টীকা চ — "**এতাবান্ এব** জন্মনো লাভঃ ফলম্; তমাহ, — **নারায়ণস্মৃতি**রিতি; সাংখ্যাদিভিঃ সাধ্য ইতি তেষাং স্বাতন্ত্র্যেণ লাভত্বং বারয়তি। **অন্তে তু স্মৃতিঃ পরো লাভঃ**; — ন তন্মহিমা বক্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ" ইত্যেষা। নামকৌমুদীকারৈশ্চান্তিম-প্রত্যয়োঽভ্যর্হিত ইত্যুক্তম্॥ শ্রীশুকঃ॥**১৬৫**॥

শ্রীভরতের মৃগদেহ ত্যাগ করিবার সময়ে শ্রীভগবানের নামসমূহ গ্রহণ করিয়াও যে আবার অন্য দেহপ্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহাতেও সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিই হইয়াছিল। কারণ তাদৃশ পুরুষগণের (মহাভাগবতগণের) চিত্তে সর্বদাই শ্রীভগবানের আবির্ভাব অনুভূত হয়। এইরূপ, শ্রীবিষ্ণুপার্ষদগণের দর্শনের পরও যে, অজামিলের পূর্বদেহ

বিদ্যমান ছিল, সেস্থানেও সর্বদা তাহার চিত্তে শ্রীভগবানের আবির্ভাবই ছিল। অতএব মরণসময়ে একবারমাত্র ভজন করিলে উহার পরেই যে উক্ত ভজন জীবকে কৃতার্থ করিয়া থাকে, এবিষয়ে কোন ব্যভিচার ঘটে না। অতএব বলিয়াছেন—

(১৯০) "পুরুষগণের সাংখ্য, যোগ ও স্বধর্মনিষ্ঠাদ্বারা মরণকালে যে শ্রীনারায়ণের স্মরণ ঘটে, এইমাত্রই জন্মের পরমলাভ।"

টীকা— 'এইমাত্রই জন্মের লাভ' অর্থাৎ ফল। তাহা কি ? তাহাই বলিতেছেন— নারায়ণের স্মরণ। সাংখ্যাদিদ্বারা ইহাই (শ্রীনারায়ণস্মরণই) সাধ্য হয়— এরূপ বলায় সাংখ্য প্রভৃতির স্বতন্ত্রভাবে লাভত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ সাংখ্য, যোগ ইত্যাদি জীবনের স্বতন্ত্র লাভ (ফল) নহে, পরন্তু ঐসকলদ্বারা অন্তিমকালে যে শ্রীভগবানের স্মরণ হয়, উহাই একমাত্র লাভ। অতএব উহার মহিমা বর্ণনযোগ্য নহে" (এপর্যন্ত টীকা)।

নামকৌমুদীকারও বলিয়াছেন যে, এস্থলে অন্তিমকালীন প্রত্যয় অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞানই সমাদৃত হইয়াছে। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥১৬৫॥

অতএবাজামিলস্যান্যদাপি পুত্রোপচারিতং নারায়ণ-নাম গৃহ্ণতঃ। "প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নাম-**স্মরণান্নৃণাম্**। সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥" ইতি পাদ্মে (যোগসারস্তোত্রে) দেবদ্যুতি-স্তুত্যনুসারেণ (ভা: ৫।৩।১২) "**জ্বর-মরণ-দশায়ামপি সকলকশ্মল-নিরসনানি তব গুণকৃত-নামধেয়ানি**" ইতি পঞ্চমোক্ত-গদ্যস্থিত-**অপি**-শব্দেন প্রথম-নাম-গ্রহণাদেব, ক্ষীণসর্বপাপস্যাপি (অজামিলস্য) মরণে যন্নামগ্রহণম্, তৎপ্রশংসৈব শ্রূয়তে। তত্রাপ্যাবৃত্ত্যা (পুনঃ পুনরুচ্চারণেন) (ভা: ৬।২।১৩)—

(১৯১) "**অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতিম্।**
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ ॥" ইত্যাদি;

অশেষ-শব্দোঽত্র বাসনা-পর্য্যন্তঃ; **অঘ**-শব্দশ্চাপরাধপর্যন্ত ইতি। অত্র মরণে সর্বেষাং দৈন্যোদয়োঽপি শ্রীভগবৎকৃপাতিশয়-দ্বারমিতি দ্রষ্টব্যম্। শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্ ॥**১৬৬**॥

অজামিল অন্য সময়েও পুত্রের নাম গ্রহণছলে নারায়ণের নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব— "মৃত্যুকালে, কিংবা অন্য সময়ে যাঁহার নামস্মরণহেতু মানবগণের পাপরাশি সদ্যই বিনষ্ট হয়, সেই চিদাত্মা শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করি"— পদ্মপুরাণে দেবদ্যুতির এই স্তুতিবাক্যানুসারে এবং "রোগ এবং মরণদশায়ও সকল পাপবিনাশক ভবদীয় গুণকৃত নামসমূহ আমাদের মুখে যেন উচ্চারিত হয়"— পঞ্চমস্কন্ধের এই গদ্যবাক্যস্থিত 'অপি'(ও) শব্দদ্বারা, প্রথমনামগ্রহণেই সকল পাপের ক্ষয় জানা গেলেও, অজামিলের মরণকালীন যে নামগ্রহণ, তাহা প্রশংসারূপেই শ্রুত হয়। সেই প্রশংসাও বার বারই করা হইয়াছে। যথা—

(১৯১) "যেহেতু এই ব্যক্তি ম্রিয়মাণ অবস্থায় শ্রীভগবানের নাম সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই ইঁহার অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। সুতরাং তোমরা ইহাকে লইয়া যাইতে পারিবে না।"

এস্থলে— 'অশেষ' শব্দে বাসনাপর্যন্ত এবং 'অঘ' শব্দে অপরাধ পর্যন্ত বুঝাইতেছে। মরণকালে সকলেরই যে দৈন্য উদিত হয়, ইহাও শ্রীভগবানের অতিশয় কৃপালাভেরই দ্বারস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে (অর্থাৎ এই দৈন্যকে দ্বাররূপে অবলম্বন করিয়াই তাদৃশ ব্যক্তির প্রতি শ্রীভগবানের কৃপার উদয় হয়)। ইহা যমদূতগণের প্রতি শ্রীবিষ্ণুদূতগণের উক্তি ॥১৬৬॥

তদেবমধিকারিবিশেষং প্রাপ্যৈব তত্তৎফলোদয়ো দৃষ্টঃ; যথৈব পূর্বমুদাহৃতম্; যথা চ জাতরুচিং (সাধনভক্তিযাজিনং) প্রাপ্য (ভা: ১১।৬।৪৪)—

(১৯২) **"তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীয়ূষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ ॥"**

অতএবোক্তম্, —

"ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্যং ন লোভো নাশুভা মতিঃ। ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তম ॥"
ইতি ॥ শ্রীমদুদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥**১৬৭**॥

এইরূপ অধিকারিবিশেষকে প্রাপ্ত হইয়াই যে নামশ্রবণাদির বিভিন্ন ফল উদিত হয়, ইহা দেখা যায়। পূর্বে এরূপ উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। জাতরুচি (সাধনভক্তিযাজী) ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া উঁহাদের ফলোদয়ের উদাহরণ যথা —

(১৯২) "হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার লীলাচরিত মানবগণের পরমমঙ্গলময় কর্ণসুধাস্বরূপ। লোকসমূহ তাহা আস্বাদন করিয়া অন্যবিষয়ের স্পৃহা ত্যাগ করে।"

*অতএব উক্ত হইয়াছে — "হে পুরুষোত্তম! পুণ্যকারী ভক্তগণের ক্রোধ, মাৎসর্য, লোভ বা অশুভবুদ্ধির উদয় হয় না।" ইহা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীমান্ উদ্ধবের উক্তি ॥**১৬৭**॥*

জাতপ্রেমাণং (ভক্তিসিদ্ধং মহাভাগবতং) প্রাপ্য (ভা: ১০।১।১৩) —

(১৯৩) **"নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥"**

স্পষ্টম্ ॥ শ্রীরাজা ॥**১৬৮**॥

জাতপ্রেম (ভক্তিসিদ্ধ মহাভাগবতকে) প্রাপ্ত হইয়া ভক্তির যে ফলোদয় হয়, তাহা বলিতেছেন —

*(১৯৩) "হে মুনিবর! আমি সম্প্রতি জলপানও ত্যাগ করিয়াছি, পরন্তু আপনার মুখপদ্মবিনির্গত শ্রীহরিকথামৃত পান করিতেছি বলিয়া এই অতিদুঃসহ ক্ষুধাও আমাকে পীড়াদান করিতেছে না।" অর্থ স্পষ্ট। ইহা মহারাজ শ্রীপরীক্ষিতের উক্তি ॥**১৬৮**॥*

ব্যাখ্যাতে যথাকথঞ্চিদ্ভজন-সম্যগ্ভজনাবৃত্তী।

তদেবং ভগবদর্পিতধর্মাদি-সাধ্যত্বাত্তাং (ভক্তিং) বিনান্যেষামকিঞ্চিৎকরত্বাৎ তস্যাঃ স্বত এব সমর্থত্বাৎ, স্বলেশেন স্বাভাসাদিনাপি সর্বেষামেব বর্ণানাং পরমার্থপর্য্যন্ত-প্রাপকত্বাৎ নিত্যত্বাচ্চ সাক্ষাদ্ভক্তিরূপং তৎসাম্মুখ্যমেবাত্রাভিধেয়ং বস্ত্বিতি স্থিতম্।

ইয়মেব কেবলত্বাদনন্যতাখ্যা, (গী: ৯।২২, ২৩) —

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥"

ইত্যব্যবহিত-বাক্যদ্বয়েঽন্বয়-ব্যতিরেকোক্ত্যানন্যত্বং নাম হ্যন্যোপাসন-রাহিত্যেন তদ্ভজনমুচ্যতে। ইত্থমেবাঙ্গীকৃতম্ (গী: ৯।৩০) — "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্" ইত্যাদৌ।

তস্যাশ্চ মহাদুর্বোধত্বং মহাদুর্লভত্বঞ্চোক্তম্ — (ভা: ৬।৩।১৯) **"ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং, ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ"** ইত্যাদৌ, (ভা: ৩।১৫।২৪) **"যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্নাঃ"** ইত্যাদৌ চ।

তদেবং তস্যাঃ শ্রবণাদিরূপায়াস্তৎসাক্ষাদ্ভক্তেঃ সর্ববিঘ্ননিবারণপূর্বক-সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রেমফলদত্বে স্থিতে পরমদুর্লভত্বে চ সত্যান্যকামনয়া চ নাভিধেয়ত্বম্; তথা চোক্তং চতুর্থে, (ভা: ৪।২৪।৫৫) —

"তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ ॥" ইতি।

তন্মাত্র-কামনায়াঞ্চ ভক্তেরেবাকিঞ্চনত্বমকামত্বঞ্চ সংজ্ঞাপিতম্, (ভা: ৫।৫।২৫) –

"মত্তোঽপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ, স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষা,-মকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্ ॥"

ইতি শ্রীঋষভদেববাক্যাৎ, (ভা: ২।৩।১০) **"অকামঃ সর্বকামো বা"** ইত্যাদেশ্চ। তথেয়মেবৈকান্তিতে-ত্যপ্যুচ্যতে, – (ভা: ৮।৩।২০) **"একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং, বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ"** ইতি গজেন্দ্র-বাক্যাৎ, (ভা: ৭।৯।৫৫) –

"এবং প্রলোভ্যমানোঽপি বরৈর্লোকপ্রলোভনৈঃ।
একান্তিত্বাদ্ভগবতি নৈচ্ছত্তানসুরোত্তমঃ ॥" ইতি শ্রীনারদবাক্যাচ্চ।

অতএবোক্তং গারুড়ে, –

"একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদেব পরায়ণাঃ। তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবতচেতসঃ ॥" ইতি।

এষৈবোপদিষ্টা শ্রীগীতোপনিষৎসু (১১।৫৪, ৫৫) –

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবম্বিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ। নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥" ইতি;

অত্র মৎকর্ম শ্রবণকীর্তনাদি; মৎপরমোঽহমেব পরমঃ সাধনত্বেন সাধ্যত্বেন চ যস্য, – অতএব মৎকর্মেতর-সাধনসাধ্যান্তররহিতস্ততঃ সঙ্গ-বিবর্জিত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। ইমামেব ভক্তিমাহ, (ভা: ৭।৭।৪৮) –

(১৯৪) **"তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ।**
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্ ॥"

যদপাশ্রয়া যদধীনাস্তং **হরিমি**ত্যন্বয়ঃ। **অনীহয়া** কামনা-ত্যাগেন; **অনীহং** তথৈব কামনাশূন্যম্; – "ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা স্পৃহেহা তৃট্" ইত্যমরঃ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্ ॥**১৬৯**॥

এপর্যন্ত যে কোনরূপ ভজন এবং সম্যগ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত ভজনের আবৃত্তি (বারংবার অনুষ্ঠান) ব্যাখ্যাত হইল। শ্রীভগবানে সমর্পিত ধর্মাদিদ্বারা এই ভক্তি সাধ্য হয় বলিয়া ভক্তি ব্যতীত ধর্মাদি অপর সাধনসমূহ অকিঞ্চিৎকরই হয়। পক্ষান্তরে ভক্তি স্বয়ংই ফলদানে সমর্থা, আভাসাদিরূপ নিজের(ভক্তির) লেশমাত্রদ্বারাই সকল বর্ণের লোকের পক্ষে পরমার্থপর্যন্ত লাভ করায় উহার নিত্যত্ব আছে। সেইহেতু সাক্ষাদ্ভক্তিস্বরূপ ভগবৎসাম্মুখ্যই এই শাস্ত্রে অভিধেয় বস্তুরূপে স্থিরীকৃত হইল।

কেবলত্বনিবন্ধন অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষারাহিত্যহেতু এই ভক্তিই অনন্যা-নামে পরিচিতা (অর্থাৎ ভক্তগণ অন্য কোন দেবতাদির উপাসনা না করিয়া কেবলমাত্র ইহারই অনুষ্ঠান করেন বলিয়া ইহাকে অনন্যা আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে–

"যেসকল ব্যক্তি অনন্য হইয়া আমার চিন্তা করিতে করিতে আমার উপাসনা করে, আমি সেই নিত্য অভিযুক্ত অর্থাৎ সর্বদা আমার প্রতিই নিমগ্নচিত্ত ব্যক্তিগণের যোগক্ষেম বহন করি" (অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষার ব্যবস্থা করি)।

হে কুন্তীনন্দন! অন্য দেবতাভক্ত যেসকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে (সেই সকল দেবতার) আরাধনা করে, তাহারাও অবিধিপূর্বক আমারই উপাসনা করে"— পর পর এই শ্লোকদ্বয়ে অন্বয় ও ব্যতিরেক উক্তিদ্বারা অন্যদেবতার উপাসনারহিত ভগবদুপাসনাকেই অনন্যতা বলা হইয়াছে। "সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভাব অর্থাৎ অন্যভজনরহিত হইয়া আমার ভজন করে" ইত্যাদি শ্লোকেও অনন্যতা শব্দের এইরূপ অর্থই স্বীকার করা হইয়াছে।

এই ভক্তি যে, অতি দুর্বোধ ও অতি দুর্লভ বস্তু— ইহাও উক্ত হইয়াছে। যথা— "সাক্ষাদ্ভগবানের প্রণীত এই ভাগবতধর্মের তত্ত্ব ঋষিগণ বা দেবগণও অবগত নহেন" ইত্যাদি।

"যাহারা আমাদেরও (ব্রহ্মাদিরও) প্রার্থিত এবং ধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের সাধক মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও এই শ্রীভগবানের আরাধনা করে না, অহো! তাহারা শ্রীভগবানের সুবিস্তৃতা মায়াদ্বারাই সম্মোহিত রহিয়াছে।"

এইরূপে ভগবদ্‌বিষয়ক শ্রবণাদিরূপা সাক্ষাদ্ভক্তি সর্বপ্রকার বিঘ্ন নিবারণপূর্বক সাক্ষাৎ শ্রীভগবানে প্রেমরূপ ফল প্রদান করেন বলিয়া ভক্তির পরমদুর্লভত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব অন্য কামনায় অনুষ্ঠিতা এই ভক্তি যে শাস্ত্রের অভিধেয় বস্তু নহে— ইহা উক্ত হইতেছে। চতুর্থস্কন্ধে এরূপই বলিয়াছেন—

"সাধুগণেরও দুষ্প্রাপ্যা একান্ত ভক্তিদ্বারা সেই দুরারাধ্য শ্রীভগবান্‌কে আরাধনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পদমূল ব্যতীত বাহ্য বিষয় বাঞ্ছা করিতে পারে?"

এই ভক্তিতে একমাত্র শ্রীভগবানের ভজনাদি ব্যতীত অন্য কামনা না থাকায় ইহাকে অকিঞ্চনা ও অকামা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যথা— শ্রীঋষভদেবের উক্তি—

"স্বর্গ ও মোক্ষের অধিপতি, পরাৎপর ও অনন্তস্বরূপ আমার নিকট হইতেও যে ব্রাহ্মণগণের কিছুমাত্রই প্রার্থনীয় নাই, আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত সেই অকিঞ্চনগণের রাজ্যাদি বা স্বর্গাদি ইতর বস্তুর প্রয়োজন কি?"

এইরূপ— "অকাম, সর্বকাম বা মোক্ষকাম উদারবুদ্ধি ব্যক্তি সুদৃঢ় ভক্তিযোগদ্বারা পরমপুরুষের আরাধনা করিবেন।"

এই ভক্তিকে ঐকান্তিকীও বলা হয়। এবিষয়ে শ্রীগজেন্দ্র-বাক্য— "ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ তল্লীলাদি কীর্তনপূর্বক আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া তাঁহার নিকট কোন বিষয় বাঞ্ছা করেন না।"

শ্রীনারদের বাক্যেও এরূপ উক্ত হইয়াছে— "এইরূপে লোকসমূহের লোভজনক বরসমূহদ্বারা প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করা হইলেও, শ্রীপ্রহ্লাদ ভগবদ্‌বিষয়ে একান্তিভক্ত বলিয়া ঐসকল বর ইচ্ছা করেন নাই।"

অতএব গরুড়পুরাণে বলিয়াছেন— "যেহেতু ভগবদ্ভাবাবিষ্টচিত্ত পুরুষগণ একান্তভাবে শ্রীবিষ্ণুকেই পরমগতিরূপে স্বীকার করেন, সেই জন্যই তাঁহাদিগকে একান্তী বলা হয়।"

শ্রীগীতা-উপনিষদে এই একান্তিতারই উদ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

"হে শত্রুসন্তাপজনক অর্জুন! ভক্তগণ অনন্যা ভক্তিদ্বারা যথার্থতঃ পূর্বোক্তরূপী মদ্‌বিষয়ে জ্ঞান, আমার সাক্ষাৎকার এবং আমার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয়। হে পাণ্ডব! যিনি আমার কর্ম করেন, আমি যাঁহার পরম এবং যিনি সর্বভূতে বৈরভাবশূন্য, এরূপ সঙ্গবর্জিত মদীয় ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হন।"

'মৎকর্ম'— আমার শ্রবণকীর্তনাদিরূপ কর্ম। আমিই সাধন ও সাধ্যরূপে 'পরম' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হই যাঁহার নিকট তিনিই 'মৎপরম'। অতএব আমার কর্ম ব্যতীত অপর সাধন ও সাধ্যসমূহের সঙ্গবর্জিত— এরূপ ব্যাখ্যা হইবে। এই ভক্তির কথাই বলিয়াছেন—

(১৯৪) "অতএব— অর্থ, কাম ও ধর্মসমূহ যাঁহার অপাশ্রয় অর্থাৎ অধীন, সেই অনীহ অর্থাৎ কামনাশূন্য, আত্মরূপী ঈশ্বর শ্রীহরিকে অনীহাসহকারে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে ভজন কর।"

'যাঁহার অপাশ্রয়' অর্থাৎ যাঁহার অধীন সেই হরিকে ভজন কর; 'অনীহাসহকারে' অর্থাৎ কামনা ত্যাগ করিয়া; 'অনীহ' – তদ্রূপ কামনাশূন্য; অমরকোষে – ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা, ঈহা, তৃট্ এইসকল শব্দ একার্থকরূপেই উক্ত হইয়াছে। ইহা অসুরবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি ॥১৬৯॥

তথৈবোভয়োঃ কামনাশূন্যত্বং স্বয়মেবাহ, (ভা: ৭।১০।৫, ৬) –

(১৯৫) **"আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষমাত্মনঃ।**
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥

(১৯৬) **অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।**
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥"

স্পষ্টম্॥ শ্রীপ্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহদেবম্ ॥১৭০॥

ভক্ত ও শ্রীভগবান্ উভয়েই যে কামনাশূন্য, ইহা স্বয়ংই বলিয়াছেন –

(১৯৫) "যে ব্যক্তি প্রভুর নিকট নিজ কাম্য বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে (অর্থাৎ কামনাবশতঃ সেবা করে), সে (বাস্তবিক) ভৃত্য নহে, আবার যিনি ভৃত্যের নিকট হইতে নিজের প্রভুত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভৃত্যকে তাহার কাম্য বিষয়সমূহ দান করেন, তিনিও (বাস্তবিক) প্রভু নহেন।"

(১৯৬) "আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত, আর আপনিও অভিসন্ধিশূন্য প্রভু। অতএব রাজা ও ভৃত্যের ন্যায় আমাদের উভয়ের কামাদি অভিসন্ধির প্রয়োজন নাই।"

অর্থ স্পষ্ট। ইহা শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি ॥১৭০॥

এবমেবাহ, (ভা: ৭।৯।১১) –

(১৯৭) **"নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো, মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।**
যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং, তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥"

অয়ং প্রভুরাত্মনো মানং পূজাং **জনাৎ** নিজভক্তাৎ **ন বৃণীতে** – নেচ্ছতি। অত্র হেতুঃ – **নিজস্য** ভক্তস্যৈব **লাভেন পূর্ণঃ** পরমসন্তুষ্টঃ। হেত্বন্তরম্ – **করুণঃ**, পূজার্থং তৎপ্রয়াসাদাবসহিষ্ণুঃ। কথম্ভূতাজ্জনাৎ ? **অবিদুষঃ**, – পিতুরগ্রে বালকবত্তস্যাগ্রে ন কিঞ্চিদপি জানতঃ; এষা স্বস্য জনৈকবর্গত্বেন দৈন্যোক্তিঃ; যদ্বা, তদাবেশেনান্যৎ কিঞ্চিদপি ন জানত ইত্যর্থঃ; উভয়ত্র পক্ষেঽপি তচ্চ তস্য কারুণ্যহেতুরিতি ভাবঃ। তর্হি কিং জনস্তস্য মানং ন কুরুত এবেত্যাশঙ্ক্যাহ, – **যৎ** ইতি; স চ **জনো যদ্ যদ্** যৎ যৎ **মানং ভগবতে বিদধীত** সম্পাদয়তি, স সর্বোঽপ্যাত্মার্থমেব, – তৎসম্মানমাত্রেণৈব স্বসম্মাননাভিমাননাৎ। সুখং মন্যমানস্তন্মানং করোত্যেবেত্যর্থঃ। তৎসম্মানমাত্রেণ স্বসম্মানশ্চ তদেক-জীবনস্য তজ্জনস্য যুক্ত এবেতি দৃষ্টান্তমাহ, – **যথা** মুখে যা শোভা ক্রিয়তে, তন্মাত্রমেব **প্রতিমুখস্য** শোভায়ৈ ভবতি, নান্যদিতি ॥১৭১॥ স তম্ ॥১৭০-১৭১॥

অন্যত্রও এরূপই বলিয়াছেন –

(১৯৭) "এই প্রভু নিজের লাভে পূর্ণ এবং করুণস্বভাব বলিয়া অবিদ্বান্ জনের নিকট হইতে নিজের মান বরণ করেন না। পরন্তু মুখে অঙ্কিত তিলকাদি শোভা যেরূপ প্রতিমুখে (দর্পণাদিস্থিত প্রতিবিম্বে) লক্ষিত হয়, সেইরূপ জনগণ শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে যে মানের বিধান করেন (পূজাদি করেন), তাহা নিজের জন্যই হইয়া থাকে।"

এই প্রভু 'জন' অর্থাৎ নিজ ভক্তের নিকট হইতে নিজের 'মান' অর্থাৎ পূজা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না। তাহার হেতু এই যে, তিনি নিজের অর্থাৎ ভক্তেরই লাভে পূর্ণ, অর্থাৎ পরমসন্তুষ্ট। আরও কারণ এই যে, তিনি

'করুণ' অর্থাৎ পূজার জন্য ভক্তের যে প্রয়াসাদি ঘটে, তাহা সহ্য করিতে পারেন না। কিরূপ জনের নিকট হইতে মান ইচ্ছা করেন না তাহা বলিতেছেন— যে ব্যক্তি 'অবিদ্বান্'। অর্থাৎ পিতার সম্মুখে বালকের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে যে ব্যক্তি কিছুই জানে না। এস্থলে শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীভগবানের ভক্তগণকে যে অবিদ্বান্ বলিয়াছেন, তাহা অন্যায় উক্তি বলা যায় না; কারণ তিনি স্বয়ংও একজন ভক্ত বলিয়াই ইহা তাঁহার দৈন্যোক্তি মনে করিতে হইবে; অথবা একমাত্র শ্রীভগবানে চিত্তের আবেশহেতু যিনি অন্য কিছুই জানেন না— অবিদ্বান্ পদে এস্থলে তাদৃশ ভক্তকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উভয়প্রকার ব্যাখ্যায়ই ভক্তের এই অবিদ্বদ্ভাবটিকে শ্রীভগবানের কারুণ্যের হেতু বলিয়া জানিতে হইবে। তবে কি ভক্ত তাঁহার মান (পূজা) করেনই না, এরূপ আশঙ্কায় বলিলেন— সেই ভক্ত শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে যে যে মান বিধান অর্থাৎ পূজাদি সম্পাদন করেন, সেসকল নিজের জন্যই হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবানের সম্মানমাত্রেই নিজের সম্মান এরূপ অভিমান হওয়ায় ইহাতেই সুখবোধ করিয়া শ্রীভগবানের মান অবশ্যই করেন। শ্রীভগবান্ই যাঁহার একমাত্র জীবন, তাদৃশ ভক্তের— শ্রীভগবানের সম্মানমাত্রেই যে নিজের সম্মান, এইরূপ বিচার যুক্তিসঙ্গতই হয়। ইহার দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন— যেরূপ, মুখে তিলকরচনাদি দ্বারা যে শোভা করা হয়, সেসমস্তই প্রতিমুখ অর্থাৎ দর্পণাদিস্থিত মুখের প্রতিবিম্বের শোভার কারণ হয়, অপর কিছু হয় না ॥১৭১॥ ইহা শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি ॥১৭০-১৭১॥

অতএবাহ, (ভা: ৭।৭।৫১, ৫২) —

(১৯৮) **"নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।**
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥
(১৯৯) **ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।**
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিডম্বনম্ ॥"

অমলয়া নিষ্কাময়া; **বিড়ম্বনং** নটনমাত্রম্; অতঃ সকামভক্তস্যাপি ভক্তের্নটনমাত্রত্বং স্বার্থসাধনমাত্র-তাৎপর্যেণ ভক্ত্যনুকরণমাত্রত্বাৎ; যথা পরেষামপি নটানাং ক্বচিত্তদনুকরণম্, তথৈবেতি।

তত্র সকামত্বমৈহিকং পারলৌকিকঞ্চেতি দ্বিবিধম্। তৎ সর্বমেব নিষিধ্যতে শ্রীনাগপত্নীবচনাদৌ — (ভা: ১০।১৬।৩৭) **"ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং, ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যম্"** ইত্যাদিনা। তস্মাদ্বৈবস্বতমনুপুত্রস্য পৃষধ্রস্য তু মুমুক্ষোরপ্যেকান্তিত্ব-ব্যপদেশো (ভা: ৯।২।১১) গৌণ এব বোদ্ধব্যঃ। (ভা: ৭।১০।২) —

"মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ ॥"

ইত্যত্র শ্রীপ্রহ্লাদ-বাক্যে মুমুক্ষা তু কামত্যাগেচ্ছৈব, (ভা: ৭।১০।৭) —

"যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্ ॥"

ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, (ভা: ৭।১০।১) **"ভক্তিযোগস্য তৎ সর্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ"** ইতি শ্রীনারদেন প্রাগুক্তত্বাচ্চ।

এবং শ্রীমদম্বরীষস্য যজ্ঞবিধানমপি লোকসংগ্রহার্থকমেব জ্ঞেয়ম্; — তমুদ্দিশ্যাপি (ভা: ৯।৪।২৮) **"একান্তভক্তিভাবেন"** ইত্যুক্তমস্তি। তত্র চৈহিকং নিষ্কামত্বং ভক্ত্যা জীবিকা-প্রতিষ্ঠাদ্যুপার্জনং যত্তদভাবময়মপি বোদ্ধব্যম্, — "বিষ্ণুং যো নোপজীবতি" ইতি গারুড়ে শুদ্ধভক্তলক্ষণাৎ, (ভা: ৭।৯।৪৬) —

"মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়ন-স্বধর্মব্যাখ্যা-রহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং, বার্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥"

ইতি শ্রীপ্রহ্লাদ-বাক্যবৎ; অত্র **মৌনাদয়ঃ** "প্রায়শ এবাজিতেন্দ্রিয়াণামিন্দ্রিয়ভোগার্থং বিক্রীণতাং **বার্তা** জীবনোপায়া **ভবন্তি; দাম্ভিকানাং তু বার্তা উত** অপি ভবন্তি বা, ন বা, — দম্ভস্যানিয়তফলত্বাৎ" ইত্যেষা। অতএবোক্তম্, (ভা: ৬।১৮।৭৪) —

"আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ।
যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ॥" ইতি;

"অত্র **পরং** মোক্ষমপি" ইতি টীকা চ। তস্মাৎ সাধূক্তম্, (ভা: ৭।৭।৫১) — "**নালং দ্বিজত্বম্**" ইত্যাদি॥ শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্॥**১৭২**॥

অতএব বলিয়াছেন —

(১৯৮-১৯৯) "হে দৈত্যবালকগণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার, বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতা, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ বা ব্রতসমূহ ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের প্রীতির কারণ হয় না। পরন্তু শ্রীহরি অমলা ভক্তিদ্বারাই প্রীত হন, অপর যে কোন অনুষ্ঠান বিড়ম্বনমাত্র।"

'অমলা' — নিষ্কামা; 'বিড়ম্বন' অর্থাৎ অভিনয়মাত্র; অতএব সকাম ভক্তের ভক্তিও অভিনয়মাত্রই হয়; কেন না, তাহার ভক্তিতে স্বার্থসাধনই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকায় ভক্তির অনুকরণমাত্রই করা হইয়া থাকে। যেরূপ ব্যবসায়ী অভিনেতা(নট)গণ কোন সময়ে অভিনয়কালে স্বার্থসাধনের জন্যই ভক্তির অনুকরণ করে, ইহাও সেইরূপ। তন্মধ্যে, সকামত্ব ঐহিক ও পারলৌকিকভেদে দ্বিবিধ। শ্রীনাগপত্নীগণের বচনাদিতে — "আপনার পদাশ্রিতগণ স্বর্গ, পৃথিবীর আধিপত্য, ব্রহ্মার পদ, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য (ইত্যাদি প্রার্থনা করেন না)" — এরূপ উক্তিদ্বারা পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার সকামত্বই ভক্তের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব বৈবস্বত মনুর পুত্র পৃষধ্র শ্রীভগবানের ভক্ত হইলেও মুক্তিকামী ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে একান্তিত্ব পদের ব্যবহার গৌণ বলিয়া জানিতে হইবে (অর্থাৎ তাঁহাকে একান্তী ভক্ত বলা যায় না। তবে যে তাহা বলা হইয়াছে, তাহা গৌণ)।

"হে নাথ! আমি দৈত্যজন্মহেতুই কামাসক্ত, অতএব আপনি আর বিভিন্ন বরদ্বারা আমাকে প্রলোভিত করিবেন না। আমি কামসঙ্গে ভীত এবং মুমুক্ষু হইয়া আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি।"

এস্থলে 'মুমুক্ষু' পদে একান্তী ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদের যে মুক্তিকামনা উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ কামত্যাগের ইচ্ছাই জানিতে হইবে (মোক্ষপদের কামনা নহে)। কারণ, পরবর্তী বচনে তিনি ঐরূপই প্রার্থনা করিয়াছেন। যথা —

"হে বরদশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি আমার অভীষ্ট বরসমূহ দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে হৃদয়ে যেন কামনাসমূহের উদয় না হয়, আপনার নিকট এই বরই প্রার্থনা করি।"

শ্রীনারদ পূর্বে শ্রীপ্রহ্লাদের সম্বন্ধে এরূপই বলিয়াছেন —

"সেই শিশু তৎসমুদয় বরকে ভক্তিযোগের অন্তরায় মনে করিয়া ঈষৎহাস্যসহকারে শ্রীভগবান্‌কে এরূপ বলিয়াছিলেন।"

এইরূপ, একান্তী ভক্ত হইয়াও শ্রীঅম্বরীষমহারাজ যে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও কেবলমাত্র লোকশিক্ষার জন্যই জানিতে হইবে।

বস্তুতঃ শ্রীঅম্বরীষসম্বন্ধে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে — ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার একান্ত ভক্তিভাবে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ভক্তের রক্ষক ও শত্রুগণের ভয়জনক একটি চক্র দান করিয়াছিলেন। এইরূপ ঐহিক নিষ্কামত্ব বলিতে —

ভক্তিদ্বারা যে জীবিকা ও প্রতিষ্ঠাদির উপার্জনক্রিয়া — উহার সম্পর্কশূন্য অবস্থাকেই জানিতে হইবে। কারণ — গরুড়পুরাণে শুদ্ধভক্তের লক্ষণবর্ণনপ্রসঙ্গে "যিনি শ্রীবিষ্ণুকে উপজীবিকা করেন না" এরূপ বলা হইয়াছে। শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন —

"হে অন্তর্যামিন্! মৌন, ব্রত, শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, স্বধর্মাচরণ, শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জন-বাস, জপ ও সমাধি — এই যে দশটি বিষয় মোক্ষের উপায়রূপে প্রসিদ্ধ, এগুলি প্রায়ই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের বার্তা অর্থাৎ জীবিকাস্বরূপ হয়, আর দাম্ভিকগণের কখনও বা এসকল জীবিকাস্বরূপ হয়, কখনও বা হয় না।"

মৌনপ্রভৃতি এই কয়টিই অজিতেন্দ্রিয়গণের বার্তা অর্থাৎ জীবনধারণের উপায় হয়। আর, দাম্ভিকগণের পক্ষে এগুলি বার্তাও হয় কিনা সন্দেহ; কারণ, দম্ভের ফল অনিয়ত (অনিশ্চিত)। অতএব উক্ত হইয়াছে —

"যেসকল ব্যক্তি নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানের আরাধনায় তৎপর হইয়া পর অর্থাৎ মোক্ষও ইচ্ছা করেন না, তাঁহারাই স্বার্থকুশল বলিয়া খ্যাত হন।"

টীকায় — 'পর' শব্দের অর্থ মোক্ষ বলা হইয়াছে।

অতএব — "হে দৈত্যবালকগণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব (ইত্যাদি শ্রীভগবানের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হয় না, শ্রীহরি অমলা ভক্তিদ্বারাই সন্তুষ্ট হন; অন্য অনুষ্ঠানসমূহ বিড়ম্বনমাত্র)" — এরূপ উক্তি সঙ্গতই হইয়াছে। ইহা দৈত্যবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি ॥১৭২॥

ততোঽস্যা এব ভক্তেঃ সর্বশাস্ত্রসারত্বমাহ, (ভা: ৭।৫।২৩, ২৪) —

(২০০) "**শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।**
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

(২০১) **ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।**
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

শ্রবণ-কীর্তনে তদীয়-নামাদীনাম্, **স্মরণঞ্চ; পাদসেবনং** পরিচর্যা; **অর্চনং** বিধ্যুক্ত-পূজা; **বন্দনং** নমস্কারঃ; **দাস্যং** তদ্দাসোঽস্মীত্যভিমানঃ; **সখ্যং** বন্ধুভাবেন তদীয়-হিতাশংসনম্; **আত্মনিবেদনং** গবাশ্বাদি-স্থানীয়স্য স্বদেহাদিসংঘাতস্য তদেকভজনার্থং বিক্রয়স্থানীয়ং ক্রেতৃস্থানীয়ে তস্মিন্নর্পণম্ — যত্র তদ্ভরণ-পালন-চিন্তাপি স্বয়ং ন ক্রিয়তে।

ইতি নব লক্ষণানি যস্যাঃ সা, **ভগবতি** তদ্‌বিষয়িকা **অদ্ধা** — সাক্ষাদ্রূপা **ভক্তিরিয়ম্**; ন তু কর্মাদ্যর্পণরূপা পারম্পরিকী; তত্রাপি শ্রী**বিষ্ণাবেবার্পিতা** — তদর্থমেবেদমিতি (শ্রীবিষ্ণুপ্রীণনার্থমেবেদং নবলক্ষণক-ক্রিয়াদিকমিতি) ভাবিতা, ন তু ধর্মার্থাদিস্বর্পিতা। এবম্ভূতা **চেৎ ক্রিয়েত**, তদা তেন কর্ত্রা **যদধীতমং, তদুত্তমং মন্য** ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতিঃ (পূ: ১৫) — "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্" ইতি।

অত্র **নবলক্ষণা** ইতি সমুচ্চয়ো নাবশ্যকঃ, — একেনৈবাঙ্গেন কচিদন্যাঙ্গমিশ্রণেন বা সাধ্যাব্যভিচার-শ্রবণাৎ; তত্রাপি ভিন্ন-শ্রদ্ধা-রুচিত্বাৎ। উদাহৃতানি চৈতানি প্রাচীনৈঃ —

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্‌বৈয়াসকিঃ কীর্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তথাঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ,
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥" ইতি।

ততো **নবলক্ষণা**-শব্দেন ভক্তিসামান্যোক্ত্যা তন্মাত্রানুষ্ঠানং বিধীয়ত ইতি জ্ঞেয়ম্। নবলক্ষণত্বঞ্চাস্যা অন্যেষামপ্যঙ্গানাং তদন্তর্ভাবাদুক্তম্। শ্রীপ্রহ্লাদঃ স্বপিতরম্ ॥১৭৩॥

অতএব এই ভক্তিকেই সর্বশাস্ত্রের সাররূপে বর্ণন করিতেছেন—

(২০০-২০১) "শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণযুক্তা ভগবদ্‌বিষয়িণী সাক্ষাদ্ভক্তি শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণসহকারে কোন পুরুষকর্তৃক যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই অনুষ্ঠানকারিকর্তৃক যাহা অধীত হইয়াছে, তাহাকে উত্তম মনে করি।"

এস্থলে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ শব্দে শ্রীভগবানের নামাদিবিষয়ক শ্রবণাদি উক্ত হইয়াছে। পাদসেবন অর্থ পরিচর্যা; অর্চন অর্থ বিধিনির্দিষ্ট পূজন; বন্দন অর্থ নমস্কার; দাস্য অর্থ 'আমি তাঁহার দাস হই'—এরূপ অভিমান; সখ্য অর্থ বন্ধুভাবে তাঁহার হিতকামনা এবং আত্মনিবেদন অর্থ গো-অশ্বাদির ন্যায় নিজ দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টিকে একমাত্র তাঁহারই ভজনের জন্য ক্রেতৃস্থানীয় সেই শ্রীভগবানেই বিক্রয়তুল্যরূপে সমর্পণ করা। সে অবস্থায় এই দেহাদির ভরণ-পোষণ-রক্ষণাদির চিন্তাও নিজের কর্তব্য হয় না।

শ্রবণ প্রভৃতি নয়টি লক্ষণ যাহার আছে এইরূপ ভক্তি যদি কর্মাদির সমর্পণরূপ পরম্পরাক্রমে অনুষ্ঠিতা না হইয়া সাক্ষাদ্ভাবে ভগবদ্‌বিষয়ে অনুষ্ঠিতা হয় এবং তাহাও যদি শ্রীবিষ্ণুতেই অর্পিতা হয় অর্থাৎ ধর্ম ও অর্থাদি বিষয়ে অর্পিতা না হইয়া—'শ্রীভগবানেরই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তাঁহার প্রীতির জন্যই এই নবলক্ষণাত্মক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান'—এইরূপেই যদি চিন্তিত হয়—তাহা হইলে যিনি এইভাবে এই ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তিকর্তৃক শাস্ত্রাদির যে অধ্যয়ন হইয়াছে, তাহাকে উত্তম মনে করি।

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে এরূপ উক্ত হইয়াছে—"শ্রীভগবানের ভজনই ভক্তি। ঐহিক ও পারলৌকিক তদিতর বস্তুবিষয়ক বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে মনোনিবেশই সেই ভজন এবং ইহাই নৈষ্কর্ম্য।"

এস্থলে 'নবলক্ষণা' বলিতে শ্রবণাদি নয়টি অঙ্গেরই মিলন আবশ্যক—এরূপ অর্থ নহে। কারণ, ইহাদের যে কোন একটি দ্বারাই সাধ্য বস্তুর (শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির) কোন ব্যভিচারের কথা শোনা যায় না। তবে কোনস্থলে যে, এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের মিশ্রণ দেখা যায়, তাহা সাধকের শ্রদ্ধা ও রুচির ভেদহেতুই হইয়া থাকে। প্রাচীনগণ এই নয়প্রকার অনুষ্ঠানের এরূপ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন—"ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ, কীর্তনে শ্রীশুকদেব, স্মরণে শ্রীপ্রহ্লাদ, তদীয় পদসেবায় লক্ষ্মীদেবী, অর্চনে শ্রীপৃথুমহারাজ, বন্দনক্রিয়ায় শ্রীঅক্রূর, দাস্যবিষয়ে শ্রীহনুমান্, সখ্যবিষয়ে শ্রীঅর্জুন এবং স্বীয়সর্বস্ব নিবেদনে শ্রীবলিমহারাজ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদেরই কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল।" অতএব 'নবলক্ষণা' শব্দদ্বারা সামান্যভাবে ভক্তিরই উল্লেখ হওয়ায় তন্মাত্রেরই অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে—ইহাই জানিতে হইবে (অর্থাৎ শ্রবণাদি যেকোন ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানই ভগবদ্ভজনরূপে গণ্য হয়)। এ অবস্থায়ও অপর আটটি অঙ্গকে একটির অন্তর্ভূতরূপে গণ্য করিয়াই নবলক্ষণা বলা হইয়াছে। ইহা নিজ পিতার প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি ॥১৭৩॥

অথাস্যা অকিঞ্চনাখ্যায়া ভক্তেঃ সর্বোর্দ্ধভূমিকাবস্থিতত্বমধিকারিবিশেষ-নিষ্ঠত্বঞ্চ দর্শয়িতুং প্রক্রিয়ান্তরম্। তত্র পরতত্ত্বস্য বৈমুখ্য-পরিহারায় যথাকথঞ্চিৎ সাম্মুখ্যমাত্রং কর্তব্যত্বেন লভ্যতে। তচ্চ ত্রিধা; (১) নির্বিশেষ-রূপস্য তদীয়-ব্রহ্মাখ্যাবির্ভাবস্য জ্ঞানরূপম্, (২) সবিশেষরূপস্য চ তদীয়-ভগবদাদ্যাখ্যাবির্ভাবস্য ভক্তিরূপমিতি দ্বয়ম্; (৩) তৃতীয়ঞ্চ তস্য দ্বয়স্যৈব দ্বারং কর্মার্পণরূপমিতি। তদেতত্ত্রয়ং পুরুষযোগ্যতা-ভেদেন ব্যবস্থাপয়িতুং লোকে সামান্যতো জ্ঞান-কর্ম-ভক্তীনামেবোপায়ত্বম্, নান্যেষামিত্যনুবদতি (ভা: ১১।২০।৬)—

(২০২) **"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।**
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥"

যোগা উপায়া **ময়া** শাস্ত্রযোনিনা; **শ্রেয়াংসি** মুক্তি-ত্রিবর্গ-প্রেমাণি; — অনেন ভক্তেঃ কর্মত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তম্ ॥**১৭৪**॥

এই অকিঞ্চনা ভক্তি সাধনসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ ভূমিকায় অবস্থিত এবং অধিকারিবিশেষের জন্যই ইহার ব্যবস্থা রহিয়াছে — সম্প্রতি এই দুইটি বিষয় প্রদর্শনের জন্য অপর প্রক্রিয়া উক্ত হইতেছে। তন্মধ্যে পরতত্ত্ববিষয়ে বৈমুখ্য পরিহারের জন্য যেকোনরূপ সাম্মুখ্যমাত্রই কর্তব্যরূপে (অভিধেয়রূপে) উপলব্ধ হয়। উহা তিন প্রকার। যথা — (১) পরতত্ত্বের ব্রহ্মসংজ্ঞক নির্বিশেষ আবির্ভাবের জ্ঞান (ইহা একপ্রকার সাম্মুখ্য)। (২) পরতত্ত্বের ভগবৎসংজ্ঞক সবিশেষ আবির্ভাবের প্রতি ভক্তি (ইহা অন্য একপ্রকার সাম্মুখ্য)। (৩) বৈধ কর্মসমূহের সমর্পণই তৃতীয় প্রকার সাম্মুখ্য, আর ইহা পূর্বোক্ত জ্ঞান ও ভক্তিরূপ দ্বিবিধ সাম্মুখ্যেরই দ্বারস্বরূপ। পুরুষগণের যোগ্যতার ভেদানুসারে এই তিনপ্রকার সাম্মুখ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রথমতঃ লোকমধ্যে সাধারণভাবে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিই যে উপায়স্বরূপ, অন্য কোন অনুষ্ঠানই যে উপায় নহে — ইহাই পুনরায় বলিতেছেন —

(২০২) "মানবগণের শ্রেয়োবিধানের ইচ্ছায় আমাকর্তৃক জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি — এই তিনটি যোগ উক্ত হইয়াছে। (ইহা ভিন্ন) কুত্রাপি অন্য কোন উপায় নাই।"

'যোগ' — উপায়; ময়া — শাস্ত্রযোনি আমার দ্বারা; 'শ্রেয়ঃ' অর্থাৎ মুক্তি, ত্রিবর্গ ও প্রেম (তন্মধ্যে জ্ঞানদ্বারা মুক্তি, কর্মদ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ এবং ভক্তিদ্বারা প্রেমরূপ শ্রেয়ঃ লব্ধ হয়)। এস্থলে কর্ম হইতে পৃথগ্ভাবে ভক্তির উল্লেখহেতু ভক্তি যে কর্ম নহে, ইহা বিজ্ঞাপিত হইল ॥১৭৪॥

তেষ্বধিকার-হেতুনাহ দ্বাভ্যাম্, (ভা: ১১।২০।৭, ৮) —

(২০৩) "**নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।**
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥

(২০৪) **যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।**
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥"

ইষেষাং মধ্যে **নির্বিণ্ণানা**মৈহিক-পারলৌকিক-বিষয়-প্রতিষ্ঠা-সুখেষু বিরক্তচিত্তানামতএব তৎ (বিষয়-প্রতিষ্ঠা-সুখ)সাধনভূতেষু লৌকিক-বৈদিক-**কর্মসু ন্যাসিনাং** তানি ত্যক্তবতামিত্যর্থঃ; — পদদ্বয়েন দৃঢ়জাত-মুমুক্ষাণামিত্যভিপ্রেতম্; — তেষাং **জ্ঞানযোগঃ সিদ্ধিদ** ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। **কামিনাং** তত্তৎসুখেষু রাগিণাং অতএব তেষু তৎসাধনভূতেষু **কর্মস্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং** তানি ত্যক্তুমসমর্থানাং **কর্মযোগঃ সিদ্ধিদস্তৎ**-সঙ্কল্পানুরূপঃ ফলদঃ।

অথ (ভা: ২।৭।৪৬) — "**তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াম্**" ইত্যাদৌ, "**তির্যগ্জনা অপি**" ইত্যনেনানন্য-ভক্ত্যধিকারে কর্মাদিবজ্জাত্যাদিকৃত-নিয়মাতিক্রমাচ্ছ্রদ্ধামাত্রং হেতুরিত্যাহ (ভা: ১১।২০।৮) — "**যদৃচ্ছয়া**" ইতি; **যদৃচ্ছয়া** কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গ (ভা: ৩।২৫।২৫ "**সতাং প্রসঙ্গাৎ**" ইতিরীত্যা) তৎকৃপাজাতমঙ্গলোদয়েন; যদুক্তম্, (ভা: ১।২।১৬) — "**শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য**" ইত্যাদি ॥**১৭৫**॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥**১৭৪-১৭৫**॥

অতঃপর দুইটি শ্লোকদ্বারা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনপ্রকার যোগবিষয়ে অধিকারের হেতু বর্ণন করিতেছেন —

(২০৩-২০৪) "ইহাদের মধ্যে নির্বিণ্ণ, অতএব যে ব্যক্তিগণ কর্মসমূহের ন্যাসী তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ, আর কামী, অতএব কর্মসমূহে অনির্বিণ্ণচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্মযোগ, আর যে ব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে

আমার কথাপ্রভৃতিতে জাতশ্রদ্ধ, পরন্তু নির্বিণ্ণও নহেন, কিংবা অতি আসক্তও নহেন, তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদায়ক হয়।"

এই তিনপ্রকার যোগের মধ্যে — যাহারা নির্বিণ্ণ অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় ও প্রতিষ্ঠামূলক সুখসমূহের প্রতি বিরক্তচিত্ত, অতএব তাদৃশ সুখের সাধনস্বরূপ লৌকিক ও বৈদিক কর্মসমূহের ন্যাসী অর্থাৎ কর্মসমূহের পরিত্যাগকারী — অর্থাৎ যাহাদের দৃঢ়ভাবে মুমুক্ষা জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ সিদ্ধিদায়ক। আর যাহারা কামী অর্থাৎ পূর্বোক্ত সুখসমূহের প্রতি অনুরাগযুক্ত, অতএব সেই সুখসমূহের সাধনস্বরূপ কর্মসমূহে যাঁহাদের চিত্ত নির্বিণ্ণ নহে অর্থাৎ যাহারা ঐসকল কর্মত্যাগে অসমর্থ, তাদৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্মযোগ সিদ্ধিদায়ক অর্থাৎ তাহাদের সংকল্পের অনুরূপ ফলদায়ক।

"শ্রীহরিভক্তগণের আচার দেখিয়া অনুরূপ শিক্ষালাভ করিলে স্ত্রী, শূদ্র, হূণ ও শবরগণ, এমন কি তির্যক্ (পশুপক্ষ্যাদি) প্রাণিগণও শ্রীভগবানের মায়াকে অবগত হইতে ও অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়" — এই শ্লোকে তির্যক্ প্রাণিগণের পর্যন্ত ভক্তিতে অধিকারের উল্লেখ থাকায় ভক্তির অধিকারবিষয়ে কর্মাদির অধিকারের ন্যায় ব্রাহ্মণাদি জাতিকৃত নিয়মবিশেষ অতিক্রম করা হইয়াছে (অর্থাৎ ভক্তির অধিকারলাভে কোন জাতিভেদ বিচার নাই), অতএব শ্রদ্ধামাত্রই ভক্তিলাভের হেতু — ইহাই 'যদৃচ্ছয়া' এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে। 'যদৃচ্ছাক্রমে' অর্থাৎ কোনও পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও তাঁহাদের কৃপাহেতু যে কোনরূপ মঙ্গলের উদয় হইলে (যে ব্যক্তির আমার কথা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়) 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' শ্লোকেও এইরূপই বলা হইয়াছে। 'শ্রবণেচ্ছু শ্রদ্ধাবান্' ইত্যাদি শ্লোকেও ইহা উক্ত হইয়াছে॥১৭৫॥ ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥১৭৪-১৭৫॥

তদেতৎ পদ্যং স্বয়মেবাগ্রে ব্যাখ্যাস্যতে দ্বাভ্যাম্, (ভা: ১১।২০।২৭, ২৮) —

(২০৫) **"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্বকর্মসু।**
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥

(২০৬) **ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢনিশ্চয়ঃ।**
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥"

কথেত্যুপলক্ষণম্; মৎকথাদিষু — এতদেব কেবলং পরমং শ্রেয় ইতি জাতশ্রদ্ধো জাতবিশ্বাসোঽতএবান্যেষু (সর্বেষু) **কর্মসু নির্বিণ্ণঃ** উদ্বিগ্নঃ। কিন্তু বর্তমানেষু প্রাচীন-পুণ্যকর্ম-ফল-ভোগেষ্বেবম্ভূত ইত্যাহ, — **'বেদ'** ইতি; তত্তস্তাং (শ্রদ্ধাং) **বেদেত্যাদি**-ব্যাখ্যাতাং (ভা: ১১।২০।৮) **"ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তঃ"** ইত্যেবং-লক্ষণামবস্থামারভ্যৈবেত্যর্থঃ; **মাং ভজেত** — মদীয়ানন্যতাখ্য-ভক্তাবধিকারী স্যান্ন তু জ্ঞানবজ্জাতে সম্যগ্বৈরাগ্য এব; তস্যাঃ স্বতঃ সর্বশক্তিমত্ত্বেনান্য-নিরপেক্ষত্বাদিত্যর্থঃ। অনন্তরঞ্চ বক্ষ্যতে, (ভা: ১১।২০।৩১) —

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥"

(ভা: ১১।২০।৩২) **"যৎ কর্মভির্যত্তপসা"** ইত্যাদি।

ন চ কর্মনির্বেদ-সাপেক্ষত্বমাপতিতম্; স (কর্মনির্বেদঃ) তু ভক্তেঃ সর্বোত্তমত্ববিশ্বাসেন স্বত এব প্রবর্ততে; অতো **নির্বিণ্ণ** ইত্যনুবাদমাত্রম্। অতএব যদ্যপি জ্ঞান-কর্মণোরপি শ্রদ্ধাপেক্ষাস্ত্যেব, — তাং বিনা বহিরন্তঃ সম্যক্প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ, তথাপ্যত্র শ্রদ্ধামাত্রস্য কারণত্বেন বিশেষতস্তদঙ্গীকারঃ। অত্রাপি চ তদপেক্ষা পূর্ববৎ সম্যক্প্রবৃত্ত্যর্থৈব; — তাং বিনানন্যতাখ্যা ভক্তিস্তথা ন প্রবর্ততে; কদাচিৎ কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তা

চ নশ্যতীতি। অতএব (৮ম শ্লো:) **"ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তঃ"** ইত্যস্যানন্তরমপি (ভা: ১১।২০।৯) (৯ম শ্লো:) **"মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা"** ইত্যত্র শ্রদ্ধায়াং জাতায়ামেব স্বরূপতঃ সর্বকর্মপরিত্যাগো বিহিতঃ।

ভক্তিমাত্রং (অপরাধরহিত-ভক্ত্যাভাসস্তু) তু তাং (শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাং) বিনাপি সিধ্যতি; – (স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে) "সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা, ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম" ইত্যাদৌ; (ভা: ৩।২৫।২৫) –

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

ইত্যাদৌ চ তৎ(অনন্যশাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাবির্ভাবাৎ)পূর্বতোঽপি তস্যাঃ (অপরাধরহিতায়া ভক্ত্যাভাসরূপায়াঃ) ফলদাতৃত্ব-শ্রবণাৎ, (ভা: ৬।২।৪৯) –

"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥"

ইত্যাদৌ তথা ফলদাতৃত্ব-সৌষ্ঠব-শ্রবণাচ্চ।

সা চ শ্রদ্ধা শাস্ত্রাভিধেয়াবধারণস্যৈবাঙ্গম্, – তদ্‌বিশ্বাসরূপত্বাৎ; ততো নানুষ্ঠানাঙ্গত্বে প্রবিশতি। ভক্তিশ্চ ফলোৎপাদনে বিধিসাপেক্ষাপি ন স্যাৎ, দাহাদিকর্মণি বহ্ন্যাদিবৎ, – ভগবচ্ছ্রবণ-কীর্তনাদীনাং স্বরূপস্তুতাদৃশ-শক্তিত্বাৎ। ততস্তস্যাঃ শ্রদ্ধাদ্যপেক্ষা কুতঃ স্যাৎ? অতঃ শ্রদ্ধাং বিনা ক্বচিন্মূঢাদাবপি সিদ্ধির্দৃশ্যতে। 'শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা' ইত্যাদৌ হেলা ত্বপরাধ-রূপাপ্যবুদ্ধিপূর্বককৃতা চেদ্দৌরাত্ম্যাভাবে ন ভক্তিঃ বাধ্যত ইত্যুক্তমেব। জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধাদৌ তু তদ্‌বৈপরীত্যেন বাধ্যতে, – যথা মৎসরেণ নামাদি গৃহ্ণতি বেণে। ক্বচিদ্‌বস্তুশক্তিরপি বাধিতা দৃশ্যতে, আর্দ্রেন্ধনাদৌ বহ্নিশক্তিরিব।

(ভা: ১১।২৭।১৭, ১৮) **"শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি"**, **"ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে"** ইত্যত্র শ্রদ্ধা-ভক্তি-শব্দাভ্যামাদর এবোচ্যতে; স তু ভগবত্তোষণলক্ষণ-ফলবিশেষস্যোৎ-পত্তাবনাদরলক্ষণ-তদ্‌বিঘাতকাপরাধস্য নিরসনপরঃ। তস্মাচ্ছ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গম্, কিন্তু কর্মণ্যর্থিসামর্থ্যবিদ্বত্তা-বদনন্যতাখ্যায়াং ভক্তাবধিকারি-বিশেষণমেবেত্যত এব তদ্‌বিশেষণত্বেনৈবোক্তং (ভা: ১১।২০।৮-২৭) **"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্"** ইতি; **"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু"** ইতি চ।

অত্র তামারভ্যেত্যর্থেন 'ল্যব্‌লোপে পঞ্চম্য'ন্তেন **ততঃ** ইতি পদেনানবধিকনির্দেশেনাত্মারাম-তাবস্থায়ামপি সা (ভক্তিঃ) কেষাঞ্চিৎ প্রবর্তত ইতি তস্যাঃ (ভক্তেঃ) সাম্রাজ্যমভিপ্রেতম্; অনন্তরঞ্চ বক্ষ্যতে (ভা: ১১।২০।৩৪) – **"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরাঃ"** ইতি। অতঃ সাম্রাজ্য-জ্ঞাপনয়া তাং(ভক্তিং) বিনা কর্মজ্ঞানে অপি ন সিধ্যত ইতি চ জ্ঞাপিতম্।

তদেবমনন্যভক্ত্যধিকারে হেতুং শ্রদ্ধামাত্রমুক্ত্বা স যথা ভজেত্তথা শিক্ষয়তি, – **স শ্রদ্ধালুর্বিশ্বাসবান্, প্রীতো** জাতায়াং রুচাবাসক্তঃ, **দৃঢ়নিশ্চয়ঃ** সাধনাধ্যবসায়-ভঙ্গরহিতশ্চ সন্; সহসা (মনোবলেন) ত্যক্তুমসমর্থত্বাৎ **কামান্ জুষমাণশ্চ গর্হয়ংশ্চ**; গর্হণে হেতুঃ – **দুঃখোদর্কান্** শোকাদিকৃদুত্তরফলানিতি।

অত্র **কামা** অপাপকরা এব জ্ঞেয়াঃ, – শাস্ত্রে কথঞ্চিদপ্যন্যানুবিধানাযোগাৎ; প্রত্যুত, (বি:পু: ৩।৮।১৪) –

"পরপত্নী-পরদ্রব্য-পরহিংসাসু যো মতিম্। ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥" ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণবাক্যাদৌ কর্মার্পণাৎ পূর্বমেব তন্নিষেধাদত্রৈব চ নিষ্কামকর্মণ্যপি (ভা: ১১।২০।১০) **"যদনন্ন সমাচরেৎ"** ইতি বক্ষ্যমাণ-নিষেধাৎ; —কর্মপরিত্যাগবিধানেন সুতরাং দুষ্কর্মপরিত্যাগ-প্রত্যাসত্তেঃ; যথা শ্রীবিষ্ণুধর্মে —

"মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন যো ভিনত্তি স মানবঃ। ন বিষ্ণুভক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সাধুধর্মার্চনো হরিঃ ॥" ইতি বৈষ্ণবেষ্বপি তন্নিষেধাৎ; (ভা: ৪।২১।৩১) **"যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-, মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ। সদ্যঃ ক্ষিণোতি"** ইত্যত্র **সদ্যঃ**-শব্দপ্রয়োগেণ জাতমাত্র-রুচীনাম্,

"যদা নেচ্ছতি পাপানি যদা পুণ্যানি বাঞ্ছতি। জ্ঞেয়স্তদা মনুষ্যেন্দ্র হৃদি তস্য হরিঃ স্থিতঃ ॥" ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম-নিয়মেন চ, (ভা: ১১।৫।৪২) **"বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্, ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"** ইত্যত্রাপি **কথঞ্চিৎ**শব্দ-প্রয়োগেণ লব্ধভক্তীনাঞ্চ(বৈধসাধনভক্তিযাজিনাং)স্বতস্তৎপ্রবৃত্ত্য-যোগাৎ; "নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ, ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ" ইতি পাদ্ম-নামাপরাধভঞ্জন-স্তোত্রাদৌ হরিভক্তি-বলেনাপি তৎপ্রবৃত্তাবপরাধাপাতাচ্চ। (গী: ৯।৩০) "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইতি তু তদনাদর-দোষপর এব, ন তু দুরাচারতা-বিধানপরঃ, — (গী: ৯।৩১) "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা" ইত্যনন্তর-বাক্যে তু দুরাচারতাপগমস্য শ্রেয়স্ত্বনির্দেশাদিতি ॥ স তম্ ॥**১৭৬**॥

পরবর্তী দুইটি শ্লোকদ্বারা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই এই পদ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা —

(২০৫-২০৬) "আমার কথাসমূহের প্রতি জাতশ্রদ্ধ, অতএব সর্বকর্মে নির্বিণ্ন অর্থাৎ উদ্বিগ্ন পুরুষ বিষয়ভোগসমূহকে দুঃখাত্মক জানিয়াও তৎপরিত্যাগে অসামর্থ্যহেতু নিন্দাসহকারে উক্ত দুঃখপরিণামক বিষয়ভোগ করিতে থাকে। তৎ সঙ্গে সঙ্গে 'মদ্ভক্তি দ্বারাই সর্বসিদ্ধি হইবে' — এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতিসহকারে আমার ভজন করে।"

এস্থলে 'কথা' শব্দ উপলক্ষণমাত্র। বস্তুতঃ আমার কথার শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণাদিতে জাতশ্রদ্ধ অর্থাৎ ইহাই একমাত্র শ্রেয়ঃ এরূপ বিশ্বাসযুক্ত; অতএব অন্য কর্মসমূহে উদ্বিগ্ন; পরন্তু প্রাচীন পুণ্যকর্মসমূহের বর্তমানকালে তাহার যে ফলভোগ হইতেছে, তদ্‌বিষয়ে কিরূপ থাকেন, তাহা বলিতেছেন — 'বেদ' ইত্যাদি। অর্থাৎ তাদৃশ বিষয়ভোগকে দুঃখাত্মক বলিয়া জানিয়াও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। (তিনি) 'সেই অবস্থা হইতেই' — অর্থাৎ 'বিষয়সমূহকে দুঃখাত্মক বলিয়া অবগত হন' ইত্যাদি বাক্যে যে অবস্থার ব্যাখ্যা (বিশ্লেষণ) করা হইয়াছে এবং 'নির্বিণ্নও নহেন কিংবা অতি আসক্তও নহেন' — এইরূপে যে অবস্থার লক্ষণ বলা হইয়াছে — সেই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়াই (তিনি) 'আমার ভজন করেন' — অর্থাৎ আমার অনন্যতাখ্যা ভক্তিতে অধিকারী হইয়া থাকেন। পরন্তু জ্ঞানমার্গে যেরূপ সম্পূর্ণ বৈরাগ্য-উৎপত্তির অপেক্ষা করিতে হয়, এস্থলে তাহার প্রয়োজন হয় না। যেহেতু, এই অনন্যা ভক্তি স্বয়ং সর্বশক্তিসম্পন্না বলিয়া নিজের ফল উৎপাদনবিষয়ে বৈরাগ্যাদি অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা করে না। অনন্তর স্বয়ংও ইহা বলিয়াছেন —

"অতএব, যাঁহার চিত্ত আমার প্রতি আসক্ত, আমার ভক্তিযুক্ত এরূপ যোগী পুরুষের পক্ষে ইহলোকে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়শঃ শ্রেয়স্কর হয় না। পরন্তু কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধনসমূহদ্বারা যে সকল ফললাভ হয়, আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগদ্বারাই তৎসমুদয় অনায়াসে লাভ করেন। এমন কি ইচ্ছা করিলে স্বর্গ, মোক্ষ এবং আমার ধামও লাভ করিতে পারেন।"

এই ভক্তিযোগে কর্মের প্রতি বৈরাগ্যোদয়ের অপেক্ষা করা হয় নাই। কারণ, ভক্তি সর্বোত্তম সাধন — এরূপ বিশ্বাস হইলে কর্মে বৈরাগ্য আপনা হইতেই উদিত হয়। অতএব 'সর্বকর্মে নির্বিণ্ন' এই উক্তিটি

অনুবাদমাত্র, (পরন্তু 'সর্বকর্মে নির্বিণ্ন হইবে' এরূপ বিধি নহে)। অতএব যদিও জ্ঞান এবং কর্মযোগেও শ্রদ্ধার অপেক্ষা রহিয়াছে, শ্রদ্ধাব্যতীত কর্ম-জ্ঞানাদিতে বাহিরে ও অন্তরে সম্যক্ প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয় না, তথাপি ভক্তিযোগে প্রবৃত্ত হইতে হইলে শ্রদ্ধামাত্রই কারণ বলিয়া 'আমার কথাসমূহে জাতশ্রদ্ধ' — এই বাক্যে বিশেষভাবে শ্রদ্ধাকে স্বীকার করা হইয়াছে। পরন্তু জ্ঞান এবং কর্মযোগের ন্যায় এই ভক্তিযোগেও কেবলমাত্র সম্যক্ প্রবৃত্তির জন্যই শ্রদ্ধার অপেক্ষা রহিয়াছে। কারণ শ্রদ্ধা ব্যতীত অনন্যাতাখ্যা ভক্তির যথাযথ প্রবর্তন হয় না; কদাচিৎ কিঞ্চিৎ প্রবর্তন হইলেও তাহা নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব 'নির্বিণ্নও নহেন, অতি আসক্তও নহেন' এইরূপ উক্তির পরও বলিতেছেন — "যেপর্যন্ত বৈরাগ্য অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, ততকাল কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবে" — এই শ্লোকে শ্রদ্ধার উদয় হইলেই কর্মত্যাগ বিহিত হইয়াছে।

কেবলমাত্র ভক্তি (অপরাধরহিত ভক্ত্যাভাস) শ্রদ্ধা ব্যতীতও সিদ্ধ হয় অর্থাৎ নিজ ফলদানে সমর্থা হয়। "হে ভৃগুবংশপ্রবর ! শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবারমাত্র উচ্চারিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণনাম মানবমাত্রকেই পরিত্রাণ করেন" ইত্যাদি এবং "আমার মাহাত্ম্যবিষয়ে অভিজ্ঞ সাধুসঙ্গ হইতে চিত্ত ও কর্ণের রসায়নস্বরূপ কথাসমূহের উদ্ভব হয়; উহার সেবা হইতে সত্বরই শ্রীহরির প্রতি ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তির উদয় হইয়া থাকে" ইত্যাদি শ্লোকে অনন্য শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয়ের পূর্বেও শ্রবণাদিরূপা ভক্তির (অপরাধরহিত ভক্ত্যাভাসরূপ অনুষ্ঠানের) ফলদানের কথা শোনা যায়।

এরূপ "ম্রিয়মাণ অবস্থায় পুত্রনাম গ্রহণচ্ছলে শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়া অজামিলও বৈকুণ্ঠধাম লাভ করিয়াছিলেন, এঅবস্থায় যিনি শ্রদ্ধাসহকারে উচ্চারণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কী ?" এই শ্লোকে শ্রদ্ধাব্যতিরেকেও ভক্তির ফলপ্রদানের সৌষ্ঠব শ্রুত হইয়াছে।

শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যরূপে ভক্তির নির্ণয় করার সময় শ্রদ্ধা সেই নির্ণয়ব্যাপারেরই অঙ্গ হয়; কারণ শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়ে অর্থাৎ অভিধেয়বস্তুবিষয়ে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। অতএব শ্রদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠানের অঙ্গ নহে (তাৎপর্য — ভক্তিই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য — এইরূপ নিশ্চয়কালেই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার প্রয়োজন হয় বলিয়া শ্রদ্ধা ঐরূপ নিশ্চয়ব্যাপারেরই অঙ্গ হয়, পরন্তু ভক্তির অনুষ্ঠানকালে শ্রদ্ধা আবশ্যক নহে বলিয়া শ্রদ্ধা ঐ অনুষ্ঠানের অঙ্গ নহে)। দাহপ্রভৃতি কর্ম অগ্নিপ্রভৃতি দাহক পদার্থের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া উক্ত কার্যে অগ্নিপ্রভৃতি যেরূপ কোন বিধির অপেক্ষা করে না, তদ্রূপ ভগবৎ শ্রবণকীর্তনাদির স্বরূপে তদনুরূপ শক্তি বিদ্যমান বলিয়া ভক্তি নিজ ফলোৎপাদনবিষয়ে কোনরূপ বিধির অপেক্ষাও করে না। অতএব ভক্তি কিহেতু শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করিবে ? অতএব 'শ্রদ্ধায় বা হেলায়' ইত্যাদি বাক্যে কোন কোন মূঢ় প্রভৃতির মধ্যেও শ্রদ্ধাব্যতীতও সিদ্ধি লক্ষিত হয়। হেলা যদিও অপরাধবিশেষ, তথাপি যদি উহা জ্ঞানতঃ করা না হয় এবং যদি ঐ ব্যক্তির দৌরাত্ম্য না থাকে, তাহা হইলে ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় না, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জ্ঞানের লেশমাত্রেই দুরভিমানাদি দুর্গুণযুক্ত এবং দৌরাত্ম্যশালী, তাহার হেলা এবং ভক্তির মধ্যে বিরোধ অবশ্যই ঘটে। মাৎসর্যসহকারে শ্রীভগবানের নামাদিগ্রহণকারী বেণরাজার মধ্যেই ইহা দৃষ্ট হইয়াছে। বহ্নির দাহিকা শক্তি যেরূপ আর্দ্র কাষ্ঠ প্রভৃতিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কোন স্থলে বস্তুশক্তি অর্থাৎ ভক্তির স্বাভাবিক শক্তিও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা দেখা যায়।

"ভক্তকর্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত জলমাত্রও আমার অতিপ্রিয় হয়, পরন্তু অভক্তকর্তৃক প্রদত্ত বস্তু প্রচুর হইলেও তাহা আমার সন্তোষ উৎপাদনের যোগ্য হয় না" — এস্থলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি শব্দের অর্থ আদর (পূর্বোক্ত বিশ্বাস নহে)। এই আদরের কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীভগবানের সন্তোষ উৎপাদনরূপ ফলবিশেষের উৎপত্তি-কার্যে অনাদররূপ অপরাধ উহার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বলিয়া ভক্তির অনুষ্ঠানে অনাদর অবশ্যই পরিহার্য। অতএব, শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নহে; পরন্তু কর্মে — অর্থী, সামর্থ্য ও বিদ্বত্তা যেরূপ কর্মের অঙ্গ নহে কিন্তু

কর্মাধিকারীর বিশেষণমাত্র সেইরূপ অনন্যপখ্যা ভক্তিতে শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নহে, কিন্তু ভক্ত্যধিকারীর বিশেষণ মাত্র। অতএব শ্রদ্ধা সেই অধিকারীর বিশেষণরূপে কথিত হইয়াছে। সেইরূপ "যদৃচ্ছাক্রমে যে ব্যক্তি আমার কথাপ্রভৃতিতে জাতশ্রদ্ধ" এই বাক্যে এবং "আমার কথাসমূহে জাতশ্রদ্ধ" এই বাক্যে উক্ত 'জাতশ্রদ্ধ' পদটিও ভক্তিযোগে অধিকারী ব্যক্তির বিশেষণ-মাত্রই হয়, (কিন্তু শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নহে)। শ্লোকস্থিত 'ততঃ' এই পদে ল্যপ্ প্রত্যয়ের লোপে পঞ্চমী বিভক্তি হওয়ায় ইহার এরূপ অর্থ হয় — সেই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া (আমার ভজন করিবে), পরন্তু ভজনের কোন সীমা নির্দিষ্ট না হওয়ায়, কাহারও কাহারও আত্মারামত্ব অবস্থায়ও এই ভক্তির প্রবর্তন হয় বলিয়া এস্থলে ভক্তির সাম্রাজ্য অর্থাৎ সার্বভৌমত্বই অভিপ্রেত হইয়াছে। পরেও বলিলেন — "আমার একান্তী ভক্ত ধীর, সাধুগণ আমার প্রদত্ত আত্যন্তিক মোক্ষপদও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না।" অতএব ভক্তির সার্বভৌমত্ব জ্ঞাপনদ্বারা ইহাও বিজ্ঞাপিত হইল যে, ভক্তি ব্যতীত কর্ম এবং জ্ঞানও সিদ্ধ হয় না।"

এইরূপে, অনন্যা ভক্তিতে অধিকার লাভ করিতে হইলে শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু — ইহা উল্লেখ করিয়া, সম্প্রতি সেই অধিকারী ব্যক্তি যেভাবে ভজন করিবেন তাহা শিক্ষা দিতেছেন — সেই 'শ্রদ্ধালু' অর্থাৎ বিশ্বাসযুক্ত ব্যক্তি 'প্রীত' অর্থাৎ উৎপন্ন-রুচিতে আসক্ত এবং 'দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া' অর্থাৎ সাধনবিষয়ক যে-প্রযত্ন, তাহা হইতে বিরত না হইয়া (ভজন করিবে)। কাম অর্থাৎ বিষয়সমূহ সহসা(মনোবলদ্বারা) ত্যাগ করা যায় না বলিয়া নিন্দা করিতে করিতেই উহাদের ভোগপূর্বক (ভজন করিবে)। নিন্দার কারণ এই যে — কামসমূহ দুঃখোদর্ক অর্থাৎ ইহাদের ভাবী ফল শোকাদি জন্মাইয়া থাকে।

এস্থলে যাহা পাপজনক নহে, তাদৃশ কামসমূহের ভোগেরই অনুমোদন করা হইয়াছে। কারণ, শাস্ত্রে পাপজনক ভোগের কোনরূপই বিধান নাই। বরং —

"হে রাজন্! পরস্ত্রী, পরদ্রব্য ও পরহিংসায় যাহার মতি নাই, তিনিই ভগবান্ শ্রীহরির সন্তোষবিধান করিতে পারেন" — এরূপ বিষ্ণুপুরাণের বাক্যপ্রভৃতিতে কর্মার্পণের পূর্বেই পাপজনক কর্মের নিষেধ হইয়াছে। এইরূপ — এই অধ্যায়েই নিষ্কাম কর্মবিষয়েও — "হে উদ্ধব! স্বধর্মাচরণরত নিষ্কাম ব্যক্তি যজ্ঞসমূহদ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনায় তৎপর হইয়া যদি কোনরূপ নিষিদ্ধ বা কাম্য অন্য কর্মের আচরণ না করেন, তাহা হইলে স্বর্গ বা নরকে গমন করেন না" এই শ্লোকে অন্য কর্মের নিষেধ হেতু কর্মপরিত্যাগ বিহিত হওয়ায় দুষ্কর্মের পরিত্যাগ সুতরাংই জ্ঞাপিত হইয়াছে। বিষ্ণুধর্মগ্রন্থে —

"যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুকর্তৃক নির্দিষ্ট মর্যাদা ভঙ্গ করে, তাহাকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া মনে করিবে না; কারণ, সদ্ধর্মদ্বারাই শ্রীহরি অর্চিত হন।" এইরূপ উক্তিদ্বারা বৈষ্ণবগণেরও পাপকর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"যাঁহার পাদপদ্মসেবার অভিরুচি সদ্যই সংসারতপ্ত ব্যক্তিগণের অনন্ত জন্মের সঞ্চিত চিত্তমল দূর করে" এই শ্লোকে 'সদ্যঃ' এই শব্দটির প্রয়োগদ্বারা জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, ভক্তিবিষয়ে রুচি উৎপন্ন হওয়ামাত্রই পাপাচরণে আর স্বতঃ প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না।

"বিষ্ণুধর্মোত্তর শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী উক্ত হইয়াছে — মনুষ্য যখন পাপ করিতে ইচ্ছা না করে এবং যখন পুণ্য করিতে বাঞ্ছা করে তখন তাহাকে মনুষ্য বলিয়া জানিবে। কারণ, সে সময়ে শ্রীহরি তাঁহার হৃদয়ে আছেন বলিয়া জানিবে।"

এইরূপ — "ভক্ত ব্যক্তির কথঞ্চিৎ (অসাবধানতাপ্রভৃতিবশতঃ) নিষিদ্ধ কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে, তাঁহার হৃদয়স্থিত শ্রীহরিই তৎসমুদয় (অর্থাৎ তন্মূলক পাপসমূহ) দূরীভূত করেন" এই শ্লোকেও 'কথঞ্চিৎ' শব্দের প্রয়োগহেতু জানা যায় যে, ভক্তিলাভের পর বৈধসাধনভক্তিযাজিগণের নিজ হইতে আর পাপকর্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

"শ্রীহরিনামের বলে (অর্থাৎ নামই সমস্ত পাপ নষ্ট করিবেন – এই ধারণাবশতঃ) যে ব্যক্তির পাপাচরণে মতি হয়, যোগশাস্ত্রোক্ত অহিংসাদি যমসমূহদ্বারা কিংবা নানারূপ যমদণ্ডসমূহদ্বারাও তাহার নিষ্কৃতি ঘটে না" – পদ্মপুরাণের নামাপরাধ-ভঞ্জনস্তোত্রপ্রভৃতির এইসকল উক্তিদ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, শ্রীহরিভক্তির বলে পাপকর্মে প্রবৃত্তি ঘটিলে অপরাধ হয়। "সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি একনিষ্ঠ হইয়া আমার ভজন করে তাহা হইলে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিবে" – শ্রীগীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবানের এই উক্তিদ্বারা ভক্তগণের সম্বন্ধে দুষ্কর্মের বিধান করা হয় নাই; পরন্তু তাদৃশ ভজননিষ্ঠ ব্যক্তিকে দুষ্কর্মকারী মনে করিয়া অনাদর করিবে না – ইহাই এই উক্তির ভাবার্থ। যেহেতু পরবর্তী শ্লোকেই – "সেই ব্যক্তি সত্বরই ধর্মাত্মা হয়" – এই বাক্যে তাহার দুষ্কর্মনিবৃত্তিকেই শ্রেয়োরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহা শ্রীভগবানের উক্তি ॥১৭৬॥

নন্বেবং কেবলানাং কর্ম-জ্ঞান-ভক্তীনাং ব্যবস্থোক্তা; নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম তু সর্বেষ্বেবাবশ্যকম্; তর্হি সাঙ্কর্য্যে কথং শুদ্ধে জ্ঞান-ভক্তী প্রবর্ত্তেয়াতাম্? তদেতদাশঙ্ক্য তয়োঃ কর্মাধিকারিতাং বারয়তি (ভা: ১১।২০।৯) –

(২০৭) "**তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।**
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

"**কর্মাণি** নিত্য-নৈমিত্তিকাদীনি" ইতি টীকা চ। অতএব, –

"শ্রুতি-স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ ॥"

ইত্যুক্ত-দোষোঽপ্যত্র নাস্তি, – আজ্ঞাকরণাৎ; প্রত্যুত জাতয়োরপি নির্বেদ-শ্রদ্ধয়োস্তৎ (নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম)-করণ এবাজ্ঞাভঙ্গঃ স্যাৎ; যথা চ ব্যাখ্যাতম্ – (ভা: ১১।১১।৩২) "**আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্**" ইত্যস্য টীকায়াম্ – "ভক্তি-দার্ঢ্যেন নিবৃত্ত্যধিকারিতয়া সংত্যজ্য" ইতি। নিবৃত্ত্যধিকারিত্বঞ্চোক্তং শ্রীকরভাজনেন, (ভা: ১১।৫।৪১) –

"**দেবর্ষি-ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং, ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।**
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥" ইত্যাদিনা;

তেষাং **ন কিঙ্করঃ**, কিন্তু শ্রীভগবত এবেত্যনধিকারিত্বম্ (নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্মাণি)। **কর্ত্তং** কৃত্যম্, **কর্ত্তং** ভেদমিত্যর্থে ততো দেবতাদীনাং স্বাতন্ত্র্যমিতি যাবৎ। এবমেবোক্তং গারুড়ে, –

"অয়ং দেবো মুনির্বন্দ্য এষ ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ। ইত্যাখ্যা জায়তে তাবদ্যাবন্নার্চয়তে হরিম্ ॥" ইতি।

ন চ বিকর্ম-প্রায়শ্চিত্তরূপং কর্মান্তরং কর্তব্যম্, – তস্য তচ্ছরণস্য বিকর্মপ্রবৃত্ত্যভাবাৎ। কথঞ্চিদাপতিতেঽপি বিকর্মণি তদনুস্মরণেনৈব প্রায়শ্চিত্তস্যাপ্যানুষঙ্গিকসিদ্ধেরিত্যপ্যুক্তমনন্তরপদ্যেনৈব, (ভা: ১১।৫।৪২) –

"**স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য, ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।**
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্-ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥" ইতি;

হৃদি সন্নিবিষ্টত্বে হেতুঃ – **ত্যক্তান্যভাবস্যেতি**; **ত্যক্তোঽন্যত্র** দেবতান্তরে **ভাবো** ভগবতীব ভক্তির্যেনেতি চ ব্যাখ্যেয়ম্। বিকর্মধূননে হেতুঃ – "**হরিঃ**" স্বভাবত এব সর্বদোষহরঃ, '**পরেশঃ**' শক্তিতশ্চেত্যর্থস্তত্রাপি **প্রিয়স্যেত্যাগ্রহতশ্চেত্যর্থঃ**। অত্র কর্মপরিত্যাগ-হেতুত্বেনাভিধানাচ্ছ্রদ্ধা-শরণাপত্ত্যোরৈকার্থ্যং লভ্যতে; তচ্চ যুক্তম্। শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং,

তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি; ততো জাতায়াঃ (শাস্ত্রীয়)শ্রদ্ধায়াস্তচ্ছরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি। ন চ দেবাদি-তর্পণমাত্র-তাৎপর্যেণাপি পৃথক্ পৃথগারাধনং কর্তব্যম্, — (ভা: ৪।৩১।১৪) **"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন"** ইত্যাদৌ তৎপৌনরুক্ত্যপ্রাপ্তেঃ। ন চ ত্যক্তকর্মণো মধ্যে বিঘ্নস্থগিতায়ামপি ভক্তৌ তত্ত্যাগানুতাপো যুজ্যতে, — (ভা: ১।৫।১৭) **"ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি"** ইত্যাদ্যুক্তেঃ শ্রীগীতাসু চ (১৮।৬৬) —

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

ইত্যস্য (ভা: ১১।৫।৪১) **"দেবর্ষি-ভূতাপ্তনৃণাম্"** ইত্যাদি-দ্বয়েনৈকার্থ্যং দৃশ্যতে। অতঃ (শ্রদ্ধাশরণা-পত্ত্যোরুদয়ে) ভক্ত্যারম্ভ এব তু স্বরূপত এব কর্মত্যাগঃ কর্তব্যঃ; — পরিত্যজ্যেত্যত্র পরি-শব্দস্য হি তথৈবার্থঃ। (গী: ১৮।৬৫) "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" ইত্যাদিনা চানন্যামেব ভক্তিমুপদিদেশ। গৌতমীয়তন্ত্রে চ —

"ন জপো নার্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ। কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজ-ভাবিনাম্ ॥" ইতি;

তথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি ভরতমুদ্দিশ্য (২।১৩।৯, ১০) —

"যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব। কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্ ॥
নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেষ্বপি ॥" ইতি;

অত্র বচনান্তরস্যাপ্যনবকাশাৎ, সুতরামেব তত্তদ্‌বচনময়-কর্মান্তর-পরিত্যাগোঽঙ্গীকৃতঃ। কথঞ্চিৎ ক্রিয়মাণমপি তন্নাম্নৈব কৃতমিত্যবগতেশ্চ সর্বত্র তদীক্ষণাচ্ছুদ্ধভক্তিত্বমেবাঙ্গীকৃতম্; যথোক্তং পাদ্মে, —

"সর্বধর্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেঽপি ধার্মিকাঃ ॥" ইতি

তস্মান্মতান্তরেণাপ্যুপচিতঃ শ্রদ্ধাবতোঽনন্যভক্ত্যধিকারঃ, কর্মাদ্যনধিকারশ্চেতি। কিন্তু শ্রদ্ধা-সদ্ভাব এব কথং জ্ঞায়ত ইতি বিচার্যম্। তত্র(শ্রদ্ধায়াং) চ লিঙ্গত্বেন পূর্বপূর্বং শরণাপত্তিরুপদিষ্টৈব; — যস্যাঞ্চ শরণাপত্তৌ বক্ষ্যমাণানি "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ" ইত্যাদীনি লিঙ্গানি তথা ব্যবহার-কার্পণ্যাদ্যভাবোঽপি শ্রদ্ধালিঙ্গং জ্ঞেয়ম্। শাস্ত্রং হি তথৈব শ্রদ্ধামুৎপাদয়তি, (গী: ৯।২২) —

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥" ইত্যাদি।

কিঞ্চ, শ্রদ্ধাবতঃ পুরুষস্য ভগবৎসম্বন্ধি-দ্রব্য-জাতি-গুণ-ক্রিয়াণাং শাস্ত্রে শ্রূয়মাণৈর্ঐহিক-ব্যাবহারিক-প্রভাবেষ্বপি ন কথঞ্চিদনাশ্বাসো ভবতি। ততস্তাসু প্রাকৃতদ্রব্যাদি-সাধারণদৃষ্ট্যা দোষবিশেষানু-সন্ধানতো ন কদাচিদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। তে চ তাদৃশপ্রভাবাঃ; (বৃহন্নারদীয়ে) —

"অকালমৃত্যুশমনং সর্বব্যাধিবিনাশনম্। সর্বদুঃখোপশমনং হরিপাদোদকং শুভম্ ॥" ইত্যাদয়ঃ।

কেচিত্তু তত্র তত্র শ্রদ্ধাবন্তোঽপি স্বাপরাধদোষেণ সম্প্রতি তৎফলং নোদেতীতি স্থগিতায়ন্তে। যত্তু (গারুড়ে) "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ" ইত্যাদৌ শ্রদ্দধানা অপি স্নানাদি-কমাচরন্তি, তৎ খলু শ্রীমন্নারদ-ব্যাসাদি-সৎপরম্পরাচার-গৌরবাদেব; অন্যথা তদতিক্রমেঽপ্যপরাধঃ স্যাৎ। তে চ তথা মর্য্যাদাং লোকস্য কদর্যবৃত্ত্যাদিনিরোধায়ৈব স্থাপিতবন্ত ইতি জ্ঞেয়ম্।

কিঞ্চ, জাতায়াং শ্রদ্ধায়াং সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ স্বর্ণসিদ্ধিলিপ্সোরিব সদা তদনুবৃত্তিচেষ্টৈব স্যাৎ। সিদ্ধিশ্চাত্রান্তঃ-করণকামাদি-দোষ-ক্ষয়কারি-পরমানন্দ-পরমকাষ্ঠাগামি-শ্রীহরিস্ফুরণরূপৈব জ্ঞেয়া। তস্যাং স্বার্থসাধনানুপ্রবৃত্তৌ চ দম্ভ-প্রতিষ্ঠা-লিপ্সাদিময়চেষ্টালেশোঽপি ন ভবতি, ন সুতরাং জ্ঞান-পূর্বকং মহদবজ্ঞাদয়োঽপরাধাশ্চাপতন্তি, — বিরোধাদেব। অতএব চিত্রকেতোঃ শ্রীমহাদেবাপরাধস্তস্য স্বচেষ্টান্তরেণাচ্ছন্ন-স্বভাবস্য তস্মিন্ মহাভাগবতত্বা-জ্ঞানাদেব মন্তব্যঃ। যদি বা শ্রদ্ধাবতোঽপি প্রারব্ধাদিবশেন বিষয়-সম্বন্ধাভ্যাসো ভবতি, তথাপি তদ্‌বাধয়া বিষয়-সম্বন্ধ-সময়েঽপি দৈন্যাত্মিকা ভক্তিরেবোচ্ছলিতা স্যাৎ; যথোক্তম্, (ভা: ১১।২০।২৮) — "**জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্**" ইত্যত্র, (ভা: ১১।১৪।১৮) "**বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ**" ইত্যাদৌ চ। (গী: ৯।৩০) "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদ্যুক্তস্যানন্যভাক্‌ত্বেন লক্ষিতা তু যা শ্রদ্ধা, সা খলু — (গী: ১৭।১) "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ" ইত্যাদিবৎ লোকপরম্পরাপ্রাপ্তা, ন তু শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা। শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধায়াং তু জাতায়াং সুদুরাচারত্বাযোগঃ স্যাৎ, — (বি: পু: ৩।৮।১৪) "পরপত্নী-পরদ্রব্য" ইত্যাদি-বিষ্ণুতোষণশাস্ত্র-বিরোধাৎ, (শ্রীবিষ্ণুধর্মে) "মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন" ইত্যাদিনা তদ্ভক্তত্ব-বিরোধাচ্চ। ন তু সা দুরাচারতা তদ্ভক্তিমহিম-শ্রদ্ধাকৃতৈব, 'অপি'-শব্দেন দুরাচারত্বস্য হেয়ত্ব-ব্যঞ্জনাৎ, তথা (গী: ৯।৩১) "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি" ইত্যুত্তরগ্রন্থোক্তেঃ "নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ" ইত্যাদি-নামাপরাধাচ্চ। ততঃ সা শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রীয়-ভক্ত্যধিকারিণো বিশেষণত্বে প্রবেশনীয়া, কিন্তু ভক্তিপ্রশংসায়ামেব। তাদৃশ্যাপি শ্রদ্ধয়া ভক্তেঃ সত্ত্বহেতুত্বম্, ন তু দেবতান্তরযজনবৎ (গী: ১৭।১) "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য" ইত্যাদাবেবোক্তমন্যা-দৃশত্বমিতি।

অস্যাঃ শ্রদ্ধায়াঃ পূর্ণতাবস্থা তু ব্রহ্মবৈবর্তে —

"কিং সত্যমনৃতঞ্চেতি বিচারঃ সম্প্রবর্ততে। বিচারেঽপি কৃতে রাজন্নসত্যপরিবর্জনম্।
সিদ্ধং ভবতি পূর্ণা স্যাত্তদা শ্রদ্ধা মহাফলা।।" ইতি।

তদেবংলক্ষণেষু শ্রদ্ধোৎপত্তি-লক্ষণেষু সৎসু (জায়মানেষু) বিধীয়তে — (ভা: ১১।২০।৮) "**যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌজাতশ্রদ্ধস্তু যঃ**" ইত্যাদি, (ভা: ১১।২০।৯) "**মৎকথাশ্রবণাদৌ বা**" ইত্যাদি চ।

অতএবমনধিকার্যধিকারিবিষয়ত্ব-বিবক্ষয়ৈব শ্রীভগবন্নারদয়োর্বাক্যে ব্যবতিষ্ঠেতে, (গী: ৩।২৬) —

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্। জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।। ইতি; (ভা: ১।৫।১৫) —

"**জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ, স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।**
যদ্‌বাক্যতো ধর্ম ইতীতরঃ স্থিতো, ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ।।" ইতি চ।

এবং শ্রীমদজিতবাক্যঞ্চ তদধিকারি(শাস্ত্রতদুপদিষ্ট ভগবদ্‌ভজনোপদেশ-সমর্থ) বিষয়মেব (ভা: ৬।৯।৪৯) —

"**স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম হি।**
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষকৃতমঃ।।" ইতি;

অত্র যদ্যপ্যধিকারিতায়াং শ্রদ্ধৈব হেতুঃ, সা চাজ্ঞস্য ন সম্ভবতীতি নৈতত্তদ্‌বিষয়ং স্যাত্তথাপি কথমপি প্রাচীন-সংস্কার-বিতর্কেণ তদধিকারিত্ব-নির্ণয়ান্ন দোষ ইতি জ্ঞেয়ম্। অন্যথোপদেষ্টুরেব দোষঃ স্যাৎ, — "অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ" ইতি বক্ষ্যমাণাপরাধশ্রবণাৎ।।**১৭৭**।।

(আশঙ্কা) পূর্বোক্ত প্রকারে কেবল (অর্থাৎ অপর সাধনের সহিত অমিশ্রিত) কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য বলিয়া উহার সহিত জ্ঞান ও ভক্তির মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী; এ অবস্থায় শুদ্ধ জ্ঞান বা শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগীর কর্মে অধিকার বারণ করিতেছেন—

(২০৭) "যেপর্যন্ত বিষয়সমূহে বৈরাগ্য, কিংবা যেপর্যন্ত আমার কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, ততকালই কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবে, (এস্থলে জ্ঞানযোগীর পক্ষে বৈরাগ্য এবং ভক্তিযোগীর পক্ষে ভগবৎকথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার উদয়ের পূর্বপর্যন্তই কর্মসমূহের আচরণের সীমা নির্দেশহেতু জ্ঞান বা ভক্তির অনুষ্ঠানকালে কর্মের সহিত উহার মিশ্রণের আশঙ্কা নাই)।"

এই শ্লোকের টীকায় বলা হইয়াছে— 'কর্মসমূহ অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রভৃতি।' অতএব— "শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞাস্বরূপ। যে ব্যক্তি এই দুইটিকে উল্লঙ্ঘনপূর্বক ভজনাদিতে প্রবৃত্ত হয়, সে আমার আজ্ঞাভঙ্গকারী ও বিদ্বেষী বলিয়া আমার ভজনরত হইলেও বৈষ্ণব নহে।" এই শ্লোকোক্ত দোষও ভক্তিযোগীর পক্ষে ঘটিতে পারে না; কারণ "যেপর্যন্ত আমার কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, ততকালই কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবে"— শ্রীভগবানের এই আজ্ঞা তিনি অবশ্যই পালন করেন। পক্ষান্তরে— বৈরাগ্য বা ভগবৎকথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উদয়ের পরেও যদি (নিত্য-নৈমিত্তিক) কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলেই শ্রীভগবানের আজ্ঞা ভঙ্গ করা হয়। "বেদরূপী আমাকর্তৃক আদিষ্ট নিজ ধর্মসমূহের আচরণে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ জন্মে, আর উহার আচরণ না করিলে নরকপাত প্রভৃতি দোষ ঘটে, ইহা জানিয়াও যিনি সর্বপ্রকার স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন, তিনিও সাধুশ্রেষ্ঠ" এই শ্লোকের টীকায়ও শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে— "ভক্তির দৃঢ়তাহেতু কর্মে অধিকার নিবৃত্ত হওয়ায় (স্বধর্মসমূহ) ত্যাগ করিয়া (ভজন করিবে)।" তাদৃশ ভক্তের কর্মাধিকার নিবৃত্তির কথা শ্রীকরভাজনকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে—

"হে রাজন্ ! যিনি কর্ত পরিহারপূর্বক সর্বতোভাবে শরণযোগ্য শ্রীমুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূতবর্গ, পোষ্যবর্গ ও পিতৃগণের নিকট ঋণী এবং তাঁহাদের কিঙ্কর হন না।"

(তাঁহারা) দেবতা প্রভৃতির কিঙ্কর নহেন, পরন্তু শ্রীভগবানেরই কিঙ্কর বলিয়া, দেবতাদির তৃপ্তিসাধক (নিত্য-নৈমিত্তিক) কর্মসমূহে তাঁহাদের অনধিকার উক্ত হইয়াছে। 'কর্ত' অর্থাৎ দেবতাদির তৃপ্তিসাধক কর্তব্য কর্ম। অথবা, 'কর্ত' শব্দের অর্থভেদে এইরূপ অর্থ হইবে— যিনি 'কর্ত' অর্থাৎ শ্রীভগবান্ হইতে দেবতাপ্রভৃতির ভেদ অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, এরূপ বুদ্ধি পরিহারপূর্বক (শ্রীমুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি দেবতাদির নিকট ঋণী এবং তাঁহাদের কিঙ্কর হন না)।

শ্রীগরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

"যেপর্যন্ত মানব শ্রীহরির অর্চনা না করে, ততকালই এই দেবতা, এই মুনি, এই ব্রহ্মা, এই বৃহস্পতি— ইহারা আমার বন্দনার যোগ্য— এরূপ বুদ্ধি হয়।"

নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ ঘটিলেও ভক্তের পক্ষে উহার প্রায়শ্চিত্তরূপে অন্য কর্ম অনুষ্ঠান করিতে হয় না। কারণ, শ্রীভগবানের শরণাগত ব্যক্তির শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্তিই হয় না। যদি বা দৈবক্রমে তাহা ঘটে, তাহা হইলেও নিরন্তর শ্রীভগবানের স্মরণহেতু আনুষঙ্গিকভাবে তদ্দ্বারা প্রায়শ্চিত্তও সিদ্ধই হয়। ইহাও পরবর্তী শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে—

"নিজ পদমূলাশ্রিত, ত্যক্তান্যভাব প্রিয় ভক্তের দৈবক্রমে যে নিষিদ্ধ কর্ম উপস্থিত হয়, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বর শ্রীহরি তৎসমুদয় অপসারিত করেন।"

হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হওয়ার হেতু হইল 'ত্যক্তান্যভাব'; এই পদের এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে— 'ত্যক্ত' হইয়াছে 'অন্য' অর্থাৎ অন্য দেবতার 'ভাব' অর্থাৎ অন্য দেবতার প্রতি ভগবদ্ভক্তির তুল্য ভক্তি যাহার নাই, তাদৃশ ব্যক্তি। বিকর্মনাশ বিষয়ে হেতু হইলেন শ্রীহরি, যিনি স্বভাবতঃ সর্বদোষহর শক্তিহেতু পরেশ অর্থাৎ পরম সমর্থ, ইহাই অর্থ। তাহাতেও আগ্রহতঃ (আগ্রহ দৃষ্টিতে) প্রিয়ের অর্থাৎ ভগবৎপ্রিয় ভক্তের।

এইস্থলে শ্রদ্ধা ও শরণাগতি এই দুইটিকে কর্ম পরিত্যাগের হেতুরূপে বর্ণন করায়, এ দুইটির একই অর্থ উপলব্ধ হয়, আর তাহা যুক্তিযুক্তও হয়। কারণ, শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা; আর শাস্ত্রও শ্রীভগবানের শরণাগতিহীন ব্যক্তির ভয় এবং তাঁহার শরণাগত ব্যক্তির অভয় কীর্তন করিয়াছেন। অতএব শ্রীভগবানের শরণাগতিই উৎপন্না (শাস্ত্রীয়) শ্রদ্ধার লক্ষণ। কেবলমাত্র দেবতাদির তর্পণের উদ্দেশ্যেও ভক্তগণের পক্ষে তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ আরাধনা কর্তব্য নহে। কারণ, "বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে যেরূপ তাহার কাণ্ডপ্রভৃতি সকল অংশেরই তৃপ্তি হয়" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীহরির আরাধনাই দেবতাদি অন্যসকলের আরাধনাস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হওয়ায়, ভক্তগণ যদি শ্রীভগবানের পূজা করিয়া অন্য দেবতাদি সকলের সন্তোষের জন্য পৃথক্ পূজা করেন, তাহা হইলে উহা পুনরুক্তির ন্যায় নিরর্থকই হয়। কর্মত্যাগ করিয়া ভক্তির অনুষ্ঠানে রত হইলে মধ্যপথে বিঘ্নকর্তৃক ভক্তি স্থগিত হইলেও কর্মত্যাগের জন্য অনুতাপ করা সঙ্গত নহে। কারণ, "কোন ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে সিদ্ধিলাভের পূর্বেই যদি কোনরূপে ভজনমার্গ হইতে স্খলিত হয়, তাহা হইলেও যেকোন স্থলে ঈদৃশ ভক্তের কোন অমঙ্গল হইয়াছে কি ?" এরূপ উক্তিহেতু যেকোনরূপে ভক্তির বাধা ঘটিলেও ভক্তের অনুতাপাদির কারণ নাই। "তিনি দেবতা, ঋষি, ভূতবর্গ, পোষ্যবর্গ ও মনুষ্যগণের নিকট ঋণী বা তাহাদের কিঙ্কর নহেন" ইত্যাদি শ্লোক এবং "নিজ পাদমূলে আশ্রয়গ্রহণকারী ত্যক্তান্যভাব প্রিয় ভক্তের দৈবক্রমে যে নিষিদ্ধ কর্ম উপস্থিত হয়, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বর শ্রীহরি তৎসমুদয় অপসারিত করেন" এই শ্লোকের সহিত— শ্রীগীতার— "তুমি সর্ব ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও; আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না"— এই শ্লোকের একই অর্থ লক্ষিত হইতেছে। অতএব শ্রদ্ধা ও শরণাগতির উদয়ে ভক্তির আরম্ভেই স্বরূপতই কর্মত্যাগ করা কর্তব্য। পূর্বোক্ত শ্রীগীতাবাক্যে 'পরিত্যজ্য' এই পদের 'পরি' শব্দের ইহাই অর্থ। "একমাত্র আমাতেই মনোনিবেশ কর, আমারই ভক্ত হও, আমারই পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর" ইত্যাদি বচনদ্বারাও অনন্যা ভক্তিরই উপদেশ করিয়াছেন।

গৌতমীয়তন্ত্রেও তাহাই উক্ত হইয়াছে— "যাঁহারা সর্বদা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধ্যান করেন, তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোন জপ, পূজা, ধ্যান বা বিধিনিয়ম নাই।"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও শ্রীভরতের সম্বন্ধে ঐরূপই বলা হইয়াছে— "হে মৈত্রেয় ! রাজা ভরত কেবলমাত্র 'হে যজ্ঞেশ ! অচ্যুত ! গোবিন্দ ! মাধব ! অনন্ত ! কেশব ! কৃষ্ণ ! বিষ্ণো ! হৃষীকেশ !' ইহাই বলিতেছিলেন। তিনি স্বপ্নেও অন্য কোন বাক্য উচ্চারণ করেন নাই।"

সর্বদা কেবলমাত্র নামোচ্চারণরূপা ঈদৃশী ভক্তির অনুষ্ঠানকালে তাদৃশ ভক্তের অন্য বাক্যোচ্চারণের অবকাশ না থাকায় অন্যান্য বাক্যোচ্চারণময় কর্মান্তরের পরিত্যাগই স্বীকৃত হইয়াছে। আর, কোনক্রমে তদবস্থায় অন্য কর্ম অনুষ্ঠিত হইলেও ইহা নামদ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে— এরূপ জ্ঞানহেতু সর্বত্র তদ্দৃষ্টিনিবন্ধন তাদৃশ পুরুষের ভক্তির শুদ্ধত্বই অঙ্গীকার করা হইয়াছে। পদ্মপুরাণেও এরূপ উক্ত হইয়াছে— "সকল ধর্মবর্জিত, পরন্তু একমাত্র শ্রীহরির নামোচ্চারণকারী ব্যক্তিগণ অনায়াসে যে গতি লাভ করেন, নিখিল ধার্মিকগণও তাহা লাভ করেন না।"

অতএব মতান্তরদ্বারাও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির অনন্যা ভক্তিতে অধিকার এবং কর্মপ্রভৃতিতে অনধিকার সমর্থিত হইল। পরন্তু শ্রদ্ধার সদ্ভাব (অস্তিত্ব) কিরূপে জানা যায় ইহাই বিচার্য। পূর্বে শ্রদ্ধার লক্ষণরূপে শরণাগতিই উপদিষ্ট

হইয়াছে। এই শরণাগতির লক্ষণরূপে পরে— "আনুকূল্য বিষয়ক সঙ্কল্প, প্রাতিকূল্য ভাবের বর্জন" ইত্যাদি বলা হইবে। এইরূপ, ব্যবহারবিষয়ে কার্পণ্যাদির অভাবকেও শ্রদ্ধার লক্ষণরূপে জানিতে হইবে। শাস্ত্র সেইরূপভাবেই শ্রদ্ধার উৎপাদন করেন। যথা—

"যেসকল ব্যক্তি অনন্যভাবে ধ্যানসহকারে আমার উপাসনা করেন, সর্বদা আমার অভিনিবেশযুক্ত সেইসকল ব্যক্তির যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি) এবং ক্ষেম (প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার ব্যবস্থা) আমিই করিয়া থাকি।" ইত্যাদি।

এইরূপ শাস্ত্রে শ্রীভগবানের সম্বন্ধযুক্ত দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াসমূহের ইহলোকে যেসকল ব্যাবহারিক অসামান্য প্রভাব শোনা যায়, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির তৎসমুদয়ের প্রতিও কোনরূপ অনাস্থা জন্মে না। অতএব শ্রীভগবানের সম্বন্ধযুক্ত দ্রব্যাদিকে প্রাকৃত দ্রব্যাদির সমান জ্ঞান করিয়া প্রাকৃত দ্রব্যাদির ন্যায় তাহাদের দোষানুসন্ধানপূর্বক তদ্‌বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির কখনও অপ্রবৃত্তি হইতে পারে না। শ্রীভগবানের সম্বন্ধযুক্ত দ্রব্যাদি বস্তুতই তাদৃশ অসাধারণ প্রভাবশালী। যথা(শ্রীবৃহন্নারদীয়ে) — "শ্রীহরির শুভ পাদোদক অকালমৃত্যুর নিবারক, সকল রোগের বিনাশক এবং সকল দুঃখের উপশমকারী।" ইত্যাদি।

কেহ কেহ তত্তদ্‌বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও নিজ অপরাধদোষে সম্প্রতি শ্রদ্ধার ফল উদিত হয় না বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকেন।

তবে "যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরির স্মরণ করেন, তিনি বাহিরে ও অন্তরে পবিত্র হন" ইত্যাদি শ্রীগরুড়পুরাণের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণও যে স্নানাদি ক্রিয়ার আচরণ করেন, তাহা কেবলমাত্র শ্রীনারদ ও শ্রীব্যাসপ্রমুখ সাধুসম্প্রদায়কর্তৃক অনুষ্ঠিত আচারের প্রতি গৌরবজ্ঞানহেতুই জানিতে হইবে। অন্যথা ঐসকল আচার লঙ্ঘনহেতু অপরাধই হয়। পূর্বোক্ত সাধুগণ লোকসমাজের কদর্য ব্যবহারাদি নিবারণের জন্যই ঐরূপ সদাচার-মর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। অতএব ঐসকল আচার সকলের পক্ষেই পালনীয় মনে করিতে হইবে।

এইরূপ শ্রদ্ধার উদয় হইলে উহার ফলসিদ্ধি হউক বা না হউক যে কোন অবস্থাতেই স্বর্ণসিদ্ধিলিপ্সু ব্যক্তির (রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অন্য ধাতুকে স্বর্ণরূপে পরিণত করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির) ন্যায় সর্বদা তদনুসরণের চেষ্টাই চলিতে থাকে। এস্থলে অন্তঃকরণের কামাদি দোষসমূহের ক্ষয়কারী, পরমানন্দের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত শ্রীহরির স্ফুরণকেই সিদ্ধির স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। ভজনমার্গস্থিত পুরুষের পূর্বোক্তরূপ বাস্তব স্বার্থসাধনের চেষ্টা নিরন্তর চলিতে থাকিলে তদবস্থায় দম্ভ বা প্রতিষ্ঠালিপ্সাদিমূলক কোনরূপ অপস্বার্থসাধনের চেষ্টা কিঞ্চিন্মাত্রও জাগ্রত হয় না; সুতরাং জ্ঞানপূর্বক মহাপুরুষগণের অবজ্ঞাদিরূপ অপরাধসমূহেরও উদয় হয় না; যেহেতু তাদৃশ ভক্তের তৎকালীন অবস্থার সহিত তাদৃশ অপরাধপ্রবৃত্তির বিরোধ অর্থাৎ বৈষম্যই রহিয়াছে। অতএব ভগবদ্ভক্ত হইয়াও চিত্রকেতু যে মহাদেবের প্রতি উপহাসাদিরূপ অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার কারণ— তৎকালে মহাদেব অন্যপ্রকার আচরণদ্বারা নিজস্বভাব প্রচ্ছন্ন রাখায় চিত্রকেতু তাঁহাকে ভাগবত বলিয়া জানিতে না পারিয়াই উপহাসাদি করিয়াছিলেন (অর্থাৎ উহা অজ্ঞানপূর্বকই ঘটিয়াছিল)। যদিও বা শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির প্রারব্ধকর্মাদিবশতঃ বিষয়সম্বন্ধের অভ্যাস ঘটে, তথাপি বিষয়সম্বন্ধসময়েও উহার বাধা দান করিয়া দৈন্যাত্মিকা ভক্তিই উচ্ছলিত হইয়া থাকে। "(তিনি) সেই অবস্থা হইতেই বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া, অথচ পরিণামে দুঃখজনক বলিয়া তাহাদের নিন্দা করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া প্রীতিসহকারে আমার ভজন করিবেন" — এই শ্লোক এবং "আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত বিষয়সমূহদ্বারা আকৃষ্ট হইলেও দৃঢ়া ভক্তিনিবন্ধন প্রায়শঃ বিষয়কর্তৃক অভিভূত হন না" — এই শ্লোকে ঐরূপই বলা হইয়াছে। "সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যনিষ্ঠ হইয়া আমার ভজন করে" এই বাক্যে অনন্যনিষ্ঠতারূপে যে শ্রদ্ধা লক্ষিত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রার্থনির্ধারণজাতা নহে, পরন্তু "যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আরাধনা করে" ইত্যাদি বাক্যোক্ত শ্রদ্ধার ন্যায় লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধামাত্র। শাস্ত্রীয়

শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে সুদুরাচারতার সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ "হে রাজন্! পরস্ত্রী, পরদ্রব্য ও পরহিংসায় যাহার মতি নাই, তিনিই শ্রীহরির সন্তোষবিধান করিতে পারেন" — এই বিষ্ণুতোষণ-নির্দেশকারী শাস্ত্রের সহিত দুরাচারতার বিরোধই হয়। এইরূপ ভগবদ্ভক্তের মধ্যে দুরাচার থাকিলে "যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুকর্তৃক নির্দিষ্ট মর্যাদা ভঙ্গ করে, তাহাকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া মনে করিবে না" ইত্যাদি বাক্যানুসারে তাদৃশ দুরাচারী ব্যক্তির ভগবদ্ভক্তত্বও বিরুদ্ধই হয়। এই দুরাচারতা ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্যবিষয়ক শ্রদ্ধাজনিত নহে (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির এরূপই মহিমা যে, সর্বপ্রকার দুষ্কর্ম করিলেও ভক্তিই সে ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবেন — এইরূপ আশ্বাসবশতঃ এই দুরাচারতার উদয় হয় নাই); যেহেতু "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" (সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি) এই বাক্যস্থিত 'অপি' শব্দদ্বারা স্বরূপতঃ দুরাচারতার হেয়ত্বই সূচিত হইয়াছে। আর, দুরাচারতা যদি স্বরূপতঃ হেয় না হয়, তাহা হইল — "(সে ব্যক্তি) সত্বরই ধর্মাত্মা হয় ও নিরন্তর শান্তিলাভ করে" এই পরবর্তী বাক্যেরও অসঙ্গতি ঘটে। "শ্রীহরিনামের বলে যাহার পাপাচরণে মতি হয়" ইত্যাদি বাক্যেও তাদৃশ দুরাচারতাহেতু নামাপরাধ জন্মে — ইহা বলা হইয়াছে। অতএব, দুরাচার ব্যক্তির এ জাতীয় শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয় ভক্তির অধিকারী পুরুষের বিশেষণরূপে স্বীকার্য নহে, পরন্তু উহা ভক্তির প্রশংসারূপেই গণ্য হয়। এতাদৃশী শ্রদ্ধাদ্বারাও ভক্তি সত্বের (সাধুত্বের) কারণ বলিয়া জানিবে। পরন্তু অন্য দেবতার পূজার ন্যায় "যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আরাধনা করেন" ইত্যাদি বাক্যোক্ত প্রকারে অন্যরূপ হয় না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এই শ্রদ্ধার পূর্ণতাবস্থা এরূপ বর্ণিত হইয়াছে —

"হে রাজন্! তৎকালে, এ জগতে কোন্ বস্তু সত্য, আর কোন্ বস্তু মিথ্যা — এরূপ বিচার আরম্ভ হয়। উক্ত বিচারের পরিণামে অসত্যের পরিবর্জন সিদ্ধ হয় এবং তখনই শ্রদ্ধা পূর্ণতা লাভ করিয়া মহাফল প্রদান করে।"

শ্রদ্ধার উৎপত্তির পূর্বোক্ত প্রকার লক্ষণসমূহ স্থিরীকৃত হইলে সম্প্রতি এরূপ বিধান সম্ভবপর হইতেছে — "যে ব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে আমার কথা প্রভৃতিতে জাতশ্রদ্ধ, অথচ বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত নহে, অতি আসক্তও নহে, ভক্তিযোগ তাহার সিদ্ধিদান করে" এবং "যেপর্যন্ত আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না হয়, ততকাল কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবে।"

অতএব এইভাবে ভক্তির অনধিকারী এবং ভক্তির অধিকারী — এই উভয়ের মধ্যে কাহার সম্বন্ধে কোন্ উপদেশ তাহার নির্দেশাভিপ্রায়েই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনারদের বাক্য স্থিরীকৃত রহিয়াছে। যথা —

"যাহারা অজ্ঞ বলিয়া কর্মে আসক্ত, (জ্ঞানাদির উপদেশদ্বারা) তাহাদের বুদ্ধিকে বিচালিত করিবে না; বরং জ্ঞানী ব্যক্তি সাবধান হইয়া স্বয়ং কর্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন।" (শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে জ্ঞান ও ভক্তির অনধিকারীর পক্ষে কর্মোপদেশই কর্তব্য বলা হইয়াছে)।

পক্ষান্তরে অধিকারিবিষয়ে শ্রীনারদের বাক্য এইরূপ —

"হে ব্যাসদেব! যাহারা স্বভাবতই বিষয়ানুরাগী, আপনি সেই লোকসমাজের ধর্মসিদ্ধির জন্য নিন্দনীয় কাম্য কর্মাদির অনুশাসন করিয়া অতি অনুচিত কার্যই করিয়াছেন। কারণ, ইহাতে প্রাকৃত লোক ইহাকেই ধর্মরূপে স্থির করিয়া জ্ঞানিগণকর্তৃক বা আপনাকর্তৃক কৃত কাম্য কর্মের নিষেধ গ্রাহ্য করিবে না।"

এইরূপ শ্রীঅজিতদেবের বাক্যও ভক্তির অধিকারি (শাস্ত্র ও তদুপদিষ্ট ভগবদ্ভজন সম্বন্ধে উপদেশ বিষয়ে সমর্থ ব্যক্তি) বিষয়েই সঙ্গত হয়। যথা —

"যিনি স্বয়ং ভগবদ্ভজন বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম উপদেশ করেন না। রোগী অপথ্য ইচ্ছা করিলেও বিজ্ঞ চিকিৎসক তাহাকে অপথ্য দান করেন না।"

যদিও শ্রদ্ধাই ভক্তির অধিকারবিষয়ে হেতু এবং অজ্ঞ ব্যক্তির শ্রদ্ধা সম্ভবপর হয় না; অতএব পূর্বোক্ত বাক্য অজ্ঞবিষয়ক হইতে পারে না। তথাপি কোনরূপে বিতর্ক অর্থাৎ অনুমানাদিমূলক বিচারদ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তিরও অন্তরে

জন্মান্তরীণ শ্রদ্ধার সংস্কার থাকিতে পারে, এরূপ অনুমানপূর্বক তাহাকে ভক্তিউপদেশ দিলে কোনরূপ দোষ হয় না। অন্যথা যাহার মধ্যে শ্রদ্ধার কোনরূপ অস্তিত্বই নাই, তাহাকে ভক্তি উপদেশ দান করিলে উপদেশকেরই দোষ হয়। কারণ, "শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ ও শ্রবণেচ্ছারহিত ব্যক্তির প্রতি যে উপদেশ তাহাও নামসম্বন্ধে অপরাধবিশেষ" ইত্যাদি বাক্য হইতে অজ্ঞব্যক্তির প্রতি ভক্তিউপদেশদান অপরাধরূপে গণ্য হইবে ॥১৭৭॥

অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। তদেবং যোগত্রয়ং তদধিকারহেতূংশ্চোক্ত্বা কর্মার্পণেঽপি যথা ভগবৎ-সাম্মুখ্যরূপত্বং স্যাত্তথাহ, (ভাঃ ১১।২০।১০, ১১) –

(২০৮) **"স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।**
ন যাতি স্বর্গ-নরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ ॥"

(২০৯) **"অস্মিঁল্লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।**
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া ॥"

টীকা চ – "**অনাশীঃকামো**ঽফলকামঃ; **অন্যন্নি**ষিদ্ধং কাম্যঞ্চ; নরকযানং হি দ্বিধৈব ভবতি, – বিহিতাতিক্রমাদ্বা, নিষিদ্ধাচরণাদ্বা। অতঃ স্বধর্মস্থত্বান্নিষিদ্ধবর্জনাচ্চ নরকং ন যাতি, অফলকামত্বান্ন স্বর্গমপীত্যর্থঃ। কিন্ত্ব**স্মিঁল্লোকে**ঽস্মিন্নেব দেহে **অনঘো** নিষিদ্ধ-পরিত্যাগী; অতঃ **শুচিঃ** নিবৃত্ত-রাগাদিমলঃ। **যদৃচ্ছয়ে**তি কেবলজ্ঞানাদপি ভক্তের্দুর্লভতাং দ্যোতয়তি" ইত্যেষা। অত্রাফলকামত্বং কেবলেশ্বরারাধনবুদ্ধ্যা কুর্বাণত্বম্। অত্র জ্ঞানিসঙ্গে সতি তন্মাত্রত্বমেব ভগবদর্পণং ভবেৎ; ভক্তসঙ্গে তু তৎসন্তোষময়ত্বম্। অতো **যদৃচ্ছয়ে**তি পূর্ববদ্ (ভাঃ ১১।২০।৮) ভক্তসঙ্গতৎকৃপালক্ষণং ভাগ্যং বোধিতম্। যদুক্তম্, (ভাঃ ২।৩।১১) – **"এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ"** ইত্যাদি ॥**১৭৮**॥ শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবম্ ॥**১৭৭-১৭৮**॥

অনন্তর প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা হইতেছে। পূর্বোক্তরূপে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগ এবং তদ্‌বিষয়ে অধিকারের হেতুসমূহ বর্ণনপূর্বক কর্মার্পণও যেভাবে ভগবৎসাম্মুখ্যস্বরূপ হয়, উহারই প্রণালী বলিতেছেন –

(২০৮) "হে উদ্ধব! স্বধর্মাচরণরত অফলকাম ব্যক্তি যজ্ঞসমূহদ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনায় তৎপর হইয়া যদি অন্য কোন নিষিদ্ধ কিংবা কাম্য কর্মের আচরণ না করেন তাহা হইলে স্বর্গ বা নরকে গমন করেন না।"

(২০৯) "স্বধর্মস্থ অনঘ ও শুচি পুরুষ ইহলোকে বর্তমান থাকিয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞান অথবা যদৃচ্ছাক্রমে মদ্ভক্তি লাভ করেন।"

টীকা *– "অনাশীঃকাম – অফলকাম; 'অন্য' নিষিদ্ধ কর্ম ও কাম্য কর্ম; বিহিত কর্মের লঙ্ঘন কিংবা নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ – এই দুই প্রকারেই নরকগমন হয়। অতএব উল্লিখিত ব্যক্তি স্বধর্মে স্থিত হইয়া নিষিদ্ধ কর্মের বর্জন করায় নরকে গমন করেন না, আবার স্বধর্মের অনুষ্ঠানেও ফলকামনা না থাকায় স্বর্গগামীও হন না। পরন্তু 'ইহলোকে' অর্থাৎ এই দেহে বর্তমান থাকিয়াই 'অনঘ' – নিষিদ্ধকর্মপরিত্যাগী, অতএব 'শুচি' – রাগাদিরূপ মলশূন্য অর্থাৎ বিষয়ভোগস্পৃহাশূন্য বা শুদ্ধচিত্ত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান বা যদৃচ্ছাক্রমে মদ্ভক্তি লাভ করেন। এস্থলে 'যদৃচ্ছায়' অর্থাৎ দৈবক্রমে ভক্তিলাভ করেন – এরূপ উক্তিদ্বারা কেবল জ্ঞান অপেক্ষাও ভক্তির দুর্লভত্ব সূচিত হইয়াছে।" (এ পর্যন্ত টীকা)।*

এস্থলে অফলকামত্ব বলিতে কেবলমাত্র ঈশ্বরের আরাধনাবুদ্ধিতে কর্মসম্পাদন বুঝিতে হইবে। এইরূপ কর্মানুষ্ঠানে জ্ঞানীর সঙ্গ ঘটিলে শ্রীভগবানে কর্মার্পণ কেবলমাত্র অর্পণরূপেই সিদ্ধ হয়; পরন্তু ভক্তের সঙ্গলাভ হইলে উক্ত কর্মার্পণ শ্রীভগবানের সন্তোষাত্মকই হইয়া থাকে। অতএব, 'যদৃচ্ছাক্রমে' – এই পদটি দ্বারা পূর্বের ন্যায় ভক্তসঙ্গ এবং তাঁহার কৃপালাভরূপ সৌভাগ্যের বিষয় জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এরূপ উক্তও হইয়াছে –

"বিভিন্ন দেবতার যাগেও ভক্তগণের সঙ্গ ঘটিলে তাহা হইতে যাজ্ঞিকগণের শ্রীভগবানে যে অচলা ভক্তির উদয় হয়, এইমাত্রই পরমপুরুষার্থলাভ।"॥১৭৮॥ ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥১৭৭-১৭৮॥

তদেবং কর্মার্পণ-কেবলজ্ঞান-কেবলভক্ত্যোঽধিকারি-ভেদেন ব্যবস্থাপিতাঃ। ততঃ স্বাধিকারানুসারেণৈব স্থাতব্যমিত্যাহ, (ভা: ১১।২০।২৬) –

(২১০) "**স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।**
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥" ইতি;

স্পষ্টম্॥ স তম্॥১৭৯॥

এইরূপে অধিকারিভেদে কর্মার্পণ, কেবল জ্ঞান ও কেবলা ভক্তির ব্যবস্থা করা হইল। অতএব সকলের নিজ নিজ অধিকারানুসারেই স্থিতি আবশ্যক। ইহাই বলিতেছেন –

(২১০) "নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, সকলের পক্ষে উহাই গুণ, আর ইহার বিপর্যয় অর্থাৎ অধিকারলঙ্ঘনই দোষ; সংক্ষেপতঃ ইহাই গুণ ও দোষের নির্ধারণ জানিবে।" অর্থ স্পষ্ট। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥১৭৯॥

তত্র সাম্মুখ্যদ্বারভূতস্য কর্মণঃ সাক্ষাৎসাম্মুখ্যরূপ-জ্ঞান-ভক্ত্যুদয়-পর্যন্তত্বাৎ স্বয়মেব তাভ্যাং ন্যক্কারঃ। তত্র সাক্ষাৎসাম্মুখ্যে চ – (১) নির্বিশেষ-সাম্মুখ্যং জ্ঞানম্; (২) সবিশেষস্যাপি তত্ত্বস্য – (ক) ভগবত্ত্বম্, (খ) পরমাত্মত্বঞ্চেতি মুখ্যমাবির্ভাবদ্বয়মিতি। সবিশেষ-সাম্মুখ্যরূপায়া ভক্তেস্তু মুখ্যং ভেদদ্বয়ম্ – (ক) ভগবন্নিষ্ঠত্বম্, (খ) পরমাত্মনিষ্ঠত্বঞ্চেতি। তদেতত্ত্রয়ং শ্রীগীতাসূক্তম্; তত্র (গী: ৮।৩) "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্" ইত্যক্ষর-শব্দেন পূর্বোক্তং ব্রহ্ম; তৎসাম্মুখ্যরূপং জ্ঞানাত্মকমুপাসনঞ্চোত্তরোক্তম্; যথা – (গী: ৮।১১) "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি" ইত্যাদি। তথা পরমাত্মানমপি (গী: ৮।৪) – "পুরুষশ্চাধিদৈবতম্" ইত্যাদিনা, "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বর" ইত্যুত্তরপাদদ্বয়েন চ, বিরাড়্ব্যষ্টিরূপাধিষ্ঠানদ্বয়-ভেদেন ভিন্নপ্রায়মুক্ত্বা ভক্তিবিশেষরীতিদ্বয়ী তয়োরেকপ্রায়া দর্শিতা; – তত্র (গী: ৮।৮) "অভ্যাসযোগযুক্তেন" ইত্যাদিনৈকা; (গী: ৮।৯) "কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্" ইত্যাদিনান্যা।

তথা মচ্ছব্দোক্তশ্রীকৃষ্ণাখ্যভগবতি ভক্তিপ্রকারশ্চায়ম্ (গী: ৮।১৪) –

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ"॥ ইতি॥

তদেতৎ সাম্মুখ্যত্রয়ং শ্রীকপিলদেবেনাপ্যুক্তম্, (ভা: ৩।৩২।২৬) –

"**জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।**
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে॥" ইতি;

অত্র **দৃশি**র্জ্ঞানম্; **পৃথক্** পরস্পরমন্যাদৃশো **ভাবো** ভাবনা যেষু তথাবিধৈর্জ্ঞানাদিভিরেক এব পরিপূর্ণ-স্বরূপগুণঃ (১) **পরব্রহ্মে**য়তে, (২) **পরমাত্মে**য়তে, (৩) **ভগবাং**শ্চেয়তে। তত্র (১) জ্ঞানেন পরব্রহ্মতয়া জ্ঞায়তে, (২) ভক্তিবিশেষেণ(যোগমিশ্রেণ) পরমাত্মতয়া, (৩) পূর্ণয়া শুদ্ধয়া ভক্ত্যা ভগবত্তয়েতি জ্ঞেয়ম্। (১) পরব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণং **জ্ঞানমাত্র**মিতি, (২) পরমাত্মন **ঈশ্বরঃ পুমা**নিতি প্রকৃতেঃ জীবস্য চ পরস্তদাদ্যন্তর্যামী পুরুষ ইত্যর্থঃ, (৩) ভগবতো **ভগবা**নেবেতি পূর্ণৈশ্বর্যযুক্ত-মহাবৈকুণ্ঠনাথঃ। বিবৃতঞ্চৈতৎ সাম্মুখ্যত্রয়ং তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-সন্দর্ভেষু; ব্রহ্মণঃ – (শ্রীভগবৎ

সং ৪র্থ অনু:) (ভা: ১০।১৪।৬) "**তথাপি ভূমন্**" ইত্যাদিনা; পরমাত্মনঃ — (শ্রীপরমাত্ম সং ৪র্থ অনু:) (ভা: ২।২।৮) "**কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্**" ইত্যাদিনা; ভগবতঃ — (শ্রীতত্ত্ব সং ২য় অনু:) (ভা: ১।৭।৪) "**ভক্তিযোগেন মনসি**" ইত্যাদিনা চ।

অথ যদ্যপি সাম্মুখ্যত্বেনাবিশিষ্টং জ্ঞানাদি-ত্রয়মপি তদ্বৈমুখ্যপ্রতিযোগি ভবেত্তথাপি (ভা: ১০।১৪।৪) "**শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষাম্**" ইত্যাদৌ ভক্তিং বিনা কেবলং জ্ঞানস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ, তত্রাপি চ (ভা: ১১।২০।৩১) —

"**তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য**" ইত্যাদৌ ভক্তেস্তন্নিরপেক্ষত্বাৎ, (ভা: ১১।২০।৩২) "**যৎকর্মভির্যত্তপসা**" ইত্যাদাবানুষঙ্গিকসর্বফলত্বাচ্চ জ্ঞানমপি ন্যক্কৃতম্।

ততোঽবশিষ্টায়াং সবিশেষোপাসনারূপায়াং ভক্তৌ চ শ্রীবিষ্ণুরূপমবহুমন্যমানাঃ কেচিন্নিরাকারেশ্বরস্যান্যাকারেশ্বরস্য বোপাসনাং যাং মন্যন্তে, সাপি ন্যক্কৃতাস্তি; যতো হিরণ্যকশিপোরপি (ভা: ৭।২।২২) "**নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ**" ইত্যাদিতদ্বাক্যেন, (ভা: ৭।২।৩৯) "**যদৃচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ঃ**" ইত্যাদি-তদুদাহৃতেতিহাসবাক্যেন, তৎকৃতব্রহ্মস্তবেন চ ব্রহ্মজ্ঞানং নিরাকারেশ্বরজ্ঞানমন্যাকারেশ্বরজ্ঞানঞ্চ তস্যাসন্নিতি বর্ণ্যতে। শ্রীবিষ্ণৌ দেবতাসামান্যদৃষ্টের্নিন্দ্যতে চ স ইতি।

তথান্যত্রাহংগ্রহোপাসনা চ ন্যক্কৃতা, — পৌণ্ড্রক-বাসুদেবাদৌ যদুভিরিব শুদ্ধভক্তৈরুপহাস্যত্বাৎ, (ভা: ৩।২৯।১৩) "**সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য**" ইত্যাদিষু তৎফলস্য হেয়তয়া নির্দেশাচ্চ। তদুক্তং শ্রীহনুমতা, — "কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি" ইতি।

তদেতৎ সর্বমভিপ্রেত্য নিষ্কিঞ্চনাং ভক্তিমেব তাদৃশ(নিষ্কিঞ্চন)ভক্ত-প্রশংসা-দ্বারেণ সর্বোর্ধ্বমুপদিশতি, (ভা: ১১।২০।৩৪) —

(২১১) "**ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।**
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥"

টীকা চ — "**ধীরা** ধীমন্তঃ; যতো **মমৈকান্তিনো** ময্যেব প্রীতিযুক্তাঃ; অতো **ময়া দত্তমপি** ন গৃহ্ণন্তি, কিং পুনর্বক্তব্যং **ন বাঞ্ছন্তী**ত্যর্থঃ। **অপুনর্ভব**মাত্যন্তিকমপি কৈবল্যম্" ইত্যেষা।

ঈদৃশানামেকান্তিনামেবপরম-মহিমা গারুড়ে —

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ ॥
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥" ইতি ॥**১৮০**॥

সাধনত্রয়ের মধ্যে কর্ম ভগবৎসাম্মুখ্যের দ্বারমাত্র বলিয়া সাক্ষাৎ সাম্মুখ্যস্বরূপ জ্ঞান ও ভক্তির উদয়পর্যন্তই কর্মের সীমা নির্ধারিত হইয়াছে। অতএব জ্ঞান ও ভক্তি হইতে স্বভাবতই কর্মের নিকৃষ্টত্ব সিদ্ধ হয়। আর, সাক্ষাৎ সাম্মুখ্যের মধ্যেও (১) জ্ঞান নির্বিশেষ তত্ত্বেরই সাম্মুখ্যস্বরূপ। (২) সবিশেষ তত্ত্বেরও (ক) শ্রীভগবান্ ও (খ) পরমাত্মা — এই দুইপ্রকার মুখ্য আবির্ভাব বলিয়া সবিশেষ সাম্মুখ্যরূপা ভক্তিরও মুখ্য ভেদ দুই প্রকার — (ক) ভগবন্নিষ্ঠতা ও (খ) পরমাত্মনিষ্ঠতা। এই তিনটি শ্রীগীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে — "পরম অক্ষর বস্তুই ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে পূর্বোক্ত ব্রহ্ম এবং "বেদজ্ঞগণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, বিষয়বাসনামুক্ত যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে জানিবার জন্য গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়, আমি তোমাকে সংক্ষেপে সেই প্রাপ্য

বস্তুটির কথা বলিব" — এই বাক্যে তাঁহার সাম্মুখ্যরূপা জ্ঞানাত্মিকা উপাসনা উক্ত হইয়াছে। এইরূপ — "সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষই অধিদৈব" এবং "এই দেহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমিই অধিযজ্ঞ" — এই বাক্যদ্বয়ে, বিরাট্ ও ব্যষ্টিস্বরূপ অধিষ্ঠানদ্বয়ের ভেদহেতু অধিষ্ঠিত পরমাত্মতত্ত্বকেও ভিন্নপ্রায় অর্থাৎ দ্বিবিধের ন্যায় উল্লেখ করিয়া উক্ত উভয়ের (অধিদৈবস্বরূপ পরমাত্মার এবং অধিযজ্ঞস্বরূপ পরমাত্মার) উভয়ের ভক্তিবিশেষের রীতিদ্বয় প্রায় একরূপই প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে —

"হে পার্থ! অভ্যাসযোগে যুক্ত হইয়া একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি জ্যোতির্ময় পরমপুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন" এই শ্লোকে একপ্রকার ভজনরীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। আর, "যিনি সেই সর্বজ্ঞ, অনাদি, সর্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, ব্রহ্মাণ্ডপালক, অচিন্ত্যস্বরূপ, আদিত্যবর্ণ, প্রকৃতির অতীত, পরম দিব্য পুরুষকে অন্তকালে একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্বক যোগবলে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে ধারণ করিয়া ধ্যান করেন, তিনি সেই জ্যোতির্ময় পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন" — এই শ্লোকে অন্যপ্রকার ভজনরীতি দর্শিত হইয়াছে (এই দুই প্রকারে পরমাত্মার সাম্মুখ্য উক্ত হইল)।

এইরূপ — "যদৃচ্ছাক্রমে মদ্ভক্তি লাভ করেন" — এই বাক্যস্থিত 'মদ্ভক্তি' পদের 'মৎ' (আমার) শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসংজ্ঞক যে শ্রীভগবান্‌কে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাঁহার ভক্তিপ্রণালীও এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে —

"হে প্রার্থ! যিনি সর্বদা অনন্যচিত্ত হইয়া অনুক্ষণ আমার স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ হই।"

এই তিন প্রকার সাম্মুখ্য শ্রীকপিলদেবকর্তৃকও উক্ত হইয়াছে —

"একই (তত্ত্ব) দৃশিপ্রভৃতি পৃথক্ ভাবসমূহদ্বারা — জ্ঞানমাত্র পরব্রহ্মরূপে, ঈশ্বরপুরুষ পরমাত্মারূপে এবং ভগবদ্রূপে প্রতীত হন।"

'দৃশি' অর্থাৎ জ্ঞান। 'পৃথক্' অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ 'ভাব' অর্থাৎ ভাবনা রহিয়াছে যাহাদের মধ্যে এরূপ জ্ঞানপ্রভৃতিদ্বারা — এক পরিপূর্ণস্বরূপগুণবিশিষ্ট শ্রীভগবান্‌ই (১) পরব্রহ্ম, (২) পরমাত্মা ও (৩) ভগবান্ এই ত্রিবিধরূপে প্রতীত হন। তন্মধ্যে (১) জ্ঞানদ্বারা পরব্রহ্ম, (২) ভক্তিবিশেষ(যোগমিশ্রা ভক্তি)দ্বারা পরমাত্মা ও (৩) পরিপূর্ণা শুদ্ধাভক্তিদ্বারা ভগবান্ — এইরূপে প্রতীত হন, ইহা জানিতে হইবে। (১) এস্থলে 'জ্ঞানমাত্র' এই পদটি পরব্রহ্মের, (২) 'ঈশ্বর' 'পুরুষ' এই পদ দুইটি পরমাত্মার ও (৩) শ্রীভগবান্ — এই পূর্ণ ঐশ্বর্যযুক্ত মহাবৈকুণ্ঠনাথের স্বরূপ লক্ষণ। তত্ত্বসন্দর্ভে, ভগবৎসন্দর্ভে ও পরমাত্মসন্দর্ভে এই তিনপ্রকার সাম্মুখ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে "হে ভূমন্! তথাপি (সাধক) বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ-বৃত্তিসমূহদ্বারা নির্গুণস্বরূপ আপনার মহিমা অবগত হইতে পারেন" (শ্রীপরমাত্ম সং: ৪ অনু:) ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মতত্ত্বের সাম্মুখ্য, "কেহ কেহ নিজ দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়াকাশে প্রাদেশমাত্ররূপে বিরাজমান চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পুরুষকে ধারণাদ্বারা চিন্তা করেন" এই শ্লোকে পরমাত্মতত্ত্বের সাম্মুখ্য এবং "ভক্তিযোগদ্বারা চিত্ত নির্মল ও একাগ্র হইলে (শ্রীব্যাসদেব) পূর্ণস্বরূপ পুরুষ ও তাঁহার অধীনা মায়াকে দর্শন করিয়াছিলেন" এই শ্লোকে ভগবত্তত্ত্বের সাম্মুখ্য বিবৃত হইয়াছে।

যদিও জ্ঞান, ভক্তিবিশেষ ও পূর্ণা ভক্তি — এই তিনটিই সাম্মুখ্যরূপে সমান, তথাপি "হে বিভো! যাহারা শ্রেয়োলাভের মার্গস্বরূপ আপনার ভক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের প্রয়াস করে, তাহাদের ঐ প্রয়াস স্থূল তুষকুট্টনকারিগণের প্রয়াসের ন্যায় ক্লেশদায়করূপেই পর্যবসিত হয়, পরন্তু কোনরূপ ফলপ্রদ হয় না" এই বাক্যে ভক্তিব্যতীত কেবল জ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরত্ব বর্ণন হেতু এবং "অতএব মদ্গতচিত্ত, মদ্ভক্তিযুক্ত যোগী ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য প্রায়শঃ শ্রেয়স্কর হয় না" এই বাক্যে ভক্তির জ্ঞাননিরপেক্ষতা কীর্তনহেতু এবং "কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম ও অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধনদ্বারা যে ফললাভ হয়, আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসে তৎসমুদয় লাভ করেন" — ইত্যাদি বাক্যে ভক্তিদ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে সর্বফলপ্রাপ্তিহেতু জ্ঞানও নিকৃষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অনন্তর অবশিষ্ট সবিশেষোপাসনারূপা ভক্তির মধ্যেও — কেহ কেহ শ্রীবিষ্ণুরূপের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া (অর্থাৎ ঈশ্বরের মূর্তি নাই, অথবা মূর্তি থাকিলেও তিনি বিষ্ণুমূর্তি নহেন, পরন্তু অন্য মূর্তিবিশিষ্ট — এইরূপ ধারণাবশতঃ) নিরাকার ঈশ্বরের, অথবা অন্যাকৃতিবিশিষ্ট ঈশ্বরের যে উপাসনা স্বীকার করেন, এস্থলে উক্ত উপাসনারও নিকৃষ্টত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। কারণ, "আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত, নিত্য, অব্যয়, নির্মল, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞস্বরূপ। তিনি মায়াদ্বারা বিবিধ গুণের সৃষ্টি করিয়া মূর্তিধারণ করেন" — এই বাক্যদ্বারা হিরণ্যকশিপুর ও ব্রহ্মজ্ঞানের অস্তিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ "অব্যয়স্বরূপ ঈশ্বর যদৃচ্ছায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন" ইত্যাদি তদুক্ত ইতিহাসবাক্যদ্বারা তাহার নিরাকার ঈশ্বরের জ্ঞান এবং তৎকৃত ব্রহ্মার স্তবদ্বারা তাহার অন্যাকৃতিবিশিষ্ট ঈশ্বরজ্ঞানের সত্তাও জানা যায়। শ্রীবিষ্ণুকে অন্য দেবতার সমান জ্ঞান করায় হিরণ্যকশিপুর নিন্দাই শোনা যায়।

এইরূপ অন্যত্র অহংগ্রহোপাসনা অর্থাৎ 'আমিই ঈশ্বর' এরূপ ধারণাও নিকৃষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেহেতু 'আমিই বাসুদেব' পৌণ্ড্রক বাসুদেবপ্রভৃতির এইরূপ ধারণার প্রতি — যদুগণ যেরূপ উপহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সর্বত্রই অহংগ্রহোপাসনা অর্থাৎ উপাস্য সহিত উপাসকের অভেদভাবনাত্মক উপাসনা শুদ্ধভক্তগণের উপহাসেরই বিষয় হয়। বিশেষতঃ — "আমার ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, এমন কি একত্বও (ব্রহ্মসাযুজ্যও) বাঞ্ছা করেন না" — এইরূপ বাক্যে অহংগ্রহোপাসনার ফলস্বরূপ সাযুজ্যমুক্তির হেয়ত্বই নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব শ্রীহনুমান্ বলিয়াছেন — "দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রভুর পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করে, এরূপ মূর্খ কে আছে?"

এইসমস্ত অভিপ্রায়েই নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের প্রশংসাদ্বারা বস্তুতঃ নিষ্কিঞ্চনা ভক্তিই যে সকলের উপরে বিরাজমান — ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা —

(২১১) "আমার একান্তী ভক্ত ধীর সাধুগণ কিছুই প্রার্থনা করেন না; এমন কি আমাকর্তৃক প্রদত্ত হইলেও অপুনর্ভব কৈবল্যও বাঞ্ছা করেন না।"

***টীকা** — 'ধীর' — বুদ্ধিমান্; যেহেতু (তাঁহারা) আমাতেই প্রীতিযুক্ত, অতএব — আমি (কৈবল্য) দান করিলেও গ্রহণ করেন না, অতএব উহার বাঞ্ছা যে করেন না, এবিষয়ে আর বক্তব্য কি! 'অপুনর্ভব' অর্থাৎ আত্যন্তিক কৈবল্য।" (এপর্যন্ত টীকা)।*

ঈদৃশ একান্তিগণেরই মহিমা গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে — "সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্তপারদর্শী, কোটি বেদান্তপারদর্শী অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।"॥১৮০॥

যস্মাদেবং সর্বানন্দাতিক্রমলিঙ্গেন পরমানন্দস্বরূপাসৌ ভক্তিস্তস্মাৎ তত্র স্বভাবত এব প্রবৃত্তির্গুণস্তথাভূতামপি তন্মাধুরীং স্বদোষেণানুভবিতুমসমর্থানাং তু কেবল-বিধি-নিষেধ-সম্ভব-গুণ-দোষ-দৃষ্ট্যৈব প্রবৃত্তিরপি পূর্বাপেক্ষয়া দোষ এব। যথোক্তমেতৎ পূর্বাধ্যায়ে, — (ভা: ১১।২৯।৩৬) **"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ** ইত্যাদৌ সাক্ষাদ্ভক্তেরপি বিধানাবিধানয়োর্গুণদোষতাং (ভা: ১১।১৯।৪৫) **"কিং বর্ণিতেন বহুনা"** ইত্যন্তেন গ্রন্থেন প্রতিপাদ্য **"গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ"** ইতি। অতএব লব্ধ-তন্মাধুর্যানুভবানাং তদ্বিধি-নিষেধকৃত-গুণদোষৌ ন স্ত এবেত্যাহ, (ভা: ১১।২০।৩৬) —

(২১২) **"ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।**
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥" ইতি,

টীকা চ — "গুণদোষৈর্বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈরুদ্ভবো যেষাং, তে **গুণাঃ** পুণ্যপাপাদয়ঃ" ইত্যেষা॥১৮১॥
শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্॥১৮০, ১৮১॥

যেহেতু এই ভক্তি পূর্বোক্তপ্রকারে নিখিল আনন্দসমূহ অতিক্রমপূর্বক পরমানন্দরূপে বিরাজ করিতেছেন, অতএব ইহাতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই গুণ। আর নিজ দোষবশতঃ যাহারা তাদৃশী ভক্তিমাধুরী অনুভব করিতে অসমর্থ, তাহারা কেবলমাত্র বিধিপালনমূলক গুণ এবং নিষেধলঙ্ঘনমূলক দোষ বিচার করিয়াই ভক্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন – তাঁহাদের তাদৃশী প্রবৃত্তিও পূর্বোক্ত স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির সহিত তুলনায় দোষরূপেই গণ্য হয়। এই অধ্যায়ের পূর্ব অধ্যায়ে – "আমার প্রতি বুদ্ধির নিষ্ঠার নামই শম" ইত্যাদি প্রকরণে – "বহু বলিবার আবশ্যক কি ?" এপর্যন্ত শ্লোকসমূহদ্বারা সাক্ষাদ্ভক্তিরও বিধান ও অবিধানকে যথাক্রমে গুণ ও দোষরূপে প্রতিপাদনপূর্বক উপসংহারে ইহাই বলিয়াছেন যে – "গুণদোষবিচারই দোষ, আর গুণদোষবিচারহীন স্বভাবই গুণ।" যাঁহারা ভক্তির মাধুর্য অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের ভক্তিবিষয়ক বিধিনিষেধকৃত গুণদোষের উদ্ভবই হয় না – ইহাই বলিতেছেন –

(২১২) "যাঁহারা বুদ্ধির পরবর্তী তত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমার একান্ত ভক্ত তাদৃশ সমচিত্ত সাধুগণের গুণদোষোদ্ভব গুণসমূহের (পুণ্য ও পাপ প্রভৃতির) উদয় হয় না।"

***টীকা** – " 'গুণ' অর্থাৎ বিহিত কার্য এবং 'দোষ' অর্থাৎ নিষিদ্ধ কার্য হইতে 'উদ্ভব' হয় যাহাদের এরূপ 'গুণ'সমূহ অর্থাৎ (যথাক্রমে) পুণ্য ও পাপ প্রভৃতি।"॥১৮১॥ ইহা শ্রীভগবানের উক্তি॥১৮০, ১৮১॥*

ইয়মকিঞ্চনাখ্যা ভক্তিরেব জীবানাং স্বভাবত উচিতা; – স্বাভাবিক-তদাশ্রয়া হি জীবাঃ; – (শ্বে: ৬।৯) "স কারণং করণাধিপাধিপঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অংশত্বেঽপি বহিরঙ্গত্ব-স্বীকারাত্তদাশ্রয়ত্বং সূর্যমণ্ডলবহিরাতপপরমাণূনামিব। অতএব পাদ্মোত্তরখণ্ডে প্রণব-ব্যাখ্যানে –

"অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারশ্চ ততঃ পরম্। বেদত্রয়াত্মকং প্রোক্তং প্রণবং ব্রহ্মণঃ পদম্॥
অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ চোচ্যতে। মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্তিতঃ॥"
ইত্যাদি;

অন্তে চ – "ভগবচ্ছেষরূপোঽসৌ মকারাখ্যঃ সচেতনঃ" ইতি; তথা –

"অবধারণবাচ্যেব উকারঃ কৈশ্চিদিষ্যতে। শ্রীশ্চ তৎপক্ষপাতিত্বাদকারেণৈব চোচ্যতে।
ভাস্করস্য প্রভা যদ্বত্তস্য নিত্যানপায়িনী॥" ইত্যাদি।

অতএব শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রণব এব মহাবাক্যমিতি স্থিতম্। তথাষ্টাক্ষর-ব্যাখ্যানে –

"শ্রীমতে বিষ্ণবে তস্মৈ দাস্যং সর্বং করোম্যহম্। দেশকালাদ্যবস্থাসু সর্বাসু কমলাপতেঃ॥
ইতি স্বরূপসংসিদ্ধং মুখ্যং দাস্যমবাপ্নুয়াম্। এবং বিদিত্বা মন্ত্রার্থং তদ্বৃত্তিং সম্যগাচরেৎ॥
দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ॥" ইতি।

তদেতদাহুঃ, (ভা: ১০।৮৭।২০) –

(২১৩) "**স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং**
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥"

স্বেন ত্বয়া **কৃতেষু পুরেষু** দেহেষু বর্তমানং **তব পুরুষং** জনং তবৈবাংশরূপেণ ত্বদীয়-স্বরূপেণ কৃতং নিত্যসিদ্ধং বদন্তি। তত্রা**খিলশক্তিধৃতস্তবে**ত্যুক্ত্যা তদখিলশক্তিগণান্তঃপাতি-জীবাখ্য-তটস্থশক্তি-বিশিষ্টস্যৈব তবাংশঃ; ন তু স্বরূপশক্তিবিশিষ্টস্য কেবলস্বরূপস্যেত্যায়াতম্। ততো মূলমণ্ডলস্থানীয়-ত্বদাশ্রয়ক-রশ্মি-পরমাণুস্থানীয়া জীবা ইতি ভাবঃ। অংশত্বে হেতুঃ, – **অবহিরন্তরসংবরণম্**, বহিরন্তশ্চ

যস্য সংবরণং নাস্তি, কিন্তু তৈস্তৈরুপাধিভিঃ সংবরণমেবাস্তীত্যর্থঃ; অতঃ সংবরণ-হীনস্য তবায়মংশ এবেতি ভাবঃ। **ইতি** এতৎপ্রকারাং নুর্জীবস্য **গতিং** স্বভাবত এব ত্বদাশ্রয়কত্বদেকজীবনশ্চাসৌ জীব ইতি তত্ত্বং **বিবিচ্য** জ্ঞাত্বা **কবয়ঃ** পণ্ডিতা **বিশ্বসিতাঃ** শ্রদ্দধানা **ভবত** এবা**ঙ্ঘ্রিমুপাসতে**। বিশ্বাসে হেতুঃ — **নিগমাবপনং** সকলবেদবীজোজ্জীবনৈকাশ্রয়ক্ষেত্রং শাস্ত্রযোনিমিত্যর্থঃ। অতো নিত্যত্বদাশ্রয়ৈক-জীবনানামপি তেষাং ত্বদ্‌বৈমুখ্যেন যৎ সংসারদুঃখং ভবতি, তদপি সাম্মুখ্যেন স্বয়মেব পলায়তে ইত্যাহুঃ, — **অভব**মিতি, ন বিদ্যতে ভবঃ সংসারো যত্রেতি; অথবা, ভজনীয়স্য নিত্যত্বেন ভক্তেরপ্যনশ্বরত্বং প্রতিপাদয়ন্তি — **অভবং** জন্মরহিত**মঙ্ঘ্রি**মিতি। তস্মাদকিঞ্চনাখ্যা ভক্তিরেব সর্বোর্ধ্বমভিধেয়া। শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥**১৮২**॥

এই অকিঞ্চনা ভক্তিই জীবগণের স্বভাবতঃ গ্রহণীয়। যেহেতু — স্বাভাবিকভাবে জীবগণ শ্রীভগবানেরই আশ্রিত। শ্বেতাশ্বরে শ্রুতিও ইহা বলিয়াছেন — "তিনিই সকলের কারণ এবং তিনিই ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণেরও অধিপতি।"

জীবগণ শ্রীভগবানের অংশ হইলেও বহিরঙ্গরূপে স্বীকৃত বলিয়া সূর্যমণ্ডলের বহির্ভাগস্থিত রৌদ্রগত পরমাণুসমূহ যেরূপ সূর্যের আশ্রিত, বহিরঙ্গ হইয়াও জীবগণ সেইরূপভাবেই শ্রীভগবানের আশ্রিত হইতে পারে। অতএব পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে প্রণবের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে —

"অকার, উকার ও মকার — এইরূপ ত্রিবেদাত্মক প্রণব (ওম্) ইহা ব্রহ্মের পদ অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্বরূপ। তন্মধ্যে অকারে বিষ্ণু, উকারে লক্ষ্মী এবং মকারে তাঁহাদের দাস পঞ্চবিংশ তত্ত্ব পুরুষ (জীব) কথিত হয়।"

শেষভাগেও উক্ত হইয়াছে — "মকারসংজ্ঞক সেই সচেতন পুরুষ (জীব) শ্রীভগবানের শেষস্বরূপ।"

আরও বলিয়াছেন — "কেহ কেহ উকারকে অবধারণবাচক (নিশ্চয়তাবাচক) বলিয়াই স্বীকার করেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পক্ষপাতিনী বলিয়া অকারদ্বারাই উক্ত হন (অর্থাৎ অকারদ্বারাই বিষ্ণু ও লক্ষ্মী এবং মকারদ্বারা জীবের উক্তি হয়। উকার এবিষয়ে নিশ্চয়তাবোধক)। সূর্যের প্রভার ন্যায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অচ্যুতস্বভাবা নিত্যসঙ্গিনী।" অতএব বৈষ্ণবগণের মতে প্রণবই মহাবাক্যরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। অষ্টাক্ষর মন্ত্রব্যাখ্যায়ও এরূপ উক্ত হইয়াছে —

"আমি সর্বদেশ, সর্বকাল ও সর্বাবস্থায় সেই শ্রীবিষ্ণুর সর্বপ্রকার দাস্য করিতেছি — এই প্রকারে আমি লক্ষ্মীকান্ত শ্রীভগবানের স্বরূপসিদ্ধ মুখ্য দাসত্ব লাভ করিব। এইরূপ মন্ত্রার্থ অবগত হইয়া মানব সম্যগ্‌ভাবে তাঁহার দাস্যবৃত্তির আচরণ করিবে। এই স্থাবরজঙ্গম নিখিল জগৎ তাঁহার দাসস্বরূপ এবং শ্রীনারায়ণ নিখিল জগতের স্বামী, প্রভু ও ঈশ্বর।" ইহাই শ্রুতিগণ বলিয়াছেন —

(২১৩) "হে ভগবন্! স্বকৃত এই পুরসমূহের মধ্যে (বর্তমান), বাহ্য ও অভ্যন্তরে আবরণশূন্য, আপনার পুরুষকে অখিলশক্তিধারী আপনার অংশকৃত বলা হয়। কবিগণ এরূপ নরগতি বিবেচনা করিয়া ভূতলে বিশ্বাসসহকারে নিগমসমূহের আবপনস্বরূপ (বেদোক্ত কর্মসমূহের অর্পণের ক্ষেত্র) ও অভব ভবদীয় পাদপদ্ম ভজন করেন।"

'স্বকৃত' অর্থাৎ আপনাকর্তৃক কৃত 'পুরসমূহ' অর্থাৎ এই দেহসমূহের মধ্যে (বর্তমান), আপনার 'পুরুষ' অর্থাৎ জীবকে আপনারই অংশরূপ স্বরূপদ্বারা কৃত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বলা হয়। এস্থলে 'অখিল শক্তিধারী আপনার' এইরূপ উক্তিহেতু ইহাই উপলব্ধ হয় যে — আপনার অখিলশক্তিসমূহের মধ্যে জীবাখ্যা যে তটস্থা শক্তি বিদ্যমান, সেই জীবাখ্যশক্তিবিশিষ্ট আপনারই অংশরূপে (জীব নিত্যসিদ্ধ), পরন্তু স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কেবলস্বরূপ আপনার অংশ নহে। অতএব সূর্যমণ্ডলস্থানীয় আপনার আশ্রয়ে জীবসমূহ রশ্মিপরমাণুসমূহ-স্থানীয়রূপে

বিদ্যমান — ইহাই ভাবার্থ। অংশত্বের কারণ বলিতেছেন — "বাহ্য ও অভ্যন্তরে আবরণশূন্য" — অর্থাৎ বাহিরে ও অভ্যন্তরে স্বরূপতঃ যাহার আবরণ নাই; পরন্তু দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিদ্বারাই কেবল আবরণ রহিয়াছে। অতএব সংবরণহীন বলিয়া জীব সংবরণহীন আপনার অংশই হয়। জীবের এইরূপ 'গতি' — অর্থাৎ জীব স্বভাবতই আপনার আশ্রিত এবং আপনিই জীবের একমাত্র জীবন — এরূপ তত্ত্ব 'বিবেচনা করিয়া' অর্থাৎ অবগত হইয়া 'কবিগণ' অর্থাৎ পণ্ডিতগণ 'বিশ্বাসসহকারে' অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আপনারই পাদপদ্ম ভজন করেন। বিশ্বাসের হেতু বলিতেছেন — (আপনার পাদপদ্ম) 'নিগমসমূহের আবপন' অর্থাৎ নিখিল বেদবীজের উজ্জীবনের একমাত্র আশ্রয়ক্ষেত্র অর্থাৎ শাস্ত্রযোনি (বেদাদির উৎপত্তিস্থান)। অতএব নিত্য আপনার আশ্রয়ই একমাত্র জীবন বলিয়া আপনার প্রতি বৈমুখ্যহেতু তাহাদের যে সংসার দুঃখ হয়, তাহাও আপনার প্রতি সাম্মুখ্যহেতু স্বয়ংই পলায়ন করে — ইহাই 'অভব' এই পদদ্বারা উক্ত হইতেছে। যে পাদপদ্মে 'ভব' অর্থাৎ সংসার নাই, অথবা ভজনীয় পাদপদ্মের নিত্যত্বকথনদ্বারা ভক্তিরও নিত্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য ভজনীয় পাদপদ্মের বিশেষণরূপে 'অভব' পদটি প্রদত্ত হইয়াছে। 'অভব' অর্থাৎ জন্মরহিত পাদপদ্ম। অতএব অকিঞ্চনা ভক্তিই সর্বোপরি অভিধেয়। ইহা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতিগণের উক্তি ॥১৮২॥

অথ তস্যা এব প্রকারান্তরেণ স্থাপনায় প্রকরণান্তরং যাবত্তল্লক্ষণ-প্রকরণম্। তদেবং পরমদুর্লভ-স্বরূপং পরমদুর্লভফলঞ্চাকিঞ্চনাখ্য-সাক্ষাদ্ভক্তিরূপং সাম্মুখ্যং কথং স্যাদিতি বক্তুং সাম্মুখ্যমাত্রস্য নিদানমুপলক্ষয়তি, (ভা: ১০।৫১।৫৩) —

(২১৪) **"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।**
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥"

যদা ভ্রমতঃ সংসরতো **জনস্য ভবাপবর্গো ভবেৎ** — সংপ্রাপ্ত-কালঃ স্যাৎ, তদা **সৎসঙ্গমো ভবেৎ**। অত্র চ **যদা সৎসঙ্গমো ভবেত্তদা ভবাপবর্গো ভবেদিতি** বক্তব্যে, বৈপরীত্যেন নির্দেশস্তত্র সৎসঙ্গমস্য শীঘ্রতয়াবশ্যকতয়া চ হেতুত্ব-বিবক্ষয়া। অতএবাতিশয়োক্তিনামালঙ্কারস্য চতুর্থো ভেদোঽয়মিত্যালঙ্কারিকাঃ; তদুক্তং তদ্বিবৃতৌ, — "চতুর্থী সা কারণস্য গদিতুং শীঘ্রকারিতাম্। যা হি কার্যস্য পূর্বোক্তিঃ" ইতি।

তথোক্তং নলকূবর-মণিগ্রীবৌ প্রতি শ্রীভগবতা, (ভা: ১০।১০।৪১) —

"সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃসবিতুর্যথা ॥" ইতি।

তত্র হেতুঃ — **যর্হি** যদা **সৎসঙ্গমস্তদৈব পরাবরেশে ত্বয়ি মতির্ভবতি**। তদ্বৈমুখ্যকরানাদিসিদ্ধ-তজ্জ্ঞান-সংসর্গাভাবান্তে তৎসাম্মুখ্যকরং তজ্জ্ঞানং জায়ত ইত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শ্রীবিদুরেণ, (ভা: ৩।৫।৩) —

"জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্য ॥" ইতি;

অত্র **দৈবাৎ** প্রাচীন-কর্মণো হেতোস্তদাবেশাদ**ধর্মশীলস্য** ভগবদ্ধর্মরহিতস্যেত্যর্থঃ। মূলপদ্যে **যর্হি তদৈব** ইতি নির্দেশান্ন কালবিলম্বেন; তত্র **চৈব**-কারান্নান্যদা কদাচিদপীত্যর্থঃ। তেন তন্মতৌ হেতুঃ — **সদ্গতৌ**, যত্র যত্র **সন্তঃ** সঙ্গচ্ছন্তে, তত্র তত্র **গতিঃ** স্ফুরণং যস্য, তস্মিংস্ত্বয়ীতি। তথা চেতিহাসসমুচ্চয়ে —

"যত্র রাগাদি-রহিতা বাসুদেব-পরায়ণাঃ। তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্নৃপতে নাত্র সংশয়ঃ ॥" ইতি।

সতাং গতাবিত্যত্র ব্যাখ্যানেঽপ্যসতাং ত্বসৌ ন গতিরতস্তদ্দ্বারৈবান্যেষাং তল্লাভো যুক্ত ইতি পূর্ব্ববদেব। পিঙ্গলায়া অপি সৎসঙ্গো (ভা: ১১।৮।৩৪) – **"বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ"** ইত্যত্র ব্যক্তোঽস্তি; টীকা চ – "সৎসঙ্গতৌ সত্যামপ্যহো! মম মোহ ইত্যাহ, – **বিদেহানামিতি**" ইত্যেষা।

তদেবং যত্র নোপলভ্যতে সৎসঙ্গস্তত্রাপ্যাধুনিকঃ প্রাক্তনো বা পারম্পরিকো বাপরাধোঽনুমেয় এব। অত্র কৃত-শ্রীনারদাদি-দর্শনাদেরপি দেবতাদেঃ শ্রীনলকূবরাদিবত্তাদৃশত্ব-প্রাপ্তির্ন শ্রূয়ত ইত্যত এবং বিবেচনীয়ম্। – যদ্যপ্যপরাধসদ্ভাবো বর্ততে পুরুষে, তদা তদ্দোষেণ, সৎসু (সাধুষু) নিরাদরাণাং সাধারণ-মুন্যাদি-দৃষ্টীনাঞ্চ তদ্দোষ-শান্ত্যর্থং সৎসঙ্গস্য ভগবৎসাম্মুখ্য-কারণত্বেঽপি তৎকৃপাসাহায্য-মপেক্ষ্যতে; নিরপরাধত্বে সতি সৎসঙ্গেনৈব জাত-পরমোত্তম-দৃষ্টীনাং তু তেষাং তেষু মনোঽবধানা-ভাবেঽপি সৎসঙ্গমাত্রং তৎকারণমিতি। অতঃ সাপরাধানেবাধিকৃত্যোক্তমজানজদেবৈঃ, (ভা: ৩।৫।৪৪) –

"তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে পরাকৃতান্তর্মনসঃ পরেশঃ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ ॥" ইতি;

অত্র **তে** তব **পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ** সম্বন্ধিনো যে ভক্তা ইত্যর্থঃ; তে **তান্ নূনং** প্রায়ো **ন পশ্যন্তি**, – ন কৃপাদৃষ্টি-বিষয়ীকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কান্? যে **অসদ্বৃত্তিভিঃ** সাপরাধ-চেষ্টৈরক্ষিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ **পরাকৃতান্তর্মনসো** দূরীকৃতান্তর্মুখ-চিত্তবৃত্তয়ো বহির্ম্মুখা ইত্যেবং ব্যাখ্যানমপ্যত্রানুসন্ধেয়ম্। অত্র সাধারণাসদ্বৃত্তিত্বং ন গৃহ্যতে, – সর্বস্য তৎকৃপায়াঃ প্রাক্ তথাভূতত্বাৎ (ভা: ৩।৫।৩) **"জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাৎ"** ইত্যাদিকমবিষয়ং স্যাদিতি। তস্মাদনপরাধ-অসদ্বৃত্তৌ তেষাং কৃপা প্রবর্তত এব। কথঞ্চিদপরাধাভাবেন তদপ্রবৃত্তাবপি সঙ্গমাত্রেণৈব তেষাং সন্মতিঃ স্যাৎ। যত্র তু সাপরাধেঽপি স্বৈরতয়ৈব কৃপাং কুর্বন্তি তস্যৈব তন্মতিঃ স্যান্নান্যস্য, – নলকূবরবৎ, সাধারণ-দেবতাবচ্চেতি; যথা শ্রীভরতস্য রহূগণে; যথা চোপরিচরবসোর্বৃত্তং শ্রীবিষ্ণুধর্মে; – স হি দেবসাহায্যায়ৈব দৈত্যান্ হত্বা বিরজ্য চ ভগবদনুধ্যানায় পাতালং চ প্রবিষ্টবান্। তঞ্চ নিবৃত্তমপি হন্তুং লব্ধচ্ছিদ্রা দৈত্যাঃ সমাগত্য তৎপ্রভাবেণোদ্যতশস্ত্রা এবাতিষ্ঠন্; ততশ্চ ব্যর্থোদ্যমাঃ পুনঃ শুক্রোপদেশেন তং প্রতি (ভা: ৪।১৯।২৩-২৫শ পদ্যজাতদিশা) পাষণ্ডমার্গমুপদিশন্তোঽপি জাতয়া তৎকৃপয়া ভগবদ্ভক্তা বভূবুরিতি। অত উক্তং **শ্রীবিষ্ণুধর্ম এব**, –

"অনেকজন্মসংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে। নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ ॥" ইতি।

ননু (ভা: ৭।৯।৪৪) **"নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে"** ইত্যেবং শ্রীপ্রহ্লাদস্য সর্বস্মিন্নপি সংসারিণি কৃপা জাতা, তর্হি কথং ন সর্বমুক্তিঃ স্যাৎ? উচ্যতে; – জীবানামনন্তত্বান্ন তে সর্বে মনসি তস্যারূঢ়াস্ততো যাবন্তো দৃষ্টশ্রুতাস্তচ্চেতস্যারূঢ়াস্তাবতাং তৎপ্রসাদাদ্-ভবিষ্যত্যেব মোক্ষঃ, – **নৈতানিত্যেতচ্ছব্দ**-প্রয়োগাৎ; যে চান্যে, তেষামপি তৎকীর্তন-স্মরণ-মাত্রেণৈব কৃতার্থতা-বরং স্বয়মেব কৃপয়া দত্তবান্ শ্রীনৃসিংহদেবঃ (ভা: ৭।১০।১৪) –

"য এতৎ কীর্তয়েন্মহ্যং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ।
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ স্মরেৎ কালে কর্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥" ইতি

যস্ত্বাং কীর্তয়েদপি, কিং পুনস্ত্বং যান্ কৃপয়া স্মরসীতি ভাবঃ। তস্মাৎ সাধূক্তম্, – "ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ" ইতি ॥ মুচুকুন্দঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥১৮৩॥

অনন্তর প্রকারান্তরে সেই অনন্যা ভক্তির স্থাপনের জন্যই তাহার লক্ষণ প্রকরণ – অন্য প্রকরণপর্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার স্বরূপ পরমদুর্লভ এবং যাহার ফল এইরূপ পরমদুর্লভ অকিঞ্চনাখ্য-সাক্ষাদ্ভক্তিস্বরূপ সেই সাম্মুখ্য কিরূপে উদিত হয়, – ইহা বলিবার জন্য সাম্মুখ্যমাত্রেরই মূলকারণ নির্দেশ করিতেছেন –

"হে অচ্যুত! ভ্রমণরত জীবের যখন সংসারনাশের কাল উপস্থিত হয়, তখনই সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে; আর যখনই সৎসঙ্গলাভ হয়, তখনই সদ্‌গতি এবং ব্রহ্মাদিরও অধীশ্বরস্বরূপ আপনার প্রতি মতি জন্মিয়া থাকে।"

যখন 'ভ্রমণরত' অর্থাৎ সংসারগ্রস্ত জীবের সংসারনাশের কাল উপস্থিত হয়, তখন সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে। এস্থলে – 'যখন সৎসঙ্গ হয়, তখন সংসারনাশের কাল উপস্থিত হয়' – এরূপ বলা সঙ্গত ছিল, পরন্তু তাহা না বলিয়া ('যখন সংসারনাশের কাল উপস্থিত হয়, তখন সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে – এইরূপ) বিপরীতক্রমে বলার কারণ এই যে, সংসারনাশবিষয়ে সৎসঙ্গ সত্বর কার্যকারী এবং আবশ্যক (অপরিহার্য) হেতুস্বরূপ – ইহাই বক্তার অভিপ্রায়। অতএব আলঙ্কারিকগণের মতে ইহা অতিশয়োক্তিনামক অলঙ্কারের চতুর্থ ভেদস্বরূপ। অলঙ্কারশাস্ত্রে অতিশয়োক্তির সেই চতুর্থভেদের বিবরণে এরূপ উক্ত হইয়াছে – "কারণের দ্রুতকারিতা বলিবার উদ্দেশ্যে কারণের পূর্বে কার্যের যে উক্তি, উহাই চতুর্থপ্রকার অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।"

নলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীভগবান্ এরূপ বলিয়াছিলেন – "সূর্যের দর্শনে চক্ষুর বন্ধ (রূপদর্শনে বাধা) থাকে না, তদ্রূপ আমার প্রতি অর্পিতচিত্ত, সমদর্শী, সাধুগণের দর্শনহেতু জীবের সংসারবন্ধন ঘটে না।"

মূল শ্লোকে সৎসঙ্গ হইতে কিরূপে (কিহেতু) সংসার নাশ হয়, তাহা বলিতেছেন – 'যখনই সৎসঙ্গ হয়, তখনই ব্রহ্মাদিরও অধীশ্বরস্বরূপ আপনার প্রতি জীবের মতি জন্মিয়া থাকে।' অর্থাৎ ভগবদ্‌বৈমুখ্যজনকরূপে ভগবজ্জ্ঞানের যে সংসর্গাভাব অনাদিকাল হইতে সিদ্ধ রহিয়াছে, সৎসঙ্গহেতু সেই সংসর্গাভাবের নাশ হইলে ভগবৎসাম্মুখ্যজনক ভগবজ্জ্ঞানের উদয় হয়, (সেই জ্ঞান হইলেই সাম্মুখ্য ঘটে, আর সেই অবস্থাই জীবের সংসারনিবৃত্তির কারণ।) অতএব শ্রীবিদুর বলিয়াছেন –

"দৈববশতঃ অধর্মশীল, কৃষ্ণবিমুখ, অতিদুঃখগ্রস্ত জীবের অনুগ্রহের জন্যই ইহলোকে শ্রীভগবানের মঙ্গলময় জনগণ (সাধুগণ) বিচরণ করেন – ইহা সুনিশ্চিত।"

সংসারে 'দৈববশতঃ' অর্থাৎ প্রাচীনকর্মহেতু যে ব্যক্তি 'অধর্মশীল' অর্থাৎ ভগবদ্ধর্মরহিত (তাদৃশ জীবের); মূল পদ্যে – 'যখন সংসারনাশের কারণ উপস্থিত হয়, তখনই' এরূপ নির্দেশহেতু – তদ্‌বিষয়ে কালবিলম্ব হয় না – ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে তথায় 'তদৈব' (তখন-ই) এই 'এব' শব্দদ্বারা ইহাই বিজ্ঞাপিত হয় যে, অন্য সময়ে অর্থাৎ সৎসঙ্গ না হইলে অন্য কোন সময়েই আপনার প্রতি মতি হয় না। অতএব 'সদ্‌গতি' এই পদটি ভগবদ্‌বিষয়ে মতি উদয়ের হেতুরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ – যেখানে যেখানে 'সৎ' অর্থাৎ তাদৃশ সাধুগণ মিলিত হন, সেখানে সেখানেই 'গতি' অর্থাৎ স্ফুরণ (প্রকাশ) হয় যাঁহার, সেই আপনার প্রতি (মতির উদয় হয়)। ইতিহাসসমুচ্চয়েও এরূপ বলা হইয়াছে –

"হে রাজন্! যেস্থানে বাসনাদিরহিত বাসুদেবপরায়ণ পুরুষগণ অবস্থান করেন, সেখানে ভগবান্ বিষ্ণু যে সন্নিহিত রহিয়াছেন – এবিষয়ে সন্দেহ নাই।"

'সদ্‌গতি' এই পদে – 'সৎ' অর্থাৎ সাধুগণের 'গতি' এরূপ অর্থ করিলেও – তিনি অসতের গতি নহেন – এরূপ অর্থবোধ হওয়ায় – সাধুগণকে দ্বার করিয়াই অপর ব্যক্তিগণের পক্ষে তাঁহার লাভ সঙ্গত হয়। সুতরাং ফলে পূর্বের ন্যায়ই তাৎপর্য বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ 'সদ্‌গতি' পদের উভয় প্রকার ব্যাখ্যাদ্বারাই সৎসঙ্গকে শ্রীভগবানের প্রতি মতি-উদয়ের কারণরূপে জানা যায়)। পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যারও বৈরাগ্য-উদয়ের মূলে যে সৎসঙ্গ

ছিল, ইহা "হায় ! এই বিদেহনগরে আমি একাই মূঢ়চিত্তা" (অর্থাৎ অন্য সকলেই বিচক্ষণ সাধু) – এই উক্তি হইতেই জানা যায়। (অতএব, ইহাও জানা যায় যে, তাহার যে কোনরূপে সেই সাধুগণের সঙ্গলাভ কদাচিৎ ঘটিয়াছিল)। এই শ্লোকের টীকাও এইরূপ – "সৎসঙ্গসত্ত্বেও আমার এরূপ মোহ হইল ? – এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশের জন্যই সে বলিয়াছে – 'এই বিদেহনগরে' ইত্যাদি" (এপর্যন্ত টীকা)।

অতএব যেস্থলে সাক্ষাদ্ভাবে সৎসঙ্গ উপলব্ধ হইতেছে না, অথচ ভগবদ্ভক্তি দেখা যায়, তাদৃশ স্থলেও আধুনিক কিংবা জন্মান্তরীণ অথবা পারম্পরিক সৎসঙ্গের অনুমান করিতেই হইবে। শ্রীনারদাদি ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের দর্শনাদি লাভ করিয়াও দেবতাপ্রভৃতি অনেকেরই শ্রীনলকূবরাদির ন্যায় সদ্গতি লাভ হয় নাই শোনা যায়; অতএব এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে – সাধারণতঃ সৎসঙ্গ ভগবৎসাম্মুখ্যজনক হইলেও যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে অপরাধের সংস্পর্শ থাকে, তাহা হইলে সেই দোষবশতঃ তাদৃশ ব্যক্তিগণের সাধুগণের প্রতি অনাদর এবং ইহারা সাধারণ পুণ্যবান্ ব্যক্তিমাত্র (অর্থাৎ পরমমাহাত্ম্যশালী নহেন) – এরূপ বুদ্ধিরই উদয় হয়; এরূপস্থলে তাদৃশ দোষশান্তির জন্য শ্রীভগবানের কৃপার সাহায্য আবশ্যক। আর অপরাধ না থাকিলে সৎসঙ্গহেতুই সাধুগণের প্রতি পরমগৌরব বুদ্ধি উৎপন্ন হয় বলিয়া তাদৃশ ব্যক্তিগণের ভক্তিলাভাদিবিষয়ে সেরূপ মনোযোগ না থাকিলেও কেবলমাত্র সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ হয়। অতএব সাপরাধ ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়াই অজানজ দেবগণ এরূপ বলিয়াছেন –

"হে পরেশ ! বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বর্গ যাহাদের মনকে দূরে লইয়া যায়, তাহারা নিশ্চয়ই আপনার পদবিন্যাস-বিলাসশোভার ভক্তগণকে দেখিতে পায় না।" এই শ্লোকে এরূপ ব্যাখ্যারও অনুসন্ধান করিতে হইবে – হে পরমেশ্বর ! আপনার পদবিন্যাস-বিলাসশোভার যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা তাহাদিগকে প্রায়ই দেখেন না অর্থাৎ নিজ কৃপাদৃষ্টির বিষয়ীভূত করেন না। কাহাদিগকে – তাহাই বলিতেছেন – 'অসদ্বৃত্তি' অর্থাৎ অপরাধচেষ্টাযুক্ত ইন্দ্রিয়বর্গ যাহাদের মনকে দূরে লইয়া যায়, অর্থাৎ যাহাদের চিত্তের অন্তর্মুখী বৃত্তিসমূহকে দূরীভূত করে, সেই বহির্মুখ ব্যক্তিগণকে (কৃপাদৃষ্টির বিষয়ীভূত করেন না)। এস্থলে ইন্দ্রিয়বর্গের যে-অসদ্বৃত্তিত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা সাধারণ অসদ্বৃত্তিত্ব নহে; কারণ, সাধুগণের কৃপালাভের পূর্ব পর্যন্ত সকলেরই সাধারণ অসদ্বৃত্তিত্ব থাকে বলিয়া – "দৈববশতঃ অধর্মশীল, কৃষ্ণবিমুখ, অতিদুঃখগ্রস্ত জীবের অনুগ্রহের জন্যই ইহলোকে শ্রীভগবানের মঙ্গলময় জনগণ (অর্থাৎ সাধুগণ) বিচরণ করেন" এই বাক্যোক্ত সাধুগণের অনুগ্রহের বিষয়ই (পাত্রই) থাকে না (অর্থাৎ সকলেরই ইন্দ্রিয়বর্গ সাধারণভাবে অসদ্বৃত্তিরত বলিয়া কেহই তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারে না)। ***অতএব অপরাধশূন্য অসদ্বৃত্তিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি তাঁহাদের কৃপার উদয় হইয়াই থাকে। অপরাধহীন ব্যক্তির কোনরূপ অসাবধানতাহেতু সাধুসঙ্গে অপ্রবৃত্তি (অথবা ভক্তিবিষয়ে অপ্রবৃত্তি) হইলেও কোনরূপে সৎসঙ্গলাভ হওয়া মাত্রই সুমতির উদয় হয়। আর, সাধুগণ অপরাধসত্ত্বেও যে ব্যক্তির প্রতি স্বেচ্ছাবশতই কৃপা করেন, তাহারই শ্রীভগবানে মতি হয়; আর যাহার প্রতি সেরূপ কৃপা করেন না, তাদৃশ অপরাধীর তাহা হয় না। নলকূবর এবং সাধারণ দেবতাগণ যথাক্রমে এই উভয় ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ।*** *এইরূপ অপরাধকারী রাজা রহূগণের প্রতি ভরতের কৃপা জানিতে হইবে। বিষ্ণুধর্মে উপরিচর বসুরও এরূপ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে – "তিনি দেবগণের সাহায্যের জন্যই দৈত্যগণকে সংহার করিয়া বৈরাগ্যের উদয় হইলে শ্রীভগবানের নিরন্তর ধ্যানের জন্য পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই ছিদ্র পাইয়া দৈত্যগণ সেই সংসারবিরক্ত পুরুষকে হত্যা করিতে আসিয়া তাঁহার প্রভাবে অস্ত্রহস্তে স্তব্ধভাবেই অবস্থান করিয়াছিল, পরন্তু তাঁহার প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপে সমর্থ হয় নাই। অনন্তর ব্যর্থচেষ্ট দৈত্যগণ পুনরায় শুক্রাচার্যের উপদেশে উপরিচর বসুকে পাষণ্ডমতের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াও তাঁহার কৃপায় ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিল।"*

অতএব বিষ্ণুধর্মেই উক্ত হইয়াছে – "বহুজন্ম সংসারভোগফলে সঞ্চিত পাপসমূহের ক্ষয় না হইলে জীবগণের শ্রীগোবিন্দের প্রতি মতির উদয় হয় না।"

এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভক্তের কৃপায়ই যদি সংসারবন্ধন নাশ হইয়া শ্রীভগবানে মতি হয়, তাহা হইলে — "আমি এই দীন সংসারী জীবকুলকে ত্যাগ করিয়া একাকী মুক্তিলাভের ইচ্ছা করি না। আর, আপনা ব্যতীত সংসারমার্গে ভ্রমণরত এই জীবগণের অন্য আশ্রয়ও দেখিতেছি না" — এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীপ্রহ্লাদের সকল সংসারীর প্রতিই কৃপা জন্মিয়াছিল। তাহা হইলে সকলেরই মুক্তি হয় নাই কেন ? ইহার উত্তর — জীব অনন্ত বলিয়া তৎকালে সকল জীবের কথা তাঁহার মনে আসে নাই; পরন্তু তিনি যাহাদিগকে দেখিয়াছেন এবং যাহাদের বিষয় শুনিয়াছেন, তৎকালে কেবল তাহাদের কথাই তাঁহার মনে আসিয়াছিল এবং তাহারা তাঁহার অনুগ্রহে অবশ্যই মুক্ত হইবে।

'নৈতান্ বিহায়' — (এই জীবগণকে ত্যাগ করিয়া) এই উক্তিতে 'এতৎ' ('এই') শব্দের প্রয়োগহেতু তাঁহার পরিচিত জীবগণের সম্বন্ধেই ঐরূপ উল্লেখ বোঝা যায়। আর, ইহা ছাড়াও অন্য যেসকল জীব রহিয়াছে, তাহারাও তদীয় কীর্তন ও স্মরণমাত্রেই কৃতার্থ হইবে — শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ংই কৃপাপূর্বক এরূপ বরদান করিয়াছিলেন। যথা —

"যে নর যথাকালে তোমাকে ও আমাকে স্মরণ করিয়া, তোমার উচ্চারিত আমার এই স্তুতি কীর্তন করিবে, সে কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে।"

যে তোমার কীর্তন করিবে — এরূপ বলায়, তুমি কৃপাপূর্বক যাহাদিগকে স্মরণ করিতেছ — তাহাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী ইহাই ভাবার্থ। অতএব — "হে অচ্যুত ! ভ্রমণরত জীবের যখন সংসারনাশের কাল উপস্থিত হয়, তখনই সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে" — এরূপ উক্তি অতি সঙ্গতই হইয়াছে। ইহা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীমুচুকুন্দের উক্তি ॥১৮৩॥

ততঃ সৎসঙ্গস্যৈব তত্র (পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্যে) নিদানত্বং সিদ্ধম্; তচ্চ যুক্তম্; অনাদিসিদ্ধ-তদজ্ঞানময়-তদ্বৈমুখ্যবতামন্যথা হি তদসম্ভবাৎ। তদুক্তম্, (মহা: ভা: বন-প: ৩১২।১১৭) —

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না, নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥" ইতি;

তত্রৈব শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যম্, — (ভা: ৭।৫।৩০-৩২) **"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা, মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্"** ইত্যুপক্রম্য,

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥" ইতি।

তথা তদ্বিমুখ-কর্মাদিভিস্তৎসাম্মুখ্য-প্রতিপত্তেশ্চাত্যন্তাযোগঃ — (কঠ: ১।২।১৪) "অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রা-ধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ; অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ" ইতি শ্রুত্যাদেঃ, (বৃ: ৪।৪।২২) "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইতি শ্রুত্যাদিকং তু তৎসাম্মুখ্যেনৈব প্রযুক্তানি (তৎসন্তোষার্থক-তদর্পিতানি) কর্মাণ্যভিদধাতি।

তর্হি তদেব সাম্মুখ্যং কথং স্যাদিতি পুনরপি হেতুরেব প্রষ্টব্যঃ স্যাৎ। অথ ভগবৎ-কৃপৈব তৎসাম্মুখ্যে প্রাথমিকং কারণমিতি চ গৌণম্। সা হি সংসার-দুরন্তানন্তসন্তাপসন্তপ্তেষ্বপি তদ্বিমুখেষু স্বতন্ত্রা ন প্রবর্ততে, তদসম্ভবাৎ। কৃপারূপশ্চেতোবিকারো হি পরদুঃখস্য স্বচেতসি স্পর্শে সত্যেব জায়তে। তস্যা তু সদা পরমানন্দৈকরসত্বেনাপহতকল্মষত্বেন চ (ছা: ৮।১।৫) শ্রুতৌ জীব-বিলক্ষণত্ব-সাধনাৎ তেজোমালিনস্তিমিরাযোগবত্তচ্চেতস্যপি তমোময়-দুঃখ-স্পর্শনাসম্ভবেন তত্র তস্যা জন্মাসম্ভবঃ। অতএব

সর্বত্র সর্বদা বিরাজমানেঽপি কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থে তস্মিংস্তদ্‌বিমুখানাং ন সংসার-সন্তাপশান্তিঃ। অতঃ সৎকৃপৈবাবশিষ্যতে। সন্তোঽপি তদানীং যদ্যপি সাংসারিক-দুঃখৈর্ন স্পৃশ্যন্ত এব, তথাপি লব্ধজাগরাঃ স্বপ্নদুঃখবত্ত্বে কদাচিৎ স্মরেয়ুরপীত্যতস্তেষাং সাংসারিকেঽপি কৃপা ভবতি, — যথা শ্রীনারদস্য নলকূবর-মণিগ্রীবয়োঃ। তস্মাৎ প্রস্তুতেঽপি সাংসারিক-দুঃখস্য তদ্ধেতুত্বাভাবাৎ পরমেশ্বরকৃপা তু 'স এবাত্র মমশরণম্' ইত্যাদি-দৈন্যাত্মক-ভক্তি-সম্বন্ধেনৈব জায়তে, — যথান্বয়েন গজেন্দ্রাদৌ, ব্যতিরেকেণ নারক্যাদৌ।

ভক্তির্হি ভক্তকোটিপ্রবিষ্ট-তদার্দ্রীভাবয়িতৃ-তচ্ছক্তিবিশেষ ইতি বিবৃতং বিবরিষ্যতে চ। দৈন্য-সম্বন্ধেন চ সাধিকমুচ্ছলিতা ভবতীতি তত্র তদাধিক্যম্। তস্মাদ্‌যা কৃপা তস্য সৎসু বর্ততে, সা সৎসঙ্গ-বাহনৈব বা সৎকৃপা-বাহনৈব বা সতী জীবান্তরে সংক্রমতে, ন স্বতন্ত্রেতি স্থিতম্। তথৈব চাহুঃ, (ভা: ১০।২।৩১) —

(২১৫) **"স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥"**

হে **দ্যুমন্** স্বপ্রকাশ! **ভবৎপদাম্ভোরুহ**-লক্ষণা যা **নৌ**র্ভবার্ণব-তরণোপায়স্তা**মত্র** ভবার্ণব-পারে **নিধায়**োত্তরোত্তর-জনেষু প্রকাশ্যেত্যর্থঃ। ননু কথং তাং ন স্বয়ং প্রকাশয়ামি, কথমেব তেষামপেক্ষা? তত্রাহ, — সদ্ভিরেব দ্বারভূতৈরন্যাননুগৃহ্ণাতি যঃ স **সদনুগ্রহো ভবানিতি;** যদ্বা, সন্ত এবানুগ্রহো যস্য সঃ। তবানুগ্রহো যঃ প্রাপঞ্চিকে চরতি, স সদাকারতয়ৈব চরতি, নান্যরূপতয়েত্যর্থঃ। যথোক্তং রুদ্রগীতে, (ভা: ৪।২৪।৫৮) —

**"অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্তিতীর্থয়োরন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব॥"** ইতি।

সৎস্বনুগ্রহো যস্যেতি ব্যাখ্যানেঽপি তদ্‌বিমুখেষ্বসৎসু তবানুগ্রহো নাস্তীতি প্রাপ্তেঃ, সদ্দ্বারৈব তৎপ্রকাশনমুচিত-মিত্যেবায়াতি। তদেবম্,

"জায়মানং হি পুরুষং পশ্যেদ্‌যং মধুসূদনঃ। সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভবেন্মোক্ষার্থনিশ্চিতঃ॥"

ইতি মোক্ষধর্মবচনমপি সৎসঙ্গানন্তর-জন্মপরমেব বোদ্ধব্যম্॥ দেবাঃ শ্রীভগবন্তম্॥**১৮৪**॥

অতএব সৎসঙ্গই পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যবিষয়ে মূল কারণরূপে স্থিরীকৃত হইল। আর, তাহা যুক্তিযুক্তই হয়। যেহেতু, অনাদিকাল হইতে জীবগণের ভগবদ্‌বিষয়ক অজ্ঞানতাময় বৈমুখ্য সিদ্ধ থাকায় একমাত্র সৎসঙ্গ ব্যতীত তাহাদের ভক্তির উদয় সম্ভবপর হয় না। তজ্জন্য উক্ত হইয়াছে—

"তর্কের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থিতি নাই, শ্রুতিসমূহ পরস্পর ভিন্ন, এরূপ কোন ঋষি নাই, যাঁহার অভিমত অপর ঋষির মত হইতে বিভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ত্ব নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত। অতএব মহাজন(সাধুপুরুষ)গণ যে পথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র পথ।"

শ্রীপ্রহ্লাদও — "গৃহাসক্তগণের নিজ হইতে বা অপর হইতে কিংবা পারস্পরিক আলোচনা হইতে শ্রীকৃষ্ণে মতি উৎপন্ন হয় না" — এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন—

"যেপর্যন্ত গৃহাসক্ত পুরুষগণ নিষ্কিঞ্চন মহত্তমগণের পদরজে অভিষিক্ত না হইয়াছে ততকাল তাহাদের মতি সংসাররূপ অনর্থের নিবৃত্তির হেতুস্বরূপ শ্রীহরির পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।"

এইরূপ ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির কর্মাদির দ্বারাও ভগবৎসাম্মুখ্যলাভ একান্ত অসম্ভব। "তিনি (শ্রীভগবান্) কর্ম হইতে দূরে, অকর্ম হইতে দূরে এবং ভূত ও ভবিষ্যতেরও দূরে অবস্থান করিতেছেন।" কঠোপনিষদের এই শ্রুতিবাক্যে ভগবত্তত্ত্বকে কর্মাদির অতীত বলা হইয়াছে। "ব্রাহ্মণগণ সেই আত্মাকে বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান এবং অনাশক (আহাররহিত) তপস্যাদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন"— এইসকল বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্য ভগবৎ-সাম্মুখ্যকারক (তাঁহার সন্তোষনিমিত্ত তাঁহাতে অর্পিত) কর্মসকলেরই অনুমোদন করিতেছে।

তাহা হইলে সেই সাম্মুখ্য কিরূপে হয়, এই প্রশ্নই পুনরায় উত্থিত হইতেছে। এস্থলে, শ্রীভগবানের কৃপাই তাঁহার সাম্মুখ্যবিষয়ে প্রাথমিক কারণ হইলেও তাহা গৌণই হয়। কারণ, সাধারণতঃ জীবকুল অনন্ত দুরন্ত সংসারসন্তাপে সন্তপ্ত হইলেও ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার (শ্রীভগবানের) কৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবৃত্ত হয় না; যেহেতু তাহা অসম্ভব। (অসম্ভব কেন — তাহাই বলিতেছেন) অপরের দুঃখ নিজ চিত্তকে স্পর্শ করিলেই কৃপারূপ চিত্তবিকার উৎপন্ন হয়। পরন্তু শ্রুতিশাস্ত্রে ভগবান্ সর্বদা কেবলমাত্র পরমানন্দরসস্বরূপ এবং সর্বপাপবিমুক্তরূপে জীব হইতে বিলক্ষণভাবে নির্ধারিত হওয়ায়, সূর্যের সহিত অন্ধকারের সংস্পর্শের ন্যায় তাঁহার চিত্তে তমোগুণময় দুঃখের সংস্পর্শ অসম্ভব বলিয়া তথায় (তাঁহার চিত্তে) কৃপার উৎপত্তিও অসম্ভব। অতএব তিনি যে কোন কার্যের করণ, অকরণ বা অন্যপ্রকার (অর্থাৎ বিপরীতভাবে) করণে সমর্থ হইয়া সর্বদা বিরাজমান থাকিলেও তদ্‌বিমুখ জীবগণের সংসারসন্তাপের শান্তি হয় না। অতএব অবশেষে একমাত্র সাধুগণের কৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণরূপে উপলব্ধ হইতেছে। যদিও সাধুগণও তৎকালে (সিদ্ধাবস্থায়) সংসার-দুঃখসংস্পর্শ অনুভব করেন না, তথাপি জাগ্রত ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নে অনুভূত দুঃখ স্মরণ করে, তদ্রূপ তাঁহারাও কদাচিৎ নিজের অনুভূত পূর্ব দুঃখ স্মরণ করেন বলিয়া সংসারিক ব্যক্তির প্রতিও তাঁহাদের কৃপা হয়। যেরূপ নলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা হইয়াছিল। অতএব প্রস্তাবিত স্থলেও জীবের সাংসারিক দুঃখ পরমেশ্বরের কৃপার কারণ হয় না। কিন্তু 'পরমেশ্বরই এই দুঃখময় সংসারে আমার একমাত্র গতি' ইত্যাদিরূপ দৈন্যাত্মিকা ভক্তির সম্বন্ধবশতই তাঁহার কৃপা হইয়া থাকে। যেরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজরাজের তাদৃশ দৈন্যাত্মিকা ভক্তিহেতুই তাহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা হইয়াছিল, পরন্তু তাদৃশ ভক্তির অভাবহেতু নারকিপ্রভৃতির প্রতি তাঁহার দয়া লক্ষিত হয় নাই। ***ভক্তবর্গের চিত্তে প্রবিষ্ট ভগবচ্ছক্তিবিশেষই ভক্তি— যাহা ভক্তের দৈন্যহেতু কৃপাভাবদ্বারা শ্রীভগবানের চিত্তকেও বিগলিত করে।*** *ইহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে এবং পরেও বিবৃত হইবে।* ***দৈন্যসম্বন্ধবশতঃ ভক্তি সমধিক উচ্ছলিতা হয় বলিয়া দৈন্যযুক্ত ভক্তের মধ্যে ভক্তির আধিক্য জানিতে হইবে।*** *অতএব সাধুগণের প্রতি শ্রীভগবানের যে-কৃপা প্রবর্তিত হয়, তাহা সৎসঙ্গ বা সাধুগণের কৃপাকে বাহন করিয়াই অপর জীবে সংক্রামিত হয়, স্বতন্ত্রভাবে হয় না— ইহা স্থির হইল। এরূপ উক্তও হইয়াছে—*

(২১৫) "হে দ্যুমন্! সর্বভূতে পরমপ্রীতিযুক্ত আপনার ভক্তগণ স্বয়ং সুদুস্তর ভয়ঙ্কর সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া আপনার পাদপদ্মরূপা নৌকাটি এখানে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আপনি সদনুগ্রহ।"

'হে দ্যুমন্'! হে স্বপ্রকাশ! আপনার পাদপদ্মরূপা যে-নৌকা অর্থাৎ যাহা ভবসিন্ধু উত্তরণের উপায়স্বরূপ তাহা 'এখানে' অর্থাৎ ভবসিন্ধুর পারে 'স্থাপন করিয়া' অর্থাৎ পরবর্তী জনসমূহের মধ্যে প্রকাশ করিয়া (গিয়াছেন)। আমি (শ্রীভগবান্) স্বয়ং কেন তাহা প্রকাশ করি না, এবিষয়ে ভক্তগণের অপেক্ষা করি কেন? ইহার উত্তর— 'আপনি সদনুগ্রহ'— অর্থাৎ 'সৎ' বা সাধুগণকে দ্বার করিয়া তদ্দ্বারাই অন্য সকলকে 'অনুগ্রহ' করেন। অথবা 'সদনুগ্রহ' এই পদের অন্য অর্থ— 'সৎ' অর্থাৎ সাধুগণই (সংসারিগণের প্রতি) আপনার (মূর্তিমান্) 'অনুগ্রহ'। অর্থাৎ সংসারিগণের মধ্যে আপনার যে-অনুগ্রহ, তাহা সাধুগণের আকারেই বিচরণ করে, অন্যরূপে নহে। রুদ্রগীতেও এরূপ উক্ত হইয়াছে—

"হে ভগবন্! আপনার পদযুগল সর্বপাপনাশক। আপনার যশোরাশি এবং পদতীর্থরূপা গঙ্গায় যথাক্রমে অন্তর ও বাহিরের স্নানহেতু যাঁহারা নিষ্পাপ হইয়াছেন, যাঁহারা ভূতগণের প্রতি অনুকম্পাযুক্ত ও যাঁহাদের

রাগদ্বেষবিরহিতচিত্তে সরলতাদি স্বভাব বিদ্যমান, তাঁহাদের সঙ্গলাভ যেন ঘটে, ইহাই আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ।"

'সদনুগ্রহ' পদের — 'সৎ' পুরুষগণের প্রতি 'অনুগ্রহ' যাঁহার, তিনি সদনুগ্রহ — এরূপ ব্যাখ্যা করা হইলেও — সাধুগণের প্রতি বিমুখ অসদ্ব্যক্তিগণের প্রতি আপনার অনুগ্রহ হয় না — এরূপ অর্থবোধহেতু — সৎ বা সাধুগণের দ্বারাই অন্যত্র তাঁহার কৃপাপ্রকাশ সঙ্গত — এরূপ অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব —

"ভগবান্ মধুসূদন জন্মকালে যে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহাকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে এবং তাহার মোক্ষলাভ নিশ্চয়ই হয়।"

এই মোক্ষধর্মের বচনও সৎসঙ্গের অনন্তর যে-জন্ম হয়, তৎসম্বন্ধেই জানিতে হইবে। ইহা শ্রীভগবানের প্রতি দেবগণের উক্তি ॥১৮৪॥

ততঃ সৎসঙ্গহেতুশ্চ সতাং স্বৈরচারিতৈব, নান্যঃ; যথাহ, (ভা: ১১।২।২৪) —

(২১৬) "**ত একদা নিমেঃ সত্রমুপাজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া**" ইতি;

তে নবযোগেশ্বরা **যদৃচ্ছয়া** স্বৈরতয়া, ন তু হেত্বন্তর-প্রযুক্ততয়েত্যর্থঃ; — "যদৃচ্ছা স্বৈরিতা" ইত্যমরঃ।

সৎসু পরমেশ্বর-প্রযোক্তৃত্বঞ্চ সদিচ্ছানুসারেণৈব; তদুক্তম্, — (ভা: ১০।১৪।২) "**স্বেচ্ছাময়স্য**" ইতি; (ভা: ৯।৪।৬৩) "**অহং ভক্তপরাধীনঃ**" ইতি চ॥ শ্রীনারদঃ ॥**১৮৫**॥

অতএব সজ্জনগণের (সাধুগণের) স্বৈরাচারই (স্বতন্ত্র-ইচ্ছামূলক আচরণই) জীবের সৎসঙ্গলাভের কারণ হয়, অন্য কোন বস্তুই কারণ হয় না। ইহাই বলিয়াছেন —

(২১৬) "তাঁহারা একদা যদৃচ্ছায় নিমির যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

'তাঁহারা' — নবযোগেন্দ্রগণ 'যদৃচ্ছায়' — স্বেচ্ছামূলক প্রবৃত্তিক্রমেই — অন্য কোন কারণদ্বারা পরিচালিত হইয়া নহে। অমরকোষে — "যদৃচ্ছা অর্থাৎ স্বৈরিতা" এরূপ বলা হইয়াছে। সজ্জনগণকে ঈশ্বরই প্রেরণা দান করিয়া জনহিতে নিযুক্ত করেন। আবার ইহাও সজ্জনগণের ইচ্ছাবশতই করেন। অতএব তাঁহাকে "স্বেচ্ছাময়" অর্থাৎ 'স্ব' — স্বীয় ভক্তগণের ইচ্ছানুরূপ মূর্তিধারী বলা হইয়াছে। আবার "আমি ভক্তের অধীন" এরূপ নিজ উক্তিও রহিয়াছে। ইহা শ্রীনারদের উক্তি ॥১৮৫॥

তথা চ (ভা: ৬।১৪।১৪) —

(২১৭) "**তস্যৈকদা তু ভবনমঙ্গিরা ভগবানৃষিঃ।**
লোকাননুচরন্নেতানুপাগচ্ছদ্যদৃচ্ছয়া॥"

তস্য চিত্রকেতোঃ; অত্রাপি তদৈব তস্য পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্যং জাতম্, কালান্তরে তু প্রাদুর্ভূতমিতি মন্তব্যম্। অতএব তদ্বিলাপসময়ে শ্রীমতাঙ্গিরসৈব সম্প্রতি (ভা: ৬।১৫।১৯) "**ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবসীদিতুমর্হতি**" ইতি বক্ষ্যতি শ্রীশুকঃ ॥**১৮৬**॥

এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে —

(২১৭) "ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষি ভূতলাদি লোকসমূহে বিচরণ করিতে করিতে একদা যদৃচ্ছাক্রমে তাহার (চিত্রকেতুর) নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

'তাহার' — চিত্রকেতুর (নিকট)। এস্থলেও তৎকালেই চিত্রকেতুর চিত্তে পরতত্ত্বসাম্মুখ্য জন্মিয়াছিল, পরন্তু কালান্তরে তাহার বহিঃপ্রকাশ হইয়াছে — ইহা মনে করিতে হইবে। অতএব তাহার বিলাপকালে ভগবান্ অঙ্গিরাই

এরূপ বলিয়াছেন — "তুমি ব্রাহ্মণগণের হিতকারী ও ভগবদ্ভক্ত, অতএব অবসাদগ্রস্ত হওয়ার যোগ্য নহ।" ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥১৮৬॥

সতাং কৃপা চ (পরতত্ত্ব-বিমুখ-জীবস্য) দুরবস্থা-দর্শনমাত্রোদ্ভবা, ন স্বোপাসনাদ্যপেক্ষা; যথা — শ্রীনারদস্য নলকূবর-মণিগ্রীবয়োঃ। তদাহ, (ভা: ১১।২।৬) —

(২১৮) **"ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।**
ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥"

স্পষ্টম্ ॥ শ্রীমানানকদুন্দুভিঃ ॥**১৮৭**॥

বস্তুতঃ পরতত্ত্ববিমুখ জীবের দুরবস্থাদর্শনমাত্রেই সাধুগণের কৃপা হয়। সাধুগণের উপাসনা করিলেই যে তাঁহারা কৃপা করেন — এরূপ নহে। যেরূপ নলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা হইয়াছিল। ইহাই বলিয়াছেন —

(২১৮) "যাহারা যে-ভাবে দেবতাগণের ভজন করেন, কর্মসহায় দেবগণও ছায়ার ন্যায় তদনুরূপই অনুগ্রহাদি প্রকাশ করেন; পরন্তু সাধুগণ স্বভাবতই দীনগণের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত।" ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। ইহা দেবর্ষি শ্রীনারদের প্রতি শ্রীবসুদেবের উক্তি ॥১৮৭॥

সৎসঙ্গস্যৈব পরমসংস্কারহেতুত্বাত্তদর্থং ন পুরুষস্য সংস্কার-হেত্বন্তরমপেক্ষ্যঞ্চ; যত আহ, (ভা: ১০।৮৪।১১) —

(২১৯) **"ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।**
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥" ইতি।

তে কথং নাদ্রিয়ন্তে ? গৌণত্বাদিত্যাহ, — **তে পুনন্তীতি** ॥ শ্রীভগবান্ মুনিবর্গম্ ॥**১৮৮**॥

সাধুসঙ্গই জীবের চিত্তশুদ্ধিপ্রভৃতি সংস্কারের শ্রেষ্ঠ কারণ বলিয়া জীবের পক্ষে সেই সংস্কারের জন্য অন্য কোনরূপ কারণের অপেক্ষাও করিতে হয় না। এইহেতুই বলিয়াছেন —

(২১৯) "জলময় গঙ্গাদি বাস্তব তীর্থ নহেন, কিংবা মৃত্তিকা-প্রস্তরাদিময় বিগ্রহসমূহ বাস্তব দেবতা নহেন; যেহেতু তাঁহারা (সেবককে) দীর্ঘকালে পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন (অতএব সাধুগণই বাস্তব তীর্থ ও বাস্তব দেবতা)।"

এস্থলে গঙ্গাদি কিহেতু আদৃত হইতেছেন না, ইহার উত্তর এই যে — সেবকগণের পবিত্রতা-সম্পাদনে তাঁহারা গৌণ কারণ হন (সাধুগণের ন্যায় মুখ্যকারণ নহেন)। ইহাই বলিয়াছেন — "তাঁহারা দীর্ঘকালে পবিত্র করেন।" ইহা মুনিগণের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥১৮৮॥

তদেবং সৎসঙ্গমাত্রস্য তৎসাম্মুখ্যমাত্রে নিদানত্বমুক্তম্। এতদেব ব্যতিরেকেণাহ, (ভা: ৫।১২।১১, ১২)

(২২০) **"জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।**
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি।

(২২১) **রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্গৃহাদ্বা।**
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥"

টীকা চ — "তর্হি কিং সত্যম্ ? তত্রাহ, — **জ্ঞানং সত্যম্**। ব্যাবহারিক-সত্যত্বং ব্যাবর্তয়তি — **পরমার্থম্**; বৃত্তি-জ্ঞান-ব্যবচ্ছেদার্থানি ষড়্বিশেষণানি — **বিশুদ্ধম্**, তত্তু আবিদ্যকম্; **একম্** তত্তু নানারূপম্; **অনন্তরং ত্ববহির্**বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যম্, তত্তু বিপরীতম্; **ব্রহ্ম** পরিপূর্ণম্, তত্তু পরিচ্ছিন্নম্; **প্রত্যক্**,

তত্তু বিষয়াকারম্; **প্রশান্তং** নির্বিকারম্, তত্তু সবিকারম্; তদেবংস্বরূপং **জ্ঞানং সত্যমিত্যুক্তম্**। কীদৃশং তৎ ? ঐশ্বর্যাদি-ষড়্‌গুণত্বেন **ভগবচ্ছব্দঃ সংজ্ঞা** যস্য; **যচ্চ** জ্ঞানং **বাসুদেবং বদন্তি**। এবং তৎপ্রাপ্তিশ্চ মহৎসেবাং বিনা ন ভবতীত্যাহ, — হে **রহূগণ! এতজ্জ্ঞানং তপসা** পুরুষো **ন যাতি, ইজ্যয়া** বৈদিক-কর্মণা, **নির্বপণাদন্নাদি**-সংবিভাগেন, **গৃহাদ্বা** তন্নিমিত্ত-পরোপকারেণ, **ছন্দসা** বেদাভ্যাসেন, **জলাগ্ন্যাদিভিরুপাসিতৈঃ**" ইত্যেষা। অত্র ব্রহ্মত্বাদিনা জীবস্বরূপং সূক্ষ্মতাদিধর্মকং জ্ঞানমপি নিরস্তং বেদিতব্যম্ ॥ শ্রীব্রাহ্মণো রহূগণম্ ॥**১৮৯**॥

অতএব পূর্বোক্তরূপে একমাত্র সৎসঙ্গকেই ভগবৎসাম্মুখ্যের মূলকারণরূপে বলা হইল। ইহাই ব্যতিরেকক্রমেও উক্ত হইয়াছে—

(২২০) "কবিগণ যে-জ্ঞানকে বাসুদেব বলেন সেই জ্ঞানই সত্য বস্তু, উহা পরমার্থ, বিশুদ্ধ, এক, অনন্তর ও অবাহ্য, ব্রহ্ম, প্রত্যক্‌স্বরূপ (অন্তর্মুখ), প্রশান্ত এবং ভগবৎ-শব্দ-সংজ্ঞক।

(২২১) হে রহূগণ! মহদ্‌গণের পদধূলির অভিষেক ব্যতীত, তপস্যা, ইজ্যা, নির্বপণ, গৃহস্থধর্ম, ছন্দঃ, কিংবা জল, অগ্নি ও সূর্যপূজাদ্বারা (মানবগণ) সেই জ্ঞানময় বস্তুকে লাভ করিতে পারে না।"

টীকা *— "তাহা হইলে সত্য কি ? তাহাই বলিতেছেন — জ্ঞানই সত্য। ব্যাবহারিক সত্যত্ব নিরাসের জন্য বিশেষণ বলা হইল — পরমার্থ (অর্থাৎ এই জ্ঞান বাস্তব সত্য, পরন্তু জাগতিক বস্তুজ্ঞানের ন্যায় ব্যাবহারিক সত্য নহেন)। অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ জ্ঞানকে এই জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিবার জন্য ছয়টি বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই জ্ঞান 'বিশুদ্ধ' — পরন্তু বৃত্তিজ্ঞান (সাংসারিক) অবিদ্যাজনিত বলিয়া বিশুদ্ধ নহে। ইহা 'এক' — কিন্তু বৃত্তিজ্ঞান নানারূপ; ইহা 'অনন্তর ও অবাহ্য' — বাহ্যাভ্যন্তরশূন্য, পরন্তু বৃত্তিজ্ঞান বাহ্যাভ্যন্তর-সম্পর্কযুক্ত; এই জ্ঞান 'ব্রহ্ম' — অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপ, পরন্তু বৃত্তিজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন (সসীম); এই জ্ঞান 'প্রত্যক্' — স্ব-স্বরূপে সর্বব্যাপক, পরন্তু বৃত্তিজ্ঞান বিষয়াকারে পরিণামশীল; এই জ্ঞান 'প্রশান্ত' — নির্বিকার, পরন্তু উহা সবিকার। ঈদৃশস্বরূপবিশিষ্ট জ্ঞানই সত্য বলিয়া উক্ত হইল; তাহা কিরূপ ? ঐশ্বর্যাদিষড়্‌গুণবিশিষ্ট বলিয়া 'ভগবৎ' এই 'শব্দ' (এই জ্ঞানের) সংজ্ঞা হয়। (মনীষিগণ) এই জ্ঞানকে বাসুদেব বলেন। এইরূপ তাঁহার প্রাপ্তিও মহাপুরুষগণের সেবা ব্যতীত হয় না — ইহাই বলিতেছেন — হে রহূগণ! মানব এই জ্ঞানকে তপস্যাদ্বারা, ইজ্যা অর্থাৎ বৈদিক কর্মদ্বারা, নির্বপণ অর্থাৎ অন্নাদি দানদ্বারা, গৃহস্থধর্ম অর্থাৎ গৃহস্থোচিত পরোপকারদ্বারা, ছন্দঃ অর্থাৎ বেদাভ্যাসদ্বারা এবং জল-অগ্নিপ্রভৃতির উপাসনাদ্বারা প্রাপ্ত হয় না।" (এপর্যন্ত টীকা)। জীবও জ্ঞানস্বরূপ, পরন্তু সূক্ষ্মত্বপ্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া এই জ্ঞান হইতে পৃথক্। এই জ্ঞানের ব্রহ্মত্ব (বৃহত্ত্ব) প্রভৃতি বিশেষণদ্বারাই জীবস্বরূপজ্ঞানকে পৃথক্ করা হইল — ইহা বুঝিতে হইবে। ইহা রহূগণের প্রতি শ্রীব্রাহ্মণের উক্তি ॥১৮৯॥*

তদেবং সৎসঙ্গ এব তৎসাম্মুখ্য-দ্বারমিত্যুক্তম্। তে চ সন্তস্তৎসম্মুখা এবাত্র গৃহ্যন্তে; ন তু বৈদিকাচারমাত্রপরাঃ, — অনুপযোগিত্বাৎ। তত্র যাদৃশঃ সৎসঙ্গস্তাদৃশমেব সাম্মুখ্যং ভবতীতি বক্তুং তেষু সৎসু যে মহান্তস্তেষাং দ্বৈবিধ্যমাহ সার্ধেন, (ভা: ৫।৫।২, ৩) —

(২২২) "**মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।**
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজ-রাতিমৎসু, ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥"

(১) **যে সমচিত্তা** নির্বিশেষ-ব্রহ্মনিষ্ঠাস্তে **মহান্তস্তেষাং** শীলমাহ, — প্রশান্তা ইত্যাদিনা।

(২) মহদ্‌বিশেষমাহ, — **যে বেতি; বা**-শব্দঃ পক্ষান্তরে; উত্তরপক্ষত্বাদস্যৈব শ্রৈষ্ঠ্যম্। **ময়ি কৃতং** সিদ্ধং যৎ **সৌহৃদং** প্রেম, তদেবা**র্থঃ** পরমপুরুষার্থো যেষাং তথাভূতা যে, **তে মহান্ত** ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ।

যতো **ময়ি সৌহৃদার্থাস্তত** এব **দেহম্ভরবার্তিকেষু** বিষয়বার্তানিষ্ঠেষু **জনেষু** তথা **গৃহেষু জায়াত্মজ**বন্ধুবর্গযুক্তেষু **ন প্রীতিযুক্তাঃ**; কিন্তু **যাবদর্থা** যাবানর্থঃ শ্রীভগবদ্ভজনানুরূপং প্রয়োজনম্, তাবানেবার্থো ধনং যেষাং তথাভূতা ইত্যর্থঃ। উভয়োর্মহত্ত্বঞ্চ মহাজ্ঞানিত্বান্মহাভাগবতত্বাচ্চ, ন তু দ্বয়োঃ সাম্যাভিপ্রায়েণ; – (ভা: ৬।১৪।৫) **"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ"** ইত্যাদ্যুক্তেঃ। অত্র (১) জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবিনো মহান্তঃ, (২) ভক্তিমার্গে লব্ধভগবৎপ্রেমাণো মহান্ত ইতি লক্ষণ-সামান্যমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীঋষভদেবঃ স্বপুত্রান্ ॥১৯০॥

এইরূপে সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের দ্বার – ইহা উক্ত হইল। এস্থলে 'সৎ' বলিতে ভগবৎপরায়ণ সাধুগণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, পরন্তু কেবল, বৈদিকাচারপরায়ণ সজ্জনগণ এস্থলে 'সৎ'শব্দবাচ্য নহেন; কারণ, তাঁহারা প্রস্তাবিত বিষয়ে অনুপযোগী। যেরূপ সৎসঙ্গ হয়, ভগবৎসাম্মুখ্যও সেইরূপই হয় – ইহা বলিবার জন্য সেই সৎপুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা মহৎ, সার্ধশ্লোকে তাঁহাদিগকে (জ্ঞানিমহৎ ও ভক্তমহৎ – এই) দ্বিবিধরূপেই বলা হইতেছে –

(২২২) "যেসকল সমচিত্ত পুরুষ প্রশান্ত, অক্রোধী, সকলের সুহৃদ্ ও সদাচারী, তাঁহারাই মহৎ। অথবা ঈশস্বরূপ আমার প্রতি কৃত সৌহার্দই যাহাদের অর্থ – অতএব দেহপোষণবার্তারত জনগণের প্রতি এবং দারা-পুত্র-ধনযুক্ত গৃহের প্রতি যাহারা প্রীতিযুক্ত নহেন এবং যেপরিমাণ ধনে জীবনরক্ষা হয়, সেই পরিমাণ ধন ব্যতীত অধিক যাহারা আশা করেন না, তাহারাও মহৎ।"

(১) যাঁহারা 'সমচিত্ত' অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ তাঁহারা মহৎ। তাঁহাদের স্বভাব বলিতেছেন – 'প্রশান্ত' ইত্যাদি। (২) 'যে বা' (অথবা যাঁহারা) ইত্যাদি বাক্যে বিশিষ্ট মহদ্গণের বিষয়ই উক্ত হইয়াছে। 'বা' (অথবা) শব্দটি পক্ষান্তরের সূচক; উত্তরপক্ষ বলিয়া (শেষ পক্ষ বলিয়া) এই পক্ষেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য। আমার প্রতি 'কৃত' অর্থাৎ সিদ্ধ 'সৌহৃদ' অর্থাৎ যে-প্রেম, তাহাই 'অর্থ' অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ যাঁহাদের তাদৃশ পুরুষগণও মহৎ – এইরূপে পূর্বের সহিত এই অংশের অন্বয় হইবে। যেহেতু আমার প্রেমই তাঁহাদের পরম প্রয়োজন, অতএব তাঁহারা 'দেহপোষণবার্তারত' অর্থাৎ বিষয়বার্তাপরায়ণ জনগণের প্রতি এবং দারাপুত্রবন্ধুবর্গযুক্ত গৃহের প্রতি প্রীতিযুক্ত নহেন; পরন্তু শ্রীভগবানের ভজনের অনুরূপ যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ 'অর্থ' (ধন) যাহাদের কাম্য বা সংগৃহীত থাকে, তাহারা (মহৎ)। একশ্রেণীর পুরুষগণ ***মহাজ্ঞানী*** *এবং অপরশ্রেণীর পুরুষগণ* ***মহাভাগবত*** *বলিয়া উভয়কেই মহৎ বলা হইয়াছে; পরন্তু উভয়েই সমান – এই অভিপ্রায়ে নহে। যেহেতু – "মুক্তসিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে (অর্থাৎ তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা) একজন নারায়ণপরায়ণ শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি বাক্যে পূর্বশ্রেণীর অপেক্ষা পরশ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসিদ্ধ। অতএব (১) জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবকারী পুরুষগণ মহৎ, আর (২) ভক্তিমার্গে ভগবৎপ্রেমিকগণ মহৎ – এইরূপে লক্ষণের সমতা জ্ঞাতব্য। ইহা নিজপুত্রগণের প্রতি শ্রীঋষভদেবের উক্তি ॥১৯০॥*

অত্র চৈবং বিবেচনীয়ম্। – তত্তন্মার্গে সিদ্ধা মহান্তো দ্বিবিধা দর্শিতাঃ। তত্র চ (১) জ্ঞানিসিদ্ধাঃ, (ভা: ১১।১৩।৩৬) – **"দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা, সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্"** ইত্যাদৌ বর্ণিতাঃ।

অথ (২) ভক্তিসিদ্ধাস্ত্রিবিধাঃ, – (২ক) প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহাঃ, (২খ) নির্ধূতকষায়াঃ, (২গ) মূর্চ্ছিতকষায়াশ্চ যথা (২ক) শ্রীনারদাদয়ঃ, (২খ) শ্রীশুকদেবাদয়ঃ, (২গ) প্রাগ্জন্মগত-নারদাদয়শ্চ। (২ক) (ভা: ১।৬।২৯) –

"প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনূম্।
প্রারব্ধকর্মনির্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥" ইত্যাদৌ;

(২খ) (ভা: ১২।১২।৬৯) **"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ"** ইত্যাদৌ; (২গ) (ভা: ১।৬।২২) –

"হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ॥" ইত্যাদৌ চ প্রসিদ্ধেঃ।

শ্রীনারদস্য পূর্বজন্মনি স্থিতকষায়স্য প্রেম বর্ণিতং স্বয়মেব, (ভা: ১।৬।১৮) –

"প্রেমাতিভরনির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ।
আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে॥" ইত্যাদৌ।

শ্রীভরত এবাত্রোদাহরণীয়ঃ; তস্য চ ভূত-পিপালয়িষারূপঃ প্রারব্ধালম্বনঃ সাত্ত্বিককষায়ো নিগূঢ় আসীৎ, প্রেমা চ বর্ণিত ইতি।

তদেবং সমানপ্রেম্ণি ত্রিবিধে পূর্বপূর্বাধিক্যং জ্ঞেয়ম্। ক্বচিৎ স্থিতেঽপি প্রাকৃত-দেহাদিত্বে যদি প্রেম্ণঃ পরিমাণতঃ স্বরূপতো বাধিক্যং দৃশ্যতে, তদা প্রেমাধিক্যেনৈবাধিক্যং জ্ঞেয়ম্। তচ্চ ভজনীয়স্য ভগবতোঽংশাংশিত্ব-ভেদেন ভজনস্য(ভাবস্য) দাস্য-সখ্যাদি-ভেদেন স্বরূপাধিক্যম্, প্রেমাঙ্কুর-প্রেমাদি-ভেদেন পরিমাণাধিক্যঞ্চ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে (৯৮-১০৪তম অনু:) বিবৃত্য দর্শয়িষ্যামঃ। সাক্ষাৎকারমাত্রস্যাপি যদ্যপি পুরুষপ্রয়োজনত্বম্, তথাপি তস্মিন্নপি সাক্ষাৎকারে যাবান্ যাবান্ শ্রীভগবতঃ প্রিয়ত্ব-ধর্মানুভবস্তাবাংস্তাবানুৎকর্ষঃ। নিরুপাধিপ্রীত্যাস্পদতাস্বভাবস্য প্রিয়ত্বধর্মানুভবং বিনা তু সাক্ষাৎকারোঽপ্য-সাক্ষাৎকার এব; – মাধুর্য্যং বিনা দুষ্টজিহ্বয়া খণ্ডস্যেব। অতএবোক্তং শ্রীঋষভদেবেন, (ভা: ৫।৫।৬) – **"প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে, ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ"** ইতি। ততঃ প্রেম-তারতম্যেনৈব ভক্ত-মহত্তারতম্যং মুখ্যম্; অতএব (ভা: ৫।৫।৩) **"ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থাঃ"** ইত্যেব তল্লক্ষণত্বেনোক্তম্। যত্র তু সাক্ষাৎকার এব প্রেমাধিক্যং কষায়াদি-রাহিত্যাদিকমপ্যস্তি, স পরমো মুখ্যঃ। তত্রৈকৈকাঙ্গ-বৈকল্যে ন্যূনন্যূন ইতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং **"যে বা ময়ীশে"** ইত্যাদিনা **যে** উক্তাস্তে তু প্রাপ্ত-পার্ষদদেহা ন ভবন্তি; তথা বিষয়-বৈরাগ্যেঽপি নিগূঢ়সংস্কারবন্তোঽপি সম্ভবন্তি।

ততস্তদ্বিবেচনায় প্রকরণান্তরমুখাপ্যতে। – যথা রাজোবাচ, (ভা: ১১।২।৪৪) –

(২২৩) **"অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্মো যাদৃশো নৃণাম্।**
যথাচরতি যদ্ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ॥"

অথানন্তরং ভাগবতং ব্রূত; তজ্জ্ঞানার্থং স চ **নৃণাং** মধ্যে **যদ্ধর্মো** যৎস্বভাবস্তং স্বভাবং ব্রূত; **যাদৃশঃ** সগুণো নির্গুণো বেতি তদ্ব্রূত; **যথা** চ স **আচরত্যনু**তিষ্ঠতি, তদনুষ্ঠানং ব্রূত; **যদ্ব্রূতে**, তদ্বচনঞ্চ ব্রূত; – ইতি মানস-কায়িক-বাচিক-লিঙ্গ-পৃচ্ছা। ননু পূর্বং (ভা: ১১।২।৩৯) **"শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেঃ"** ইত্যাদিনা গ্রন্থেন তত্তল্লিঙ্গং শ্রীকবিনৈবোক্তম্ ? সত্যম্; তথাপি পুনস্তদনুবাদেন তেষু লিঙ্গেষু **যৈর্লিঙ্গৈঃ** স **ভগবৎপ্রিয়ো যাদৃশ** উত্তম-মধ্যমতাদি-ভেদ-বিবিক্তো ভবতি, তানি লিঙ্গানি বিবিচ্য ব্রূতেত্যর্থঃ॥**১৯১**॥

এস্থলে এইরূপ বিচার্য – জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গে সিদ্ধ মহদ্গণ দ্বিবিধ উক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে (১) জ্ঞানসিদ্ধ "যেহেতু তিনি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই সিদ্ধ পুরুষ এই নশ্বর দেহের অবস্থান বা উত্থান কিছুই লক্ষ্য করেন না" ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানিসিদ্ধ পুরুষগণের বর্ণনা হইয়াছে।

অনন্তর (২) ভক্তসিদ্ধ তিনপ্রকার – প্রাপ্তপার্ষদদেহ, নির্ধূতকষায় এবং মূর্ছিতকষায়। যথা: (২ক) দেবর্ষি নারদাদি, (২খ) শ্রীশুকদেবাদি এবং (২গ) পূর্বজন্মগত শ্রীনারদাদি ইহাদের দৃষ্টান্ত (নির্ধূতকষায় বলিতে যাঁহাদের

রাগাদিবাসনা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে এবং মূর্ছিতকষায় বলিতে যাঁহাদের রাগাদি বাসনা সম্যগ্‌ভাবে পরিপাকপ্রাপ্ত হয় নাই— এই উভয় শ্রেণীর পুরুষকে জানিতে হইবে)।

(২ক) "শ্রীহরির পূর্বপ্রতিশ্রুত সেই শুদ্ধসত্ত্বময় ভাগবততনু লাভের উদ্দেশ্যে যখনই আমি তদভিমুখে পরিচালিত হইয়াছিলাম, তখনই আরব্ধ কর্মের নির্বাণহেতু পাঞ্চভৌতিক দেহটির চিরতরে পতন ঘটিয়াছিল।" এই শ্লোকে মহর্ষি শ্রীনারদের পূর্বজন্মের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। (২খ) "স্বরূপগত সুখদ্বারা চিত্তের পরিপূর্তিহেতু ইতর বস্তুবিষয়ে যাঁহার আসক্তি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে, পরন্তু এঅবস্থায়ও অজিত শ্রীহরির মনোরম লীলাসমূহদ্বারা যাঁহার সার অর্থাৎ স্বসুখগত স্থৈর্য আকৃষ্ট হইল।" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীশুকদেবের অবস্থা বর্ণিত রহিয়াছে। (২গ) "অহো! তুমি এ দেহে আর ইহজন্মে আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে না; যেহেতু, যাহাদের বাসনা পরিপক্ক হয় নাই, এরূপ অসিদ্ধ যোগিগণের পক্ষে আমার দর্শন দুর্লভ" ইত্যাদি বাক্যে পূর্বজন্মগত শ্রীনারদের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীনারদের পূর্বজন্মে বাসনাদি সত্ত্বেও যে প্রেমের উদয় হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বয়ংই বর্ণন করিয়াছেন— "হে মুনিবর! তৎকালে অতিশয় প্রেমবশতঃ আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত এবং চিত্ত সর্বপ্রকার বিষয়সম্পর্করহিত হইয়া স্বস্থ (স্বরূপে স্থিত) হইলে আমি পরমানন্দের পরিপূর্ণ প্রবাহে লীন হইয়া নিজ বা অপর কোন বিষয়ই জানিতে পারি নাই।"

বস্তুতঃ শ্রীভরতই মূর্চ্ছিতকষায় ভক্তের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁহার চিত্তে প্রারব্ধাশ্রিত জীবপালনেচ্ছারূপ সাত্ত্বিক কষায় নিগূঢ়রূপে বর্তমান ছিল; আর তাঁহার ভগবৎপ্রেমও বর্ণিত হইয়াছে। অতএব পূর্বোক্ত ভক্তসিদ্ধগণের মধ্যে তিন শ্রেণীর সিদ্ধভক্তই সমপ্রেমভাগী হইলেও পর পর অপেক্ষা পূর্ব পূর্বের প্রেমাধিক্য জানিতে হইবে। কোন স্থলে প্রাকৃত দেহাদির বিদ্যমানতাসত্ত্বেও যদি প্রেমের পরিমাণগত বা স্বরূপগত আধিক্য দেখা যায় তাহা হইলে প্রেমের আধিক্যহেতুই সেই আধিক্য জ্ঞাতব্য। ভজনীয় শ্রীভগবানের অংশত্ব ও অংশিত্বভেদহেতু এবং ভজনকারীরও দাস্য-সখ্যপ্রভৃতি ভাবের ভেদহেতুই প্রেমের স্বরূপাধিক্য এবং প্রেমাঙ্কুর ও প্রেমপ্রভৃতি ভেদহেতুই প্রেমের পরিমাণাধিক্য হয়— ইহা প্রীতিসন্দর্ভে (৯৮-১০৪তম অনু:) বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইবে। যদিও শ্রীভগবানের কেবল সাক্ষাৎকারও পুরুষার্থ বা জীবের প্রয়োজনরূপে গণ্য হয়, তথাপি সেই সাক্ষাৎকারেও শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বধর্ম (অর্থাৎ তিনি আমার প্রিয়— এই ভাবটি) যে-যে পরিমাণে অনুভব করা যায়, সেই-সেই পরিমাণেই প্রেমের উৎকর্ষ সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ অহৈতুক প্রীতির আস্পদরূপে যাঁহার স্বভাব সুপ্রসিদ্ধ, সেই শ্রীভগবানের প্রিয়ত্ব ধর্মের অনুভব না হইলে (অর্থাৎ প্রিয়রূপে তাঁহাকে অনুভব করিতে না পারিলে) সাক্ষাৎকারও অসাক্ষাৎকারই হয়। যেরূপ পিত্তাদিদ্বারা দূষিত জিহ্বায় মিশ্রীর আস্বাদন করিলে মাধুর্যের অনুভব না হওয়ায় উক্ত আস্বাদনেরই কোন সার্থকতা হয় না। অতএব শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন— "বাসুদেবরূপী আমার প্রতি যেপর্যন্ত প্রীতির উদয় না হয়, ততকাল দেহবন্ধনের মোচন হয় না"। অতএব প্রেমের তারতম্যক্রমেই ভক্ত মহদ্‌গণের তারতম্য মুখ্যরূপে জ্ঞাতব্য। "ঈশ্বরস্বরূপ আমার প্রতি কৃত অর্থাৎ সিদ্ধ প্রেমই যাহাদের পরমপুরুষার্থ"— এই বাক্যই তাঁহার (তাদৃশ মহতের) লক্ষণরূপে উক্ত হইয়াছে। আর, যে-মহতের মধ্যে প্রেমের আধিক্য, ভগবৎসাক্ষাৎকার এবং বাসনাদিদোষের অভাব ইত্যাদি একসঙ্গে রহিয়াছে, তিনি পরম মুখ্যই হন। যাঁহার মধ্যে প্রেমের আধিক্যপ্রভৃতি এই তিনটি ভাবের একটি একটির ন্যূনতা আছে, তাঁহার আপেক্ষিক ন্যূনতা জানিতে হইবে। অতএব "ঈশ্বরস্বরূপ আমার প্রতি কৃত অর্থাৎ সিদ্ধ প্রেমই যাহাদের পরমপুরুষার্থ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যে-ভক্তগণের উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহারা পার্ষদদেহপ্রাপ্ত নহেন। এইরূপ বিষয়-বৈরাগ্যসত্ত্বেও তাঁহাদের অতিগূঢ় সংস্কার অর্থাৎ বাসনার অস্তিত্ব সম্ভবপর। অতএব তদ্‌বিষয়ে বিশেষ বিচারের জন্য অন্য প্রকরণ উত্থাপন করা হইতেছে।

(২২৩) "অনন্তর ভাগবত পুরুষগণ মানবগণের মধ্যে যে-ধর্মবিশিষ্ট হইয়া যে-আচরণ করেন, যাহা বলেন এবং যেসকল লক্ষণদ্বারা শ্রীভগবানের যেরূপ প্রিয় হন সেসকল বর্ণন করুন।

অনন্তর ভাগবত পুরুষের সম্বন্ধে বলুন। আর, যাহাতে তাঁহাকে জানা যায় সে জন্য তিনি মানবগণের মধ্যে যে-ধর্ম অর্থাৎ যে-স্বভাববিশিষ্ট, সেই স্বভাব বলুন। তিনি যেরূপ সগুণ বা নির্গুণ, তাহা বলুন। তিনি যেরূপ আচরণ করেন অর্থাৎ অনুষ্ঠান করেন, সেই অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে বলুন এবং যাহা বলেন, সেই বচনও বলুন। এইরূপে ভাগবত পুরুষের মানস, কায়িক এবং বাচিক লক্ষণসমূহের জিজ্ঞাসা হইয়াছে। প্রশ্ন হয় যে— পূর্বে "ভগবান্ শ্রীহরির সুমঙ্গল লোকপ্রসিদ্ধ জন্ম ও কর্মসমূহ এবং তদর্থপ্রকাশক গীত ও নামসমূহ গান করিতে করিতে নির্লজ্জ ও নিঃসঙ্গ হইয়া বিচরণ করেন"— এইসকল বাক্যে শ্রীকবিই কি ভাগবতের ঐসকল বিভিন্ন লক্ষণ বলিয়াছেন ? উত্তর— হাঁ! তাহা সত্যই বলা হইয়াছে, তথাপি এস্থলে পুনরায় তাহারই উল্লেখদ্বারা সেই লক্ষণসমূহের মধ্যে যে যে লক্ষণদ্বারা তিনি ভগবৎপ্রিয় হন 'যেরূপ হন' অর্থাৎ উত্তম-মধ্যমাদিভেদে ভিন্ন হন, সেইসকল লক্ষণ পৃথগ্‌ভাবে বলুন— ইহাই অর্থ ॥১৯১॥

"**যদ্ধর্মঃ**" ইত্যত্রোত্তরং ত্রয়েণ; শ্রীহরিরুবাচ, (ভাঃ ১১।২।৪৫) —

(২২৪) "**সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।**
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

অত্র তত্তদনুভবদ্বারাবগম্যেন মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতোত্তমং লক্ষয়তি, — **সর্বভূতেষ্বিতি**; (ভাঃ ১১।২।৪০) "**এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ**" ইতি শ্রীকবি-বাক্যোক্ত-রীত্যা যশ্চিত্তদ্রব-হাস-রোদনাদ্যনুভাবকানুরাগ-বশত্বাৎ (ভাঃ ১১।২।৪১) "**খং বায়ুমগ্নিম্**" ইত্যাদি তদুক্তপ্রকারেণৈব চেতনাচেতনেষু **সর্বভূতেষ্বাত্মনো ভগবদ্ভাবম্**, — আত্মাভীষ্টো যো ভগবদা-বির্ভাবস্তমেবেত্যর্থঃ — **পশ্যেদ**নুভব-ত্যতস্তানি চ **ভূতান্যাত্মনি** স্বচিত্তে, তথা স্ফুরতি যো ভগবান্ তস্মিন্নেব তদাশ্রিতত্বেনৈবানুভবতি, **এষ ভাগবতোত্তমো** ভবতি। ইত্থমেব শ্রীব্রজদেবীভিরুক্তম্, — (ভাঃ ১০।৩৫।৯) "**বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ**" ইত্যাদি; যদ্বা, আত্মনো যো **ভগবতি ভাবঃ** প্রেমা, তমেব চেতনাচেতনেষু ভূতেষু পশ্যতি। শেষং পূর্ববৎ। অতএব ভক্তরূপ-তদধিষ্ঠানবুদ্ধি-জাত-ভক্ত্যা তানি নমস্করোতীতি "**খং বায়ুম্**" ইত্যাদৌ পূর্বমুক্তমিতি ভাবঃ। তথৈব চোক্তং তাভিরেব, — (ভাঃ ১০।২১।১৫) "**নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীতমাবর্তলক্ষিত-মনোভব-ভগ্নবেগাঃ**" ইত্যাদি; যদ্বা, শ্রীপট্টমহিষীভিরপি, — (ভাঃ ১০।৯০।১৫) "**কুররি বিলপসি ত্বং**" ইত্যাদি।

অত্র ন ব্রহ্মজ্ঞানমভিধীয়তে, — ভাগবতৈস্তজ্জ্ঞানস্য তৎফলস্য চ হেয়ত্বেন জীব-ভগবদ্-বিভাগাভাবেন চ ভাগবতত্ব-বিরোধাৎ, (ভাঃ ৩।২৯।১২) "**অহৈতুক্যব্যবহিতা**" ইত্যাদিকাত্যন্তিক-ভক্তিলক্ষণানুসারেণ সুতরামুত্তমত্ববিরোধাচ্চ। ন চ নিরাকারেশ্বর-জ্ঞানম্, — (ভাঃ ১১।২।৫৫) "**প্রণয়-রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ**" ইত্যুপসংহারগত-লক্ষণ-পরমকাষ্ঠা-বিরোধাদেবেতি বিবেচনীয়ম্ ॥১৯২॥

এস্থলে 'যদ্ধর্মঃ'— এই পদটির উত্তর শ্রীহরি তিনটি শ্লোকে বলিলেন—

(২২৪) "যিনি সর্বভূতে স্বীয় ভগবৎসম্বন্ধী ভাব দর্শন করেন এবং ভূতসমুদয়কে আত্মমধ্যে ও শ্রীভগবানে দর্শন করেন, ইনি উত্তম ভাগবত।"

পূর্বোক্ত তিনপ্রকার (মানস, কায়িক ও বাচিক) লক্ষণসমূহের মধ্যে বিভিন্ন অনুভবদ্বারা যে মানসলক্ষণ বোধগম্য হয়, সেই মানসলক্ষণদ্বারা মহাভাগবতোত্তমত্ব লক্ষিত হইতেছে— 'যিনি সর্বভূতে' ইত্যাদি।

"এইরূপ আচরণযুক্ত পুরুষ নিজ প্রিয় শ্রীহরির নামকীর্তনজনিত প্রেমে বিহ্বল হইয়া শিথিলচিত্তে কখনও উচ্চহাস্য করেন" ইত্যাদি কবিবাক্যবর্ণিত রীতি-অনুসারে যিনি চিত্তের শিথিলতা, হাস্য ও রোদনাদিরূপ অনুভাববিশিষ্ট অনুরাগের বশে, 'আকাশ, বায়ু ও অগ্নিকে' ইত্যাদি কবিবাক্যোক্ত-প্রকারেই চেতন অচেতন সকল ভূতসমূহের মধ্যে — 'আত্মার ভগবদ্ভাব' অর্থাৎ আত্মার (নিজের) অভীষ্ট যে-ভগবদাবির্ভাব, তাহাই 'দর্শন' অর্থাৎ অনুভব করেন, অতএব সেই ভূতসমুদয়কেও 'আত্মমধ্যে' অর্থাৎ নিজচিত্তে, সর্বত্রাবির্ভূতরূপে প্রকাশমান যে-ভগবান্ — তাঁহাতেই অর্থাৎ তাঁহার আশ্রিতরূপেই অনুভব করেন, ইনি উত্তম ভাগবত। শ্রীব্রজদেবীগণও এরূপ অনুভবেরই বর্ণনা করিয়াছেন — "পুষ্পফলসমৃদ্ধা বনলতা ও তরুগণ যেন তাহাদের অন্তরে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান রহিয়াছে, ইহা প্রকাশ করিতেছে" ইত্যাদি। অথবা শ্লোকের পূর্বাংশের এরূপ অর্থও হয় — (যিনি) "আত্মার (নিজের), ভগবদ্ভাব অর্থাৎ শ্রীভগবানে যে প্রেম, তাহাই চেতন ও অচেতন সকল ভূতগণের মধ্যে দর্শন করেন। শেষার্ধের অর্থ পূর্বেরই তুল্য। অতএব এই ভূতসমুদয় শ্রীভগবানেরই ভক্তরূপী অধিষ্ঠান — এইরূপ জ্ঞানহেতু তাহাদের প্রতি ভক্তির উদয় হইলে তাহাদিগকে যে নমস্কার করেন, ইহা পূর্বে — "আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, জ্যোতিষ্কগণ, নিখিল প্রাণিসমূহ, দিক্‌সমুদয়, বৃক্ষাদি পদার্থ, নদী, সমুদ্র — এরূপ যেকোন ভূতমাত্রকেই শ্রীভগবানের শরীর মনে করিয়া অনন্যভক্ত প্রণাম করিবেন" — এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে। ইহাই ভাবার্থ। অতএব শ্রীব্রজদেবীগণই এরূপও বলিয়াছেন — "তৎকালে নদীসমূহ মুকুন্দের সেই বেণুসঙ্গীত অবধারণ করিয়া জলের আবর্তদ্বারা (ঘূর্ণীদ্বারা) সূচিত অন্তরের কামদ্বারা গতিবেগের বাধাহেতু তদীয় আলিঙ্গনদ্বারা স্থগিতের ন্যায় ভাব প্রকাশপূর্বক, কমলরাশি উপহার লইয়া তরঙ্গরূপ বাহুসমূহদ্বারা মুরারির পদযুগল ধারণ করিতেছে।" শ্রীপট্টমহিষীগণও এরূপ বলিয়াছেন — "হে কুররি! অন্তরে সদা জাগ্রত ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এখন রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছেন, এসময়ে তুমি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বিলাপ করিতেছ, নিদ্রা যাইতেছ না, ইহা বড়ই অনুচিত। অথবা হে সখি! আমাদের মত তুমিও কি কোন সময়ে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যযুক্ত উদার লীলাদৃষ্টিদ্বারা অন্তরে গভীরভাবে আহতা হইয়াই বিলাপ করিতেছ?"

এস্থলে ব্রহ্মজ্ঞান উক্ত হয় নাই অর্থাৎ তাহাকে উত্তম ভাগবত বলা হয় নাই। যেহেতু, ভাগবতগণ-কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান ও উহার ফল হেয় বলিয়া পরিত্যাজ্য; বিশেষতঃ জীব ও শ্রীভগবানের ভেদ স্বীকার না করায় তাঁহাদের ভাগবতত্ব (ভক্তত্ব) বিরুদ্ধই হয় (কারণ — ভক্তিমার্গে ভজনীয় শ্রীভগবান্ এবং ভজনকারী জীবের ভেদ স্বীকার করিয়াই ভজনের প্রবর্তন হয়। অভেদজ্ঞানস্থলে ভজন হয় না, সুতরাং অভেদজ্ঞানী ভক্ত হইতে পারেন না)। অতএব — "পুরুষোত্তমের প্রতি অহৈতুকী এবং ব্যবধানশূন্যা যে ভক্তি, উহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগরূপে উক্ত হয়" ইত্যাদি-শ্লোকোক্ত আত্যন্তিকী ভক্তির লক্ষণবিচারানুসারে ব্রহ্মজ্ঞানিগণের উত্তমত্বের বিরোধই হইতেছে (অর্থাৎ যাহার ভক্তত্বই বিরুদ্ধ, তাহার উত্তম ভক্তত্ব সিদ্ধই হইতে পারে না)। এইরূপ নিরাকার ঈশ্বরজ্ঞানও ভক্তিমার্গে অনুপযোগী। যেহেতু — "অবশ ব্যক্তিও কেবলমাত্র নাম উচ্চারণ করিলেই যিনি পাপরাশি হরণ করেন, সেই সাক্ষাৎ শ্রীহরিই প্রণয়রজ্জুদ্বারা পাদপদ্মে আবদ্ধ হইয়া যাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র ত্যাগ করেন না, তিনি ভাগবতগণের মধ্যে প্রধানরূপে উক্ত হন" — এই উপসংহারবাক্যে ভক্তের লক্ষণের যে পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে, নিরাকার ঈশ্বরজ্ঞানীর উহার সহিত বিরোধই হয় — ইহা অবশ্য বিবেচ্য ॥১৯২॥

অথ মানস-লিঙ্গবিশেষৈণৈব মধ্যমমহাভাগবতং লক্ষয়তি, (ভা: ১১।২।৪৬) —

(২২৫) **"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।**
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥"

পরমেশ্বরে **প্রেম করোতি** — তস্মিন্ (প্রেম)ভক্তিযুক্তো ভবতীত্যর্থঃ; তথা **তদধীনেষু** ভক্তেষু চ **মৈত্রীং** বন্ধুভাবম্; **বালিশেষু** তদ্ভক্তিমজানৎসূদাসীনেষু **কৃপাম্**। যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন, — (ভা: ৭।৯।৪৩)

"শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-মায়াসুখায় ভরমুদ্‌বহতো বিমূঢ়ান্‌" ইতি; আত্মনো **দ্বিষৎসু চ উপেক্ষাম্‌** — তদীয়-(স্বীয়) দ্বেষে চিত্তাক্ষোভেণৌদাসীন্যমিত্যর্থঃ, — তেষ্বপি (দ্বিষৎস্বপি) বালিশত্বেন কৃপাংশসদ্ভাবাৎ — যথৈব শ্রীপ্রহ্লাদো হিরণ্যকশিপৌ; ভগবতো ভাগবতস্য বা দ্বিষৎসু তু সত্যপি চিত্তক্ষোভে তত্রানভিনিবেশমিত্যর্থঃ। অস্য (মধ্যম-মহাভাগবতস্য) বালিশেষু কৃপায়া এব স্ফুরণম্‌, (ভগবদ্‌-ভাগবতয়োঃ) দ্বিষৎসূপেক্ষায়া এব, ন তু প্রাগ্‌বৎ (ভা: ১১।২।৪৫ শ্লোকোক্তভাগবতোত্তমবৎ) সর্বত্র তস্য তৎপ্রেম্‌ণো বা স্ফুরণম্‌; ততো মধ্যমত্বম্‌॥

অথোত্তমস্যাপি তদধীনদর্শনেন তৎ(ভগবৎ)স্ফুরণানন্দাদয়ো বিশেষত এব; ততশ্চ তস্মিন্নধিকৈব (ভগবদধীনেষু ভগবৎস্ফুরণানন্দাদিভ্য অতিরিক্তা) মৈত্রী যদ্ভবতি, তন্নো নিষিধ্যতে; কিন্তু সর্বত্র তদ্ভাব (ভগবদ্ভাব)-স্ফুরণাবশ্যকতা বিধীয়তে। পরমোত্তমেষ্বপি তথা দৃষ্টম্‌ (ভা: ৪।২৪।৫৭) —

"ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্‌।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥" ইতি;

(ভা: ৪।২৪।৩০) — **অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্‌ যথা"** ইতি চ শ্রীরুদ্রগীতাৎ; (ভা: ১।৭।১১) —

"হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্‌ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥" ইতি শ্রীসূতবাক্যাচ্চ।

এবং (ভা: ১০।১।৩৫) **"ভোজানাং কুলপাংসনঃ"** ইত্যাদৌ তত্র শ্রীবাদরায়ণিপ্রভৃতীনাং দ্বেষোঽপি দৃশ্যতে; কিন্তু মধ্যমমহাভাগবতানাং তত্র(দ্বেষে)অনভিনিবেশ এব স্ফুরতি। তেষাং তু (শ্রীবাদরায়ণ্যাদি-পরমমহাভাগবতোত্তমোত্তমানাং) তত্রাপি (দ্বেষোদয়সত্ত্বেঽপি) তদ্‌বিধ(দ্বেষ্টৃসদৃশানাং জনানাং) শাস্তৃত্বেন নিজাভীষ্টদেব-পরিস্ফূর্তির্ন ব্যাহন্যত এবেতি বিশেষঃ। তদ্‌দৃষ্ট্যৈব চ (ভা: ১০।৬৮।১৭) শ্রীমদুদ্ধবাদীনামপি দুর্য্যোধনাদৌ নমস্কারঃ; — (ভা: ৪।৩।২৩) **"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ"** ইত্যাদি শ্রীশিব-বাক্যবৎ। উক্তঞ্চ (সাম্বপত্নী) লক্ষ্মণাহরণে, — (ভা: ১০।৬৮।১৭) **"সোঽভিবন্দ্যাম্বিকা-পুত্রম্‌"** ইত্যাদৌ **"দুর্য্যোধনং"** চ ইতি। যত্র পক্ষে চ স্বীয়ভাবস্যৈব সর্বত্র পরিস্ফূর্তেঃ শ্রীভগবদাদি-দ্বিষৎস্বপিসা পর্যবস্যতি, তত্র চ নাযুক্ততা; যতস্তে নিজপ্রাণকোটি-নির্মঞ্ছনীয়-তচ্চরণপঙ্কজ-পরাগলেশাস্তেষাং দুর্ব্যবহারদৃষ্ট্যা ক্ষুভ্যন্তি; স্বীয়-ভাবানুসারেণ ত্বেবং মন্যন্তে, — 'অহো ! ঈদৃশশ্চেতনো বা কঃ স্যাদ্‌যঃ পুনরস্মিন্‌ সর্বানন্দকদম্বে নিরুপাধি-পরমপ্রেমাস্পদে সকললোক-প্রসাদকসদ্‌গুণমণি-ভূষিতে সর্বহিত-পর্য্যবসায়ি-চর্য্যামৃতে শ্রীপুরুষোত্তমে তৎপ্রিয়জনে বা প্রীতিং ন কুর্বীত ? তদ্দ্বেষকারণং তু সুতরামেবাস্মদ্‌বুদ্ধিপদ্ধতিমতীতম্‌।' তস্মাদ্‌ ব্রহ্মাদি-স্থাবর-পর্য্যন্তা অদুষ্টা দুষ্টাশ্চ তস্মিন্‌ (শ্রীভগবতি) বাঢ়ং রজ্যন্ত এবেতি যথোক্তং শ্রীশুকেন, (ভা: ১১।২।১, ২) —

"গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ॥
কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্‌ মুকুন্দচরণাম্বুজম্‌।
ন ভজেৎ সর্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥" ইতি॥১৯৩॥

অনন্তর মানস লক্ষণবিশেষদ্বারাই মধ্যম মহাভাগবতের পরিচয় দিতেছেন —

(২২৫) "যিনি ঈশ্বর, তাঁহার অধীনগণ, বালিশগণ এবং বিদ্বেষিগণের প্রতি যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা প্রকাশ করেন, তিনি মধ্যম ভাগবত।"

পরমেশ্বরে প্রেম করেন— অর্থাৎ তাঁহার প্রতি প্রেমভক্তিযুক্ত হন। এইরূপ তাঁহার অধীনগণ অর্থাৎ ভক্তগণের প্রতি মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুভাব প্রকাশ করেন এবং বালিশ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিবিষয়ে জ্ঞানহীন উদাসীনগণের প্রতি কৃপা করেন। তাদৃশ উদাসীনগণের সম্বন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিও এইরূপ— "হে সর্বোত্তম শ্রীভগবন্! আপনার বীর্যকীর্তনরূপ পরম অমৃত হইতে যাহাদের চিত্ত বিমুখ বলিয়া তাহারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসাধক মায়িক সুখের জন্য কুটুম্বাদির ভার বহন করে, আমি সেই বিমূঢ়গণের জন্যই শোক করি।" আর নিজের বিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ তৎকৃত স্বীয় বিদ্বেষসত্ত্বেও চিত্তের ক্ষোভহীনতাহেতু ঔদাসীন্য জানিতে হইবে। কারণ, এই বিদ্বেষিগণও বালিশ (অজ্ঞ) বলিয়া তাহাদের প্রতিও ভাগবতগণের আংশিক কৃপা বিদ্যমান রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উপেক্ষামূলক ব্যবহার সুপ্রসিদ্ধ। ভগবদ্‌বিদ্বেষী এবং ভাগবতবিদ্বেষিগণের প্রতি চিত্তবিক্ষোভ ঘটিলেও তাদৃশ ভাগবত তদ্‌বিষয়ে মনোনিবেশ করেন না। অজ্ঞগণের প্রতি এই মধ্যম মহাভাগবতের কৃপারই স্ফুরণ হয়, আর শ্রীভগবান্ বা ভক্তের বিদ্বেষিগণের প্রতিও উপেক্ষারই স্ফুরণ হইয়া থাকে, পরন্তু (ভা: ১১।২।৪৫ শ্লোকোক্ত) উত্তম ভাগবতের ন্যায় সর্বত্র শ্রীভগবানের বা ভগবৎপ্রেমের স্ফূর্তি হয় না— এজন্যই মধ্যমত্ব স্বীকার্য।

উত্তম ভাগবতেরও ভগবদ্ভক্তদর্শন ঘটিলে ভগবৎস্ফূর্তিমূলক আনন্দাদি বিশেষরূপেই উদিত হয়। অতএব ভগবদ্ভক্তের প্রতি তাঁহার অধিকভাবেই যে-মৈত্রীর উদয় হয়, এস্থলে তাহার নিষেধ করা হইতেছে না; পরন্তু সর্বত্রই ভগবদ্ভাব স্ফুরণের আবশ্যকতা বিহিত হইতেছে। পরম উত্তমভাগবতের মধ্যেও যে এরূপ ব্যবহার দেখা যায়, তাহা—

"হে ভগবন্! আমি শ্রীভগবানের সঙ্গী ভক্তগণের সঙ্গের অর্ধক্ষণের সহিতও স্বর্গ এমন কি মোক্ষপদেরও তুলনা করি না; এঅবস্থায় পৃথিবীর রাজত্বাদি কথা আর কি বলিব?"

আর "আপনারা ভাগবত বলিয়া শ্রীভগবানের ন্যায়ই আমার প্রিয়" এইরূপ শ্রীরুদ্রগীত এবং— "বৈষ্ণবগণ যাঁহার প্রিয় সেই ভগবান্ শ্রীশুকদেব শ্রীহরির গুণদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া সর্বদা এই শ্রীভাগবতশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন।" — শ্রীসূতবাক্য হইতে ইহা জানা যায়।

আবার— "ভোজবংশের কলঙ্ক" ইত্যাদি শ্রীশুকদেবের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী কংসের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষও লক্ষিত হয়। পরন্তু মধ্যমমহাভাগবতগণের এবিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ দেখা যায় না অর্থাৎ তাঁহাদের (শ্রীশুকদেবপ্রভৃতি পরম মহাভাগবতোত্তমোত্তমগণের) বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষের উদয় হইলেও তদ্‌বিধ (অর্থাৎ দ্বেষকারী সদৃশ) জনগণের শাস্ত্যভাবে নিজ অভীষ্টদেবের পরিস্ফূর্তি ব্যাহত হয় না। ইহাই বৈশিষ্ট্য। উত্তম ভাগবতগণের দৃষ্টিতে সকলের মধ্যে ভগবৎস্ফূর্তিদর্শনহেতুই ভগবদ্‌বিদ্বেষী দুর্যোধনাদির প্রতিও শ্রীউদ্ধবাদির নমস্কার সঙ্গতই হয়। শ্রীশিবের বাক্যও এইরূপ— "বিশুদ্ধ সত্ত্বই (সত্ত্বগুণ বা চিত্তই) বসুদেবশব্দে উক্ত হয়, যেহেতু তাহাতে বাসুদেবের প্রকাশ হয়। অতএব আমি নমস্কারদ্বারা সেই সত্ত্বাধিষ্ঠিত বাসুদেবের সেবা করি।" শ্রীলক্ষ্মণাহরণ প্রকরণে— "শ্রীউদ্ধবের ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিয়া" ইত্যাদি বাক্যে 'দুর্যোধনকেও' নমস্কার করিয়া— এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। যেস্থলে স্বকীয় ভাবেরই সর্বত্র পরিস্ফূর্তিহেতু শ্রীভগবানাদির বিদ্বেষিগণের মধ্যেও উহার পরিস্ফূর্তিবোধ হয়, তাদৃশস্থলে বিদ্বেষিগণের প্রতি ঐরূপ সদ্ব্যবহার অসঙ্গত নহে। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের চরণকমলরেণু তাদৃশ ভক্তগণের প্রাণকোটিদ্বারা নীরাজনের যোগ্য, অতএব তাঁহাদের চিত্ত বিদ্বেষিগণের দুর্ব্যবহার দর্শনে ক্ষুব্ধই হয়। কিন্তু তাঁহারা নিজের ভাবানুসারে এরূপ মনে করেন— "হায়! যিনি এজগতে নিখিল আনন্দের সমষ্টিস্বরূপ, যিনি অহৈতুক পরমপ্রেমভাজন, সকল লোকের আনন্দদায়ক সদ্‌গুণরত্নবিভূষিত এবং যাঁহার আচরণ সর্বলোকের মঙ্গলসাধক, তাদৃশ এই শ্রীপুরুষোত্তম বা তাঁহার প্রিয় ভক্তের প্রতি কে প্রীতি না করে? অতএব তাঁহার প্রতি বিদ্বেষের কারণ আমাদের চিন্তারও অতীত। অতএব ব্রহ্মাদি স্থাবরপর্যন্ত অদুষ্ট ও দুষ্ট সকলেই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তই হয়"।

অতএব শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

"হে কুরুকুলবর্ধন মহারাজ! দেবর্ষি শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণোপাসনার লালসায় তাঁহারই ভুজবলে রক্ষিতা শ্রীদ্বারকাপুরীতে নিরন্তর বাস করিতেন। সর্বত্র মরণশীল কোন্ ইন্দ্রিয়শালী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠদেবগণেরও আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের ভজন না করে?"॥১৯৩॥

অথ ভগবদ্ধর্মাচরণরূপেণ (আরোপসিদ্ধায়া ভক্তেরাশ্রয়েণ কর্মার্পণাদিনা) কায়িকেন কিঞ্চিন্মানসেন চ লিঙ্গেন কনিষ্ঠং লক্ষয়তি, (ভা: ১১।২।৪৭) —

(২২৬) **"অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।**
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥"

অর্চায়াং প্রতিমায়ামেব, ন তু **তদ্ভক্তেষু; অন্যেষু চ** সুতরাং ন, — (ক) ভগবৎপ্রেমাভাবাৎ, (খ) ভক্তমাহাত্ম্যজ্ঞানাভাবাৎ, (গ) সর্বাদরলক্ষণ-ভক্তগুণানুদয়াচ্চ; **স প্রাকৃতঃ** — "প্রকৃতিঃ প্রারম্ভোঽধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ" ইত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা, (ভা: ১০।৮৪।১৩) —

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥"

ইত্যাদি-শাস্ত্রাজ্ঞানাৎ; তস্মাল্লোকপরম্পরা-প্রাপ্তৈবেতি পূর্ববৎ। অতশ্চাজাতপ্রেমা শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্তঃ প্রাপ্ত-মহৎকৃপাসঙ্গঃ, শরণাপত্তিপূর্বক-স্বরূপসিদ্ধায়া অনন্যভক্তের্যাজকো বা ভক্তিমাত্রকামঃ সঙ্গসিদ্ধায়া ভক্তের্যাজকো বা সাধকস্তু মুখ্যঃ কনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ ॥১৯৪॥

অনন্তর ভগবদ্ধর্মের আচরণরূপ (আরোপসিদ্ধা ভক্তির আশ্রয়ে কর্মার্পণাদিদ্বারা) কায়িক লক্ষণ এবং কিঞ্চিৎ মানসলক্ষণদ্বারা কনিষ্ঠ ভক্তের পরিচয় দিতেছেন—

(২২৬) "যিনি কেবলমাত্র অর্চায়ই শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীহরির উদ্দেশ্যে পূজা করেন, পরন্তু তদীয় ভক্তগণ বা অন্যের মধ্যে তাঁহার পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত।"

'অর্চায়াং' অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতিমাতেই (পূজা করেন), পরন্তু তদীয় ভক্তগণের মধ্যে, সুতরাং অন্য লোকের মধ্যেও (তাঁহার পূজা করেন না)। (ক) না করার কারণ এই যে, তাদৃশ ব্যক্তির ভগবৎপ্রেমের অভাব, (খ) ভক্তের মাহাত্ম্যবিষয়ে অজ্ঞতা এবং (গ) সকলের প্রতি সমাদররূপ ভক্তগুণের অনুদয়। তিনি "প্রাকৃত"। ইহা 'প্রকৃতি' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। প্রকৃতির অর্থ প্রারম্ভ। অতএব প্রাকৃতের অর্থ যাহার ভক্তি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তাঁহার এই শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থবোধজনিত নহে। কারণ— "যাহার ত্রিধাতুময় শবতুল্য এই দেহে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রীপ্রভৃতিতে আত্মীয় বুদ্ধি, মৃণ্ময় বিগ্রহাদিতে পূজ্য বুদ্ধি এবং নদ্যাদি জলাশয়ে তীর্থবুদ্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে, পরন্তু তত্ত্ববিৎ ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের প্রতি তাদৃশ বুদ্ধি নাই, সেই ব্যক্তিই গো-গর্দভ" ইত্যাদি শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার নাই। সুতরাং তাঁহার শ্রদ্ধাকে লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত বলিয়াই জানিতে হইবে। অতএব যাঁহার প্রেম জন্মে নাই, অথচ যিনি শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত, যিনি মহতের কৃপাসঙ্গ লাভ করিয়াছেন, যিনি শরণাপত্তিপূর্বক স্বরূপসিদ্ধা অনন্যা ভক্তির যাজক কিংবা ভক্তিমাত্রকাম সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির যাজক, এইরূপ ভক্তিসাধককে মুখ্য কনিষ্ঠ বলিয়াই জানিতে হইবে॥১৯৪॥

অথ টীকা — "পুনরষ্টভিঃ (ভা: ১১।২।৪৮-৫৫) শ্লোকৈরভ্যর্হিতত্বাদুত্তমস্যৈব লক্ষণান্যাহ — গৃহীত্বাপি" ইত্যেষা। তথা হি (ভা: ১১।২।৪৮) —

(২২৭) **"গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।**
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

পূর্বোক্তপ্রকারেণ তদাবিষ্টচিত্তো ন গৃহ্ণাতি; **তাবদিন্দ্রিয়ৈরর্থান্ গৃহীত্বাপী**ত্যপি-শব্দার্থঃ; **ইদং বিশ্বং মায়াং** বহিরঙ্গশক্তি-বিলাসত্বাদ্ধেয়মিত্যর্থঃ। অত্রাপি কায়িক-মানসয়োঃ সাঙ্কর্য্যম্ ॥**১৯৫**॥

অনন্তর টীকা— "পুনরায় আটটি শ্লোকে পূজ্যত্বহেতু উত্তম ভক্তেরই লক্ষণ বলিতেছেন— গৃহীত্বাপি" (এপর্যন্ত টীকা)।

(২২৭) "যিনি এই বিশ্বকে বিষ্ণুর মায়াকল্পিতরূপে দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াও সে বিষয়ে বিদ্বেষ বা হর্ষ প্রকাশ করেন না, তিনিই উত্তম ভাগবত।"

*"গৃহীত্বা অপি" (গ্রহণ করিয়াও) এস্থলে 'অপি' শব্দদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে— "সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত উত্তম ভাগবত ভগবদাবিষ্টচিত্ত হইয়া বিষয়সমূহ গ্রহণই করেন না, আর 'অপি' শব্দের অর্থ এই শ্লোকোক্ত উত্তম ভাগবত ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও (বিদ্বেষ বা হর্ষ প্রকাশ করেন না)। এই বিশ্বকে 'মায়া' অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর বহিরঙ্গাশক্তির বিলাসস্বরূপ বলিয়া হেয়রূপে (দর্শন করিয়া); এই ভক্তের মধ্যেও কায়িক ও মানস লক্ষণের মিশ্রণ রহিয়াছে ॥**১৯৫**॥*

অথ কেবল-মানসলিঙ্গেনাহ যাবৎপ্রকরণম্, (ভা: ১১।২।৪৯)—

(২২৮) **"দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।**
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥"

যো হরেঃ স্মৃত্যা দেহাদীনাং **সংসারধর্মৈ**র্জন্মাপ্যয়াদিভি**র্বিমুহ্যমানো** ন ভবতি, **স ভাগবত-প্রধানঃ**।

টীকা চ— "তত্র দেহস্য জন্মাপ্যয়ৌ, প্রাণস্য ক্ষুৎপিপাসে, মনসো ভয়ম্, বুদ্ধেস্তর্ষস্তৃষ্ণা, ইন্দ্রিয়াণাং কৃচ্ছ্রং শ্রমস্তৈঃ" ইত্যেষা। উক্তঞ্চ শ্রীগীতাসু, (৭।২৮)—

"যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্। তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥" ইতি ॥**১৯৬**॥

অনন্তর প্রকরণসমাপ্তি পর্যন্ত কেবলমাত্র মানস লক্ষণসমূহদ্বারা উত্তম ভাগবতের পরিচয় দিতেছেন—

(২২৮) "যিনি শ্রীহরির স্মৃতিহেতু দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জন্ম, বিনাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ও শ্রমবহুল সংসারধর্মসমূহদ্বারা বিমুগ্ধ হন না, তিনি ভাগবতপ্রধান।"

যিনি শ্রীহরির স্মৃতিবলে দেহপ্রভৃতির জন্মমরণাদি সংসারধর্মপ্রভৃতিদ্বারা মুহ্যমান হন না, তিনি ভাগবতপ্রধান। টীকা— দেহের জন্ম ও নাশ (অপ্যয়), প্রাণের ক্ষুধা ও পিপাসা, মনের ভয়, বুদ্ধির তর্ষ অর্থাৎ তৃষ্ণা, ইন্দ্রিয়গণের কৃচ্ছ্র অর্থাৎ শ্রম— এইসবদ্বারা (এপর্যন্ত টীকা)। শ্রীগীতায়ও উক্ত হইয়াছে—

"যেসকল পুণ্যকর্মা পুরুষের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাই শীতোষ্ণাদিজনিত পীড়া ও মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া একান্তভাবে আমার ভজন করেন।"॥১৯৬॥

তথা (ভা: ১১।২।৫০)—

(২২৯) **"ন কামকর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।**
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

বীজানি বাসনাঃ; **বাসুদেবৈকনিলয়ো** বাসুদেবমাত্রাশ্রয়ঃ। অত্র টীকা চ "এতেন গৃহীত্বাপীত্যাদি-শ্লোকত্রয়েণ দ্বেষ-হর্ষ-মোহ-কামাদি-রহিতশ্চরতীতি 'যথা চরতি' ইত্যস্যোত্তরমুক্তম্" ইত্যেষা ॥**১৯৭**॥

(২২৯) এইরূপ— "যাঁহার চিত্তে কাম, কর্ম ও বীজসমূহের উদ্ভব হয় না, শ্রীবাসুদেবই যাঁহার একমাত্র আশ্রয়, তিনিই ভাগবতোত্তম।"

'বীজসমূহ' অর্থাৎ বাসনাসমূহ। বাসুদেবই একমাত্র 'নিলয়' যাঁহার অর্থাৎ যিনি একমাত্র বাসুদেবকেই আশ্রয় করিয়াছেন। টীকা — ইহার দ্বারা "গৃহীত্বা অপি" ইত্যাদি তিনটি শ্লোকদ্বারা দ্বেষ, হর্ষ, মোহ ও কামাদি রহিত হইয়া বিচরণ করেন — ইহার দ্বারা "যথা চরতি" এই উক্তির উত্তর বলা হইয়াছে ॥১৯৭॥

তথা (ভা: ১১।২।৫১) —

(২৩০) **"ন যস্য জন্ম-কর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রম-জাতিভিঃ।**
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥"

টীকা চ — " **'যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ'** ইত্যস্যোত্তরমাহ, — **ন যস্যেতি জন্ম** সৎকুলম্; **কর্ম** তপআদি; **জাতয়োঽ**নুলোমজা মূর্দ্ধাভিষিক্তাম্বষ্ঠাদয়ঃ" ইত্যেষা।

এতাভির্যস্যাস্মিন্ **দেহেঽহংভাবো ন সজ্জতে,** কিন্তু ভগবৎসেবৌপয়িকে সাধ্যে এব দেহে সজ্জত ইত্যর্থঃ, **স হরেঃ প্রিয়ো** ভাগবতোত্তম ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ, প্রকরণার্থত্বাৎ; **হরেঃ প্রিয়** ইতি হি ভাগবতমাত্র-বাচি, ভাগবতত্বাদেব ॥**১৯৮**॥

(২৩০) এইরূপ — "জন্ম, কর্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতিহেতু যাঁহার এই দেহে অহংভাবের উদয় হয় না, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়।"

টীকা — "যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ অর্থাৎ যে লক্ষণদ্বারা তিনি শ্রীভগবানের প্রিয় হন। ইহার উত্তর বলিলেন — অম্বষ্ঠ আদি।" 'জন্ম' — সৎকুল; 'কর্ম' — তপস্যাপ্রভৃতি; 'জাতি' — অনুলোম জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ (ক্ষত্রিয়) আদি। এপর্যন্ত টীকা।

এই সকলদ্বারা যাঁহার এই দেহে অহংভাবের উদয় হয় না, অর্থাৎ কেবলমাত্র ভগবৎসেবার উপযোগী সাধ্য দেহেই অহংভাব আবদ্ধ থাকে, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়। এস্থলে শ্রীহরির প্রিয় বলিতে পূর্বোক্ত বাক্যানুসারে উত্তম ভাগবতকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, এই প্রকরণে উত্তম ভাগবতেরই লক্ষণ বলা হইতেছে। সাধারণতঃ শ্রীহরির প্রিয় বলিতে ভাগবতমাত্রকেই বুঝায় (উত্তম ভাগবতমাত্রকেই বুঝায় না)। তথাপি উত্তমভাগবতের মধ্যেও ভাগবতত্ব আছে বলিয়াই সাধারণভাবে তদ্‌বাচক — 'শ্রীহরির প্রিয়' এই পদের প্রয়োগ হইল ॥১৯৮॥

তথা (ভা: ১১।২।৫২) —

(২৩১) **"ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।**
সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

বিত্তেষু মমতাস্পদমাত্রেষু **ভিদা** — স্বীয়ং পরকীয়মিতি; **আত্মনি বা স্বঃ পর** ইতি। অত্র বিত্তবদাত্মনিচ স্ব-পক্ষপাত(স্বদেহপ্রীতি)মাত্রং নিষিধ্যতে ন ব্যক্তিভেদঃ ॥**১৯৯**॥

(২৩১) "বিত্তসমূহে এবং আত্মবিষয়ে যাঁহার স্ব এবং পর এইরূপ ভেদ নাই, সর্বভূতের সুহৃদ্ ও শান্তস্বভাব সেই পুরুষই ভাগবতোত্তম।"

বিত্তসমূহে অর্থাৎ মমতার বিষয়ীভূত বস্তুমাত্রের সম্বন্ধেই — যাঁহার ইহা স্বকীয় ও ইহা পরকীয় এইরূপ ভেদবিচার নাই এবং আত্মবিষয়ে (অর্থাৎ জীবস্বরূপসম্বন্ধে) যাঁহার স্ব এবং পর এইরূপ ভেদ নাই, অর্থাৎ সকল আত্মায় যাঁহার সমতাজ্ঞান রহিয়াছে; এস্থলে বিত্তের ন্যায় আত্মার সম্বন্ধেও নিজের পক্ষপাতিত্ব(স্বদেহপ্রীতি)মাত্রই নিষিদ্ধ হইতেছে, জীবগত ব্যক্তিভেদ নিষিদ্ধ হয় নাই ॥১৯৯॥

কিঞ্চ (ভা: ১১।২।৫৩) —

(২৩২) **"ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।**
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥"

তত্র হেতুঃ **ত্রিভুবন-বিভবায়াপি** (ন-চলতি), কিমুত **তদ্ধেতবে** ইত্যর্থঃ; — 'সর্বোঽপি দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবদ্‌ভবতি' ইতি ন্যায়াদেকবচনম্। কিং বিচারাৎ ? ন, কিন্ত্বাবেশাদেবেত্যচলনে হেতুমাহ; — **অকুণ্ঠা** সঙ্কোচমাত্ররহিতা **স্মৃতির্যস্য** সঃ; তচ্চ অকুণ্ঠস্মৃতিত্বং তস্য যুক্তমেবেত্যাহ, — **অজিতে** হরাবেব **আত্মা** যেষাং তৈর্ব্রহ্মেশ-প্রভৃতিভিঃ **সুরাদিভিরপি বিমৃগ্যাদ্‌**দুর্লভাদিত্যর্থঃ ।।২০০।।

(২৩২) এইরূপ — "ত্রৈলোক্যরূপ রাজ্যলাভের জন্যও যাঁহার স্মৃতি কখনও ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিচলিত হয় না, এরূপ শ্রীহরির প্রতি নিবদ্ধচিত্ত যে ব্যক্তি দেবতাদিকর্তৃক অন্বেষণযোগ্য ভগবৎপাদপদ্ম হইতে অত্যল্প ক্ষণের জন্যও বিচলিত হন না, তিনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।"

বিচলিত না হওয়ার কারণ বলিতেছেন — ত্রৈলোক্য রাজত্বের জন্যও তাঁহার স্মৃতি ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিচলিত হয় না। ভগবৎপাদপদ্মবিষয়ে স্মৃতিই বা এরূপ অক্ষুন্ন থাকে কেন ? তাহার কারণ এই যে সকল দ্বন্দ্ব বিভাষায় অর্থাৎ বিকল্পে একবৎ হয়। এই ন্যায়ানুসারে এস্থানে একবচন হইয়াছে। 'ন চলতি' — এই অচলন বিচারহেতু হইতেছে কী ? না না, বিচারহেতু নহে, কিন্তু কেবল আবেশহেতু। ইহার দ্বারা অচলন বিষয়ে হেতু বলিলেন অকুণ্ঠস্মৃতি — অকুণ্ঠা(সংকোচরহিতা)স্মৃতি যাহার; তাহার সেই অকুণ্ঠস্মৃতিত্ব যুক্তিযুক্তই হয়। অতএব বলিলেন — 'অজিতাত্ম' ইত্যাদি। ইহার অর্থ — শ্রীহরির প্রতি যাঁহাদের চিত্ত সর্বদা নিবদ্ধ, সেই ব্রহ্মা ও শঙ্করপ্রভৃতি দেবগণেরও যে শ্রীপাদপদ্ম অন্বেষণযোগ্য অর্থাৎ দুর্লভ (অতএব এরূপ শ্রীপাদপদ্মের প্রতি বিবেকিগণের স্মৃতি অক্ষুন্ন থাকাই সঙ্গত) ।।২০০।।

অত্র টীকা-চূর্ণিকা চ — "অপি চ বিষয়াভিসন্ধিনা চলনং কামেনাতিসন্তাপে সতি ভবেৎ, স তু ভগবৎসেবা-নির্বৃতৌ ন সম্ভবতি; তদেব দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি।" (ভা: ১১।২।৫৪) —

(২৩৩) **"ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।**
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ।।"

উরুবিক্রমৌ চ তাবঙ্ঘ্রী চ, তয়োঃ **শাখা** অঙ্গুলয়স্তাসু **নখ**রূপা **মণয়**স্তেষাং **চন্দ্রিকা** তাপহারিণী দীপ্তিস্তয়া নিরস্তস্তাপঃ কামাদিনা সন্তাপো যস্মিংস্তত্র। "অত্র **'ন যস্য স্বঃ পরঃ'** ইত্যাদিনা শ্লোকত্রয়েণ **"যাদৃশঃ"** ইত্যস্যোত্তরমুক্তং বেদিতব্যম্" ইতি টীকা চ ।।২০১।।

এস্থানে টীকার চূর্ণিকাও এইরূপ —

আরও একটি কথা এই যে — মানবের চিত্ত কামনাদ্বারা অতিশয় সন্তপ্ত অর্থাৎ পীড়িত হইলেই তাহার উপশমনের জন্য বিষয়ানুসন্ধান করিতে গেলে ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিচলিত হইতে হয় — ইহা স্বতঃসিদ্ধ; পরন্তু শ্রীভগবানের সেবাজনিত সুখলাভ ঘটিলে সেই চিত্তসন্তাপের সম্ভাবনাই থাকে না, ইহার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন —

(২৩৩) "চন্দ্র উদিত হইলে সূর্যের তাপ যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীহরির মহাপ্রভাবশালী চরণযুগলের অঙ্গুলিনখমণিরাজির চন্দ্রিকাদ্বারা উপাসকগণের চিত্তস্থিত কামাদিসন্তাপ নিরস্ত হইলে সেই চিত্তে আর তাহা প্রভাব বিস্তার করিবে কিরূপে ?"

মহাপ্রভাবশালী চরণযুগলের শাখা অর্থাৎ অঙ্গুলিসমূহের নখরূপ মণিরাজির 'চন্দ্রিকা' অর্থাৎ তাপহারিণী দীপ্তি; তাহার দ্বারা অর্থাৎ সেই দীপ্তিদ্বারা নিরস্ততাপে — নিরস্ত অর্থাৎ দূরীভূত তাপ অর্থাৎ কামাদিজনিত সন্তাপ যাহাতে তাহাতে (সেই হৃদয়েতে)।

এস্থানে "ন যস্য স্বঃ পরঃ" ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে "যাদৃশ" এই পদের দ্বারা ইহার উত্তর বলা হইয়াছে।।২০১।।

তথা (ভা: ১১।২।৫৫) –

(২৩৪) **"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥"**

টীকা চ – "উক্তসমস্তলক্ষণসারমাহ, – **বিসৃজতীতি**; **হরিরেব** স্বয়ং **সাক্ষাদ্যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি** – ন বমুঞ্চতি। কথম্ভূতঃ ? **অবশেনাপ্যভিহিতমাত্রোঽপ্যঘৌঘং** নাশয়তি যঃ সঃ। তৎ কিং ন বিসৃজতি ? যতঃ **প্রণয়রসনয়া ধৃতং** হৃদয়ে নিবদ্ধ**মঙ্ঘ্রিপদ্মং** যস্য **স ভাগবতপ্রধান উক্তো ভবতি**" ইত্যেষা। অত্র কামাদীনামসম্ভবে হেতুঃ – **সাক্ষাদিতি** পদম্, তদুত্তরকালত্বাৎ সাক্ষাৎকারস্য। তথা **হরিরবশাভিহিতোঽপী**ত্যাদিনা য এতাদৃশ-প্রণয়বাংস্তেনানেন তু সর্বদা পরমাবেশেনৈব কীর্ত্যমানঃ সুতরামেব **"অঘৌঘনাশঃ"** স্যাদিত্যভিহিতম্। উক্তঞ্চ, (ভা: ২।১।১১) **"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্"** ইত্যাদি। তস্মাৎ উভয়থৈব তেষামঘসংস্কারোঽপি ন স্থাতুমিষ্ট ইতি ধ্বনিতম্। অত্র হরিঃ স্বয়ং ন বিসৃজতি, তেন ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মশ্চ (অসৌ ভাগবতপ্রধানশ্চাপি) ইতি পরস্পর-পরমাসক্তির্দর্শিতা। সর্বত্র তৎপ্রেমস্ফূর্তিপক্ষে তু তাদৃশগুণে তত্র শ্রীভগবতি কো ন রজ্যেদিতি তদভিপ্রায় ইতি ভাবঃ। অনেন বাচিকলিঙ্গমপি নির্দিশ্য (ভা: ১১।২।৪৪) **'যদ্ব্রূতে'** ইত্যস্যোত্তরমুক্তম্।

প্রকরণেঽস্মিন্ **'গৃহীত্বাপি'** ইত্যাদীনামুত্তমভাগবত-লক্ষণ-পদ্যানামমীষামপৃথক্পৃথক্ চ বাক্যত্বং জ্ঞেয়ম্; – তথাভূত-ভগবদ্বশীকারবতি ভাগবতোত্তমে তত্তল্লক্ষণানামপ্যন্তর্ভাবাৎ, ক্বচিদ্দ্বিত্রাদিমাত্র-লক্ষণ-দর্শনাচ্চ। তত্রাপ্য-পৃথগ্বাক্যতায়ামেকৈক-বাক্যগতেনৈকৈকেনৈব লক্ষণেনায়মেব **"সর্বভূতেষু"** ইত্যাদ্যুক্তো মহাভাগবতো লক্ষ্যতে। তত্তদ্ধর্মহেতুত্বেন তু **বিসৃজতি** ইত্যাদিনা সর্বলক্ষণসারোপন্যাসঃ। যা চ তত্রাপি **স্মৃত্যা হরেঃ** ইত্যাদিনা হেতুত্বেন স্মৃতিরুক্তা, তস্যা এব বিবরণ(পর্য্যবসান)মিদমন্তিমবাক্যমিতি জ্ঞেয়ম্। তত্রৈকেনৈব বাক্যেন কৃতেঽপি ভাগবতোত্তমলক্ষণে স্পষ্টীকরণার্থমেবান্যদন্যদ্বাক্যমিতি সমর্থনীয়ম্। অতএব পৃথক্ পৃথগ্ ভাগবতোত্তম ইত্যাদ্যনুবাদোঽপি সঙ্গচ্ছতে। পৃথগ্বাক্যতায়াং তু যত্র সাক্ষাদ্ভগবৎসম্বন্ধো ন শ্রূয়তে, তত্র 'ভাগবত'-পদ-বলেনৈব প্রকরণবলেনৈব বা স জ্ঞেয়ঃ; পূর্বোত্তর-পদ্যস্থ-**'স্মৃত্যা'** ইত্যাদি পদং বা যোজনীয়ম্। তথাত্র পক্ষে চাপেক্ষিকমেবান্যত্র ভাগবতোত্তমত্বম্।

তত্রোত্তরোত্তর-শ্রৈষ্ঠ্যক্রমোঽয়ম্ – (১) কনিষ্ঠভাগবতত্বে **'অর্চায়ামেব'** ইতি।* (২) মধ্যম-মহাভাগবতত্বে পুনঃ **'ন যস্য জন্ম-কর্মভ্যাম্'** ইতি; **'ন যস্য স্বঃ পরঃ'** ইতি; **'গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈঃ'** ইতি। **'দেহেন্দ্রিয়প্রাণ'** ইত্যস্য সংস্কারোঽস্তি, কিন্তু তেন বিমোহো ন স্যাদিতি মূর্চ্ছিত-সংস্কারোঽয়ং জাত-নবীনপ্রেমাঙ্কুরঃ স্যাৎ; তথা **'ন কামকর্মবীজানাম্'** ইত্যস্যৈব বিবরণম্ (বিস্তারং পর্যবসানং বা) –

---

* 'অর্চায়ামেব' শ্লোকোক্ত-সাধোরপ্যস্য পাপপ্রবৃত্তিসম্ভাবনায়াঃ কদাচিৎ পাপাচরণাদ্বা সুতরাং বর্ণাশ্রমাদিবিধিশাসনার্হত্বাৎ, শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধারাহিত্যাৎ, লৌকিক(লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত)শ্রদ্ধাযুক্তত্বাৎ সর্বভূতেষ্বন্তর্যামিপুরুষ-নারায়ণস্ফুরণাভাবাৎ, ভূতানুকম্পাহীনত্বাচ্চাবর-কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠসত্ত্বম্; পরং তু তথাপি ন জাতু কদাপি অস্য গোখরত্বমিত্যতোঽস্য সঙ্গো ন কর্তব্যঃ। পাপপ্রবৃত্তিরাহিত্যাৎ শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধোদয়ারম্ভেণ সর্বত্র পুরুষান্তর্যামি-নারায়ণস্ফুরণমতিক্রম্য ভগবদ্বৈভবস্ফুরণারম্ভহেতোরস্য কনিষ্ঠভাগবতত্বেঽপি অবরসত্তমত্বমিত্যেবমস্মাদুত্তরোত্তরোন্নত-ভাগবতসতাং সঙ্গ এব করণীয়ঃ স্যাৎ; সর্বথা পাপপ্রবৃত্তিরাহিত্যাৎ শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাসদ্ভাবাৎ শরণাগতত্বাৎ স্বরূপত এব স্বধর্মস্য (বর্ণাশ্রমধর্মস্য) পরিত্যাগপূর্বকোপাসনাসাতত্যাৎ, সর্বত্র ভগবদ্বৈভবস্ফুরণাচ্চাস্য কনিষ্ঠ-ভাগবতত্বেঽপি মুখ্যত্বং মধ্যমসত্তমত্বমিতি বিবেচ্যম্। যত্র তু ভগবচ্ছরণাপত্ত্যানুষঙ্গিকসদ্গুণৈঃ সহ সর্বতোভাবেন স্বধর্ম-বর্ণাশ্রম-তদুপলক্ষিতজ্ঞানলভ্যমুক্তিবাঞ্ছামপি পরিত্যজ্য কেবলং শ্রীভগবদ্ভজনং ভাগবতসেবনং চ, তত্র কনিষ্ঠভাগবতত্বেঽপি পরমসত্তমত্বমিতি বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। (ইহার অনুবাদ পরপৃষ্ঠায় আছে।)

'ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপি' ইতি; ইয়মেব নৈষ্ঠিকী ভক্তির্ধ্যানাখ্যা ধ্রুবানুস্মৃতিরিত্যুচ্যতে; অস্য প্রেমাঙ্কুরোঽপ্যনাচ্ছাদ্যতয়ৈব জাতোঽস্তি; অন্যথা তাদৃশ-স্মরণসাতত্যাভাবঃ স্যাৎ। অয়ং হি নির্ধূতকষায়ো নিরূঢ-প্রেমাঙ্কুর ইতি লভ্যতে। তত উর্দ্ধং সাক্ষাৎপ্রেমজন্মতঃ **'ঈশ্বরে তদধীনেষু'** ইতি; অস্য মৈত্র্যাদিকং ত্রয়মপি ভক্তিহেতুকমেবেতি ন কষায়স্থিতিরবগন্তব্যা। (৩) পরমঃ-মহাভাগবতোত্তমত্বে উত্তমঃ নির্ধূতকষায়-মহাপ্রেম-সূচকস্য **'সর্বভূতেষু'** ইত্যস্য তু বিবরণম্ – **'বিসৃজতি'** ইতি ॥ হবির্যোগেশ্বরো নিমিম্ ॥২০২॥

(২৩৪) এইরূপ – "অবশভাবে উচ্চারিত হইলেও যিনি পাপরাশি নাশ করেন, সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম যাঁহার প্রণয়রসনায়-আবদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ যাঁহার হৃদয় ত্যাগ করেন না, তিনি ভাগবতপ্রধান বলিয়া উক্ত হন।"

টীকা – "উক্ত সমস্ত লক্ষণের সার বলিতেছেন – 'বিসৃজতি' ইত্যাদি। শ্রীহরিই স্বয়ং সাক্ষাৎ যাঁহার হৃদয় ত্যাগ করেন না। শ্রীহরি কিরূপ তাহা বলিতেছেন – যিনি অবশভাবেও কেবলমাত্র উচ্চারিত হইলে পাপরাশি নাশ করেন। কিহেতু হৃদয় ত্যাগ করেন না তাহা বলিতেছেন – যেহেতু প্রণয়রসনাদ্বারা (প্রেমরজ্জুদ্বারা সেই ব্যক্তিকর্তৃক) নিজ হৃদয়ে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধৃত অর্থাৎ আবদ্ধ থাকে। এইরূপ পুরুষ ভাগবতপ্রধান বলিয়া উক্ত হন" (এপর্যন্ত টীকা)। এস্থলে কামাদির অসম্ভব অর্থাৎ অনুৎপত্তি বিষয়ে হেতুরূপে 'সাক্ষাৎ' এই পদটি উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ নাম উচ্চারণের পরই তাদৃশ পুরুষের হৃদয়ে ভগবৎসাক্ষাৎকার হয় বলিয়া (কামাদির উৎপত্তি অসম্ভব)। এইরূপ, 'শ্রীহরি অবশভাবেও কেবলমাত্র উচ্চারিত হইলে' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ইহাই কথিত হয় যে – যিনি প্রণয়যুক্ত, সেই পুরুষকর্তৃক সর্বদা পরম আবেশের সহিত কীর্তিত হইলেই শ্রীহরি সুতরাংই পাপরাশি নাশ করেন (অর্থাৎ অবশভাবে অনুসন্ধানরহিত হইয়া যেকোন ব্যক্তি তাঁহার নাম উচ্চারণমাত্র করিলেই যদি তিনি পাপরাশি নষ্ট করেন, তাহা হইলে পরম প্রেমিক পুরুষ পরম আবেশের সহিত সর্বদা কীর্তন করিলে অবশ্যই পাপ নষ্ট করেন)। এরূপও উক্ত হইয়াছে – "যে শ্রীহরির এই নামকীর্তনই মুমুক্ষু, স্বর্গাদিকামী এবং যোগিপ্রভৃতি সকলেরই নিজ নিজ সাধনোচিত নির্ভয় ফলরূপে নির্ণীত হইয়াছে।" অতএব উভয় প্রকারেই এই ভাগবতপ্রধানগণের চিত্তে পাপের সংস্কার থাকাও যুক্তিযুক্ত নহে – ইহা অর্থাধীন বলিয়া সূচিত হইল। (অর্থাৎ তাঁহারা চিত্তে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন বলিয়া এবং সর্বদা নাম কীর্তন করেন বলিয়া এই দুই কারণেই তাঁহাদের পাপের সংস্কার পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়)। এস্থানে শ্রীহরির পাদপদ্ম হৃদয়ে ধৃত হওয়ায় তিনি স্বয়ং ভক্তের হৃদয় ত্যাগ করেন না। এইরূপে পরস্পর পরমাসক্তি দর্শিত হইয়াছে। সর্বত্র তাঁহার প্রেমস্ফূর্তি হওয়ায় সেই গুণে সেস্থানে শ্রীভগবানকে কে প্রীতি না করে ? সেই অভিপ্রায়ে এই ভাব; "সেই ভাগবত যাহা বলেন তাহা বলুন" এইরূপে পূর্বে ভাগবত পুরুষের যে-বাচিকলক্ষণ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, এই শ্লোকে সেই বাচিকলক্ষণেরও নির্দেশ করিয়া উত্তর দান করা হইল।

"অর্চায়ামেব" শ্লোকোক্ত এই সাধুরও পাপপ্রবৃত্তির সম্ভাবনা থাকায় কিংবা কখনও কখনও পাপাচরণহেতু সে বর্ণাশ্রমবিধিশাসনযোগ্য হওয়ায় তথা তাহার শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধা না থাকায় এবং সে লৌকিক (লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত) শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়ায় তাহার সর্বভূতে অন্তর্যামিপুরুষ নারায়ণের স্ফুরণ হয় না। ভূতানুকম্পাহীন হওয়ায় সে অবর কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠসৎ। তথাপি সে কদাপি গোখর না হইলেও সঙ্গযোগ্য নহে। পাপপ্রবৃত্তিরহিত হওয়ায় শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয়ের আরম্ভে সর্বত্র পুরুষান্তর্যামি-নারায়ণের স্ফুরণকে অতিক্রম করিয়া ভগবদ্‌বৈভব স্ফুরণের আরম্ভহেতু এ ব্যক্তি কনিষ্ঠ ভাগবত হইলেও অবর সত্তম। এইভাবে ইঁহা হইতে উত্তরোত্তর উন্নত ভাগবত সৎগণেরই সঙ্গ করণীয়। সর্বথা পাপপ্রবৃত্তিরহিত, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত ও শরণাগত হওয়ায় স্বরূপতঃ স্বধর্ম (বর্ণাশ্রমধর্ম) পরিত্যাগপূর্বক উপাসনার নিরবচ্ছিন্নতাহেতু এবং সর্বত্র ভগবদ্‌বৈভবস্ফুরণহেতু এ ব্যক্তি কনিষ্ঠ ভাগবত হইলেও তাঁহার মুখ্যত্ব অর্থাৎ মধ্যম সত্তমত্ব আছে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু সে ভগবৎ-শরণাপত্তিদ্বারা আনুষঙ্গিক সদ্‌গুণাবলিসহ সর্বতোভাবে স্বধর্ম-বর্ণাশ্রমধর্মলভ্য এবং তদুপলক্ষিত জ্ঞানলভ্য মুক্তিবাঞ্ছাকেও পরিত্যাগপূর্বক কেবল শ্রীভগবদ্ভজন ও শ্রীভাগবত সেবন করিয়া থাকে। সে কনিষ্ঠ ভাগবত হইলেও তাঁহাকে পরমসত্তম বলিয়া জানিবে।

উত্তমভাগবতের লক্ষণবর্ণনকারী এই প্রকরণে উত্তমভাগবতের লক্ষণজ্ঞাপক "যিনি ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াও" ইত্যাদি পদ্যসমূহের অপৃথগ্‌ভাবে (সকল পদ্যের মিলিতভাবে) এবং পৃথগ্‌ভাবে (অর্থাৎ প্রত্যেক পদ্যের স্বতন্ত্রভাবেও) বাক্যত্ব জানিতে হইবে (অর্থাৎ ইহারা সকলে মিলিত হইয়া একবাক্যরূপে, আবার প্রত্যেকে পৃথক্ বাক্যরূপেও উত্তম ভাগবতের লক্ষণ অর্থাৎ পরিচায়ক হয়)। যে উত্তমভাগবত শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করিয়াছেন তাঁহার মধ্যে সকলশ্লোকোক্ত সকল লক্ষণই অন্তর্ভূত থাকায় সকল শ্লোকের একবাক্যতা হয়, আবার কোন ভক্তে দুই তিনটি মাত্র লক্ষণ দেখা যায় বলিয়া সেরূপ ক্ষেত্রে শ্লোকসমূহের ভিন্নবাক্যতাও স্বীকার করা আবশ্যক। যে পক্ষে সকল শ্লোকের একবাক্যতা স্বীকার করা হয় তথায় এক একটি শ্লোকবাক্যে বর্ণিত এক একটি লক্ষণ দ্বারাই "যিনি সর্বভূতে আত্মার ভগবদ্ভাব দর্শন করেন" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত মহাভাগবত পুরুষই লক্ষিত হন। আর সেই বিভিন্ন ধর্মের হেতুরূপে— "অবশ ব্যক্তিকর্তৃকও উচ্চারিত হইলে যিনি পাপরাশি নাশ করেন, সেই শ্রীহরি প্রণয়রসনাদ্বারা পাদপদ্মে আবদ্ধ হইয়া যাঁহার হৃদয় সাক্ষাৎ ত্যাগ করেন না, তিনি ভাগবতপ্রধান বলিয়া উক্ত হন" এই শ্লোকদ্বারা সকল লক্ষণের সার প্রদর্শিত হইয়াছে। "যিনি শ্রীহরির স্মৃতিহেতু দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জন্ম, বিনাশ, ক্ষুধা, ভয় ও ক্লেশরূপ সংসারধর্মসমূহদ্বারা বিমুগ্ধ হন না, তিনি ভাগবতপ্রধান" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা বিভিন্ন ধর্মের হেতুরূপে যে শ্রীহরিস্মরণ উক্ত হইয়াছে, সেই স্মৃতির বিবরণস্বরূপই "অবশভাবেও উচ্চারিত হইয়া" ইত্যাদি অন্তিম বাক্য বিন্যস্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে। একবাক্যতাস্থলে তাদৃশ একবাক্যদ্বারাই উত্তমভাগবতের লক্ষণ বলা হইলেও উক্ত লক্ষণের স্পষ্টতা সম্পাদনের জন্যই অন্য বাক্যের সমর্থন করিতে হইবে। আর, এইহেতুই পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারিত 'ভাগবতোত্তম' ইত্যাদিরূপ অনুবাদও সঙ্গতই হয় (নচেৎ সকল শ্লোকের একবাক্যতাস্থলে ভাগবতোত্তম, বৈষ্ণবপ্রধান, ভাগবতপ্রধান ইত্যাদি একার্থক পদগুলির বারবার কথন সঙ্গত হয় না। অতএব একবাক্যদ্বারা কথিত লক্ষণের স্পষ্টতা সম্পাদনের জন্যই অন্য শ্লোকবাক্য উক্ত হইয়াছে— ইহা স্বীকার করিলেই ভাগবতোত্তমপ্রভৃতি পদসমূহেরও পুনঃ পুনঃ কথন সঙ্গত হইতে পারে)। ভিন্নবাক্যতা পক্ষে যে শ্লোকে বর্ণিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ভগবৎসম্বন্ধ শোনা যাইতেছে না, সেস্থলেও 'ভাগবত' এই পদটির বলে, অথবা প্রকরণের বলে ভগবৎসম্বন্ধ জানিতে হইবে। অথবা তাদৃশ শ্লোকে পূর্ব বা পরবর্তী শ্লোকের 'স্মৃত্যা' (শ্রীভগবানের স্মরণহেতু) ইত্যাদি পদের যোজনা করিলেই ভগবৎসম্বন্ধ প্রতীত হয়। ভিন্নবাক্যতা পক্ষে এক এক শ্লোকোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অন্য শ্লোকোক্ত ব্যক্তির মধ্যে ভাগবতোত্তমত্ব আপেক্ষিকই (অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা ইনি উত্তম ভাগবত, আবার ইহা অপেক্ষাও ইনি উত্তম ভাগবত— এরূপ) হয়।

তন্মধ্যে পর পর শ্রেষ্ঠতার ক্রম এইরূপ— (১) কনিষ্ঠভাগবতত্বে "অর্চায়ামেব" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ব্যক্তি, অতঃপর (২) মধ্যম মহাভাগবতোত্তম "ন যস্য জন্মকর্মভ্যাম্" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ব্যক্তি, ইহার পর "ন যস্য স্বঃ পরঃ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ব্যক্তি, তাহার পর "গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ব্যক্তি এবং অতঃপর "দেহেন্দ্রিয়প্রাণ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত এই মধ্যমভাগবতোত্তমের বাসনারূপ সংস্কার রহিয়াছে, পরন্তু তিনি তদ্দ্বারা বিমোহিত হন না— এইহেতু তিনি মূর্চ্ছিতসংস্কার (মূর্চ্ছিতকষায়); আর ইঁহার মধ্যে নবীন প্রেমাঙ্কুরের উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ— "যাঁহার চিত্তে কাম, কর্ম ও বীজ অর্থাৎ বাসনাসমূহের উদ্ভব হয় না, বাসুদেবই যাঁহার একমাত্র আশ্রয়, তিনি ভাগবতোত্তম"— এই শ্লোকের বিবরণরূপেই— "ত্রৈলোক্যরূপ রাজ্যলাভের জন্যও যাঁহার স্মৃতি কখনও ভগবৎপাদপদ্মবিষয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় না" ইত্যাদি শ্লোকটি উক্ত হইয়াছে। ঈদৃশ পুরুষের স্মৃতির এরূপ অবিচ্যুতিই ধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকী ভক্তি, ইহাকেই ধ্রুবানুস্মৃতি বলা হয়। এইরূপ পুরুষের প্রেমাঙ্কুর আচ্ছাদনের অযোগ্যরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যথা তাদৃশ স্মরণের নিরবচ্ছিন্নতায় ব্যাঘাত ঘটিত। অতএব ঈদৃশ পুরুষের কষায় (বাসনা) নিঃশেষে দূরীভূত হইয়াছে অর্থাৎ ইনি নির্ধূতকষায় এবং ইঁহার প্রেমাঙ্কুর যে সম্পূর্ণ উদ্‌গত হইয়াছে, ইহা উপলব্ধ হয়। ইহারও উন্নতস্তরে সাক্ষাৎ প্রেমেরই জন্ম হইলে উক্ত ব্যক্তি— "যিনি ঈশ্বর,

তাঁহার অধীন ভক্তগণ, অজ্ঞ ও বিদ্বেষিগণের প্রতি যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা প্রকাশ করেন, তিনি মধ্যম ভাগবত" এই পর্যায়ভুক্ত হন। ইঁহার মধ্যে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা এই তিনটি ভাব ভক্তিমূলকই হয়, পরন্তু ইহাদ্বারা তাঁহার বাসনার সত্তা বোঝা যায় না (অর্থাৎ ইনি অনুরাগাদিবশতই ভক্তপ্রভৃতির প্রতি মৈত্রী আদির আচরণ করেন, এরূপ নহে)। (৩) উত্তমমহাভাগবতোত্তম— "যিনি সর্বভূতে আত্মার স্বীয় ভগবদ্ভাব দর্শন করেন" ইত্যাদি যে-শ্লোকটি নির্ধূতকষায় (বাসনাবিনির্মুক্ত) মহাপ্রেমের সূচক, তাহারই বিবৃতিরূপে "বিসৃজতি" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। ইহা উত্তম মহাভাগবতোত্তমেরই লক্ষণ। ইহা নিমির প্রতি শ্রীহবির উক্তি ॥২০২॥

তদেবমুপদিষ্টা ভাগবত-সৎসু মূর্চ্ছিত-কষায়াদয়ো মহদ্ভেদাঃ। ভাগবত-সন্মাত্রে ভেদাশ্চ তৎসন্মাত্র-ভেদেষু **'অর্চায়ামেব হরয়ে'** ইত্যাদিনা তত্তদ্গুণাবির্ভাব-তারতম্যাল্লব্ধ-তারতম্যাঃ কতিচিদ্দর্শিতাঃ।

অথ সাধন-তারতম্যেনাপি তেষাং তারতম্যমাহ পঞ্চভিঃ (ভা: ১১।১১।২৯-৩৩)। তত্রাবরং (কর্মাকারায়া জ্ঞানাকারায়া বা) মিশ্রভক্তেঃ সাধকমাহ ত্রিভিঃ; (ভা: ১১।১১।২৯-৩১) —

(২৩৫) "**কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ ॥**

(২৩৬) **কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥**

(২৩৭) **অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥"**

টীকা চ — "**কৃপালুঃ** পরদুঃখাসহিষ্ণুঃ; **সর্বদেহিনাং** কেষাঞ্চিদপি **অকৃতদ্রোহঃ**; **তিতিক্ষুঃ** ক্ষমাবান্; **সত্যং সারঃ** স্থিরং বলং বা যস্য সঃ; **অনবদ্যাত্মা** অসূয়াদিরহিতঃ; সুখদুঃখয়োঃ **সমঃ**; যথাশক্তি **সর্বেষামুপকারকঃ**; **কামৈ**রক্ষুভিতচিত্তঃ; **দান্তঃ** সংযত-বাহ্যেন্দ্রিয়ঃ; **মৃদুর**কঠিনচিত্তঃ; **শুচিঃ** সদাচারঃ; **অকিঞ্চনো**ঽপরিগ্রহঃ; **অনীহো** দৃষ্ট-ক্রিয়া-শূন্যঃ; **মিতভুগ্** লঘ্বাহারঃ; **শান্তো** নিযতান্তঃ-করণঃ; **স্থিরঃ** স্বধর্মে; **মচ্ছরণো** মদেকাশ্রয়ঃ; **মুনির্**মননশীলঃ; **অপ্রমত্তঃ** সাবধানঃ; **গভীরাত্মা** নির্বিকারঃ; **ধৃতিমান্** বিপদ্যপ্যকৃপণঃ; **জিতষড্গুণঃ** 'শোকমোহৌ জরামৃত্যু ক্ষুৎপিপাসে ষড়ূর্ময়ঃ'— এতে জিতা যেন সঃ; **অমানী** ন মানাকাঙ্ক্ষী; অন্যেভ্যো **মানদঃ**; **কল্যঃ** পরবোধনে দক্ষঃ; **মৈত্রো**ঽবঞ্চকঃ; **কারুণিকঃ** করুণয়ৈব প্রবর্তমানঃ, ন তু দৃষ্টলোভেন; **কবিঃ** সম্যগ্জ্ঞানী" ইত্যেষা। অত্র **মচ্ছরণ** ইতি বিশেষ্যম্। উত্তরত্র (পরবর্ত্তিপদ্যে) "**স চ সত্তমঃ**" ইতি চ-কারেণ তু পূর্বোক্তো যথা সত্তমস্তথায়মপি সত্তম ইতি ব্যক্তিরেবমেবম্ভূতো **মচ্ছরণঃ সত্তম** ইত্যাক্ষিপ্যতে ॥২০৩॥

পূর্বোক্তরূপে ভাগবত সদ্গণের মধ্যে মূর্চ্ছিতকষায় প্রভৃতি মহদ্গণের ভেদ প্রদর্শিত হইল। আর ভাগবতগণের মধ্যে যাঁহারা কেবলমাত্র সৎ, (পরন্তু মহৎ নহেন) — তাঁহাদের ভেদসমূহও "অর্চায়ামেব হরয়ে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা — তত্তদ্গুণের আবির্ভাবের তারতম্যহেতু তারতম্যযুক্তরূপে কেবলমাত্র ভাগবত সদ্গণের ভেদনির্দেশস্থলে কিয়ৎপরিমাণে দর্শিত হইয়াছে।

অনন্তর সাধনের তারতম্যহেতুও পাঁচটি শ্লোকে সেই সদ্গণের তারতম্য উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে তিনটিদ্বারা অবর (কর্মাকারে কিংবা জ্ঞানাকারে) মিশ্রভক্তির সাধকের বর্ণন করিতেছেন—

(২৩৫) "(তিনি) কৃপালু, সকল প্রাণিগণের সম্বন্ধেই অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু, সত্যসার, অনবদ্যাত্মা, সম ও সর্বোপকারক।

(২৩৬) তিনি কামসমূহদ্বারা অহত-ধী, দান্ত, শুচি, মৃদু, অকিঞ্চন, অনীহ, মিতভুক্, শান্ত, স্থির, মচ্ছরণ ও মুনি।

তিনি অপ্রমত্ত, গভীরাত্মা, ধৃতিমান্, জিতষড়্গুণ, অমানী, মানদ, কল্য, মৈত্র, কারুণিক ও কবি।"

টীকা *– " 'কৃপালু' – পরদুঃখ অসহিষ্ণু; 'সর্বদেহিনাং' কাহারও প্রতি; 'অকৃতদ্রোহ' – অর্থাৎ যিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ প্রকাশ করেন না; 'তিতিক্ষু' – ক্ষমাযুক্ত; 'সত্যসার' – সত্যই সার অর্থাৎ স্থির যাহার, অথবা সত্যই সার অর্থাৎ বল যাঁহার তাদৃশ; 'অনবদ্যাত্মা' – অসূয়াদিরহিত; 'সম' – সুখদুঃখে হর্ষবিষাদশূন্য; 'সর্বোপকারক' – যথাশক্তি সকলের উপকাররত; কামসমূহদ্বারা 'অহতধী' – বিষয়সমূহদ্বারাও অক্ষুব্ধচিত্ত; 'দান্ত' – বাহ্য ইন্দ্রিয়বর্গের সংযমযুক্ত; 'মৃদু' – অকঠিনচিত্ত; 'শুচি' – সদাচারসম্পন্ন; 'অকিঞ্চন' – যিনি কাহারও নিকট হইতে দানাদি গ্রহণ করেন না; 'অনীহ' – দৃষ্ট(ঐহিকক্রিয়াশূন্য); 'মিতভুক্' – অল্পাহারী; 'শান্ত' – অন্তঃকরণের দমিত; 'স্থির' – স্বধর্মে অবিচল; 'মচ্ছরণ' – একমাত্র আমারই আশ্রয়গ্রহণকারী; 'মুনি' – মননশীল; 'অপ্রমত্ত' – সাবধান; 'গভীরাত্মা' – নির্বিকার; 'ধৃতিমান্' – বিপদেও দৈন্যরহিত; 'জিতষড়্গুণ' –'শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা' – এই ছয়টিকে যিনি জয় করিয়াছেন; 'অমানী' – যিনি মান আশা করেন না; 'মানদ' – যিনি অন্য সকলকে মান দান করেন; 'কল্য' – অপর লোকসমূহকে বোঝাইতে সমর্থ; 'মৈত্র' – অবঞ্চক; 'কারুণিক' – যিনি করুণাবশতই কার্যে প্রবৃত্ত, দৃষ্ট কোন বিষয়ের লোভে নহে; 'কবি' – সম্যগ্ জ্ঞানী" (এপর্যন্ত টীকা)। এস্থলে – 'মচ্ছরণ' এই পদটি বিশেষ্য (অন্য পদসমূহ ইহার বিশেষণ)। পরবর্তী শ্লোকে 'তিনিও সত্তম' ("স চ সত্তমঃ") এই 'চ'কারদ্বারা – পূর্বোক্ত পুরুষ যেরূপ সত্তম, ইনিও (এই শ্লোকোক্ত পুরুষও) সেইরূপ সত্তম – এরূপ অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপে, এবম্ভূত (কৃপালুত্ব প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত), মচ্ছরণ অর্থাৎ আমার শরণাগত পুরুষ সত্তম – এরূপ অর্থও ধ্বনিত হইতেছে ॥২০৩॥*

মধ্যমং (কর্মাকারায়া জ্ঞানাকারায়া বা) মিশ্রসাক্ষাদ্ভক্তেঃ সাধকমাহ, (ভাঃ ১১।১১।৩২) –

(২৩৮) "**আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।**
ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥"

টীকা চ – "ময়া বেদরূপেণ **আদিষ্টানপি স্বধর্মান্ সন্ত্যজ্য যো মাং ভজেৎ, সোঽপ্যেবং** পূর্বোক্তবৎ **সত্তমঃ**। কিমজ্ঞানাৎ নাস্তিক্যাদ্ বা ? ন, ধর্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ **গুণান্**, বিপক্ষে নরকপাতাদীন্ **দোষাংশ্চাজ্ঞায়** জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যানবিক্ষেপকতয়া মদ্ভক্ত্যৈব সর্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব **ধর্মান্ সন্ত্যজ্য**; যদ্বা, ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্ত্যধিকারিতয়া **সন্ত্যজ্য**" ইত্যেষা। তত্র (টীকায়াম্) '**স্থিরঃ স্বধর্মে**' ইতি '**স্বকান্ ধর্মান্ সন্ত্যজ্য**' ইত্যুত্তরোক্তাত্তিন্নত্বাপাদনার্থম্। অত্রৈব মূলে **সর্বান্** ইতি পদেন কোঽপি ন ত্যক্তঃ; অস্তু তাবদ্বিরুদ্ধানাং (ধর্মাণাং) বার্তেতি ভাবঃ ॥ যথা হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত-নারায়ণব্যূহস্তবে –

"যে ত্যক্তলোকধর্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ। ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥" ইতি ॥

অত্র ত্বেবং ব্যাখ্যা। – যদি চ স্বাত্মনি তত্তদ্গুণযোগাভাবস্তথাপি **এবং** পূর্বোক্তপ্রকারেণ **গুণান্** কৃপালুত্বাদীন্, **দোষাংস্তদ্**বিপরীতাং**শ্চাজ্ঞায়** – হেয়োপাদেয়ত্বেন নিশ্চিত্যাপি **যো ময়া** তেষু গুণেষু মধ্যে তত্রা**দিষ্টানপি স্বকান্** নিত্যনৈমিত্তিক-লক্ষণান্ **সর্বানেব** বর্ণাশ্রম-বিহিতান্ **ধর্মান্** তদুপলক্ষণং জ্ঞানমপি, মদনন্য-ভক্তিবিঘাতকতয়া **সন্ত্যজ্য মাং ভজেৎ, স চ সত্তমঃ**। **চ**-কারাৎ পূর্বোক্তোঽপি সত্তম ইত্যুত্তরস্য তত্তদ্গুণাভাবেঽপি পূর্বসাম্যং বোধয়তি।

ততো যস্তু তত্তদ্গুণান্ লব্ধ্বা ধর্ম-জ্ঞান-পরিত্যাগেন মাং ভজতি কেবলম্, স তু পরম-সত্তম এবেতি ব্যক্ত্যানন্যভক্তস্য পূর্বত আধিক্যং দর্শিতম্।

অত্র মিশ্রভক্তেরবর-সাধকত্ব-নিরূপণে (গী: ১২।১৩) "অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্" ইত্যাদি শ্রীগীতা-দ্বাদশাধ্যায়-প্রকরণমপ্যনুসন্ধেয়ম্। **সত্তম** ইত্যনেন তদবরত্রাপি (অবর-সাধকোঽপি) সত্তরত্বং, সত্তমত্বমপ্যস্তীতি দর্শিতম্। অস্তু তাবৎ সদাচারস্য তদ্ভক্তস্য সত্তম্, অনন্যদেবতা-ভক্তত্ব-মাত্রেণ দুরাচারস্যাপি সত্ত্বান্যপর্য্যায়সাধুত্বং বিধীয়তে, — (গী: ৯।৩০) "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদৌ। অত্র চ সাধুসঙ্গ-প্রস্তাবে যত্তাদৃশং লক্ষণং নোত্থাপিতম্, তৎ খলু তাদৃশসঙ্গস্য ভক্ত্যুন্মুখত্বে(ভক্ত্যুন্মুখত্ব-জননে)ঽনুপযুক্ততাভিপ্রায়েণ; যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন, — (ভা: ৭।৭।৩০) **"সঙ্গেন সাধুভক্তানাম্"** ইত্যাদি; **সাধু**রত্র সদাচারঃ।

তদেবমীশ্বরবুদ্ধ্যা বিধিমার্গ-ভক্তয়োঃ(অনন্য-শরণাগতমাত্র-ভক্তস্য তথা বর্ণাশ্রমবিহিত-স্বধর্ম-জ্ঞানাদি-পরিত্যাগপূর্বক-ভগবদ্ভজনরত-ভক্তস্য চেত্যেতয়োঃ) তারতম্যমুক্তম্। তত্রৈবোত্তরস্যানন্যত্বেন শ্রেষ্ঠত্বঞ্চ দর্শিতম্ ॥২০৪॥

মধ্যম (কর্মাকারা বা জ্ঞানাকারা) মিশ্র সাক্ষাদ্ভক্তির সাধকের কথা বলিতেছেন —

(২৩৮) "যিনি গুণ ও দোষসমূহ জানিয়া আমার দ্বারা আদিষ্ট হইলেও স্বীয় ধর্মসমূহকে ত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন, তিনিও এইরূপ সত্তম।"

টীকা *— "বেদরূপী আমাকর্তৃক আদিষ্ট হইলেও স্বধর্মসমূহকে সম্যগ্‌ভাবে ত্যাগ করিয়া যিনি আমার ভজন করেন, তিনিও এইরূপ অর্থাৎ পূর্বোক্ত পুরুষের ন্যায় সত্তম। (এই কর্মত্যাগ) কি অজ্ঞতাহেতু বা নাস্তিক্যহেতু ? ইহার উত্তররূপে বলিতেছেন — না, তাহা নহে; পরন্তু ধর্মের আচরণে চিত্তশুদ্ধিপ্রভৃতি গুণসমূহ, আর অনাচরণে নরকপাতাদি দোষসমূহ জানিয়াও, ঐসকল ধর্মের আচরণ আমার ধ্যানের বিক্ষেপজনক বলিয়া এবং আমার ভক্তিদ্বারাই স্বধর্মাচরণের সকল ফল সিদ্ধ হইবে — এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়হেতুই ধর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া; অথবা ভক্তিতে দৃঢ়তাহেতু বেদোক্ত তাদৃশ স্বধর্মানুষ্ঠানের অধিকার নিবৃত্ত হওয়ায়ই (স্বধর্মসমূহ) ত্যাগ করিয়া" (এপর্যন্ত টীকা)। তত্র — (টীকাতে); স্থিরঃ — স্বধর্মে স্থির এই উক্তি। "নিজের সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করিয়া" — এই পরবর্তিকালীন উক্তি হইতে ভিন্ন, ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে। এস্থানে মূল শ্লোকে 'সর্বান্' এই পদের দ্বারা কোন ধর্মকেই বাদ দেওয়া হয় নাই, বিরুদ্ধ ধর্মের কথাই বা কি, যাহা বিরুদ্ধ নহে তাহাও ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত নারায়ণব্যূহস্তবে এরূপ উক্ত হইয়াছে — "যাঁহারা লৌকিক ধর্ম ও অর্থ (অথবা লৌকিক ধর্মের প্রয়োজন) ত্যাগপূর্বক বিষ্ণুভক্তির বশীভূত হইয়া পরমাত্মার ধ্যান করেন, এস্থলে তাঁহাদিগকেও বার বার প্রণাম করি।"*

এস্থলে এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে — যদিও নিজের মধ্যে ঐসকল গুণের অভাব থাকে, তাহা হইলেও 'এইরূপে' অর্থাৎ পূর্বোক্ত শ্লোকসমূহের বর্ণনানুসারে 'গুণসমূহ' অর্থাৎ কৃপালুতাপ্রভৃতি এবং তদ্‌বিপরীত দোষসমূহ জানিয়াও অর্থাৎ গুণসমূহ গ্রহণযোগ্য, আর দোষসমূহ পরিত্যাজ্য — এইরূপ নিশ্চয় করিয়াও যিনি সেইসকল গুণের মধ্যে আমাকর্তৃক বেদশাস্ত্রে আদিষ্ট স্বীয় নিত্যনৈমিত্তিক লক্ষণ বর্ণাশ্রমবিহিত সমস্ত ধর্ম এবং উহার উপলক্ষিত জ্ঞানকেও আমার অনন্যা ভক্তির বিঘাতকারী বলিয়া সম্যগ্‌ভাবে ত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন, তিনিও ('স চ') সত্তম। এস্থলে 'চ' শব্দদ্বারা পূর্বশ্লোকসমূহদ্বারা বর্ণিত পুরুষকেও সত্তমরূপে স্বীকার করিয়া, এই শ্লোকোক্ত পুরুষের ঐসকল গুণের অভাবসত্ত্বেও পূর্বোক্ত পুরুষের সহিত সাম্য বিজ্ঞাপিত হইতেছে।

সুতরাং যিনি ঐসকল গুণ লাভ করিয়া ধর্ম ও জ্ঞান পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র আমার ভজনই করেন, তিনি পরমসত্তমরূপেই গণ্য হন, এরূপ অর্থপ্রকাশহেতু পূর্বোক্ত ভক্ত অপেক্ষা অনন্য ভক্তের আধিক্যই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এস্থানে (মিশ্রভক্তির অবর সাধকত্ব নিরূপণে) "অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং" ইত্যাদিরূপ শ্রীগীতাশাস্ত্রের দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রকরণটিও অনুসন্ধানযোগ্য। এস্থলে 'সত্তম' এই পদ প্রয়োগহেতু এই ভক্তভিন্ন অন্য নিম্নশ্রেণীর ভক্তের (অবর সাধকের) মধ্যেও যথাযোগ্যভাবে সত্তর, এমন কি সত্তমও আছেন – ইহা দর্শিত হইল। সদাচারী ভগবদ্ভক্ত যে সৎ, এবিষয়ে বলিবার কিছুই নাই। যেহেতু কেবলমাত্র অন্য দেবতার ভজন না করিয়া শ্রীভগবানেরই ভজনহেতু দুরাচার ব্যক্তিকেও "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদি বাক্যে 'সৎ' শব্দের অপর পর্যায় 'সাধু' শব্দবাচ্য বলা হইয়াছে। এই সাধুসঙ্গপ্রস্তাবে তাদৃশ লক্ষণ যে উত্থাপিত হয় নাই, তাহার অভিপ্রায় এই যে, তাদৃশ সঙ্গ ভক্ত্যুন্মুখতা জন্মাইতে উপযুক্ত নহে। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজোক্ত "সঙ্গেন সাধুভক্তানাং" ইত্যাদি শ্লোকে সাধুর অর্থ সদাচারী ব্যক্তি।

এইরূপে ঈশ্বরবুদ্ধিতে বিধিমার্গস্থিত ভক্তদ্বয়ের তারতম্য উক্ত হইয়াছে। উক্ত ভক্তদ্বয়ের মধ্যে একজন কেবল অনন্যশরণাগত ভক্ত ও অন্য একজন বর্ণাশ্রমবিহিত স্বধর্ম-জ্ঞানাদি পরিত্যাগপূর্বক ভগবদ্ভজনরত ভক্ত। এ দুইয়ের মধ্যে অনন্যতা দৃষ্টিতে পরবর্তী ভক্তের শ্রেষ্ঠতা দর্শিত হইয়াছে ॥২০৪॥

তত্রৈবার্চনমার্গে ত্রিবিধত্বং লভ্যতে পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনাৎ।

তত্র মহত্ত্বম্ – "তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্‌বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥" ইত্যাদৌ অর্চনমার্গপরাণাং মধ্য এব জ্ঞেয়ম্, অসিদ্ধপ্রীতিত্বাৎ;

অত্র তাপাদি-পঞ্চসংস্কারিত্বম্, –

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তি-হেতবঃ ॥" ইত্যাদিনা তত্রৈব দর্শিতম্;

নবেজ্যাকর্মকারকত্বঞ্চানেন বচনেন দৃশ্যতে –

"অর্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনম্। নামসংকীর্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা ॥
তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে। নবকর্মবিধানেজ্যা বিপ্রাণাং সততং স্মৃতা ॥ ইতি;

অর্থপঞ্চকবিত্ত্বঞ্চ, – (১) উপাস্যঃ শ্রীভগবান্, (২) তৎপরমং পদম্, (৩) তদ্‌দ্রব্যম্, (৪) তন্মন্ত্রঃ, (৫) জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্বজ্ঞাতৃত্বম্। তচ্চ শ্রীহয়শীর্ষে বিবৃতং সংক্ষিপ্য লিখ্যতে, –

(১) উপাস্যঃ – "এক এবেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষঃ কৃষ্ণচ্ছুরিতমূর্দ্ধজঃ ॥
বৈকুণ্ঠাধিপতির্দেব্যা লীলয়া চিৎস্বরূপয়া। স্বর্ণকান্ত্যা বিশালাক্ষ্যা স্বভাবাদ্‌গাঢ়মাশ্রিতঃ ॥
নিত্যঃ সর্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্বকারণম্। বেদগুহ্যো গভীরাত্মা নানাশক্ত্যুদয়ো নর ॥"
ইত্যাদি।

(২) তৎপদম্ – "স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে প্রকৃতেঃ পরমব্যয়ম্। শুদ্ধসত্ত্বময়ং সূর্যচন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ॥
চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্। আধারং সর্বভূতানাং সর্বপ্রলয়বর্জিতম্ ॥"
ইত্যাদি ॥

(৩) তদ্‌দ্রব্যম্ – "দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। সর্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ ॥
ভবন্তি তাদৃশা বল্ল্যস্তদ্‌ভবঞ্চাপি তাদৃশম্। গন্ধরূপং স্বাদুরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ ॥
হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধি তৎ। ত্বগ্‌বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ ॥
সর্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চ তৎ। রসস্য যোগতো ব্রহ্মন্ ভৌতিকং স্বাদুবদ্‌ভবেৎ ॥
তস্মাৎ সাধ্যো রসো ব্রহ্মন্ রসঃ স্যাদ্ব্যাপকঃ পরঃ। রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্র
স্যাদ্রসরূপকম্ ॥" ইতি।

(৪) তন্মন্ত্রঃ — বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেব-তন্মন্ত্রয়োরিহ। অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারতঃ ॥ ইত্যাদি।
(৫) জীবাত্মা — মরুৎসাগরসংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা। জায়ন্তে তৎস্বরূপাশ্চ তদুপাধি-সমাবৃতাঃ ॥
আশ্লেষাদুভয়োস্তদ্বদাত্মানশ্চ সহস্রশঃ। সঞ্জাতাঃ সর্বতো ব্রহ্মন্ মূর্তামূর্তস্বরূপতঃ ॥"
ইত্যাদ্যপি।

তত্র মধ্যমত্বম্ — "তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম" ইত্যত্র।

কনিষ্ঠত্বম্ — "শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্। তন্নামকরণঞ্চৈবৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ॥" ইত্যত্র।

কিঞ্চ, শ্রীভগবদাবির্ভাবাদিষু স্ব-স্বোপাসনা-শাস্ত্রানুসারেণাপরোঽপি বিশেষঃকশ্চিজ্ জ্ঞেয়ঃ। জীব-নিরূপণঞ্চেদম্ — (ভা: ১০।৮৭।৩১) **"ন ঘটত উদ্ভবঃ"** ইত্যনুসারেণোপাধি-সহিতমেব কৃতম্।

নিরুপাধিকং তু (বি: পু: ৬।৭।৬১)

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥" ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণানুসারেণ, তথা (গী: ৭।৫) —

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥" ইতি; (গী: ১৫।৭) — "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি চ শ্রীগীতানুসারেণ;

তথা, "যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্বসম্বেদ্যাদ্বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥" ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রানুসারেণ জ্ঞেয়ম্।

অথ শুদ্ধ-দাস্য-সখ্যাদি-ভাবমাত্রেণ যোঽনন্যঃ, স তু সর্বোত্তম ইত্যাহ, (ভা: ১১।১১।৩৩) —

(২৩৯) **"জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।**
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥"

টীকা চ — "**যাবান্** দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নঃ; **যশ্চ** সর্বাত্মা; **যাদৃশঃ** সচ্চিদানন্দরূপঃ" ইত্যেষা; তং **মাং জ্ঞাত্বা অজ্ঞাত্বা** বা **যে** কেবল**মনন্যভাবেন** শ্রীব্রজেশ্বরনন্দনত্বাদ্যালম্বনো যঃ স্বাভীপ্সিতো দাস্যা-দীনামেকতরো ভাবোঽভিমানস্তেনৈব ভজন্তি, — ন কদাচিদন্যেনেত্যর্থস্তে তু **মে** ময়া **ভক্ততমা** মতাঃ।

অতএব চতুর্থে শ্রীযোগেশ্বরৈরপি প্রার্থিতম্ (ভা: ৪।৭।৩৮) —

"প্রেয়ান্ ন তেঽন্যোঽস্ত্যমুতস্ত্বয়ি প্রভো, বিশ্বাত্মনীক্ষেম্ন পৃথগ্ য আত্মনঃ।
তথাপি ভৃত্যেশতয়োপধাবতামনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল ॥" ইতি;

শ্রীগীতাসু হি (৭।২) —

"জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥"

ইত্যুক্ত্বাহ, (গী: ৭।৪-৭) —

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।।" ইতি;

অত্র প্রধানাখ্য-জীবাখ্য-নিজশক্তিদ্বারা জগৎকারণত্বং তচ্ছক্তিময়ত্বেন জগতস্তদনন্যত্বম্, স্বস্য তু তয়োঃ পরত্বং তদাশ্রয়ত্বঞ্চ বদন্ নিজ-জ্ঞানমুপদিষ্টবান্; প্রসঙ্গেন জীবস্বরূপ-জ্ঞানঞ্চ। স চৈবম্ভূতো জ্ঞানী মৎস্বরূপ-মহিমানুসন্ধানকৃত্বাজ্জ্ঞানি-ভক্তাদীনতিক্রম্য মৎপ্রিয়ো ভবতীত্যপ্যন্তেঽভিহিতবান্, (গী: ৭।১৬-১৮) –

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ।।
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ।।
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ।।" ইতি।

ততশ্চায়মর্থঃ। – **যস্ত্বয়ি বিশ্বাত্মনি আত্মনো** জীবান্ **ঈক্ষেৎ** (ভা: ৪।৭।৩৮) – ত্বচ্ছক্তিত্বাত্ত্বদনন্যত্বেন জানাতি, ন তু **পৃথক্** স্বতন্ত্রত্বেনেক্ষেত, **অমুতোঽমুষ্মাদ্যদ্যপি তে প্রেয়ান্ নাস্তি,** তথাপি হে **বৎসল**! হে ভৃত্যপ্রিয়! **ভৃত্যেশ**-ভাবেন যে ভজন্তি, তেষাং যা **অনন্যা বৃত্তি**রব্যভিচারিণী নিজা ভক্তিস্তয়ৈবা**নুগৃহাণ**। প্রস্তুতত্বেনাস্মান্ জ্ঞানিভক্তানিতি লভ্যত ইতি।

অথ মূলপদ্যে জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা ইত্যত্রাজ্ঞান-জ্ঞানয়োর্হেয়োপাদেয়ত্বং নিষিদ্ধম্। **'ভক্ততমাঃ'** ইত্যত্র পূর্ববাক্যস্থ('সত্তমঃ' ইত্যত্র স্থিত)সৎপদ-নির্দেশমতিক্রম্য বিশেষতো **ভক্ত**পদ-নির্দেশাদ্ভক্তেঃ স্বরূপাধিক্যমত্রৈব বিবক্ষিতম্। **'মে মতাঃ'** ইত্যত্র মম তু বিশিষ্টা সম্মতিরত্রৈবেতি সূচিতম্– ঈদৃশানুক্তচরত্বাৎ। অতএব প্রকরণপ্রাপ্তমেকবচন-নির্দেশমপ্যতিক্রম্য গৌরবেণৈব **'যে তে'** ইতি বহুবচনং নির্দিষ্টম্; ততঃ কিমুত তদ্ভাবসিদ্ধ-প্রেমাণ ইতি ভাবঃ। এষাং ভাবভজন-বিবৃতিরগ্রে রাগানুগা-কথনে জ্ঞেয়া। শ্রীমদুদ্ধবংশ্রীভগবান্ ।।২০৫।।

পাদ্মোত্তরখণ্ডের বচনানুযায়ী সেই অর্চনমার্গে ত্রিবিধত্ব উপলব্ধ হয়। সে স্থানে মহত্ত্ব–

"তাপাদি পঞ্চসংস্কারবিশিষ্ট, নবেজ্যাকর্মকারক (নয় প্রকার ইজ্যাকর্মের অনুষ্ঠানকারী) এবং অর্থপঞ্চকবিদ্ ব্রাহ্মণ মহাভাগবত বলিয়া উক্ত হন।" এই বচনে 'মহাভাগবত' এই পদে তাপাদিপঞ্চসংস্কারযুক্তপ্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণের যে মহত্ত্ব (অর্থাৎ তাঁহাকে যে মহান্ ভাগবত) বলা হইয়াছে, তাহা অর্চনমার্গপরায়ণগণের মধ্যেই জানিতে হইবে; যেহেতু তাঁহার প্রেম সিদ্ধ হয় নাই (অতএব প্রেমিক ভাগবতগণের মধ্যে তিনি মহান্ নহেন)। "তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও জাগ ইত্যাদি এই পাঁচটি সংস্কার পরম একান্তী ভক্তেরই হেতু।" এই উক্তিদ্বারা সেই স্থানেই তাপাদি পঞ্চসংস্কারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। নয়প্রকার ইজ্যাকর্মের অনুষ্ঠানের কথাও এই বচনে লক্ষ্য করা যায়–

"হে শুভে! ভগবান্ নারায়ণের অর্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ, যাগ, বন্দনা, নামসঙ্কীর্তন, সেবা, তদীয় চক্রাদি চিহ্নদ্বারা গাত্রাঙ্কন এবং তাঁহার আরাধনা– এই নয়ভাগে ইজ্যার বিভাগ হয়। ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে এই নয়টি কর্মের অনুষ্ঠানরূপ ইজ্যা সর্বদা বিহিত রহিয়াছে।"

অর্থপঞ্চক জ্ঞান– (১) উপাস্য শ্রীভগবান্, (২) তাঁহার পরম পদ, (৩) তাঁহার দ্রব্য, (৪) তাঁহার মন্ত্র ও (৫) জীবাত্মা ইহাই পঞ্চতত্ত্বের জ্ঞান– শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে এই অর্থপঞ্চক বিস্তৃতভাবে উক্ত রহিয়াছে। এস্থলে সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইতেছে–

(১) উপাস্য — "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর, তাঁহার নয়নযুগল শ্বেতপদ্মের ন্যায় আয়ত, সজ্জিত কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ। তিনি বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর এবং স্বর্ণকান্তি বিশালাক্ষী চিৎস্বরূপা লীলাদেবীকর্তৃক (অথবা চিৎস্বরূপা দেবীকর্তৃক লীলাসহকারে) স্বভাবতই দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

হে নর! তিনি নিত্য, সর্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক, সর্বকারণ, বেদগুহ্য, গভীরস্বরূপ এবং নানাশক্তির আবির্ভাবক্ষেত্র।" ইত্যাদি।

(২) তাঁহার স্থান — "অনন্তর স্থানতত্ত্ব বলিতেছি — তাহা প্রকৃতির অতীত, অব্যয়, শুদ্ধসত্ত্বগুণময়, কোটিসূর্যচন্দ্রতুল্য কান্তিযুক্ত, চিন্তামণিময়, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্বভূতের আধার এবং সর্বপ্রকার প্রলয়শূন্য।" ইত্যাদি।

(৩) তাঁহার দ্রব্যতত্ত্ব — "হে ব্রহ্মন্! সংক্ষেপে দ্রব্যতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সেস্থানে বৃক্ষসমূহ সকলেই সকলপ্রকার ভোগ প্রদান করে বলিয়া কল্পতরুস্বরূপ এবং লতাসমূহ কল্পলতা ও তাহা হইতে উৎপন্ন ফলপ্রভৃতিও তদ্রূপ। এইরূপ পুষ্পফলাদি সকল দ্রব্যই গন্ধস্বরূপ এবং স্বাদুস্বরূপ। কোন হেয় অংশ না থাকায় সর্বতোভাবেই ইহা রসস্বরূপ। সাধারণতঃ ত্বক্, বীজ বা কঠিন অংশ যাহা হেয় হয়, তৎসমুদয় ভৌতিক বলিয়া জানিবে, অভৌতিক নহে। ভৌতিক বস্তু রসের যোগেই স্বাদু হয়, অতএব রস সাধ্য বস্তু, (পরন্তু ভৌতিকবস্তুসমূহের মধ্যে উহা সিদ্ধ নহে)। সুতরাং সেই রস স্বরূপতঃ ব্যাপক ও পরম বস্তু। ভৌতিক যেসকল দ্রব্য রসবিশিষ্ট, ঐসকল দ্রব্যই এস্থানে অভৌতিক ও রসস্বরূপ হইয়া বিরাজমান।" ইত্যাদি।

(৪) তাঁহার মন্ত্র — "মন্ত্র বাচক এবং দেবতা তাহার বাচ্য, এইরূপে অন্যত্র বাচ্য-বাচকের ভেদ প্রসিদ্ধ থাকিলেও এস্থলে তত্ত্ববিদ্‌গণের বিচারে উহা অভিন্নরূপেই উক্ত হয়"। ইত্যাদি।

(৫) জীবাত্মা — "হে ব্রহ্মন্! বায়ু এবং সমুদ্রের সংযোগে যেরূপ তরঙ্গ হইতে পৃথক্ পৃথক্ উপাধিযুক্ত অবস্থায় তৎস্বরূপ (অর্থাৎ তরঙ্গের ন্যায়ই স্বরূপতঃ জলময়) অসংখ্য কণিকার উৎপত্তি হয়, সেরূপ স্বরূপ (পুরুষ) ও উপাধি (প্রকৃতি) সংযোগে সর্বত্র মূর্ত ও অমূর্তরূপে অসংখ্য আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে।" ইত্যাদি।

মধ্যমত্ব — সেই অর্চনমার্গে ভক্তের মধ্যমত্ব "তাপ, পুণ্ড্র" ইত্যাদি শ্লোকে জানাযায়।

কনিষ্ঠত্ব — শঙ্খ, চক্র আদি এবং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদি আত্মলক্ষণ, তাঁহার নামকরণ প্রভৃতিকে বৈষ্ণবত্ব বলাযায়। এই শ্লোকে কনিষ্ঠত্ব বলা হইয়াছে।

আরও শ্রীভগবানের বিভিন্ন আবির্ভাবাদিবিষয়ে নিজ নিজ উপাসনাশাস্ত্রানুসারে (জীবের আবির্ভাবাদি অপেক্ষা) আরও কিছু ভেদ জানিতে হইবে।

"অজ প্রকৃতি ও পুরুষের জন্ম সম্ভবপর হয় না, অতএব জলবুদ্বুদের ন্যায়, প্রকৃতি ও পুরুষের যোগেই প্রাণিগণের সৃষ্টি হয়" এই উক্তি অনুসারে এস্থলে উপাধিযুক্তরূপেই এই জীবতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

নিরুপাধিক জীবতত্ত্ব নিম্নোক্ত বিভিন্ন শাস্ত্রানুসারে জানিতে হইবে। যথা — "বিষ্ণুর স্বরূপশক্তির (অন্তরঙ্গা চিৎ-শক্তির) নাম পরা শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব অর্থাৎ তটস্থা চিৎশক্তি) স্বরূপশক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্টা বলিয়া (অপরা শক্তি) এবং ক্রিয়াশক্তি অবিদ্যা তৃতীয়া শক্তি" (বিষ্ণুপুরাণ)।

"হে মহাভুজ অর্জুন! পূর্বোক্ত ভূমিপ্রভৃতি এই আটটি আমার অপরা প্রকৃতি, ইহা ভিন্ন আমার জীবরূপা আর একটি প্রকৃতি আছে জানিবে, যাহার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হইয়াছে।" "আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবরূপে বর্তমান।" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)।

"স্বয়ংবেদ্য শ্রীভগবান্ হইতে তটস্থরূপে বিনির্গত চিৎস্বরূপই সত্ত্বাদি গুণরাগে রঞ্জিত হইয়া 'জীব' নামে কথিত হইতেছে।" (শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)।

ইহাদের মধ্যে যিনি শুদ্ধ দাস্য-সখ্য প্রভৃতি ভাবমাত্রহেতু অনন্য, তিনি সর্বোত্তম — ইহা বলিতেছেন —

(২৩৯) "আমি যে-পরিমাণ, যাহা ও যাদৃশ — এই ভাবে আমাকে জানিয়া বা না জানিয়া যাঁহারা অনন্যভাবে ভজন করেন, তাঁহারা ভক্ততমরূপে আমার সম্মত।"

টীকা — 'যে-পরিমাণ' — অর্থাৎ দেশকালাদিকৃত পরিচ্ছেদ(সীমা)শূন্য; 'যাহা' — সর্বাত্মস্বরূপ; 'যাদৃশ' — সচ্চিদানন্দস্বরূপ; এপর্যন্ত টীকা। এইভাবে আমাকে জানিয়া অথবা না জানিয়া যাঁহারা কেবলমাত্র 'অনন্যভাবে' অর্থাৎ শ্রীব্রজেশ্বরনন্দনত্বপ্রভৃতিরূপ আলম্বনবিশিষ্ট যে ভাবটি নিজের অভীষ্ট এবং যে ভাবটি দাস্যপ্রভৃতি ভাবের একতর — সেইরূপ ভাব অর্থাৎ অভিমানের আশ্রয় লইয়াই ভজন করেন, পরন্তু কখনও অন্যভাবযুক্ত হইয়া ভজন করেন না — তাঁহারা ভক্ততমরূপেই আমার সম্মত।

অতএব চতুর্থস্কন্ধে শ্রীযোগেশ্বরগণও এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন — "হে প্রভো ! যিনি বিশ্বাত্মা আপনার মধ্যে সকল আত্মাকে দর্শন করেন, পৃথক্ দর্শন করেন না, যদিও তাঁহা অপেক্ষা আপনার প্রিয় আর কেহ নাই, তথাপি হে বৎসল ! (আপনি আমাদিগকে) ভৃত্য-প্রভুভাবে ভজনকারিগণের অনন্যা বৃত্তিদ্বারা অনুগৃহীত করুন।"

শ্রীগীতাশাস্ত্রে — "আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহিত এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বলিব, যাহা জানিলে ইহলোকে জ্ঞাতব্যরূপে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না"। এইরূপ উক্তির পর বলিয়াছেন —

"ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার — আমার প্রকৃতি এই আট ভাগে বিভক্ত। এই প্রকৃতি অপরা অর্থাৎ জড় বলিয়া নিকৃষ্টা। হে মহাবাহো ! ইহা হইতে ভিন্না আমার জীবরূপা পরা প্রকৃতি অবগত হও; যাহাদ্বারা আমি এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি। সমস্ত ভূতই এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে। আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ। হে ধনঞ্জয় ! এবিষয়ে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় এই জগৎ আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে।"

এইরূপে, প্রধান (জড়প্রকৃতি) ও জীবনাম্নী নিজ শক্তি দুইটিদ্বারা নিজের জগৎকারণত্ব, জগৎ তাঁহারই শক্তিময় বলিয়া তাঁহা হইতে জগতের অনন্যত্ব (অপৃথক্ সত্তা), জীব ও জগৎ হইতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জগৎ ও জীবের তাঁহার আশ্রিতত্ব বর্ণন করিয়া নিজ জ্ঞান (ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান) এবং প্রসঙ্গক্রমে জীবের স্বরূপজ্ঞানেরও উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহার এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানী আমার স্বরূপ ও মহিমার অনুসন্ধানকারী বলিয়া জ্ঞানী, ভক্তপ্রভৃতিকে অতিক্রমপূর্বক আমার প্রিয় হন — ইহাও অবশেষে বলিয়াছেন —

"হে অর্জুন ! আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থকামী ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার সুকৃতী পুরুষগণ আমার ভজন করেন। তন্মধ্যে সর্বদা আমার প্রতি চিত্তের অভিনিবেশযুক্ত এবং একমাত্র আমারই ভক্তিমান্ জ্ঞানী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অতি প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অতি প্রিয়। ইঁহারা সকলেই উদার, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত আমারই স্বরূপ; কারণ, তিনি সর্বদা আমাতেই নিবিষ্টচিত্ত বলিয়া সর্বোত্তম গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন।"

অতএব মূল শ্লোকের অর্থ এইরূপ — যিনি বিশ্বাত্মা আপনার মধ্যে আত্মা অর্থাৎ জীবগণকে দেখেন — অর্থাৎ জীবগণ আপনার শক্তি বলিয়া অপৃথগ্‌ভাবে দেখেন, পরন্তু 'পৃথক্' অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে দেখেন না, এইরূপ ব্যক্তি অপেক্ষা আপনার অধিক প্রিয় অন্য কেহ নাই, তথাপি হে বৎসল ! অর্থাৎ হে ভৃত্যপ্রিয় ! যাঁহারা ভৃত্য ও প্রভুভাবে (স্বয়ং ভৃত্য ও আপনি প্রভু — এইভাবে) ভজন করেন, তাঁহাদের যে — 'অনন্যা বৃত্তি' অর্থাৎ অব্যভিচারিণী নিজস্ব ভক্তি, তাহার দ্বারাই অনুগৃহীত করুন। এস্থলে জ্ঞানিভক্তের প্রস্তাব চলিতেছে বলিয়া জ্ঞানিভক্তস্বরূপ আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন — এইরূপ অর্থ উপলব্ধ হয়।

অনন্তর মূল পদ্যে "আমি যে-পরিমাণ, যাহা ও যাদৃশ — এইভাবে আমাকে জানিয়া বা না জানিয়া যাঁহারা অনন্যভাবে ভজন করেন, তাঁহারা আমার ভক্ততমরূপে সম্মত" এইবাক্যে অজ্ঞানও জ্ঞানের হেয়ত্ব ও উপাদেয়ত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে (অর্থাৎ অজ্ঞান ও জ্ঞান যাহাই থাকুক না কেন ভজনের ফল সমান বলিয়া এস্থলে অজ্ঞানকে হেয়

বা জ্ঞানকে উপাদেয়রূপে স্থির করা হয় নাই)। এই শ্লোকে ভক্ততম এই পদে পূর্ববাক্যস্থিত ('সত্তম' পদস্থিত) 'সৎ' এই পদের নির্দেশকে অতিক্রমপূর্বক 'ভক্ত' এইরূপ বিশেষ পদের নির্দেশহেতু (অর্থাৎ সত্তম না বলিয়া ভক্ততম বলায়) ভজনকারীর মধ্যে ভক্তির স্বরূপতঃ আধিক্যই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। 'তাঁহারা (ভক্ততমরূপে) আমার সম্মত' — এইবাক্যে ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, এই ভক্তের (উৎকর্ষ বিষয়েই) আমার বিশিষ্ট অভিমত রহিয়াছে। কারণ, ইতঃপূর্বে কাহারও সম্বন্ধে 'আমার সম্মত' এরূপ বলা হয় নাই। অতএব এই প্রকরণে অন্যান্য শ্লোকে (সত্তমঃ, ভাগবতপ্রধানঃ, ভাগবতোত্তমঃ — এইরূপে ভক্তগণের সম্বন্ধে) যেভাবে একবচনের নির্দেশ হইতেছিল, এই শ্লোকে সেই ক্রমটি লঙ্ঘনপূর্বক গৌরববুদ্ধিতেই 'যে তে' (যাঁহারা, তাঁহারা) এইরূপ বহুবচনের নির্দেশ হইয়াছে। অতএব যাঁহারা দাস্যসখ্যাদিভাব আশ্রয়হেতু সিদ্ধপ্রেম হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কী! এই ভক্তগণের ভাবমূলক ভজনের বিবরণ রাগানুগা ভক্তির বর্ণনপ্রসঙ্গে পরে জানা যাইবে। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥২০৫॥

ত এতে বৈষ্ণব-সন্তঃ — (ক) মহত্ত্বেন, (খ) সন্মাত্রত্বেন চ — বিভিদ্য নির্দিষ্টাঃ। বৈষ্ণব-সন্মাত্র-ভেদ-তারতম্যঞ্চাত্র যদবিবিক্তং তদ্ভক্তিভেদ-নিরূপণে পুরতো বিবেচনীয়ম্। অন্যে তু (বিষ্ণ্বাদি-পঞ্চদেবতোপাসক-চতুর্বর্গ-ফলকামিনঃ) স্ব(বিষ্ণুদৈবত-সম্বন্ধি)গোষ্ঠ্যপেক্ষয়া বৈষ্ণবাঃ; তত্র কর্মিষু তদপেক্ষয়া; যথা স্কান্দে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে —

"ধর্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্। পচনং বিপ্রসুখার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ" ॥ ইত্যাদি; তত্র শ্রীবিষ্ণাজ্ঞাবুদ্ধ্যৈব তত্তৎ ক্রিয়ত ইতি বৈষ্ণবপদেন গম্যতে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ (৩।৭।২০) —

"ন চলতি নিজবর্ণধর্মতো যঃ সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ, স্থিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥" ইত্যাদি।

তদর্পণে তু সুতরামেব বৈষ্ণবত্বম্; যথা পাদ্মে পাতালখণ্ডে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে —

"জীবিতং যস্য ধর্মার্থে ধর্মো হর্য্যর্থ এব চ। অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থং তং মন্যে বৈষ্ণবং জনম্॥" ইতি। তথৈব শৈবেষু তদপেক্ষয়া; যথা বৃহন্নারদীয়ে —

"শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি। সমবুদ্ধ্যা প্রবর্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥" ইতি শৈবগোষ্ঠীষু ভাগবতোত্তমত্বং তত্রৈব প্রসিদ্ধমিতি তথোক্তম্। বৈষ্ণবতন্ত্রে তু তন্নিন্দৈব —

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥" ইতি।

তদেবং তেষাং বহুভেদেষু সৎসু(স্থিতেষু), তেষামেব প্রভাব-তারতম্যেন, কৃপাতারতম্যেন, ভক্তিবাসনা-ভেদ-তারতম্যেন, সৎসঙ্গাৎ কালশৈঘ্র্য-স্বরূপবৈশিষ্ট্যাভ্যাং ভক্তিরুদয়তে। এবং জ্ঞানিসঙ্গাচ্চ জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্।

তত্র যদ্যপ্যকিঞ্চনা ভক্তিরভিধেয়েতি তৎকারণত্বেন সদ্ভক্তসঙ্গ এবাভিধেয়ে সতি ভক্তোঽপি সন্নেব লক্ষিতব্যস্তথাপি তত্তৎপরীক্ষার্থমেব তত্তদনুবাদঃ ক্রিয়তে।

তত্র প্রথমং তাবত্তত্তৎ(জ্ঞানিনো ভক্তস্য বা)সঙ্গাজ্জাতেন তত্তচ্ছ্রদ্ধা (তত্র তত্র জ্ঞানিনি তত্র তত্র ভক্তে বা) তত্তৎপরস্পর (তস্য তস্য জ্ঞানিনঃ, তস্য তস্য ভক্তস্য বা পরস্পরং) কথারুচ্যাদিনা জাত-ভগবৎসাম্মুখ্যস্য (উপাসকস্য) তত্তদনুষঙ্গেনৈব (তস্য তস্য জ্ঞানিসঙ্গজাতস্য তস্য তস্য ভক্ত-সঙ্গ-জনিতস্য বা ভগবৎ-সাম্মুখ্যস্যান্বয়সম্বন্ধেনৈব) তত্তদ্ভজনীয়ে (তস্য তস্য জ্ঞানিসঙ্গি-নির্বিশেষ-পরতত্ত্বোন্মুখস্য তস্য তস্য ভক্তসঙ্গিসবিশেষপরতত্ত্বোন্মুখস্য বা স্ব-স্বোপাস্যস্বরূপে) ভগবদাবির্ভাববিশেষে

(পরমাত্মনি পুরুষেঽন্তর্যামি-নারায়ণে) তত্তদ্ভজনমার্গবিশেষে (যোগমার্গে) চ রুচির্জায়তে। ততশ্চ বিশেষ-বুভুৎসায়াং সত্যাং তেষ্বেকতোঽনেকতো বা শ্রীগুরুত্বেনাশ্রিতাচ্ছ্রবণং ক্রিয়তে; — তচ্চ(শ্রবণঞ্চ) উপক্রমোপসংহারাদিভিরর্থাবধারণম্। পুনশ্চাসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনা-বিশেষবতা স্বয়ং তদ্বিচার-রূপং মননমপি ক্রিয়তে। ততো ভগবতঃ সর্বস্মিন্নেবাবির্ভাবে তথাবিধোঽসৌ সর্বদা সর্বত্র বিরাজত ইত্যেবংরূপা শ্রদ্ধা জায়তে। তত্রৈকস্মিংস্তুনয়া প্রথমজাতয়া রুচ্যা সহ নিজাভীষ্টদান-সামর্থ্যাদ্যতিশয়বত্তা-নির্দ্ধারণরূপত্বেন সৈব শ্রদ্ধা সমুল্লসতি। তত্র যদ্যপ্যেকত্রৈবাতিশয়িতা-পর্যবসানং সম্ভবতি, ন তু সর্বত্র, তথাপি কেষাঞ্চিত্ততো বিশিষ্টস্যাজ্ঞানাদন্যত্রাপি তথাবুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা সম্ভবতি। এবং ভজনমার্গবিশেষশ্চ (ভক্ত্যাশ্রিত-যোগমার্গো) ব্যাখ্যাতব্যঃ। তদেবং সিদ্ধে জ্ঞানে বিজ্ঞানার্থং (পরতত্ত্বানুভবার্থং) নিদিধ্যাসন-লক্ষণ-তত্তদুপাসন-মার্গ-ভেদোঽনুষ্ঠীয়তে। ইত্যেবং মুক্তীচ্ছূনাং বিচারপ্রধানানাং মার্গো দর্শিতঃ।

রুচিপ্রধানানাং তু ন তাদৃগ্-বিচারাপেক্ষা জায়তে, কিন্তু সাধুসঙ্গ-লীলাকথাশ্রবণ-শ্রদ্ধা-রুচি-শ্রবণাদ্যানুবৃত্ত্যাবৃত্তিরূপ এবাসৌ মার্গো যথা (ভা: ১।২।১৬) "**শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য**" ইত্যাদিনা পূর্বং দর্শিতঃ; (ভা: ৩।২৫।২৫) "**সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদঃ**" ইত্যাদৌ চ দ্রষ্টব্যঃ। প্রীতিলক্ষণ-ভক্তীচ্ছূনাং তু রুচিপ্রধান এব মার্গঃ শ্রেয়ান্, নাজাতরুচীনামিব বিচারপ্রধানঃ; যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন, (ভা: ৭।৯।৪৯, ৫০) —

> "**নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে সর্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহ-দেবমর্ত্যাঃ।**
> **আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বামেবং বিবিচ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ॥**
> **তত্তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্মপূজাঃ কর্মস্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।**
> **সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত ?**" ইতি;

অত্র **কর্ম** পরিচর্যা; **কর্মস্মৃতি**র্লীলাস্মরণম্; **চরণয়ো**রিতি সর্বত্রান্বিতং ভক্তিব্যঞ্জকম্।

তদেতদুভয়স্মিন্নপি (বিচারপ্রধান-রুচিপ্রধান-মার্গদ্বয়ে) তত্তদ্ভজনবিধি-শিক্ষাগুরুঃ প্রাক্তনঃ শ্রবণ-গুরুরেব ভবতি, — তথাবিধস্য প্রাপ্তত্বাৎ; — প্রাক্তনানাং বহুত্বেঽপি প্রায়স্তেষ্বেবান্যতরোঽভিরুচিতঃ পূর্বস্মাদেব হেতোঃ। শ্রীমন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব, — নিষেৎস্যমানত্বাদ্বহূনাম্।

অথাত্র (বিচারপ্রধান-রুচিপ্রধান-মার্গয়োঃ) প্রমাণানি — তত্র তদাবির্ভাববিশেষে (নির্বিশেষব্রহ্মণি-পুরুষপরমাত্মনি-নারায়ণাবতারবিশেষে বা) রুচিঃ (ভা: ১১।৩।৪৮) "**মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্যাভি-মতয়াত্মনঃ**" ইত্যাদৌ শ্রীমদাবির্হোত্রাদিনাভিপ্রেতা; ভজনমার্গবিশেষে রুচিশ্চ (ভা: ১১।২৭।৭) —

> "**বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।**
> **ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ॥**" ইত্যাদৌ শ্রীভগবতাভিপ্রেতা।

অথ শ্রবণগুরুমাহ, (১১।৩।২১) —

> (২৪০) "**তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।**
> **শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥**"

শাব্দে ব্রহ্মণি — বেদে তাৎপর্য-বিচারেণ; **পরে ব্রহ্মণি** — ভগবদাদিরূপাবির্ভাবে ত্বপরোক্ষানু-ভবেন; **নিষ্ণাতম্** — তথৈব তত্র তত্র নিষ্ঠাং (নৈষ্ঠিকভক্ত্যাখ্যাং ধ্রুবানুস্মৃতিম্, নাম-ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান-সংজ্ঞকোপশম-লক্ষণামন্ত্যপারমহংস্যরূপাং ভগবদ্রতিমিতি যাবৎ) প্রাপ্তম্। যথোক্তং পুরঞ্জ-নোপাখ্যানোপসংহারে শ্রীনারদেন, (ভা: ৪।২৯।৫২) —

"স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ ।।" ইতি।

শ্রীপ্রবুদ্ধো নিমিম্ ।।২০৬।।

এই বৈষ্ণব সদ্গণ – (ক) মহদ্রূপে এবং (খ) কেবলমাত্র সদ্রূপে বিভাগপূর্বক নির্দিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা কেবলমাত্র সৎ, তাঁহাদের ভেদমূলক তারতম্যও যাহা এস্থলে বিবেচিত হয় নাই, তাহা পরে ভক্তির ভেদনিরূপণপ্রসঙ্গে বিবেচনার যোগ্য। অপর যাঁহাদিগকে (চতুর্বর্গফলকামী হইয়া শ্রীবিষ্ণু ইত্যাদি পঞ্চদেবতার উপাসকগণকে) বৈষ্ণব বলা হয়, তাঁহারা নিজ নিজের (বিষ্ণুদৈবতসম্বন্ধি) গোষ্ঠীকে অপেক্ষা করিয়াই অর্থাৎ তৎ তৎ গোষ্ঠীর মধ্যেই বৈষ্ণবরূপে গণ্য। তন্মধ্যে কর্মিগণের মধ্যে নিজ গোষ্ঠীকে অপেক্ষা করিয়া বৈষ্ণবত্বগণনার উদাহরণ স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে উক্ত হইয়াছে –

"যাঁহাদের জীবন ধর্মানুষ্ঠানের জন্য, স্ত্রী-সহবাস সন্তানলাভের জন্য এবং পাকক্রিয়া ব্রাহ্মণের সুখের জন্য, সেইসকল মানবকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে।" ইত্যাদি। তাঁহারা (বেদরূপী) শ্রীবিষ্ণুর আদেশজ্ঞানেই সেই সকল কার্য করেন বলিয়া 'বৈষ্ণব' এই পদটি দ্বারা উপলব্ধ হইতেছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে –

"যিনি নিজ বর্ণোচিত ধর্ম হইতে বিচলিত হন না, যিনি নিজের সুহৃদ্ ও বিপক্ষগণের প্রতি সমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং যিনি কিছুই হরণ করেন না, কিংবা কাহারও প্রতি হিংসা প্রকাশ করেন না, সেই উন্নতচিত্ত পুরুষকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে।" যদি এরূপ ব্যক্তি শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হয়। পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে এইরূপই উল্লেখ হইয়াছে –

"যাঁহার জীবন ধর্মের জন্য, ধর্ম শ্রীহরির জন্য এবং অহোরাত্র পুণ্যানুষ্ঠানের জন্য, সেই ব্যক্তিকে বৈষ্ণব মনে করি।"

এইরূপ শৈবগণের মধ্যে শৈবগোষ্ঠীকে অপেক্ষা করিয়াই বৈষ্ণবত্ব স্বীকৃত হয়। যথা – বৃহন্নারদীয় পুরাণে – "যাঁহারা পরমেশ্বর শিব এবং পরমাত্মা বিষ্ণুতে সমজ্ঞানে ব্যবহার করেন, তাঁহারাই ভাগবতোত্তম।"

শৈবগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তমভাগবতত্ব শৈবগোষ্ঠীতেই প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবতন্ত্রে তাদৃশ ব্যক্তি নিন্দিতই হয় –

"যে ব্যক্তি ভগবান্ নারায়ণকে ব্রহ্মা ও রুদ্রপ্রভৃতি অন্য দেবতাগণের সমানরূপে দেখে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হয়।"

এইরূপে সৎপুরুষগণের বহুপ্রকার ভেদসত্ত্বে তাঁহাদেরই প্রভাবের তারতম্য, কৃপার তারতম্য এবং ভক্তিবাসনাভেদের তারতম্যক্রমে সৎসঙ্গ হইতে কালের শীঘ্রতা ও স্বরূপের বৈশিষ্ট্যদ্বারা ভক্তির উদয় হয়। জ্ঞানীর সঙ্গ হইতেও এইরূপেই জ্ঞান উদিত হয় বলিয়া জানিতে হইবে।

এস্থলে যদিও অকিঞ্চনা ভক্তিই অভিধেয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বলিয়া তাহার কারণরূপে সদ্ভক্তের সঙ্গই অভিধেয় হওয়ায় ভক্তও কেবল সৎরূপে লক্ষিত হওয়া উচিত। তথাপি বিভিন্নভাবে সদ্ভক্তের পরীক্ষার জন্যই (অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভক্তের মধ্যে অকিঞ্চন ভক্ত কিরূপ ইহা বিচার করিবার জন্যই) অন্যান্য ভক্তেরও এস্থলে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে, (বস্তুতঃ তাঁহাদের বিচার করা এস্থলে অনাবশ্যক)।

প্রথমতঃ সেইসকল (জ্ঞানী কিংবা ভক্তের) সঙ্গ হইতে উৎপন্ন তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও (সেই সেই জ্ঞানী কিংবা সেই সেই ভক্তের) পরস্পর আলোচিত কথাসমূহে রুচিপ্রভৃতির দ্বারা ভগবৎসাম্মুখ্য উদিত হইলে (ঐ উপাসকের) আনুষঙ্গিকরূপেই (সেই সেই জ্ঞানিসঙ্গহেতু কিংবা সেই সেই ভক্তসঙ্গহেতু ভগবৎসাম্মুখ্যের অন্বয় সম্বন্ধ দ্বারা) তাঁহাদের ভজনীয় (সেই সেই জ্ঞানিসঙ্গি-নির্বিশেষ-পরতত্ত্বোন্মুখের কিংবা সেই সেই ভক্তসঙ্গ-সবিশেষ-পরতত্ত্বোন্মুখের স্ব-স্ব উপাস্যরূপে) শ্রীভগবানের আবির্ভাববিশেষের প্রতি (পরমাত্মাপুরুষ অন্তর্যামী নারায়ণে) এবং সেই সেই ভক্তগণের ভজনমার্গবিশেষের (যোগমার্গের) প্রতিও রুচি উৎপন্ন হয়।

অনন্তর ভজনসম্বন্ধে বিশেষ জানিবার ইচ্ছা হইলে, সেই ভক্তগণের এক বা বহুজনকে গুরুরূপে আশ্রয় করিয়া তাঁহার বা তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রবণ করিতে হয়। তাঁহারা যাহা বলেন, তদ্‌বিষয়ের উপক্রম-উপসংহারাদি বিচার করিয়া অর্থ নিশ্চয় করার নামই শ্রবণ। শ্রবণের পরও যদি শ্রুত বিষয়ে অসম্ভাবনা বা বিপরীতভাবনা কাহারও থাকে, তাহা হইলে স্বয়ং উহার বিচাররূপ মননও করিতে হয়। অনন্তর, শ্রীভগবানের সকল আবির্ভাব সম্বন্ধেই — তিনি এইপ্রকার রূপাদিবিশিষ্ট হইয়া সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান — এইরূপ শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। পশ্চাৎ ঐসকল আবির্ভাবের যে কোন একটিতেই — এই প্রথমজাত রুচির সহিত নিজ অভীষ্টদানবিষয়ে অতিশয় সামর্থ্যের সত্তানির্ধারণরূপে সেই শ্রদ্ধারই উল্লাস (বৃদ্ধি) হইয়া থাকে। এবিষয়ে যদিও একটি ভগবদাবির্ভাবেই অতিশয় শ্রদ্ধার পরিসমাপ্তি সম্ভবপর, সকল আবির্ভাবে তাহা সম্ভবপর হয় না, তথাপি কোন কোন ব্যক্তির মনন হইতে তাদৃশ কোন এক বিশিষ্ট আবির্ভাবের জ্ঞান না হওয়ায় অপর আবির্ভাবের প্রতিও পূর্বোক্ত আতিশয্য নির্ধারণরূপে শ্রদ্ধা সম্ভবপর হয়। এইরূপে ভজনমার্গের বিশেষও (ভক্ত্যাশ্রিত যোগমার্গ) ব্যাখ্যাযোগ্য হইতেছে। এইভাবে জ্ঞান সিদ্ধ হইলে বিজ্ঞানলাভের জন্য (পরতত্ত্বানুভবের জন্য) নিদিধ্যাসনরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা-মার্গের ভেদ অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে মুক্তিকামী বিচারপ্রধানব্যক্তিগণের উপাসনামার্গ প্রদর্শিত হইল।

পরন্তু রুচিপ্রধান ব্যক্তিগণের তাদৃশ বিচারের অপেক্ষা থাকে না, কিন্তু সাধুসঙ্গ, লীলাকথাশ্রবণ, শ্রদ্ধা, রুচি এবং শ্রবণাদির পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানরূপ মার্গই তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা পূর্বে "শ্রবণেচ্ছু শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের পুণ্যতীর্থসেবাহেতু মহদ্‌গণের সেবাদ্বারা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচি উৎপন্ন হয়" এইরূপ বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। "আমার পরাক্রমবিষয়ে অভিজ্ঞ সজ্জনসঙ্গ হইতে চিত্ত ও কর্ণের রসায়নরূপ কথাসমূহের উদ্ভব হয়" ইত্যাদি বাক্যেও ইহা দ্রষ্টব্য। প্রীতিলক্ষণযুক্ত ভক্তিকামিগণের কিন্তু রুচিপ্রধান মার্গই প্রশস্ত, অজাতরুচি ব্যক্তিগণের ন্যায় বিচারপ্রধান মার্গ নহে। শ্রীপ্রহ্লাদ এরূপই বলিয়াছেন —

"হে মহামহিমময় ভগবন্! এই গুণসমূহ অর্থাৎ গুণাধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ, দেব ও মনুষ্যগণের সহিত মহত্তত্ত্বপ্রভৃতি এবং মনঃপ্রভৃতি গুণিপদার্থসমূহ উৎপত্তিবিনাশশীল বলিয়া আপনাকে জানিতে পারে না — এইরূপ বিচার করিয়াই সুধীগণ শাস্ত্রপাঠাদি হইতে বিরত হন। অতএব হে পূজ্যতম! আপনার চরণযুগলের নমস্কার, স্তুতি, কর্ম, পূজা, কর্মস্মৃতি ও কথাশ্রবণরূপ ষড়ঙ্গ সেবাব্যতীত পরমহংসগণের গতিস্বরূপ আপনার প্রতি কিরূপে লোক ভক্তিলাভ করিবে?"

এস্থানে 'কর্ম' শব্দের অর্থ পরিচর্যা। 'কর্মস্মৃতি' — লীলাস্মরণ। নমস্কারপ্রভৃতি ছয় অঙ্গের সহিতই 'চরণয়োঃ' (চরণযুগলের) — এই পদের অন্বয় (অর্থাৎ চরণযুগলের নমস্কার, চরণযুগলের স্তুতি ইত্যাদিরূপ অন্বয়) ভক্তিসূচক।

অতএব বিচারপ্রধান ও রুচিপ্রধান এই উভয় ভজনমার্গেই তত্তদ্ভজনবিধিশিক্ষার গুরু পূর্বতন শ্রবণগুরুই হইবেন; কারণ — শাস্ত্রাদিতে বা লোকাচারে তাহাই উপলব্ধ হয়। পূর্বতন শ্রবণগুরু অনেক হইলেও প্রায়শঃ তাঁহাদের মধ্যেই যে-কোন একজন নিজ অভিলাষানুসারে (রুচিসম্মতরূপে) শিক্ষাগুরু হইবেন; যেহেতু ইহাও শাস্ত্রাদি হইতেই জানা যায়। পরন্তু শ্রীমন্ত্রগুরু একজনই হইবেন; যেহেতু বহু মন্ত্রগুরুকরণ পশ্চাৎ নিষিদ্ধ হইবে।

অনন্তর এ(বিচারপ্রধান ও রুচিপ্রধানমার্গ)বিষয়ে প্রমাণসমূহ প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে শ্রীভগবানের আবির্ভাববিশেষে (নির্বিশেষ ব্রহ্ম, পুরুষ পরমাত্মা কিংবা নারায়ণের অবতারবিশেষের প্রতি) রুচি — "নিজের রুচিসম্মতা মূর্তি আশ্রয় করিয়া মহাপুরুষের অর্চন করিবে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীমান্ আবির্হোত্রাদির অভিপ্রেত হইয়াছে। ভজনমার্গবিশেষে রুচিও —

"আমার পূজা বৈদিক, তান্ত্রিক ও উভয়মিশ্রিতরূপে তিনপ্রকার। এই তিনটির মধ্যে নিজের অভিলষিত বিধিদ্বারাই আমার অর্চন করিবে।" ইত্যাদি বাক্যে ইহা শ্রীভগবানের সম্মতরূপে জানা যায়।

অনন্তর শ্রবণগুরুর কথা বলিতেছেন —

(২৪০) "অতএব পরমশ্রেয়োজিজ্ঞাসু পুরুষ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত এবং ক্রোধলোভাদিরহিত গুরুর শরণাপন্ন হইবে।"

'শাব্দে ব্রহ্মণি' — বেদবিষয়ে তাৎপর্যবিচারহেতু নিষ্ঠাপ্রাপ্ত; 'পরে ব্রহ্মণি' — ভগবদাদিরূপ আবির্ভাব-বিষয়ে অপরোক্ষানুভবহেতু; 'নিষ্ণাতং' — সেই সেই বিষয়ে যথাযথ নিষ্ঠা(নৈষ্ঠিকভক্তিরূপ ধ্রুবানুস্মৃতি, নাম-ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানাখ্য উপশমলক্ষণ অন্ত্যা পারমহংস্যরূপা ভগবদ্রতিপর্যন্ত)প্রাপ্ত। শ্রীপুরঞ্জনোপাখ্যানাদির উপসংহারে শ্রীনারদের দ্বারা এইরূপ উক্ত হইয়াছে —

"সেই শ্রীহরিই প্রিয়তম, যেহেতু তিনি সকলের আত্মা; অতএব তাঁহা হইতে অণুমাত্র ভয়েরও সম্ভাবনা নাই — ইহা যিনি জানেন তিনিই প্রকৃত বিদ্বান্, আর যিনি বিদ্বান্ তিনিই গুরু এবং তিনিই হরি।" ইহা নিমির প্রতি শ্রীপ্রবুদ্ধের উক্তি ॥২০৬॥

অত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বিশেষঃ —

"বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্তিতঃ। সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃন্ন সংস্পৃশেৎ ॥
উদপেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ। অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যল্লোকনাশায় তদ্ভবেৎ ॥"

কিঞ্চ, —

"কুলং শীলমথাচারমবিচার্য পরং গুরুম্। ভজেত শ্রবণাদ্যর্থী সরসং সার-সাগরম্ ॥"

সরসত্বাদিকং ব্যঞ্জিতং তত্রৈবান্যত্র, —

"কামক্রোধাদি-যুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্। শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ ॥" ইতি।

এবম্ভূতগুরোরভাবাদ্যুক্তিভেদ-বুভুৎসয়া বহূনপ্যাশ্রয়ন্তে কেচিৎ; যথা (ভাঃ ১১।৯।৩১) —

(২৪১) **"ন হ্যেকস্মাদ্গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ ॥"**

স্পষ্টম্ ॥ শ্রীদত্তাত্রেয়ো যদুম্ ॥২০৭॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এই শ্রবণগুরুবিষয়ে এরূপ বিশেষ উক্তি দেখা যায় —

"বক্তা দুইপ্রকার — সরাগ(রাগযুক্ত) ও নীরাগ(রাগমুক্ত)। তন্মধ্যে রাগযুক্ত (বিষয়ানুরাগযুক্ত) বক্তা লোভাতুর ও কামী বলিয়া তাঁহার উপদেশ হৃদয়কে স্পর্শ করে না। তিনি উপদেশই করেন, কিন্তু পরীক্ষা করেন না। যে-উপদেশ পরীক্ষাবর্জিত, তাহা লোকের নাশেরই কারণ হয়।"

এইরূপ — "শ্রবণাদিবিষয়ে ইচ্ছুক ব্যক্তি কুল, শীল ও আচারসম্বন্ধে বিচার না করিয়া, সরসও সারসাগর উত্তম গুরুর ভজন করিবে।"

সরসত্ব প্রভৃতি ঐ-গ্রন্থেই অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে। যথা —

"কামক্রোধাদিযুক্ত, দৈন্যগ্রস্ত, বিষাদযুক্ত শ্রোতা (যাঁহার উপদেশ) শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল হয়, সেই বক্তাই পরম গুরু।"

কেহ কেহ এরূপ গুরুর অভাবহেতু নানারূপ যুক্তি জানিবার জন্য অনেক গুরুরও আশ্রয় গ্রহণ করেন। যথা —

(২৪১) "এক গুরুর নিকট হইতে সুনিশ্চিত ও প্রভূত জ্ঞানলব্ধ হয় না; যেহেতু এই ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলেও ঋষিগণ বিভিন্নরূপে ইঁহার বর্ণন করিয়াছেন।" ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইহা যদুর প্রতি শ্রীদত্তাত্রেয়ের উক্তি ॥২০৭॥

তত্র রুচিপ্রধানানাং শ্রবণাদিকম্ (ভা: ১।৫।২৬) –

"তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥" ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারম্।

বিচারপ্রধানানাং – (১) শ্রবণং যথা চতুঃশ্লোক্যাদীনাম্; (২) মননং যথা (ভা: ২।২।৩৪) – **"ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎর্স্ন্যেন"** ইত্যাদৌ।

অথ (বিচারপ্রধানানাং) তত্তজ্জাতা (তত্তজ্জ্ঞানিসঙ্গাদ্বা, তত্তদ্ভক্তসঙ্গাদ্ বা জাতা) শ্রীভগবতি শ্রদ্ধা, যথা (ভা: ৪।২১।২৭-৩০) –

(২৪২) **"অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদরহত্তমাঃ।**
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ ক্বচিদ্ভুবঃ ॥

(২৪৩) **মনোরুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ।**
প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ ॥

(২৪৪) **ঈদৃশানামথান্যেষামজস্য চ ভবস্য চ।**
প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা ॥

(২৪৫) **দৌহিত্রাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্মবিমোহিতান্।**
বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্ম্যহেতুনা ॥"

হে **অর্হত্তমাঃ। যজ্ঞপতির্নাম** সর্বকর্মফলদাতৃত্বেন শ্রুতি-প্রতিপাদিতঃ পরমেশ্বরঃ **কেষাঞ্চিৎ** শ্রুত্যর্থ-তত্ত্বজ্ঞানাং মতে তাবদস্তি, তথাপি বিপ্রতিপত্তের্ন তৎসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য তত্র জগদ্-বৈচিত্র্যান্যথানুপপত্তি-প্রমাণমপ্যুপোদ্বলকমিত্যাহ, – **ইহ** প্রত্যক্ষেণা**মুত্র** শাস্ত্রেণ তদ্বদিত্যনুমানেন চ **জ্যোৎস্নাবত্যঃ** কান্তিমত্যো **ভুবো** ভোগভূময়ো দেহাশ্চ ক্বচিদেবোপলভ্যন্তে, ন সর্বত্রেতি। অয়ং ভাবঃ – ন তাবজ্জড়স্য তৎ কর্মণস্তত্তৎফলদাতৃত্বং ঘটতে, – (ব্র: সূ: ৩।২।৩৯) "ফলমত উপপত্তেঃ" ইতি ন্যায়াৎ। ন চার্বাগ্দেবতানাং স্বাতন্ত্র্যম্, – অন্তর্যামি-শ্রুতেঃ (বৃ: আ: ৩।৭।৩-২৩)। ন চ কর্ম-সাম্যে ফলতারতম্যং; ক্বচিচ্চ তদসিদ্ধিঃ সম্ভবতি। অতঃ স্বতন্ত্রেণ পরমেশ্বরেণ ভাব্যম্।

অত্র বিদ্বদনুভবোঽপি প্রমাণমিত্যাহ, – **মনোরিতি** ত্রিভিঃ; **অস্মৎপিতুঃ পিতুঃ** পিতামহস্যাঙ্গস্য; **প্রহ্লাদ-বলী** তদানীং শাস্ত্রাদেব জ্ঞাত্বা গণিতৌ। **গদাভৃতা** পরমেশ্বরেণ **কৃত্যমস্তি,** – হৃদয়ে বহিরপ্যাবির্ভূয় তেষাং মুহুঃ কৃত্যসম্পাদনাত্তেন যৎ কৃত্যং করণীয়ম্, তত্তেষামস্তীত্যর্থঃ। তেষামেব তেন সহ কৃত্যমস্তি, নান্যেষামিত্যর্থো বা।

তদন্যাংস্তু নিন্দিতত্বেনাহ, – **মৃত্যোর্দৌহিত্রাদীন্** বেণপ্রভৃতীন্ **ধর্মবিমোহিতান্। গদাভৃ**চ্ছব্দেন তন্নাম্না প্রসিদ্ধাচ্ছ্রীবিষ্ণোরন্যত্র পরমেশ্বরত্বং বারযতি শ্রুতি-যুক্তি-বিদ্বদনুভবেষু; তং গদাভৃতং বিশিনষ্টি, – **বর্গেতি; বর্গোঽত্র** ত্রিবর্গঃ, **স্বর্গো** ধর্মস্য ফল**মপবর্গো** মোক্ষস্তেষা**মৈকাত্ম্যে**নৈকরূপ্যেণ সর্বান্তর্গতেন **হেতুনা;** তত্রাপি **প্রায়েণ** প্রচুরেণ হেতুনা। তদুক্তং স্কান্দে, –

"বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ ॥" ইতি ॥২০৮॥

অনন্তর রুচিপ্রধানগণের শ্রবণাদি উক্ত হইতেছে –

"হে ব্যাসদেব! সেই মুনিসমাজে আমি প্রত্যহ মনোরমা কৃষ্ণকথাসমূহের কীর্তনকারী সেই মুনিগণের অনুগ্রহে তাহা শ্রবণ করিতাম। উঁহার প্রত্যেক পদ শ্রদ্ধাসহকারে শুনিতে শুনিতে প্রিয়শ্রবা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার রতি জন্মিয়াছিল।" ইত্যাদি বাক্যে রুচিপ্রধানগণের শ্রবণাদি এইরূপে উক্ত হইয়াছে।

বিচারপ্রধানগণের (১) শ্রবণ বলিতে চতুঃশ্লোকী প্রভৃতির শ্রবণ বুঝিতে হইবে; (২) তাঁহাদের মননের স্বরূপ – "ভগবান্ ব্রহ্মা তিনবার সমগ্রভাবে বেদ আলোচনা করিয়া" ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে।

অনন্তর তাঁহাদের (বিচারপ্রধানগণের) তজ্জনিত (সেই সেই জ্ঞানী কিংবা সেই সেই ভক্তের সঙ্গহেতু) শ্রীভগবানে যে-শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহার স্বরূপবর্ণনা এইরূপ –

(২৪২) "হে পরমপূজনীয়গণ! কাহারও কাহারও মতে যজ্ঞপতি – অর্থাৎ যজ্ঞ ও অন্যান্য সৎকর্মের যথোচিত ফলদাতা ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। এইরূপ, ইহলোকে ও পরলোকে কোন কোন স্থলে জ্যোৎস্নাযুক্তা ভূমিসমূহ লক্ষিত হয়।"

(২৪৩-২৪৫) "বিশেষতঃ যমের দৌহিত্র বেণপ্রভৃতি ধর্মবিমূঢ় কতিপয় শোচনীয় ব্যক্তি ভিন্ন মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, রাজা প্রিয়ব্রত এবং আমাদের পিতার পিতা মহারাজ অঙ্গ, ব্রহ্মা, শঙ্কর, প্রহ্লাদ, বলি এবং এতাদৃশ অন্যান্য মহাত্মগণের মতেও ত্রিবর্গ, স্বর্গ ও অপবর্গ, এই সমুদয়ের একরূপ ও প্রচুর হেতুস্বরূপ গদাধরদ্বারা কৃত্য রহিয়াছে অর্থাৎ এইসকল শ্রীগদাধরেরই কৃপার ফল অর্থাৎ তিনি অবশ্য কর্মফলদাতা হইবেন।"

হে পরমপূজনীয়গণ! 'যজ্ঞপতি' অর্থাৎ সকল কর্মের ফলদায়করূপে শ্রুতিকর্তৃক প্রতিপাদিত পরমেশ্বর কাহারও কাহারও মতে অর্থাৎ শ্রুতির অর্থতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে স্বীকৃতই রহিয়াছেন, তথাপি বিভিন্ন বাদিগণের মধ্যে তদ্‌বিষয়ে বিবাদ থাকায় তাঁহার অস্তিত্বসিদ্ধি হইতে পারে না – এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, ঈশ্বর না থাকিলে জগতের বৈচিত্র্য অন্য প্রকারে সম্ভব হয় না – এইরূপ বিচারকে শ্রুত্যর্থতত্ত্বজ্ঞগণের সিদ্ধান্তের পরিপোষক প্রমাণরূপে স্বীকারপূর্বক বলিতেছেন – ইহলোকে প্রত্যক্ষদ্বারা, পরলোকে শাস্ত্রদ্বারা, এইরূপ 'অমুত্র চ' এই 'চ'কারদ্বারা প্রাপ্ত অনুমান দ্বারাও জ্যোৎস্নাযুক্ত অর্থাৎ কান্তিযুক্ত সমুজ্জ্বল ভূমি অর্থাৎ বিশিষ্ট ভোগভূমি ও বিশিষ্ট শরীরসমূহ কোন কোন স্থলেই উপলব্ধ হয়, সর্বত্র উপলব্ধ হয় না। ইহাই ভাবার্থ। জড় কর্মের পক্ষে বিভিন্ন ফলদান সম্ভব হয় না। "ফলমত উপপত্তেঃ" (ব্রহ্মসূত্রে – ৩।২।৩৯ সূত্র) এই ব্রহ্মসূত্রানুসারে ইহা জানা যায়। উক্ত সূত্রের অর্থ এই যে – ইষ্ট, অনিষ্ট ও উভয়মিশ্রিত কর্মফল ঈশ্বর হইতেই লব্ধ হয়। যেহেতু তিনি সর্বাধ্যক্ষ এবং দেশকালাদিবিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া জীবের কর্মানুরূপ ফলদান তাঁহার পক্ষেই সম্ভবপর। জড় কর্মের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। অর্বাচীন দেবতাগণেরও কর্মফলদানবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই; কারণ, অন্তর্যামিশ্রুতিতে তাঁহাদেরও অন্তর্যামীর (ঈশ্বরের) কথা জানা যায়। সকলেই সমভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও ফলের বৈষম্য হয় না; কোন কোন স্থলে ফলের অসিদ্ধি দেখা যায়। এঅবস্থায় সর্ববিষয়ে সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বস্তুর স্বীকৃতি আবশ্যক।

ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের অনুভবরূপ প্রমাণও রহিয়াছে – ইহাই 'মনু' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে উক্ত হইতেছে। (অর্থাৎ মনুপ্রভৃতি বিদ্বান্ পুরুষগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছেন, এইহেতুও ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়)। 'আমাদের পিতার পিতা' অর্থাৎ মহারাজ অঙ্গের; প্রহ্লাদ ও বলি এই দুইজন এইসকল শ্লোকের বক্তা পৃথুমহারাজের পরবর্তী বলিয়া কেবলমাত্র (অনাদি) শাস্ত্র হইতে নাম জানিয়াই মনুপ্রভৃতির সহিত ইঁহাদের গণনা করা হইয়াছে। গদাধর পরমেশ্বরদ্বারা (ইঁহাদের) কৃত্য রহিয়াছে – অর্থাৎ তিনি তাঁহাদের হৃদয়ে এবং বাহিরেও আবির্ভূত হইয়া বারবার কার্য সম্পাদন করায় শ্রীভগবানের যাহা করণীয়, তাহা তাঁহাদের সম্বন্ধে চিরকালই বর্তমান রহিয়াছে (অর্থাৎ শ্রীভগবান্ চিরকালই ভক্তগণের নানা কার্য সম্পাদন করায় তাঁহার অস্তিত্ব মনু

প্রভৃতি ঐসকল বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের অনুভবসিদ্ধ)। অথবা মূল শ্লোকস্থ 'গদাভৃতা' (গদাধরদ্বারা) এই পদস্থ তৃতীয়া বিভক্তিটি সহার্থে বলিয়া (গদাধরের সহিত এরূপ অর্থ প্রতীতিহেতু) – 'তাঁহাদেরই' অর্থাৎ সেই মনুপ্রভৃতি ভক্তগণেরই গদাধরের সহিত নানারূপ কার্য রহিয়াছে, অন্য অভক্তগণের তাহা নাই – এরূপ অর্থ হয়।

ভক্তেতর ব্যক্তিগণকে নিন্দিতরূপেই উল্লেখ করিতেছেন – যমরাজের দৌহিত্রপ্রভৃতি অর্থাৎ বেণপ্রভৃতি ব্যক্তিগণ ধর্মবিমোহিত। এস্থলে গদাভৃৎ (গদাধর) শব্দের প্রয়োগহেতু এইনামে প্রসিদ্ধ শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন অন্য সকলের (শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিবপ্রভৃতির) পরমেশ্বরত্ব – শ্রুতি, যুক্তি ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের অনুভবরূপসর্বক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেই গদাধরের বিশেষণ বলিতেছেন – 'বর্গ' ইত্যাদি। 'বর্গ' – ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ। 'স্বর্গ' – ধর্মের ফল। 'অপবর্গ' – মোক্ষ। ইঁহাদের 'একরূপ' – অর্থাৎ সমভাবে ইঁহাদের সকলের অন্তর্গতরূপে (সকলের বিধানকর্তারূপে) বিরাজমান হেতুস্বরূপ (গদাধর)। এস্থলে 'হেতু' শব্দের বিশেষণরূপে 'প্রায়' শব্দটি উল্লেখ করিয়া আরও বিশেষত্ব দেখাইতেছেন যে, সেই গদাধর ত্রিবর্গপ্রভৃতির 'প্রায়' অর্থাৎ প্রচুর হেতুস্বরূপ। স্কন্দপুরাণে ইহা উক্ত হইয়াছে –

"একমাত্র পরব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুই জীবকে সংসারপাশে আবদ্ধ রাখেন, সংসারপাশ হইতে মুক্ত করেন এবং কৈবল্যপদ প্রদান করিয়া থাকেন" ॥২০৮॥

অথ (বিচার-রুচি-প্রধানানাং) ভজনশ্রদ্ধানন্তরং রুচিপ্রধানানাং শুদ্ধভক্তানাং ভজনরুচির্যথা (ভা: ৪।২১।৩১, ৩২) –

(২৪৬) **"যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।**
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥

(২৪৭) **বিনির্ধুতাশেষমনোমলঃ পুমানসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্যবান্।**
যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুনর্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে ॥"

তপস্বিনাং সংসার-তপ্তানাম্; তৎপাদসম্বন্ধস্যৈবৈষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ, – **যথেতি**। **অসঙ্গস্ততোঽন্যত্রানাসক্তিস্তেন বিজ্ঞানবিশেষঃ** – ভগবতো নানাবির্ভাবত্বাত্তেষাং মধ্যে কস্যাপ্যাবির্ভাবস্য সাক্ষাৎকারস্তদেব **বীর্য্যং** বিদ্যতে যস্য সঃ; বিজ্ঞানস্য বিশেষত্বং ভগবৎপর্য্যন্তানুভবাৎ। **যস্যাঙ্ঘ্রিমূলে** কৃতাশ্রয়ঃ সন্ ॥২০৯॥ শ্রীপৃথুরাজঃ সভ্যান্ ॥২০৮, ২০৯॥

অনন্তর (বিচারপ্রধান ও রুচিপ্রধানগণের) ভজনে শ্রদ্ধার বিচার করিবার পর রুচিপ্রধান শুদ্ধভক্তের ভজনে রুচির বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। যথা –

(২৪৬-২৪৭) "যাঁহার পাদপদ্মের সেবাভিরুচি পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা গঙ্গার ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধিলাভ করিয়া তপস্বিগণের (সংসারতপ্ত জনগণের) অশেষজন্মার্জিত চিত্তমলকে সদ্যই দূরীভূত করে, যাঁহার অশেষ চিত্তমল দূরীভূত হইয়াছে এরূপ পুরুষ অসঙ্গ(ভগবদিতর বিষয়ে অনাসক্তি)জনিত বিজ্ঞানবিশেষরূপ বীর্য লাভ করিয়া যাঁহার পদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে পুনরায় ক্লেশদায়ক সংসারদশা প্রাপ্ত হন না।"

'তপস্বিনাং' – সংসারতপ্ত জনগণের। ইহা যে তাঁহার পাদপদ্মসম্পর্কেরই মহিমা – ইহাই পদাঙ্গুষ্ঠবিনির্গতা গঙ্গার দৃষ্টান্তদ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। 'অসঙ্গ' – শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয়ে অনাসক্তি, সেই অনাসক্তিমূলক 'বিজ্ঞানবিশেষ' – অর্থাৎ শ্রীভগবানের আবির্ভাব নানা (অনেক) বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে যে-কোন একটি আবির্ভাবের যে সাক্ষাৎকার, সেই সাক্ষাৎকারই যাঁহার বীর্য বা বল – এইরূপ পুরুষ যাঁহার (যে ভগবানের) পদমূলে আশ্রয় করিলে আর সংসারদশা প্রাপ্ত হয় না। এস্থলে ভগবৎপর্যন্ত অনুভবহেতু বিজ্ঞানের বিশেষত্ব বলা হইয়াছে ॥২০৯॥ ইহা সভ্যগণের প্রতি শ্রীপৃথুমহারাজের উক্তি ॥২০৮-২০৯॥

অথ শ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষাগুর্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি তথৈবাহ, (ভা: ১১।৩।২২) –

(২৪৮) "**তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্গুর্বাত্মদৈবতঃ।**
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥"

(ভা: ১১।৩।২১) "**তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত**" ইতি পূর্বোক্তেস্তত্র শ্রবণগুরৌ; **গুরুরেবাত্মা** জীবনং **দৈবতং** নিজেষ্টদৈবততয়াভিমতশ্চ যস্য তথাভূতঃ সন্; **অমায়য়া** নির্দম্ভয়ানু**বৃত্ত্যা** তদনুগত্যা **শিক্ষেৎ**; – **যৈর্ধর্মৈঃরাত্মা**-সর্বমূলরূপত্বাদসমোর্দ্ধানন্দস্বরূপঃ পরমাত্মা (তৈ: ৩।৬।১) "আনন্দাদ্ধীমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি শ্রুতেঃ; তস্যাপি দাতা – ভক্তেভ্য আত্মপ্রদঃ শ্রীবলিপ্রভৃতিভ্য ইব। অস্য শিক্ষা-গুরোর্বহুত্বমপি প্রাগ্বজ্জ্ঞেয়ম্॥ শ্রীপ্রবুদ্ধো নিমিম্॥২১০॥

অনন্তর শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়শঃ একত্বহেতু সেইরূপেই বলিতেছেন –

(২৪৮) "শ্রীগুরুদেবকে আত্মা ও দেবতা জ্ঞান করিয়া অমায়ায় অনুবৃত্তিসহকারে তাঁহার নিকট ভাগবতধর্মসমূহ শিক্ষা করিবে যদ্দ্বারা আত্মা ও আত্মদাতা শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন।"

"অতএব পরমশ্রেয়োজিজ্ঞাসু ব্যক্তি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত শান্ত গুরুর শরণাগত হইবেন" – এইরূপ পূর্ব উক্তিতে শ্রবণগুরুর কথা বলায় এই শ্লোকে 'তত্র' (তাঁহার নিকট) এই পদে শ্রবণগুরুর নিকটে – এরূপ অর্থ হয়। গুরুই 'আত্মা' – জীবনস্বরূপ এবং 'দৈবত' – নিজ ইষ্টদেবতারূপে যাঁহার অভিমত – তাদৃশ পুরুষ, 'অমায়য়া' – দম্ভশূন্যা 'অনুবৃত্তি' – অর্থাৎ গুরুর আনুগত্যসহকারে (ভাগবতধর্মসমূহ) শিক্ষা করিবেন। যেসকল ধর্মদ্বারা, 'আত্মা' – সকলের মূলস্বরূপ হওয়ায় অসমোর্দ্ধ পরমাত্মা (তৈ: ৩।৬।১) 'আনন্দ হইতেই এই ভূতগণ জন্মলাভ করে।' তাহারই দাতা – ভক্তগণের 'আত্মপ্রদ' – বলি প্রভৃতির ন্যায় ভক্তগণের নিকট আত্মসমর্পণকারী। এই শিক্ষাগুরু বহু হইতে পারেন, ইহা পূর্ববৎ জ্ঞাতব্য। ইহা নিমির প্রতি শ্রীপ্রবুদ্ধের উক্তি॥২১০॥

মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এবেত্যাহ, (ভা: ১১।৩।৪৮) –

(২৪৯) "**লব্ধানুগ্রহ আচার্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।**
মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥"

অনুগ্রহো মন্ত্রদীক্ষারূপঃ; **আগমো** মন্ত্রবিধিশাস্ত্রম্। মহাপুরুষাভ্যর্চনে সামান্যতঃ সর্বস্যাঃ, – যস্যাঃ কস্যাশ্চিদ্বা – মূর্তেঃ প্রাপ্তৌ বিশিষ্যাহ, – **মূর্ত্যৈকয়াপ্যভিমতয়েতি**। অস্যৈকত্বমেকবচনেন বোধ্যতে; –

"বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্। গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥"
ইতি ব্রহ্মবৈবর্তাদৌ তত্ত্যাগ-নিষেধাৎ। তদপরি(তস্মিন্ গুরৌ অপরি)তোষেণৈবান্যো গুরুঃ ক্রিয়তে; ততোঽনেক-গুরুকরণে পূর্বত্যাগ এব সিদ্ধঃ। এতচ্চাপবাদ-বচন-দ্বারাপি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বোধিতম্, –

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥" ইতি। শ্রীমদাবির্হোত্রো নিমিম্॥২১১॥

পরন্তু মন্ত্রগুরু একজনই হইবেন, ইহা বলিতেছেন –

(২৪৯) "আচার্যের নিকট হইতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তি তৎকর্তৃক প্রদর্শিত মন্ত্রবিধিশাস্ত্র অবগত হইয়া নিজের অভিমত (রুচিসম্মত) মূর্তির দ্বারা পরমপুরুষের অর্চনা করিবেন।"

'অনুগ্রহ' – মন্ত্রদীক্ষা; 'আগম' – মন্ত্রবিধিনির্দেশক শাস্ত্র। মহাপুরুষের অভ্যর্চনবিষয়ে সাধারণ দৃষ্টিতে সকল মূর্তির অর্থাৎ যেকোন মূর্তির পূজা সঙ্গত হওয়ায় বিশেষরূপে বলিতেছেন – একটি রুচিসম্মত মূর্তির

দ্বারাও। এস্থলে 'আচার্যাৎ' (আচার্য হইতে) এইপদে একবচনের বিভক্তি প্রযুক্ত হওয়ায় মন্ত্রগুরুর একত্ব জানা যায়।

"যে-ব্যক্তি গুরুত্যাগ করিয়াছে, সে জ্ঞানকে কলুষিত করিয়াছে, দুরাত্মতা প্রকাশ করিয়াছে এবং শ্রীহরিকে পূর্বেই ত্যাগ করিয়াছে জানিতে হইবে।"

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদির এজাতীয় বচনে গুরুত্যাগ নিষিদ্ধই হইয়াছে। এঅবস্থায় পূর্বগুরুদ্বারা সন্তোষ না হইলেই অন্য গুরু করা হয়। তাহাতে অনেক গুরুকরণহেতু পূর্ব গুরুর ত্যাগই সিদ্ধ হইতেছে। এরূপ অপবাদ-বচন দ্বারাও অনেক গুরুকরণ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে— "অবৈষ্ণবকর্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরকগতি হয়। এঅবস্থায় পুনরায় যথাযথ বিধানানুসারে বৈষ্ণবগুরু হইতে মন্ত্র গ্রহণ করা কর্তব্য।" ইহা নিমির প্রতি অবির্হোত্রের উক্তি॥২১১॥

তত্র শ্রবণগুরু-সংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়-জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যান্নান্যথেত্যাহ, (ভা: ১১।১০।১২) —

(২৫০) "**আচার্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।**
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যা সন্ধিঃ সুখাবহঃ॥"

টীকা চ — আদ্যোঽধরঃ; **তৎসন্ধানং** চ তয়োর্মধ্যমং মন্থনকাষ্ঠম্; **প্রবচনমু**পদেশঃ; **বিদ্যা** শাস্ত্রোক্তং জ্ঞানং তু সন্ধৌ ভবোঽগ্নিরিব; তথা চ শ্রুতিঃ (তৈ: ১।৩।৫) — "আচার্যঃ পূর্বরূপম্, অন্তেবাস্যুত্তররূপম্, বিদ্যা সন্ধিঃ, প্রবচনং সন্ধানম্" ইত্যেষা। অতএব (মু: ১।২।১২) — "তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" ইতি, (ছা: ৬।১৪।২) "আচার্যবান্ পুরুষো বেদ" ইতি, (কঠ: ১।২।৯) "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" ইতি চ॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্॥২১২॥

তন্মধ্যে একমাত্র শ্রবণগুরুর সংসর্গহেতুই শাস্ত্রীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অন্যপ্রকারে হয় না, ইহাই বলিতেছেন —

(২৫০) "আচার্য আদ্য অরণি (মন্থনকাষ্ঠ), শিষ্য উত্তর অরণি (মন্থনকাষ্ঠ), প্রবচন (শাস্ত্রব্যাখ্যা) উভয়ের সন্ধানস্বরূপ এবং বিদ্যা সুখজনক সন্ধিস্বরূপ।"

টীকা — 'আদ্য' — নিম্নস্থিত (কাষ্ঠ); তাঁহাদের উভয়ের 'সন্ধান' অর্থাৎ মধ্যবর্তী মন্থনকাষ্ঠ (উপর ও নীচের কাষ্ঠদ্বয় দ্বারা ঘর্ষণ করিলে যাহা হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়); প্রবচন — উপদেশ; 'বিদ্যা' — শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান; 'সন্ধি' অর্থাৎ মিলনহেতু উৎপন্ন অগ্নির তুল্য। শ্রুতিতেও (তৈ: ১।৩।৫) বলিয়াছেন — " 'আচার্য পূর্বরূপ' অন্তেবাসী (গুরুগৃহে অবস্থানকারী শিষ্য) উত্তররূপ; বিদ্যা — সন্ধি; প্রবচন — সন্ধান" এপর্যন্ত টীকা। অতএব — "সেই পরব্রহ্মকে জানিবার জন্য শিষ্য গুরুর নিকটই গমন করিবেন।" "সদ্‌গুরুর আশ্রিত ব্যক্তিই তাহা অবগত হন"। "তর্কদ্বারা এই বুদ্ধি প্রাপ্য হয় না"। হে প্রেষ্ঠ ! এই মতি অন্য একজনের(ভগবদনুভববিশিষ্ট ব্যক্তির)দ্বারা কথিত হইলেই উত্তম জ্ঞানজনক হয়" ইত্যাদি শ্রুতির উপদেশ দেখা যায়। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥২১২॥

শিক্ষাগুরোরপ্যাবশ্যকত্বমাহুঃ, (ভা: ১০।৮৭।৩৩) —

(২৫১) "**বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং,**
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং,
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ॥"

যে গুরোশ্চরণং সমবহায়াতিলোলপমদান্তমদমিতং মন এব তুরগং বিজিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণৈশ্চ কৃত্বা যন্তুং ভগবদন্তমুখীকর্তুং প্রযতন্তে, তে **উপায়খিদস্তেষু** তেষূপায়েষু খিদ্যন্তেঽতো **ব্যসনশতান্বিতা** ভবন্তি; অতএব **ইহ** সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব। হে **অজ! অকৃতকর্ণধরা** অস্বীকৃতনাবিকা **জলধৌ** যথা, তদ্বৎ। শ্রীগুরুপ্রদর্শিত-ভগবদ্ভজনপ্রকারেণ ভগবদ্ধর্মজ্ঞানে সতি তৎকৃপয়া ব্যসনানভিভূতৌ সত্যাং শীঘ্রমেব মনো নিশ্চলং ভবতীতি ভাবঃ। অতো ব্রহ্মবৈবর্তে –

"গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোঽপি ন লভ্যতে জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥"

শ্রুতিশ্চ (শ্বে: ৬।২৩) –

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ইতি॥ শ্রুতয়ঃ॥২১৩॥

শিক্ষাগুরুরও আবশ্যকতা বলা হইয়াছে। যথা –

(২৫১) "হে অজ! যাহারা সংসারে শ্রীগুরুর চরণ পরিত্যাগপূর্বক যোগাদিবলে ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুকে জয় করিয়া অতিলোলুপ অদান্ত মনোরূপ অশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করিতে যত্ন করেন, উপায়বিষয়ে খেদযুক্ত সেই ব্যক্তিগণ সমুদ্রে অকৃতকর্ণধার বণিকসমূহের ন্যায় শত শত বিপদ্‌যুক্তই হইয়া থাকে।"

যাহারা শ্রীগুরুর চরণ পরিহার করিয়া অতিচঞ্চল লোভাতুর ও অদমিত মনোরূপ অশ্বকে বিজিত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুর সাহায্যে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম ও প্রাণায়ামদ্বারা) নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ শ্রীভগবানে অন্তর্মুখ করিতে প্রযত্ন করেন, তাঁহারা এই উপায়গ্রহণহেতু ক্লেশপ্রাপ্তই হন। সেইহেতু তাহারা চিরকাল এই সংসারেই থাকিয়া যায়। হে অজ! সমুদ্রে অকৃতকর্ণধার অর্থাৎ যাহারা নাবিকের সাহায্য গ্রহণ করে না এইরূপ বণিগ্‌গণের যে অবস্থা ঘটে, ইহাদের অবস্থাও তদ্রূপই হয়। পক্ষান্তরে শ্রীগুরুকর্তৃক প্রদর্শিত শ্রীভগবানের ভজনপ্রণালী অবলম্বনপূর্বক শ্রীভগবানের স্বরূপাদিবিষয়ে জ্ঞানলাভ হইলে তাঁহার কৃপায় বিপত্তিসমূহদ্বারা কোনরূপ পীড়ার উদয় হয় না এবং শীঘ্রই মনঃ নিশ্চল হয় – ইহাই ভাবার্থ। অতএব ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে –

"গুরুভক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়, ইহা স্মরণ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ গুরুর সেবা করেন। পরন্তু দাম্ভিকগণের নিকট তিনি বিদ্যমান থাকিলেও তাহারা তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।" শ্রুতিও বলিয়াছেন –

"শ্রীভগবানের প্রতি যাঁহার পরমভক্তি এবং শ্রীগুরুর প্রতিও তদনুরূপ ভক্তি থাকে, সেই মহাত্মার নিকটই এইসকল উপদেশবাক্যের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।"॥২১৩॥

অতঃ শ্রীমন্ত্রগুরোরাবশ্যকত্বং সুতরামেব। তদেতৎপরমার্থ-গুর্বাশ্রয়ো ব্যাবহারিক-গুর্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্তব্য ইত্যাশয়েনাহ, (ভা: ৫।৫।১৮) –

(২৫২) **"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।**
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"

সমুপেতঃ সংপ্রাপ্তো **মৃত্যুঃ** সংসারো যেন তম্; অত উক্তং শ্রীনারদেন, (ভা: ১।৫।১৫) – **"জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ, স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ"** ইত্যাদি। তস্মাৎ তাবদেব তেষাং গুর্বাদি-ব্যবহারো যাবন্মৃত্যুমোচকং শ্রীগুরুচরণং নাশ্রয়ত ইত্যর্থঃ॥ শ্রীমদৃষভদেবঃ স্বপুত্রান্॥২১৪॥

অতএব মন্ত্রগুরুর আবশ্যকতা সুষ্ঠুরূপেই উপলব্ধ হইতেছে। এইহেতুই ব্যাবহারিক গুরুপ্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়াও এই পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর্তব্য – এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন –

"যিনি মরণশীল ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে পারেন না, সেই গুরু গুরু নহেন, স্বজন স্বজন নহেন, পিতা পিতা নহেন, জননী জননী নহেন, দেবতা দেবতা নহেন এবং পতিও পতি নহেন।" 'সমুপেত মৃত্যু' – 'সমুপেত' অর্থাৎ সম্যগ্‌ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে 'মৃত্যু' অর্থাৎ সংসারদশা যৎকর্তৃক, এরূপ ব্যক্তিকে (যিনি মুক্ত করিতে পারেন না)। অতএব শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন – "আপনি স্বভাবতই বিষয়ানুরাগী ব্যক্তির ধর্মলাভের জন্য যে নিন্দনীয় কাম্যকর্মাদির অনুশাসন করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে" ইত্যাদি। অতএব যেপর্যন্ত সংসারমোচনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় করা না হয়, ততকালই সাধারণ গুরু প্রভৃতির প্রতি গুর্বাদি ব্যবহার সঙ্গত হয় – ইহাই তাৎপর্য। ইহা নিজ পুত্রগণের প্রতি শ্রীঋষভদেবের উক্তি ॥২১৪॥

অন্যদা স্বগুরৌ কর্মিভিরপি ভগবদ্দৃষ্টিঃ কর্তব্যেত্যাহ, (ভা: ১১।১৭।২৭) –

(২৫৩) **"আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥"**

ব্রহ্মচারি-ধর্মান্তঃপঠিতমিদম্ ॥ শ্রী মদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥২১৫॥

অন্য সময়ে কর্মিগণও নিজগুরুতে ভগবদ্‌বুদ্ধি পোষণ করিবেন – ইহা বলিতেছেন –

(২৫৩) "আচার্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে, কখনও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না, কিংবা মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার মধ্যে মনুষ্যোচিত দোষের অন্বেষণ করিবে না; যেহেতু তিনি সর্বদেবময়।"

ব্রহ্মচারিগণের ধর্মনির্দেশ-প্রকরণে এই শ্লোকটি পঠিত হইয়াছে। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥২১৫॥

ততঃ সুতরামেব পরমার্থিভিস্তাদৃশে গুরাবিত্যাহ, (ভা: ৭।১৫।২৬, ২৭) –

(২৫৪) **"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥"**

ন চেদং লোকেম্বাশ্চর্য্যম্, – সাক্ষাদ্‌ভগবতি তথা মননাদিত্যাহ, –

(২৫৫) **"এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকোঽয়ং মন্যতে নরম্ ॥"**

এষ বৈ শ্রীকৃষ্ণ-লক্ষণোঽপি; ততঃ প্রাকৃতদৃষ্টির্ন ভগবত্তত্ত্বগ্রহণে প্রমাণমিতি ভাবঃ। অত্র শ্রীধরস্বামিপাদটীকা চ দ্রষ্টব্যা – "ননু কথং গুরৌ ভক্ত্যা সত্ত্বস্য জয়ঃ স্যাৎ, তস্যাপি মনুষ্যত্বেন তদবস্থত্বাৎ ? তত্রাহ – **যস্যেতি; মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ** – মনুষ্য ইতি দুর্বুদ্ধিঃ, তস্য শাস্ত্রশ্রবণং **কুঞ্জরশৌচবৎ** ব্যর্থম্।

ননু গুরোরপি পিতৃপুত্রাদয়স্তে তং নরমেব মন্যন্তে ? অত আহ – এষ গুরুঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ এব ভবেৎ, লোকস্য নরোঽসাবিতি বুদ্ধির্ভ্রান্তিরিত্যর্থঃ; যদ্বা নহি তৎপুত্রাদের্মনুষ্যবুদ্ধ্যা প্রতীয়মানোঽপি গুরুর্ভগবান্ ন ভবেৎ, যথৈষ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ।" ইত্যেষা। শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥২১৬॥

অতএব পরমার্থিগণ অবশ্যই তাদৃশ পারমার্থিক গুরুর প্রতি ভগবদ্‌বুদ্ধি পোষণ করিবেন – ইহা বলিতেছেন –

(২৫৪) "সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ, জ্ঞানদীপদাতা শ্রীগুরুর সম্বন্ধে যে ব্যক্তির – 'ইনি মনুষ্য' এরূপ দুর্বুদ্ধি জাগ্রত হয়, তাহার সমস্ত শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থকই হয়।"

ইহা লোকে আশ্চর্য নয়। যেহেতু সাক্ষাৎ ভগবানে সেইরূপ মনোভাব দৃষ্ট হয়। অতএব বলিতেছেন –

(২৫৫) "যোগেশ্বর ব্রহ্মাদিও যাঁহার পাদপদ্মের অনুসন্ধান করেন, ইনি প্রকৃতি ও পুরুষেরও অধীশ্বর সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্; পরন্তু সাধারণ লোকে ইহাকে মনুষ্য মনে করে।"

'ইনি' — শ্রীকৃষ্ণরূপী এই পুরুষ; অতএব ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে প্রাকৃত দৃষ্টি প্রমাণ নহে (যেহেতু প্রাকৃত জনের বুদ্ধি অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্বরূপজ্ঞানে অসমর্থ, এইহেতুই প্রাকৃত লোক শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে ঈশ্বররূপে স্বীকার না করিলে তাহার কথা প্রমাণ হইতে পারে না)। এস্থানে শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য — "যদি বলাযায়, গুরুভক্তিদ্বারা কিরূপে মনকে জয় করাযায় ? তিনি গুরু হইলেও মনুষ্যই ত ? 'যস্য' ইত্যাদি শ্লোকে ইহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ — মনুষ্যজ্ঞানরূপ দুর্বুদ্ধি যাহার তাহার শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ।

যদি বলাযায়, গুরুদেবের পিতা ও পুত্র প্রভৃতিও ত তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞান করেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন — এই গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্‌ই, নরগণের তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞান বুদ্ধিভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে কিংবা তিনি তাঁহার পুত্রাদির নিকট মনুষ্যরূপে প্রতীয়মান হইলেও গুরু যে ভগবান্ নহেন, ইহা নয়। যথা — ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ইহাই অর্থ।" এপর্যন্ত টীকা। ইহা শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥২১৬॥

শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে (প্রচেতো-মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ) শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ শ্রীভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে, যথা (ভা: ৪।৩০।৩৮) —

(২৫৬) "**বয়ং তু সাক্ষাদ্‌ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।**
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্মঃ ॥"

টীকা চ — "তব যঃ প্রিয়ঃ সখা, তস্য **ভবস্য**; অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য **ভবস্য** জন্মনো **মৃত্যোশ্চ ভিষক্তমং** সদ্বৈদ্যং **ত্বাং গতিং** প্রাপ্তাঃ" ইত্যেষা। শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৃণাং গুরুঃ ॥ প্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্ ॥২১৭॥

কোন কোন শুদ্ধভক্ত (প্রচেতা ও মার্কণ্ডেয়প্রভৃতি) শ্রীভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই শ্রীভগবানের সহিত শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের অভেদদৃষ্টি মনে করেন। যথা —

(২৫৬) "হে ভগবন্! আমরা কিন্তু (আপনার) প্রিয়সখা শ্রীশিবের ক্ষণকালের সঙ্গহেতু, অদ্য অতিদুশ্চিকিৎস্য ভব ও মৃত্যুর শ্রেষ্ঠ ভিষক্‌স্বরূপ আপনাকে গতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।"

টীকা *— "আপনার যিনি প্রিয়সখা সেই ভবের (শ্রীশিবের ক্ষণিক সঙ্গহেতু) অত্যন্ত অচিকিৎস্য 'ভব' — জন্ম এবং মৃত্যুর শ্রেষ্ঠ ভিষক্ অর্থাৎ সদ্বৈদ্যরূপী আপনাকে গতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি" (এপর্যন্ত টীকা)। শ্রীশিব এইসকল বক্তার গুরু। ইহা শ্রীমান্ অষ্টভুজ পুরুষের প্রতি প্রচেতাগণের উক্তি ॥২১৭॥*

তদেবং রুচ্যাদিঃ শ্রীগুর্বাশ্রয়ান্তঃ উপাসনা-পূর্বাঙ্গরূপঃ সাম্মুখ্যভেদো বহুবিধো দর্শিতঃ। অথ সাক্ষাদুপাসনালক্ষণস্তদ্ভেদোঽপি বহুবিধো দর্শ্যতে। তত্র সাম্মুখ্যং দ্বিবিধম্ — (১) নির্বিশেষময়ম্, (২) সবিশেষময়ঞ্চ। তত্র (১) পূর্বং জ্ঞানম্, (২) উত্তরং তু দ্বিবিধম্ — (২ক) অহংগ্রহোপাসনা-রূপম্, (২খ) ভক্তিরূপঞ্চ।

অথ (১) জ্ঞানস্য লক্ষণম্ (ভা: ১১।১৯।২৭) —

(২৫৭) "**জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্**" ইতি;

অভেদোপাসনং **জ্ঞানমিত্যর্থঃ** ॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥২১৮॥

এইরূপে রুচি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীগুরুর আশ্রয়গ্রহণ পর্যন্ত — বহুপ্রকার সাম্মুখ্যভেদ প্রদর্শিত হইল; ইহা উপাসনার পূর্বাঙ্গস্বরূপ। অনন্তর সাক্ষাৎ উপাসনারূপ সাম্মুখ্যেরও বহুপ্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে সাম্মুখ্য দুইপ্রকার; যথা — (১) নির্বিশেষময় ও (২) সবিশেষময়। (১) নির্বিশেষ সাম্মুখ্য — জ্ঞান। (২) সবিশেষোপাসানা দুইপ্রকার; যথা — (২ক) অহংগ্রহোপাসনা ও (২খ) ভক্তি।

ইহার মধ্যে (১) জ্ঞানের লক্ষণ –

(২৫৭) "ঐকাত্ম্যদর্শনই জ্ঞান" (এইরূপ উক্ত হইয়াছে)।

ঐকাত্ম্যদর্শন অর্থাৎ অভেদোপাসনাই জ্ঞান। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥২১৮॥

তৎসাধনপ্রকারশ্চৈবং বহুবিধস্তত্র তত্রোক্তঃ; স চ (সাধনপ্রকারঃ) জ্ঞানমেবোচ্যতে। তত্র (১ক) শ্রবণং শ্রীপৃথু-সনৎকুমার-সংবাদাদৌ দ্রষ্টব্যম্। তদনুসারেণ (১খ) মননঞ্চ জ্ঞেয়ম্। প্রথমতঃ শ্রোতৃণাং হি বিবেকস্তাবানেব, – যাবতা জড়াতিরিক্তং চিন্মাত্রং বস্তূপস্থিতং ভবতি। তস্মিংশ্চিন্মাত্রেঽপি বস্তুনি যে বিশেষাঃ স্বরূপভূত-শক্তি-সিদ্ধা ভগবত্তাদিরূপা বর্তন্তে, তাংস্তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে; – যথা রজনী-খণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্মাত্রত্বেঽপি যে মণ্ডলান্তর্বহিশ্চ দিব্যবিমানাদি-পরস্পর-পৃথগ্‌ভূত-রশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষাস্তাংশ্চর্মচক্ষুষা বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে, তদ্বৎ। অনন্তরং পূর্ববচ্চ যদি মহৎকৃপাবিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি, তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ, ন চেন্নির্বিশেষ-চিন্মাত্রব্রহ্মানুভবেন তল্লীন এব ভবতি। তথৈব (১গ) নিদিধ্যাসনমপি তেষাম্; তদ্‌যথা (সদ্যো-মুক্তি-মার্গ-বর্ণনে) (ভা: ২।২।১৫, ১৬) –

(২৫৮) **"স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতির্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্।**
কালে চ দেশে চ মনো ন সজ্জয়েৎ, প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ ॥

(২৫৯) **মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য, ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েত্তমাত্মনি।**
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো, লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ ॥"

এতাং বুদ্ধিং **ক্ষেত্রজ্ঞে** বুদ্ধ্যাদি-দ্রষ্টরি **নিলয়েৎ** প্রবিলাপয়েৎ। **তঞ্চ** ক্ষেত্রজ্ঞং স্বরূপভূতয়া **বুদ্ধ্যা আত্মনি** তদ্দ্রষ্টৃত্বাদি-রহিতে শুদ্ধে জীবে তঞ্চ **শুদ্ধমাত্মানমাত্মনি** ব্রহ্মণ্য**বরুধ্য** তদেকত্বেন বিচিন্ত্য; **লব্ধোপশান্তিঃ** প্রাপ্তনির্বৃতিঃ সন্ **কৃত্যাদ্‌বিরমেৎ**, – তস্য ততঃ পরং প্রাপ্যাভাবাৎ ॥ শ্রীশুকঃ ॥২১৯॥

সাধনপ্রণালী (সাধনের উপায়) বিভিন্ন বাক্যে বহুপ্রকারই উক্ত হইয়াছে। ঐসকল সাধনপ্রকারকেও জ্ঞানই বলা হয়। তন্মধ্যে (১ক) শ্রবণরূপ সাধন শ্রীপৃথু-সনৎকুমারসংবাদ প্রভৃতিস্থলে দ্রষ্টব্য। আর, তদনুসারে (১খ) মননও জানিতে হইবে। যাহাদ্বারা জড়ের অতিরিক্ত একটি চিন্মাত্র বস্তরই কেবল উপস্থিতি ঘটে, শ্রোতৃগণের প্রথমতঃ সেইমাত্র বিবেক– অর্থাৎ জড় ও চেতনের পার্থক্য বা ভেদবিচারই ঘটিয়া থাকে। পরন্তু সেই চিন্মাত্র বস্তুর মধ্যেও স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধ ভগবত্তা প্রভৃতি যেসকল বিশেষভাব বর্তমান রহিয়াছে, পূর্বোক্ত শ্রোতৃগণ ঐসকল বিশেষভাবকে পৃথগ্‌রূপে বিচার করিতে সমর্থ হয় না। যেরূপ – তিমিরনাশক সূর্যমণ্ডলের মধ্যে জ্যোতিঃ বা প্রকাশমাত্র বিদ্যমান থাকিলেও, মণ্ডলের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে দিব্যবিমানাদি এবং পরস্পর পৃথগ্‌ভাবাপন্ন রশ্মিগত পরমাণুসমুদয়রূপ যেসকল বিশেষ ভাব বর্তমান রহিয়াছে, প্রাকৃত দৃষ্টিশালী ব্যক্তিগণ চর্মচক্ষুতে উহাদিগকে পৃথগ্‌ভাবে বিচার করিতে পারে না, এস্থলেও তদ্রূপই হয়। পরন্তু যদি পূর্বোক্তরূপে মহদ্‌গণের কৃপাবিশেষহেতু দিব্যদর্শন লাভ হয়, তাহা হইলে ঐসকল বিশেষভাবের উপলব্ধিও সম্ভবপর হইয়া থাকে। অন্যথা তাদৃশ উপাসক কেবলমাত্র চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মানুভূতিদ্বারা ব্রহ্মে লীনই হয়। তাঁহাদের (১গ) নিদিধ্যাসনও সেইরূপ নির্বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়াই অনুষ্ঠিত হয়। যথা (সদ্য মুক্তিমার্গবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিতেছেন) –

(২৫৮) "হে রাজন্! যতিপুরুষ যেসময়ে এই দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হন, তখন কোন পুণ্যক্ষেত্র বা পুণ্যকালের প্রতি মনকে আসক্ত না করিয়া প্রাণবায়ুকে জয় করিয়া মনদ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন।"

(২৫৯) "এইরূপে প্রাণজয় সিদ্ধ হইলে বিশুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইহাকে অর্থাৎ বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞে এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে আত্মায় লীন করিয়া আত্মাকে আত্মায় অবরুদ্ধ করিলেই সেই ধীর পুরুষ উপশান্তি প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়া কর্তব্য হইতে বিরত হইবেন।"

'ইহাকে' অর্থাৎ এই বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞে অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রভৃতির দ্রষ্টার মধ্যে লীন করিবেন। অনন্তর সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে স্বরূপভূতা বুদ্ধির দ্বারা আত্মায় অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিকেও দর্শন করেন না, তাদৃশ সর্বধর্মরহিত শুদ্ধ জীবের মধ্যে লীন করিবেন। অতঃপর সেই আত্মাকে অর্থাৎ শুদ্ধ জীবকে আত্মায় অর্থাৎ ব্রহ্মে অবরুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করিয়া উপশান্তি অর্থাৎ নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়া কর্তব্য হইতে বিরত হইবেন — যেহেতু নির্বিশেষ জ্ঞানমার্গে সাধকের এই অবস্থার পর আর কোন প্রাপ্য নাই (অতএব আর কোন সাধনের প্রয়োজনও হয় না)। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥২১৯॥

তদেবং জ্ঞানমুক্তম্। ইদমেব (গী: ৮।৩) **"স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে"** ইত্যনেন শ্রীগীতাসূক্তম্; — অত্র স্বস্য শুদ্ধস্যাত্মনো ভাবো ভাবনাত্মন্যধিকৃত্য বর্তমানত্বাদধ্যাত্ম-শব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ।

অথাহংগ্রহোপাসনম্ — তচ্ছক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর এবাহমিতি চিন্তনম্; অস্য ফলং স্বস্মিংস্তচ্ছক্ত্যাদ্যাবির্ভাবো যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে নাগপাশাদি-যন্ত্রিতঃ শ্রীপ্রহ্লাদস্তাদৃশমাত্মানং স্মরন্ নাগপাশাদিকমুৎসারিতবান্। অত্রান্তিমফলঞ্চ কীটপেশস্কৃন্ন্যায়েন সারূপ্য-সার্ষ্ট্যাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ম্।

অথ ভক্তিঃ; তস্যাস্তটস্থলক্ষণং স্বরূপলক্ষণঞ্চ যথা গরুড়পুরাণে, —

"বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্বমবাপ্যতে। যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেত্তথা নান্যেন কেনচিৎ॥"
ইত্যুক্ত্বাহ, —

"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥"
ইতি;

অত্র 'যয়া সর্বমবাপ্যতে' ইতি তটস্থলক্ষণম্; তত্র চ (ভা: ২।৩।১০) **"অকামঃ সর্বকামো বা"** ইত্যাদি-সিদ্ধত্বাদব্যাপ্ত্যভাবঃ, যথা ভক্ত্যেত্যাদ্যুক্তত্বাদহংগ্রহোপাসনায়ামতিব্যাপ্ত্যভাবঃ, বুধৈঃ প্রোক্তত্বাদসম্ভবাভাবশ্চ। সেবা-শব্দেন স্বরূপ-লক্ষণম্; সা চ কায়িক-বাচিক-মানসাত্মিকা ত্রিবিধৈবানুগতিরুচ্যতে; অতএব ভয়দ্বেষাদীনামহংগ্রহোপাসনায়াশ্চ ব্যাবৃত্তিঃ; সাধনভূয়সী সাধনেষু শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ। তদেব লক্ষণদ্বয়ং প্রকারান্তরেণাহ, (ভা: ১১।২।৩৪) —

(২৬০) **"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।**
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥"

অবিদুষাং পুংসাং তন্মাহাত্ম্যমবিদ্বদ্ভিরপি কর্তৃভিঃ; **আত্মনো** 'ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্' ইত্যাবির্ভাবভেদবতঃ স্বস্য ধর্মভূতস্য **অঞ্জোঽ**নায়াসেনৈব **লব্ধয়ে** লাভায় **যে উপায়াঃ** সাধনানি (শরণাপত্তি-সৎসঙ্গ-শ্রবণকীর্তন-স্মরণাদীনি) স্বয়ং ভগবতা (ভা: ১১।১৪।৩) —

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

ইত্যনুসারেণ প্রোক্তান্ **তান্** উপায়ান্ **ভাগবতান্** ধর্মান্ **বিদ্ধি;** — হি প্রসিদ্ধৌ। তত্র কৈমুত্যেন সাক্ষাদ্ভক্তেরপি ভাগবতধর্মাখ্যত্বম্ (ভা: ৬।৩।২২) **"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্"** ইত্যাদৌ পরমধর্মত্বখ্যাপনায় দর্শিতম্। অত্র **আত্মলব্ধয়ে প্রোক্তাঃ** ইতি তটস্থ-লক্ষণম্; — অন্যেন তদলাভাদব্যভিচারি; **আত্মলব্ধয়ে উপায়াঃ** ইতি তু স্বরূপ-লক্ষণম্; — তল্লাভোপায়ো হি তদনুগতিরেব। শ্রীকবির্নিমিম্ ॥২২০॥

এইরূপে জ্ঞান উক্ত হইল। শ্রীগীতাশাস্ত্রে— "স্বভাবই অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয়"— এই বাক্যে এই জ্ঞানেরই বর্ণনা হইয়াছে। "স্বভাব"— 'স্ব' অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মার 'ভাব' অর্থাৎ যে ভাবনা, উহাই 'অধ্যাত্ম' শব্দদ্বারা উক্ত হয়। আত্মাকে অধিকার করিয়াই এই ভাবনার প্রবর্তন হয় বলিয়া ইহাকে অধ্যাত্ম বলা হইল।

অনন্তর অহংগ্রহোপাসনা বলা হইতেছে। 'আমি তৎ-শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই হই'— এরূপ চিন্তা করার নামই অহংগ্রহোপাসনা। নিজের মধ্যে সেই শক্তি প্রভৃতির আবির্ভাবই এই উপাসনার ফল। যেরূপ বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে— শ্রীপ্রহ্লাদ নাগপাশাদিদ্বারা আবদ্ধ হইয়া নিজকে ভগবদ্রূপে চিন্তা করিয়া নাগপাশাদি দূরীভূত করিয়াছিলেন। আর, এই উপাসনার চরম ফল কীটপেশস্কারী ন্যায়ানুসারে (অর্থাৎ পেশস্কারী বা ভ্রমরকর্তৃক ভক্ষণের জন্য নিজ বাসস্থানে আবদ্ধ কীট যেরূপ ভয়ে সর্বদা ভ্রমরের রূপ চিন্তা করিতে করিতে ভ্রমরত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ) সারূপ্য-সার্ষ্টিপ্রভৃতি জানিতে হইবে (অর্থাৎ নিজকে ভগবদ্রূপে চিন্তার ফলে শ্রীভগবানের সরূপতা বা সমান ঐশ্বর্য লাভ হয়)।

অনন্তর ভক্তিরূপ সাম্মুখ্যের বিচার করা হইতেছে। শ্রীগরুড়পুরাণে এই ভক্তির তটস্থলক্ষণ ও স্বরূপলক্ষণ বলা হইয়াছে। যথা—

"যাহাদ্বারা সবকিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বিষ্ণুভক্তির বিষয় বলিতেছি। ভক্তিদ্বারা শ্রীহরি যেরূপ তুষ্ট হন, অন্য কোন উপায়দ্বারা সেরূপ তুষ্ট হন না।"

ইহার পর বলিয়াছেন—

" 'ভজ' এই ধাতুটি সেবা অর্থে উক্ত হইয়াছে, অতএব পণ্ডিতগণ সাধনশ্রেষ্ঠ সেবাকেই ভক্তি বলিয়া থাকেন।"

এস্থলে— "যাহাদ্বারা সবকিছু পাওয়া যায়" এই অংশটি ভক্তির তটস্থলক্ষণ; আবার "অকাম, সর্বকাম বা মোক্ষকাম উদারবুদ্ধি ব্যক্তি সুদৃঢ় ভক্তিযোগদ্বারা পরমপুরুষের আরাধনা করিবেন" ইত্যাদি বাক্যোক্ত আরাধনায় "যাহাদ্বারা সবকিছু পাওয়া যায়"— এরূপ তটস্থলক্ষণের সিদ্ধি বা সঙ্গতিহেতু অব্যাপ্তিও (লক্ষ্য বস্তুতে লক্ষণের ব্যাপ্তি বা সঙ্গতির অভাবরূপ দোষও) হইল না। "ভক্তিদ্বারা হরি যেরূপ তুষ্ট হন" এইরূপ উল্লেখহেতু অহংগ্রহোপাসনায় ভক্তির লক্ষণের অতিব্যাপ্তির অলক্ষ্য বস্তুতে অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তুর অতিরিক্ত স্থানে লক্ষণের ব্যাপ্তি বা সঙ্গতিরূপ দোষও হইল না। (অর্থাৎ অহংগ্রহোপাসনায় হরি তুষ্ট হন না বলিয়াই 'ভক্তি দ্বারা হরি যেরূপ তুষ্ট হন'— এরূপ উক্তি স্থলে অহংগ্রহোপাসনাকে ভক্তিরূপে ধরা যায় না)। আবার, "পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন" এই উক্তিদ্বারা লক্ষণ-বাক্যের অসম্ভব (অর্থাৎ সর্বতোভাবে লক্ষণের অসিদ্ধিরূপ দোষও) নিবারিত হইল (অর্থাৎ বিদ্বদ্গণের কথিত লক্ষণে তাদৃশ দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না)। বস্তুতঃ এই শ্লোকে 'সেবা' শব্দদ্বারাই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ বলা হইয়াছে। সেবা বলিতে কায়িক, বাচিক ও মানস এই তিনপ্রকার অনুগতিই উক্ত হয়। অতএব ভয় ও বিদ্বেষাদি ভাব এবং অহংগ্রহোপাসনায় সেবা না থাকায় উহাদের ভক্তিত্ব নিরস্ত হইল। 'সাধনভূয়সী'— সাধনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই লক্ষণ দুইটি প্রকারান্তরে বলা হইতেছে—

(২৬০) "অবিদ্বান্ পুরুষগণের অনায়াসে আত্মলাভের জন্য ভগবৎকর্তৃক যেসকল উপায় উক্ত হইয়াছে, ঐসকলকেই ভাগবতধর্ম বলিয়া জানিবে।"

'অবিদুষাং পুংসাং' অর্থাৎ যাহারা তাঁহার মাহাত্ম্য জানে না, ঐসকল পুরুষকর্তৃকও; 'আত্মনঃ' অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এইরূপ আবির্ভাবভেদযুক্ত ধর্মভূত নিজের; 'অঞ্জ'-অনায়াসেই লব্ধয়ে অর্থাৎ লাভের জন্য; যেসকল উপায় অর্থাৎ (শরণাপত্তি, সৎসঙ্গ, শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণাদি) সাধনসমূহ স্বয়ং ভগবৎকর্তৃক উক্ত হইয়াছে—

"কালক্রমে প্রলয়সময়ে বেদনাম্নী এই বাণী তিরোহিত হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি ব্রহ্মাকে উহার উপদেশ দিয়াছিলাম— যাহাতে মদাত্মক ধর্ম অর্থাৎ ভাগবতধর্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

এই বচনানুসারে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই উপায়সমূহকে ভাগবতধর্ম বলিয়া জানিবে। শ্লোকস্থ 'হি' শব্দটি প্রসিদ্ধিসূচক (অর্থাৎ ঐসকল ধর্মই যে ভাগবতধর্ম ইহা প্রসিদ্ধ বলিয়া জানিবে)। এস্থানে কৈমুত্যন্যায়ানুসারে সাক্ষাদ্‌ভক্তির ভাগবতধর্মত্ব সিদ্ধ হইল। "ভগবানের নামগ্রহণাদিদ্বারা তাঁহার প্রতি যে-ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হয়, ইহলোকে এইমাত্রই পুরুষগণের পরমধর্ম উক্ত হইয়াছে" এই শ্লোকে নামগ্রহণাদিরূপা সাক্ষাদ্ভক্তিকেও পরমধর্মরূপে প্রকাশ করিয়া সাক্ষাদ্ভক্তিও যে ভাগবতধর্ম — (কেবলমাত্র তাহার উপায়সমূহই ভাগবতধর্ম নহে), ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্লোকে "আত্মলাভের জন্য উক্ত হইয়াছে" এই অংশ ভক্তির তটস্থলক্ষণ। অন্য সাধনদ্বারা আত্মলাভ (ভগবৎপ্রাপ্তি) হয় না বলিয়া ইহা অব্যভিচারী (একনিষ্ঠ) লক্ষণ। "আত্মলাভের জন্য উপায়সমূহ" এই অংশ স্বরূপলক্ষণ (অর্থাৎ যাহা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় তাহাই ভাগবতধর্ম বা ভক্তি — এইরূপে ভক্তির স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে)। যেহেতু তাঁহার আনুগত্যই তাঁহার লাভের উপায়স্বরূপ। ইহা নিমির প্রতি শ্রীকবির উক্তি ॥২২০॥

সা ভক্তিস্ত্রিবিধা; — (১) আরোপসিদ্ধা; (২) সঙ্গসিদ্ধা, (৩) স্বরূপসিদ্ধা চ। (১) তত্রারোপসিদ্ধা — স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি ভগবদর্পণাদিনা ভক্তিত্বং (ভক্ত্যাভাসত্বং) প্রাপ্তা কর্মাদিরূপা; (২) সঙ্গসিদ্ধা — স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি তৎ(ভক্তি)পরিকরতয়া সংস্থাপনেন (ভা: ১১।৩।২২) "**তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্-গুর্বাত্মদৈবতঃ**" ইত্যাদি-প্রকরণেষু, (ভা: ১১।৩।২৩) "**সর্বতো মনসোঽসঙ্গম্**" ইত্যাদিনা লব্ধতদন্তঃ(লব্ধ-ভক্ত্যন্তঃ)পাতা জ্ঞান-কর্ম-তদঙ্গ(জ্ঞানাকারা বা, কর্মাকারা বা, জ্ঞান-কর্মমিশ্রাকারা বা)রূপা। (৩) স্বরূপসিদ্ধা চ — অজ্ঞানাদিনাপি তৎ(শ্রীভগবৎ)প্রাদুর্ভাবে ভক্তিত্বাব্যভিচারিণী(কর্ম-জ্ঞান-যোগচেষ্টাদ্যব্যবহিতা) সাক্ষাত্তদনুগত্যাত্মা(অব্যবধানেন শ্রীভগবদানুকূল্যময়-তদনুবর্তনস্বরূপা) তদীয়(শ্রীবিষ্ণুবিষয়ক)-শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা; (ভা: ৭।৫।২৩) "**শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ**" ইত্যাদৌ **বিষ্ণোঃ শ্রবণং, বিষ্ণোঃ কীর্তনং** ইতি বিশিষ্টস্যৈব বিবক্ষিতত্বাত্তেষামপি নারোপ-সিদ্ধত্বম্, প্রত্যুত মূঢ়-প্রোন্মত্তাদিষু তদনুকর্তৃষ্বপি যথাকথঞ্চিৎ ভক্তিসম্বন্ধেন ফল-প্রাপকত্বাৎ (ভক্ত্যাকার-ভক্ত্যাভাসত্বাৎ) স্বরূপসিদ্ধত্বম্; — যথা শ্রীপ্রহ্লাদস্য পূর্বজন্মনি শ্রীনৃসিংহচতুর্দশ্যুপবাসঃ; যথা কুক্কুর-মুখগতস্য শ্যেনস্য ভগবন্মন্দির-পরিক্রমঃ। এবমন্যদৃষ্ট্যাদিনা মূঢ়াদিভিঃ কৃতস্য বন্দনস্যাপি জ্ঞেয়ম্।

তদেবং ত্রিবিধাপি সা পুনঃ (ক) অকৈতবা, (খ) সকৈতবা চেতি দ্বিবিধা জ্ঞেয়া। তত্রারোপ-সঙ্গসিদ্ধয়োর্যস্যা (স্বরূপসিদ্ধায়াঃ) ভক্তেঃ সম্বন্ধেন ভক্তিপদপ্রাপ্তৌ সামর্থ্যম্, তন্মাত্রা-(ভক্তিমাত্র-কামনা)পেক্ষত্বং চেৎ (ক) অকৈতবত্বম্; স্বীয়ান্যদীয় (ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গ)ফলাপেক্ষত্বং চেৎ (খ) সকৈতবত্বম্। স্বরূপসিদ্ধায়াশ্চ যস্য ভগবতঃ সাক্ষাৎসম্বন্ধেন তাদৃশং মাহাত্ম্যং তন্মাত্রা(কেবল ভক্তিমাত্রকামনা)পেক্ষত্বং (ভক্তি) পরিকরত্বঞ্চেৎ অকৈতবত্বম্, (ভক্তীতর)প্রয়োজনান্তরাপেক্ষয়া কর্ম-জ্ঞান-পরিকরত্বঞ্চেৎ (খ) সকৈতবত্বম্।

ইয়মেবাকৈতবাকিঞ্চনাখ্যত্বেন পূর্বমুক্তা — (ভা: ১।১।২) "**ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমঃ**" ইত্যেব চাস্য তদুভয়বিধত্বে প্রমাণং জ্ঞেয়ম্। তথোক্তম্, — (ভা: ৭।৭।৫২) "**প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্-বিড়ম্বনম্**" ইতি।

(১) অথারোপসিদ্ধা — এতদর্থমেব (ভা: ১।৫।১২, ১২।১২।৫৩) "**নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জিতম্**" ইত্যাদৌ সকাম-নিষ্কাময়োর্দ্বয়োরপি কর্মণোর্নিন্দা, ভগবদ্‌বৈমুখ্যাবিশেষাৎ। তত্র যাদৃচ্ছিক-চেষ্টায়া অপি ভগবদর্পিতত্বে (ভগবৎসন্তোষণার্থং তত্তচ্চেষ্টায়াঃ ফলকামনাত্যজনে) ভগবদ্ধর্মত্বং ভবতি, কিমুত বৈদিককর্মণ ইতি বক্তুং তস্যাঃ (ভগবদর্পিত-লৌকিকচেষ্টায়াঃ) অপি তদ্রূপত্বম্(ভাগবতধর্ম-রূপত্বম্)আহ, (ভা: ১১।২।৩৬) —

(২৬১) "**কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা, বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।**
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ, নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥"

পূর্বং হি (ভা: ১১।২।৩১) "**ধর্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত**" ইতি প্রশ্নানন্তরং (ভা: ১১।২।৩৪) "**যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ**" ইত্যাদিনা মুখ্যত্বেন সাক্ষাত্তল্লব্ধয়ে উপায়ভূতাঃ শ্রবণ-কীর্তনাদয়ো ভাগবতধর্মা লক্ষিতাঃ; তে চাগ্রে অপি (ভা: ১১।২।৩৯) "**শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেঃ**" ইত্যাদিনা কতিচিদ্-দর্শয়িষ্যন্তে উত্তরাধ্যায়ে চ – (ভা: ১১।৩।২২) "**তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্বাত্মদৈবতঃ**" ইত্যুপক্রম-বাক্যানন্তরম্, (ভা: ১১।৩।৩৩) "**ইতি ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া**" ইত্যুপসংহার-বাক্যস্য প্রাক্, ভাগবতধর্মত্বেনান্যসঙ্গাদিত্যাগাদিকমপি বক্ষ্যতে, – (ভা: ১১।৩।২৩) "**সর্বতো মনসোঽসঙ্গম্**" ইত্যাদিনা।

তস্মাল্লৌকিক-কর্মাদ্যর্পণমিদং যথাকথঞ্চিত্তদ্ধর্মসিদ্ধ্যর্থমেবোচ্যতে। অর্থশ্চায়ং টীকায়াম্ – "**আত্মনা** চিত্তেনাহঙ্কারেণ **বানুসৃতো** যঃ **স্বভাবস্তস্মাৎ**। অয়মর্থঃ; 'ন কেবলং বিধিতঃ কৃতমেবেতি নিয়মঃ, স্বভাবানুসারি লৌকিকমপী' ইতি। তথা শ্রীগীতাসু চ (৯।২৭) –

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥' ইত্যেষা।

ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারত ইত্যাদিক-মন্ত্রশ্চ তথা। অত্র স্বাভাবিক(নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য)-কর্মণোঽর্পণে (ভগবৎসন্তোষণার্থং তত্তৎ ফলকামনাত্যাজনে) দুষ্কর্মণশ্চ দ্বিবিধা গতিঃ (নির্বাহঃ উপায়ঃ, পরিণামো বা)। জ্ঞানেচ্ছূনামবিশেষেণ; ভক্তীচ্ছূনাং তু 'অনেন দুর্বাসনদুঃখ-দর্শনেন স করুণাময়ঃ করুণাং করোতু' ইতি বা, (বি:পু: ১।২০।১৯) –

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ॥"

ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত-প্রকারেণ, –

"যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥"

ইতি পাদ্মোক্তপ্রকারেণ চ – 'মম সুকর্মণি দুষ্কর্মণি চ যদ্‌রাগসামান্যম্, তৎ সর্বতোভাবেন ভগবদ্‌বিষয়মেব ভবতু' ইতি বা সমাধেয়ম্। কামিনাং তু সর্বথৈব সর্ব-দুষ্কর্মার্পণম্। (ভা: ১১।৩।৪৬) – "**বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে**" ইত্যত্র পুনর্বৈদিকমেবেশ্বরেঽর্পিতং **কুর্বাণ** ইত্যুক্তম্ ॥ স তম্ ॥২২১॥

পূর্বোক্ত ভক্তি তিন প্রকার; যথা – (১) আরোপসিদ্ধা, (২) সঙ্গসিদ্ধা ও (৩) স্বরূপসিদ্ধা। তন্মধ্যে – (১) আরোপসিদ্ধা – যাহা স্বরূপতঃ ভক্তি না হইলেও শ্রীভগবানে অর্পণাদিহেতু ভক্তিত্ব (ভক্ত্যাভাসত্ব) প্রাপ্ত হয়, সেই কর্মাদিকেই আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়; (২) সঙ্গসিদ্ধা – যাহা স্বরূপতঃ ভক্তি না হইলেও, ভক্তির পরিকর(পরিবার)রূপে সংস্থাপনদ্বারা সিদ্ধ হয় – "গুরুই আত্মা ও দেবতাস্বরূপ যাঁহার, তাদৃশ ব্যক্তি গুরুর নিকট ভাগবতধর্মসমূহ শিক্ষা করিবেন" ইত্যাদি প্রকরণসমূহে – "সর্ববিষয়ে চিত্তের অনাসক্তি" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যে – জ্ঞান, কর্ম ও উহার অঙ্গসমূহ ভক্তির অন্তর্গতরূপে জ্ঞান, কর্ম ও তদঙ্গ (জ্ঞানাকারে, কর্মাকারে কিংবা জ্ঞান-কর্মমিশ্রাকারে) সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিরূপে গণ্য হইয়া থাকে। (৩) স্বরূপসিদ্ধা – অজ্ঞানাদিহেতুও তাঁহার (শ্রীভগবানের) প্রাদুর্ভাবে যে ভক্তিত্বের ব্যভিচার হয় না (যাহা কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি চেষ্টাদ্বারা ব্যবহিত হয় না) অর্থাৎ ভক্তিত্ব বিদ্যমান থাকে এবং যাহা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভগবানের অনুগতিস্বরূপ। (ব্যবধানশূন্যতাহেতু শ্রীভগবানের আনুকূল্যময় তাঁহার অনুবর্তনস্বরূপ।), শ্রীবিষ্ণুবিষয়ক শ্রবণকীর্তনাদিই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। "বিষ্ণুর

শ্রবণ, কীর্তন" ইত্যাদি নয় প্রকার ভক্তিনির্দেশবাক্যে— শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, শ্রীবিষ্ণুর কীর্তন ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক ভক্ত্যঙ্গেরই বিশিষ্টরূপে কথন বক্তার অভিপ্রেত বলিয়া সেইসকল অঙ্গও (অর্থাৎ সেই শ্রবণাদিও) আরোপসিদ্ধারূপে গণ্য নহে; বরং মূঢ় ও উন্মত্তপ্রভৃতি ব্যক্তিও ঐসকল অঙ্গের যে কোন একটির অনুকরণ করিলেও যেকোনরূপ ভক্তিসম্বন্ধহেতু ঐসকল শ্রবণ কীর্তনাদি তাদৃশ ব্যক্তিগণকেও (ভক্ত্যাকার ভক্ত্যাভাসত্বরূপ) যথোচিত ফলদান করে বলিয়া উহা স্বরূপসিদ্ধারূপেই স্বীকার্য হয়। যেরূপ— পূর্বজন্মে শ্রীপ্রহ্লাদ বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণদশায় বেশ্যার সহিত বিবাদ করিয়া শ্রীনৃসিংহচতুর্দশীর দিন উপবাসী ছিলেন এবং তাহারই ফলে পরজন্মে ভগবদ্ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ— ব্যাধকর্তৃক আহত এক শ্যেন পক্ষীকে মুখে লইয়া এক কুক্কুর পলায়ন করিতে করিতে শ্রীভগবানের মন্দির পরিক্রমা করিলে উহাতে শ্যেন পক্ষীরও মন্দির পরিক্রমা সিদ্ধ হওয়ায় সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিল। এইরূপ মূঢ়প্রভৃতি ব্যক্তিগণকর্তৃক অন্যের অনুকরণাদিরূপে অনুষ্ঠিত শ্রীভগবানের প্রণামাদিও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিই হয়।

এই তিনপ্রকার ভক্তির প্রত্যেকটিই আবার (ক) অকৈতবা ও (খ) সকৈতবারূপে দুইপ্রকার হয়। তন্মধ্যে আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি যে (স্বরূপসিদ্ধা) ভক্তির সহিত সম্বন্ধহেতু ভক্তিপদলাভে সমর্থা হয়, যদি ঐ উভয় ভক্তি কেবলমাত্র সেই ভক্তিমাত্রকামনারই অপেক্ষা করে, তাহা হইলে (ক) অকৈতবা সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে, আর যদি নিজ বা পরের (ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ) চতুর্বর্গ ফলকামনা করিয়া ঐ দুইটির অনুষ্ঠান হয়, তবে উহা (খ) সকৈতবাই হইয়া থাকে। আর, স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিরও যে সাক্ষাৎ ভগবানের সম্বন্ধবশতঃ তাদৃশ মাহাত্ম্য সুপ্রসিদ্ধ, কেবলমাত্র সেই ভক্তিমাত্রকামনার অপেক্ষাহেতু তাহা ভক্তির পরিকর (সঙ্গী বা পরিবার) হয়, তাহা হইলে সে অবস্থায় স্বরূপসিদ্ধাকে অকৈতবা বলা যায়। আর, যদি অন্য কোন (ভক্তীতর) প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া কর্ম ও জ্ঞানের পরিকররূপে স্বরূপসিদ্ধার অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে উহা (খ) সকৈতবাই হইয়া থাকে।

এই অকৈতবা ভক্তিই পূর্বে অকিঞ্চনা নামে উক্ত হইয়াছে। "এই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম উক্ত হইয়াছে"— এই বাক্যে ভাগবতপ্রোক্ত ভক্তিরূপ ধর্মের বিশেষণরূপে 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' (সর্বতোভাবে কৈতবশূন্য) এইরূপ বিশেষণের প্রয়োগহেতু অন্যত্র সকৈতবভক্তিরও অস্তিত্ব অর্থাধীন জানা যাইতেছে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ বাক্যটিই অকৈতবা ও সকৈতবা এই উভয় প্রকার ভক্তির অস্তিত্বে প্রমাণস্বরূপ জ্ঞাতব্য। এরূপ উক্তও হইয়াছে— "শ্রীহরি অমলা (অকৈতবা) ভক্তিদ্বারাই প্রীত হন; অপর অনুষ্ঠান অভিনয়মাত্র"।

(১) অনন্তর আরোপসিদ্ধার বিচার হইতেছে। এই আরোপসিদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠানের জন্যই— "ভগবদ্ভক্তিবর্জিত নিরঞ্জন ব্রহ্মজ্ঞানও অতিশয় শোভা পায় না" ইত্যাদি বাক্যে সকাম ও নিষ্কাম উভয় কর্মেরই নিন্দা করা হইয়াছে; যেহেতু উক্ত উভয় কর্মেই ভগবদ্‌বৈমুখ্য সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কর্মসমূহের মধ্যে যাদৃচ্ছিক চেষ্টা (উদ্দেশ্যহীন কর্ম)ও যদি ভগবানে (ভগবানের সন্তোষ নিমিত্ত সেই সেই চেষ্টায় ফলকামনা ত্যাগহেতু) অর্পিত হয়, তাহা হইলে উহাও ভগবদ্ধর্ম হইয়া থাকে। অতএব বৈদিক কর্ম যে শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে অবশ্যই ভগবদ্ধর্ম হইবে, ইহা বলিবার জন্যই প্রথমতঃ (ভগবদর্পিত লৌকিক চেষ্টাকেও) ভাগবতধর্মরূপে স্বীকার করা হইতেছে—

(২৬১) "লোকমাত্রই স্বভাবের অনুসরণ করিয়া শরীর, বাগিন্দ্রিয়, মনঃ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা চিত্তদ্বারা যাহা যাহা করেন, তৎসমুদয়ই পরমপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশ্যে অর্পণ করিবেন।"

পূর্বে— "আপনারা ভাগবতধর্মসমূহ বলুন"— শ্রীবিদেহের এইরূপ প্রশ্নের পর, শ্রীকবিকর্তৃক— "অবিদ্বান্ পুরুষগণের অনায়াসে আত্মলাভের জন্য ভগবৎকর্তৃক যে-সকল উপায় উক্ত হইয়াছে, ঐসকলকেই ভাগবতধর্ম বলিয়া জানিবে"— এই উত্তরবাক্যে মুখ্যভাবে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ লাভের উপায়রূপে শ্রবণকীর্তনাদিরূপ ভাগবতধর্মসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। তার পরেও "চক্রপাণি শ্রীভগবানের ত্রিলোককীর্তিত অর্থাৎ

ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ সুমঙ্গল জন্ম, কর্ম ও তদ্‌বিষয়ক নামসমূহের কীর্তন" ইত্যাদি প্রদর্শিত হইবে। পরবর্তী অধ্যায়েও — "গুরুই আত্মা এবং দেবতা যাঁহার, ঈদৃশ ব্যক্তি গুরুর নিকট ভাগবতধর্মসমূহ শিক্ষা করিবেন" এই উপক্রম বাক্যের পর — "এইরূপে ভাগবতধর্মসমূহ শিক্ষা করিতে করিতে তজ্জনিত ভক্তিদ্বারা নারায়ণপরায়ণ পুরুষ অনায়াসে দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করেন" — এই উপসংহার বাক্যের পূর্বে — "ভগবদিতর সর্ববিষয়ে মনের অনাসক্তি" ইত্যাদি বাক্যে ভাগবতধর্মরূপে অন্যাসক্তি পরিত্যাগাদি উক্ত হইবে। অতএব লৌকিক কর্মাদির অর্পণও একপ্রকার তদ্ধর্মরূপে অর্থাৎ ভাগবতধর্মরূপে সিদ্ধ হয়, ইহা বলা হইতেছে। টীকায় মূল শ্লোকের অর্থও এইরূপ — "আত্মাদ্বারা অর্থাৎ চিত্ত বা অহঙ্কারদ্বারা; অনুসৃত অর্থাৎ অনুগত যে-স্বভাব সেই স্বভাবহেতু (অর্থাৎ স্বভাবের অনুসরণক্রমে); তাৎপর্য কেবলমাত্র বিধিঅনুসারে কৃত কর্মই নারায়ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবে এরূপ নিয়ম নহে; পরন্তু স্বভাবানুযায়ী লৌকিক কর্মও তাঁহার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিতে হইবে।" শ্রীগীতায়ও বলিয়াছেন —

"হে কুন্তীনন্দন ! তুমি যে কর্ম কর, যাহা ভক্ষণ কর, যে হোম কর, যে দান কর এবং যে তপস্যা কর, তাহা আমাতেই অর্পণ কর।"

ইহার পূর্বে 'প্রাণবুদ্ধি' ইত্যাদি মন্ত্রেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে। এস্থলে স্বাভাবিক (নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য) কর্মের অর্পণ(ভগবৎসন্তোষার্থে সেই সেই ফলকামনা ত্যাগ)ব্যাপারে দুষ্কর্মের দুইপ্রকার (নির্বাহ ও উপায় বা পরিণাম) গতি হয়। তন্মধ্যে জ্ঞানেচ্ছুগণের অবিশেষভাবেই দুষ্কর্ম সমর্পণ হইয়া থাকে অর্থাৎ সুকর্ম অর্পণের তুল্যরূপেই দুষ্কর্মের অর্পণ হয়। পরন্তু ভক্তিকামিগণের এইরূপ বুদ্ধিসহকারেই দুষ্কর্মের অর্পণ হয় যে — আমার এই দুর্বাসনামূলক দুঃখদর্শন করিয়া করুণাময় শ্রীভগবান্ করুণা করুন।

অথবা — "হে ভগবন্ ! অবিবেকী ব্যক্তিগণের বিষয়ের প্রতি যে অক্ষয়া প্রীতি রহিয়াছে, অনুক্ষণ আপনার স্মরণকালে আমার হৃদয় হইতে যেন সেই প্রীতি দূর না হয় (অর্থাৎ আপনার স্মরণবিষয়েও যেন আমার তদ্রূপ অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকে)।" এই বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রণালী অনুসারে; অথবা —

"যুবকের প্রতি যুবতীগণের এবং যুবতীর প্রতি যুবকগণের মন যেরূপ সর্বতোভাবে রত হয়, আমার মনও সেইরূপভাবে আপনার প্রতি রত হউক" এই পদ্মপুরাণোক্ত প্রণালী অনুসারে — 'আমার সুকর্ম ও দুষ্কর্মবিষয়ে যে অনুরাগ রহিয়াছে, সেই অনুরাগ সর্বতোভাবে ভগবদ্‌বিষয়েই প্রবর্তিত হউক' — এইরূপেই ভক্তগণের দুষ্কর্ম সমর্পণের প্রণালী সমাধান করিতে হয়। কামিগণের কিন্তু সর্বপ্রকারেই দুষ্কর্মের অর্পণ বিহিত; কামিগণের অর্থাৎ সকাম কর্মিগণের পক্ষে — "ফলাভিনিবেশশূন্য ব্যক্তি ঈশ্বরে অর্পণসহকারে বেদোক্ত কর্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া নৈষ্কর্ম্যরূপা সিদ্ধি লাভ করেন" এই বাক্যে কেবলমাত্র বৈদিক কর্মেরই প্রশংসা বলিতেছেন। ইহা নিমির প্রতি শ্রীআবির্হোত্রের উক্তি ॥২২১॥

অথ বৈদিক-কর্মার্পণস্য প্রশংসামাহুঃ, (ভা: ৮।৫।৪৭) —

(২৬২) **"ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্মাণি বিফলানি বা**
দেহিনাং বিষয়ার্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি ॥"

বিষয়ার্তানাং কর্মাণি ক্বচিৎ **ক্লেশো ভূরি** যেষু তথাপি **অল্পং** ফলং যেষু তথাভূতানি ভবন্তি; ক্বচিৎ কৃষ্যাদিবদ্**বিফলানি বা** ভবন্তি। **ত্বয়্যর্পিতং** কর্ম **তু ন তথা;** কিন্তু ক্লেশং বিনা যথা-কথঞ্চিৎ কৃতস্য কামনয়াপ্যর্পণে তৎকামস্যাবশ্যক-প্রাপ্তিঃ; সা চ সর্বত উৎকৃষ্টা ভবতি। তথা তন্মাত্রফলেন চ পর্য্যাপ্তির্ন ভবতি, — সংসার-বিধ্বংসাদি-ফলত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তম্, (ভা: ১১।২।৩৫) —

"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥"

ইতি, (ভা: ৫।১৯।২৬) **"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্"** ইত্যাদি চ, — যথৈব নাভিঃ শ্রীমদৃষভদেব-রূপং ভগবন্তং পুত্রত্বেনাপি লেভে। শ্রীগীতাসু চ (২।৪০) —

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥" ইতি।

দেবাঃ শ্রীমদজিতম্ ॥২২২॥

(২৬২) অনন্তর বৈদিক কর্মার্পণের প্রশংসা বর্ণন করিতেছেন —

"হে ভগবন্! বিষয়াতুর দেহিগণের কর্মসমূহ ক্লেশবহুল, অল্পসারযুক্ত অথবা বিফলই হয়, পরন্তু আপনাতে অর্পিত কর্ম সেরূপ হয় না।"

বিষয়াতুর জীবগণের কর্মসমূহ কোন সময়ে ক্লেশবহুল, অথচ অল্পসারযুক্ত অর্থাৎ অল্পফলযুক্ত হয়। আবার কখনও বা কৃষিপ্রভৃতির ন্যায় বিফলই হয়। আপনার উদ্দেশ্যে অর্পিত কর্ম কিন্তু সেরূপ হয় না; পরন্তু অনায়াসে যেকোনরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম যদি কামনাসহকারেও আপনার উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়, তাহা হইলেও কামনার ফলপ্রাপ্তি অবশ্যই ঘটে; আর সেই ফলপ্রাপ্তি সর্বতোভাবে বা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টই হয়। বিশেষতঃ কেবলমাত্র কামনানুরূপ ফলদায়করূপেই উহার পরিসমাপ্তি হয় না, যেহেতু সংসারবিধ্বংস প্রভৃতি ফলও উহা হইতে সিদ্ধ হয়। অতএব এরূপ উক্ত হইয়াছে —

"হে মহারাজ! যে ভাগবতধর্মসমূহ আশ্রয় করিলে মনুষ্য কখনও বিঘ্নদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না এবং অজ্ঞানতঃও যদি কোন কোন নিয়মাদি লঙ্ঘনপূর্বক ইহার অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও তাহাকে পাপভাগী বা ফল হইতে বঞ্চিত হইতে হয় না।"

এইরূপ — "ভগবান্ ভক্তকর্তৃক প্রার্থিত হইলে তাঁহার প্রার্থিত বিষয় সত্যই দান করেন" ইত্যাদি জ্ঞাতব্য। এইহেতুই নাভিও ঋষভদেবরূপী ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগীতায়ও বলিয়াছেন —

"এই নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিলে, উহা বিফল হয় না; ইহাতে কোনরূপ বিঘ্নেরও আশঙ্কা নাই। ইহার অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও মহাভয়ঙ্কর সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে।" ইহা শ্রীমান্ অজিতের প্রতি দেবগণের উক্তি ॥২২২॥

তদেব কর্মার্পণমুপপাদয়তি ত্রিভিঃ, (ভা: ১।৫।৩২-৩৪); (১।৫।৩২) —

(২৬৩) **"এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।**
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥"

ব্রহ্মন্! হে বেদব্যাস! **এতত্তাপত্রয়স্য চিকিৎসিতং** চিকিৎসা তৈশ্চাতুর্মাস্য-বাসিভিঃ পরমহংসৈঃ **সূচিতম্**। কিং তৎ? — **ভগবতি কর্ম যৎ** সমর্পিতং ভবতি, তৎ কর্মসমর্পণমেবেত্যর্থঃ। কথম্ভূতে? স্বয়ংভগবতি পূর্ণস্বরূপৈশ্বর্যাদিমত্তয়া সর্বাংশিন্যেব, কেনচিদংশেন জীবাদি-নিয়ন্তৃতয়া **ঈশ্বরে** পরমাত্ম-শব্দবাচ্যে, স্বরূপভূত-বিশেষান্ বিনা কেবলচিন্মাত্রতয়া প্রতিপাদ্যত্বেন **ব্রহ্মণি** তচ্ছব্দবাচ্যে ॥২২৩॥

সম্প্রতি যুক্তিসহকারে সেই কর্মসমর্পণেরই সমর্থন তিনটি শ্লোকে উক্ত হইতেছে —

(২৬৩) "হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম ও ঈশ্বরস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রতি যে কর্ম সমর্পিত হয়, ইহাই তাপত্রয়ের চিকিৎসারূপে সূচিত হইয়াছে।"

হে ব্রহ্মন্! হে বেদব্যাস! ইহাই তাপত্রয়ের চিকিৎসারূপে চাতুর্মাস্যযাজী সেই পরমহংসগণকর্তৃক সূচিত হইয়াছিল। তাহা কি? তাহাই বলিয়াছেন — শ্রীভগবানে যে কর্ম সমর্পিত হয় তাহাই কর্মসমর্পণ। কিরূপ ভগবানে? তাহা বলিতেছেন — যিনি স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ পরিপূর্ণ স্বরূপৈশ্বর্যাদিবিশিষ্ট সর্বাংশিস্বরূপ —

তাঁহাতেই; আবার, যিনি কোন অংশবিশেষদ্বারা জীবাদির নিয়ন্তা বলিয়া ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মশব্দবাচ্য হন; আর, যিনি স্বরূপভূত বিশেষহীন, কেবল চিন্মাত্রস্বরূপে প্রতিপাদ্য হইলে ব্রহ্মশব্দবাচ্য হন, (সেই শ্রীভগবানে কর্মসমর্পণই তাপত্রয়ের চিকিৎসারূপে সূচিত হইয়াছে) ॥২২৩॥

ননূৎপত্ত্যৈব তত্তৎসঙ্কল্পেন বিহিতত্বাৎ সংসার-হেতোঃ কর্মণঃ কথং তাপত্রয়-নিবর্তকত্বম্? উচ্যতে, — সামগ্রীভেদেন ঘটত ইতি; যথা (ভা: ১।৫।৩৩) —

(২৬৪) **"আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।**
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥"

য আময়ো রোগো **যেন** ঘৃতাদিনা **জায়তে, তদেব** কেবলমাময়কারণং **দ্রব্যং তমাময়ং ন পুনাতি** নিবর্তয়তি, কিন্তু **চিকিৎসিতং** — দ্রব্যান্তরৈর্ভাবিতং সন্নিবর্তয়ত্যেব ॥২২৪॥

আশঙ্কা— স্বভাবতই কর্মসমূহ স্বর্গাদিফলসমূহের সঙ্কল্পযুক্তরূপেই বেদশাস্ত্রে বিহিত হওয়ায় ঐসকল সংসারেরই হেতু বলিয়া তাহাদ্বারা কিরূপে তাপত্রয়নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে? ইহার উত্তর বলিতেছেন— সামগ্রীভেদে উহা সম্ভবপর হয়। যথা—

(২৬৪) "হে উত্তমব্রতপরায়ণ! প্রাণিগণের যে আময় যাহাদ্বারা (যে-দ্রব্যদ্বারা) উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যই (সেই) আময়কে নিবৃত্ত করে না, কিন্তু চিকিৎসিত হইলে (নিবৃত্ত করে)।"

'যে আময়' অর্থাৎ যে রোগ ঘৃতাদি যে দ্রব্যদ্বারা উৎপন্ন হয়, কেবলমাত্র রোগের কারণস্বরূপ সেই ঘৃতাদি দ্রব্যই সেই রোগকে নিবৃত্ত করিতে পারে না, কিন্তু 'চিকিৎসিত' অর্থাৎ অন্যান্য দ্রব্যদ্বারা ভাবিত হইলে (অর্থাৎ অন্যান্য দ্রব্যযোগে সেই ঘৃত কোন ঔষধরূপে প্রস্তুত হইলে) সেই ঘৃতাদি দ্রব্যই সেই রোগকে অবশ্যই নিবৃত্ত করে ॥২২৪॥

(ভা: ১।৫।৩৪) —

(২৬৫) **"এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ।**
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥"

পরে ভগবতি **কল্পিতাঃ** কামনয়াপ্যর্পিতাঃ সন্তঃ সংসার-ধ্বংসপর্যন্তফলত্বাৎ **আত্মবিনাশায়** কর্মনিবৃত্তয়ে **কল্পন্তে** ॥২২৫॥ শ্রীনারদঃ শ্রীবেদব্যাসম্ ॥২২৩-২২৫॥

(২৬৫) "এইরূপ সর্বপ্রকার ক্রিয়াযোগই মানবগণের সংসারের কারণ হইলেও সেই কর্মযোগসমূহই পরতত্ত্বে অর্পিত হইয়া আত্মবিনাশে অর্থাৎ কর্ম-নিবৃত্তিতে সমর্থ হয়।"

'পরে' অর্থাৎ পরমতত্ত্ব ভগবানে 'কল্পিতাঃ' অর্থাৎ কামনাসহকারে অর্পিত হইয়াও সংসারধ্বংসপর্যন্ত ফলদান করে বলিয়া 'আত্মবিনাশ' অর্থাৎ কর্মনিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় ॥২২৫॥ ইহা শ্রীবেদব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥২২৩-২২৫॥

কিঞ্চ, কর্মফলং বস্তুতো ভগবদাশ্রয়মেব; তত্তু দুর্বুদ্ধেরাত্মসাৎকুর্বতো যুক্ত্যৈব তুচ্ছফল-প্রাপ্তিঃ সংসারশ্চ। সুধিয়স্তু তৎ(ভগবৎ)সাৎকুর্বতস্তদ্বৈপরীত্যমিত্যাহ গদ্যাভ্যাম্ প্রথমং গদ্যম্ (ভা: ৫।৭।৬) —

(২৬৬) **"সংপ্রচরৎসু নানাযাগেষু বিরচিতাঙ্গক্রিয়েষ্বপূর্বং যত্তৎ ক্রিয়াফলং ধর্মাখ্যং পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্বদেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রাণামর্থনিয়ামকতয়া সাক্ষাৎ কর্তরি পরদেবতায়াং ভগবতি বাসুদেব এব ভাবয়মান আত্মনৈপুণ্য-মৃদিতকষায়ো হবিঃষ্বধ্বর্য্যুভির্গৃহ্যমাণেষু স যজমানো যজ্ঞভাগভাজো দেবাংস্তান্ পুরুষাবয়বেষ্বভ্যধ্যায়ৎ"** ইতি;

টীকা চ – "**সম্প্রচরৎসু** প্রবর্তমানেষু **নানাযাগেষু বিরচিতা** অনুষ্ঠিতা **অঙ্গক্রিয়া** যেষাং তেষু যৎ **অপূর্বম্**, **তদ্‌বাসুদেব এব ভাবয়মানঃ** সঞ্চিন্তয়ন্ **স যজমানো যজ্ঞভাগভাজো** যে **দেবাঃ** সূর্যাদয়স্তান্ **পুরুষস্য** বাসুদেবস্য **অবয়বেষু** চক্ষুরাদিষু **অভ্যধ্যায়ৎ** ন তু তৎপৃথক্ত্বেনেত্যর্থঃ। **অপূর্বে** পক্ষদ্বয়ং মীমাংসকানাম্, – তদানীমেব সূক্ষ্মত্বেনোৎপন্নং ফলমেবাপূর্বম্, কালান্তরে ফলোৎপাদিকা কর্মশক্তির্বেতি। তদুক্তম্, –

'যাগাদেব ফলং তদ্ধি শক্তিদ্বারেণ সিধ্যতি। সূক্ষ্মশক্ত্যাত্মকং বাপি ফলমেবোপজায়তে।।' ইতি তদেবাহ, – **ক্রিয়াফলং ধর্মাখ্য**মিতি চ। ননু যজ্ঞাঙ্গং দেবতাকর্মপ্রধানমিতি মতম্, তর্হি কর্তৃনিষ্ঠমপূর্বং স্যাৎ। তদুক্তম্, –

"কর্মভ্যঃ প্রাগযোগ্যস্য কর্মণঃ পুরুষস্য বা। যোগ্যতা শাস্ত্রগম্যা যা পরা সাপূর্বমিষ্যতে।।" ইতি।

অথ দেবতাপ্রধানং কর্ম তু দেবতারাধনার্থম্; তদা দেবতাপ্রসাদরূপত্বাদপূর্বস্য দেবতাশ্রয়ত্বমেব যুক্তম্। কর্মভ্যঃ প্রাগযোগ্যস্য প্রোক্ষণাদ্যপূর্বস্যেব ব্রীহ্যাদ্যাশ্রয়ত্বম্; কুতো বাসুদেবাশ্রয়মপূর্বং ভাবয়তি ? উচ্যতে, – যদি কর্তৃনিষ্ঠমপূর্বং স্যাৎ, তর্হি বাসুদেবস্যান্তর্যামিণঃ প্রবর্তকত্বেন মুখ্যকর্তৃত্বাত্তদাশ্রয়মেবাপূর্বম্; ন তু তৎপ্রযোজ্য-যজমানাশ্রয়ম্, – (জৈমিনিসূত্রে দ্বাদশাধ্যায্যাং ৩য় অ: ৭ম পা:) "শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি" ইতি ন্যায়াৎ; অন্যথা ঋত্বিজামপ্যপূর্বাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। তদেতদাহ, – **সাক্ষাৎ** কর্তরি ইতি; দেবতাশ্রয়ত্বেঽপি বাসুদেবাশ্রয়ত্বমেবেত্যাহ-**পরদেবতায়ামিতি**; পরদেবতাত্বে হেতুঃ – **সর্বদেবতালিঙ্গানাং** তত্তদ্দেবতা-প্রকাশকানাং **মন্ত্রাণাং** যে **অর্থাঃ** ইন্দ্রাদিদেবতাস্তেষাং **নিয়ামকতয়া** তস্যৈব প্রসাদনীয়ত্বাৎ ফলদাতৃত্বাচ্চ যুক্তমেবাপূর্বাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ। এবং ভাবনমেব **আত্মনো নৈপুণ্যং** কৌশলম্, তেন **মৃদিতাঃ** ক্ষীণাঃ **কষায়াঃ** রাগাদয়ো যস্য। **অধ্বর্যুভিরিতি** বহুবচনং নানা-কর্মাভিপ্রায়েণ" ইত্যেষা। অত্র শ্রীবিষ্ণোরঙ্গিত্বে প্রাপ্তে যজ্ঞাঙ্গত্বেন তদ্ভজনঞ্চ দোষ ইতি লভ্যতে; অত্র পাদ্মোত্তরখণ্ডে যথা –

"উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্মসু।।" ইতি; পাষণ্ডিত্বমত্র বৈষ্ণবমার্গাদ্ভ্রষ্টত্বমিত্যর্থঃ। শ্রীগীতাসু চ (৯।২৩, ২৪) –

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।।
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।।" ইতি।

অতো বাস্তববিচারে সর্ব এব বেদমার্গাঃ শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবস্যন্তীত্যভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীমদক্রূরেণ, (ভা: ১০।৪০।৯; ১০) –

> "**সর্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্বদেবময়েশ্বরম্।**
> **যে নানা-দেবতা-ভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো।।**
> **যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতা বিভো।**
> **বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ।।**" ইতি;

অত্র **গতয়ো** মার্গাঃ; **অন্ততো** বিচার-পর্য্যবসানে।।২২৬।।

এবিষয়ে আরও বলা হইতেছে যে, কর্মফল বস্তুতঃ শ্রীভগবান্‌কেই আশ্রয় করিয়া থাকে (অর্থাৎ তাঁহারই অধীন)। অতএব যে দুর্মতি পুরুষ তাহা আত্মসাৎ করে, তাহার তুচ্ছ (অর্থাৎ ক্ষয়শীল) ফলপ্রাপ্তি এবং সংসার যুক্তিযুক্তই হয়। আর, সুবুদ্ধি পুরুষ উহা শ্রীভগবানে অর্পণ করেন বলিয়া বিপরীত অর্থাৎ উত্তম ফলই লাভ করেন। দুইটি গদ্যবাক্যে ইহা বলা হইতেছে –

(২৬৬) "(রাজা ভরত) বিরচিত অঙ্গক্রিয়াবিশিষ্ট নানাবিধ যাগ প্রবর্তমান হইলে, ক্রিয়ার ফল ধর্মসংজ্ঞক যে-অপূর্ব, তাহা সর্বদেবতার লিঙ্গস্বরূপ মন্ত্রসমূহের অর্থ-নিয়ামকরূপে পরমদেবতাস্বরূপ সাক্ষাৎ কর্তা, যজ্ঞপুরুষ, পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীবাসুদেবেরই ভাবনা করায় ঈদৃশ আত্মনৈপুণ্যহেতু মৃদিতকষায় হইয়াছিলেন এবং অধ্বর্যুগণ হবিঃ গ্রহণ করিলে যজমান (সেই ভরত) যজ্ঞভাগভাগী ভিন্ন ভিন্ন দেবগণকে পুরুষের চক্ষুরাদি অবয়বসমূহের মধ্যেই ধ্যান করিয়াছিলেন।"

টীকা – "বিরচিত অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হইয়াছে অঙ্গক্রিয়াসমূহ যাহাতে, এরূপ নানাবিধ যাগ প্রবর্তমান (আরব্ধ) হইলে, ঐসকল যাগে যে অপূর্ব (উৎপন্ন হইয়াছিল) – তাহা বাসুদেবেই ভাবনা অর্থাৎ চিন্তা করিতে করিতে সেই যজমান (রাজা ভরত) – যজ্ঞভাগভাগী সূর্যাদি যেসকল দেবগণ, তাঁহাদিগকে পুরুষের অর্থাৎ বাসুদেবের চক্ষুঃ প্রভৃতি অবয়বসমূহের মধ্যেই ধ্যান করিয়াছিলেন – তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে তাঁহাদের ধ্যান করেন নাই – এইরূপে বাক্যটির অন্বয় হইবে।"

'অপূর্ব' সম্বন্ধে মীমাংসকগণের দুইটি মত রহিয়াছে। একমতে – যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালেই ক্রিয়ার যে সূক্ষ্ম ফল উৎপন্ন হয়, উহারই নাম অপূর্ব। অপরমতে – ক্রিয়াকালে ক্রিয়ার একটি শক্তি উৎপন্ন হয় – যাহা কালান্তরে ফল উৎপাদন করে, ঐশক্তিই অপূর্ব। এসম্বন্ধে মীমাংসকগণের উক্তি – "যাগ হইতেই শক্তিকে দ্বার করিয়া (কালান্তরে) সেই ফল উৎপন্ন হয়, অথবা যাগকালে সাক্ষাদ্ভাবে সূক্ষ্মশক্ত্যাত্মক ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

এস্থলে তাহাই বলিতেছেন – ক্রিয়ার ফল ধর্মনামক (অপূর্ব)। আশঙ্কা – যাগাদিক্রিয়ায় দেবতা ও কর্মই যদি প্রধান হয় – তবে এই মীমাংসকমতানুসারে অপূর্ব যাগাদির কর্তারই মধ্যে থাকে অর্থাৎ কর্মের অনুষ্ঠানকারী যজমানের মধ্যেই থাকে বলিয়া উহা কর্তারই আশ্রিত হয়। এরূপও উক্ত হইয়াছে – "কর্মসমূহের অনুষ্ঠানের পূর্বে কর্ম অথবা কর্মকর্তার মধ্যে ফলোৎপাদনের যোগ্যতা লক্ষিত না হইলেও শাস্ত্র হইতে অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা তাহাদের যে যোগ্যতা জানা যায়, সেই উত্তম যোগ্যতাকেই অপূর্ব বলিয়া গণ্য করা হয়।" পক্ষান্তরে যদি যাগাদিকর্মে দেবতাপ্রধান কর্ম দেবতার আরাধনার্থ হয়, তবে অপূর্ব দেবতারই অনুগ্রহস্বরূপ বলিয়া দেবতারই আশ্রিত হইয়া থাকে – এরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত।

যাগাদির অনুষ্ঠানকালে তদুপযোগী ধান্যপ্রভৃতিকে প্রোক্ষণ অর্থাৎ জলসেচনাদিদ্বারা সংস্কারযুক্ত করিলে যে অপূর্ব জন্মে, সেই অপূর্ব যেরূপ কর্মানুষ্ঠানের পূর্বে কর্মের ফল উৎপাদনে অসমর্থ অবস্থায় ধান্যাদিকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে – এস্থলেও তদ্রূপই জ্ঞাতব্য। এঅবস্থায় অপূর্ব বাসুদেবের আশ্রিত হয় কিরূপে ? ইহার উত্তর এই যে – অপূর্ব যদি যাগাদির কর্তার আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও অন্তর্যামী বাসুদেবই যজমানের প্রয়োজক বা প্রবর্তক বলিয়া তিনিই যাগাদির মুখ্য কর্তা, সুতরাং অপূর্ব তাঁহারই আশ্রিতরূপে স্বীকার্য, পরন্তু তাঁহা কর্তৃক প্রয়োজ্য অর্থাৎ তিনি যাহাকে যাগাদি কর্মের প্রেরণা দান করেন, সেই যজমানের আশ্রিতরূপে স্বীকার্য নহে। "শাস্ত্রোক্ত ফল প্রযোজক কর্তায়ই সিদ্ধ হয়" এইরূপ ন্যায়ও রহিয়াছে। এই জন্যই যজমানকর্তৃক ক্রিয়ায় নিয়োজিত ঋত্বিগ্‌গণ যে ক্রিয়া করেন, তাহার ফল প্রয়োজক যজমানেরই হয়, আর ইহা স্বীকার না করিলে ঋত্বিগ্‌গণও অপূর্বের আশ্রয় হইতে পারেন। এই জন্যই বলিয়াছেন – 'সাক্ষাৎকর্তা (শ্রীভগবানে)।' অর্থাৎ জীবের কর্মমাত্রেরই প্রেরক তিনি বলিয়া তিনিই মূলকর্তা, অতএব অপূর্বকে যদি কর্তার আশ্রিতরূপে স্বীকার করা হয় তবে এই মূলকর্তা শ্রীভগবানেরই আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করা উচিত। আর, অপূর্ব যদি যাগাদি কর্মে উপাস্য ইন্দ্রাদি দেবগণের আশ্রিতরূপেও স্বীকার্য হয় তাহা হইলেও যে উক্ত অপূর্ব বাসুদেবেরই আশ্রিত তাহা বলিতেছেন – 'পরদেবতাস্বরূপ'। অর্থাৎ অপূর্ব দেবতাগণের আশ্রিতরূপে স্বীকার্য হইলে বাসুদেবই পরমদেবতা বলিয়া তাঁহারই আশ্রিতরূপে স্বীকার করা সঙ্গত। তিনি পরদেবতা কেন ? তাহা বলিতেছেন – 'সকলদেবতার

লিঙ্গ' অর্থাৎ ইন্দ্রাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণের প্রকাশক মন্ত্রসমূহের যাহা 'অর্থ' অর্থাৎ ইন্দ্রাদিস্বরূপ যে প্রতিপাদ্য বস্তুসমূহ, তাঁহাদেরও 'নিয়ামক' বাসুদেব — অতএব যাগাদি ক্রিয়ায় তাঁহারই প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে হয় বলিয়া এবং তিনিই ফলদাতা বলিয়া তাঁহাকেই অপূর্বের আশ্রয়রূপে স্বীকার করা যুক্তিযুক্তই হয়। এইরূপ যে 'ভাবনা' — উহাই 'আত্মনৈপুণ্য' অর্থাৎ নিজ কৌশল এবং তদ্দ্বারাই 'মৃদিত' অর্থাৎ ক্ষীণ হইয়াছিল 'কষায়' অর্থাৎ আসক্তি প্রভৃতি দোষসমূহ যাঁহার (সেই ভরত)। একটি যজ্ঞে অধ্বর্যু (যজুর্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্) একজনই থাকেন, এঅবস্থায় এস্থলে 'অধ্বর্যুভিঃ' (অধ্বর্যুগণকর্তৃক) এইরূপ বহুবচন নানাক্রিয়ার (অর্থাৎ তিনি অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন — এই) অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে।" (এপর্যন্ত টীকা)। এস্থলে যজ্ঞের অঙ্গী অর্থাৎ প্রধানরূপে শ্রীবিষ্ণুর প্রতিপাদনহেতু কর্মিগণ যজ্ঞের অঙ্গরূপে যে তাঁহার ভজন করেন, তাহা দোষরূপেই উপলব্ধ হইতেছে। এবিষয়ে পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডের বচন "যে ব্যক্তি কর্মসমূহে বহু দেবতার উদ্দেশ্যে হোম ও দান করেন কিংবা যজমানস্বরূপ নিজকেই কর্মে প্রধান মনে করেন, তাহাকে পাষণ্ডী বলিয়া জানিতে হইবে।" এস্থলে 'পাষণ্ডিত্ব' বলিতে বৈষ্ণবমার্গ হইতে বিচ্যুতিকে বোঝাইতেছে। শ্রীগীতাশাস্ত্রেও বলিয়াছেন —

"হে কৌন্তেয়! যেসকল ভক্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অন্য দেবতারও যজন করেন, তাঁহারাও অবিধিপূর্বক আমারই যজন করিয়া থাকেন। আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা, ইহা যথার্থতঃ অবগত হইতে পারে না, এই জন্যই পুনরায় তাহারা সংসারেই পতিত হয়।"

অতএব বাস্তববিচারে বৈদিক সকলমার্গ শ্রীভগবানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে এই অভিপ্রায়েই শ্রীঅক্রূর বলিয়াছেন —

"হে সর্বদেবময় প্রভো! যাহারা নানা দেবতার ভক্ত, যদিও তাহাদের বুদ্ধি অন্যপ্রকার, তথাপি সকলেই ঈশ্বরস্বরূপ আপনারই আরাধনা করেন। হে বিভো! যেরূপ পর্বতজাত নদীসমূহ বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া সকল দিক্ হইতে আসিয়া এক সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ সকলপ্রকার গতি অন্তে আপনাকেই প্রাপ্ত হয়।"

'গতি' অর্থাৎ মার্গসমূহ। 'অন্ততঃ' — বিচারের অবসানে ॥২২৬॥

অথ দ্বিতীয়ং গদ্যম্ (ভা: ৫।৭।৭) —

(২৬৭) **"এবং কর্মবিশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তর্হৃদয়াকাশ-শরীরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালারিদরগদাদিভিরুপলক্ষিতে নিজপুরুষ-হৃল্লিখিতে-নাত্মনি পুরুষরূপেণ বিরোচমান উচ্চৈস্তরাং ভক্তিরনুদিনমেধমানরয়াজায়ত"** ইতি;

এবং পূর্বোক্ত-প্রকারেণ **কর্মবিশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য ভক্তিঃ** সশ্রদ্ধ-শ্রবণ-কীর্তনাদি-লক্ষণা **অজায়ত** ইত্যন্বয়ঃ। ক্বচিদ্**ভগবতি বাসুদেবে** — পূর্ণস্বরূপভগাভ্যাং সর্বনিবাসেন চ তত্তন্নাম্না প্রসিদ্ধে; **অন্তর্হৃদয়ে** য **আকাশঃ**; স এব **শরীরং** স্বস্যৈবাবির্ভাব-বিশেষাধিষ্ঠানং যস্য তস্মিন্নন্তর্যামিণি পরমাত্মাখ্যে; **ব্রহ্মণি** নির্বিশেষতয়াবির্ভাবাত্তদাখ্যে চ। ভগবতো নিরাকারত্বং বারয়তি, — মহাপুরুষস্য যদ্রূপং শাস্ত্রে শ্রূয়তে, তদুপলক্ষ্যতে দৃশ্যতে যত্র তস্মিন্; কিঞ্চ শ্রীবৎসাদিভিরপি চিহ্নিতে; **এধমানরয়া** বর্ধমানপ্রকর্ষা ॥২২৭॥ শ্রীশুকঃ ॥২২৬-২২৭॥

(২৬৭) অনন্তর দ্বিতীয় গদ্যটি এইরূপ —

"এইরূপে কর্মবিশুদ্ধিদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে (সেই রাজা ভরতের) হৃদয়াকাশরূপ শরীরে অবস্থিত মহাপুরুষরূপযুক্ত, ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতিদ্বারা উপলক্ষিত এবং শ্রীনারদাদি নিজ ভক্তজনগণের হৃদয়ে অঙ্কিত পুরুষরূপে নিজ চিত্তে (ভরতের চিত্তে) দেদীপ্যমান ভগবান বাসুদেবে অনুদিন প্রবলবেগে অতিশয় ভক্তির উদয় হইতেছিল।"

'এইরূপে' অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপে কর্মবিশুদ্ধিহেতু বিশুদ্ধচিত্ত (সেই রাজা ভরতের) 'ভক্তি' অর্থাৎ সশ্রদ্ধ শ্রবণকীর্তনাদিরূপা (ভক্তি) উৎপন্ন হইয়াছিল— এরূপ অন্বয় হইবে। কাহার প্রতি তাহাই বলিতেছেন—যিনি 'ভগবান্ বাসুদেব' অর্থাৎ পরিপূর্ণ স্বরূপ ও ভগহেতু 'ভগবান্' এই নামে এবং সকলের নিবাসস্থান বলিয়া 'বাসুদেব' এই নামে প্রসিদ্ধ এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত আকাশই যাঁহার আবির্ভাববিশেষের 'শরীর' অর্থাৎ অধিষ্ঠানক্ষেত্র, সেই পরমাত্মসংজ্ঞক যিনি অন্তর্যামিস্বরূপ এবং যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্বিশেষরূপে আবির্ভাবদশায় ব্রহ্মসংজ্ঞায় কথিত হন (সেই ভগবান্ বাসুদেবে অনুদিন তাদৃশী ভক্তির উদয় হইতেছিল)। শ্রীভগবানের নিরাকারত্ব নিষেধের জন্য বলিতেছেন—

শাস্ত্রে মহাপুরুষের যে রূপ শোনা যায়, সেই 'রূপ' 'উপলক্ষিত' অর্থাৎ দৃষ্ট হয় যাঁহার মধ্যে এবং যিনি শ্রীবৎসাদিদ্বারাও চিহ্নিত (সেই ভগবান্ বাসুদেবে); (ভক্তির বিশেষণ বলিতেছেন) — 'এধমানরয়া' অর্থাৎ যে ভক্তির প্রকর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল ॥২২৭॥ ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥২২৬-২২৭॥

তদেতৎ কর্মার্পণং দ্বিবিধম্, — ঈশ্বর(ভগবৎ)প্রীণনরূপম্, তস্মিংস্তৎফলত্যাগ(কর্মত্যাগ) রূপঞ্চেতি; যথোক্তং কৌর্মে, —

"প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্মণানেন শাশ্বতঃ। করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥
যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্যাৎ পরমেশ্বরে। কর্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্ ॥" ইতি;

অত্র কর্মার্পণে নিমিত্তানি চ ত্রীণি — কামনা, নৈষ্কর্ম্যম্, ভক্তিমাত্রঞ্চেতি (ভক্ত্যাভাসশ্চেতি)। নিষ্কামত্বং তু কেবলং ন সম্ভবতি, — "যদ্যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্" ইত্যুক্তেঃ। অত্র(কর্মার্পণে)চ কামনা-নৈষ্কর্ম্যয়োঃ — প্রায় ঈশ্বরে কর্ম(ফলকাম)-ত্যাগরূপত্বম্; প্রীণনং তু তদাভাস(প্রীণনরূপ-ভক্ত্যাভাস) এব, স্বার্থপরত্বাৎ। ভক্তৌ তু পুনঃ কেবলং ভগবৎ-প্রীণনমেব, — ভক্তেস্তদেকজীবনত্বাৎ। তত্র কামনা-প্রাপ্তির্যথা — (ভা: ৮।৫।৪৭) "**ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি**" ইত্যাদৌ যথা (ভা: ৪।১৩।২৫-৩৬) চাঙ্গস্য রাজ্ঞঃ পুত্রার্থকে যজ্ঞে। নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্তিশ্চ (ভা: ১১।৩।৪৬) "**বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিম্**" ইত্যাদৌ।

অথ ভক্তিপ্রাপ্তিশ্চ "**এবং কর্মবিশুদ্ধ্যা**" ইত্যাদি-গদ্যে দর্শিতৈব; (ভা: ১।৫।৩৫) —

"**যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্।**
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ॥" ইত্যত্র চ —

ভক্তিযোগ-সহচরত্বাৎ **জ্ঞানমত্র** ভগবজ্জ্ঞানম্।

পরমভক্তাস্তু ভগবৎপরিতোষণরূপং প্রীণনমেব প্রার্থয়ন্তে (ভা: ৪।৩০।৩৯, ৪০) —

(২৬৮) "**যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা, বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।**
আর্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ, সর্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব ॥
(২৬৯) **যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ, নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু।**
সর্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো, বৃণীমহে তে পরিতোষণায় ॥"

অদভ্রং কালং বহুকালং তে তব **পরিতোষণায়** ভবত্বিতি **বৃণীমহে**॥ প্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্ ॥২২৮॥

এই কর্মার্পণ দুইপ্রকার— ঈশ্বরে অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রীণন(প্রীত্যুৎপাদন)স্বরূপ, আর তাঁহাতে কর্মফলত্যাগ(কর্মত্যাগ)স্বরূপ। কূর্মপুরাণে এরূপ উক্ত হইয়াছে—

"সনাতন পরমেশ্বর ভগবান্ এই কর্মদ্বারা প্রীত হউন — এইরূপ বুদ্ধিতে সর্বদা কর্ম অনুষ্ঠান করিলে ইহা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্পণস্বরূপ হয়। অথবা পরমেশ্বরে কর্ম ফলসমূহের অর্পণ করিবে; ইহাকেও উত্তম ব্রহ্মার্পণ বলা হয়।"

*এই কর্মার্পণবিষয়ে তিনপ্রকার নিমিত্ত দেখা যায় — (১) কামনা, (২) নৈষ্কর্ম্য এবং (৩) কেবল ভক্তিমাত্র (ভক্ত্যাভাস)। "জীব যে যে কার্য করে, তৎসমুদয়ই কামনা পূরণেরই চেষ্টামাত্র" — এই ন্যায়ানুসারে কেবল নিষ্কামত্ব কোন কর্মেই সম্ভবপর হয় না। এস্থলে কামনা ও নৈষ্কর্ম্য এই উভয়ের সম্বন্ধযুক্ত কর্মসমর্পণে স্বার্থপরতা থাকে বলিয়া ফলকামনা ত্যাগেরই প্রাধান্য, ভগবৎপ্রীণন আভাস(প্রীণনরূপ ভক্ত্যাভাস)মাত্র। আর ভক্তিমূলক কর্মার্পণে ভগবৎপ্রীণনই প্রধান হয়, — **যেহেতু ভগবৎপ্রীণনই ভক্তির একমাত্র জীবনস্বরূপ**। এই কর্মার্পণহেতু কামনাপ্রাপ্তির কথা এই শ্লোকে স্বীকৃত হইতেছে —*

"বিষয়পীড়িত জীবগণের কর্মসমূহ সাধারণতঃ যেরূপ আয়াসবহুল ও অল্পফলযুক্ত, কিংবা বিফলই হয়, আপনাতে অর্পিত হইলে উহা সেরূপ হয় না (অর্থাৎ অল্প আয়াসে বহুফললাভই হয়)।"

মহারাজ অঙ্গের পুত্রকামনামূলক যজ্ঞেই ঐরূপ দেখা যায়।

নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্তিবিষয়ে এরূপ উল্লেখ আছে —

"অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরে অর্পণসহকারে বেদোক্ত কর্মেরই অনুষ্ঠানপূর্বক মানব নৈষ্কর্ম্যাত্মিকা সিদ্ধিলাভ করে।" আর, ভক্তিপ্রাপ্তির কথা — "এইরূপে কর্মবিশুদ্ধিহেতু" ইত্যাদি পূর্বোক্ত গদ্যবাক্যেই উক্ত হইয়াছে। এরূপ আরও বলিয়াছেন —

"সংসারে মানবগণ শ্রীভগবানের পরিতোষণাত্মক যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন, ভক্তিযোগসমন্বিত জ্ঞান তাহারই অধীন (অর্থাৎ তাহা হইতেই উৎপন্ন হয়)।"

এস্থলে ভক্তিযোগের সহচররূপে উল্লেখহেতু এই জ্ঞান ভগবজ্জ্ঞান, (পরন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান নহে)।

পরমভক্তগণ শ্রীভগবানের পরিতোষ উৎপাদনরূপ প্রীণনই প্রার্থনা করেন। যথা —

(২৬৮-২৬৯) "হে ভগবন্! আমরা যে যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়াছি, গুরুগণ, বিপ্রগণ ও বৃদ্ধগণকে সর্বদা আনুগত্যদ্বারা প্রসন্ন করিয়াছি, আর্যগণকে নমস্কার করিয়াছি, সুহৃদ্‌গণ, ভ্রাতৃগণ ও সর্বভূতের প্রতি অসূয়াশূন্য ব্যবহার করিয়াছি এবং বহুকালপর্যন্ত অনাহারে জলমধ্যে সুষ্ঠুভাবে এই তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছি — ইহা সমস্তই ভূমাপুরুষস্বরূপ আপনার পরিতুষ্টির কারণ হউক — ইহাই আমরা প্রার্থনা করিতেছি।"

'অদভ্রং কালং' — বহুকালপর্যন্ত, আপনার পরিতুষ্টির কারণ হউক — ইহাই বররূপে প্রার্থনা করিতেছি।

ইহা শ্রীঅষ্টভুজ পুরুষের প্রতি প্রচেতাগণের উক্তি ॥২২৮॥

তদেবমারোপসিদ্ধা দর্শিতা।

অথ সঙ্গসিদ্ধোদাহরণপ্রাপ্তা মিশ্রা ভক্তির্দর্শ্যতে — স্বরূপসিদ্ধাসঙ্গেন হ্যন্যেষামপি ভক্তি(পরিকর)ত্বং দর্শিতম্ (ভা: ১১।৩।২২) **"তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্"** ইত্যাদি-শ্রীপ্রবুদ্ধবাক্য-প্রকরণে (ভা: ১১।৩।২৩) সর্বাসঙ্গ-দয়া-মৈত্র্যাদীনামপি ভাগবতধর্মত্বাভিধানাৎ।

তত্র কর্মমিশ্রা ত্রিবিধা সম্ভবতি — সকামা, কৈবল্যকামা, ভক্তিমাত্রকামা চ। যদ্যপি কাম-কৈবল্যে (সকামা, কৈবল্যকামেতি দ্বিবিধা ভক্তিঃ) অপি — "যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে! তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥" ইত্যুক্তেঃ কেবলয়ৈব ভক্ত্যা সম্ভবতস্তথাপি তত্তদ্‌বাসনা(ফলকাম-কৈবল্যকাম-ভক্তিমাত্রকামা)নুসারেণ তত্র তত্র(তেষু — তেষু কামেষু প্রত্যেকস্মিন্ কামে) রুচির্জায়ত ইত্যেবং তত্তদর্থং (তত্তৎকামলাভায়) তন্মিশ্রিতা (কর্মাকারা, জ্ঞানাকারা, তদুভয়াকারা বা) তু জায়ত ইত্যবগন্তব্যম্। ততঃ সকামা — প্রায়ঃ কর্মমিশ্রৈব; তত্র কর্ম-শব্দেন ধর্ম এব গৃহ্যতে; তল্লক্ষণঞ্চ যমদূতৈঃ

সামান্যত উক্তম্, – (ভা: ৬।১।৪০) **"বেদপ্রণিহিতো ধর্মঃ"** ইতি; **বেদোঽত্র** ত্রৈগুণ্য-বিষয়ঃ – (গী: ২।৪৫) "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" ইতি শ্রীগীতোক্তেস্তৎপ্রবর্তনমাত্রত্বেন সিদ্ধঃ; ন তু ভক্তিবদজ্ঞানে-নাপীত্যর্থঃ। শ্রীগীতাস্বেবান্যত্র তস্য কর্ম-সংজ্ঞিতত্বঞ্চোক্তম্, – (গী: ৮।৩) "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম-সংজ্ঞিতঃ" ইতি; অত্র বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগস্তদুপলক্ষিতঃ সর্বোঽপি ধর্মঃ কর্মসংজ্ঞিত ইত্যর্থঃ। স চ ভূতানাং প্রাণিনাং যে ভাবা বাসনাস্তেষামুদ্ভবকর ইতি বিশেষণাদ্ভগবদ্ভক্তির্ব্যাবৃত্তা।

অথ ভক্তি-সঙ্গায় ধর্মস্য বৈশিষ্ট্যঞ্চৈকাদশে শ্রীভগবতোক্তম্, – (ভা: ১১।১৯।২৭) **"ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ"** ইতি; ভগবদর্পণেন ভক্তি-পরিকরীকৃতত্বেন চ ভক্তিকৃত্ত্বমুচ্যতে।

তদেবমীদৃশেন কর্মণা মিশ্রা সকামা ভক্তির্যথা (ভা: ৩।২১।৬, ৭) –

(২৭০) **"প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ।**
সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ॥

(২৭১) **ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দমঃ।**
সংপ্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্॥"

অত্র তদ্দর্শন(কর্দমমুনি-দর্শন)জাত-ভগবদশ্রুপাত-লিঙ্গেন (ভা: ৩।২১।৩৮) নিষ্কামস্যাপ্যস্য ব্রহ্মাদেশ-গৌরবেণৈব কামনা জ্ঞেয়া॥ শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরম্॥২২৯॥

পূর্বোক্তরূপে আরোপসিদ্ধা ভক্তি প্রদর্শিত হইল।

সম্প্রতি সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির উদাহরণরূপে মিশ্রা ভক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। স্বরূপসিদ্ধার সঙ্গহেতু অপর ধর্মসমূহও যে ভক্তি(পরিকর)রূপে গণ্য হয় – ইহা – "গুরুই যাহার আত্মা ও দেবতাস্বরূপ ঈদৃশ ব্যক্তি গুরুর নিকট ভাগবতধর্মসমূহ শিক্ষা করিবেন" ইত্যাদিরূপ শ্রীপ্রবুদ্ধের বাক্য প্রকরণে সর্বত্র অনাসক্তি, দয়া ও মৈত্রী প্রভৃতিকে ভাগবতধর্মরূপে কথনহেতু প্রদর্শিত হইয়াছে।

সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির মধ্যে কর্মমিশ্রা তিনপ্রকারে সম্ভব হয় – সকামা, কৈবল্যকামা ও ভক্তিমাত্রকামা। যদিও কাম এবং কৈবল্য (সকামা ও কৈবল্যকামা এই দ্বিবিধা ভক্তি) – "চতুর্বিধ পুরুষার্থলাভের উপযোগী যেসকল সাধন বিদ্যমান রহিয়াছে, শ্রীনারায়ণের আশ্রিত মানব ঐসকল সাধন ব্যতীতই উক্ত পুরুষার্থসমূহ লাভ করেন" – এই উক্তি অনুসারে কেবল ভক্তিদ্বারাই সম্ভবপর হয়, তথাপি তত্তদ্বিষয়ক (কর্মফলকাম-কৈবল্যকাম-ভক্তিমাত্রকাম) বাসনানুসারে সেই সেই বিষয়ে রুচি জাত হয়। এইরূপে সেই সেই বিষয়ের জন্য অর্থাৎ সেই সেই কামনাপূর্তির জন্য সেই সেই কামমিশ্রিত রুচি অর্থাৎ কর্মাকারা, জ্ঞানাকারা বা উভয়প্রকারের রুচি উৎপন্ন হয় বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব সকামা ভক্তি প্রায়শঃ কর্মমিশ্রাই হয়। সেইক্ষেত্রে কর্মশব্দের অর্থ ধর্মই গৃহীত হইয়া থাকে। আর, যমদূতগণের "যাহা বেদবিহিত তাহাই ধর্ম" – এই উক্তিদ্বারাই সামান্যভাবে ধর্মের লক্ষণও উক্ত হইয়াছে। ত্রিগুণযুক্ত কর্মই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় – ইহা শ্রীগীতাশাস্ত্রে "বেদসমূহ ত্রৈগুণ্যবিষয়ক" এই উক্তি হইতেই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অতএব (বেদের অর্থরূপে ধর্মের জ্ঞান হইলে) বেদকর্তৃক পুরুষ ধর্মানুষ্ঠানে প্রবর্তিত হইলেই ধর্ম সিদ্ধ হয়, পরন্তু ভক্তি যেরূপ অজ্ঞানতঃও সিদ্ধ হয় – ধর্ম তদ্রূপ হয় না। শ্রীগীতাশাস্ত্রেই অন্যত্র ধর্মকে কর্মসংজ্ঞায় উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা – "প্রাণিগণের ভাবসমূহের উদ্ভবজনক বিসর্গই কর্মসংজ্ঞায় উক্ত হয়।" 'বিসর্গ' অর্থ দেবতাগণের উদ্দেশ্যে হবিঃপ্রভৃতি দ্রব্যত্যাগ; আর ইহাদ্বারা উপলক্ষিত সর্বপ্রকার ধর্মই কর্মনামে উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই ধর্ম 'প্রাণিগণের ভাব অর্থাৎ বাসনাসমূহের উদ্ভবজনক' – এইরূপ বিশেষণযুক্তরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় ভগবদ্ভক্তিকে পরিত্যাগ করা হইল (অর্থাৎ ভক্তি বাসনার জনক নহে বলিয়া ধর্মসংজ্ঞায় উক্ত হইতে পারে না)।

অতএব ভক্তির সঙ্গসিদ্ধির জন্য একাদশ স্কন্ধে ধর্মের বৈশিষ্ট্যও শ্রীভগবানের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। "যাহা আমার ভক্তিকৃৎ (ভক্তিজনক) তাহাই ধর্ম"। শ্রীভগবানে অর্পণহেতু এবং ভক্তির পরিকররূপে সম্পাদনহেতুই এস্থলে ধর্মকে ভক্তিকৃৎ (ভক্তিজনক) বলা হইল।

ঈদৃশ কর্মদ্বারা মিশ্রা সকামা ভক্তির উদাহরণ—

(২৭০) "ভগবান্ কর্দম ব্রহ্মাকর্তৃক প্রজাসৃষ্টির জন্য আদিষ্ট হইয়া সরস্বতী নদীর তীরদেশে দশসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন।"

(২৭১) "অনন্তর তিনি সমাধিযুক্ত ক্রিয়াযোগ ও ভক্তিদ্বারা শরণাগত জনগণের বরদাতা শ্রীহরির সেবা করিলেন।"

কর্দমঋষির দর্শনে শ্রীভগবানের অশ্রুপাত হওয়ায় কর্দমঋষিকে নিষ্কাম ভক্তরূপেই জানা গিয়াছে; তথাপি কেবল ব্রহ্মার আদেশের গৌরবহেতুই তাঁহার (প্রজাসৃষ্টিবিষয়িণী) কামনা জানিতে হইবে। ইহা শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥২২৯॥

অথ কৈবল্যকামা—ক্বচিৎ কর্মজ্ঞানমিশ্রা, ক্বচিৎ জ্ঞানমিশ্রা চ। তত্র জ্ঞানং (ভা: ১১।১৯।২৭) "**জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্**" ইতি দর্শিতম্। তদীয়-শ্রবণ-মননাদীনাং বৈরাগ্য-যোগ-সাংখ্যানাঞ্চ তদঙ্গ-ত্বাত্তদন্তঃপাতঃ (জ্ঞানাঙ্গত্বাজ্জ্ঞানান্তঃপাতঃ)।

অথ কর্মজ্ঞানমিশ্রা যথা (ভা: ৩।২৭।২১-২৩)—

(২৭২) "অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসম্ভৃতয়া চিরম্ ॥
(২৭৩) জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা ॥
(২৭৪) প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্।
তিরোভবিত্রী শনৈকেরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ ॥"

নিমিত্তং ফলম্; তন্ন **নিমিত্তং** প্রবর্তকং যস্মিন্ তেন, নিষ্কামেণ; **অমলাত্মনা** নির্মলেন মনসা; **জ্ঞানেন** শাস্ত্রোত্থেন; **যোগো** জীবাত্ম-পরমাত্মনোর্ধ্যানম্,—"যোগঃ সন্নহনোপায়-ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিষু" ইতি (অমরকোষে) নানার্থবর্গাৎ; ধ্যানমেবাত্র ধ্যাতৃ-ধ্যেয়-বিবেক-রহিতং (নির্বিকল্পঃ) সমাধিঃ। অত্র (ভা: ১০।৮১।১৯) "**সর্বাসামেব সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্**" ইত্যুক্ত্যা ভক্তেরেবাঙ্গিত্বেঽপ্যঙ্গব-ন্নির্দেশস্তেষাং (যোগিনাং) সৈকেতবত্বাৎ তত্র (ভক্তৌ) সাধনান্তর-সামান্যদৃষ্টিরিত্যভিপ্রায়েণ। অতএব তেষাং মোক্ষমাত্রমেব ফলমিতি ॥ শ্রীকপিলদেবঃ শ্রীদেবহূতিম্ ॥২৩০॥

অনন্তর কৈবল্যকামা ভক্তির বিচার হইতেছে। উহা কোনস্থলে কর্ম-জ্ঞানমিশ্রা, কোনস্থলে বা কেবল জ্ঞানমিশ্রাই হয়। তন্মধ্যে—"একাত্মতাদর্শনই জ্ঞান" এই বাক্যে জ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই জ্ঞানবিষয়ক শ্রবণমননাদি এবং বৈরাগ্য, যোগ ও সাংখ্য (তত্ত্বজ্ঞান)—এই সমুদয় জ্ঞানেরই অঙ্গ বলিয়া তদন্তর্গতই হয়।

অনন্তর কর্ম-জ্ঞানমিশ্রা (কৈবল্যকামা) ভক্তির উদাহরণ—

(২৭২-২৭৪) "অনিমিত্তনিমিত্ত স্বধর্ম, অমল আত্মা, মদ্‌বিষয়ক কথা শ্রবণলব্ধা তীব্রা ভক্তি, তত্ত্বদর্শনমূলক জ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপস্যাযুক্ত যোগ এবং তীব্র আত্মসমাধি—এই সকলদ্বারা পুরুষের প্রকৃতি সর্বদা দগ্ধ হইতে হইতে অগ্নির উৎপত্তিস্থান অরণি কাষ্ঠের ন্যায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া থাকে।"

'নিমিত্ত' অর্থাৎ ফল 'অনিমিত্ত' অর্থাৎ প্রবর্তক নহে যাহার এইরূপ নিষ্কাম কর্মদ্বারা; 'অমলাত্মনা' অর্থাৎ নির্মল চিত্তদ্বারা; 'জ্ঞানেন' অর্থাৎ শাস্ত্রজনিত বোধদ্বারা; 'যোগ' — জীবাত্মা ও পরমাত্মার ধ্যান; নানার্থবর্গাৎ — "যুদ্ধার্থ কবচাদি ধারণ, উপায়, ধ্যান, সঙ্গতি ও যুক্তি — এইসকল যোগশব্দের অর্থ" — এরূপ অমরকোষে বলা হইয়াছে। ধ্যানকর্তা ও ধ্যেয়বস্তুর ভেদজ্ঞানরহিত ধ্যানই (নির্বিকল্প) সমাধি। "শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ই সকল সিদ্ধির মূল" — এরূপ উক্তিহেতু ভক্তিই অঙ্গী (প্রধান) হইলেও এস্থলে যে অঙ্গের মত নির্দেশ হইয়াছে — ইহা তাদৃশ সাধকগণের (যোগিগণের) সকৈতবতাহেতু ভক্তিতে অন্যান্য সাধনের তুল্য জ্ঞান থাকে বলিয়া তাহাদের দৃষ্টি অনুসারেই জানিতে হইবে। আর এইরূপ সাধারণ দৃষ্টিহেতু তাঁহাদের মোক্ষমাত্রই ফল হইয়া থাকে। ইহা শ্রীদেবহূতির প্রতি শ্রীকপিলদেবের বাক্য ॥২৩০॥

অথ জ্ঞানমিশ্রামাহ, (ভা: ১১।১৮।২১) —

(২৭৫) "বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাব-বিমলাশয়ঃ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ ॥"
ভাবো ভাবনয়া ॥ শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবম্ ॥২৩১॥

(২৭৫) অনন্তর জ্ঞানমিশ্রা কৈবল্যকামা ভক্তির বর্ণন হইতেছে।

"মুনি অর্থাৎ মননশীল ব্যক্তি নির্জন ও ভয়শূন্য স্থানে আশ্রয়গ্রহণপূর্বক আমার ভাবদ্বারা নির্মলচিত্ত হইয়া আমার সহিত অভিন্নরূপে একমাত্র আত্মার চিন্তা করিবেন।"

'ভাব' — ভাবনা। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥২৩১॥

তদেবং কৈবল্যকামায়াং জ্ঞানমিশ্রোক্তা।

অথ ভক্তিমাত্রকামায়াং কর্মমিশ্রা (তত্তৎকর্মণো ভক্তিপরিকররূপত্বাৎ কর্মাকারেত্যর্থঃ) যথা (ভা: ১১।১৯।২০) —

(২৭৬) **"শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥"** ইত্যাদি।

(ভা: ১১।১৯।২৩, ২৪) —

(২৭৭) **"মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ ॥**

(২৭৮) **এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥"** ইত্যন্তম্;

টীকা চ — "**মদর্থে** মদ্ভজনার্থং তদ্‌বিরোধিনো**ঽর্থস্য পরিত্যাগঃ; ভোগস্য** তৎসাধনস্য চন্দনাদেঃ; **সুখস্য** পুত্রোপলালনাদেঃ; **ইষ্টাদি** বৈদিকং যৎ কর্ম, তদপি **মদর্থং** কৃতং — ভক্তেঃ কারণমিত্যর্থঃ" ইত্যেষা। **ধর্মৈঃ** ভাগবতাভিধৈঃ; **এবং** কায়বাঙ্মনোভিস্তদর্থমাত্রচেষ্টাবত্ত্বেনানুষ্ঠিতৈ-র্ভাগবতাভিধৈর্ভগব-দ্ধর্মৈরা**ত্মনিবেদিনাং** (ভা: ৫।১৮।১২) "**যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা**" ইত্যাদি-ন্যায়েনাস্য ভক্তিমাত্র-কামস্য অন্যঃ **কোঽর্থঃ** সাধনরূপঃ সাধ্যরূপো বাবশিষ্যতে ? — সর্বোঽর্থোঽসাবনাদৃতোঽপি তদাশ্রিত এব (শ্রীকৃষ্ণার্থেঽখিলচেষ্টাবতোঽস্য ভক্তিমাত্রকামস্য জনস্য করতলগত ইব) ভবতীত্যর্থঃ ॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥২৩২॥

এইরূপে কৈবল্যকামায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির বর্ণন হইল।

অনন্তর ভক্তিমাত্রকামায় কর্মমিশ্রা (সেই সেই কর্মের ভক্তির পরিকরত্বহেতু কর্মাকাররূপে) বলিতেছেন—

(২৭৬) "আমার অমৃতময়ী কথার প্রতি শ্রদ্ধা, নিরন্তর আমার অনুকীর্তন, আমার পূজায় সর্বতোভাবে নিষ্ঠা এবং স্তুতিসমূহদ্বারা আমার স্তবক্রিয়া" ইত্যাদি।

(২৭৭) "আমার জন্য অর্থ পরিত্যাগ, এইরূপ ভোগ ও সুখের পরিত্যাগ এবং আমার উদ্দেশ্যে ইষ্ট (যাগাদিক্রিয়া), দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা (এইসকল আমার ভক্তির কারণস্বরূপ)।"

(২৭৮) "হে উদ্ধব! এইসকল ধর্মদ্বারা যাহারা আত্মনিবেদন করেন সেই মনুষ্যগণের আমার প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হয়। (অতঃপর) ঈদৃশ ব্যক্তির আর কোন্ পুরুষার্থ অবশিষ্ট থাকে?" এই পর্যন্ত।

টীকা— "আমার জন্য অর্থাৎ আমার ভজনের জন্য; অর্থ পরিত্যাগ— ভজনবিরোধী অর্থ পরিত্যাগ; 'ভোগ' অর্থাৎ ভোগসাধক চন্দনাদি দ্রব্য এবং সুখস্য— পুত্রোৎপাদনাদিরূপ সুখের; 'ইষ্টাদি' অর্থাৎ যাগপ্রভৃতি যেসকল বৈদিক কর্ম, তাহাও আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া ভক্তির কারণ হয়।" এই পর্যন্ত টীকা। 'এইসকল ধর্মদ্বারা'— অর্থাৎ যেসকল অনুষ্ঠান ভাগবতধর্ম নামে পরিচিত তদ্দ্বারা। অর্থাৎ কায়, বাক্য ও মনদ্বারা কেবলমাত্র শ্রীভগবানের জন্য উদ্যোগসহকারে অনুষ্ঠিত ভাগবতাখ্য ভগবদ্ধর্মসমূহদ্বারা যাঁহারা আত্মনিবেদন করেন (তাঁহাদের আমার প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হয়)। অতএব— "যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি থাকে, সকলপ্রকার সদ্গুণের সহিত দেবতাগণ তাঁহাকে আশ্রয় করেন"— এই নীতি অনুসারে ভক্তিমাত্রকামী ঈদৃশ ভক্তের অন্য কোন্ 'অর্থ' অর্থাৎ সাধনস্বরূপ বা সাধ্যস্বরূপ কোন্ প্রয়োজনই বা অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ আদর না করিলেও ঐসকল প্রয়োজন স্বয়ংই তাঁহার আশ্রিত (শ্রীকৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত এই ভক্তিমাত্রকাম ব্যক্তির করতলগতই) হয়। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥২৩২॥

কর্ম-জ্ঞানমিশ্রা (কর্মজ্ঞানয়োর্ভক্তিপরিকররূপত্বাৎ কর্মজ্ঞানাকারেত্যর্থঃ) যথা (ভা: ৩।২৯।১৫, ১৯)—

(২৭৯) **"নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্মেণ মহীয়সা।**
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ॥
(২৮০) **মদ্ধিষ্ণ্য-দর্শন-স্পর্শ-পূজা-স্তুত্যভিবন্দনৈঃ।**
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥
(২৮১) **মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।**
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥
(২৮২) **আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্তনাচ্চ মে।**
আর্জবেনার্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা॥
(২৮৩) **মদ্ধর্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।**
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্॥"

নিষেবিতেন সম্যগনুষ্ঠিতেন; **অনিমিত্তেন** চ নিষ্কামেণ; **স্বধর্মেণ** নিত্য-নৈমিত্তিকেন; **মহীয়সা** শ্রদ্ধাদি-যুক্তেন; **ক্রিয়াযোগেন** পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত-বৈষ্ণবানুষ্ঠানেন; **শস্তেনো**ত্তম-দেশকালাদিমতা নিষ্কামেণ চ; **নাতিহিংস্রেণ** অতিহিংসারহিতেন; — **'অতি'**-শব্দঃ প্রাণাদিপীড়নপরিত্যাগ-ফলমূলপত্রপুষ্পাদি-জীবাবয়ব-স্বীকারার্থঃ, **মদ্ধিষ্ণ্যং** মৎপ্রতিমাদি, তস্য **দর্শনাদি**; ভূতেষ্বন্তর্যামিত্বেন **মদ্ভাবনয়া**; **সত্ত্বেন** ধৈর্য্যেণ; **অসঙ্গমেন** বৈরাগ্যেণ চ; অহিংসাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা **যমাঃ**; শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি **নিয়মাঃ**; **আধ্যাত্মিকমা**ত্মানাত্মবিবেক-শাস্ত্রম্; **নিরহংক্রিয়য়া** গর্বরাহিত্যেন; **মদ্ধর্মণো**

মদ্ধর্মানুষ্ঠাতুঃ পুরুষস্য আশয়শ্চিত্তং **শ্রুতমাত্রগুণং মামঞ্জসাভ্যেতি** – (ভা: ৩।২৯।১১) **"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি"** ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণাং ধ্রুবানুস্মৃতিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অত্রাধ্যাত্মিকানুশ্রবণাদিনা জ্ঞানস্যাঙ্গত্বেন (ভক্তিপরিকরত্বাৎ)জ্ঞানমিশ্রত্বমপি ।। শ্রীকপিলদেবঃ ।।২৩৩।।

অনন্তর ভক্তিমাত্রকামাবিষয়ে কর্মজ্ঞানমিশ্রার উদাহরণ (কর্মজ্ঞানেরও ভক্তিপরিকররূপে কর্ম-জ্ঞানাকারা – এইরূপ অর্থ) যথা –

(২৭৯-২৮৩) "নিষেবিত অনিমিত্ত স্বধর্ম, সর্বদা নাতিহিংস্র প্রশস্ত ও মহীয়ান্ ক্রিয়াযোগ, আমার অর্চাদির দর্শন, স্পর্শ, পূজা, স্তুতি ও প্রণাম, ভূতগণের মধ্যে আমার ভাবনা, সত্ত্ব, অসঙ্গম, মহদ্‌গণের সম্মান, দীনগণের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিগণের প্রতি মৈত্রী, যম, নিয়ম, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অনুশ্রবণ, আমার নামসঙ্কীর্তন, সরলতা, আর্যগণের সঙ্গ ও নিরহঙ্কার – এইসকল গুণহেতু মদ্ধর্মা পুরুষের আশয় পরিশুদ্ধ হইয়া, শ্রুতমাত্রগুণ (অর্থাৎ যাঁহার গুণ শোনা গিয়াছে মাত্র এইরূপ) আমাকে সত্বরই প্রাপ্ত হয়।"

'নিষেবিত' – সম্যগ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত; 'অনিমিত্ত' – নিষ্কাম; 'স্বধর্ম' – নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসমূহ; 'মহীয়ান্' – শ্রদ্ধাদিযুক্ত; ক্রিয়াযোগ – পঞ্চরাত্রাদি উক্ত বৈষ্ণবানুষ্ঠান; 'শস্ত' – উত্তমদেশকালাদিবিশিষ্ট ও নিষ্কাম; 'নাতিহিংস্র' – অতিহিংসারহিত। এস্থলে 'অতি' শব্দ – প্রাণাদির পীড়ারূপ অত্যধিক হিংসা পরিত্যাগপূর্বক জীবের পক্ষে (বৃক্ষাদির) ফল ও পত্রাদিরূপ অবয়বগ্রহণ বুঝাইতেছে; "আমার ধিষ্ণ্য" অর্থাৎ অর্চাদির (দর্শনাদি); ভূতগণের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে আমার ভাবনা; 'সত্ত্ব' – ধৈর্য; 'অসঙ্গম' – বৈরাগ্য; 'যম' – অহিংসা, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ – যোগশাস্ত্রে যম বলিয়া উক্ত হয়; 'নিয়ম' – শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, শাস্ত্রপাঠ ও ঈশ্বরে ভক্তি – যোগশাস্ত্রে নিয়ম বলিয়া নির্দিষ্ট রহিয়াছে। 'আধ্যাত্মিক' অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্যবিচারমূলক শাস্ত্র; 'নিরহঙ্কার' – গর্বত্যাগ; 'মদ্ধর্মা' অর্থাৎ আমার ধর্মমাত্রের অনুষ্ঠানকারী যে পুরুষ, তাঁহার 'আশয়' অর্থাৎ চিত্ত; শ্রুতমাত্রগুণস্বরূপ (যাঁহার গুণ শ্রুত হইয়াছে মাত্র এইরূপ) আমাকে সত্বর প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ – "আমার গুণশ্রবণমাত্রই সমুদ্রের প্রতি গঙ্গাজলের গতির ন্যায় সকলের হৃদয়গুহায় অবস্থিত আমার প্রতি অবিচ্ছিন্নভাবে মনের যে গতি হয়" এইরূপ লক্ষণযুক্তা ধ্রুবানুস্মৃতি লাভ করে। এস্থলে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের শ্রবণাদিরূপ জ্ঞানাঙ্গের নির্দেশহেতু (ভক্তিপরিকরত্বহেতু) জ্ঞানমিশ্রত্বও লব্ধ হইতেছে। ইহা শ্রীকপিলদেবের উক্তি ।।২৩৩।।

অথ জ্ঞানমিশ্রা (জ্ঞানস্য ভক্তিপরিকররূপত্বাজ্‌জ্ঞানাকারেত্যর্থঃ) (ভা: ৬।১৬।৬২) –

(২৮৪) **"দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ স্বেন তেজসা।**
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ ।।"

দৃষ্টশ্রুতমাত্রাভির্ঐহিকামুষ্মিক-বিষয়ৈঃ, **স্বেন তেজসা** বিবেক-বলেন। শ্রীসঙ্কর্ষণ-শ্চিত্রকেতুম্ ।।২৩৪।।

অনন্তর জ্ঞানমিশ্রা (জ্ঞানের পরিকররূপে জ্ঞানাকারযুক্তা) ভক্তিমাত্রকামার উদাহরণ –

(২৮৪) "স্বীয় তেজদ্বারা, দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়সমূহ হইতে বিমুক্ত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়া পুরুষ আমার ভক্ত হন।"

'দৃষ্ট ও শ্রুত' – অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক; মাত্রাভিঃ – বিষয়সমূহ হইতে; 'স্বীয় তেজঃ' অর্থাৎ বিবেক বলদ্বারা। ইহা চিত্রকেতুর প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণের উক্তি ।।২৩৪।।

অথ কেবল-স্বরূপসিদ্ধোদাহ্রিয়তে। তত্র সকামা, কৈবল্যকামা চোপাসক-সঙ্কল্পগুণৈস্তত্তদ্‌গুণত্বেনোপচর্যতে। ততঃ সকামা দ্বিবিধা – তামসী, রাজসী চ। তত্র পূর্বা যথা (ভা: ৩।২৯।৮) –

(২৮৫) "**অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥**"

অভিসন্ধায় সঙ্কল্প্য; **সংরম্ভী** সক্রোধঃ; **ভিন্নদৃক্** স্বস্মিন্নিব সর্বত্র (সর্বভূতেষু) যৎ সুখং দুঃখং চ, তত্তদবেত্তা নিরনুকম্প ইত্যর্থঃ। অত্র সংরম্ভীতি লোভাদীনামপ্যুপলক্ষণং জ্ঞেয়ম্॥২৩৫॥

অনন্তর কেবল স্বরূপসিদ্ধার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। যদিও এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিতে স্বর্গাদিকামনা বা মোক্ষকামনার সম্পর্ক থাকিতে পারে না, তথাপি উপাসকের সংকল্প গুণানুসারে সকামত্ব বা কৈবল্যকামত্বের সম্পর্কহেতু তত্তদ্রূপে উল্লিখিত হয়। অতএব সকামা দুইপ্রকার— তামসী ও রাজসী। তন্মধ্যে প্রথমটির উদাহরণ—

(২৮৫) "যে ব্যক্তি সংরম্ভী ও ভিন্নদর্শী হইয়া হিংসা, দম্ভ অথবা মাৎসর্যের অভিসন্ধান (সংকল্প) করিয়া আমার প্রতি ভক্তি করে, সে তামস।" 'অভিসন্ধান করিয়া'— সংকল্প করিয়া। 'সংরম্ভী'— ক্রোধযুক্ত। 'ভিন্নদর্শী'— নিজের ন্যায় অপর সকলের মধ্যেও যে সুখ ও দুঃখ রহিয়াছে, ইহা যে ব্যক্তি জানে না, অর্থাৎ নির্দয়। এস্থানে সংরম্ভী— ইহা লোভাদির উপলক্ষণরূপে জানিতে হইবে॥২৩৫॥

উত্তরা যথা (ভা: ৩।২৯।৯)—

(২৮৬) "**বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্যমেব বা।
অর্চাদাবর্চয়েদ্‌যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ॥**"

পৃথক্ মত্তোঽন্যত্র বিষয়াদিষ্বেব **ভাবঃ** স্পৃহা যস্য, ন তু ময়ীতি রাজসত্বহেতুতা দর্শিতা॥২৩৬॥

অনন্তর দ্বিতীয়া অর্থাৎ রাজসী সকামার উদাহরণ—

(২৮৬) "যে ব্যক্তি পৃথগ্‌ভাবযুক্ত হইয়া বিষয়সমূহ, যশঃ বা ঐশ্বর্যের অভিসন্ধানপূর্বক অর্চাদির মধ্যে আমার পূজা করে, সে ব্যক্তি রাজস।"

'পৃথক্' অর্থাৎ আমাভিন্ন অন্যত্র বিষয়াদিতেই 'ভাব' অর্থাৎ স্পৃহা যাহার তাদৃশ, পরন্তু আমার প্রতি স্পৃহাযুক্ত নহে— এইরূপে রাজসত্বের কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে॥২৩৬॥

অথ কৈবল্যকামা সাত্ত্বিক্যেব; সা যথা (ভা: ৩।২৯।১০)—

(২৮৭) "**কর্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥**"

কর্মনির্হারং মোক্ষং **উদ্দিশ্য পরস্মিন্** পরমেশ্বরে যো **বা** কর্মার্পণং কুরুতে, যো বা **যষ্টব্যং** সর্বেষাং নিত্যবিধিপ্রাপ্তত্বেনাবশ্যমেব তৎপূজনং কর্তব্যমিতি বুদ্ধ্যা, ন তু ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানেন **যজেৎ**— পরমেশ্বরং পূজয়ত্যতএব পূর্ববৎ **পৃথগ্‌ভাবঃ**— ভক্তেঃ পৃথঙ্‌মোক্ষমেব পুরুষার্থত্বেন ভাবয়ন্ **স সাত্ত্বিক** উচ্যতে; উত্তরস্যা(কর্তব্যবুদ্ধ্যা পরমেশ্বরপূজনরূপায়াঃ সাত্ত্বিক্যাঃ)অপি তাৎপর্যং কর্মনির্হার এব ভবেদিতি। উক্তঞ্চ— (ভা: ১১।২৫।২৬) "**সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী**" ইতি, (ভা: ১১।২৫।২৪) "**কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানম্**" ইতি, (ভা: ১১।২৫।২৯) "**সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থম্**" ইতি চ তৎসাধনসাধ্যয়োঃ সগুণত্বম্। অত্রত্যোদাহরণম্— **যজেদ্** ইত্যুত্তরার্ধমেব॥২৩৭॥ শ্রীকপিলদেবঃ শ্রীদেবহূতিম্॥২৩৫-২৩৭॥

অনন্তর, কৈবল্যকামা সাত্ত্বিকীই হয়। উহার উদাহরণ—

"যে ব্যক্তি কর্মনির্হার উদ্দেশ্য করিয়া পর বস্তুতে কর্মার্পণ করে অথবা যে ব্যক্তি, যষ্টব্য— এই বুদ্ধিতে পৃথগ্‌ভাব হইয়া যজন করে, সে ব্যক্তি সাত্ত্বিক।"

'কর্মনির্হার' — মোক্ষ উদ্দেশ্য করিয়া 'পর' অর্থাৎ পরমেশ্বরে কর্মার্পণ করে, অথবা যিনি 'যষ্টব্য' এই বুদ্ধিতে অর্থাৎ নিত্যবিধিদ্বারা প্রাপ্ত বলিয়া শ্রীভগবানের পূজা করা সকলের পক্ষে অবশ্যই কর্তব্য — এইরূপ বুদ্ধিহেতুই পরন্তু ভক্তির তত্ত্বজ্ঞানহেতু নহে; 'যজন' অর্থাৎ পরমেশ্বরের পূজা করেন; অতএব যিনি পূর্বের ন্যায় 'পৃথগ্‌ভাব' — ভক্তি হইতে 'পৃথক্' মোক্ষকেই পুরুষার্থরূপে 'ভাব' অর্থাৎ ভাবনা করেন, তিনি সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হন। এস্থলে যে দ্বিবিধ সাত্ত্বিকতা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে পরবর্তীরও (কর্তব্যবুদ্ধিতে পরমেশ্বরের পূজনরূপ সাত্ত্বিকভাব) পোষণহেতু কর্মনির্হার অর্থাৎ মোক্ষেই তাৎপর্য হয়। "অনাসক্ত কর্তা সাত্ত্বিক" এই বাক্য, "কৈবল্যই সাত্ত্বিক জ্ঞান" এই বাক্য এবং "আত্মোপলব্ধিজাত সুখ সাত্ত্বিক" এই বাক্যে তদ্‌বিষয়ক সাধন ও সাধ্য উভয়েরই সগুণত্ব উক্ত হইয়াছে। এস্থলে — "অথবা যষ্টব্য এই বুদ্ধিতে — পৃথগ্‌ভাব হইয়া যজন করেন" — শ্লোকের এই শেষার্ধই সাত্ত্বিকী ভক্তির উদাহরণ ॥২৩৭॥ ইহা শ্রীদেবহূতির প্রতি শ্রীকপিলদেবের উক্তি ॥২৩৫-২৩৭॥

অথ যস্যা সর্বোৎকর্ষ-জ্ঞানার্থমেতে ভক্তিভেদা নিরূপিতাঃ, সা ভক্তিমাত্রকামত্বান্নিষ্কামা নির্গুণা কেবলা স্বরূপসিদ্ধা নিরূপ্যতে। ইয়মেবাকিঞ্চনাখ্যত্বেন সর্বোর্ধ্বং পূর্বমপ্যভিহিতা। তামাহ, (ভা: ৩।২৯।১১-১৪) —

(২৮৮) **"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।**
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥

(২৮৯) **লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।**
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

(২৯০) **সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।**
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

(২৯১) **স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।**
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥"

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ, ন তু তত্রোদ্দেশ্যান্তর-সিদ্ধ্যভিপ্রায়েণ; প্রাকৃত-গুণময়-করণানাং **সর্বেষাং গুহা** — করণাগোচরপদবী, **তস্যাং শেতে** — গুহ্যতয়া নিশ্চলতয়া চ তিষ্ঠতি যস্তস্মিন্ময়ি **অবিচ্ছিন্না** — বিষয়ান্তরেণ বিচ্ছেত্তুমশক্যা যা **মনোগতিঃ**, সা; অবিচ্ছিন্নত্বে দৃষ্টান্তঃ — **যথেতি; গঙ্গাম্ভসো** গতিরিতি পূর্বস্মাদাকৃষ্যতে, ছান্দসত্বাৎ।

লক্ষণং স্বরূপম্। ননু তস্যা **গুণশ্রুতেঃ** কা বার্তা, — উদ্দেশ্যান্তরাভাবেন মনোগত্যন্তরত্বাভাবেন চ দ্বিধাপি নির্দেষ্টুমশক্যত্বাৎ ? তত্রাহ, — **অহৈতুকী** ফলানুসন্ধানরহিতা; **অব্যবহিতা** স্বরূপসিদ্ধত্বেন সাক্ষাদ্রূপা, ন ত্বারোপাদিসিদ্ধত্বেন ব্যবধানাত্মিকা। তাদৃশী যা **ভক্তিঃ** — শ্রোত্রাদিনা সেবনমাত্রম্, সা চ তস্য স্বরূপং(লক্ষণং)ইত্যর্থঃ — **মাত্র**-পদেন **'অবিচ্ছিন্না'** ইত্যনেন চ মনোগতেরহৈতুকীত্বাদিসিদ্ধেঃ পৃথগ্-যোজনার্হত্বাৎ, (ভা: ১১।২৫।২৬) **"সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী"** ইত্যাদিষু **"নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ"** ইত্যাদি-ভিস্তদাশ্রয়-ক্রিয়াদীনাং নির্গুণত্ব-স্থাপনাৎ, (ভা: ১১।১৩।৪০) —

"মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽ গুণাঃ ॥"

ইত্যত্র তদ্‌গুণানামপ্যপ্রাকৃতত্ব-শ্রবণাৎ।

অহৈতুকীত্বমেব বিশেষতো দর্শয়তি — **জনা** মদীয়াঃ **সালোক্যাদিকমপি, উত** অপি **দীয়মানমপি ন গৃহ্ণন্তি; মৎসেবনং বিনেতি** গৃহ্ণন্তি চেত্তর্হি মৎসেবনার্থমেব গৃহ্ণন্তি, ন তু তদর্থমেবেত্যর্থঃ। **সার্ষ্টিঃ** সমানৈশ্বর্যম্। **একত্বং** ভগবৎসাযুজ্যম্, ব্রহ্মসাযুজ্যঞ্চ; অনয়োস্তল্লীলাত্মকত্বেন তৎসেবনার্থত্বাভাবাদগ্রহণা-বশ্যকত্বমেবেতি ভাবঃ।

তস্মাৎ স এব নির্গুণভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিকঃ; স এব চাত্যন্তিকফলতয়া ভবতীত্যপবর্গ ইত্যর্থঃ, — (ভা: ৩।১৫।৪৮) **"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্তি"** ইত্যাদেঃ, (ভা: ১২।৪।৩৪) "আত্যন্তিক-প্রলয়তয়া" তৎপ্রসিদ্ধেশ্চ।

অত্র মুক্তাফলটীকা চ — "অয়মাত্যন্তিকস্ততঃ পরং প্রকারান্তরাভাবাৎ। অস্যৈব ভক্তিযোগ ইত্যাখ্যান্বর্থেন ভক্তিশব্দস্যাত্রৈব মুখ্যত্বাৎ। ইতরেষু হি ফল এবানুরাগো ন তু বিষ্ণৌ, ফললাভে ভক্তিত্যাগাৎ" ইত্যেষা। শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতৌ চ (পূ: ১৫) — "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্" ইতি; শতপথশ্রুতৌ — "স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমানাত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ" ইতি, — প্রেম্ণা প্রীতিমাত্রকামনয়া যদাত্মহিতম্, তস্মৈ ইত্যর্থঃ।

ননু গুণত্রয়াত্যয়পূর্বক-ভগবৎসাক্ষাৎকার এবাপবর্গ ইতি চেৎ, তস্যাপি তাদৃশধর্মত্বং স্বতঃসিদ্ধমেব ইত্যাহ — **যেনেতি; যেন** কদাচিদপ্যপরিত্যাজ্যেন; মম **ভাবায়** বিদ্যমানতায়ৈ সাক্ষাৎকারায়ে-ত্যর্থস্তদ্বদন্যেষাং মৎসাক্ষাৎকারো ন ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা, **মদ্ভাবায়** মৎপ্রেমবিশেষায়েতি; প্রেমমাত্রশূন্যং তু সালোক্যাদিকমপি নাস্তীতি ভাবঃ; — (ভা: ৩।১৫।২৫) **"যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষাম্"** ইত্যাদেঃ। ব্রহ্মকৈবল্যং তু তেষাং ন ভবত্যেব, — (গী: ৪।১১) "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদিনা সনির্দ্ধার-ভগবৎপ্রতিজ্ঞানাৎ, 'তৎক্রতু'-ন্যায়াচ্চ, (ভা: ৫।৬।১৮) **"রাজন্ পতির্গুরুঃ"** ইত্যাদৌ তাদৃশভক্তেরেব দুর্লভত্বাচ্চ। **উপপদ্যতে** — সমর্থো ভবতি; যথোক্তং পঞ্চমে, (ভা: ৫।১৯।১৮, ১৯) — **"যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি,-যোঽসৌ ভগবতি"** ইত্যাদিকম্ **"অনন্যনিমিত্ত-ভক্তিযোগ-লক্ষণো নানাগতিনিমিত্তা-বিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ"** ইত্যন্তম্। স তাম্ ॥২৩৮॥

অনন্তর যে ভক্তির সর্বোৎকর্ষজ্ঞানের জন্যই পূর্বে এইসকল ভক্তিভেদ নির্ণীত হইয়াছে ভক্তিমাত্রকামনাহেতু যাহা নিষ্কামা, নির্গুণা ও কেবলা, সেই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির নিরূপণ হইতেছে। এই ভক্তিই পূর্বেও অকিঞ্চনা-সংজ্ঞায় সর্বোপরি উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহা বলিতেছেন —

(২৮৮-২৯১) "আমার গুণ শ্রবণমাত্র সমুদ্রের প্রতি গঙ্গাজলের গতির ন্যায় সর্বগুহাশয় আমার প্রতি অবিচ্ছিন্নভাবে মনের যে গতি জন্মে, তাহাই নির্গুণভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তম আমার প্রতি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা যে ভক্তি, ইহাও তাহার স্বরূপই হয়। মদীয় জনগণ আমার সেবা ব্যতীত — আমা কর্তৃক প্রদত্ত হইলেও সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, এমন কি একত্ব পর্যন্ত গ্রহণ করেন না। ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা হয় এবং এই ভক্তিযোগের দ্বারা মানব ত্রিগুণ অতিক্রমপূর্বক আমার ভাবলাভে সমর্থ হয়।"

'আমার গুণ শ্রবণ মাত্রেই' — পরন্তু উদ্দেশ্যান্তরসিদ্ধির অভিপ্রায়ে নহে; 'সর্বগুহাশয়' — সর্ব অর্থাৎ প্রাকৃত গুণময় ইন্দ্রিয়সমূহের যে 'গুহা' অর্থাৎ তাহাদের যে অগোচর পদবী, তাহাতে শয়ন অর্থাৎ গুহ্য ও নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন যিনি, সেই আমার প্রতি, 'অবিচ্ছিন্না' অর্থাৎ বিষয়ান্তরদ্বারা বিচ্ছেদের অযোগ্যা যে মনোগতি তাহা; অবিচ্ছিন্নতা দৃষ্টান্ত — 'সমুদ্রের প্রতি গঙ্গাজলের গতির ন্যায়'; এস্থলে — 'মনোগতি' এই পদটি হইতে 'গতি' এই অংশকে আকর্ষণপূর্বক — গঙ্গাজলের গতির ন্যায় মনোগতি — এরূপ অন্বয় করিতে হইবে।

যদিও 'মনোগতি' এই সমাসবদ্ধ পদের এক অংশকে আকর্ষণপূর্বক অন্যত্র যুক্ত করা সঙ্গত হয় না, তথাপি এরূপ স্থলে উপমান ও উপমেয়ের সাম্য রক্ষার জন্য উহার আকর্ষণ নিত্যই অপেক্ষা করে। ('গঙ্গাম্ভোগতি' স্থলে 'গঙ্গাম্ভসঃ' ছন্দহেতু করা হইয়াছে।)

'লক্ষণ' — স্বরূপ; আশঙ্কা — এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিসম্বন্ধে শ্রীভগবানের গুণশ্রুতির কথা কিরূপে সম্ভবপর হয় ? যেহেতু, এই ভক্তিতে অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকায় এবং শ্রীভগবানের প্রতি প্রাকৃত মনের গতিও নাই বলিয়া দুইপ্রকারেই কি তাঁহার নির্দেশ অসম্ভব ? ইহারই উত্তররূপে স্বরূপসিদ্ধার দুইটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা — 'অহৈতুকী' অর্থাৎ ফলানুসন্ধানশূন্যা; 'অব্যবহিতা' অর্থাৎ ইহা স্বরূপসিদ্ধা বলিয়া সাক্ষাৎস্বরূপাই হয় পরন্তু আরোপাদি সিদ্ধারূপে ব্যবধানাত্মিকা নহে। এইরূপ "যে ভক্তি" অর্থাৎ শ্রোত্রাদিদ্বারা তাঁহার যে সেবামাত্র, উহা নির্গুণভক্তিযোগের স্বরূপই হয় — ইহাই এস্থলে অর্থ। 'আমার গুণশ্রবণমাত্র' এই মাত্র পদদ্বারা এবং 'অবিচ্ছিন্না' এই পদদ্বারা মনের গতির অহৈতুকীত্ব (স্বাভাবিকত্ব) প্রভৃতি সিদ্ধ হওয়ায় তাদৃশ ভক্তিতে মনকে পৃথগ্‌ভাবে যত্নপূর্বক যুক্ত করিতে হয় না। "অনাসক্ত কর্তা সাত্ত্বিক" ইত্যাদি শ্লোকে — "যিনি কেবলমাত্র আমার শরণাগত, তাদৃশ কর্তা নির্গুণ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ভগবদাশ্রিত ব্যক্তিগণের ক্রিয়াদির নির্গুণত্ব স্থাপনহেতু এবং "আমি নির্গুণ ও নিরপেক্ষ এবং সকল প্রাণীর সুহৃৎস্বরূপ; অতএব সাম্য ও অসঙ্গপ্রভৃতি অপ্রাকৃত নিত্য গুণসমূহই আমাকে আশ্রয় করে।" এই শ্লোকানুসারে শ্রীভগবানের গুণসমূহেরও অপ্রাকৃতত্ব শ্রুত হয়।

অহৈতুকীত্বই বিশেষভাবে দর্শিত হইতেছে — 'জনগণ' — আমার ভক্তগণ সালোক্যাদিও দীয়মান হইলেও গ্রহণ করেন না। "আমার সেবা ব্যতীত গ্রহণ করেন না" — ইহার অর্থ — যদি কখনও গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও আমার সেবার জন্যই গ্রহণ করেন, পরন্তু তাঁহার নিজের জন্যই গ্রহণ করেন না। 'সার্ষ্টি' — শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্য; 'একত্ব' — ভগবৎসাযুজ্য এবং ব্রহ্মসাযুজ্য; এই দ্বিবিধ সাযুজ্যে শ্রীভগবান্ ও ব্রহ্মে জীবের লয় হয় বলিয়া ইহা ভগবৎসেবা নিমিত্ত হয় না; অতএব ভজনরসিক জনগণের পক্ষে ইহা গ্রহণযোগ্য নহে।

অতএব নির্গুণ ভক্তিযোগনামক এই ভাবটিই "আত্যন্তিক" অর্থাৎ আত্যন্তিক ফলরূপে সিদ্ধ হয় বলিয়া — ইহাই অপবর্গ। যেহেতু — "তাঁহারা আত্যন্তিক ভাবকেও আপনার প্রসাদরূপে গণ্য করেন না" ইত্যাদি বাক্যহেতু এবং আত্যন্তিক প্রলয়রূপে এই অপবর্গ প্রসিদ্ধ বলিয়া এস্থলেও আত্যন্তিক বলিতে তাদৃশ অপবর্গই বোঝা যায়।

এস্থলে মুক্তাফলটীকা এইরূপ — "এই ভক্তিযোগ আত্যন্তিক, যেহেতু ইহার আর প্রকারান্তর নাই। আর ইহারই 'ভক্তিযোগ' এই আখ্যাটি সার্থক হয়। কারণ — ভক্তিশব্দ মুখ্যভাবে ইহাকেই বোঝায় (অর্থাৎ এস্থলে শ্রীভগবানের সেবারই প্রতিপাদন হইতেছে বলিয়া, সেবার্থক 'ভজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ভক্তিশব্দে ভগবৎসেবারই বোধ হয়)। অন্যান্যপ্রকার ভজনক্ষেত্রে ফলের প্রতিই অনুরাগ থাকে, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে অনুরাগ থাকে না; যেহেতু ফলপ্রাপ্তি ঘটিলে তাদৃশ ভজন পরিত্যক্তই হয়" (এপর্যন্ত টীকা)। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে — "ইহার (এই শ্রীভগবানের) ভজনই ভক্তি; ঐহিক ও পারলৌকিক উপাধি অর্থাৎ বিষয়বাসনাবিমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের প্রতি মনঃ সংযোগই সেই ভজন, আর ইহারই নাম নৈষ্কর্ম্য"। শতপথ শ্রুতিতেও এইরূপ — "সেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন — অতএব পুরুষ প্রেমহেতু নিজ হিতের জন্য শ্রীহরির ভজন করিবেন"। "প্রেমহেতু" অর্থাৎ প্রেমমাত্র কামনাহেতু যে-নিজ হিত, তাহার জন্য, ইহাই অর্থ।

যদি বল — গুণত্রয় অতিক্রমপূর্বক শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারই অপবর্গ, তাহা হইলে এই সাক্ষাৎকারেরও তাদৃশধর্ম স্বতঃসিদ্ধই রহিয়াছে — ইহাই "যাহাদ্বারা" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইতেছে। "যাহাদ্বারা" — কখনও পরিত্যাগের যোগ্য নহে, এরূপ যে আত্যন্তিক ভক্তিযোগদ্বারা, আমার 'ভাবের' অর্থাৎ আমার বিদ্যমানতা উপলব্ধির জন্য অর্থাৎ আমার সাক্ষাৎকারের জন্য এই অর্থ; এইরূপ অন্যসকলের আমার সাক্ষাৎকার হয় না বলিয়া বুঝিতে হইবে কিংবা 'মদ্ভাবায়' — আমার প্রতি প্রেমবিশেষহেতু; কেবল প্রেমশূন্য সালোক্যাদিও থাকে না;

ইহাই অর্থ; "যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষাম্" ইত্যাদি শ্লোকে ইহা বলা হইয়াছে। তাহাদের ব্রহ্মকৈবল্য বা ব্রহ্মালয় হয় না। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি শ্রীভগবানের নির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা থাকিলেও 'তৎক্রতু' ন্যায়ানুসারে এবং "রাজন্ পতির্গুরুঃ" ইত্যাদি বাক্যে সেইরূপ ভক্তির দুর্লভত্বই জ্ঞাপিত হইয়াছে। উপপদ্যতে— সমর্থ হয়; এই অপবর্গসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেই পঞ্চমস্কন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে। যথা— "এই ভারতবর্ষেই মানবগণের যে বর্ণের যেরূপ বিধান, তদনুসারে অপবর্গও সিদ্ধ হয়। যে সময়ে শ্রীভগবানের নিজজনগণের সঙ্গলাভ হয়, তখন নানারূপ সংসারগতির মূলীভূত অবিদ্যাগ্রন্থির ছেদনক্রমে— রাগাদিদোষবিমুক্ত, বাক্যের অগোচর, নিরাধার, নিখিল ভূতসমূহের আত্মস্বরূপ, পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি যে অহৈতুক ভক্তিযোগ উদিত হয়, ইহাই সেই অপবর্গ"। ইহাই শেষে বলা হইয়াছে। ইহা শ্রীদেবহূতির প্রতি শ্রীকপিলদেবের উক্তি ॥২৩৮॥

অতো নির্গুণাপি বহুধৈবাবগন্তব্যা। এবমেবোক্তমেতৎপ্রকরণারম্ভে, (ভা: ৩।২৯।৭) —

(২৯২) **"ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।**
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥" ইতি।

মার্গৈঃ প্রকার-বিশেষৈঃ; অতঃ স্বস্য ভক্তিযোগস্যৈব **মার্গেণ** বৃত্তিভেদেন শ্রবণাদিনা, ভাবস্যাভিমানস্য তদ্ভেদেন দাস্যাদিনা, **গুণানাং** তমআদীনাঞ্চ তদ্‌ভেদেন হিংসাদিনা **পুংসাং ভাবোঽ**ভিপ্রায়ো **বিভিদ্যত** ইত্যর্থঃ। **ভাবিনি** ইতি ভাবযুক্তে পুরুষে ইতি জ্ঞেয়ম্। অত্র 'স্ব'-মার্গেণ 'ভাব'-মার্গেণ চ ভেদাঃ — (ভা: ৩।২৫।২৫) **"সতাং প্রসঙ্গাৎ"** ইত্যাদিনা, (ভা: ৩।২৫।৩৮) **"যেষামহং প্রিয়ঃ"** ইত্যাদ্যন্তেন দর্শিতাঃ ॥২৩৯॥ শ্রীকপিলদেবঃ শ্রীদেবহূতিম্ ॥২৩৩-২৩৯॥

অতএব নির্গুণাও বহুপ্রকারই জানিতে হইবে। এই প্রকরণের প্রারম্ভে ইহাই উক্ত হইয়াছে—

(২৯২) "অভিপ্রায়যুক্ত পুরুষে প্রকারভেদে ভক্তিযোগ বহুভাবে প্রকাশিত হয়। পুরুষের স্বভাবভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবৃত্তিভেদে অর্থাৎ ফলসংকল্পভেদবশতঃ ভাব বা অভিপ্রায় ভিন্ন হইয়াথাকে।"

"মার্গসমূহদ্বারা" অর্থাৎ অনেকপ্রকার বিশেষদ্বারা। ('স্ব-ভাব-গুণ মার্গেণ' এস্থলে— স্বমার্গ, ভাবমার্গ ও গুণমার্গদ্বারা— এরূপ অর্থ হয়)। অতএব— 'স্ব' অর্থাৎ ভক্তিযোগের; মার্গদ্বারা অর্থাৎ শ্রবণাদিরূপ বৃত্তিভেদদ্বারা; 'ভাব' অর্থাৎ অভিমানের; মার্গ অর্থাৎ দাস্যাদিরূপ বৃত্তিভেদদ্বারা এবং 'গুণ' অর্থাৎ তমঃ প্রভৃতির মার্গ অর্থাৎ হিংসাদিরূপ বৃত্তিভেদদ্বারা; পুরুষগণের 'ভাব' অর্থাৎ অভিপ্রায় বিভিন্ন হয়— এইরূপ অর্থ। ভাবিনি— ভাবযুক্ত ব্যক্তিতে। এস্থানে স্বমার্গেণ ও ভাবমার্গেণ— এই দুইয়ের মধ্যে ভেদ আছে। "সতাং প্রসঙ্গাৎ" ইত্যাদিতে, "যেষামহং প্রিয়ঃ" ইত্যাদি শেষে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥২৩৯॥ ইহা শ্রীদেবহূতির প্রতি শ্রীকপিলদেবের উক্তি ॥২৩৩-২৩৯॥

তদেবং বহুধা সাধিতৈষা অকিঞ্চনা আত্যন্তিকীত্যাদিসংজ্ঞা সাধনভক্তির্দ্বিবিধা — (১) বৈধী, (২) রাগানুগা চেতি। তত্র (১) বৈধী — শাস্ত্রোক্তবিধিনা প্রবর্তিতা। স চ বিধির্দ্বিবিধঃ; তত্র প্রথমঃ প্রবৃত্তিহেতুঃ; দ্বিতীয়স্তু তদনুক্রম-কর্তব্যাকর্তব্যানাং জ্ঞানহেতুশ্চ।
প্রথমস্তূদাহৃতঃ, (ভা: ১।২।১৪) —

"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥" ইত্যাদিনা।

দ্বিতীয়শ্চার্চনব্রতাদিগতস্তমাহ, (ভা: ১১।২৭।৫৩) —

(২৯৩) **"মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।**
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥"

নৈরপেক্ষ্যেণ অহৈতুকেন; অহৈতুক-ভক্তিযোগ এব কথং স্যাৎ ? তত্রাহ, — **ভক্তিযোগম্** ইতি। এবম্ (ভাঃ ১১।২৭।৮, ৯) —

যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পূরুষঃ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তন্নিবোধ মে॥
অর্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজে।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া॥

ইত্যাদ্যুক্ত-বিধিনা। এবমেকাদশী-জন্মাষ্টম্যাদিগতোঽপি জ্ঞেয়ঃ॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্॥২৪০॥

এইভাবে বহুপ্রকারে সাধিতা, অকিঞ্চনা আত্যন্তিকী ইত্যাদি সংজ্ঞাবিশিষ্টা সাধনভক্তি দ্বিবিধা — (১) বৈধী ও (২) রাগানুগা। তন্মধ্যে (১) শাস্ত্রোক্ত বিধিকর্তৃক যে-ভক্তির প্রবর্তন হয়, তাহারই নাম বৈধী। সেই বিধি আবার দুইপ্রকার — তন্মধ্যে প্রথমটি প্রবৃত্তির হেতু; এবং দ্বিতীয়টি (অনুষ্ঠানের) অনুক্রম (পারম্পর্য), কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ক জ্ঞানের হেতু। প্রথমটির উদাহরণ —

"অতএব সর্বদা একাগ্রচিত্তে সাত্বতকুলপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান ও পূজা করিবে।" ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি অর্চন ও ব্রতাদি বিষয়ক। তাহা বলিতেছেন —

(২৯৩) "নিরপেক্ষতাযুক্ত ভক্তিযোগদ্বারা আমাকেই লাভ করা যায়। যিনি এইভাবে আমার পূজা করেন, তিনি ভক্তিযোগ লাভ করেন।"

"নৈরপেক্ষ্যেণ" — অহৈতুকভাবে; অহৈতুক ভক্তিযোগই বা কিরূপে লাভ করা যায়? তাহা বলিতেছেন — "যিনি এইভাবে আমার পূজা করেন" ইত্যাদি।

"এইভাবে" বলিতে যে ভাবের উল্লেখ করিলেন, তৎসম্বন্ধে বলা হইয়াছে —

"এইপ্রকারে পুরুষ নিজ শাস্ত্রোক্ত (ক্রিয়ানুষ্ঠানদ্বারা) দ্বিজত্ব লাভ করিয়া ভক্তিসহকারে যেপ্রকারে আমার পূজা করিবেন, শ্রদ্ধার সহিত আমার নিকট হইতে তাহা অবগত হও। দ্বিজ ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রতিমা, স্থণ্ডিল, অগ্নি, সূর্য, জল অথবা নিজ হৃদয়ে কিংবা দ্বিজে যথোচিত দ্রব্যদ্বারা অমায়িকভাবে নিজ গুরুরূপী আমার অর্চনা করিবে।" ইত্যাদি (অর্থাৎ এইসকল শ্লোকে অহৈতুক ভক্তিযোগের প্রাপক সেই পূজাবিধি উক্ত হইয়াছে)। এইরূপ একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি বিষয়েও দ্বিতীয় প্রকার বিধি জানিতে হইবে। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥২৪০॥

অথ বৈধীভেদাঃ — (১) শরণাপত্তিঃ (২) শ্রীগুর্বাদি-সৎসেবা (৩-১১) শ্রবণকীর্তনাদয়ঃ। এতে চ প্রত্যেকমপি দ্বিত্রাদয়ঃ সমুদিত্যাপি কারণানি ভবন্তি, — তথা শ্রবণাৎ।

তত্র — (১) প্রথমতঃ শরণাপত্তিঃ, — ষড়্‌বর্গাদ্যরিকৃত-সংসারভয়বাধ্যমান এব হি শরণং প্রবিশত্যনন্যগতিঃ; ভক্তিমাত্রকামোঽপি তৎকৃতভগবদ্বৈমুখ্যবাধ্যমানশ্চ। অনন্যগতিত্বঞ্চ দ্বিধা দর্শ্যতে, — (ক) আশ্রয়ান্তরস্যাভাবকথনেন; (খ) নাতিপ্রজ্ঞয়া কথঞ্চিদাশ্রিতস্যান্যস্য ত্যাজনেন চ।

(১ক) পূর্বেণ যথা (ভাঃ ১০।৩।২৭) —

"**মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্, লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।**
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য, স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥" ইতি।

(১খ) উত্তরেণ যথা (ভাঃ ১১।১২।১৪, ১৫) —

"**তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।**
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥" ইতি;

অত্র "**চোদনাং শ্রুতিম্, প্রতিচোদনাং স্মৃতিম্**" ইতি টীকা চ। শ্রীগীতাসু চ (১৮।৬৬) "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি।

তস্যাঃ শরণাপত্তের্লক্ষণং বৈষ্ণবতন্ত্রে –

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ॥
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥" ইতি;

সা চাঙ্গাঙ্গি-ভেদেন ষড়্‌বিধা; তত্র গোপ্তৃত্বে বরণমেবাঙ্গী – শরণাগতি-শব্দেনৈকার্থ্যাৎ; অন্যানি ত্বঙ্গানি তৎপরিকরত্বাৎ। আনুকূল্য-প্রাতিকূল্যে – তদ্‌ভক্তাদীনাম্, শরণাগতস্য ভাবস্য বা। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ – (ভা: ৩।১৬।৩৭) "**ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ**" ইত্যাদি-প্রকারঃ। আত্মনিক্ষেপঃ – "কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইতি বিষ্ণুধর্মোত্তর-গৌতমীয়-তন্ত্রোক্ত-প্রকারঃ; যথোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে চাষ্টাক্ষরস্য নমঃ-শব্দ-ব্যাখ্যানে, –

"অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ। তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রি-স্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে ॥
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ। তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্বমশেষতঃ ॥
ঈশ্বরস্য তু সামর্থ্যান্নালভ্যং তস্য বিদ্যতে। তস্মিন্ ন্যস্তভরঃ শেতে তৎকর্মৈব সমাচরেৎ ॥" ইতি।

অতএব ব্রহ্মবৈবর্তে –

"অহঙ্কারনিবৃত্তানাং কেশবো ন হি দূরগঃ। অহঙ্কারযুতানাং হি মধ্যে পর্বতরাশয়ঃ ॥ ইতি।

অতএব তৃতীয়ে ব্রহ্মস্তবে স্বাতন্ত্র্যাভিমানিনঃ সংসারঃ শ্রূয়তে, (ভা: ৩।৯।৯) –

"**যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-, মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।**
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত, ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥" ইতি।

কার্পণ্যম্ – (পদ্যাবলী ৬৬) "পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ, পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ" ইত্যাদি প্রকারম্।

গোপ্তৃত্বে বরণঞ্চ, যথা নারসিংহে –

"ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দনম্। ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥" ইত্যাদি-প্রকারম্।

তদপি ত্রিপ্রকারং কায়িকত্বাদি-ভেদেন যথোক্তং ব্রহ্মপুরাণে, –

"কর্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ। ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ ॥" ইতি; ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে, (১১।৬৭৭) –

"তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্। তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥" ইতি।

তদেবং যস্য সর্বাঙ্গসম্পন্না শরণাপত্তিস্তস্য সাধনভক্তিঃ ঝটিত্যেব সম্পূর্ণফলা; অন্যেষাং তু যথাসম্পত্তি যথাক্রমঞ্চেতি শরণাপত্তি-পরিমাণতারতম্যেন শৈঘ্র্যং বিলম্বো বেতি জ্ঞেয়ম্। তামেতাং শরণাপত্তিং শ্লাঘতে, (ভা: ১১।১৯।৯) –

(২৯৪) "তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে, সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
শ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি-, দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥"

শরণাগতানাং সর্বদুঃখ-দূণং নিজমাধুরীণাং সর্বতোবর্ষণঞ্চাত্রাভিহিতম্॥ শ্রীমদুদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥২৪১॥

অনন্তর বৈধী ভক্তির ভেদরূপে (১) শরণাগতি, (২) শ্রীগুরুপ্রমুখ সাধুগণের সেবা এবং (৩-১১) শ্রবণ ও কীর্তনাদি উক্ত হইতেছে। ইহাদের প্রত্যেকটি, কিংবা দুই তিনটি বা তাহার অধিকও একসঙ্গে উদিত হইয়া ভক্তিলাভের কারণ হয়; যেহেতু শাস্ত্র হইতে ইহা শোনা যায়।

তন্মধ্যে প্রথমতঃ (১) শরণাগতি বলা হইতেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যাদি রিপুজনিত সংসার-ভয়ে পীড়িত হইয়াই অনন্যগতি পুরুষ শ্রীভগবানের শরণাগত হয়। ভক্তিমাত্রকামী ব্যক্তিও তৎকৃত ভগবদ্‌বৈমুখ্যের বশীভূত হইয়া শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে।

অনন্যগতিকতা দুইপ্রকারে দর্শিত হইতেছে। (১ক) অন্য আশ্রয়ের অভাবহেতু একপ্রকার অনন্যগতিকতা এবং (১খ) নাতি প্রজ্ঞা অর্থাৎ স্বল্প বিচারবুদ্ধিহেতু কথঞ্চিদ্ভাবে পূর্ব-আশ্রিত অন্য আশ্রয়ের পরিত্যাগহেতু অন্যপ্রকার অনন্যগতিকতা।

(১ক) প্রথম কারণমূলক অনন্যগতিকতার উদাহরণ—

"হে ভগবন্! মরণশীল জীব মৃত্যুরূপ সর্পের ভয়ে ভীত ও পলায়নপর অবস্থায় ত্রিভুবন মধ্যে কোথায়ও নির্ভয় আশ্রয় না পাইয়া যদৃচ্ছাক্রমে সম্প্রতি আপনার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়া স্বস্থচিত্তে অবস্থান করিতেছে এবং মৃত্যু ইহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে।"

(১খ) দ্বিতীয় কারণমূলক অনন্যগতিকতার উদাহরণ—

"হে উদ্ধব! অতএব তুমি চোদনা, প্রতিচোদনা, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত কর্ম, শ্রবণযোগ্য ও শ্রুত সকল বিষয় পরিত্যাগপূর্বক সর্বতোভাবে—সকল জীবের আত্মস্বরূপ একমাত্র আমাকেই শরণরূপে স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদ্বারাই তুমি সর্বতোভাবে ভয়মুক্ত হইবে।"

'চোদনা'—শ্রুতি, 'প্রতিচোদনা'—স্মৃতি (টীকায় এরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে)।

শ্রীগীতায়ও "সর্ব ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমাকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর" ইত্যাদি বাক্যেও এজাতীয় শরণাগতিরই উপদেশ করা হইয়াছে।

বৈষ্ণবতন্ত্রে সেই শরণাগতির লক্ষণ এইরূপ—

"আনুকূল্য বিষয়ে সংকল্প, প্রাতিকূল্য পরিত্যাগ, (তিনি) রক্ষা করিবেন—এরূপ বিশ্বাস, পালকরূপে তাঁহার বরণ, আত্মনিবেদন ও কার্পণ্য (দৈন্য প্রকাশ)—এই ছয়প্রকার শরণাগতি হয়।

এই ছয়প্রকার শরণাগতির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে—পালকরূপে তাঁহার বরণই অঙ্গী (প্রধান), যেহেতু পালকরূপে তাঁহাকে বরণ করা, আর তাঁহার শরণাগত হওয়া একই অর্থ। অপর পাঁচটি ইহারই পরিকর বলিয়া অঙ্গস্বরূপ। আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য বলিতে ভগবদ্ভক্ত প্রভৃতির অথবা শরণাগত ব্যক্তির এবং তদীয় ভাবের আনুকূল্য এবং প্রাতিকূল্য বুঝিতে হইবে। (তিনি) রক্ষা করিবেন—এরূপ বিশ্বাসবিষয়ে দৃষ্টান্ত—"ত্রিগুণাধিপতি সেই ভগবান্ আমাদের মঙ্গলবিধান করিবেন" ইত্যাদি। আত্মনিক্ষেপ—"হৃদয়স্থিত অনির্দেশ্য দেবতাকর্তৃক আমি যেভাবে নিযুক্ত হইতেছি, সে-ভাবেই কার্য করিতেছি"—বিষ্ণুধর্মোত্তর ও গৌতমীয় তন্ত্রের এই বচনে তাহার প্রকার উক্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে অষ্টাক্ষরমন্ত্রের 'নমঃ' শব্দের ব্যাখ্যায়ও এরূপ উক্ত হইয়াছে—

" 'ম'কারের অর্থ অহঙ্কার, 'ন'কার তাহার নিবারক, অতএব 'নমঃ' শব্দদ্বারা জীবের (অহংভাব) স্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ হইতেছে। জীব শ্রীভগবানেরই অধীন, তাহার নিজের জীবন শ্রীভগবানেরই আয়ত্ত। অতএব জীব সম্পূর্ণভাবে নিজের সামর্থ্যোচিত চেষ্টা (অর্থাৎ 'আমি নিজ শক্তিতে ইহা করিতেছি' এরূপ ভাব) ত্যাগ করিবে। ঈশ্বরের সামর্থ্যহেতু জীবের পক্ষে কিছুই অপ্রাপ্য হয় না। অতএব তাঁহাতেই কর্মভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে এবং সকল কর্মই – 'ইহা ঈশ্বরের' – এই বুদ্ধিতে আচরণ করিবে।"

অতএব ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বলিয়াছেন –

"অহঙ্কারমুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কেশব দূরবর্তী নহেন, পরন্তু অহঙ্কারী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে নিজ ও ভগবানের মধ্যে পর্বতরাশি ব্যবধান বিদ্যমান।"

অতএব তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মার কৃত স্তবে স্বাতন্ত্র্যাভিমানী ব্যক্তির সংসারগতি শোনা যায় –

"হে ঈশ ! যেপর্যন্ত জীব বিষয়রূপিণী ভগবন্মায়ার প্রভাবে বলবান্ নিজ পার্থক্য অর্থাৎ দেহাদিভাব দর্শন করে, ততকাল পর্যন্ত বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও দুঃখরাশির প্রাপক ও কর্মফল প্রসবকারী সেই সংসারভাব নিবৃত্ত হয় না।"

কার্পণ্যের উদাহরণ –

"হে ভগবন্ ! আপনা অপেক্ষা পরমকারুণিক আর কেহ নাই, আর আমা অপেক্ষা পরম শোচ্যতমও আর কেহ নাই" ইত্যাদি।

পালকরূপে বরণের দৃষ্টান্ত শ্রীনৃসিংহপুরাণে এরূপ উক্ত হইয়াছে – "আমি দেবদেব জনার্দনরূপী আপনার শরণাগত হইতেছি – এইরূপে যে ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সংসারক্লেশ হইতে উদ্ধার করি।"

পূর্বোক্ত বরণও কায়িক, বাচিক ও মানসভেদে ত্রিবিধ। ব্রহ্মপুরাণে এরূপ উক্ত হইয়াছে –

"যাহারা কর্ম, মনঃ ও বাক্যদ্বারা ভগবান্ অচ্যুতের শরণাগত হন, যম তাঁহাদের প্রতি প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হন না; পরন্তু তাঁহারা মুক্তিফলভাগী হন।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা এইরূপ –

"শরণাগত ব্যক্তি বাক্যদ্বারা 'আমি আপনার' এরূপ উচ্চারণ, মনদ্বারাও ঐরূপ চিন্তা এবং দেহদ্বারা তদীয় ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া সন্তুষ্ট হন।"

যিনি এই শরণাগতি সর্বাঙ্গসম্পন্নারূপে অনুষ্ঠান করেন অর্থাৎ পূর্বোক্ত ছয়প্রকারেই শরণাগত হন, তাঁহার সাধনভক্তি সত্বরই সম্পূর্ণ ফল দান করে; আর অপরের সম্বন্ধে শরণাগতির পরিমাণের তারতম্যে কিংবা ক্রমানুসারে (এক, দুই, তিন, চার কিংবা পাঁচ অঙ্গযুক্ত ক্রমে) শীঘ্র কিংবা বিলম্বে ফল লাভ হয়।

এই শরণাগতির প্রশংসা করিয়া এরূপ বলিয়াছেন –

(২৯৪) "হে ঈশ ! এই ঘোর সংসারমার্গে সন্তপ্ত ত্রিতাপপীড়িত জীবের পক্ষে অমৃতবর্ষী ভবদীয় পাদপদ্মরূপ ছত্র ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় দেখিতেছি না।"

এস্থলে শরণাগতগণের সর্বদুঃখনিবারণ এবং সর্বতোভাবে নিজমাধুরীর বর্ষণও উক্ত হইয়াছে। ইহা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীমান্ উদ্ধবের উক্তি ॥২৪১॥

তদেবং শরণাপত্তির্বিবৃতা। অস্যাঃ (সর্বেষাং শুদ্ধৈকান্তিক-সাধনভক্ত্যঙ্গানাং চ) পূর্বত্বম্; – তাং বিনা তদীয়ত্বাসিদ্ধেঃ।

তত্র যদ্যপি শরণাপত্ত্যৈব সর্বং সিধ্যতি, —

"শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জিতাঃ।
তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্ণবং পদম্ ॥" ইতি গারুড়াৎ

(২) তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেত্ততো ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৄণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৄণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্যাৎ। তৎপ্রসাদো হি (ক) স্ব-স্ব-নানা-প্রতীকার-দুস্ত্যজানর্থহানৌ, (খ) পরমভগবৎপ্রসাদ-সিদ্ধৌ চ মূলম্।

(ক) পূর্বত্র যথা সপ্তমে শ্রীনারদবাক্যম্ (ভা: ৭।১৫।২২-২৫) —

**"অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোক-মোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া ॥
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥"** ইতি।

(খ) উত্তরত্র বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্যম্ —

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্ ॥" ইতি।

অন্যত্র

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥" ইতি।

অতএব সেবামাত্রং তু নিত্যমেব; যথা চান্যত্র পরমেশ্বরবাক্যম্ —

"প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চনম্। কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥" ইতি।

অতএব নারদপঞ্চরাত্রে —

"বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্বিষ্ণুবদ্গুরুম্। পূজয়েদ্বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি। কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ ॥"
ইত্যাদি; পাদ্মে দেবদ্যুতি-স্তুতৌ —

"ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি। মমাস্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু মে হরিঃ ॥" ইতি চ।

তস্মাদন্যদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষেত; যথোক্তমাগমে পুরশ্চরণফল-প্রসঙ্গে, —

"যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্। সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ ॥" ইতি।

তদেতদাহ, (ভা: ১০।৮০।৩৪) —

**(২৯৫) "নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরু-শুশ্রূষয়া যথা ॥"**

টীকা চ – "জ্ঞানপ্রদাদ্গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তীত্যুক্তম্। অতএব তদ্ভজনাদধিকো **ধর্মশ্চ** নাস্তীত্যাহ, – নাহমিতি, **ইজ্যা** গৃহস্থধর্মঃ, **প্রজাতিঃ** প্রকৃষ্টং জন্মোপনয়নম্, তেন ব্রহ্মচারিধর্ম উপলক্ষ্যতে, তাভ্যাম্; তথা **তপসা** বনস্থ-ধর্মেণ; **উপশমেন** যতিধর্মেণ বা। **অহং** পরমেশ্বরস্তথা **ন তুষ্যেয়ম্, যথা সর্বভূতাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়া**" ইত্যেষা। অত্র জ্ঞানম্ (ক) ব্রহ্মনিষ্ঠম্, (খ) ভগবন্নিষ্ঠঞ্চেতি দ্বিবিধম্; তত্র (ক) পূর্বত্র তথৈব ব্যাখ্যা; (খ) উত্তরত্র ত্বেবম্; **ইজ্যা** পূজা, **প্রজাতির্বৈষ্ণবদীক্ষা**, **তপঃ** সমাধিঃ; **উপশমো** ভগবন্নিষ্ঠেতি ॥ শ্রীভগবান্ শ্রীদামবিপ্রম্ ॥২৪২॥

এইরূপে শরণাগতির ব্যাখ্যা করা হইল। সকল শুদ্ধ ঐকান্তিক সাধনভক্ত্যঙ্গের পূর্বেই শরণাগতির আবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে। ভক্তিরাজ্যে শরণাগতি ব্যতীত তদীয়ত্ব অর্থাৎ জীবের ভগবৎসম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না বলিয়া শরণাগতিকেই বৈধী ভক্তির ভেদসমূহের মধ্যে পূর্ববর্তী অর্থাৎ প্রথমস্থানীয় মনে করিতে হইবে। যদিও এস্থলে শরণাগতিদ্বারাই সকল ফল সিদ্ধ হয় এবং এবিষয়ে সমর্থক রূপে –

"যাঁহারা ধ্যানযোগ বর্জিত হইয়া শ্রীভগবানের শরণাগত হন, তাঁহারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হন" এরূপ গরুড় পুরাণের বচন রহিয়াছে।

তথাপি বৈশিষ্ট্যকামী সমর্থ ব্যক্তি, বৈষ্ণবশাস্ত্রোপদেশক বা ভগবন্মন্ত্রোপদেশক শ্রীগুরুচরণের নিত্যসেবা বিশেষভাবেই করিবেন। কারণ – নিজ নিজ বিবিধ প্রতীকারের উপায়দ্বারাও যাহা দুষ্পরিহার্য, এইরূপ অনর্থসমূহের ক্ষয় এবং শ্রীভগবানের পরম প্রসাদসিদ্ধির বিষয়ে শ্রীগুরুচরণের প্রসাদ (অনুগ্রহ)ই মূলস্বরূপ।

তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশক গুরুসেবাসম্বন্ধে শ্রীনারদের উক্তি এইরূপ –

*"সঙ্কল্প পরিত্যাগদ্বারা কাম জয় করিবে। কামবর্জনদ্বারা ক্রোধজয়ী হইবে। অর্থের অনর্থবিচারদ্বারা লোভ জয় করিবে, তত্ত্ববিচারদ্বারা ভয় দূর করিবে। আত্মা ও অনাত্মার ভেদবিচারদ্বারা শোক ও মোহ পরিত্যাগ করিবে। মহদ্গণের উপাসনাদ্বারা দম্ভ দূর করিবে। এইরূপ মৌনদ্বারা যোগের বিঘ্নসমূহ, কামাদি চেষ্টা পরিত্যাগদ্বারা হিংসা, কৃপা অর্থাৎ হিতাচরণদ্বারা প্রাণিজাত দুঃখ, সমাধিদ্বারা দৈবকৃত বৃথা মনঃ পীড়াদি, যোগের প্রভাবদ্বারা দেহজাত পীড়া, সাত্ত্বিক আহারাদিদ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণদ্বারা রজঃ ও তমোগুণ এবং উপশমদ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। আর, **মানব একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারাই অনায়াসে পূর্বোক্ত সকলগুলিকে জয় করিবে**।"*

পরবর্তী অর্থাৎ মন্ত্রোপদেশক গুরুর প্রসাদসম্বন্ধে বামনকল্পে ব্রহ্মার বাক্য এইরূপ –

"যিনি মন্ত্র, তিনিই সাক্ষাৎ গুরু, আর যিনি গুরু, তিনিই স্বয়ং শ্রীহরি। অতএব গুরু যাহার প্রতি সন্তুষ্ট, স্বয়ং হরিও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।"

অন্যত্র বলা হইয়াছে –

"শ্রীহরি রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, পরন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। সেইহেতু অতএব সর্বপ্রকার প্রযত্নসহকারে শ্রীগুরুদেবেরই সন্তোষ উৎপাদন করিবে।"

অতএব শ্রীগুরুসেবামাত্রই নিত্য কর্তব্য। এবিষয়ে অন্যত্র ভগবদ্বচন এইরূপ –

"প্রথমতঃ গুরুর পূজা করিয়া তাহার পর আমার পূজা করিলে পুরুষ সিদ্ধিলাভ করেন, অন্যথা উহা নিষ্ফল হয়।"

অতএব নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে –

"যিনি জ্ঞানোপদেশক বৈষ্ণবগুরুকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই শাস্ত্রজ্ঞ এবং তিনিই বৈষ্ণব। যিনি একটি শ্লোকের পাদমাত্র অর্থাৎ একচতুর্থাংশেরও বক্তা, তিনিও সর্বদাই পূজ্য হন, এ অবস্থায় যে গুরু ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ দান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?"

পদ্মপুরাণে দেবদ্যুতির স্তুতিবচনে উক্ত হইয়াছে—

"শ্রীহরির প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি আছে, শ্রীগুরুর প্রতিও যদি আমার সেইরূপ নিষ্ঠা থাকে, তবে এই সত্যহেতু শ্রীহরি আমাকে নিজ মূর্তি দর্শন করান।"

অতএব শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুভক্তি ব্যতীত ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা নাই। আগমে পুরশ্চরণ-ফলপ্রসঙ্গে এরূপ উক্ত হইয়াছে— "তাম্র যেরূপ রসায়নশাস্ত্রোক্ত উপায়ে সিদ্ধ পারদের সংস্পর্শে সুবর্ণ হয়, এইরূপ শ্রীগুরুর সান্নিধ্যহেতু শিষ্যও বিষ্ণুময় হইয়া থাকে।"

অতএব এরূপ বলিয়াছেন—

(২৯৫) "সর্বভূতের আত্মস্বরূপ আমি গুরুশুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, ইজ্যা, প্রজাতি, তপস্যা অথবা উপশমদ্বারাও সেরূপ তুষ্ট হই না।"

***টীকা**— "জ্ঞানদাতা গুরু অপেক্ষা সমধিক সেবাযোগ্য আর কেহ নাই— ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব তাঁহার ভজন অপেক্ষা অধিক ধর্মও যে আর কিছু নাই— ইহাই বলিতেছেন। "ইজ্যা"— গৃহস্থোচিত ধর্ম; "প্রজাতি"— উপনয়নরূপ প্রকৃষ্ট জন্ম; ইহাদ্বারা ব্রহ্মচারীর ধর্মসমূহ উপলক্ষিত হইতেছে। পরমেশ্বর আমি সর্বভূতের আত্মা হইয়াও গুরুশুশ্রূষা দ্বারা যেরূপ তুষ্ট হই এইরূপ 'তপস্যা' অর্থাৎ বানপ্রস্থীয় ধর্ম অথবা 'উপশম' অর্থাৎ যতিধর্মদ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না।" এপর্যন্ত টীকা। এস্থানে জ্ঞান (ক) ব্রহ্মনিষ্ঠ, (খ) ভগবন্নিষ্ঠ— এই দুইপ্রকার; সেস্থানে (ক) পূর্বে যেরূপ ব্যাখ্যা; (খ) পরেও সেইরূপ।*

জ্ঞানদাতা গুরুর সেবাসম্বন্ধে এরূপ উক্তিহেতু প্রসঙ্গতঃ ইহা বক্তব্য যে— জ্ঞান ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ভগবন্নিষ্ঠরূপে দ্বিবিধ। প্রথমপক্ষে— ইজ্যা প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা যেরূপ হইয়াছে, তাহাই জ্ঞাতব্য। দ্বিতীয়পক্ষে— 'ইজ্যা'— পূজা; 'প্রজাতি'— বৈষ্ণবী দীক্ষা; 'তপস্যা'— সমাধি এবং 'উপশম'— ভগবন্নিষ্ঠা। ইহা শ্রীদামবিপ্রের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥২৪২॥

শ্রীগুর্বাজ্ঞয়া, তৎসেবনাবিরোধেন চান্যেষামপি বৈষ্ণবানাং সেবনং শ্রেয়ঃ; অন্যথা দোষঃ স্যাৎ; যথা শ্রীনারদোক্তৌ—

"গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ। স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্ ॥" ইতি।

যস্তু প্রথমং (ভা: ১১।৩।২১) **"শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্"** ইত্যাদ্যুক্ত-লক্ষণং গুরুং নাশ্রিতবান্, তাদৃশ-গুরোশ্চ মৎসরাদিতো মহাভাগবত-সৎকারাদাবনুমতিং ন লভতে, স প্রথমত এব ত্যক্তশাস্ত্রো ন বিচার্যতে; — উভয়সঙ্কটপাতো হি তস্মিন্ ভবত্যেব। এবমাদিকাভিপ্রায়েণৈবোক্তম্, —

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ ॥"

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে; অতএব দূরত এবারাধ্যস্তাদৃশো গুরুর্বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥"

ইতি স্মরণাৎ, তস্য বৈষ্ণবভাব-রাহিত্যেনাবৈষ্ণবতয়া "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন" ইত্যাদি বচনবিষয়ত্বাচ্চ। যথোক্ত-লক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়াং তু তথৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ। স চ শ্রীগুরুবৎ সমবাসনঃ স্বস্মিন্ কৃপালুচিত্তশ্চ গ্রাহ্যঃ—

"যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ। স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ ॥" ইতি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়দৃষ্ট্যা, কৃপাং বিনা তস্মিন্ চিত্তারত্যা চ।

অথ সর্বস্যৈব ভাগবতচিহ্নধারিমাত্রস্য তু যথাযোগ্যং সেবাবিধানম্।

তত্রমহাভাগবতসেবা দ্বিবিধা – (ক) প্রসঙ্গরূপা, (খ) পরিচর্যারূপা চ। তত্র (ক) প্রসঙ্গরূপামাহ, (ভা: ১১।১২।১, ২) –

(২৯৬) "ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা ॥

(২৯৭) ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥"

পূর্বাধ্যায়ে (ভা: ১১।১১।৪৭) –

"ইষ্টাপূর্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ॥"

ইত্যনেন সৎসঙ্গস্য নাম সাধুসেবয়া ভক্তিনিষ্ঠা-জননে (ভগবত্তোষক-তদর্পিত-কর্মরূপ)সাধনান্তরস-ব্যপেক্ষত্ব (সাপেক্ষত্ব)মিবোক্তম্।

তত্র ইষ্ট-শব্দেন সপ্তম-স্কন্ধোক্ত (ভা: ৭।১৫।৪৮, ৪৯) – রীত্যাগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাস-চাতুর্মাস্য-যাগ-পশুযাগ-বৈশ্বদেব-বলিহরণান্যুচ্যন্তে; পূর্ত-শব্দেন সুরালয়ারাম-কূপ-বাপী-তড়াগ-প্রপান্ন-সত্রাণ্যুচ্যন্তে। অত্র তু ইষ্টম্ (ভা: ১১।১১।৪৩) "হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্" ইত্যাদাবগ্নিহোত্রাদ্যুপলক্ষিতম্, পূর্তম্ (ভা: ১১।১১।৩৮) "উদ্যানোপবনাক্রীড়"-ইত্যাদ্যুপলক্ষিতং জ্ঞেয়ম্। এবং পূর্বোক্তপ্রকারেণ ইষ্টাপূর্তেন(ভগবৎসন্তোষহেতুক-তত্তদর্পণেন) যো মাং যজেত, স মৎস্মৃতিস্তত্র সাধুসেবয়া (ভা: ৩।২৫।২৫) সতাং প্রসঙ্গেন সদ্ভক্তিং অন্তরঙ্গ-ভক্তিনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তত্রাগ্নিহোত্রাদীনাং ভক্তৌ প্রবেশোঽগ্ন্যন্তর্যামিরূপ-ভগবদধিষ্ঠানত্বেনাগ্ন্যাদি-সন্তর্পণাৎ; কূপারামাদীনাঞ্চ তৎপরিচর্যার্থং ক্রিয়মাণত্বাত্তত্র প্রবেশঃ। তদেবংসৎসঙ্গস্য সব্যপেক্ষত্ব(সাপেক্ষত্ব) মুক্তম্।

পুনশ্চ তত্রৈব তস্য স্বাতন্ত্র্যেণ যথেষ্টফলদাতৃত্বং সর্বাপেক্ষয়া পরমসামর্থ্যঞ্চ বক্তুং পরমগুহ্যত্বমুপ-দিষ্টম্, (ভা: ১১।১১।৪৯) –

"অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা ॥" ইতি।

এতাদৃশ-মহিমত্বেনানুক্তত্বাত্তদেতৎ পরমগুহ্যত্বমাহ, (ভা: ১১।১২।১) – "ন রোধয়তি" ইতি যুগ্মকেন; ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ; দক্ষিণা দানমাত্রম্; যজ্ঞো দেবপূজা; ছন্দাংসি রহস্য-মন্ত্রাঃ; ততশ্চ যথা সৎসঙ্গো মামবরুন্ধে বশীকরোতি, তথা যোগো ন বশীকরোতি, ন চ সাঙ্খ্যমিত্যাদিকোঽন্বয়ঃ। ততস্তেঽপি কিঞ্চিদ্বশীকুর্বন্তীত্যর্থ-লব্ধের্ভগবৎপরা এব জ্ঞেয়াঃ, ন চ সাধারণাঃ; অতএব চ "ব্রতানি একাদশ্যাদীনি" ইতি টীকাকারাঃ।

ন চৈতাবতা তেষাং নিত্যানাং বৈষ্ণবব্রতাদীনামকর্তব্যত্বং প্রাপ্তম্, – একস্য ফলাতিশয়সামর্থ্য-প্রশংসয়েতরস্য নিত্যত্ব-নিরাকরণাযোগাৎ। যথা কর্মাধিকারিণঃ (ভা: ৭।১৪।১৭) –

"ন হ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান্ সর্বযজ্ঞভুক্।
ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্রমুখে হুতৈঃ ॥"

ইতি শ্রুত্বাপি পূর্বোক্তম্ (ভা: ৭।১৪।১৬) **"অগ্নিহোত্রাদিনা যজেৎ"** ইত্যাদি বিধিং ন পরিত্যক্তুং শক্নুবন্তি, তদ্বৎ; ভক্ত্যধিকারিণশ্চ যথাগ্রে (ভা: ১১।১৯।২১) **"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"** ইতি শ্রুত্যাপি (শ্রবণেনাপি) দীক্ষানন্তরং নিত্যতয়া প্রাপ্তাং ভগবৎপূজাং ত্যক্তুং ন শক্নুবন্তি, তদ্বদিতি। অতএব স্কান্দে –

"ষড়্ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎ ফলং পরিকীর্তিতম্।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যসিক্থেন তৎফলং ভুঞ্জতাং কলৌ ॥" ইত্যপি ন বাধকম্।

একাদশ্যাদৌ হি নিত্যত্বেঽপ্যানুষঙ্গিকমেব মহাফলদত্বং তত্র তত্র মতম্ অতএব নিত্যত্বরক্ষণার্থমপি তাদৃশং বৈষ্ণবং ব্রতমবশ্যমেব কর্তব্যমিত্যাগতম্। নিত্যবৈষ্ণব-ব্রতত্বাদিকঞ্চৈকাদশ্যাদাবর্চনপ্রসঙ্গে (৩০৭তম অনুচ্ছেদে) কিঞ্চিদ্দর্শয়িষ্যামঃ। অতএব পূর্বাধ্যায়ে টীকাকারৈরপি (ভা: ১১।১১।৩২) **"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্"** ইত্যত্র বিদ্ধৈকাদশী-কৃষ্ণৈকাদশ্যুপবাসানুপবাসানিবেদ্যশ্রাদ্ধাদয়ো যে ভক্তি-বিরুদ্ধা ধর্মাস্তান্ সংত্যজ্যেত্যর্থঃ" ইত্যুক্তম্। প্রথমে চ শ্রীভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরসংবাদে – (ভা: ১।৯।২৭) **"ভগবদ্ধর্মান্"** ইত্যত্র "হরিতোষকান্ দ্বাদশ্যাদি-নিয়মরূপান্" ইতি, (ভা: ৩।১।১৯) **"ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি"** ইত্যত্র তৃতীয়ে চ "একাদশ্যাদীনি" ইতি ব্যাখ্যাতম্। অতএব ভগবন্মহাপ্রসাদৈকব্রতস্য শ্রীমদম্বরীষস্য সচ্ছিরোমণেরাচারদর্শনাৎ তদেব নিশ্চীয়ত ইত্যতএব শ্রীগৌতমেনাপি নির্ণীয় স্বকৃততন্ত্রে লিখিতম্ – "বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত ত্বৈকাদশ্যাং প্রমাদতঃ। বিষ্ণ্বর্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ ॥" ইতি ॥২৪৩॥

শ্রীগুরুর আজ্ঞায় তাঁহার সেবার অবিরোধে অপর বৈষ্ণবগণের সেবাও শ্রেয়স্কর। অন্যথা দোষ হয়। এবিষয়ে শ্রীনারদের বচন –

"শ্রীগুরুদেব নিকটে থাকিলে যিনি অগ্রে অপরের পূজা করেন, তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত হন এবং তাহার পূজা নিষ্ফল হয়।"

যিনি প্রথমতঃ "শব্দব্রহ্ম(বেদ)ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত" ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই এবং নিজের মাৎসর্যাদি দোষহেতু তাঁহার নিকট হইতে মহাভাগবতপ্রভৃতির সৎকারাদিবিষয়ে অনুমতি লাভও করেন নাই, সেই শিষ্য প্রথম হইতেই শাস্ত্রত্যাগী বলিয়া এস্থলে বিচার্য নহেন। বস্তুতঃ ঈদৃশ ব্যক্তির মধ্যে উভয় সঙ্কটই উপস্থিত হয় (অর্থাৎ শাস্ত্র যেরূপ গুরুর আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন, সেইরূপ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করা এক সঙ্কট, আর সেই গুরু অপর মহাভাগবতাদির সেবা করিতে অনুমতি দিলেও মাৎসর্যাদিবশতঃ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা আর এক সঙ্কট)। এজাতীয় গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধেই শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে –

"যিনি অন্যায়ভাবে উপদেশ দান করে এবং যিনি অন্যায়ভাবে উহা শ্রবণ করেন, তাহারা উভয়েই চিরকালের জন্য ঘোরতর নরকে গমন করে।"

অতএব তাদৃশ গুরুকে দূর হইতেই সম্মান করিবে। আর, যদি তিনি বৈষ্ণববিদ্বেষী হন, তাহা হইলে পরিত্যাগেরই যোগ্য হন। কারণ স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন –

"গুরু যদি গর্বিত, কার্যাকার্যে অনভিজ্ঞ এবং উন্মার্গগামী (ভক্তিবিরুদ্ধপথাবলম্বী) হন, তাহা হইলে তাহারও পরিত্যাগ বিধিসম্মত।" আর, উক্ত গুরুর বৈষ্ণবভাব না থাকায় অবৈষ্ণবত্বহেতু – "অবৈষ্ণবকর্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্র স্বীকার করিলে নরকগামী হইতে হয়" এইসকল বচনের বিষয়হেতুও ঈদৃশ গুরুকে ত্যাগ করিতে হয়। যথাযথলক্ষণযুক্ত শ্রীগুরু বিদ্যমান না থাকিলে যে মহাভাগবতের বাসনা শ্রীগুরুর অনুরূপ এবং নিজের প্রতি যাঁহার চিত্ত কৃপাযুক্ত, এরূপ কোন একজন মহাভাগবতের নিত্যসেবা পরম শ্রেয়স্কর। শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়গ্রন্থে এরূপ নির্দেশই দেখা যায় –

"যিনি যে পুরুষের সঙ্গলাভ করেন, কাচাদি মণির ন্যায় তিনি সেই পুরুষেরই গুণ প্রাপ্ত হন (কাচ নিকটবর্তী যে কোন বর্ণের বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া তদ্রূপ বর্ণবিশিষ্টরূপেই প্রতীত হয়), অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ কুলের সমৃদ্ধির জন্য নিজ গোষ্ঠীভূত অর্থাৎ সমাশয়যুক্ত ব্যক্তিগণকেই আশ্রয় করিবেন।" এইরূপ শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ের রচনানুসারে কৃপা ব্যতীত তাঁহাতে চিত্তের রতি হইবে না।"

অনন্তর ভাগবতচিহ্নধারী সকল পুরুষেরই যথাযোগ্য সেবার বিধান রহিয়াছে।

সেই মহাভাগবতগণের সেবা দ্বিবিধা — (ক) প্রসঙ্গরূপা, (খ) পরিচর্যারূপা।

তন্মধ্যে (ক) প্রসঙ্গরূপা সেবার উদাহরণ —

(২৯৬-২৯৭) "হে উদ্ধব! সর্বসঙ্গনাশক সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম, বেদাদি শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা, ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস, ইষ্ট, পূর্ত, দক্ষিণা, ব্রতসমুদয়, যজ্ঞ, ছন্দঃসমূহ অর্থাৎ রহস্য সহ মন্ত্রসমূহ, তীর্থসমূহ, নিয়ম ও যমসমুদয় সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না।"

পূর্ব অধ্যায়ে —

"সাধুসেবাহেতু আমার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলে যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া এইরূপে ইষ্টাপূর্তদ্বারা আমার যজন করেন, তিনি আমার বিষয়ে সদ্ভক্তি লাভ করেন" — এই বাক্যে সৎসঙ্গের নাম সাধুসেবাদ্বারা ভক্তিনিষ্ঠা-উৎপাদনবিষয়ে (ভগবত্তোষক তদর্পিত কর্মরূপ) যেন অন্য সাধনের অপেক্ষা উক্ত হইয়াছে। সেস্থলে 'ইষ্ট' শব্দে সপ্তমস্কন্ধোক্ত রীতি অনুসারে অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্যযাগ, পশুযাগ ও বৈশ্বদেব বলিপ্রদানাদি এবং 'পূর্ত' শব্দে দেবালয়, উদ্যান, কূপ, দীর্ঘিকা, তড়াগ, পানীয়শালা ও অন্নসত্রাদি উক্ত হইতেছে। আর, এস্থলে 'ইষ্ট' বলিতে — "হবির্দ্বারা অগ্নিতে আমার আরাধনা করিবে" ইত্যাদি বাক্যোপলক্ষিত ক্রিয়াকে বুঝিতে হইবে। 'পূর্ত' বলিতে — "দেব মন্দির, উদ্যান, উপবন, কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদির নির্মাণ কর্মে উদ্যম" ইত্যাদি কর্ম জ্ঞাতব্য। এইরূপে ইষ্ট শব্দে "হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্" ইত্যাদি অগ্নিহোত্রাদি উপলক্ষিত হইয়াছে। পূর্ত শব্দে "উদ্যানোপবনাক্রীড" ইত্যাদি জানিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে ইষ্টাপূর্তদ্বারা ভগবৎ সন্তোষোৎপাদন উদ্দেশ্যে সে সকলের অর্পণদ্বারা যে ব্যক্তি আমার যজন করেন, সেই মদীয় স্মৃতিযুক্ত ব্যক্তি তথায় সাধুসেবাদ্বারা সৎপ্রসঙ্গক্রমে 'সদ্ভক্তি' অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভক্তিনিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। পূর্বোক্তস্থলে — অগ্নির অন্তর্যামিস্বরূপ শ্রীভগবানের অধিষ্ঠানরূপে অগ্নিআদির সন্তর্পণহেতুই অগ্নিহোত্র প্রভৃতিকে ভক্তির অন্তর্গত করা হইয়াছে। এইরূপ কূপ-উদ্যানপ্রভৃতির নির্মাণও শ্রীভগবানের পরিচর্যার জন্যই হয় বলিয়া ঐসকল কার্য ভক্তিরূপে গণ্য হইতেছে। এইরূপে, সৎসঙ্গ নিজ ফলদানবিষয়ে যে ইষ্টাপূর্ত প্রভৃতির অপেক্ষা করে, ইহা উক্ত হইল। পুনরায় তৎক্ষেত্রেই সৎসঙ্গের স্বতন্ত্রভাবে যথেষ্ট ফলদাতৃত্ব এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম সামর্থ্য বলিবার জন্যই — এই সৎসঙ্গ যে পরমগুহ্য — এরূপ উপদেশ করিয়াছেন —

"হে উদ্ধব! আমি অনন্তর এই পরমগুহ্য বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও, শ্রোতা তোমার নিকট বর্ণন করিব, যেহেতু তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ এবং সখা।"

এতাদৃশ মহিমান্বিতরূপে অন্য কাহারও উল্লেখ হয় নাই বলিয়াই এই সৎসঙ্গের পরমগুহ্যত্ব উপদিষ্ট হইতেছে — "হে উদ্ধব! সর্বসঙ্গনাশক সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করে" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা। 'ত্যাগ' — সন্ন্যাস, 'দক্ষিণা' — দানমাত্র, 'যজ্ঞ' — দেবপূজা, 'ছন্দঃসমূহ' — রহস্যসহিত মন্ত্রসমূহ; সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ সেরূপ বশীভূত করে না, সাংখ্যও সেরূপ বশীভূত করে না — ইত্যাদিরূপে বাক্যের অন্বয় হইবে। 'সেরূপ বশীভূত করে না' — ইহাদ্বারা কিঞ্চিৎ বশীভূত করে — এইরূপ অর্থবোধ হয় বলিয়া জানিতে হইবে যে, ভগবৎপর যোগাদির কথাই এস্থলে বলা হইয়াছে, পরন্তু সাধারণ যোগাদি নহে। অতএব এস্থলে 'ব্রতসমূহ' বলিতেও ভগবৎপর ব্রতসমূহই অর্থ হয় বলিয়া টীকাকার বলিয়াছেন — "ব্রতসমূহ অর্থাৎ একাদশীপ্রভৃতি"।

এস্থলে সৎসঙ্গকে ভগবদ্-বশীকরণের অতুলনীয় উপায় বলায়, একাদশীব্রতাদিরূপ নিত্য বৈষ্ণবব্রতাদি যে অকরণীয়, ইহা উপলব্ধ হয় না। যেহেতু যে কোন একটি সাধনের ফলউৎপাদনবিষয়ে অতিশয় সামর্থ্যের প্রশংসাদ্বারা অন্য সাধনের নিত্যত্বের বাধা হইতে পারে না। যেরূপ কর্মাধিকারী ব্যক্তিগণ –

“হে রাজন্ ! সর্বযজ্ঞভোক্তা এই শ্রীভগবান্ ব্রাহ্মণের মুখে প্রদত্ত অন্নাদি দ্রব্যসমূহদ্বারা যেরূপ পূজিত হন, (যজ্ঞকর্মে) অগ্নির মুখে প্রদত্ত হবির্দ্বারা সেরূপ পূজিত হন না”। এরূপ ভগবদুক্তি শ্রবণ করিয়াও – “অগ্নিহোত্রাদিদ্বারা যাগ করিবে” এইরূপ বিধিকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না – এস্থলেও সেরূপ সৎসঙ্গের ফলাধিক্য শুনিয়াও অন্যান্য নিত্যকর্ম ত্যাগ করিতে পারেন না। আবার ভক্তির অধিকারিগণও যেরূপ “আমার ভক্তের পূজা আমার পূজা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ” ইহা শুনিয়াও – দীক্ষার পর হইতে নিত্যকর্তব্যরূপে প্রাপ্ত ভগবৎপূজা ত্যাগ করিতে পারেন না – এস্থলেও সেইরূপই হয়। অতএব স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে –

“ছয়মাস উপবাস করিলে তাহার যে ফল উক্ত হইয়াছে, কলিযুগে শ্রীহরির নিবেদিত অন্নের ক্ষুদ্রগ্রাসভক্ষণেও সেই ফলই সিদ্ধ হয়।”

এই বাক্যও উপবাসের বাধক হয় না। একাদশীপ্রভৃতি ব্রত নিত্যকর্ম হইলেও বিভিন্ন শাস্ত্রে যে-মহাফল শোনা যায়, উহা আনুষঙ্গিকমাত্র। অতএব তাদৃশ বৈষ্ণবব্রতের নিত্যত্বরক্ষণের জন্যও উহা অবশ্যই পালনীয় – ইহাই জানা যাইতেছে। একাদশীপ্রভৃতি যে নিত্য বৈষ্ণবব্রত, ইহা অর্চনপ্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে। অতএব পূর্ব অধ্যায়ে – “বেদরূপী আমাকর্তৃক আদিষ্ট স্বীয় ধর্মসমূহের এইরূপ গুণ ও দোষসমূহ জানিয়াও” ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় – “বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস, কৃষ্ণা একাদশীতে অনুপবাস এবং বিষ্ণুর প্রতি অনিবেদিত অন্নাদিদ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানপ্রভৃতি ভক্তিবিরুদ্ধ যেসকল ধর্ম, ঐসকল ত্যাগ করিয়া” টীকাকার এইরূপ বলিয়াছেন। প্রথমস্কন্ধে – শ্রীভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে “ভগবদ্ধর্মসমূহ” এই পদের ব্যাখ্যায়ও টীকাকার – “ভগবদ্ধর্মসমূহ অর্থাৎ শ্রীহরির সন্তোষবিধানের জন্য দ্বাদশীপ্রভৃতি নিয়মব্রতসমূহ” এরূপ বলিয়াছেন। তৃতীয়স্কন্ধে – “তিনি শ্রীহরির সন্তোষজনক ব্রতসমূহের আচরণ করিয়াছিলেন” – এস্থলেও একাদশী প্রভৃতিই ব্রতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব নিত্য শ্রীভগবানের মহাপ্রসাদগ্রহণরূপ ব্রতৈকনিষ্ঠ সাধুশিরোমণি শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের একাদশী পালনরূপ আচারদর্শনহেতু তাদৃশ বৈষ্ণবব্রতের অবশ্যকর্তব্যতা নিশ্চিত হইতেছে। শ্রীগৌতমও স্বকৃত তন্ত্রে লিখিয়াছেন – “বৈষ্ণব যদি প্রমাদবশতঃ একাদশীতে ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীবিষ্ণুর অর্চন বৃথা হয় এবং সে ঘোর নরকে পতিত হয়।”॥২৪৩॥

অথ প্রস্তুতমনুসরামঃ। বশীকরণমত্র দ্বিবিধম্ – (ক) মুখ্যম্; (খ) গৌণঞ্চ। তত্র – (ক) মুখ্যেন প্রেম লভ্যতে, – (ভা: ৫।৬।১৮) **“অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্”** ইতি ন্যায়েন; অতএব (খ) গৌণেনান্যৎ ফলম্; অত্র – (ক) মুখ্যং শ্রীগোপ্যাদৌ; (খ) গৌণং বাণাদৌ; উত্তরত্র বশীকরণত্বঞ্চ ফলদানোন্মুখীকরণতয়োপচর্যতে।

তদেতদ্বশীকরণে দৃষ্টান্তানাহ, (ভা: ১১।১২।৩-৬) –

(২৯৮) **“সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।**
গন্ধর্বাস্পরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ ॥

(২৯৯) **বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।**
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে ॥

(৩০০) **বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্র-কায়াধবাদয়ঃ।**
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥

(৩০১) **সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্পথঃ।**
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে ॥"

দৈতেয়াস্তদুপলক্ষিতাসুর-দানবাশ্চ। যাতুধানা রাক্ষসাঃ। **রজস্তম** ইত্যসুররাক্ষসাদি-জাতিষু দিগ্‌দর্শনম্, — ত্বাষ্ট্রেত্যাদি; **ত্বাষ্ট্রো** বৃত্রাসুরঃ; — বৃত্রাসুরস্য প্রাগ্(চিত্রকেতু)জন্মনি শ্রীনারদাঙ্গিরসোঃ সঙ্গঃ শ্রীসঙ্কর্ষণ-সঙ্গশ্চ প্রসিদ্ধঃ। **কায়াধবঃ** কয়াধুপুত্রঃ শ্রীপ্রহ্লাদঃ, — অস্য মাতৃগর্ভে শ্রীনারদসঙ্গঃ; আদি-শব্দগৃহীতান্ পূর্বোক্ত-জাতিক্রমেণ কতিচিদ্‌গণয়তি, — বৃষেতি; **বৃষপর্বা** দানবঃ, — অয়ং হি জাতমাত্র-মাতৃপরিত্যক্তো মুনিপালিতো বিষ্ণুভক্তো বভূবেতি পুরাণান্তর-প্রসিদ্ধিঃ; **বলেঃ** শ্রীপ্রহ্লাদ-সঙ্গঃ শ্রীবামন-সঙ্গশ্চ, — তদনন্তরমেব ভক্ত্যুদ্বোধ-দর্শনাৎ; **বাণস্য** বলি-মহেশ-ভগবৎ-সঙ্গঃ, — অস্য ভুজকর্তনানন্তরং জ্ঞাত-বিষ্ণুমহিম্নো মহাভাগবত-মহেশ-প্রাপ্তিরিব স্বপ্রাপ্তিরিত্যুচ্যতে; **ময়ো** দানবঃ, — অস্য (শ্রীযুধিষ্ঠির-রাজসূয়-)সভা-নির্মাণাদৌ পাণ্ডবসঙ্গো ভগবৎসঙ্গশ্চ, অন্তে (শ্রীমহেশেন ত্রিপুরবিনাশান্তে তৎকৃপয়া-মরত্ব-বরলাভেন) তৎপ্রাপ্তিশ্চ জ্ঞেয়া; **বিভীষণো** যাতুধানঃ, — অস্য হনুমৎ-সঙ্গো ভগবৎসঙ্গশ্চ। **সুগ্রীবাদ্যা গজান্তা মৃগাঃ**; তত্র **ঋক্ষো** জাম্ববান্, — অস্য ভগবৎ-সঙ্গঃ; গজো গজেন্দ্রঃ, — অস্য পূর্বজন্মনি সৎসঙ্গ উন্নেয়ঃ, উত্তর-জন্মান্তে (ভা: ৮।৪।৬) ভগবৎ-সঙ্গশ্চ; **গৃধ্রো** জটায়ুনামা **খগঃ**, — অস্য শ্রীগরুড়-দশরথাদি-সঙ্গঃ শ্রীসীতাদর্শনম্, শ্রীভগবদ্দর্শনঞ্চ। **গন্ধর্বাদীং**স্তুনতিপ্রসিদ্ধত্বেনানুদাহৃত্য **মনুষ্যেষু বৈশ্যাদীনুদাহরতি, — বণিক্পথ** ইতি; বণিক্পথস্তুলাধারঃ, — অস্য (ভা: ৪।৩১।২) মহাভারতে জাজলিমুনিগর্ব-প্রসঙ্গে প্রোক্তমহিম্নঃ সৎসঙ্গোঽন্বেষণীয়ঃ; **ব্যাধো** ধর্মব্যাধঃ; শূদ্রা অন্ত্যজা অপি।

অত্রাদিবারাহে কথেয়ম্ — ক্বচিৎ প্রাচীন-কলিযুগে বসুনাম্না বৈষ্ণবেন রাজ্ঞা প্রাগ্‌জন্মনি মৃগ-ভ্রান্ত্যা নিহতো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মরাক্ষসতাং প্রাপ্তস্তস্য রাজ্ঞঃ প্রাপঞ্চিক-বিষ্ণুলোকবিশেষগমনসময়ে তচ্ছরীরং প্রবিষ্টঃ; পুনশ্চ তস্য তদ্ভোগান্তে রাজতাং প্রাপ্তস্য দেহাত্তৎকর্তৃক-'ব্রহ্মপারাখ্য'স্তবপাঠ-তেজসা নির্গতস্তৎকৃত-ধর্মব্যাধ-সংজ্ঞো হিংসাতিশয়-বিমুখঃ পর্য্যবসানে দৃষ্ট-নীলাদ্রিনাথস্তঞ্চ স্তুতবান্; প্রাপ্ত-তদালিঙ্গনস্তৎসাযুজ্যমবাপেতি।

কুব্জায়া ভগবৎ-সঙ্গঃ, পূর্বজন্মনি চ শ্রীনারদসঙ্গ ইতি মাথুর-হরিবংশপ্রসিদ্ধিঃ; **গোপ্যোঽত্র** সাধারণ্যঃ, শ্রীকৃষ্ণব্রজে তদানীং বিবাহাদিনা সমাগতাঃ, — আসাং তন্নিত্যপ্রেয়সীবৃন্দসঙ্গঃ, শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিরূপো ভগবৎ-সঙ্গশ্চ; **যজ্ঞপত্নীনাং** শ্রীকৃষ্ণগুণকথক-লোক-সঙ্গস্তৎসঙ্গশ্চ। **অপরে** দৈতেয়াদয়োঽন্যে চ ॥২৪৪॥

অনন্তর প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা হইতেছে। ভগবদ্‌বশীকরণ দুইপ্রকার — (ক) মুখ্য ও (খ) গৌণ। তন্মধ্যে (ক) মুখ্য বশীকরণদ্বারা শ্রীভগবানে প্রেম লাভ করা যায়। অতএব — "হে মহারাজ! এরূপ হইলেও, ভগবান্ মুকুন্দ তাঁহার ভজনকারিগণকে মুক্তিই দান করেন, কদাচিৎ ভক্তিযোগ (প্রেমভক্তি) দান করেন না।" এরূপ উক্ত হইয়াছে। সুতরাং (খ) গৌণ বশীকরণদ্বারা অন্য ফলই লব্ধ হয়। এই (ক) মুখ্য বশীকরণ শ্রীগোপীপ্রভৃতির মধ্যে এবং (খ) গৌণ বশীকরণ শ্রীবাণপ্রভৃতির মধ্যে লক্ষিত হয়। দ্বিতীয়স্থলে বাস্তব বশীকরণত্ব না থাকিলেও তাঁহারা ফলদানের জন্য শ্রীভগবান্‌কে যে তদ্‌বিষয়ে উন্মুখ করিয়াছিলেন — এইহেতুই তাঁহাদের মধ্যে গৌণভাবে বশীকরণত্ব স্বীকৃত হইতেছে। এই বশীকরণবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন —

(২৯৮-৩০১) "সৎসঙ্গহেতুই দৈত্যগণ, যাতুধানগণ, মৃগগণ, খগগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, নাগগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গুহ্যকগণ, বিদ্যাধরগণ, মনুষ্যগণের মধ্যে রাজস ও তামসস্বভাব বৈশ্যগণ, শূদ্রগণ, স্ত্রীগণ,

অন্ত্যজগণ এবং ত্বাষ্ট্র ও কায়াধব প্রভৃতি এইরূপ বৃষপর্বা, বলি, বাণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, গজ, ঋক্ষ, গৃধ্র, বণিক্পথ, ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজস্থিতা গোপীগণ এবং যজ্ঞপত্নীগণ এরূপ বহুজন সেই সেই যুগে আমার পদ লাভ করিয়াছেন।"

'দৈত্য'পদের উপলক্ষিতরূপে অসুরগণ এবং দানবগণকেও গণনা করিতে হইবে। 'যাতুধানগণ' — রাক্ষসগণ। অসুর-রাক্ষসাদি জাতির মধ্যে দিগ্দর্শনমাত্ররূপে বলিতেছেন — 'ত্বাষ্ট্র' ইত্যাদি। 'ত্বাষ্ট্র' — বৃত্রাসুর; তাহার পূর্বজন্মে শ্রীনারদ ও অঙ্গিরার সঙ্গ এবং সঙ্কর্ষণের সঙ্গ ঘটিয়াছিল — ইহা প্রসিদ্ধ। 'কায়াধবঃ' — কয়াধুর পুত্র শ্রীপ্রহ্লাদ; তাঁহার গর্ভবাসকালে শ্রীনারদের সঙ্গ ঘটিয়াছিল। 'কায়াধবাদি' এই 'আদি' শব্দদ্বারা পূর্বোক্ত জাতিক্রমে আরও কয়েক ব্যক্তির গণনা হইতেছে — 'বৃষপর্বা' — তন্নামক দানব; ইনি জন্মমাত্রই জননীকর্তৃক পরিত্যক্ত এবং মুনিকর্তৃক পালিত হইয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন — পুরাণান্তরে এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বলির শ্রীপ্রহ্লাদসঙ্গ ও শ্রীবামনদেবের সঙ্গ ঘটিয়াছিল; যেহেতু ইহার পরই বলির ভক্তির উদ্বোধ দেখা যায়। বাণের বলি, মহেশ ও শ্রীভগবানের সঙ্গ লাভ হইয়াছিল। বাণের ভুজকর্তনের পর তিনি শ্রীবিষ্ণুর মহিমা অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে মহাভাগবত মহেশের প্রাপ্তিই এস্থলে ভগবৎকর্তৃক স্বপ্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিরূপে — 'আমার পদ লাভ করিয়াছিলেন' — এই বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। 'ময়' — তন্নামক দানব; — তৎকর্তৃক (যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়) সভানির্মাণকালে পাণ্ডবগণের সঙ্গ এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ হইয়াছিল। অন্তে (শ্রীমহেশদ্বারা ত্রিপুর বিনাশের পর তাঁহার কৃপায় অমরবর লাভদ্বারা) ভগবৎপ্রাপ্তি অনুমানাদি দ্বারা জানিতে হইবে। 'বিভীষণ' — যাতুধান; তাঁহার হনুমৎসঙ্গ ও ভগবৎসঙ্গ হইয়াছিল। সুগ্রীব হইতে গজেন্দ্র পর্যন্ত সকলেই চতুষ্পদ প্রাণী। তন্মধ্যে 'ঋক্ষ' — জাম্ববান্; তাঁহার ভগবৎসঙ্গ ঘটিয়াছিল। 'গজ' অর্থাৎ গজেন্দ্রের পূর্বজন্মে সৎসঙ্গ অনুমেয়, পরজন্মের শেষভাগে ভগবৎসঙ্গ ঘটিয়াছিল। 'গৃধ্র' — জটায়ুনামক পক্ষী; তাঁহার পক্ষে গরুড় ও দশরথাদির সঙ্গ, শ্রীসীতাদর্শন ও শ্রীভগবদ্দর্শন হইয়াছিল। গন্ধর্বপ্রভৃতি অনতিপ্রসিদ্ধ বলিয়া তাহাদের উদাহরণ না দেখাইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে বৈশ্যাদির উদাহরণ দেখাইতেছেন — 'বণিক্পথ' — তুলাধারনামক বৈশ্য। মহাভারতে জাজলিমুনির গর্বপ্রসঙ্গে ইহার মহিমা উক্ত হইয়াছে বলিয়া সৎসঙ্গ অন্বেষণীয়। 'ব্যাধ' — ধর্মব্যাধ; শূদ্রগণ ও অন্ত্যজগণ।

ইহার সম্বন্ধে আদিবারাহে এরূপ কথা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে — কোন এক প্রাচীন কলিযুগে বসুনামক কোন এক বৈষ্ণব রাজা পূর্বজন্মে মৃগভ্রমে এক ব্রাহ্মণকে নিহত করিলে পরজন্মে সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া সেই রাজার প্রাপঞ্চিক বিষ্ণুলোকবিশেষ-গমনকালে তাঁহার দেহে প্রবেশ করে। বিষ্ণুলোক ভোগের পর রাজা পুনরায় রাজপদ লাভ করিলে তৎকৃত 'ব্রহ্মপার' নামক স্তোত্রপাঠের প্রভাবে সেই ব্রহ্মরাক্ষস রাজদেহ হইতে নির্গত হয় এবং রাজা তাহার 'ধর্মব্যাধ' এইরূপ নামকরণ করিলে সে অতিহিংসায় বিমুখ হইয়া পরিণামে ভগবান্ শ্রীনীলাদ্রিনাথের দর্শনলাভ ও স্তুতিপাঠ করিলে শ্রীভগবানের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কুব্জার ভগবৎসঙ্গ এবং পূর্বজন্মে শ্রীনারদের সঙ্গলাভ মাথুর হরিবংশে প্রসিদ্ধ আছে। 'গোপী' বলিতে সাধারণ গোপী যাঁহারা বিবাহিতা হইয়া তৎকালে ব্রজে স্থান পাইয়াছিলেন সেই সাধারণ গোপীগণকেই বুঝিতে হইবে। এই গোপীগণও শ্রীভগবানের নিত্যপ্রেয়সীগণের সঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদিরূপ ভগবৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যজ্ঞপত্নীগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনকারী লোকসমূহের সঙ্গ এবং পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ ঘটিয়াছিল। 'অপর' অর্থাৎ দৈত্যাদি অন্য সকলেও ॥২৪৪॥

তেষাং সৎসঙ্গব্যতিরিক্ত-সাধনান্তরাভাবমাহ, (ভা: ১১।১২।৭) —

(৩০২) **"তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিত-মহত্তমাঃ।**
অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥"

নাধীতাঃ শ্রুতিগণা যৈস্তদর্থঞ্চ **নোপাসিতা মহত্তমা** বেদাধ্যাপকা যৈস্তে; কিঞ্চ, অকৃতব্রতা অকৃততপস্কাশ্চ; পূর্ববদধ্যয়নাদিকং ভগবৎপ্রীণনমেব গ্রাহ্যম্। অত্রৈকেষাং বৃত্রাদীনাং প্রাগ্‌জন্মাদৌ সাধনান্তরং যত্তদপি সৎসঙ্গানুষঙ্গ-সিদ্ধমিত্যভিপ্রেত্য সৎসঙ্গস্যৈব তত্তৎ ফলমুক্তম্। ধর্মব্যাধাদীনাং তু কেবলস্যৈব তস্যেতি জ্ঞেয়ম্। **মৎসঙ্গ**-শব্দেনাত্র মম সঙ্গো মদীয়াদীনাঞ্চ সঙ্গ ইত্যভিধাস্যতে,—উভয়ত্রাপি মৎসম্বন্ধিত্বাদি-ত্যভিপ্রায়েণ। তত্র স্বস্যাপি (গ্রন্থবক্তুঃ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) সত্ত্বাৎ(সাধুত্বাৎ) সৎসঙ্গ-প্রকরণে স্ব-সঙ্গোঽপ্যন্তর্ভাবিতঃ। যত্তু পুরা ভাগবতসঙ্গেনৈব ভগবৎকৃপা ভবতীত্যুক্তম্, তত্তু তৎসাম্মুখ্য-জন্মন এব; অত্র তু স এব ভাগবতসঙ্গঃ সাধনবিশেষত্বেনোচ্যতে ইতি ন দোষঃ। যদি বাত্র কুত্রচিৎ সাম্মুখ্যজন্ম-কারণমপি ভগবৎসঙ্গো ভবেৎ, তদাপ্যেবমাচক্ষ্মহে—সদ্‌বৃন্দার্থমবতারমঙ্গীকৃত্য যৎ কদাচিৎ সর্বত্র কৃপাং বিতনোতি ভগবান্, তচ্চ সৎসম্বন্ধেনৈবেত্যতো নাভ্যুপগমহানিরিতি। অত্র সৎসঙ্গস্য সৎকৃপাপ্রভাব-সংগন্তৃভাবতারতম্যাদ্‌ভগবদ্-বশীকরণ-তারতম্যং জ্ঞেয়ম্॥২৪৫॥

পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের সৎসঙ্গ ব্যতীত অন্য সাধনের অভাব উক্ত হইতেছে—

(৩০২) "তাহারা শ্রুতিসমূহ অধ্যয়ন করে নাই, মহত্তমগণের উপাসনা করে নাই এবং ব্রত ও তপস্যা করে নাই, (কেবলমাত্র) মৎসঙ্গ (আমার সঙ্গ) হেতু আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।"

সেই 'নাধীতশ্রুতিগণ'—অর্থাৎ তাহাদিগকর্তৃক শ্রুতিসমূহ পঠিত হয় নাই। 'নোপাসিত-মহত্তম'—তাহাদিগকর্তৃক শ্রুতিসমূহ অধ্যয়নের জন্য বেদাধ্যাপক আচার্যগণও সেবিত হন নাই। 'অব্রতাতপ্ততপাঃ'—বিশেষতঃ তাহারা কোন ব্রত বা তপস্যারও অনুষ্ঠান করে নাই। এস্থলে অধ্যয়নাদি বলিতে পূর্বের ন্যায় শ্রীভগবানের প্রীতিজনকরূপ অধ্যয়নাদিই বুঝিতে হইবে। এস্থলে বৃত্র-প্রভৃতি কোন কোন ব্যক্তির পূর্বজন্মের যে সাধন বিশেষ জানা যায়, তাহাও সৎসঙ্গের আনুষঙ্গিকরূপেই সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া এই অভিপ্রায়ে সৎসঙ্গেরই সেই সেই ফল উক্ত হইয়াছে। আর ধর্মব্যাধাদির যেসকল ফল সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কেবলমাত্র সৎসঙ্গমূলকই জানিতে হইবে (কারণ তাহাদের অন্য কোন সাধনই ছিল না)। এস্থলে 'মৎসঙ্গ' এই শব্দদ্বারা—আমার সঙ্গ এবং আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত মদীয় ভক্তাদির সঙ্গ—এরূপ অর্থ বিজ্ঞাপিত হইতেছে। কারণ—উভয় সঙ্গের সহিতই আমার সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভগবান্ স্বয়ংও সৎ বলিয়া (শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) সাধুত্বহেতু সৎসঙ্গের প্রকরণে ('মৎসঙ্গাৎ' আমার সঙ্গহেতু এইরূপ উক্তিদ্বারা) নিজের সঙ্গকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পূর্বে ভাগবত পুরুষের সঙ্গহেতুই শ্রীভগবানের কৃপা হয়—এরূপ যে বলা হইয়াছে তাহা ভগবৎসাম্মুখ্য-উৎপত্তিবিষয়েই জানিতে হইবে। আর, এস্থলে সেই ভাগবতসঙ্গই সাধনবিশেষরূপে বলা হইতেছে, অতএব কোন দোষ হয় নাই। অথবা যদি এস্থলে কাহারও সম্বন্ধে ভগবৎসঙ্গই সাম্মুখ্য-উৎপত্তির কারণও হয়, তাহা হইলে বলিব যে—'সৎ' অর্থাৎ সাধুপুরুষগণের রক্ষণাদির জন্য অবতার স্বীকার করিয়া শ্রীভগবান্ কখনও যে সর্বত্র কৃপা বিস্তার করেন, তাহাও 'সৎ'এর সম্বন্ধহেতুই হয়—অতএব পূর্ব স্বীকৃতির হানি হয় না। এস্থানে সৎসঙ্গের সৎকৃপাপ্রভাবপ্রাপ্ত (সঙ্গন্তৃ) ব্যক্তির ভাবের তারতম্যে ভগবদ্‌বশীকরণের তারতম্য জানানায়॥২৪৫॥

অথ মুখ্যং বশীকরণমসম্ভাবিত-সাধনান্তরেণ সৎসঙ্গমাত্রেণ শ্রীগোপ্যাদীনাং দর্শয়তি, (ভা: ১১।১২।৮)—

(৩০৩) "**কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।**
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥"

ভাবেন—প্রকরণপ্রাপ্ত-সৎসঙ্গমাত্রজন্মনা প্রীত্যা; ভাবোঽত্র বশীকরণমুখ্যত্বে চিহ্নম্—(ভা: ৯।৪।৬৬) "**বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা**" ইত্যাদেঃ, (ভা: ১১।১৪।২১)

"ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ" ইত্যাদেশ্চ। **গাবোঽপি** গোপীবদাগন্তুক্যা এব জ্ঞেয়াঃ; **নগা** যমলার্জুনাদয়ঃ; **মৃগা** অপি পূর্ববৎ; **নাগাঃ** কালিয়াদয়ঃ; — যমলার্জুন-কালিয়য়োর্ভগবৎ-প্রাপ্তি-স্তদানীন্তন-তৎক্ষণিক-ভগবৎ-প্রাপ্ত্যাবশ্যম্ভাবি নিত্য-প্রাপ্তিমপেক্ষ্যোক্তা; **সিদ্ধাঃ** পূর্ববদ্দ্বিবিধাৎ সৎসঙ্গাৎ। স তু তেষাং ভাবো যোগাদিভিরপ্রাপ্য এবেতি, (২য় শ্লোঃ) **"যথাবরুন্ধে"** ইত্যত্র **যথা**-শব্দার্থস্য পরা কাষ্ঠা ॥২৪৬॥

অনন্তর অন্য সাধনের দ্বারা যাহা সম্ভব নয় সেই সৎসঙ্গমাত্রহেতুই শ্রীগোপীপ্রভৃতির মুখ্য বশীকরণ প্রদর্শন করিতেছেন।

(৩০৩) "গোপীগণ, গোসমূহ, নগসমূহ, মৃগগণ, এইরূপ অন্য মূঢ়বুদ্ধি নাগগণ কেবল ভাবদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

'ভাবদ্বারা' অর্থাৎ প্রকরণপ্রাপ্ত সৎসঙ্গমাত্রজাত প্রীতিদ্বারা; ইহাদের বশীকরণ যে মুখ্য এবিষয়ে ভাব অর্থাৎ প্রীতিই পরিচায়ক। ইহা — "সৎরমণীগণ যেরূপ ভক্তিদ্বারা সৎপতিকে বশীভূত করে, তদ্রূপ আমার প্রতি একান্ত আবদ্ধচিত্ত সমদর্শী সাধুগণ ভক্তিদ্বারা আমাকে বশীভূত করেন" এই উক্তি এবং "আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারাই গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ লভ্য হই" ইত্যাদি বাক্যদ্বারাই প্রমাণিত হয়। এস্থলে উক্ত গো-সমূহও গোপীগণের ন্যায় আগন্তুক বলিয়াই জ্ঞাতব্য। 'নগাঃ' অর্থাৎ যমলার্জুনাদি বৃক্ষসমূহ; 'মৃগাঃ' অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণিগণও পূর্ববৎ আগন্তুক; 'নাগগণ' অর্থাৎ কালিয় প্রভৃতি নাগগণ; যমলার্জুন ও কালিয়নাগের তাৎকালিক ক্ষণিক ভগবৎপ্রাপ্তিহেতু নিত্যপ্রাপ্তিও অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই এস্থলে তাহাদের ভগবৎপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। "সিদ্ধ হইয়া" অর্থাৎ পূর্ববৎ দুইপ্রকার অর্থাৎ ভগবৎসঙ্গ ও সাধুগণের সঙ্গ — এই দ্বিবিধ সৎসঙ্গ হইতে সিদ্ধিলাভ করিয়া; ঐসকল ব্যক্তির 'ভাব' অর্থাৎ ভগবৎ প্রীতিযোগ প্রভৃতি যোগাদিসাধনসমূহদ্বারাও অপ্রাপ্যই হয় — এজন্যই (ভা: ১১।১২।২ শ্লোকে) "যথাবরুন্ধে" — যেরূপ বশীভূত করে — এইবাক্যে 'যথা' শব্দের অর্থের পরাকাষ্ঠা উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ 'যথা' — 'যেপ্রকার' বশীভূত করে, সেই বশীকরণ প্রকারটি বশীকরণের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ) ॥২৪৬॥

তামেব (পরকাষ্ঠামেব) ব্যনক্তি, (ভা: ১১।১২।৯) —

(৩০৪) **"যং ন যোগেন সাংখ্যেন দান-ব্রত-তপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যা-স্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্যত্নবানপি ॥"**

যং ভাবম্; অত্রাপি **যোগাদয়ো** ভগবৎপরা এব, — যোগাদিভির্**যত্নবানপী**ত্যনেনে তৎপ্রাপ্ত্যর্থং প্রযুজ্যমান-ত্বাবগমাৎ। এস্বপি শ্রীগোপীনামেব পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তিং দর্শয়িতুম্ (ভা: ১১।১১।৪৯) **"অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন"** ইত্যেতৎ-পূর্বোক্ত-পরমগুহ্যত্বস্য চাত্রৈব পরমকাষ্ঠাং দর্শয়িতুং (ভা: ১১।১২।১০) **"রামেণ সার্দ্ধম্"** ইত্যাদীদং প্রকরণমিত্যনুসন্ধেয়ম্ ॥২৪৭॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥২৪৩-২৪৭॥

সেই পরাকাষ্ঠাই ব্যক্ত হইতেছে —

(৩০৪) "যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শাস্ত্রব্যাখ্যা, অধ্যয়ন ও সন্ন্যাসদ্বারা যত্নবান্ হইয়াও যাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না।"

"যাহা" অর্থাৎ যে ভাব (প্রীতি); এস্থলেও ভগবন্নিষ্ঠ যোগ প্রভৃতিরই উক্তি হইয়াছে জানিতে হইবে; যেহেতু "যোগাদিদ্বারা যত্নবান্ হইয়াও" এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, ঐসকল উপায় ভগবৎপ্রীতিলাভের জন্যই প্রযুক্ত হয়। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীগোপীগণের প্রীতির পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তি প্রদর্শনের জন্য এস্থলে (ভা: ১১।১১।৪৯ শ্লোকে) "হে উদ্ধব! অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও আমি অনন্তর এই পরমগুহ্য বিষয়টি

শ্রবণকারী তোমার নিকট বর্ণন করিব" এইরূপে পূর্বে যে পরমগুহ্যত্ব উক্ত হইয়াছে, উহারই পরাকাষ্ঠাদর্শনের অভিপ্রায়ে – "হে উদ্ধব ! অক্রূর বলদেবের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া গেলে অতি প্রগাঢ় প্রেমহেতু আমার প্রতি অনুরক্তচিত্তা গোপীগণ বিরহমূলক তীব্র মনঃপীড়াবশতঃ আমাভিন্ন অন্য কোন বস্তুকেই সুখের উপায়রূপে দর্শন করে নাই" ইত্যাদি প্রকরণ উক্ত হইয়াছে – ইহা জানিতে হইবে ।।২৪৭।। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ।।২৪৩-২৪৭।।

এষ চ সৎসঙ্গস্তজ্জ্ঞানং বিনাপি কৃতোঽর্থদ এব স্যাদিত্যাহ, (ভা: ৩।২৩।৫৫); –

(৩০৫) "**সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া ।**
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ।।"

অধিয়া অজ্ঞানেন; যত্তু পূর্বং (১৮৩ তম অনুঃ) শ্রীনারদাদৌ মুন্যন্তর-সাধারণ-দৃষ্টির্নিন্দিতা, তদিহাস্মিন্ধে জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধে চ জ্ঞেয়ম্ ।। শ্রীদেবহূতিঃ ।।২৪৮।।

এই সৎসঙ্গ তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হইলেও ফলদায়কই হয় – ইহা বলিতেছেন –

(৩০৫) "বুদ্ধির অভাব অর্থাৎ অজ্ঞানতঃ অসদ্‌গণের প্রতি অনুষ্ঠিত যে-সঙ্গ সংসারের কারণ হয়, তাহাই (সেই সঙ্গই) সাধুগণের প্রতি অনুষ্ঠিত হইলে সংসারমুক্তির কারণ হইয়া থাকে।"

"বুদ্ধির অভাবহেতু" অর্থাৎ অজ্ঞানতাবশতঃ। আশঙ্কা হইতে পারে, পূর্বে শ্রীনারদাদিকে সাধারণ মুনির ন্যায় জ্ঞানের নিন্দাই করা হইয়াছে; বস্তুতঃ ঐরূপ জ্ঞান অজ্ঞানই হয়। যাহারা জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানলেশলাভেই উদ্ধত ও দাম্ভিক সেইরূপ ব্যক্তিগণেই এইরূপ বিচার দৃষ্ট হয়। সুতরাং পূর্বাপর কোন বিরোধ হয় না। ইহা শ্রীদেবহূতির উক্তি ।।২৪৮।।

তদেবং মহাভাগবত-প্রসঙ্গ-ফলমুক্তম্। তৎপরিচর্যা-ফলমাহান্বয়েন, (ভা: ৩।৭।১৯) –

(৩০৬) "**যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ ।**
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ ।।"

যেষাং যুষ্মাকং মহাভাগবতানাং **সেবয়া** পরিচর্যয়া **কূটস্থস্য** নিত্যস্য **ভগবতঃ পাদয়ো রতিরাসঃ** প্রেমোৎসবো **ভবেৎ; তীব্র** ইতি বিশেষণং প্রসঙ্গমাত্রাৎ পরিচর্যায়াং বিশিষ্টং ফলং দ্যোতয়তি। আনুষঙ্গিকং ফলমাহ, – **ব্যসনার্দন** ইতি; **ব্যসনং** সংসারঃ; যত এবোক্তম্, – (ভা: ১১।১৯।২১) "**মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা**" ইতি; – মম পূজাতোঽপ্যভি সর্বতোভাবে**নাধিকা**ধিকমৎপ্রীতিকরীত্যর্থঃ। এবং পাদ্মোত্তর-খণ্ডে – "আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরাধাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ।।" ইতি ।। বিদুরঃ শ্রীমৈত্রেয়ম্ ।।২৪৯।।

এইরূপে মহাভাগবতের প্রসঙ্গের ফল উক্ত হইল। সম্প্রতি তাঁহাদের পরিচর্যার ফল বলিতেছেন –

(৩০৬) "যাঁহাদের সেবাহেতু কূটস্থ ভগবান্ মধুসূদনের পদযুগলে ব্যসননাশক তীব্র রতিরাস উৎপন্ন হয়।"

"যাঁহাদের" অর্থাৎ ভবাদৃশ (আপনাদের ন্যায়) মহাভাগবতগণের "সেবা" অর্থাৎ পরিচর্যাহেতু "কূটস্থ" – নিত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের পদযুগলে "রতিরাস" – প্রেমোৎসব উৎপন্ন হয়। প্রেমোৎসবের বিশেষণ "তীব্র" এই পদটির দ্বারা মহাভাগবতগণের কেবলমাত্র প্রসঙ্গ অপেক্ষা তাঁহাদের পরিচর্যার বিশিষ্ট ফল সূচিত হইতেছে। পরিচর্যার আনুষঙ্গিক ফল বলিলেন – "ব্যসননাশক"। "ব্যসন" অর্থ এস্থলে সংসার (সুতরাং পরিচর্যার বিশিষ্ট ফল প্রেমলাভ এবং আনুষঙ্গিক ফল সংসারবিমুক্তি)। অতএব বলিয়াছেন – "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"। ইহার অর্থ – আমার ভক্তের পূজা আমার পূজা অপেক্ষাও "অভি" – সর্বতোভাবে;

'অধিকা' — আমার অধিক প্রীতিজননী। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে এরূপ বলিয়াছেন — "হে দেবি! সকল দেবতার আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ; আবার তদীয় ভক্তগণের আরাধনা তাঁহার আরাধনা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর।" ইহা শ্রীমৈত্রেয়ের প্রতি বিদুরের উক্তি ॥২৪৯॥

ব্যতিরেকেণাহ, (ভা:১০।৮৪।১৩) —

(৩০৭) "**যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে, স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।**
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥"

জড়ত্বাৎ **কুণপে** স্বয়ং মৃততুল্যে শরীরে, চিদ্যোগেঽপি **ত্রিধাতুকে** ত্রিভির্বাতপিত্তাদিভির্ধাতুভির্দূষিত ইত্যর্থঃ; **ভৌমে** দেবতাপ্রতিমাদৌ; যদ্‌যস্য **অভিজ্ঞেষু** তত্ত্ববিৎসু তা বুদ্ধয়ো ন সন্তি; তত্রাত্ম**বুদ্ধিঃ** পরমপ্রীত্যাস্পদত্বম্; **স এব গোখরো** গোনিকৃষ্ট উচ্যতে; যদ্বা, সিন্ধুসৌবীর-প্রসিদ্ধো বন্যগর্দভজাতি-বিশেষো ম্লেচ্ছজাতি-বিশেষো বা সঃ, ন ত্বন্যঃ প্রসিদ্ধঃ; — বিবেকিত্বাভিমানিতায়াং সত্যামপ্যবিবেকিত্বাৎ; ততোঽপি নিকৃষ্টত্বং তস্যেতি। **ভৌম ইজ্যধী**রিতি সাধারণদেবতা-বিষয়কমেব, — পূর্বং তথৈবোপক্রান্তত্বাৎ, (ভা: ১১।২।৪৭) "**অর্চায়ামেব হরয়ে**" ইত্যাদি-বিরোধাচ্চ। তদেবং (ভা: ৪।৩১।১৪) "**যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন**" ইত্যাদি-বাক্যমত্র নাবতারয়িতব্যম্। দেবতান্তরপূজনবৎ সাধু-ভক্ত-পূজনং ন ত্যাজ্যমিত্যাশয়ঃ; ভগবন্মাত্রসেবনেন দেবতান্তরপূজনং সিধ্যতি, ন তু সাধুভক্তপূজনম্ ॥ শ্রীভগবান্ মুনিবৃন্দম্ ॥২৫০॥

ব্যতিরেকভাবে বলিতেছেন —

(৩০৭) "ত্রিধাতুক কুণপে যাহার আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে যাহার আত্মীয়বুদ্ধি, মৃণ্ময়ে যাহার পূজ্যবুদ্ধি এবং জলে যাহার তীর্থবুদ্ধি, পরন্তু অভিজ্ঞ জনগণের প্রতি কখনও সেই সেই বুদ্ধি হয় না, সেই ব্যক্তিই গোখর।"

জড়ত্ব হেতু 'কুণপ' অর্থাৎ মৃততুল্য এই শরীরে (যাহার আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ যে ইহাকে আত্মা বলিয়া মনে করে); ইহার সহিত চৈতন্যের যোগ হইলেও অর্থাৎ জীবদ্দশায়ও ইহা স্বভাবতঃ ত্রিধাতুক অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফদ্বারা দূষিত; 'ভৌমে' অর্থাৎ দেবতা-প্রতিমাদিতে; 'যৎ' — যাহার; 'অভিজ্ঞেষু' অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ জনগণের প্রতি; সেইসকল বুদ্ধি (আত্মা, আত্মীয়, পূজ্য ও তীর্থবুদ্ধি) হয় না; এস্থলে 'আত্মবুদ্ধি' অর্থ তত্ত্বজ্ঞগণকে পরমপ্রীত্যাস্পদরূপে মনে করা; যাহার তাহা হয় না, সেই ব্যক্তিই 'গোখর' — গরু হইতেও নিকৃষ্ট; অথবা সে ব্যক্তি 'গোখর' অর্থাৎ সিন্ধু সৌবীর দেশে প্রসিদ্ধ বন্য গর্দভজাতিবিশেষ, অথবা 'গোখর' বলিতে ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। পূর্বোক্ত ব্যক্তিই এই গোখর, অন্য কেহ গোখররূপে সিদ্ধ হয় না; কারণ ঈদৃশ ব্যক্তির নিজসম্বন্ধে বিবেকীরূপে অভিমানসত্ত্বেও বস্তুতঃ অবিবেকী বলিয়া সে গোখরশব্দবাচ্য পূর্বোক্ত জন্তুবিশেষ এবং জাতিবিশেষ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়। মৃণ্ময় প্রতিমাদিতে এই যে পূজ্যবুদ্ধির নিন্দা, ইহা সাধারণ দেবতাদি বিষয়েই জানিতে হইবে, শ্রীবিষ্ণুর প্রতিমাপূজার নিষেধ নহে। কারণ শ্রীবিষ্ণুর প্রতিমাপূজার নিষেধ অভিপ্রেত হইলে — "যিনি প্রতিমার মধ্যেই শ্রদ্ধার সহিত শ্রীহরির পূজা করেন" এই বাক্যের বিরোধ হয়। অতএব "যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে তাহার কাণ্ড, শাখা-প্রশাখাদি সর্বাংশের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিলেই অন্য সকলের পূজা করা হয়" — এইরূপ বাক্য এস্থলে অনুসরণযোগ্য নহে (অর্থাৎ একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর পূজায় রত হইয়া সাধুসেবা ত্যাগ করা উচিত নহে)। অন্য দেবতার পূজার ন্যায় সাধু-ভক্ত-পূজা ত্যাগ করা উচিত নহে, ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য। কেবল শ্রীভগবানের সেবাদ্বারা অন্য দেবতাদির পূজা হইয়া যায়, কিন্তু সাধু-ভক্তের পূজা হয় না। ইহা মুনিগণের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥২৫০॥

অথ মহাভাগবতসেবাসিদ্ধলক্ষণমাহ, (ভা: ৪।৯।১২) —

(৩০৮) "**তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং, যে চান্বদঃ সুত-সুহৃদ্‌গৃহ-বিত্ত-দারাঃ।**
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥"

পরমপ্রিয়মপি **মর্ত্যং** বপুঃ; **যে চাদো বপুরনু** লক্ষ্মীকৃত্য সুতাদয়ো বর্তন্তে, তানপি **ন স্মরন্তি**। কে ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ, — **যে** ত্বিতি ॥ ধ্রুবঃ শ্রীধ্রুবপ্রিয়ম্ ॥২৫১॥

অনন্তর মহাভাগবতগণের সেবায় যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের লক্ষণ বলিতেছেন —

(৩০৮) "হে পদ্মনাভ পরমেশ্বর! আপনার শ্রীপাদপদ্মের সৌরভলাভের জন্য যাঁহাদের চিত্ত সদা লোলুপ, তাঁহাদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহারা অতিশয় প্রিয় মরণশীল (দেহ) এবং ইহার অনুগত পুত্র, সুহৃদ্, গৃহ, ধন ও ভার্যার স্মরণ করেন না।"

'অতিশয় প্রিয়' অর্থাৎ পরমপ্রিয়, তথাপি মর্ত্ত্য (মরণশীল) এই শরীর এবং তাহার অনুগত অর্থাৎ সেই শরীরকেই লক্ষ্য করিয়া বর্তমান পুত্রপ্রভৃতি যেসকল পদার্থ, তাহাদিগকেও স্মরণ করেন না। তাঁহারা কে? এই প্রশ্নাপেক্ষায় বলিয়াছেন — "যে তু" (অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত আপনার পাদপদ্মের সৌরভলাভের জন্য সর্বদা লোভাতুর, তাঁহাদের প্রসঙ্গপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ)। শ্রীধ্রুবপ্রিয় শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীধ্রুবের উক্তি ॥২৫১॥

বৈষ্ণবমাত্রাণাঞ্চ যথাযোগ্যমারাধনম্ অন্বয়েন কর্তব্যম্; যথেতিহাসসমুচ্চয়ে —

"তস্মাদ্‌বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ ॥" ইতি; ব্যতিরেকেণাপি পাদ্মোত্তরখণ্ডে —

"অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥" ইতি। তত্র (ভা: ৪।২১।১২) —

"সর্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥"

ইতি শ্রীপৃথুচরিতানুসারেণ, — যৎকিঞ্চিজ্জাতাবপ্যুত্তমত্বমেব মন্তব্যম্; (ভা: ৭।১১।৩৫) —

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥"

ইতি শ্রীনারদোক্তিদৃষ্টান্তেন বা। যথোক্তং পাদ্মে, মাঘমাহাত্ম্যে চ —

"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে ॥" ইতি;

ইতিহাসসমুচ্চয়ে —

"স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম। পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া ॥" ইতি; অন্যথা দোষশ্রবণঞ্চ তত্রৈব —

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥" ইতি।

ভক্তিবৈশিষ্ট্যে তু বৈশিষ্ট্যমপি দৃশ্যতে; যথা গারুড়ে —

"তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্। তৎকথাশ্রবণে প্রীতিঃ স্বর-নেত্রাদি-বিক্রিয়া ॥
বিষ্ণোশ্চ কারণং নৃত্যং তদর্থে দম্ভবর্জনম্। স্বয়মভ্যর্চনং চৈব যো বিষ্ণুং নোপজীবতি ॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চপণ্ডিতঃ ॥
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥" ইতি।

অতএবাহ ভগবান্ –

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥" ইতি।

অতএব জ্ঞাতভক্তিমহিম্না সতা দুর্বাসসাপি শ্রীমদম্বরীষস্য পাদগ্রহণমপ্যাচরিতম্; কিন্তু শ্রীমদম্বরীষস্যা-নভীষ্টমেব তদিতি তত্রৈব ব্যক্তত্বাৎ, শ্রীভগবতা শ্রীমদুদ্ধবাদিভিশ্চ ব্রাহ্মণমাত্রস্য বন্দনাচ্চ।

ইতরবৈষ্ণবৈস্তু তৎ সর্বথা ন মন্তব্যম্, (ভা: ১০।৬৪।৪১) –

"বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ।
ঘ্নন্তং বহু শপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ ॥"

ইতি ভগবদাদেশ-ভঙ্গ-প্রসঙ্গাচ্চ। 'শ্বপাকমিব নেক্ষেত' ইত্যাদিকং তু তদ্দর্শনাদ্যাসক্তিনিষেধপরত্বেন সমাধেয়ম্; দৃশ্যতে চ শ্রীযুধিষ্ঠির-দ্রৌপদ্যাদীনামশ্বত্থাম্নি তথা ব্যবহারঃ।

বৈষ্ণবপূজকৈস্তু বৈষ্ণবানামাচারোঽপি ন বিচারণীয়ঃ, – (গী: ৯।৩০) "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদেঃ; যথোক্তং গারুড়ে, –

"বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী। পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥" ইতি।

তদেতদুদাহৃতমেব, – (ভা: ৩।৩৩।৭) **"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নামতুভ্যম্"** ইত্যাদৌ; অত্র শ্বপচ-শব্দো যৌগিকার্থপুরস্কারেণৈব বর্ততে।

ততো দুর্জাতিত্বেন দুরাচারত্বেনাপি নাবমন্তব্যস্তদ্ভক্তজনঃ। স্বাবমন্তৃত্বেন তু নতরাম্। অতএবোক্তং গারুড়ে, –

"রূক্ষাক্ষরস্তু শৃণ্বন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতম্। প্রণামপূর্বং তং ক্ষান্ত্যা যো বদেদ্বৈষ্ণবো হি সঃ ॥" ইতি।

তদেবং মহদাদিসেবা দর্শিতা। অস্যাশ্চ শ্রবণাদিতঃ পূর্বত্বম্, – (ভা: ৫।৫।২) **"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্"** ইত্যুক্তেঃ। তেভ্যো মহদ্ভ্যস্ত্বন্যদপি কিমপি পরমমঙ্গলায়নং জায়তে; যথা (ভা: ১১।২৬।২৮-৩১) –

(৩০৯) **"তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।**
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥

(৩১০) **তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।**
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥

(৩১১) **ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।**
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥

(৩১২) **যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।**
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥"

তেষু (ভা: ১১।২৬।২৭) **"সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ"** ইত্যাদ্যুক্ত-লক্ষণেষু; **ভক্তিং** প্রেম। অতএবোক্তং শ্রীরুদ্রেণ, (ভা: ৪।২৪।৫৭) –

"ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥" ইতি;

শ্রীশৌনকেনাপি (ভা: ১।১৮।১৩) – **"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গম্"** ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তত্রানুষঙ্গিকং ফলং সদৃষ্টান্তমাহ, – **যথেতি; বিভাবসুম্** অগ্নিম্ **উপশ্রয়মাণস্য** উপাস্য-বুদ্ধ্যা হোমাদ্যর্থং জ্বালয়তঃ – ফলবিশেষকামনয়া যজ্ঞার্থং সেবমানস্য ইত্যর্থঃ; টীকা চ – "তস্য যথা **শীতাদিকমপ্যেতি** – নশ্যতি; **ভয়ং** দুষ্টজীবাদিকৃতম্; তথা **সাধূন্** সেবমানস্য কর্ম্মাদি-জাড্যম্; আগামি-সংসার-ভয়ং তন্মূলমজ্ঞানঞ্চ নশ্যতীত্যর্থঃ ॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥**২৫২**॥

বৈষ্ণবমাত্রেরও যথাযোগ্য সেবাসম্মানাদি কর্তব্য। এবিষয়ে ইতিহাসসমুচ্চয়ের উক্তি –

"অতএব শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহ বা প্রসন্নতার জন্য বৈষ্ণবগণের সন্তোষবিধান করিবেন। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু তাহা হইলেই প্রসন্নতা লাভ করিয়া ভক্তের প্রতি যে কৃপোন্মুখ হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।" পদ্মপুরাণে ব্যতিরেকভাবেও বলা হইয়াছে –

"যিনি ভগবান্ শ্রীহরির অর্চনা করিয়া তাঁহার ভক্তগণের অর্চনা করেন না, তাহাকে ভাগবত মনে করিবে না; পরন্তু তিনি দাম্ভিকমাত্র।"

"তিনি (শ্রীপৃথুমহারাজ) ছিলেন সপ্তদ্বীপা বসুমতীর একমাত্র দণ্ডধারী। একমাত্র ব্রাহ্মণকুল এবং অচ্যুতগোত্র অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ ব্যতীত অন্যত্র কোথায়ও তাঁহার দণ্ডদানের বাধা হইত না, কিংবা কোন আদেশ স্খলিত হইত না।"

শ্রীপৃথুমহারাজের এই চরিতানুসারে মনে করিতে হইবে – বৈষ্ণব যেকোন জাতির অন্তর্গত হউন না কেন, সর্বত্র তাঁহার উত্তমত্বই সিদ্ধ রহিয়াছে। অথবা –

"যে-পুরুষের বর্ণনির্ধারণের জন্য যে-লক্ষণ উক্ত হইয়াছে যদি তাহা অন্য কুলজাত ব্যক্তির মধ্যেও লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে সেই লক্ষণানুযায়ী বর্ণের অন্তর্গতরূপেই নির্ণয় করিবে।"

এই শ্রীনারদোক্ত বাক্যের দৃষ্টান্তানুসারেও সকল কুলের বৈষ্ণবই মাননীয় হন।

পদ্মপুরাণে মাঘ মাহাত্ম্যে এরূপ উক্ত হইয়াছে –

"এজগতে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কুক্কুরভোজী চণ্ডালের ন্যায় দর্শনের অযোগ্য; পক্ষান্তরে বৈষ্ণব বর্ণবহির্ভূত হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করেন। ভগবদ্ভক্তগণ (শূদ্রকুলে উৎপন্ন হইলেও) শূদ্ররূপে গণ্য নহেন, পরন্তু তাঁহারা ভাগবতরূপেই গণ্য হন, পক্ষান্তরে সর্ববর্ণের মধ্যে যাহারা শ্রীজনার্দনের ভক্ত নহে, তাহারাই শূদ্র।"

ইতিহাসসমুচ্চয়ে উক্ত হইয়াছে –

"হে দ্বিজবর ! ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালেরও যদি স্মরণ, সম্ভাষণ বা পূজা করা হয়, তাহা হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে লোককে পবিত্র করেন।"

যেকোন নিম্ন জাতির বৈষ্ণবের প্রতিও জাতিবিচারে দোষই শ্রুত হয়। যথা – ইতিহাসমুচ্চয়ে – "ভগবদ্ভক্ত শূদ্র, নিষাদ বা কুক্কুরভোজী চণ্ডালকেও যে-ব্যক্তি জাতিজ্ঞানে অবজ্ঞা করে, সে নিশ্চয়ই নরকগামী হয়।"

ইহাদের মধ্যে ভক্তির বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাঁহাদেরও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শ্রীগরুড়পুরাণে এরূপ বলিয়াছেন – "তাঁহার (শ্রীবিষ্ণুর) ভক্তজনের প্রতি বাৎসল্য, তাঁহার পূজায় অনুমোদন, তাঁহার কথাশ্রবণে প্রীতি, সেইহেতুই কণ্ঠস্বর ও নয়নাদির বিকার, শ্রীবিষ্ণুর প্রীত্যর্থে নৃত্য, তাঁহার জন্যই দম্ভবর্জন, স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুর পূজা করা এবং বিষ্ণুকে জীবিকা না করা – এই অষ্টপ্রকার ভক্তি যদি কোন ম্লেচ্ছ ব্যক্তির মধ্যেও বিদ্যমান থাকে, তাহা

হইলে তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তিনিই মুনিশ্রেষ্ঠ, তিনিই জ্ঞানী এবং তিনিই পণ্ডিত। তাঁহাকেই দান করা এবং তাঁহার নিকট হইতেই দান গ্রহণ করা উচিত। আর তিনিই শ্রীহরির ন্যায় সর্বত্র পূজার যোগ্য হন।" অতএব শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন –

"আমার অভক্ত পুরুষ চতুর্বেদে পণ্ডিত হইলেও আমার প্রিয় হয় না; পক্ষান্তরে আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও প্রিয় হয়। এইরূপ তাঁহাকেই দান করা এবং তাঁহার নিকট হইতেই দানগ্রহণ করা কর্তব্য। আর তিনি আমার ন্যায়ই পূজনীয় হন।"

অতএব ভক্তির মহিমা বিষয়ে অভিজ্ঞ দুর্বাসা ঋষিও শ্রীঅম্বরীষের পদযুগল ধারণপর্যন্ত করিয়াছিলেন; পরন্তু তাহা শ্রীঅম্বরীষের অনভীষ্টই হইয়াছিল, ইহা তথায়ই প্রকাশিত হইয়াছে। আর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমান্ উদ্ধবপ্রভৃতিও ব্রাহ্মণমাত্রেরই বন্দনা করিয়াছেন। অতএব অন্যান্য সাধারণ বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণকর্তৃক নিজ বন্দনাদি কোনরূপেই চিন্তা করিবেন না। অন্যথা –

"হে মদীয় জনগণ! তোমরা অপরাধকারী ব্রাহ্মণের প্রতিও দ্রোহাচরণ করিবে না। তিনি তোমাদিগকে বধ করিতে অথবা বহু অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেও সর্বদা তাঁহাকে নমস্কার করিবে।" যেহেতু ইহার দ্বারা শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ ভঙ্গের প্রসঙ্গ ঘটে। পূর্বে যে "জগতে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কুক্কুরভোজী চণ্ডালের ন্যায় দর্শনের অযোগ্য এরূপ বলা হইয়াছে, ইহাদ্বারা তাদৃশ ব্রাহ্মণের দর্শনবিষয়ে আসক্তিরই নিষেধ হইয়াছে, (তাঁহাকে দর্শনই করিবে না – এরূপ তাৎপর্য নহে)।" যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদীপ্রভৃতির অপরাধী অশ্বত্থামার প্রতি তাদৃশ সম্মানসূচক ব্যবহারই দেখাগিয়াছে।

যাহারা বৈষ্ণবগণের পূজক তাহারা বৈষ্ণবগণের আচারবিষয়েও কোন বিচার করিবেন না। কারণ – "সুদুরাচার ব্যক্তিও একনিষ্ঠ হইয়া আমার ভজন করিলে সাধুরূপেই গণ্য হন" এরূপ উক্তি রহিয়াছে। শ্রীগরুড়পুরাণে এরূপ উক্ত হইয়াছে –

"উদিত সূর্য যেরূপ সকল লোক পবিত্র করেন, সেরূপ বিষ্ণুভক্তিযুক্ত পুরুষ মিথ্যাচাররত এবং অনাশ্রমী হইলেও সকল লোককে পবিত্র করেন।"

"অহো! যাহার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম উচ্চারিত হয়, সেই শ্বপচ (কুক্কুরভোজী চণ্ডাল) এই নামগ্রহণহেতুই সম্মানযোগ্য" ইত্যাদি বাক্যে পূর্বোক্ত বিষয় উদাহৃতই হইয়াছে। এইস্থলে 'শ্বপচ' শব্দ যৌগিক অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিতই প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব দুর্জাতি এবং দুরাচার হইলেও ভগবদ্ভক্তজনকে অবমাননা করিবে না। আর তাদৃশ ভক্ত যদি নিজকে অপমান করেন, তাহা হইলেও সেই অপমানিত ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার অবমাননা করা উচিত নহে। অতএব গরুড়পুরাণে বলিয়াছেন –

"ভগবদ্ভক্তকর্তৃক উচ্চারিত কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়াও যিনি সহিষ্ণুতাসহকারে প্রণামপূর্বক তাঁহার সহিত কথা বলেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব।"

এইরূপে মহৎপ্রভৃতির সেবা প্রদর্শিত হইল। শ্রবণাদির পূর্বেই এই মহৎসেবা বিহিত হয়। কারণ "মহৎসেবা সংসারমুক্তির দ্বার এবং যোষিৎসঙ্গিগণের সঙ্গ সংসারের দ্বাররূপে কথিত হয়" এরূপ উক্তি রহিয়াছে। সেইসকল মহদ্ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অন্য প্রকারেও কোন পরমমঙ্গলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাহা এইরূপ –

(৩০৯-৩১২) "হে মহাভাগ! সেই মহাভাগ ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বদা আমার কথাসমূহ উচ্চারিত হয় এবং ঐসকল কথা শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের পাপ বিনষ্ট হয়। যাহারা আমার প্রতি আসক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সাগ্রহে ঐসকল কথার শ্রবণ, কীর্তন ও অনুমোদন করেন, তাহারা আমাতে ভক্তি লাভ করেন। আনন্দানুভূতিই যাহার স্বরূপ, এরূপ অনন্তগুণশালী ব্রহ্মরূপী আমার সম্বন্ধে ভক্তিলাভ হইলে সেই সাধুব্যক্তির প্রাপ্য অন্য কোন বস্তুই

অবশিষ্ট থাকে না। ভগবান্ অগ্নিদেবকে আশ্রয় করিলে যেরূপ শীত, ভয় ও অন্ধকার দূরীভূত হয়, সাধুগণের সেবারত ব্যক্তিরও সেইরূপ হইয়া থাকে।"

এস্থলে মূলশ্লোকে 'তেষু' — 'সেই মহাভাগ ব্যক্তিগণের মধ্যে' এই উক্তিতে — "নিরপেক্ষ মদ্গতচিত্ত সৎপুরুষগণ" ইত্যাদি বাক্যোক্ত লক্ষণযুক্ত মহাভাগগণ কথিত হইয়াছেন। 'ভক্তি' অর্থাৎ প্রেম। অতএব শ্রীরুদ্র বলিয়াছেন — "আমি ভগবদ্ভক্তগণের অতি অল্পকালের সঙ্গের সহিতও স্বর্গ এমন কি মুক্তিরও তুলনা করি না; মরণশীল জীবের তুচ্ছ কাম্য ফলের কথা আর কি বলিব ?"

শ্রীশৌনকও — "আমি ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গের নিমেষমাত্র কালের সহিতও স্বর্গ ও মুক্তির তুলনা করি না" ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব কথাই বলিয়াছেন। এস্থলে — অগ্নিসেবার দৃষ্টান্তসহকারে আনুষঙ্গিক ফল উক্ত হইয়াছে। "বিভাবসু" অর্থাৎ অগ্নিকে "উপশ্রয়মাণ" অর্থাৎ উপাস্য বুদ্ধিতে হোমাদির জন্য প্রজ্বালিত করিলে অর্থাৎ ফলবিশেষকামনায় যজ্ঞের নিমিত্ত সেবা করিলে সেই ব্যক্তির যেরূপ শীতাদিও দূরীভূত হয় এবং 'ভয়' — দুষ্টজীবাদিকৃত ভয় দূরীভূত হয়, সেইরূপ সাধুগণের সেবাপরায়ণ ব্যক্তির শীততুল্য কর্মজড়তা, ভবিষ্যৎ সংসারভয় এবং সংসারভয়ের মূলীভূত অজ্ঞান (এস্থলে যাহা অন্ধকারস্থানীয়) বিনষ্ট হয়। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥২৫২॥

অথ ক্রমপ্রাপ্তং (শ্রীবিষ্ণোঃ) শ্রবণম্; — তচ্চ (শ্রীবিষ্ণোঃ)নাম-রূপ-গুণ-লীলাময়-শব্দানাং (শ্রীবিষ্ণু-সেবনোন্মুখ)শ্রোত্রস্পর্শঃ।

তত্র (প্রপন্নেষু) — নামশ্রবণং যথা (ভা: ৬।১৬।৪৪) —

(৩১৩) "**ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং, ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।**
যন্নাম-সকৃচ্ছ্রবণাৎ, পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥"

তাদৃশস্যাপি সকৃচ্ছ্রবণেঽপি মুক্তিফল-প্রাপ্তেরুত্তমস্য তচ্ছ্রবণে তু পরমভক্তিরেব ফলমিত্যভিপ্রেতম্ ॥ চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্ ॥২৫৩॥

অনন্তর ক্রমানুসারে প্রাপ্ত শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণের বিচার হইতেছে। শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাত্মক শব্দসমূহ শ্রীবিষ্ণুসেবোন্মুখ শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শ করিলে উহাকেই শ্রবণ বলা হয়। তন্মধ্যে নামশ্রবণসম্বন্ধে এরূপ উক্ত হইয়াছে —

তৎপরে প্রপন্নব্যক্তির নামশ্রবণ এইরূপ —

(৩১৩) "হে ভগবন্! আপনার দর্শনে যে মানবগণের সকল পাপ বিনষ্ট হয়, ইহা কোনরূপেই অসম্ভব নহে; কারণ, একবারমাত্র আপনার নাম শ্রবণহেতু চণ্ডালও সংসারমুক্ত হয়।"

তাদৃশ ব্যক্তির একবারমাত্র শ্রবণেও যদি মুক্তিফল লব্ধ হয়, তাহা হইলে উত্তম ব্যক্তির সেই নামাদি শ্রবণে পরমভক্তিই ফলস্বরূপ লাভ হয় — ইহাই এস্থলে অভিপ্রেত হইয়াছে। ইহা শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর উক্তি ॥২৫৩॥

অথ রূপশ্রবণম্ (ভা: ৩।৯।৫) —

(৩১৪) "**যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং, জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।**
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং, নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্ ॥"

তু শব্দো (ভা: ৩।৯।৪) "**যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ**" ইতি পূর্বোক্ত-নিন্দিতানাং ভগবদ্রূপানাদরবতাং প্রতিযোগ্যর্থনির্দেশে নির্দিষ্টঃ; — অনেন যেঽত্রৈতদ্বিরোধিনো ভবন্তি, ত এব পূর্বোক্তা অসৎপ্রসঙ্গা ইতি গম্যতে। **চরণ**-মাত্র-নির্দেশো ভক্ত্যতিশয়েন; **গন্ধং** বর্ণাকারাদিমাধুর্যং

কর্ণবিবরৈর্জিঘ্রন্তি — নাসাবিবরৈঃ পরমামোদমিব তৈরাস্বাদয়ন্তীত্যর্থঃ। **শ্রুতির্বেদস্তদনুগামি-শব্দান্তরঞ্চ,** সৈব **বাতস্তেন নীতং** প্রাপিতম্। ততঃ **পরয়া চ ভক্ত্যা** প্রেমলক্ষণয়া **গৃহীতচরণস্ত্বং** নাপযাতুং শক্নোষি॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদশায়িনম্॥২৫৪॥

অনন্তর রূপশ্রবণ —

(৩১৪) "হে প্রভো! কিন্তু যাঁহারা শ্রুতিরূপ বায়ুদ্বারা আনীত, আপনার পাদপদ্মের গন্ধ অর্থাৎ সৌরভ কর্ণবিবরদ্বারা আঘ্রাণ করেন, তাঁহাদের পরা ভক্তিদ্বারা আপনি (আপনার) পদযুগলে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের হৃদয়কমল হইতে দূরে যাইতে পারেন না।"

পূর্বে, "নরকভাগী অসৎসঙ্গিগণকর্তৃক যিনি অনাদৃত হন" এরূপ শ্রীভগবানের রূপের প্রতি অনাদরকারী যেসকল ব্যক্তির নিন্দা করা হইয়াছে, এস্থলে মূল শ্লোকে 'তু' ('কিন্তু') শব্দদ্বারা তাহাদের প্রতিযোগী (বিপরীতস্বভাববিশিষ্ট) ব্যক্তিগণের নির্দেশ হইতেছে। অতএব যাহারা এই শ্লোকোক্ত পুরুষগণের বিরোধী, তাহারাই পূর্বোক্ত অসৎসঙ্গী — ইহা অর্থাধীনই জানা যায়। এস্থলে ভক্তির আতিশয্যহেতুই শ্রীভগবানের চরণমাত্রেরই নির্দেশ হইয়াছে। এস্থলে 'গন্ধ' অর্থ — বর্ণ ও আকারাদিগত মাধুর্য। তাহা 'কর্ণবিবরদ্বারা আঘ্রাণ করেন' অর্থাৎ নাসারন্ধ্রদ্বারা উত্তমসৌরভ গ্রহণের ন্যায় কর্ণবিবরদ্বারা সেই মাধুর্য আস্বাদন করেন। 'শ্রুতি' অর্থাৎ বেদ এবং তদনুগত অন্যান্য শাস্ত্র, উহাই 'বায়ু' — তৎকর্তৃক আনীত অর্থাৎ প্রচারিত। অতএব 'পরা ভক্তিদ্বারা' অর্থাৎ প্রেমদ্বারা পদযুগলে (আপনি) আবদ্ধ হইয়া (তাঁহাদের হৃদয়পদ্ম হইতে) দূরে যাইতে সমর্থ হন না। ইহা শ্রীগর্ভোদকশায়ীর প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি॥২৫৪॥

অথ গুণশ্রবণমন্বয়েন (ভা: ১২।৩।১৪, ১৫) —

(৩১৫) "**কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং, বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্।**
বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-বিবক্ষয়া বিভো, বচোবিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্॥

(৩১৬) **যস্তূত্তমশ্লোক-গুণানুবাদঃ, সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।**
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং, কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥"

টীকা চ — "রাজবংশানুকীর্তনস্য তাৎপর্যমাহ, — **কথা ইমা** ইতি; **বিজ্ঞানং** বিষয়াসারতা-জ্ঞানম্; ততো **বৈরাগ্যম্**; তয়োর্**বিবক্ষয়া; পরেয়ুষাং** মৃতানাং **বচোবিভূতী**র্বাগ্‌বিলাসমাত্ররূপাঃ, **পারমার্থ্যং** পরমার্থযুক্তং কথনং ন ভবতীত্যর্থঃ।

কস্তর্হি পুরুষাণামুপাদেয়ঃ পরমার্থঃ? তমাহ, — **যস্ত্বিতি; নিত্যং** প্রত্যহম্, তত্রাপ্য**ভীক্ষ্ণম্**" ইত্যেষা।

অত্র যৎ ক্বচিৎ শ্রীরামলক্ষ্মণাদয়োঽপি তেষাং রাজ্ঞাং মধ্যে বৈরাগ্যার্থং ছত্রি-('ছত্রিণো গচ্ছন্তি' ইত্যুক্তে তত্র ছত্রহীনা অপি কেচনেতি)ন্যায়েন পঠ্যন্তে, তন্নিরস্যতে। অতো যদ্যপি (ভা: ১।১।৩) "**নিগমকল্পতরোঃ**" ইত্যাদ্যনুসারেণ সর্বস্যৈব প্রসঙ্গস্য রসরূপত্বম্, তথাপি ক্বচিৎ সাক্ষাদ্ভক্তিময়-শান্তাদি-রসরূপত্বম্, ক্বচিত্তদুপকরণ-শান্তাদি-রসরূপত্বঞ্চ সমর্থনীয়ম্। অস্তি হি তত্র তত্র (প্রসঙ্গেষু) ভক্তিরসেষ্বপি তারতম্যমিতি।

গুণাঃ কারুণ্যাদয়ঃ; তদ্ (শ্রীকৃষ্ণ) গুণানুকীর্তেঃ স্বভাব এবাসাবিতি শ্রীগীতাস্বপি দৃষ্টম্ — (গী: ১১।৩৬) "**স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা, জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ**" ইত্যাদৌ। উত্তমশ্লোকানাং ভগবদবতারাণাং ভাগবতানাঞ্চ গুণানুবাদো যস্তমেব নিত্যং শৃণুয়াৎ, — তত্র (শ্রবণে) ত্বতিশয়েনাগ্রহং

কুর্যাদিত্যর্থঃ। সর্বস্য তস্যাপি পরমং ফলমাহ, — **কৃষ্ণে** ইতি; **কৃষ্ণে** — (ভা: ১।৩।২৮) "**কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্**" ইত্যাদিনাতিপ্রসিদ্ধে শ্রীগোপালে ইত্যর্থঃ ॥

অত্র মহাভাগবতানামপি ভগবত ইব গুণশ্রবণং মতম্, (ভা: ১।১৬।৬) —

"**তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্।**
অথবাস্য পদাম্ভোজ-মকরন্দলিহাং সতাম্ ॥" ইতি শৌনকোক্তেঃ।

যদ্যপ্যত্র গুণ-শব্দেন (শ্রীভগবতঃ) রূপ-লীলয়োরপি সৌষ্ঠবং গৃহ্যতে, তথাপি তৎ(ভগবদ্‌গুণ) প্রাধান্য-নির্দেশাৎ পৃথগ্‌গ্রহণম্। এবমুত্তরত্রাপি (মহাভাগবতানাং গুণানুবাদ-শ্রবণেঽপি); **ভক্তিং** প্রেমাণম্; **অমলাং** কৈবল্যাদীচ্ছারহিতাম্ ॥ শ্রীশুকঃ ॥২৫৫॥

অনন্তর অন্বয়ভাবে গুণশ্রবণ উক্ত হইতেছে —

(৩১৫) "হে মহাপ্রভাব রাজন্! জগতে যশোরাশি বিস্তার করিয়া যাহারা পরলোকে গমন করিয়াছেন, সেইসকল মহাত্মাদিগের এইসকল কথা — যাহা বাগ্‌বিলাসমাত্র, পরন্তু পরমার্থযুক্ত কথন নহে — (তাহা) কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যের বর্ণনের ইচ্ছায়ই আপনার নিকট কথিত হইল।"

(৩১৬) "শ্রীভগবানের যে গুণানুবাদ অমঙ্গলনাশকরূপে নিরন্তর কীর্তিত হয়, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অমলা ভক্তির অভিলাষী ব্যক্তি প্রত্যহ নিরন্তর কেবল তাহাই শ্রবণ করিবেন।"

টীকা — "রাজবংশানুবর্ণনের তাৎপর্য বলিতেছেন — 'এইসকল কথা' ইত্যাদি; 'বিজ্ঞান' — বিষয়সমূহের অসারতাজ্ঞান; তাহা হইতে বৈরাগ্য, এই উভয়টির বর্ণনের ইচ্ছায়; 'পরেয়ুঃ' — মৃতগণের; 'বচোবিভূতি' — বাগ্‌বিলাসমাত্রস্বরূপ; 'পারমার্থ্য' — অর্থাৎ ইহা পরমার্থযুক্ত কথন নহে।

"তাহা হইলে পুরুষগণের পক্ষে উপাদেয় পরমার্থ কি? এই প্রশ্নাশঙ্কায় তাহা বলিতেছেন — 'পরন্তু যাহা' ইত্যাদি; 'নিত্য' — প্রত্যহ; তন্মধ্যেও 'অভীক্ষ্ণ' অর্থাৎ নিরন্তর" (এপর্যন্ত টীকা)।

এস্থলে উক্ত রাজগণের মধ্যে যে কোথাও বৈরাগ্য-কথনের জন্য শ্রীরামলক্ষ্মণাদিরও উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা ছত্রিন্যায়ানুসারেই হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নিরস্তই হইতেছে। (অর্থাৎ যাহাদের কথা শ্রবণে পারমার্থিক ফল হয় না, তাহাদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রাদির নাম উল্লেখ সঙ্গত না হইলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদৃশ রাজগণের মধ্যে, শ্রীরামপ্রভৃতি ভিন্নজাতীয় দুইএকজনেরও উল্লেখ করা হইল। ইহা ছত্রিন্যায়ানুসারেই হইয়াছে।) অর্থাৎ বহু ছত্রধারী ব্যক্তির মধ্যে দুইএকজন ছত্রহীন থাকিলেও যেরূপ সকলকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হয় — 'ছত্রধারিগণ যাইতেছে', এস্থলেও শ্রীরামচন্দ্রাদির কথা পরমার্থযুক্ত হইলেও অপর রাজগণের সংখ্যাধিক্যহেতু সকলের কথাকেই অপারমার্থিক বলা হইয়াছে। অতএব 'নিগমকল্পতরুর গলিত ফল' ইত্যাদি বাক্যানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সকল প্রসঙ্গ রসস্বরূপই হয়, তথাপি কোন প্রসঙ্গ সাক্ষাদ্ভক্তিময় শান্তাদি রসস্বরূপ, আর কোন প্রসঙ্গ বা সাক্ষাদ্ভক্তির উপকরণ শান্তপ্রভৃতিরসস্বরূপ — এইরূপে ইহার সমর্থন করিতে হইবে। যেহেতু বিভিন্ন ভক্তিরসসমূহের মধ্যেও তারতম্য রহিয়াছে।

'গুণ' অর্থাৎ শ্রীভগবানের কারুণ্যপ্রভৃতি গুণসমূহ; শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্তনের স্বভাবই যে তাদৃশ, ইহা শ্রীগীতাশাস্ত্রেও "হে হৃষীকেশ! আপনার প্রকৃষ্টা কীর্তিহেতু নিখিল জগৎ যে অতিশয় হৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়, ইহা সঙ্গতই" ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তমশ্লোক ভগবদবতারগণ ও মহাভাগবতগণের গুণানুবাদও নিত্য শ্রবণীয় এবং (শ্রবণে) অতিশয় আগ্রহও করিতে হইবে। সে সকলের পরমফল "কৃষ্ণে ইতি" — এই বাক্যাংশে বলিতেছেন। "কৃষ্ণে" অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্" ইত্যাদি অতি প্রসিদ্ধ শ্রীগোপালে। এপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানের ন্যায় মহাভাগবতগণের গুণশ্রবণও সম্মত হয়। কারণ শ্রীশৌনক বলিতেছেন —

"হে মহাভাগ সূত ! যদি শ্রীকৃষ্ণের কথাশ্রিত, অথবা তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মের মধু আস্বাদনকারী ভক্তগণের কথাশ্রিত কোন বক্তব্য থাকে তবে তাহা বলুন।"

যদিও এস্থলে 'গুণ' শব্দে শ্রীভগবানের রূপ ও লীলার সৌষ্ঠবও গৃহীত হয়, তথাপি শ্রীভগবানের গুণের প্রাধান্য নির্দেশহেতু পৃথক্ গ্রহণ হইয়াছে। পরবর্তী স্থলেও মহাভাগবতগণের গুণশ্রবণেও এরূপ জ্ঞাতব্য।

'ভক্তি'— অর্থাৎ প্রেমরূপা ভক্তি; 'অমলা' অর্থাৎ কৈবল্যাদিবাঞ্ছাশূন্যা। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি।।২৫৫।।

কিঞ্চ, (ভা: ৫।১২।১৩) —

(৩১৭) **"যত্রোত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ, প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।**
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে।।"

মুমুক্ষোরপি, কিং পুনর্ভক্তিমাত্রেচ্ছোঃ; **সতীং** মুমুক্ষাদ্যন্যকামনা-রহিতাম্; — তদন্যা (কেবল-ভক্তিমাত্র-কামাদন্যা ধর্মার্থকামমোক্ষ-কামনা) তু ব্যভিচারিণীতি (সকৈতবেতি) ভাবঃ।। শ্রীব্রাহ্মণো রহূগণম্।।২৫৬।।

এইরূপ আরও বলিতেছেন—

(৩১৭) "যে মহাপুরুষগণের মধ্যে গ্রাম্যকথার বিনাশকরূপে ভগবান্ শ্রীহরির গুণানুবাদ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রতিদিন সম্যগ্‌ভাবে সেবিত হইলে মুমুক্ষুব্যক্তিরও বাসুদেবের প্রতি সৎ-মতির উদয় হয়।"

মুমুক্ষুরও যখন সৎ-মতি লাভ হয়, তখন ভক্তিমাত্রকামী ব্যক্তির সম্বন্ধে আর কথা কি ? 'সৎ-মতি' অর্থাৎ মুমুক্ষাদি অন্য কামনাশূন্যা মতি; এতদ্ব্যতীত কেবল ভক্তিমাত্রকামনা ব্যতীত অন্য ধর্মার্থকামমোক্ষকামনা কেবল ব্যভিচারিণী(সকৈতবা)ই হয় — ইহাই ভাবার্থ। ইহা রহূগণের প্রতি শ্রীব্রাহ্মণের উক্তি।।২৫৬।।

ব্যতিরেকেণ চ (ভা: ১০।১।৪) —

(৩১৮) **"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্, ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।**
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ, পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।।"

নিবৃত্তেত্যাদি-বিশেষণত্রয়েণ মুক্ত-মুমুক্ষু-বিষয়ি-জনানাং গ্রহণম্। **পশুঘ্নো** ব্যাধঃ; তস্য হি—

"রাজপুত্র চিরং জীব মা জীব মুনিপুত্রক। জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মা মর।।"

ইতি ন্যায়েন বিষয়-সুখেঽপি তাৎপর্য্যং নাস্তি। ন চ তদভিজ্ঞত্বমস্তি; বিশেষতস্তু কথারসজ্ঞানে পরমমূঢ়ত্বাৎ সামর্থ্যং নাস্ত্যেব; যদ্বা, দৈত্যস্বভাবস্য যস্য নিন্দামাত্র-তাৎপর্য্যম্, স এব হিংসকত্বেন **পশুঘ্ন**-শব্দেনোচ্যতে; **পশুঘ্নো** ব্যাধঃ; সোঽপি মৃগাদীনাং সৌন্দর্য্যাদিকং গুণমগণয়ন্নেব হিংসামাত্রতৎপর ইতি; ততো রসগ্রহণাভাবাদ্যুক্তমুক্তম্ — **বিনা পশুঘ্নাৎ** ইতি; উভয়থাপি তদ্বহির্মুখেভ্যো গালি-প্রদান এব তাৎপর্য্যম্; যথা তৃতীয়ে শ্রীমৈত্রেয়স্য (ভা: ৩।১৩।৫০) —

"কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ, পুরাকথানাং ভগবৎকথা-সুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহামহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্।।" ইতি।

রাজা শ্রীশুকম্।।২৫৭।।

ব্যতিরেকভাবে পূর্বোক্ত বিষয়টিই উক্ত হইতেছে—

(৩১৮) "বিষয়তৃষ্ণাবিমুক্ত ব্যক্তিগণকর্তৃক যাহা কীর্তিত হয়, যাহা ভবরোগের ঔষধস্বরূপ এবং কর্ণ ও মনের আনন্দদায়ক, শ্রীভগবানের এরূপ গুণানুবাদ শ্রবণ হইতে পশুঘাতী জন ভিন্ন অপর কে বিরত হইতে পারে ?"

বিষয়তৃষাবিমুক্ত ইত্যাদি তিনটি বিশেষণদ্বারা শ্রীভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণকে যথাক্রমে মুক্ত, মুমুক্ষু এবং বিষয়ী এই ত্রিবিধ ব্যক্তিগণের পক্ষেই উপাদেয়রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'পশুঘাতী' অর্থাৎ ব্যাধ। তাহার সম্বন্ধে এরূপ উক্তি প্রসিদ্ধ—

"হে রাজপুত্র! তুমি চিরজীবী হইয়া ইহলোকেই অবস্থান কর (কারণ—এখানেই তোমার বিষয়সুখভোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তুমি এমন কোন সৎকর্ম করিতেছ না যাহাতে পরলোকে স্বর্গাদি সুখ উপভোগ্য হইতে পারে, অতএব তোমার ঐহিক জীবনই কাম্য), হে মুনিপুত্র! তুমি আর জীবিত থাকিও না (কারণ, তোমার ঐহিক জীবন তপস্যাদিজনিত দুঃখময়, পরন্তু ঐসকল সৎকর্মের ফলে পরলোক সুখকর বলিয়া তোমার সত্বর পরলোকগমনই প্রার্থনীয়), হে সাধুপুরুষ! তুমি জীবিত থাক, অথবা পরলোকে গমন কর (কারণ, তুমি সর্বদা ভজনানন্দে মত্ত বলিয়া তোমার পক্ষে ইহলোক ও পরলোক উভয়ই আনন্দদায়ক), পরন্তু হে ব্যাধ! তুমি জীবিতও থাকিও না এবং পরলোকেও গমন করিও না (কারণ, সর্বদা হিংসামত্ত থাকিয়া এজীবনেও তোমার সুখ নাই, আর মৃত্যুর পর ইহলোকে অনুষ্ঠিত হিংসাদির ফলে নরকদুঃখও অবশ্যম্ভাবী, অতএব তোমার জীবন ও মরণের মধ্যে কোনটিই কাম্য হইতে পারে না)। এই নীতি অনুসারে পশুঘাতী ব্যাধের বিষয়সুখেও তাৎপর্য নাই, তদ্‌বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতাও নাই, বিশেষতঃ সে পরমমূঢ় বলিয়া কথারসজ্ঞানে তাহার কোনরূপেই সামর্থ্য নাই। অথবা দৈত্যস্বভাবাপন্ন যে ব্যক্তি সর্বদা শ্রীভগবানের নিন্দায়ই তৎপর, সে হিংসক বলিয়া এস্থলে 'পশুঘাতী' শব্দে তাহারই নির্দেশ হইয়াছে। ব্যাধ যেরূপ মৃগপ্রভৃতির সৌন্দর্যাদিগুণের বিচার না করিয়া কেবলমাত্র হিংসাতেই মত্ত থাকে, দৈত্যস্বভাবযুক্ত ব্যক্তিও শ্রীভগবানের কল্যাণময় গুণরাশির বিচার না করিয়া কেবলমাত্র নিন্দায়ই তৎপর হয়। অতএব রসগ্রহণের অভাবহেতুই—"পশুঘাতীজন ভিন্ন" এরূপ উক্তি যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। 'পশুঘাতী' শব্দের এই দুইপ্রকার ব্যাখ্যায়ই ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তিগণের প্রতি গালিপ্রদানেই এই 'পশুঘ্ন' শব্দব্যবহারের তাৎপর্য জানিতে হইবে।

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তিও এইরূপ—

"অহো! অমনুষ্য ব্যতীত (অর্থাৎ পশু ভিন্ন), পরমপুরুষার্থতত্ত্বজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি ইহলোকে প্রাচীন কথাসমূহের মধ্যে যাহা সংসারবিনাশক সেই ভগবৎকথামৃত কর্ণরূপ অঞ্জলিদ্বারা পান করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে?" ইহা শ্রীশুকদেবের প্রতি মহারাজ শ্রীপরীক্ষিতের উক্তি ॥২৫৭॥

অথ (ঘ) লীলাশ্রবণম্ (ভা: ২।৩।১২)—

(৩১৯) **"জ্ঞানং যদাপ্রতিনিবৃত্তগুণোর্মিচক্রমাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।**
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ, কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥"

যদ্যাসু কথাসু **জ্ঞানং** ভবতি; কীদৃশম্? **আ**—সর্বতঃ **প্রতিনিবৃত্ত**মুপরতং **গুণোর্মীণাং** রাগাদীনাং **চক্রং** সমূহো যস্মাৎ; যতো **যত্র** যাসু কথাসু তদ্ধেতু**রাত্মপ্রসাদশ্চ**, তৎপ্রসাদহেতুর্বিষয়ানাসক্তিশ্চ; কিং বহুনা? তৎফলং যৎ **কৈবল্যং** (শুদ্ধং পরতত্ত্ব-স্বরূপানন্দং) তদপি (গী: ১৮।৫৪) "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদ্যুক্তানুসারেণ,—**সম্মতঃ পন্থাঃ** প্রাপ্তিদ্বারং প্রাগ্‌দশাত্বং যত্র, স প্রেমাখ্যো **ভক্তিযোগোঽ**পি, যাসু শ্রুতমাত্রাসু শ্রীহরিকথাসু তত্তদনপেক্ষ্যৈব ভবতি, তাসু **হরিকথাসু** তচ্চরিতেষু **কঃ** শ্রবণ-সুখেন **নির্বৃতঃ** সন্নন্যত্রানির্বৃতো বা **রতিং** রাগং **ন কুর্য্যাৎ**? শ্রীশুকঃ ॥২৫৮॥

অনন্তর (ঘ) লীলাশ্রবণ উক্ত হইতেছে—

(৩১৯) "যাহাতে গুণতরঙ্গচক্রের সর্বতোভাবে নিবৃত্তি ঘটে, এরূপ জ্ঞান এবং যাহাতে আত্মপ্রসাদ অথচ গুণের সহিত অসঙ্গ এবং কৈবল্যসম্মতমার্গ ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়, সেই হরিকথাসমূহে কোন্ পরিতৃপ্ত ব্যক্তি অনুরাগ পোষণ না করে?"

'যাহাতে' — যে কথাসমূহে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিরূপ জ্ঞান তাহা বলিতেছেন — 'আপ্রতিনিবৃত্ত' — 'আ' অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে 'প্রতিনিবৃত্ত' অর্থাৎ বিরত হয় 'গুণতরঙ্গ'সমূহের অর্থাৎ বৈষয়িক অনুরাগসমূহের 'চক্র' অর্থাৎ সমূহ যে জ্ঞানহেতু তাদৃশ জ্ঞান; আবার যে-জ্ঞানহেতুই সেই কথাসমূহে — অর্থাৎ কথাহেতু আত্মপ্রসাদ এবং তাহার কারণস্বরূপ বৈষয়িক অনাসক্তি; অধিক কি ? বিষয়ে অনাসক্তির ফল যে কৈবল্য, সেই কৈবল্য(শুদ্ধ পরতত্ত্ব-স্বরূপানন্দ)ও — "ব্রহ্মে স্থিত, প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না; এইহেতু তিনি সর্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমার সম্বন্ধে পরম ভক্তিলাভ করেন" ইত্যাদি বাক্যানুসারে 'সম্মত পন্থা' — সেই কৈবল্যও যাহার 'পথ' অর্থাৎ প্রাপ্তির দ্বাররূপে 'সম্মত' অর্থাৎ স্বীকৃত হইয়াছে, সেই প্রেমসংজ্ঞক ভক্তিযোগও যে কথাসমূহের শ্রবণমাত্রেই অপর কোন সাধন বা ফলাদির অপেক্ষা না করিয়াই সিদ্ধ হয়, সেই হরিকথাসমূহের প্রতি অর্থাৎ তাঁহার চরিতসমূহের প্রতি; 'কোন্ পরিতৃপ্ত ব্যক্তি' অর্থাৎ যিনি শ্রবণসুখে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, এরূপ কোন্ ব্যক্তি — অথবা 'অনির্বৃত' এরূপ পাঠ হইলে — অন্যবিষয়ে অনির্বৃত অর্থাৎ অপরিতৃপ্ত কোন্ ব্যক্তি 'রতি' অর্থাৎ অনুরাগ পোষণ না করে ? ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ।।২৫৮।।

কিং বহুনা ? এতদর্থমেবাস্য মহাপুরাণস্যাবির্ভাব ইতি (ভা: ১।৫।৮) "**ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্**" ইত্যাদৌ, (ভা: ১।৫।১৩) "**সমাধিনানুস্মর তদ্‌বিচেষ্টিতম্**" ইত্যাদৌ চ বর্ণিতম্।

সা চ লীলা দ্বিবিধা; — (ক) সৃষ্ট্যাদিরূপা, (খ) লীলাবতার-বিনোদরূপা চ। তয়োরুত্তরা তু প্রশস্ততরেত্যাশয়েনাহ, (ভা: ২।৬।৪৬) —

(৩২০) "**প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি, লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ।**
আপীয়তাং কর্ণকষায়শোষাননুক্রমিষ্যে ত ইমান্ সুপেশান্ ॥"

যদ্যপি (ক) পূর্বম্ (ভা: ২।৬।৪২) "**আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য**" ইত্যাদিগ্রন্থেন পুরুষং কালাদি-তচ্ছক্তিম্, মনআদি-তৎকার্যম্, ব্রহ্মাদি-তদ্‌গুণাবতারান্, দক্ষাদি-তৎতদ্‌বিভূতীশ্চোক্তবানস্মি, তেন চ সৃষ্ট্যাদি-লীলাস্তথাপি **যান্** — হে **ঋষে! পুরুষস্য ভূম্ন লীলাবতারান্ প্রাধান্যেন আমনন্তি**, তানেব **ইমান্** মম হৃদয়াধিরূঢ়ান্ **কর্ণকষায়শোষান্** তদিতর-শ্রবণরাগহন্তৄন্; কিঞ্চ, **সুপেশান্** পরমমনোহরান**নুক্রমিষ্যে,** তদনুক্রমেণ **আ** সম্যক্ **পীয়তাম্** ।। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদম্ ।।২৫৯।।

অধিক আর কি বলিব ? এই লীলাবর্ণনের জন্যই যে, শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহাপুরাণের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা — "আপনি পূর্বরচিত গ্রন্থসমূহে শ্রীভগবানের অমল যশঃ প্রায় বর্ণন করেন নাই" এই উক্তি এবং "আপনি সমাধিযোগে শ্রীভগবানের সেই লীলাচরিত অনুক্ষণ স্মরণ করুন" ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

সেই লীলা দুইপ্রকার — (ক) সৃষ্ট্যাদিরূপা এবং (খ) লীলাবতার-বিনোদরূপা। এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি সমধিক প্রশস্ত — এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন —

(৩২০) "হে মুনিবর! ভূমা পুরুষের যে-সকল লীলাবতার প্রধান বলিয়া ঋষিগণ বলিয়াছেন, আমি আপনার নিকট কর্ণকষায়শোষ(কর্ণকষায়নাশক) এই সুপেশল তত্ত্বসমূহই যথাক্রমে বর্ণন করিব, আপনি তাহা সম্যগ্‌রূপে পান করুন।"

যদিও (ক) পূর্বে — "পুরুষ পরমতত্ত্বের আদ্য অবতার" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা — পুরুষ, কালপ্রভৃতি তদীয় শক্তি, মনঃপ্রভৃতি তদীয় কার্য, ব্রহ্মাদি তদীয় গুণাবতারসমূহ এবং দক্ষপ্রভৃতি তদীয় বিভূতিসমূহ বর্ণন করিয়া তদ্দ্বারা সৃষ্টিপ্রভৃতি লীলাসমূহও বর্ণন করিয়াছি, তথাপি হে ঋষে! ভূমা পুরুষের যে-সকল লীলাবতার প্রধানরূপে কীর্তিত হয়, 'এই' অর্থাৎ আমার হৃদয়ে জাগ্রত, 'কর্ণকষায়শোষ'(কর্ণকষায়নাশক) অর্থাৎ লীলাবতার ভিন্ন ইতর

বস্তুর শ্রবণানুরাগনাশক, অথচ 'সুপেশল' অর্থাৎ পরমমনোরম — তাঁহাদের বিষয় (অর্থাৎ সেই লীলাবতারগণের বিষয়) যথাক্রমে বর্ণন করিতেছি। আপনি যথাক্রমে সম্যগ্‌ভাবে সেই কথামৃত পান করুন। ইহা শ্রীনারদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি ॥২৫৯॥

এবং (ভা: ১০।৮৭।২১) **"দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায়"** ইত্যাদৌ বেদস্তুতাবপি তচ্ছলাঘা দ্রষ্টব্যা। অতএব প্রথমে (ভা: ১।২।৩৪) **"ভাবয়ত্যেষঃ"** ইত্যাদৌ **"লীলাবতারানুরতঃ"** ইতি তদ্‌বিশেষণং দত্তম্। তথা চ শ্রীভগবদ্‌গীতাসু (৪।৯) —

"জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন" ইতি।

এষা খলু মর্ত্যশরীরমপি পার্ষদভাবেন জিতমৃত্যুকং বিদধাতি; যথাহ, (ভা: ৩।১৪।৫, ৬) —

(৩২১) **"সাধু বীর ত্বয়া পৃষ্টমবতারকথাং হরেঃ।**
যত্ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্যানাং মৃত্যুপাশ-বিশাতনীম্॥
(৩২২) **যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ।**
মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্দ্ধ্যঙ্ঘ্রিমারুরোহ হরেঃ পদম্॥"

মুনিনা শ্রীনারদেনাতস্তেন ভগবদবতার-কথাপি তং প্রতি শ্রাবিতাস্তীতি গম্যতে; তেন শরীরেণৈব মৃত্যুজয়ঃ। পার্ষদত্বঞ্চোক্তম্, (ভা: ৪।১২।২৯) —

"পরীত্যাভ্যর্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং কৃতস্বস্ত্যয়নো দ্বিজৈঃ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম্॥" ইতি॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥২৬০॥

এইরূপ বেদস্তুতিতেও লীলাবতারসমূহের বিলাসরূপ লীলারই প্রশংসা দ্রষ্টব্য। যথা — "হে ঈশ্বর! আপনি দুর্জ্ঞেয় নিজ তত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্য মূর্তি আবিষ্কার করিলে, কতিপয় মহাভাগ্যবান্ আপনার চরিতরূপ অমৃতমহাসাগরে অবগাহনহেতু শ্রমশূন্য হইয়া আপনার চরণকমলে হংসের ন্যায় রতিযুক্ত ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গহেতু, গৃহ ত্যাগ করিয়া অপবর্গলাভেরও অভিলাষ করেন না"। অতএব প্রথমস্কন্ধে —

"লোকপালক এই পরমেশ্বরই দেবতা, তির্যক্ প্রাণী এবং মনুষ্যপ্রভৃতির মধ্যে লীলাবতার গ্রহণে অনুরক্ত হইয়া লোকসমূহ পালন করেন" — এই শ্লোকে তাঁহার বিশেষণরূপে 'লীলাবতারানুরত' এই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়ও বলিয়াছেন —

"হে অর্জুন! আমার দিব্য জন্ম ও কর্মকে যিনি তত্ত্বতঃ অবগত হইতে পারেন, তিনি দেহত্যাগের পর আর জন্মগ্রহণ করেন না, পরন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন।"

এই লীলাকথা মর্ত্য-শরীরধারী ব্যক্তিকেও পার্ষদত্ব লাভ করাইয়া মৃত্যুজয়ী করিয়া থাকে। ইহাই বলিতেছেন —

(৩২১) "হে বীর! যেহেতু আপনি মরণশীল ব্যক্তিগণের মৃত্যুপাশ ছেদনকারিণী শ্রীহরির অবতারকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেইহেতু এই জিজ্ঞাসা উত্তমই হইয়াছে।"

(৩২২) "মুনিকর্তৃক কথিতা যে-কথার ফলে উত্তানপাদের পুত্র শিশু শ্রীধ্রুব মৃত্যুর মস্তকে পদবিন্যাস করিয়াই শ্রীহরির ধামে আরোহণ করিয়াছিলেন।"

'মুনিকর্তৃক' — শ্রীনারদকর্তৃক; ইহাদ্বারা প্রতীতি হয় যে — শ্রীনারদ তাঁহাকে শ্রীভগবানের অবতারকথাও শোনাইয়াছিলেন। শ্রীধ্রুব মহারাজের যে পূর্বশরীরদ্বারাই মৃত্যুজয় এবং পার্ষদত্বলাভ হইয়াছিল, ইহাও উক্ত হইয়াছে। যথা —

"অনন্তর তাঁহার স্বস্ত্যয়নক্রিয়া আচরণ করিলে সেই শ্রীধ্রুবমহারাজ বিমানটিকে প্রদক্ষিণ ও অর্চনা করিয়া (পূর্ব দেহেরই) হিরণ্ময়রূপ প্রকাশপূর্বক সেই বিমানে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।" ইহা শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥২৬০॥

তদেবং শ্রীবিষ্ণোঃ নামাদি-শ্রবণমুক্তম্। অত্র তৎপরিকর-শ্রবণমপি জ্ঞেয়ম্, (ভা: ৩।১৩।৪) –

"শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥" ইত্যাদৌ।

তত্র নববিধ-ভক্ত্যঙ্গেষু যদ্যপ্যেকতরেণাপি ব্যুৎক্রমেণাপি সিদ্ধির্ভবত্যেব, তথাপি (১) প্রথমং ভগবতঃ শ্রীবিষ্ণোঃ নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্; (২) শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়-যোগ্যতা ভবতি; (৩) সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে; (৪) সম্পন্নে চ তেষামপ্রাকৃত-গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন চ তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু (৫) নাম-রূপ-গুণেষু পরিকরেষু চ সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য এষ সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্তন-স্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্।

ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমন্মহন্মুখরিতং সৎ চেন্মহামাহাত্ম্যং; জাতরুচীনাং পরমসুখদঞ্চ। তচ্চ শ্রীমহন্মুখরিতং শ্রবণং দ্বিবিধম্; – (ক) মহদাবির্ভাবিতম্, (খ) মহৎকীর্ত্যমানঞ্চেতি।

তত্র – (ক) শ্রীভাগবতমুপলক্ষ্য পূর্বং মহদাবির্ভাবিতং যথা (ভা: ১।৩।৪০) –

(৩২৩) **"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।**
উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ॥"

অত্র তন্মাহাত্ম্যসূচনার্থমেব তৎকর্তৃকত্ববচনম্॥ শ্রীসূতঃ ॥২৬১॥

এইরূপে শ্রীবিষ্ণুর নামাদির শ্রবণ উক্ত হইল। এস্থলে নিম্নোক্ত শ্লোকাদিতে তাঁহার পরিকরসমূহের শ্রবণও জ্ঞাতব্যরূপে জানা যায়। যথা –

"যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দ বিরাজমান, অনুক্ষণ তাঁহাদের গুণশ্রবণই পুরুষগণের দীর্ঘকালীন শ্রমার্জিত শাস্ত্রজ্ঞানের মুখ্য প্রয়োজনরূপে তত্ত্বদর্শিগণকর্তৃক নিশ্চয়সহকারে উক্ত হইয়াছে।"

নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রবণের ক্ষেত্রে যদিও নাম, রূপ, গুণ, লীলা – ইহাদের যেকোন একটির শ্রবণ, অথবা বিপরীতক্রমে অর্থাৎ লীলা, গুণ, রূপ, নাম – এইরূপক্রমে শ্রবণ হইলেও তাহাতে সিদ্ধিলাভ হয়, তথাপি (১) অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নামশ্রবণের অপেক্ষা রহিয়াছে; (২) অন্তঃকরণশুদ্ধির পর রূপশ্রবণ করিলে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে রূপের উদয়ের যোগ্যতা সম্পাদিত হয়; (৩) অতঃপর সম্যগ্ভাবে রূপের উদয় হইলে গুণসমূহের স্ফুরণ সম্পন্ন হয়; (৪) সেই অপ্রাকৃত গুণগণের স্ফুরণ সম্পন্ন হইলে সেই বৈশিষ্ট্যদ্বারা সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়; (৫) তদনন্তর সেই নাম, রূপ, গুণ ও পরিকরসমূহ সম্যক্ স্ফুরিত হইলেই লীলাসমূহের স্ফুরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় – এই অভিপ্রায়েই এই সাধনসমূহের ক্রম লিখিত হইয়াছে। কীর্তন ও স্মরণসম্বন্ধেও এইরূপ ক্রমবিচার জ্ঞাতব্য।

এই শ্রবণ মহতের মুখনিঃসৃত হইলেই মহা মাহাত্ম্যযুক্ত হয়; আর ইহা জাতরুচি ব্যক্তিগণের পরমসুখজনকই হয়। এই শ্রীমহন্মুখনিঃসৃত শ্রবণ দুইপ্রকারেই হয় –

(ক) মহৎকর্তৃক আবির্ভাবিত (অর্থাৎ গ্রন্থরচনাদিদ্বারা নামাদির প্রচার) এবং (খ) মহৎকর্তৃক সাক্ষাৎ কীর্তিত। (ক) প্রথমটি শ্রীমদ্ভাগবতকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে –

(৩২৩) "ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস ভগবান্ নির্মলকীর্তি শ্রীহরির চরিতময়, বেদতুল্য এই ভাগবতনামক পুরাণ (রচনা) করিয়াছিলেন।" যদিও শ্রীমদ্ভাগবত নিত্যবস্তু, শ্রীব্যাসদেব তাঁহার আবির্ভাবকারিমাত্র, তথাপি শ্রীব্যাসদেবের মাহাত্ম্যসূচকরূপেই 'চকার' (করিয়াছিলেন) এই পদে তাঁহাকে রচনাকর্তা বলা হইয়াছে। ইহা শ্রীসূতের উক্তি ॥২৬১॥

যথা বা(ভা: ১।১।৩) "**নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং, শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্**" ইত্যাদৌ; অত্র শ্রীশুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতত্বেন পরমসুখদত্বমুক্তম্। এতদুপলক্ষণত্বেন শ্রীলীলাশুকাদ্যাবির্ভাবিত-শ্রীকর্ণামৃতাদি-গ্রন্থা অপি ক্রোড়ীকর্তব্যাঃ।

অথ (খ) মহৎকীর্ত্যমানং যথা (ভা: ৪।২০।২৫) –

(৩২৪) "**স উত্তমঃশ্লোকমহন্মুখচ্যুতো, ভবৎপদাম্ভোজ-সুধাকণানিলঃ।**
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃত-তত্ত্ববর্ত্মনাং, কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ॥"

যদি চ বয়ং ন তাদৃশ-প্রার্থনাধিকারিণঃ, –গাঢ়াসক্ত্যভাবাৎ, তথাপি তচ্ছ্রবণমেব তাবৎ স্যাদিত্যাহ, – স ইতি। তত্ত্বমত্র ত্বৎপদাম্ভোজমেব মূলং তদনুগতত্বেন শুদ্ধাত্মজ্ঞানঞ্চ। (ভা: ৪।২০।২৪) "**ন কাময়ে নাথ তদপি**" ইত্যাদি পূর্বোক্তানুসারাৎ স্বসুখাতিশয়েন কৈবল্যসুখতিরস্কারী মহতাং মুখাদ্‌বিগলিতো **ভবৎপদাম্ভোজ**-মাধুর্যলেশস্যাপি সম্বন্ধী শব্দাত্মকো**হনিলো** বিস্মৃত-পরমতত্ত্বাত্মক-ত্বদীয়-জ্ঞানানামস্মাকং ত্বদীয়াং **স্মৃতিমপি** যচ্ছতি। তস্মাত্তথাবিধস্য তস্য পরম-সাধ্য-সাধনাত্মকত্বাদ**লম**ন্যৈর্**বরৈ**রিত্যর্থঃ ॥ শ্রীপৃথুঃ শ্রীবিষ্ণুম্ ॥২৬২॥

এইরূপ– "বেদরূপ কল্পতরুর অমৃতদ্রবসংযুক্ত অর্থাৎ পরমানন্দরসময় (শ্রীমদ্ভাগবতস্বরূপ) ফলটি শ্রীশুকের মুখ হইতে (ধরাতলে) পতিত হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্যেও মহৎকর্তৃক আবির্ভাব উক্ত হইয়াছে। এস্থলে– শ্রীশুকের মুখ হইতে অমৃতদ্রবসংযুক্ত হইয়াছে এরূপ বলায়– ইহা যে পরমসুখদায়ক– ইহা উক্ত হইল। ইহার উপলক্ষণরূপে শ্রীলীলাশুক(শ্রীবিল্বমঙ্গল)প্রভৃতিকর্তৃক আবির্ভাবিত কর্ণামৃতাদিগ্রন্থকেও গণনা করিতে হইবে।

অনন্তর (খ) মহৎকর্তৃক সাক্ষাৎ কীর্তিত নামাদির শ্রবণের উদাহরণ এইরূপ–

(৩২৪) "হে উত্তমঃশ্লোক! মহদ্‌গণের মুখ হইতে নিঃসৃত, আপনার পাদপদ্মের সুধাকণাসংস্পর্শী বায়ু তত্ত্ববিস্মৃতিযুক্ত আমাদের ন্যায় কুযোগিগণের চিত্তে পুনরায় স্মৃতি বিতরণ (তত্ত্বজ্ঞানের উদয়) করে। অতএব অন্য কোন বরের প্রয়োজন নাই।"

আমাদের গাঢ় আসক্তির অভাবহেতু আমরা তাদৃশ প্রার্থনার অধিকারী নহি, তথাপি তাঁহার শ্রবণই আমাদের হইতে থাকুক। তত্ত্ব বলিতে এস্থানে আপনার পদাম্ভোজই মূল এবং তাহার অনুগতরূপে শুদ্ধ আত্মজ্ঞানকেও জানিতে হইবে।

"হে প্রভো! যাহাতে আপনার শ্রীপাদপদ্মের যশঃশ্রবণাদিরূপ মধুময় সুখের সম্বন্ধ নাই, আমরা এরূপ কৈবল্যপদও কামনা করি না" ইত্যাদি পূর্ববাক্যানুসারে যাহা নিজ সুখের আতিশয্যহেতু কৈবল্যসুখকে তিরস্কৃত করে, – মহদ্‌গণের মুখ হইতে নিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্মের মাধুর্যের লেশমাত্রেরও সম্বন্ধযুক্ত শব্দরূপ সেই বায়ু – পরমতত্ত্বস্বরূপ ভবদীয় জ্ঞানবিষয়ে বিস্মৃতিযুক্ত আমাদের চিত্তে আপনার স্মৃতিও বিতরণ করে। অতএব তাদৃশ জ্ঞানই পরমসাধ্য ও পরমসাধন বস্তু বলিয়া অন্য বরসমূহের প্রয়োজন নাই। ইহা শ্রীবিষ্ণুর প্রতি পৃথুর উক্তি ॥২৬২॥

তদেবং শ্রীমহন্মুখরিতস্য শ্রীভগবতঃ শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণস্য মহামাহাত্ম্যং মহাসুখপ্রদত্বঞ্চোক্তম্। তদেতদুভয়মপ্যন্যত্রাহ দ্বাভ্যাম্, (ভা: ৪।২৯।৪১, ৪২) –

(৩২৫) **"তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র, পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।**
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥"

তস্মিন্ সাধুসঙ্গে; **মহদ্ভির্মুখরিতাঃ** কীর্তিতাঃ; **শেষঃ** সারঃ; **অবিতৃষোঽ**লংবুদ্ধিশূন্যাঃ; **গাঢ়ত্বং** সাবধানত্বম্; **অশনং** ক্ষুৎ ॥২৬৩॥

এইরূপে মহন্মুখরিত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নামশ্রবণের মহামাহাত্ম্য এবং মহাসুখদায়কত্ব উক্ত হইল। অন্যত্র দুইটি শ্লোকদ্বারা এই দুইটিই বর্ণিত হইয়াছে –

(৩২৫) "হে রাজন্! সেস্থানে শ্রীমধুসূদনের চরিতামৃতশেষবাহিনী নদীসমূহ মহদ্গণের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়। যাঁহারা বিতৃষ্ণ না হইয়া গাঢ় কর্ণদ্বারা তাহা পান করেন, অশন, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না।"

'সেস্থানে' অর্থাৎ যে সাধুসঙ্গে; মহদ্গণকর্তৃক 'মুখরিত' অর্থাৎ কীর্তিত; 'শেষ' – অর্থাৎ সার; 'অবিতৃষ' অর্থাৎ যতই পান করিলেও কিছুতেই পরিতৃপ্ত না হইয়া; 'গাঢ়' কর্ণদ্বারা এই পদে কর্ণের গাঢ়ত্ব অর্থাৎ সাবধানতা উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ একাগ্র কর্ণে); 'অশন' – ক্ষুধা ॥২৬৩॥

অথ (ভা: ৪।২৯।৪২) –

(৩২৬) **"এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ।**
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্ ॥"

যৈরেতৈরশনাদিভিরুপদ্রুতঃ সন্ **কথামৃতনিধৌ রতিং ন করোতি**, তানেতান্মহৎ-কীর্ত্যমানানি ভগবদ্-যশাংসি স্ব-মাহাত্ম্যেন দূরীকৃত্য স্ব-সুখমনুভাবয়ন্তীতি পদ্যদ্বয়যোজনার্থঃ ॥২৬৪॥ শ্রীনারদঃ প্রাচীনবর্হিষম্ ॥২৬৩, ২৬৪॥

(৩২৬) "জীবগণ স্বভাবজাত এই সকলদ্বারা (ক্ষুধাদিদ্বারা) সর্বদা উপদ্রুত হইয়া নিশ্চয়ই শ্রীহরির কথামৃতরূপ নিধির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে না।"

এই দুইটি পদ্যের সম্মিলিত অর্থ – ক্ষুধাতৃষ্ণাদিদ্বারা উৎপীড়িত হইয়া জীবগণ শ্রীহরির কথামৃতরূপ নিধির প্রতি অনুরক্ত হয় না, মহদ্গণকর্তৃক কীর্তিত, শ্রীভগবানের যশোরাশি নিজমাহাত্ম্যবলে ঐসকল ভাবকে (ক্ষুধাপ্রভৃতিকে) দূর করিয়া জীবগণকে স্বীয় সুখ অনুভব করাইয়া থাকে ॥২৬৪॥ ইহা প্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥২৬৩, ২৬৪॥

তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবত-শ্রবণং তু পরমশ্রেষ্ঠম্, – তস্য (ক) তাদৃশপ্রভাবময়-শব্দাত্মকত্বাৎ, (খ) পরম-রসময়ত্বাচ্চ। তত্র – (ক) পূর্বস্মাদ্যথা (ভা: ১।১।২) –

(৩২৭) **"শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ।**
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥" ইতি;

মহামুনিঃ সর্বমহন্মহনীয়-চরণপঙ্কজঃ শ্রীভগবান্। অত্র **কিংবা পরৈ**রিত্যাদিনা শব্দস্বাভাবিক-মাহাত্ম্যং দর্শিতম্ ॥ শ্রীব্যাসঃ ॥২৬৫॥

এই শ্রবণের মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণই পরমশ্রেষ্ঠ; যেহেতু (ক) শ্রীমদ্ভাগবত তাদৃশ প্রভাবময় শব্দাত্মক এবং (খ) পরমরসময়। তন্মধ্যে (ক) তাদৃশপ্রভাবময় শব্দাত্মকরূপে ইহার পরমশ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ –

(৩২৭) "মহামুনিকৃত এই শ্রীমদ্ভাগবতে ঈশ্বর কৃতি শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের দ্বারা সদ্য তৎক্ষণেই তাহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন, অপর শাস্ত্রসমূহ বা তদুপদিষ্ট সাধনসমূহদ্বারা তাহা হয় কি ?"

'মহামুনি' — যাঁহার চরণকমল নিখিল মহদ্গণের আরাধ্য সেই স্বয়ং শ্রীভগবান্। এস্থলে 'অপর শাস্ত্রসমূহ' ইত্যাদি উক্তিদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দগত স্বাভাবিক মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা শ্রীব্যাসদেবের উক্তি ॥২৬৫॥

(খ) উত্তরস্মাদ্‌যথা (ভা: ১২।১৩।১৫) —

(৩২৮) "**সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।**
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্‌রতিঃ ক্বচিৎ ॥"

তদ্রস এবামৃতম্, তেন তৃপ্তস্য ॥ শ্রীসূতঃ ॥২৬৬॥

(খ) পরমরসময়ত্বহেতু শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের পরমশ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ —

(৩২৮) "শ্রীমদ্ভাগবত সর্ববেদান্তশাস্ত্রের সাররূপে সম্মত। তৎসম্বন্ধি রসামৃততৃপ্ত ব্যক্তির অন্য কোন বিষয়ে অনুরাগ হয় না।"

'তদ্রস' অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতসম্বন্ধী যে 'রস', তাহাই 'অমৃত'স্বরূপ — তাহাদ্বারা 'তৃপ্ত'। ইহা শ্রীসূতের উক্তি ॥২৬৬॥

অত্রৈবং বিবেচনীয়ম্ — শ্রীভগবন্নামাদেঃ (ভগবচ্ছ্রীবিষ্ণোর্নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাণাঞ্চ) শ্রবণং তাবৎ পরমং শ্রেয়ঃ; তত্রাপি মহদাবির্ভাবিত-প্রবন্ধাদেস্তত্র মহৎকীর্ত্যমানস্য; ততোঽপি শ্রীভাগবতস্য; তত্রাপি চ মহৎকীর্ত্যমানস্যেতি। অত্র (ভা: ১১।৩।৪৮) "**মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ**" ইতিবন্নিজাভীষ্ট-নামাদিশ্রবণং তু মুহুরাবর্তয়িতব্যম্; তত্রাপি সবাসন-মহানুভাবমুখাৎ। সর্বস্য শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণং তু পরমভাগ্যাদেব সম্পদ্যতে, — তস্য পূর্ণভগবত্ত্বাদিতি। এবং কীর্তনাদিষ্বপ্যনুসন্ধেয়ম্। তত্র যৎ স্বয়ং সম্প্রতি কীর্ত্যতে, তদপি শ্রীশুকদেবাদি-মহৎ-কীর্তিতচরত্বেনানুসন্ধায় কীর্তনীয়মিতি।

তদেবং শ্রবণং দর্শিতম্। অস্য চ কীর্তনাদিতঃ (কীর্তনাদ্যষ্টভক্ত্যঙ্গেভ্যঃ)পূর্বত্বম্, — তদ্‌বিনা (শ্রবণং বিনা) তত্তত্ত্বাজ্ঞানাৎ। বিশেষতশ্চ যদি সাক্ষাদেব মহৎকৃতস্য কীর্তনস্য শ্রবণভাগ্যং ন সম্পদ্যতে, তদৈব স্বয়ং পৃথক্ কীর্তনীয়মিতি, — তৎপ্রাধান্যাৎ। অতএবোক্তং (ভা: ১।৫।১১) "**তদ্‌বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবঃ**" ইত্যাদৌ টীকাকৃদ্ভিঃ — "যদ্যানি নামানি বক্তরি সতি শৃণ্বন্তি, শ্রোতরি সতি গৃণন্তি, অন্যদা তু স্বয়মেব গায়ন্তি কীর্তয়ন্তি" ইতি।

অথাতঃ (২) (শ্রীবিষ্ণোঃ) কীর্তনম্। — তত্র পূর্ববন্নামাদিক্রমো জ্ঞেয়ঃ।

নাম্নো যথা (ভা: ৬।২।১০); —

(৩২৯) "**সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।**
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্‌বিষয়া মতিঃ ॥"

টীকা চ — "**সুনিষ্কৃতং** শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তমিদমেব। অত্র হেতুঃ — **যতো** নামব্যাহরণাৎ **তদ্বিষয়া** নামোচ্চারক-পুরুষবিষয়া 'মদীয়োঽয়ং ময়া সর্বতো রক্ষণীয়ঃ' ইতি **বিষ্ণোর্মতির্ভবতি**" ইত্যেষা। অতঃ স্বাভাবিক-তদীয়াবেশহেতুত্বেন তদীয়-স্বরূপভূতত্বাৎ পরমভাগবতানাং তদেকদেশ-শ্রবণমপি প্রীতিকরম্; যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে শ্রীশিববাক্যম্ —

"রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো দেবি জায়তে। প্রীতির্মে মনসো নিত্যং রামনাম-বিশঙ্কয়া ॥" ইতি;
তদেবং সতি পাপক্ষয়মাত্রং লক্ষণং কিয়দিতি ভাবঃ ॥ শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্ ॥২৬৭॥

এস্থলে এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে—

শ্রীভগবানের নামাদির (ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরাদির) শ্রবণ পরম শ্রেয়ঃ, তন্মধ্যেও আবার মহদ্গণের দ্বারা আবির্ভাবিত তদ্বিষয়ক প্রবন্ধাদির (শাস্ত্রগ্রন্থাদির) শ্রবণ, তন্মধ্যেও মহদ্গণের দ্বারা কীর্তিত উক্ত প্রবন্ধাদির শ্রবণ, তদপেক্ষাও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ এবং তন্মধ্যে আবার মহদ্গণের দ্বারা কীর্তিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ পরমশ্রেয়ঃস্বরূপ।

এস্থলে— "নিজ অভীষ্ট মূর্তির আশ্রয়দ্বারা মহাপুরুষরূপী শ্রীভগবানের আরাধনা করিবে"— এই উক্তির নির্দেশের ন্যায়, নামপ্রভৃতির মধ্যেও নিজ অভীষ্ট নাম প্রভৃতির শ্রবণ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হইবে। আর সেই শ্রবণও তুল্যবাসনাযুক্ত মহানুভব পুরুষের মুখ হইতেই করা কর্তব্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া তাঁহার নামাদিশ্রবণ সকলের পক্ষে পরমভাগ্যহেতুই হইয়া থাকে। কীর্তনাদির সম্বন্ধেও এইরূপ বিচার্য। তন্মধ্যে সম্প্রতি নিজের দ্বারা যাহা কীর্তিত হইবে তাহাও পূর্বে শ্রীশুকদেবাদি মহাপুরুষগণকর্তৃক কীর্তিত হইয়াছে, এরূপ অনুসন্ধানপূর্বকই কীর্তন করিতে হইবে।

এইরূপে শ্রবণ প্রদর্শিত হইল। এই শ্রবণ কীর্তনপ্রভৃতির (কীর্তনাদি অষ্টভক্ত্যঙ্গের) পূর্ববর্তীই হয়, যেহেতু পূর্বে শ্রবণ না হইলে কীর্তনীয় বিভিন্ন তত্ত্ব বিষয়ের জ্ঞানই হইতে পারে না। বিশেষ নিয়ম এই যে, যদি সাক্ষাদ্ভাবে মহাজনকৃত কীর্তনের শ্রবণসৌভাগ্য সংঘটিত না হয়, সেরূপস্থলেই স্বয়ং পৃথক্ কীর্তন করিবে। যেহেতু ভক্তির নয়প্রকার অঙ্গের মধ্যে কীর্তন প্রধান বলিয়া যেকোনরূপে তাহার অনুষ্ঠান করিতেই হয়। অতএব— "সেই বাক্যপ্রয়োগই লোকসমূহের পাপনাশক" ইত্যাদি শ্লোকে টীকাকার বলিয়াছেন— "বক্তা বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার নিকট হইতে যে নামসমূহ শ্রবণ করা হয়, শ্রোতা বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার নিকট যে নামসমূহ কীর্তন করা হয়, আর অন্য সময়ে অর্থাৎ বক্তা বা শ্রোতা না থাকিলে নিজকর্তৃক যে নামসমূহ গান করা হয়।"

অনন্তর (২) শ্রীবিষ্ণুর কীর্তনের উল্লেখ হইতেছে। শ্রবণের ন্যায় কীর্তনেও নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর প্রভৃতির যথাক্রমে কীর্তন জানিতে হইবে।

(ক) নামকীর্তন যথা—

(৩২৯) "সকল পাপীর পক্ষেই ভগবান্ বিষ্ণুর যে-নাম কীর্তন, ইহাই একমাত্র সুনিষ্কৃত; যাহা হইতে শ্রীবিষ্ণুর তদ্বিষয়ে মতি জন্মে।"

***টীকা**— 'সুনিষ্কৃত' অর্থাৎ ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। এবিষয়ে কারণ বলিতেছেন— 'যাহা হইতে' অর্থাৎ যে-নামোচ্চারণহেতু শ্রীবিষ্ণুর 'তদ্বিষয়া' অর্থাৎ নামোচ্চারণকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে— 'এ ব্যক্তি আমার, অতএব সর্বতোভাবে সর্বত্র আমার রক্ষণীয়'— এরূপ মতি হয়" (এপর্যন্ত টীকা)।*

এই নাম শ্রীভগবানের স্বরূপ বলিয়া ভগবদ্বিষয়ে চিত্তের আবেশজনক হয় এবং এইহেতুই নামের একদেশশ্রবণও মহাভাগবতগণের প্রীতিজনক হইয়া থাকে।

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে শ্রীশিববাক্য এইরূপ—

"হে দেবি! 'র'কার আদিতে রহিয়াছে এরূপ নামসমূহ শ্রবণ করিবার সময়েই ইহা শ্রীরামের নাম এরূপ ধারণাহেতু সর্বদা আমার চিত্তে প্রীতির সঞ্চার হয়।"

অতএব নামকীর্তনের পাপক্ষয়মাত্র ফল ক্ষুদ্ররূপেই গণ্য হইতেছে (অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতিই মহাফল হয়)। ইহা যমদূতগণের প্রতি শ্রীবিষ্ণুদূতগণের উক্তি ॥২৬৭॥

ফলন্ত্বিদমেব যদাহ, (ভা: ১১।২।৪০) –

(৩৩০) "**এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥**"

এবং – (ভা: ১১।২।৩৯) "**শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেঃ**" ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারং **ব্রতং** বৃত্তং যস্য তথাভূতোঽপি **স্বপ্রিয়াণি** স্বাভীষ্টানি – স্ববাসনাপোষকানি যানি **নামানি**, তেষাং **কীর্ত্যা** – কীর্তনেন (মুখ্যেন কারণেন) **জাতানুরাগ** আবির্ভূত-মহাপ্রেমস্ততঃ এব চিত্তদ্রবাদ্**দ্রুতচিত্তঃ** সন্ তত্রোচিতভাব-বৈচিত্রীভির্**হসতী**ত্যাদি। (হাসাদীনাং কারণানি ভক্তিভেদানন্ত্যাদনন্তান্যেব জ্ঞেয়ানি)। অত্র তৃতীয়াশ্রুত্যা নামকীর্তনস্যৈব সাধকতমত্বং লব্ধম্। তদেবং '**এবংব্রতঃ**' ইত্যত্রাপি-শব্দোঽপ্যধ্যাহৃতঃ। অতএব (ভা: ১১।২।৪২) "**ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ**" ইত্যাদ্যুত্তরপদ্যে টীকাচূর্ণিকা – "নন্বিয়মারূঢ়-যোগিনামপি বহুজন্মভির্দুর্লভা গতিঃ কথং নামকীর্তনমাত্রেণৈকস্মিন্ এব জন্মনি ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সদৃষ্টান্তমাহ, – **ভক্তিরিতি**" ইত্যেষা। ইত্থমুত্থাপিতঞ্চ শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদ্যাং, সহস্রনাম-ভাষ্যে চ পুরাণান্তরবচনম্ –

"নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো, নির্বিণ্ণ ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ।
যদ্যচ্যুতে ভগবতি স্বমনো ন সজ্জে, ন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদলজ্জঃ॥" ইতি;

অত্র গতভীরিত্যাদয়ো গুণা নামৈকতৎপরতা-সম্পাদনার্থাঃ, ন তু কীর্তনাঙ্গভূতাঃ। ভক্তিমাত্রস্য (ভক্ত্যাভাসস্য)নিরপেক্ষত্বম্; তস্য (স্বরূপসিদ্ধ-কীর্তনাখ্য-ভক্ত্যঙ্গস্য) তু সুতরাং তাদৃশত্বমিতি; যথা বিষ্ণুধর্মে সর্বপাতকাতিপাতক-মহাপাতক-কারি-দ্বিতীয়-ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে "ব্রাহ্মণ উবাচ –

যদ্যেতদখিলং কর্তুং ন শক্নোষি ব্রবীমি তে। স্বল্পমন্যন্ময়োক্তং ভো করিষ্যতি ভবান্ যদি॥

ক্ষত্রবন্ধুরুবাচ –

অশক্যমুক্তং ভবতা চঞ্চলত্বাদ্ধি চেতসঃ। বাক্শরীরবিনিষ্পাদ্যং যচ্ছক্যং তদুদীরয়॥

ব্রাহ্মণ উবাচ, –

"উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা। গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু॥" ইতি। শ্রীকবির্বিদেহম্ ॥**২৬৮**॥

বস্তুতঃ কীর্তনের যাহা ফল, তাহা বলিতেছেন –

(৩৩০) "এইরূপ ব্রতযুক্ত ব্যক্তি স্বীয় প্রিয় নামসমূহের কীর্তনহেতু, জাতানুরাগ এবং বিগলিতচিত্ত হইয়া উচ্চহাস্য, রোদন, চীৎকার ও গান এবং বিবশ হইয়া উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করেন।"

'এইরূপ ব্রতযুক্ত' অর্থাৎ "ভাগবতধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ভগবান্ চক্রপাণির মঙ্গলময় জন্ম, কর্ম ও তদ্বিষয়ক নামসমূহ – ইহাদের মধ্যে যাহা লোকপ্রসিদ্ধ, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া তাহা কীর্তন করিতে করিতে লজ্জামুক্ত ও নিঃসঙ্গভাবে বিচরণ করেন" এই শ্লোকে যেসকল 'ব্রত' অর্থাৎ আচরণ উক্ত হইয়াছে, ঐসকল আচরণযুক্ত ব্যক্তি – 'স্বীয় প্রিয়' নিজ অভীষ্ট স্বীয় বাসনানুরূপ নামসমূহের কীর্তনদ্বারা তাহার মুখ্য কারণ প্রভাবে জাত-অনুরাগযুক্ত এবং মহাপ্রেমের উৎপত্তিহেতুই বিগলিতচিত্ত হইয়া তদবস্থায় যাহা উচিত তাদৃশ ভাববৈচিত্র্যবশতঃ হাস্যাদি করিয়া থাকেন। হাস্যাদির কারণ অনন্ত ভক্তিভেদই জানিতে হইবে। "নামসমূহের কীর্তনদ্বারা" এইপদে করণে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগহেতু নামকীর্তনই সাধকতমরূপে উপলব্ধ হয় (কার্যসাধক কারণসমূহের মধ্যে যাহা প্রধান কারণ, তাহাকেই 'করণ' কারক বলা হয়। সুতরাং এস্থলে 'কীর্তনদ্বারা' এই পদে করণকারকে তৃতীয়া

হওয়ায় অর্থাধীন কীর্তন প্রধান সাধনরূপে গণ্য হয়)। অতএব 'এবংব্রত' – (এইরূপ ব্রতযুক্ত) এস্থলে 'অপি' শব্দেরও অধ্যাহার (উহ্য বাক্য পূরণ) করা হইয়াছে (অর্থাৎ 'এইরূপ ব্রতযুক্ত হইয়াও')। অতএব – "ভক্তি, পরমেশ্বরের অনুভূতি এবং ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য" ইত্যাদি পরবর্তী শ্লোকে টীকার চূর্ণিকায় অর্থাৎ আরম্ভ বাক্যে বলিয়াছেন – "যোগারূঢ় ব্যক্তিগণের পক্ষেও যাহা বহু জন্মে দুর্লভই হয়, এইরূপ গতি কেবলমাত্র নামকীর্তনদ্বারাই একজন্মে কিরূপে লভ্য হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার উত্তররূপেই দৃষ্টান্ত সহ – 'ভক্তি, পরমেশ্বরের অনুভূতি' ইত্যাদি শ্লোক উক্ত হইয়াছে।" (এপর্যন্ত টীকা)। এইপ্রকারেই শ্রীভগবন্নামকৌমুদী এবং সহস্রনামভাষ্যে পুরাণান্তরের এরূপ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে –

"(পূর্ব অপরাধবশতঃ) ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের প্রতি মনঃ সংলগ্ন করিতে না পারিলে নির্ভীক, জিতনিদ্র, বৈরাগ্যযুক্ত, মার্গদ্রষ্টা, মিতাহারী, প্রশান্ত ও নিঃসঙ্গ হইয়া দিবারাত্র তাঁহাতে রতিউৎপাদক নামসমূহ লজ্জা ত্যাগ করিয়া উচ্চারণ করিবে।"

এস্থলে 'নির্ভীকত্ব' প্রভৃতি গুণসমূহ একমাত্র নামের প্রতি তৎপরতাসম্পাদকই হয়, পরন্তু উহারা কীর্তনের অঙ্গস্বরূপ নহে। যেহেতু ভক্তিমাত্রই (ভক্ত্যাভাসই) নিরপেক্ষ, বিশেষতঃ তাহা (স্বরূপসিদ্ধ কীর্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ) সর্বতোভাবেই নিরপেক্ষ বলিয়া 'নির্ভীকত্ব'প্রভৃতি গুণকে অঙ্গরূপে অবলম্বন করে না। বিষ্ণুধর্মে সর্বপ্রকার পাতক, অতিপাতক ও মহাপাতকসমূহের অনুষ্ঠানকারী দ্বিতীয় ক্ষত্রবন্ধুর (হীন ক্ষত্রিয়বিশেষের) উপাখ্যানে এরূপ উক্ত হইয়াছে –

"ব্রাহ্মণ বলিলেন – যদি তুমি পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানসমূহের আচরণে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমি অত্যল্প পরিমাণ যে অনুষ্ঠান বলিব, তাহাও যদি করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে তাহা বলিতেছি।"

ক্ষত্রবন্ধু বলিল – আপনি যাহা বলিলেন, চিত্তের চাঞ্চল্যহেতু তাহা আমার অসাধ্য, অতএব বাক্য ও শরীরদ্বারা যাহা সম্পাদন করা যায়, তাহারই উপদেশ করুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন – তুমি উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান ও প্রস্থানের পূর্বে সকল কালে, ক্ষুধাতৃষ্ণাস্খলনাদি যেকোন অবস্থায় সর্বক্ষণ 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিবে ॥২৬৮॥

অন্যত্র চ (ভা: ৬।২।১১) –

(৩৩১) **"ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈস্তদুত্তমশ্লোকগুণোপলম্ভকম্ ॥"**

ন চ পাপবিশোধন-মাত্রেণাপক্ষীয়তে তন্নামপদোদাহরণম্, কিন্তু (শ্রীভগবদ্)গুণানামপ্যুপলম্ভক-মনুভবহেতুর্ভবতি ॥ শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্ ॥২৬৯॥

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে –

(৩৩১) "শ্রীহরির নামপদসমূহের উচ্চারণদ্বারা পাপী ব্যক্তি যেরূপ বিশুদ্ধ হয়, বেদবাদিগণকর্তৃক বর্ণিত ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহদ্বারা সেরূপ বিশুদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ তাহা উত্তমশ্লোক শ্রীহরির গুণোপলব্ধিজনকও হয়।"

শ্রীহরির নামপদসমূহের উচ্চারণ কেবলমাত্র পাপবিশোধন করিয়াই নিবৃত্ত হয় না; পরন্তু উহা শ্রীহরির গুণসমূহের উপলব্ধিজনক অর্থাৎ গুণসমূহের অনুভবেরও কারণ হয়। ইহা যমদূতগণের প্রতি শ্রীবিষ্ণুদূতগণের উক্তি ॥২৬৯॥

অতএব প্রথমস্কন্ধান্তঃস্থিতানাং রাজ্ঞঃ (ভা: ১।১৯।৩৮) শ্রোতব্য-কর্তব্য-বিবিদিষাবাক্যানামনন্তরং দ্বিতীয়স্কন্ধারম্ভে সর্বোত্তমমুত্তরং বক্তুম্ (ভা: ২।১।৮-১০) –

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্ ॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্য উত্তমঃশ্লোক-লীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥"

ইতি শ্রীভাগবতস্য পরমমহিমানমুক্ত্বা তদনন্তরং শ্রীভাগবতমুপক্রমমাণ এব তস্য নানাঙ্গবতঃ শ্রীমন্মুখ্যতয়া তন্নামকীর্তনমেবোপদিশতি। তত্রাপি সর্বেষামেব পরমসাধনত্বেন পরমসাধ্যত্বেন চোপদিশতি, (ভা: ২।১।১১) –

(৩৩২) "**এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥**"

টীকা চ – "সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমন্যৎ শ্রেয়োঽস্তীত্যাহ, – এতদিতি; **ইচ্ছতাং** কামিনাং তত্তৎফলসাধনমেতদেব; **নির্বিদ্যমানানাং** মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনমেতদেব; **যোগিনাং** জ্ঞানিনাং ফলঞ্চৈতদেব **নির্ণীতম্**; নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ" ইত্যেষা।

নামকীর্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্, – (ভা: ১।৬।২৭) "**নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্**" ইত্যাদৌ।

অত্র পাদ্মোক্তা দশাপরাধাঃ পরিত্যাজ্যাঃ; যথা সনৎকুমারবাক্যম্ –

"সর্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ। হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ ॥

নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ। নাম্নোঽপি সর্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥" ইতি; অপরাধাশ্চৈতে –

(১) "সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে, যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্।
(২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণ-নামাদি-সকলং, ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥
(৩) গুরোরবজ্ঞা, (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং, (৫) তথার্থবাদো।
(৬) হরিনাম্নি কল্পনম্।
(৭) নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধি, র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥
(৮) ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব, শুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।
(৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি, যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥
(১০) শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ। অহংমমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥" ইতি।

অত্র 'সর্বাপরাধকৃদপি' ইত্যাদৌ শ্রীবিষ্ণুযামল-বাক্যমপ্যনুসন্ধেয়ম্ –

"মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্তয়েৎ। তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥" ইতি।

(১) অত্র 'সতাং নিন্দা' ইত্যনেন সৎসু দ্বেষ-হিংসাদীনাং বচনাগোচরত্বং দর্শিতম্। নিন্দাদয়স্তু যথা স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে –

"নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥" ইতি।

তন্নিন্দা-শ্রবণেঽপি দোষ উক্তঃ (ভা: ১০।৭৪।৪০) –

"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥" ইতি;

ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্যৈব; সমর্থেন তু নিন্দক-জিহ্বা ছেত্তব্যা; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণ-পরিত্যাগোঽপিকর্তব্যঃ; যথোক্তং দেব্যা, (ভা: ৪।৪।১৭) –

"কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্যদকল্প ঈশে, ধর্মাবিতর্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
জিহ্বাং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেচ্ছিন্দ্যাদসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্মঃ ॥" ইতি।

(২) অথ 'শিবস্য শ্রীবিষ্ণোঃ' ইত্যত্রৈবমনুসন্ধেয়ম্; শ্রূয়তেঽপি (গী: ১০।৪১) –

"যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥" ইতি; (ভা: ১০।৬৮।৩৭) – **"ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ"** ইতি; (ভা: ৩।২৮।২২) –

"যৎপাদনিঃসৃত-সরিৎপ্রবরোদকেন, তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ" ইতি; (ভা: ২।৬।৩২) –

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥" ইতি;

তথা মাধ্বভাষ্যদর্শিতানি বচনানি; যথা ব্রহ্মাণ্ডে –

"রুজং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দনঃ। ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ। তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ ॥
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্বসংরোধনাদ্ধরঃ। কৃত্ত্যাত্মকমিমং দেহং যতো বস্তে প্রবর্তয়ন্ ॥
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ। বৃংহণাদ্ব্রহ্মনামাসৌ ঐশ্বর্যাদিন্দ্র উচ্যতে ॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ। বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥" ইতি;

বামনে চ – "ন তু নারায়ণাদীনাং নাম্নামন্যত্র সংভবঃ। অন্যনাম্নাং গতির্বিষ্ণুরেক এব প্রকীর্তিতঃ ॥ ইতি;

স্কান্দে চ – "ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। অদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্তে স্বকং পুরম্ ॥" ইতি;

ব্রাহ্মে চ – চতুর্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি। উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ।
বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ ॥" ইতি।

তদেবং শ্রীবিষ্ণোঃ সর্বাত্মকত্বেন প্রসিদ্ধত্বাত্তস্মাৎ সকাশাচ্ছিবস্য গুণনামাদিকং ভিন্নং শক্ত্যন্তরসিদ্ধমিতি যো ধিয়াপি পশ্যেদিত্যর্থঃ। দ্বয়োরভেদ-তাৎপর্যেণ ষষ্ঠ্যন্তত্বে সতি শ্রীবিষ্ণোশ্চেত্যপেক্ষ্য 'চ'-শব্দঃ ক্রিয়েত; তৎ(শ্রীবিষ্ণু)প্রাধান্যবিবক্ষয়ৈব 'শ্রী'-শব্দশ্চ তত্রৈব দত্তঃ; অতএব 'শিবনামাপরাধঃ' ইত্যত্র 'শিব'-শব্দেন মুখ্যতয়া শ্রীবিষ্ণুরেব প্রতিপাদিত ইত্যভিপ্রেতম্; সহস্রনামাদৌ চ 'স্থাণু'-'শিবাদি'-শব্দাস্তথৈব।

(৩) অথ গুরোরবজ্ঞাখ্যো নামাপরাধস্ত পূর্বমেবোট্টঙ্কিতঃ

(৪) অথ 'শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনম্'; যথা পাষণ্ডমার্গেণ বুদ্ধদত্তাত্রেয়র্ষভদেবোপাসকানাং পাষণ্ডিনাম্।

(৫) অথ 'তথার্থবাদঃ' স্তুতিমাত্রমিদমিতি মননম্।

(৬) অথ 'কল্পনম্' তন্মাহাত্ম্যগৌণতাকরণায় গত্যন্তর-চিন্তনম্; যথোক্তং কৌর্মে ব্যাসগীতায়াম্, — "দেবদ্রোহাদ্গুরুদ্রোহঃ কোটি-কোটি-গুণাধিকঃ। জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকম্ ॥" ইতি।

যত্তু শ্রীবিষ্ণুপার্ষদেভ্যঃ শ্রুত-নামমাহাত্ম্যস্যাপ্যজামিলস্য (ভা: ৬।২।২৯) "**সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে**" ইত্যেতদ্বাক্যম্, তৎ খলু স্ব-দৌরাত্ম্যমাত্র-দৃষ্ট্যৈব; নামমাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা ত্বগ্রে বক্ষ্যতে, (ভা: ৬।২।৩২-৩৩) — "**অথাপি মে দুর্ভগস্য**" ইত্যাদি-দ্বয়ম্।

(৭) অথ 'নাম্নো বলাৎ' ইতি, যদ্যপি ভবেন্নাম্নো বলেনাপি কৃতস্য পাপস্য তেন নাম্না ক্ষয়স্তথাপি যেন নাম্নো বলেন পরমপুরুষার্থস্বরূপং সচ্চিদানন্দসান্দ্রং সাক্ষাচ্ছ্রীভগবচ্চরণারবিন্দং সাধয়িতুং প্রবৃত্তস্তেনৈব পরম-ঘৃণাস্পদং পাপ-বিষয়ং সাধয়তীতি পরমদৌরাত্ম্যম্। ততঃ কদর্থয়ত্যেব তং তন্নাম চেতি তৎপাপকোটি-মহত্তমস্যাপরাধস্যাপাতো বাঢ়মেব। ততো যমৈর্বহুভির্যমনিয়মাদিভিঃ কৃত-প্রায়শ্চিত্তস্য, ক্রমেণ প্রাপ্তাধিকারৈরনেকৈরপি দণ্ডধরৈর্বা কৃতদণ্ডস্য তস্য শুদ্ধ্যভাবো যুক্ত এব, — 'নামাপরাধযুক্তানাম্' ইত্যাদি-বক্ষ্যমাণানুসারেণ পুনরপি সন্তত-নামকীর্তনমাত্রস্য তত্র প্রায়শ্চিত্তত্বাৎ, 'সর্বাপরাধকৃদপি' ইত্যাদ্যুক্ত্যনুসারেণ নামাপরাধযুক্তস্য ভগবদ্ভক্তিমতোঽপ্যধঃপাতলক্ষণ-ভোগ-নিয়মাচ্চ। অত ইন্দ্রস্যাশ্বমেধাখ্য-ভগবদ্যজন-বলেন বৃত্রহত্যা-প্রবৃত্তিস্তু লোকোপদ্রবশান্তিং তদীয়াসুরভাব-খণ্ডনেচ্ছূণামৃষীণামঙ্গীকৃতত্বান্ন দোষ ইতি মন্তব্যম্।

(৮) অথ 'ধর্মব্রতত্যাগঃ' ইতি ধর্মাদিভিঃ সাম্যমননমপি প্রমাদোঽপরাধো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব চ —

"বেদাক্ষরাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ। তাবন্তি হরিনামানি কীর্তিতানি ন সংশয়ঃ ॥"

ইত্যতিদেশেনাপি নাম্ন এব মাহাত্ম্যমায়াতি; উক্তং হি, — "মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং, সকলনিগমবল্লী-সৎফলম্" ইতি; তথা শ্রীবিষ্ণুধর্মে —

"ঋগ্বেদো হি যজুর্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥" ইতি; স্কান্দে পার্বত্যুক্তৌ চ —

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥" ইতি;

পাদ্মে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্রে — "বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ববেদাধিকং মতম্" ইতি।

(৯) অথ 'অশ্রদ্দধানে' ইত্যাদিনোপদেষ্টুরপরাধং দর্শয়িত্বোপদেশ্যস্যাহ, —

(১০) 'শ্রুত্বা' ইতি; যতোঽহং-মমাদি-পরমোঽহন্তা-মমতাদ্যেক-তাৎপর্যেণ তস্মিন্ননাদরবানিত্যর্থঃ। "নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম্" ইত্যাদৌ দেহ-দ্রবিণাদি-নিমিত্তক-'পাষণ্ড'-শব্দেন চ দশাপরাধা লক্ষ্যন্তে, — পাষণ্ডময়ত্বাত্তেষাম্।

তথা তদ্বিধানামেবাপরাধান্তরমুক্তং পাদ্মবৈশাখ-মাহাত্ম্যে, —

"অবমন্য প্রযান্তি যে ভগবৎকীর্তনং নরাঃ। তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্মণা ॥

ইত্যেতেষাঞ্চাপরাধানামনন্যপ্রায়শ্চিত্তত্বমেবোক্তং তত্রৈব, —

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥" ইতি।

অত্র সৎপ্রভৃতিষ্বপরাধে তু তৎসন্তোষণার্থমেব সন্তত-নামকীর্তনাদিকং সমুচিতম্; — শ্রীমদম্বরীষ-চরিতাদৌ তদেকক্ষম্যত্বেনাপরাধানাং দর্শনাৎ। উক্তঞ্চ নামকৌমুদ্যাম্ — "মহদপরাধস্য ভোগ এব নিবর্তকস্তদনুগ্রহো বা" ইতি; অতএবোক্তং শ্রীশিবং প্রতি দক্ষেণ, (ভা: ৪।৭।১৫) —

"যোঽসৌ ময়াবিদিত-তত্ত্বদৃশা সভায়াং,
ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈর্বিগণয্য তন্মাম্।
অর্বাক্ পতন্তমরহত্তমনিন্দয়াপাদ্-
দৃষ্ট্যার্দ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ ।।" ইতি।

তস্মাদ্গত্যন্তরাভাবাৎ সাধূক্তম্ (ভা: ২।১।১১) – **"এতন্নির্বিদ্যমানানাম্"** ইতি নিরপরাধশ্চেৎ। ক্বচিত্তত্রাভাসশ্চ জ্ঞেয়ঃ। শ্রীশুকঃ ॥২৭০॥

অতএব প্রথমস্কন্ধের শেষভাগে শ্রীপরীক্ষিতের শ্রেয়োজিজ্ঞাসামূলক যেসকল বাক্য রহিয়াছে, ঐসকল বাক্যের অনন্তর দ্বিতীয়স্কন্ধের আরম্ভে উহার সর্বোত্তম উত্তর বলিবার জন্য –

"হে রাজর্ষে! আমি দ্বাপরযুগের শেষভাগে পিতা শ্রীবেদব্যাসের নিকট বেদতুল্য শ্রীমদ্ভাগবতনামক এই পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। ভগবান্ শ্রীহরির যে লীলার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইলে জনসমূহের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অহৈতুকী মতি জন্মিয়া থাকে আমি নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ে সর্বতোভাবে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াও সেই লীলাদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়াই এই আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। আপনি মহাপুরুষ বিষ্ণুর নিজজন বলিয়া আমি আপনার নিকট তাহা কীর্তন করিব। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের পরমমহিমা বর্ণনপূর্বক অনন্তর তাহার উপক্রম (আরম্ভ) করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশুকদেব ভক্তির নানাঅঙ্গবিশিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতে পরমমুখ্যরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনেরই উপদেশ করিতেছেন। আবার উহাই যে সকলের পক্ষেই পরমসাধন ও পরমসাধ্যস্বরূপ – এবিষয়েও উপদেশ করা হইয়াছে –

(৩৩২) "হে রাজন্! সর্বতোভাবে ভয়সম্পর্কহীন এই শ্রীহরিনামানুকীর্তনই সকাম ব্যক্তিগণের, নির্বেদযুক্ত ব্যক্তিগণের এবং যোগিগণের সম্বন্ধে (শ্রেয়ঃস্বরূপ) নির্ণীত হইয়াছে।"

টীকা – "সাধক ও সিদ্ধগণের ইহা অপেক্ষা উত্তম শ্রেয়ঃ আর কিছুই নাই – ইহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন। 'ইচ্ছাযুক্ত' অর্থাৎ কামিব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রীহরির এই নামানুকীর্তনই কাম্য ফলসমূহের সাধনস্বরূপ। 'নির্বেদযুক্ত' অর্থাৎ মুমুক্ষুগণেরও ইহাই মুক্তির সাধন। আর, 'যোগিগণের' অর্থাৎ জ্ঞানিগণের পক্ষে এই শ্রীহরিনামানুকীর্তনই ফলস্বরূপ – ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। অতএব এবিষয়ে আর কোন প্রমাণ বলিতে হইবে না – ইহাই ভাবার্থ" (এপর্যন্ত টীকা)।

এই নামকীর্তনও উচ্চস্বরে হইলেই প্রশস্ত হয়। "শ্রীহরির নামসমূহ লজ্জাশূন্য হইয়া পাঠ করিতে করিতে" ইত্যাদি বাক্যে ইহাই উপলব্ধ হয়। এই নামগ্রহণব্যাপারে পদ্মপুরাণবর্ণিত দশটি অপরাধও পরিত্যাজ্য। এবিষয়ে শ্রীসনৎকুমার বলিয়াছেন –

"সর্বপ্রকার অপরাধকারী ব্যক্তিও শ্রীহরির আশ্রয়গ্রহণ করিলে অপরাধমুক্ত হয়। যে নরাধম শ্রীহরির সম্বন্ধেও অপরাধ করে, সে দ্বিপদপাংসন ব্যক্তিও কদাচিৎ নামের আশ্রয়গ্রহণ করিলে নামবলেই অপরাধ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। পরন্তু সকলের সুহৃৎস্বরূপ নামসম্বন্ধে কোন অপরাধ করিলে অধঃপতিত হইতে হয়।"

দশ অপরাধ এইরূপ – (১) "সাধুগণের নিন্দা নামসম্বন্ধে পরম অপরাধ উৎপাদন করে; যেহেতু যে-সাধুগণের নিকট হইতে (অর্থাৎ তাঁহাদিগকর্তৃক কীর্তনাদিহেতু) নাম সর্বত্র খ্যাতিলাভ করেন, নাম কিরূপে সেই সাধুগণের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন? (২) এইরূপ শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণনামাদি যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারাও (অর্থাৎ চিন্তাচ্ছলেও) ভিন্নদর্শন করে, সে নিশ্চিতই শ্রীহরিনামের অহিতকারী হয়। (৩) এইরূপ গুরুর অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রসমূহের নিন্দা, (৫) হরিনামে অর্থবাদ (অর্থাৎ হরিনামের মাহাত্ম্যসূচক বাক্যসমূহকে প্রশংসাবাক্যমাত্র মনে করা), (৬) প্রকারান্তরে অন্য অর্থকল্পনা, (৭) নামবলে যাহার পাপপ্রবৃত্তি হয় (অর্থাৎ পাপ করিলে হরিনামদ্বারাই তাহার দোষ খণ্ডন হইবে, এরূপ ধারণাবশতঃ যে ব্যক্তি পাপ করে), যমসমূহদ্বারাও

তাহার শুদ্ধি হয় না (সুতরাং নামের বলে পাপ প্রবৃত্তিও নামাপরাধ)। (৮) ধর্মানুষ্ঠান, ব্রত, দান ও হোমপ্রভৃতি সৎকর্মসমূহের সহিত নামসেবার সমতাজ্ঞানও একটি অপরাধবিশেষ। (৯) যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুক — এরূপ ব্যক্তির প্রতি নাম উপদেশ করিলে উহাও মঙ্গলময় নামের সম্বন্ধে অপরাধই হয়। (১০) যে ব্যক্তি নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তদ্‌বিষয়ে প্রীতিশূন্য এবং অহঙ্কার ও মমতাগ্রস্ত — তাদৃশ ব্যক্তিও নামসম্বন্ধে অপরাধকারী বলিয়াই গণ্য হয়।" এস্থলে "সর্বপ্রকার অপরাধকারী ব্যক্তিও শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে অপরাধমুক্ত হয়" ইত্যাদি উক্তিপ্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুযামলের বাক্যও অনুসন্ধানযোগ্য।

যথা — "ইহলোকে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত আমার নাম কীর্তন করে, আমি তাহার কোটি অপরাধও নিশ্চিতই ক্ষমা করি, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।"

(১) এস্থলে 'সজ্জনগণের নিন্দা' অপরাধ বলায় — সজ্জনগণের প্রতি দ্বেষ ও হিংসাদি আচরণ যে বাক্যেরও অগোচর, তাহাই দর্শিত হইল। নিন্দাদিসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে এরূপ উক্ত হইয়াছে —

"যে সকল মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণের সহিত মহারৌরবনামক নরকে পতিত হয়। বৈষ্ণবকে হত্যা করা, তাঁহার নিন্দা করা, তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করা, তাঁহাকে অভিনন্দন না করা, তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা ও তাঁহার দর্শনে হর্ষোৎফুল্ল না হওয়া — এই ছয়টি পতনের কারণ হয়।

বৈষ্ণবগণের নিন্দাশ্রবণেও দোষ উক্ত হইয়াছে — "যে ব্যক্তি ভগবান্ কিংবা তাঁহার অনুরাগীজনের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও সেস্থান হইতে চলিয়া না যায়, সে ব্যক্তিও পুণ্যভ্রষ্ট হইয়া নরকগামী হয়।"

নিন্দাস্থান হইতে অসমর্থেরই অন্যত্র গমন কর্তব্য। সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে নিন্দাকারীর জিহ্বাচ্ছেদন, আর তদ্‌বিষয়ে অসমর্থ হইলে নিজের প্রাণপরিত্যাগও কর্তব্য। এবিষয়ে দেবীর উক্তি এইরূপ — "নিরঙ্কুশ (স্বেচ্ছাচারী) ব্যক্তিগণ ধর্মরক্ষক প্রভুর তিরস্কার করিলে তাহাকে মারিতে কিংবা নিজে মরিতে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্বক স্থানত্যাগ করা কর্তব্য। আর, সমর্থ হইলে দুর্জনগণের দুষ্টা জিহ্বা বলপূর্বক ছেদন করিয়া পশ্চাৎ নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, ইহাই ধর্ম।"

(২) "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোঃ" (অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণনামাদিকে যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারাও ভিন্ন দর্শন করে) এস্থলে এরূপ তত্ত্ববিচারও কর্তব্য। যেহেতু বিভিন্ন শাস্ত্রে এসকল উক্তি শোনা যায়। যথা (শ্রীগীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবানের উক্তি) — "যে যে বস্তু ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসংযুক্ত কিংবা প্রভাবযুক্ত, সেই সেই বস্তুকে আমার তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে।"

"ব্রহ্মা, শঙ্কর এবং আমি(শ্রীবলদেব)ও যাঁহার অংশের অংশস্বরূপ"; "যাঁহার পাদপদ্মনিঃসৃত গঙ্গাদেবীর পুণ্য জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব জগতের মঙ্গলকারক হইয়াছেন।" "আমি (ব্রহ্মা) তৎকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া বিশ্বসৃষ্টি করি, হরও তাঁহার বশীভূত হইয়াই বিশ্বের সংহার করেন। আর, মায়াধর সেই শ্রীভগবান্‌ই শ্রীবিষ্ণুরূপে এই বিশ্ব পালন করিতেছেন।"

মাধ্বভাষ্যপ্রদর্শিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বচনসমূহও এইরূপ —

"জনার্দন শ্রীহরিই রুজা দ্রাবিত করেন (অর্থাৎ পীড়া দূর করেন) বলিয়া 'রুদ্র', ঈশন অর্থাৎ প্রভুত্ববিস্তারহেতু 'ঈশান' এবং মহত্ত্বহেতু 'মহাদেব'। সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইয়া যে-সকল লোক 'নাক' অর্থাৎ স্বর্গসুধা পান করেন, তাঁহাদের আধার বলিয়া শ্রীবিষ্ণুই 'পিনাকী' এই নামে উক্ত হন। সুখস্বরূপ বলিয়া তিনিই 'শিব' এবং সর্বলোকের সংরোধ বা সংহার করেন বলিয়া তিনিই 'হর' হন। 'কৃত্তি' (চর্ম)ময়; চর্মময় এই দেহকে প্রবর্তকরূপে তিনিই আচ্ছাদিত রাখেন বলিয়া ('বস' ধাতু আচ্ছাদনার্থক) — তিনিই 'কৃত্তিবাসাঃ' এবং বিরেচন(বিবিধ জীবসৃষ্টি)হেতু তিনিই 'বিরিঞ্চি', বৃংহণ অর্থাৎ সকলকে বৃহৎ করেন বলিয়া তিনিই 'ব্রহ্ম' এবং

ঐশ্বর্যহেতু তিনিই 'ইন্দ্র' নামে উক্ত হন। এইরূপ নানাবিধ শব্দদ্বারা এক ভগবান্ শ্রীহরিই বেদ ও পুরাণসমূহে পুরুষোত্তমনামে কথিত হন।" বামনপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"নারায়ণপ্রভৃতি নামসমূহ অন্যত্র অর্থাৎ অন্য দেবে প্রয়োগ হয় না; পরন্তু শ্রীবিষ্ণুই অন্য দেবতার নামসমূহের একমাত্র গতিরূপে উক্ত হইয়াছেন।"

স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন—

"রাজা যেরূপ নিজ পুরী ব্যতীত অন্যান্য স্থান অপরকে দান করেন, সেরূপ ভগবান্ বিষ্ণুও 'নারায়ণ'প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট নাম ব্যতীত অন্যান্য নামসমূহ (রুদ্র, ঈশান, মহাদেব ইত্যাদি) অন্য সকলকে অর্পণ করিলেন।"

ব্রহ্মপুরাণে বলিয়াছেন— "কেশব ব্রহ্মাকে চতুর্মুখ, শতানন্দ ও পদ্মভূ এবং শিবকে উগ্র, ভস্মধর, নগ্ন ও কপালী— নিজেরও এই বিশেষ নামসমূহ দান করিয়াছিলেন।"

এইসকল শাস্ত্রবাক্যানুসারে শ্রীবিষ্ণু সর্বাত্মকরূপে প্রসিদ্ধ বলিয়া— 'শ্রীবিষ্ণোঃ' অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু হইতে 'শিবস্য' অর্থাৎ শ্রীশিবের 'গুণনামাদিকে'— 'ভিন্ন' অর্থাৎ ইহা শক্ত্যন্তরসিদ্ধ— ইহা যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারাও দর্শন করে অর্থাৎ চিন্তা করে (সে নিশ্চিতই হরিনামের অহিতকারী)— এরূপ অর্থই জ্ঞাতব্য। এস্থলে 'শ্রীবিষ্ণোঃ' এই পদটিতে পূর্বোক্ত অর্থানুসারে পঞ্চমীবিভক্তিই সঙ্গত হইতেছে। অন্যথা শিব ও শ্রীবিষ্ণুর গুণ ও নামাদির অভেদ বলিবার ইচ্ছায়ই যদি ইহা বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'শিবস্য' (শিবের) এই পদটির ন্যায় 'শ্রীবিষ্ণোঃ' (শ্রীবিষ্ণুর) এই পদটিতেও ষষ্ঠী বিভক্তি স্বীকার করিতে হয়; পরন্তু বস্তুতঃ তাহা স্বীকার্য হইলে 'শ্রীবিষ্ণোঃ' এই পদের পর একটি 'চ' শব্দের যোগ করা হইত এবং তাহা হইলেই— 'শিবস্য' (শিবের) 'চ' (এবং) 'শ্রীবিষ্ণোঃ' (শ্রীবিষ্ণুর) গুণনামাদি যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারাও ভিন্ন দর্শন করে— এরূপ অর্থ হইতে পারিত, পরন্তু 'চ' শব্দের প্রয়োগ না থাকায় উভয়পদে ষষ্ঠী বিভক্তি স্বীকার করিয়া উভয়ের গুণনামাদির অভেদ স্বীকার করা যায় না। সুতরাং 'শ্রীবিষ্ণোঃ' (শ্রীবিষ্ণু হইতে) এরূপ পঞ্চমীবিভক্তির অর্থ ধরিয়া পূর্বোক্তরূপ সমাধানই সঙ্গত হইতেছে। আর, এস্থলে বিষ্ণুর প্রাধান্য বলিবার ইচ্ছায়ই 'শ্রীবিষ্ণোঃ' এইরূপে 'বিষ্ণু' শব্দের পূর্বেই 'শ্রী' শব্দটি যুক্ত হইয়াছে (পরন্তু 'শিব' শব্দের পূর্বে উহার যোগ হয় নাই)। অতএব 'শিবনামাপরাধঃ' এই পদেও 'শিব' শব্দে মুখ্যার্থরূপে বিষ্ণুই প্রতিপাদিত হইয়াছেন— ইহাই অভিপ্রায়। সহস্রনামস্তোত্রাদিতেও 'স্থাণু', 'শিব' প্রভৃতি শব্দ বিষ্ণু অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৩) আর গুরুর অবজ্ঞারূপ নামাপরাধ বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে।

(৪) 'শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা'—অর্থাৎ পাষণ্ডমার্গানুসারে বুদ্ধ, দত্তাত্রেয় ও ঋষভদেবের উপাসকগণ যেরূপ বেদনিন্দা করে।

(৫) 'অর্থবাদ'— নামের এইরূপ মাহাত্ম্য স্তুতিমাত্র— এরূপ ধারণা করা।

(৬) 'কল্পন'— নামের মাহাত্ম্যকে গৌণ করিবার জন্য উপায়ান্তর চিন্তা করা। এবিষয়ে কূর্মপুরাণে ব্যাসগীতায় এরূপ উক্ত হইয়াছে—

"দেবদ্রোহ অপেক্ষা গুরুদ্রোহ কোটি কোটি গুণে অধিক। জ্ঞানের অপবাদ(যথার্থ তত্ত্বের নিরাস)রূপ নাস্তিকতা তদপেক্ষাও কোটি গুণে অধিক হয়।"

শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদগণের নিকট হইতে শ্রীভগবানের নামের মহিমা শ্রবণ করিবার পরও অজামিল যে— "আমি নিশ্চয়ই অতি ভয়ঙ্কর নরকে পতিত হইব"— এরূপ বলিয়াছিলেন— তাহা কেবলমাত্র নিজ দৌরাত্ম্য চিন্তা করিয়াই বলিয়াছিলেন। পরন্তু নামমাহাত্ম্য চিন্তা করিয়া পশ্চাৎ দুইটি শ্লোকে এরূপই বলিলেন— "তথাপি এই দেবশ্রেষ্ঠগণের দর্শনলাভের কারণরূপে আমার ন্যায় দুর্ভাগাগ্রস্ত ব্যক্তিরও পূর্বজন্মের কোন পুণ্য নিশ্চয়ই রহিয়াছে,

যে দর্শনদ্বারা আমার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে। অন্যথা শূদ্রা রমণীর প্রতি আসক্ত আমার ন্যায় অশুচি ব্যক্তির মৃত্যুদশায় জিহ্বা কখনও শ্রীহরির নামোচ্চারণে সমর্থ হইত না।"

(৭) 'নামের বলে পাপবুদ্ধি' — যদিও নামের বলে পাপ অর্জন করিলেও সেই নামদ্বারাই ক্ষয় হয়, তথাপি নামের যে-বলদ্বারা তাদৃশ ব্যক্তি পরমপুরুষার্থস্বরূপ, সচ্চিদানন্দঘন, সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই নামবলেই পরমঘৃণ্য পাপবিষয়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন বলিয়া ইহা অতিশয় দৌরাত্ম্যেরই পরিচায়ক। অতএব সেই নামও তাদৃশ ব্যক্তিকে বিড়ম্বনাই দান করেন বলিয়া, তৎকর্তৃক আচরিত পাপকোটিজনিত মহত্তম অপরাধই যে ঘটিয়া থাকে, ইহা যুক্তিসঙ্গতই হয়। অতএব 'যম' অর্থাৎ অনেক যমনিয়মাদির আচরণদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিলে, অথবা 'যমসমূহ' অর্থাৎ পর পর দণ্ডাধিকারপ্রাপ্ত অনেক যমরাজদ্বারা দণ্ডিত হইলেও তাহার শুদ্ধির অভাব সঙ্গতই হয়। যেহেতু "নামাপরাধযুক্তগণের পাপকে নামসমূহই হরণ করেন" ইত্যাদি পরবর্তী বাক্যানুসারে পুনরায় নিরন্তর নামকীর্তনই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। পক্ষান্তরে— "সর্বপ্রকার অপরাধকারীও শ্রীহরির আশ্রয়গ্রহণ করিলে অপরাধমুক্ত হওয়া যায়; পরন্তু সকলের সুহৃৎস্বরূপ নামের সম্বন্ধে অপরাধ করিলে অধঃপাতই হয়" ইত্যাদি উক্তি অনুসারে নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তি শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ হইলেও অধঃপাতরূপ দুর্ভোগ তাহার সম্বন্ধে নির্ধারিতই হইয়াছে।

অতএব ইন্দ্র যে অশ্বমেধনামক বিষ্ণুযজ্ঞের বলে বৃত্রবধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে দোষ হয় নাই; যেহেতু ঋষিগণই জগতের উপদ্রবশান্তির জন্য তথা বৃত্রের আসুরভাবখণ্ডনের জন্য ইন্দ্রের বৃত্রহত্যা প্রবৃত্তিকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

(৮) অনন্তর, "ধর্ম, ব্রত, দান ও হোমপ্রভৃতি" অর্থাৎ ধর্মাদির সহিত নামসেবার সাম্যনির্ধারণও 'প্রমাদ' অর্থাৎ অপরাধ হয়। অতএব—

"দ্বিজগণকর্তৃক বেদের যতগুলি অক্ষর পঠিত হয়, (ঐ পাঠদ্বারা) ততগুলি শ্রীহরিনামই কীর্তিত হয়, সন্দেহ নাই।"

এইরূপ অতিদেশহেতুও নামেরই মাহাত্ম্য উপলব্ধ হইতেছে। এই জন্যই বলিয়াছেন— "এই শ্রীকৃষ্ণনাম নিখিল মঙ্গলসমূহের মধ্যে পরমমঙ্গলস্বরূপ এবং সকল বেদকল্পলতার চিন্ময় উত্তম ফলস্বরূপ"। শ্রীবিষ্ণুধর্মগ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে— "যিনি 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করেন, তাহার দ্বারাই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদপাঠ সিদ্ধ হইয়া থাকে।"

স্কন্দপুরাণে শ্রীপার্বতীর উক্তি— "হে বৎস! তোমার পক্ষে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ কিছুই পাঠ্য নহে; পরন্তু 'গোবিন্দ' এইরূপ কীর্তনযোগ্য শ্রীহরির একটি নামই সর্বদা গান করিবে।"

পদ্মপুরাণে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে উক্ত হইয়াছে— "বিষ্ণুর এক একটি নামই সকল বেদ অপেক্ষাও অধিক"।

(৯) "শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ" ইত্যাদি উক্তিদ্বারা উপদেশকের অপরাধ প্রদর্শনপূর্বক বলিতেছেন—

(১০) "যে ব্যক্তি নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও" ইত্যাদি বাক্যে শ্রোতার দোষ বলিয়াছেন— যেহেতু যে ব্যক্তি "অহংমমাদিপরম" অর্থাৎ অহঙ্কার অথবা মমতা যে কোন একটির প্রতি আসক্ত হইয়া শ্রীনামের প্রতি অনাদর প্রকাশ করে, "শ্রীভগবানের যে কোন একটি নামই যাহার মুখে উচ্চারিত হইয়া কর্ণসমীপে উপস্থিত হয়" ইত্যাদি স্থলে দেহ ও ধনাদির জন্য তৎপর 'পাষণ্ডগণের' এই বাক্যস্থিত পাষণ্ডশব্দদ্বারা দশপ্রকার অপরাধই লক্ষিত হয়— যেহেতু তাদৃশ দশ অপরাধই পাষণ্ডময়। এইরূপ পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে তাদৃশ ব্যক্তিগণের অন্য একটি অপরাধও উক্ত হইয়াছে—

"যেসকল ব্যক্তি শ্রীভগবানের কীর্তনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তাহারা সেই পাপকর্মের ফলে ঘোরতর নরকে গমন করে।"

এইসকল অপরাধের যে নামাশ্রয়ভিন্ন অপর প্রায়শ্চিত্ত নাই, ইহাও তৎস্থলেই বলা হইয়াছে— "নামসমূহই নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের পাপ হরণ করেন এবং নিরন্তর প্রযুক্ত হইলে সেই নামসমূহই সকল প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকেন।"

এস্থলে সজ্জন প্রভৃতির সম্বন্ধে অপরাধ হইলে তাঁহাদের সন্তোষ উৎপাদনের জন্যই নিরন্তর নামকীর্তনাদি করা উচিত। যেহেতু একমাত্র তদ্দ্বারাই যে, অপরাধসমূহ ক্ষমার যোগ্য হয়, ইহা শ্রীমদম্বরীষচরিতাদিতে দেখা যায়। শ্রীনামকৌমুদীগ্রন্থে এরূপও উক্ত হইয়াছে যে— "মহতের প্রতি অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে উহার ফলভোগদ্বারাই নিবৃত্তি ঘটে, অথবা সেই মহতের অনুগ্রহদ্বারা অপরাধের নিবৃত্তি হইতে পারে।" অতএব শ্রীশিবের প্রতি দক্ষের উক্তি— "আমি আপনার তত্ত্ব জানি না বলিয়াই সভাস্থলে আপনার উপর দুর্বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিলাম। আপনি পূজ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইরূপ আপনাকে আমি সেইপ্রকার নিন্দা করিয়া অধঃপতিত হইতেছিলাম। কিন্তু আপনি আমার অপরাধ গ্রহণ না করিয়া কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। এতাদৃশ মহৎ আপনি আপনার নিজগুণেই নিজে পরিতুষ্ট হউন। অতএব নামব্যতীত গত্যন্তর না থাকায়— "ইহাই নির্বেদযুক্ত ব্যক্তিগণের" ইত্যাদি বাক্য যুক্তিযুক্তরূপেই কীর্তিত হইয়াছে। কেহ যদি নিরপরাধ হইয়াথাকে, তাহা হইলে কোন কোন স্থলে নামের আভাসও সেই কার্য করিয়া থাকে। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥২৭০॥

এবং শ্রীনারদেনোক্তং বৃহন্নারদীয়ে, —

"মহিম্নামপি যন্নাম্নঃ পারং গন্তুমনীশ্বরাঃ। মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুল্লধীর্ভজে ॥" ইতি।

অথ শ্রীরূপ-কীর্তনম্, (ভা: ১১৷৩০৷৩) —

(৩৩৩) "**প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলাঃ**" ইত্যাদৌ "**যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং কীর্ত্যমানা কবীনাম্**" ইতি;

যস্য শ্রীকৃষ্ণরূপস্য শ্রীঃ শোভা-সম্পত্তিঃ **কীর্ত্যমানা** সতী **কবীনাং** তৎকীর্তকানাং **বাচাং** তৎকীর্তনেষ্বেব রাগং **জনয়তি**। অথোক্তং শ্রীচতুঃসনেন, (ভা: ৩৷১৫৷৪৯) — "**কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নঃ স্তাৎ**" ইত্যাদৌ "**বাচস্তু নস্তুলসিবদ্‌যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ**" ইতি ॥ রাজা শ্রীশুকম্ ॥২৭১॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীনারদও এরূপ বলিয়াছেন—

"মনুগণ এবং মুনীন্দ্রগণও যাঁহার নামমহিমার পার লাভে সমর্থ হন না, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কিরূপে সেই শ্রীভগবানের ভজন করিব ?"

অনন্তর শ্রীরূপকীর্তন উক্ত হইতেছে। যথা—

(৩৩৩) "যে রূপে নয়ন সংলগ্ন হইলে গোপললনাগণ তাহা হইতে নয়নকে প্রত্যাবৃত্ত করিতে সমর্থ হন নাই" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের যে রূপে শোভা সম্পত্তি কীর্তিতা হইয়া কবিগণের অর্থাৎ তৎকীর্তনকারিগণের বাক্যসমূহের সেই রূপশোভার কীর্তনেই রতি (অনুরাগ) উৎপাদন করে।" যস্য— যে শ্রীকৃষ্ণের রূপের শ্রীঃ— শোভাসম্পত্তি কীর্ত্যমানা হইলে কবীনাং অর্থাৎ সেই রূপকীর্তনকারী জনগণের বাণীসমূহ তাহার কীর্তনেই রাগ জন্মায়। শ্রীচতুঃসন এরূপ বলিয়াছিলেন— "হে ভগবন্! আমাদের স্বকৃত পাপহেতু নরকসমূহে যথেচ্ছ জন্মলাভ হউক" ইত্যাদি বাক্যের পর— "যদি আমাদের বাক্যসমূহ তুলসীর ন্যায় আপনার পাদপদ্মের সংস্পর্শে অর্থাৎ পাদপদ্মের রূপ-গুণবর্ণনায় শোভা লাভ করে"। ইহা শ্রীশুকদেবের প্রতি শ্রীপরীক্ষিতের উক্তি ॥২৭১॥

অথ গুণকীর্তনম্ (ভা: ১।৫।২২) –

(৩৩৪) **"ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা, স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো, যদুত্তমঃশ্লোক-গুণানুবর্ণনম্ ॥"**

শ্রুতং বেদাধ্যয়নম্; **স্বিষ্টং** যাগাদি; **সূক্তং** মন্ত্রাদিজপঃ; **বুদ্ধং** শাস্ত্রীয়বোধঃ; **দত্তং** দানম্; এতেষাং ভগবদর্পিতানাং সতামেব **অবিচ্যুতোঽর্থো** নিত্যং ফলম্। কিং তৎ ? **উত্তমশ্লোকস্য গুণানুবর্ণনং** যৎ। জাতায়ামপি গুণানুবর্ণনসাধ্যায়াং পরমপুরুষার্থরূপায়াং রতৌ গুণানুবর্ণনস্য প্রত্যুত নিত্যনিত্যোল্লাসাদ-বিচ্যুতত্বমুক্তম্; তস্মাদবিচ্যুতত্বেন রতিমেবাস্য ফলং সূচয়তি ॥ শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্ ॥২৭২॥

অনন্তর গুণকীর্তন –

(৩৩৪) "উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের যে গুণানুবর্ণন, ইহাই – পুরুষের তপস্যা, শ্রুত, স্বিষ্ট, সূক্ত, বুদ্ধ ও দত্ত – এই সকলের অবিচ্যুত অর্থরূপে কবিগণকর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে।"

'শ্রুত' – বেদাধ্যয়ন, 'স্বিষ্ট' – যাগাদি ক্রিয়া, 'সূক্ত' – মন্ত্রাদি জপ, 'বুদ্ধ' – শাস্ত্রীয় জ্ঞান, 'দত্ত' – দান; এইসকল শ্রীভগবানে অর্পিত হইলেই তাদৃশ 'অবিচ্যুত' অর্থাৎ নিত্য, 'অর্থ' অর্থাৎ ফলস্বরূপ হয়। সেই ফল কি তাহা বলিতেছেন – "উত্তমশ্লোকের গুণানুবর্ণন"। গুণানুবর্ণন হইতে পরমপুরুষার্থরূপা রতি উৎপন্না হইবার পরও নিত্য নিত্য গুণানুবর্ণনের উল্লাস হয় বলিয়া এই গুণানুবর্ণনকে অবিচ্যুত বলা হইয়াছে। আর, ইহা অবিচ্যুত বলিয়াই রতিই ইহার ফলরূপে সূচিত হইয়াছে। ইহা শ্রীব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥২৭২॥

অথ লীলা-কীর্তনম্ (ভা: ২।৮।৩) –

(৩৩৫) **"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥"**

নাতিদীর্ঘেণ স্বল্পেনৈব; **বিশতে** স্ফুরতি ॥ শ্রীপরীক্ষিৎ ॥২৭৩॥

অনন্তর লীলাকীর্তন –

(৩৩৫) "যিনি শ্রদ্ধাসহকারে সর্বদা শ্রীভগবানের চরিত শ্রবণ ও কীর্তন করেন, ভগবান্ শ্রীহরি নাতিদীর্ঘকালেই তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন।" 'নাতিদীর্ঘকালে' অর্থাৎ স্বল্পকাল মধ্যেই। 'প্রবেশ করেন' – স্ফুরিত হন। ইহা শ্রীপরীক্ষিতের উক্তি ॥২৭৩॥

তথা (ভা: ১২।১২।৪৯, ৫০) –

(৩৩৬) **"মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা, ন কথ্যতে যদ্‌ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদু হৈব মঙ্গলং, তদেব পুণ্যং ভগবদ্‌গুণোদয়ম্ ॥"** ইত্যাদি;

(৩৩৭) **"যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে"** ইত্যন্তম্;

অসতীরসত্যঃ; অসতাং ভগবতস্তদ্‌ভক্তেভ্যশ্চান্যেষাং **কথা** যাসু তাঃ; যদ্‌যাসু গীর্ষু **ন কথ্যতে; উত্তমশ্লোকস্য যশোঽনুগীয়ত** ইতি তু **যৎ** তত্তদীয়লীলানামনুগানমেব **সত্য**মিত্যাদি। কথং সত্যত্বং মঙ্গলত্বঞ্চ ? তত্রাহ, – **ভগবদ্‌গুণানামুদয়ো** গায়ক-হৃদি স্ফূর্তির্যস্মাত্তৎ, তদীয়-রতিপ্রদমিত্যর্থঃ। স্কান্দে –

"যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ততে কথা। তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা ॥" ইতি; শ্রীবিষ্ণুধর্মে স্কান্দে চ শ্রীভগবদুক্তৌ –

"মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্। মৎকথাপ্রীতিমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্ ॥" ইতি।

অত্র চ **'অনুগীয়তে'** ইত্যনেন সুকণ্ঠতা চেদ্‌গানমেব কর্তব্যম্; তচ্চ প্রশস্তমিত্যায়াতম্। এবং নামাদীনামপি; উক্তঞ্চ, (ভা: ১১।২।৩৯) – **"গীতানি নামানি তদর্থকানি, গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ"** ইতি। অন্যত্র চ (ভা: ১০।৬৯।৪৫) –

"যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ, কর্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার।
যত্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা, ভক্তির্ভবেদ্‌ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে।।" ইতি;

গানশক্ত্যভাবে স্বস্মাদুৎকৃষ্টতরস্য প্রাপ্তৌ বা তচ্ছৃণোতি; তদাসক্ত্যভাবে তদনুমোদতেঽপীত্যর্থঃ। শ্রীবিষ্ণুধর্মে শ্রীবিষ্ণূক্তৌ –

"রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্বাভিমুখং যদি। ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সৎকথাঃ।।" ইতি; পাদ্মে চ কার্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীভগবদুক্তৌ –

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।
তেষাং পূজাদিকং গন্ধধূপাদ্যৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ। তেন প্রীতিং পরাং যামি ন তথা মম পূজনাৎ।।" ইতি।

তে চ প্রাণিমাত্রাণামেব পরমোপকর্তারঃ, কিমুত স্বেষাম্; যথোক্তং নারসিংহে শ্রীপ্রহ্লাদেন, –

"তে সন্তঃ সর্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ। যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ।।" ইতি।

অত্র চ বহুভির্মিলিত্বা শ্রীভগবন্নামাদি কীর্তনং সঙ্কীর্তনমিত্যুচ্যতে; তত্তু চমৎকার-বিশেষপোষাৎ পূর্বতোঽপ্যধিকমিতি জ্ঞেয়ম্। অত্র চ (শ্রীভগবতো) নামসঙ্কীর্তনে রীত্যাদিকং যথোপদিষ্টং কলিযুগ-পাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা –

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।" ইতি।। শ্রীসূতঃ ।।২৭৪।।

(৩৩৬-৩৩৭) এইরূপ – "যাহাতে ভগবান্ শ্রীহরির কথা-সম্বন্ধ নাই, পরন্তু অসদ্‌গণের কথা রহিয়াছে, ঐরূপ বাক্যালাপ মিথ্যা ও অসৎ। পরন্তু যাহাতে উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের যশঃ অনুক্ষণ গীত হয়, তাহা হইতেই ভগবানের গুণসমূহের উদয় হয় বলিয়া তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহাই পুণ্য, তাহাই রম্য, তাহাই নব নব রূপে রুচির, তাহাই নিরন্তর মনের মহোৎসবস্বরূপ এবং তাহাই মানবগণের শোকসমুদ্রশোষণকারী।।"

'অসতী' – অসত্য; 'অসদ্‌গণের' অর্থাৎ ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিগণের 'কথা' যাহাতে রহিয়াছে, এইরূপ যে বাক্যালাপে ভগবান্ শ্রীহরির কথা আলোচিত হয় না (উহা মিথ্যা ও অসৎ)। আর যাহাতে উত্তম শ্লোক ভগবানের যশঃ অনুক্ষণ কীর্তিত হয়, তাহা 'সত্য'; অর্থাৎ অনুক্ষণ তদীয় লীলাকীর্তনই সত্য ইত্যাদি। কিহেতু উহা সত্য ও মঙ্গল তাহাই বলিলেন – 'ভগবদ্‌গুণোদয়' অর্থাৎ এই লীলাকীর্তন হইতে গায়কগণের হৃদয়ে ভগবানের গুণসমূহের উদয় অর্থাৎ স্ফূর্তি হয়, অর্থাৎ এই কীর্তনই ভগবদ্‌রতিদায়ক (অতএব ইহাই সত্য ও মঙ্গলস্বরূপ)।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে –

"হে রাজন্! যে যে স্থানে ভগবান্ বিষ্ণুর চরিতকথা কীর্তন হয়, ভগবান্ শ্রীহরি সন্তানবৎসলা গাভীর ন্যায় সেই সেই স্থানে গমন করিয়া থাকেন।।" এইরূপ, বিষ্ণুধর্মগ্রন্থ ও স্কন্দপুরাণে শ্রীভগবানের উক্তি – "যে ব্যক্তি সর্বদা আমার কথা বর্ণন করে, যে ব্যক্তি সর্বদা তাহা শ্রবণ করে এবং আমার কথায় যাহার চিত্ত প্রীতিলাভ করে, আমি তাহাকে ত্যাগ করি না।।"

এস্থলে "অনুক্ষণ গীত হয়" এই উক্তিদ্বারা ইহাই উপলব্ধ হয় যে — কণ্ঠস্বর উত্তম হইলে গানই করা উচিত এবং তাহাই প্রশস্ত। এইরূপ নাম প্রভৃতিরও গানই বুঝিতে হইবে। যেহেতু — "তাঁহার জন্ম ও লীলাসূচক লোকপ্রসিদ্ধ নামসমূহ লজ্জাশূন্য হইয়া গান করিতে করিতে নিঃসঙ্গভাবে বিচরণ করিবে" এরূপ উক্ত হইয়াছে।

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে —

"হে রাজন্ ! ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী ভগবান্ শ্রীহরি ইহলোকে যে সকল অসাধারণ কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহা গান করেন, শ্রবণ করেন বা তাহার অনুমোদন করেন, মোক্ষদাতা শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার ভক্তির উদয় হয় ॥"

গানের শক্তি না থাকিলে, অথবা নিজ হইতে উৎকৃষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ ঘটিলে তাঁহার নিকট হইতে উহা শ্রবণ করেন, আর সেই শ্রবণে আসক্তি না থাকিলে যদি তাহার অনুমোদনও করেন (তাহা হইলেও উক্ত ফললাভ হয়)।

শ্রীবিষ্ণুধর্মগ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুর উক্তি এইরূপ —

"যদি রাগদ্বারা সঙ্গীতের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণপূর্বক আমার সৎকথাসমূহ গান করিবে ॥"

পদ্মপুরাণ কার্তিক মাহাত্ম্যে শ্রীভগবানের উক্তি এইরূপ —

"হে নারদ ! আমি বৈকুণ্ঠে বা যোগিগণের হৃদয়ে বাস করি না; পরন্তু আমার ভক্তগণ যেস্থানে আমার গুণ গান করেন, আমি সেই স্থানেই বাস করি। মানবগণ গন্ধ ও ধূপাদিদ্বারা আমার ভক্তগণের পূজা করিলে আমি তাহাতে পরম প্রীতি অনুভব করি; পরন্তু আমার পূজাহেতুও সেরূপ প্রীতিলাভ করি না।"

আমার ভক্তগণ প্রাণিমাত্রেরই পরম উপকারী; নিজেদের যে উপকারী — এবিষয়ে আর বক্তব্য কি ?

অতএব নৃসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন —

"হে ভগবন্ শ্রীনৃসিংহদেব ! যাঁহারা সানন্দচিত্তে উচ্চস্বরে আপনার নাম গান করেন, সেই সাধুগণ সর্বভূতের অহৈতুক বান্ধব।"

এস্থলে বহুব্যক্তির মিলিতভাবে কীর্তনকে সঙ্কীর্তন বলা হয়। তাহা চমৎকারবিশেষ পোষণ করে বলিয়া পূর্বোক্ত কীর্তন অপেক্ষাও উৎকৃষ্টরূপে জ্ঞাতব্য। সেই সঙ্কীর্তনের মধ্যে নামসঙ্কীর্তনের পদ্ধতি বিষয়ে কলিযুগ-পাবনাবতার ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এরূপ উপদেশ করিয়াছেন —

"তৃণ অপেক্ষাও নীচ, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণু, স্বয়ং মানবিমুখ, পরন্তু অপরের মানদাতা — এরূপ হইয়া সর্বদা শ্রীহরিকীর্তন করা বিধেয় ॥২৭৪॥

ইয়ঞ্চ কীর্তনাখ্যা ভক্তির্ভগবতো (জীবেষু) দ্রব্য-জাতি-গুণ-ক্রিয়াভির্দীনজনৈকবিষয়াপার-করুণাময়ীতি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-বিশ্রুতিঃ। কলৌ চ দীনত্বং যথা ব্রহ্মবৈবর্তে —

"অতঃ কলৌ তপোযোগ-বিদ্যাযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। সাঙ্গা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ ॥" ইতি।

অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্যুগগত-মহাসাধনানাং সর্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি; যত এব তয়ৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি, —

"তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্তনম্। কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥"

ইতি স্কান্দে চাতুর্মাস্য-মাহাত্ম্যবচনানুসারেণ। তদেবমাহ, (ভা: ১২।৩।৫২) —

(৩৩৮) **"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।**
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥"

যদ্যৎ কৃতাদিষু তেন তেন সাধনেন স্যাৎ, **তৎ** সর্বং **কলৌ হরিকীর্তনা**দেব ভবতি, — প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অন্যত্র চ (বি: পু: ৬।২।১৭) —

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্॥" ইতি

শ্রীশুকঃ॥২৭৫॥

এই কীর্তনাখ্যা ভগবদ্ভক্তি দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াবিষয়ে যাহারা দৈন্যগ্রস্ত তাদৃশ জীবগণের বিষয়ে অপারকরুণাময়ী — শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে ইহা প্রসিদ্ধ। কলিযুগে জীবগণের তাদৃশ দীনত্ব ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে —

"অতএব কলিযুগে সুনিপুণ জীবগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত তপস্যা, যোগ, বিদ্যা ও যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহও সর্বাঙ্গসম্পন্ন হয় না।"

অতএব এই কীর্তনাখ্যা ভক্তি কলিযুগে স্বভাবতই অতি দীন জনগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া তাহাদিগকে অনায়াসে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের মহাসাধনসমূহের সমস্ত ফল দান করিয়া কৃতার্থ করেন; যেহেতু কলিযুগে এই কীর্তনাখ্যা ভক্তিদ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ হয়, ইহা স্কন্দপুরাণের চাতুর্মাস্য মাহাত্ম্যের বচনানুসারে প্রমাণিত হয়। যথা —

"শ্রীহরিকীর্তনই লোকমধ্যে উত্তম তপস্যা। কলিযুগে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য বিশেষভাবে ইহার আচরণ করিবে।" অতএব এরূপ বলিয়াছেন —

(৩৩৮) "সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞসমূহদ্বারা তাঁহার আরাধনা এবং দ্বাপরযুগে তাঁহার পরিচর্যাদ্বারা যে ফল হয়, কলিযুগে শ্রীহরির কীর্তন হইতে তাহা সিদ্ধ হয়।"

সত্য প্রভৃতি যুগে ধ্যানাদি সাধনদ্বারা যে যে ফল হয়, উহাদের সমস্ত ফলই কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির কীর্তন হইতেই সিদ্ধ হয়। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে —

"সত্যযুগে ভগবান্ শ্রীহরির ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞসমূহদ্বারা তাঁহার যজন এবং দ্বাপরযুগে তাঁহার অর্চন করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করে, কলিযুগে তাঁহার কীর্তন করিয়া সেই ফলই লাভ করিয়া থাকে।" ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি॥২৭৫॥

অতএব (ভা: ১১।৫।৩৬) —

(৩৩৯) **"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।**
যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বঃ সাধ্যোঽভিলভ্যতে॥"

গুণজ্ঞাঃ কীর্তনপ্রচাররূপং তদ্গুণং জানন্তোঽতএব তদ্দোষাগ্রহণাৎ **সারভাগিনঃ** সারমাত্রগ্রাহিণঃ **কলিং সভাজয়ন্তি**। গুণমেব দর্শয়তি, — **যত্র** প্রচারিতেন **সঙ্কীর্তনেনৈব** সাধনান্তর-নিরপেক্ষেণ তেনেত্যর্থঃ; **সর্বঃ** ধ্যানাদিভিঃ কৃতাদিষু সাধনসহস্রৈঃ সাধ্যঃ॥২৭৬॥

অতএব —

(৩৩৯) হে রাজন্! এই কলিযুগে শ্রীহরিসংকীর্তনদ্বারাই সমস্তপ্রকার সাধ্য লাভ হয় বলিয়া "গুণজ্ঞ ও সারভাগী আর্যগণ সেই কলিযুগের সমাদর করেন।"

"গুণজ্ঞ" — কীর্তন-প্রচাররূপ কলিযুগের গুণ যাঁহারা জানেন; অতএব কলির অন্য নানারূপ দোষ গ্রহণ না করায় যাঁহারা 'সারভাগী' অর্থাৎ সারমাত্রগ্রাহী — তাঁহারা কলির সমাদর করেন। গুণই দর্শিত হইতেছে — যে কলিযুগে প্রচারিত 'সঙ্কীর্তনদ্বারাই' অর্থাৎ অপরসাধননিরপেক্ষ কেবল তাহাদ্বারাই 'সর্বপ্রকার' অর্থাৎ সত্যাদিযুগে সাধনসহস্রদ্বারা যে সকল সাধ্য তৎসমুদয় লাভ হয় ॥২৭৬॥

কীর্তনস্যৈব মহিমানমাহ, (ভা: ১১।৫।৩৭) —

(৩৪০) **"ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥"**

অতঃ কীর্তনাৎ; **যতো** যস্মাৎ কীর্তনাৎ; **পরমাং শান্তিং** — (ভা: ১১।১৯।৩৬) **"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ"** ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যানুসারেণ ধ্যানাদিভিরপ্যসাধ্যাং সর্বোৎকৃষ্টাং ভগবন্নিষ্ঠাং প্রাপ্নোত্যনুষঙ্গেণ সংসারশ্চ **নশ্যতি**। অতএব ধ্যাননিষ্ঠা অপি কৃতাদিষু প্রজা এতাদৃশীং ভগবন্নিষ্ঠাং ন প্রাপ্তবত্যঃ। "মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্বন্তি কীর্ত্তনম্" ইতি স্কান্দাদ্যনুসারেণ তাদৃশনিষ্ঠা-কারণং কীর্তন-মাহাত্ম্যঞ্চ দীনৈক-কৃপাতিশয়শালিনা শ্রীভগবতা তদানীং তত্তৎসামর্থ্যাবসরে যস্মান্ন প্রকাশিতম্, তস্মাদ্ধ্যানাদি-সমর্থাস্তাঃ প্রজা জিহ্বৌষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রস্য নাতিসাধনত্বং ভবেদিতি মত্বা তন্ন (তত্র কীর্তনে ন) শ্রদ্ধিতবত্যশ্চ ॥২৭৭॥

কীর্তনেরই মহিমা বলিতেছেন —

(৩৪০) "যাহা হইতে পরমা শান্তি লাভ এবং সংসার নাশ হয়, এ সংসারে ভ্রমণরত জীবগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা পরম লাভ আর কিছুই নাই।"

'ইহা অপেক্ষা' অর্থাৎ এই কীর্তন অপেক্ষা; 'যাহা হইতে' অর্থাৎ যে কীর্তন হইতে; 'পরমা শান্তি' অর্থাৎ 'আমার প্রতি বুদ্ধির একনিষ্ঠতাই শম' ভগবানের এই বাক্যানুসারে, ধ্যানাদিদ্বারাও অসাধ্য, সর্বোৎকৃষ্টা ভগবন্নিষ্ঠা লাভ করেন এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসারনাশও হয়। যেহেতু — একমাত্র কীর্তন হইতেই তাদৃশী ভগবন্নিষ্ঠা লব্ধ হয়; অতএব সত্যযুগাদির প্রজাগণ ধ্যানাদিনিষ্ঠ হইয়াও সেই ভগবন্নিষ্ঠা প্রাপ্ত হন নাই। আর, "মহাভাগবতগণ কলিযুগে সর্বদা কীর্তন করেন" — স্কন্দাদিপুরাণের এই উক্তি অনুসারে সেই নিষ্ঠার কারণস্বরূপ কীর্তনের মাহাত্ম্য — যেহেতু একমাত্র দীনগণের প্রতিই সমধিক কৃপাশালী শ্রীভগবৎকর্তৃক সত্যাদিযুগে ধ্যানাদির সামর্থ্য থাকাকালে প্রকাশিত হয় নাই, সেইহেতু ধ্যানাদিসমর্থ প্রজাগণ জিহ্বা ও ওষ্ঠের স্পন্দনমাত্ররূপ কীর্তন সমধিক সাধন নহে, ইহা মনে করিয়া কীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন নাই ॥২৭৭॥

ততঃ কলিপ্রজানাং পরম-ভগবন্নিষ্ঠতাং শ্রুত্বা তদর্থং কলাবেব কেবলং নিজজন্ম প্রার্থয়ন্ত ইত্যাহ সার্দ্ধকেন (ভা: ১১।৫।৩৮, ৩৯) —

(৩৪১) **"কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ ॥"**

অত্র হেতুঃ — কলাবিতি; তত্তদ্ভক্তীচ্ছায়ামপি তদ্ভক্তসঙ্গং বিনা সা ন সম্পদ্যেতেতি বিভাব্যেতি ভাবঃ। ক্বচিৎ ক্বচিদ্গৌড়াদৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবাবতারেণ; 'দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ' ইতি। তৎপরায়ণত্বমত্র তদীয়-প্রেমাতিশয়বত্ত্বম্; এতদেব **পরমাং শান্তিমি**ত্যনেন কার্যদ্বারা ব্যঞ্জিতম্; — (ভা: ৬।১৪।৫) **"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা"** ইত্যত্র যদ্বৎ।

অত্র কলিযুগ-প্রভাব-প্রসঙ্গেন কীর্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি ন বাচ্যম্, — ভক্তিমাত্রে কালদেশাদি-নিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। বিশেষতো নামোপলক্ষ্য চ শ্রীবিষ্ণুধর্মে ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে —

"ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক ॥" ইতি;

স্কান্দে পাদ্মবৈশাখ-মাহাত্ম্যে, শ্রীবিষ্ণুধর্মে চ — "চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্বত্র কীর্তয়েৎ" ইতি; স্কান্দে এব চ —

"ন দেশকালাবস্থাত্মশুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিত-কামদম্ ॥" ইতি;

শ্রীবিষ্ণুধর্মে চ —

"কলৌ কৃতযুগং তস্য কলিস্তস্য কৃতে যুগে। যস্য চেতসি গোবিন্দো হৃদয়ে যস্য নাচ্যুতঃ ॥" ইতি।

ন চ কলাবন্যাসাধনাসমর্থত্বাদেব তেনাল্পেনাপি মহৎ ফলং ভবতি, ন তু তস্য গরীয়স্ত্বেনেতি মন্তব্যম্। (বি:পু: ৬।৮।৫৫) —

"যস্মিন্ ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসাং ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ
কিং চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্তিতে ॥"

ইতি সমাধি-পর্যন্তাদপি স্মরণাৎ কৈমুত্যেন কীর্তনস্যৈব গরীয়স্ত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিতম্। অতএবোক্তম্, (ভা: ২।১।১১) — "**এতন্নির্বিদ্যমানানাম্**" ইত্যাদি; তথা চ —

"অঘচ্ছিৎস্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে। ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনং তু ততো বরম্ ॥"

ইতি বৈষ্ণবচিন্তামণৌ;

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥"

ইত্যন্যত্র; "সর্বাপরাধকৃদপি" ইত্যাদি নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে চ।

তস্মাৎ সর্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্‌গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্। অতএব, যদন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা, তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্, (ভা: ১১।৫।৩২) — "**যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ**" ইতি।

অত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্তনমত্যন্ত-প্রশস্তম্; —

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥" ইত্যাদৌ।

তস্মাৎ সাধূক্তম্ — (ভা: ১১।৫।৩৬) "**কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ**" ইত্যাদিত্রয়ম্ ॥২৭৮॥ শ্রীকরভাজনো নিমিম্ ॥২৭৬-২৭৮॥

এইহেতু সত্যাদি যুগের প্রজাগণ কলিযুগের প্রজাগণের পরমা ভগবন্নিষ্ঠতা শ্রবণ করিয়া তাদৃশী ভগবন্নিষ্ঠতা লাভের জন্য কলিযুগেই কেবল নিজ জন্ম প্রার্থনা করেন — ইহা উক্ত হইতেছে —

(৩৪১) "হে রাজন্! সত্যাদিযুগে প্রজাগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণের ইচ্ছা করেন। যেহেতু কলিযুগেই কোন কোন স্থলে অল্পসংখ্যক বিশেষতঃ দ্রবিড় দেশে বহুলভাবে প্রজাগণ নারায়ণপরায়ণ হইবেন।"

ইহার হেতু — কলিতেই; সেই সেই ভক্তিলাভের ইচ্ছা থাকিলেও ভগবদ্ভক্তসঙ্গ বিনা তাহা লাভ হয় না। এইরূপ ভাবনা করিয়া ক্বচিৎ ক্বচিৎ গৌড়াদিদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতারহেতু নারায়ণপরায়ণ হইবেন আর দ্রবিড়দেশে বহুসংখ্যায় নারায়ণপরায়ণ হইবেন। এস্থলে নারায়ণপরায়ণতা বলিতে শ্রীনারায়ণের প্রতি

প্রেমাতিশয়যুক্ততা বুঝিতে হইবে। "পরমা শান্তি লাভ করেন" এই বাক্যে পরমশান্তিলাভরূপ কার্যদ্বারা (তাহার কারণস্বরূপ) এই প্রেমবিশিষ্টত্বই সূচিত হইয়াছে। "মুক্ত সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যেও নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তচিত্ত পুরুষ সুদুর্লভ" এইবাক্যেও তাদৃশ নারায়ণপরায়ণতার উক্তি রহিয়াছে।

এস্থলে কলিযুগের প্রভাব প্রসঙ্গে কীর্তনের ঐরূপ গুণোৎকর্ষ হয়, ইহা বলা সঙ্গত নহে, যেহেতু ভক্তিমাত্রেই কাল-দেশ প্রভৃতির নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে; বিশেষতঃ নামকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুধর্মগ্রন্থে ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে এরূপ বলা হইয়াছে— "হে ব্যাধ ! শ্রীহরিনাম কীর্তনাদিতে কোনরূপ দেশ বা কালের নিয়ম নাই, কিংবা উচ্ছিষ্টাদি অবস্থাতেও উহার নিষেধ নাই।"

স্কন্দপুরাণ বৈশাখমাহাত্ম্যে এবং বিষ্ণুধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে— "ভগবান্ চক্রধারী শ্রীহরির নাম সর্বদা সর্বত্র কীর্তন করিবে।" আবার স্কন্দপুরাণেই উক্ত হইয়াছে— "এই শ্রীহরিনাম দেশ, কাল, অবস্থাবিশেষ কিংবা আত্মশুদ্ধিপ্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া স্বাধীনভাবেই কামনানুরূপ ফল দান করেন।"

বিষ্ণুধর্মেও এরূপ উক্ত হইয়াছে—

"যাঁহার চিত্তে শ্রীগোবিন্দ বিরাজ করেন, কলিযুগেও তাঁহার নিকট সত্যযুগ প্রতীত হয়, আর যাহার চিত্তে তিনি বিরাজ করেন না, তাহার নিকট সত্যযুগেও কলিরই প্রকাশ হয়।"

কলিযুগে জীবের অন্য সাধনে সামর্থ্য নাই বলিয়াই অল্প সাধন শ্রীহরিনাম কীর্তনাদিদ্বারাই মহৎ ফল লাভ হয়, পরন্তু শ্রীহরিনামের মহত্ত্বহেতু নহে— এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নহে।

যেহেতু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে— "যাঁহাতে চিত্তসমর্পণ করিলে লোকের নরকপ্রাপ্তি ঘটে না, যাঁহার চিন্তাকালে স্বর্গও বিঘ্নস্বরূপ মনে হয়, যাঁহাতে মনোনিবেশ করিলে ব্রহ্মলোকও অল্প বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং যে অব্যয় পুরুষ বিশুদ্ধবুদ্ধি জনগণের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইলে মুক্তি প্রদান করেন, সেই অচ্যুত শ্রীহরির কীর্তন করিলে পাপরাশি বিলীন হয়, ইহাতে আর আশ্চর্য কী ?" এইরূপ উক্তিদ্বারা সমাধিদশাপর্যন্ত করণীয় স্মরণ অপেক্ষাও কৈমুত্যন্যায়ানুসারে কীর্তনেরই গুরুত্ব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব বলিয়াছেন— "এই হরিনামানুকীর্তন মুমুক্ষু, কামী ও যোগিগণের নির্ভয় আশ্রয়স্বরূপ।"

এইরূপ বৈষ্ণবচিন্তামণি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে— "শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ পাপনাশক হইলেও প্রভূত আয়াসসাধ্য; আর কীর্তন ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রদ্বারাই সাধ্য বলিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট।"

অন্যত্রও বলিয়াছেন— "যিনি পূর্ববর্তী শতজন্মে শ্রীবাসুদেবের অর্চনা করিয়াছেন, হে ভরতকুলনন্দন ! তাঁহারই মুখে সর্বদা হরিনামসমূহ বিরাজ করেন।"

নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রেও বলা হইয়াছে— "সকলপ্রকার অপরাধ করিয়াও শ্রীহরির আশ্রয় লইলে অপরাধমুক্তি হয়, আবার যে নরাধম শ্রীহরির সম্বন্ধে অপরাধ করে, সে ব্যক্তিও কদাচিৎ নামাশ্রয়ী হইলে নামপ্রভাবেই উদ্ধার লাভ করে, পরন্তু সকলের সুহৃৎস্বরূপ নামের সম্বন্ধে অপরাধ করিলে অধঃপাতই হয়।"

অতএব সকল যুগেই কীর্তন সমান ফল দান করে। পরন্তু কলিযুগে শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্বক স্বয়ং জীবগণকে ইহা গ্রহণ করাইয়াছেন বলিয়াই কলিযুগে কীর্তনের প্রশংসা হইয়াছে— ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব কলিযুগে অন্য ভক্তি কর্তব্য হইলেও কীর্তন সহযোগেই তাহা করিতে হইবে, ইহাই বলিয়াছেন— "সুমেধাগণ কলিযুগে সঙ্কীর্তনপ্রধান সাধনসমূহদ্বারা সেই শ্রীভগবানের আরাধনা করেন।"

এইরূপ অবস্থায়ও স্বতন্ত্র নামকীর্তনই অত্যন্ত প্রশস্ত, ইহা—

"কলিযুগে হরিনামই একমাত্র সাধন, এই হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় নাই, আশ্রয় নাই, আশ্রয় নাই।" অতএব— "গুণজ্ঞ ও সারভাগী আর্যগণ কলিযুগের সমাদর করেন" ইত্যাদি তিনটি শ্লোক যুক্তিসঙ্গতরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে ॥২৭৮॥ ইহা নিমির প্রতি শ্রীকরভাজনের উক্তি ॥২৭৬-২৭৮॥

তদেবং কলৌ নামসংকীর্তন-প্রচার-প্রভাবেণৈব পরমভগবৎপরায়ণত্ব-সিদ্ধির্দর্শিতা। তত্র পাষণ্ড-প্রবেশেন নামাপরাধিনো যে, তেষাং তু তদ্‌বহির্মুখত্বমেব স্যাদিতি ব্যতিরেকেণ তদ্‌দ্রঢ়য়তিদ্বাভ্যাম্‌ — (ভা: ১২।৩।৪৩, ৪৪) —

(৩৪২) **"কলৌ ন রাজন্‌ জগতাং পরং গুরুং, ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্‌।**
প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং, যক্ষ্যন্তি পাষণ্ড-বিভিন্নচেতসঃ ॥

(৩৪৩) **যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ, পতন্‌ স্খলন্‌ বা বিবশো গৃণন্‌ পুমান্‌।**
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং, প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥"

স্পষ্টম্‌ ॥ শ্রীশুকঃ ॥২৭৯॥

এইরূপে কলিযুগে নামকীর্তনের প্রচারপ্রভাবেই যে, পরমভগবৎপরায়ণতা সিদ্ধ হয়, ইহা দর্শিত হইল। কিন্তু সেই কলিযুগেই পাষণ্ডমতের প্রবেশহেতু যাহারা নামাপরাধী হয়, তাহাদের শ্রীভগবানের প্রতি বৈমুখ্যই ঘটিয়া থাকে — ইহা ব্যতিরেকভাবে বলিতেছেন —

(৩৪২) "হে রাজন্‌! ত্রিলোকাধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হন, জগতের পরমগুরু সেই ভগবান্‌ শ্রীঅচ্যুতকে কলিযুগে পাষণ্ডমতদ্বারা হতবুদ্ধি জনগণ প্রায়শঃ ভজন করিবে না।"

(৩৪৩) "মরণোন্মুখ আতুর বিবশ ব্যক্তি শয্যাশায়ী হইয়া স্খলিত বাক্যেও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমগতি লাভ করে, কলিযুগে মানবগণ সেই ভগবান্‌ শ্রীহরিকে ভজন করিবে না।" ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥২৭৯॥

তদেবং কীর্তনং ব্যাখ্যাতম্‌; তত্রাস্মিন্‌ কীর্তনে নিজদৈন্যনিজাভীষ্টবিজ্ঞপ্তি-স্তবপাঠাবপ্যন্তর্ভাব্যৌ। তথা তত্র শ্রীভাগবতস্থিত-নামাদি-কীর্তনং তু পূর্ববদন্যদীয়-নামাদি-কীর্তনাদধিকং জ্ঞেয়ম্‌। কলৌ তু প্রশস্তং তৎ, (১।৩।৪৩) —

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ইত্যাদেঃ।

অথ শরণাপত্ত্যা শ্রবণকীর্তনাদিতঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ (ভা: ২।১।১১) **"এতন্নির্বিদ্যমানা-নামিচ্ছতামকুতোভয়ম্‌"** ইত্যাদ্যুক্তত্বান্নামকীর্তনাপরিত্যাগেন শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণং কুর্য্যাৎ। তচ্চ মনসানু-সন্ধানম্‌, — যদেব নামাদি-সম্বন্ধিত্বেন বহুবিধং ভবতি। তত্র স্মরণ-সামান্যম্‌ (ভা: ১১।১৩।১৪) —

(৩৪৪) **"এতাবান্‌ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।**
সর্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা ॥"

টীকা চ — "যথা যথাবৎ**ময্যাবেশ্যত** ইতি **এতাবান্‌ইত্যর্থঃ"** ইত্যেষা। **অদ্ধা** সাক্ষাৎ। তথা চ স্কান্দে ব্রহ্মোক্তৌ — "আলোড্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ" ইত্যাদি ॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্‌ ॥২৮০॥

এইরূপে কীর্তনের ব্যাখ্যা করা হইল। নিজ দৈন্য ও নিজ অভীষ্টবিষয়ের নিবেদন এবং স্তবপাঠও এই কীর্তনের অন্তর্ভূতরূপেই গণ্য করিতে হইবে। এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নামাদির কীর্তন পূর্বের মত অন্য শাস্ত্রোক্ত নামাদি কীর্তন অপেক্ষা সমধিক বলিয়া জানিতে হইবে। কলিযুগে শ্রীভাগবতই প্রশস্তরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা —

"শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম ও জ্ঞানাদির সহিত নিজ ধামে উপগত হইলে, কলিযুগে নষ্টদৃষ্টি (অজ্ঞানান্ধ) জনগণের দিব্যজ্ঞানপ্রদানের জন্য সম্প্রতি শ্রীভাগবতরূপী এই পুরাণসূর্য উদিত হইয়াছেন।"

অনন্তর শরণাগতচিত্তে শ্রবণ-কীর্তনপ্রভৃতিদ্বারা যদি অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় তাহা হইলে—"এই শ্রীহরিনামানুকীর্তন মুমুক্ষু, কামী ও যোগিগণের নির্ভয় আশ্রয়স্বরূপ" ইত্যাদি উক্তি অনুসারে নামকীর্তন পরিত্যাগ না করিয়াই শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিবেন। মনদ্বারা অনুসন্ধানের নামই স্মরণ। নামপ্রভৃতির সম্বন্ধহেতু ইহা অনেকপ্রকার হয়। প্রথমতঃ সাধারণভাবে স্মরণ উক্ত হইতেছে—

(৩৪৪) "সকল বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া সাক্ষাৎরূপে আমার প্রতি আবিষ্ট করানোই যোগ বলিয়া আমার শিষ্য সনকাদিকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে।"

"যথাযথভাবে আমাতে মনের যে আবেশ করা হয়, এইমাত্রই (যোগরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে)।" এপর্যন্ত টীকা। অদ্ধা—সাক্ষাৎ; স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মার উক্তিও এইরূপ—"সকল শাস্ত্র মন্থন ও পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্বক ইহাই সুষ্ঠুভাবে স্থির করা হইয়াছে যে, সর্বদা একমাত্র ভগবান্ শ্রীনারায়ণেরই ধ্যান করা কর্তব্য।" ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥২৮০॥

তত্র নাম-স্মরণম্— "প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নামস্মরণান্নৃণাম্।
সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে॥" ইতি

পাদ্মে যোগসারস্তোত্রে দেবদ্যুতি-স্তুত্যনুসারেণ, তথা

"হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্। কীর্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্বৃতীর্বহুধেচ্ছতা॥"

ইতি জাবাল-সংহিতাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়ম্। নাম-স্মরণং তু শুদ্ধান্তঃকরণতামপেক্ষতে; তত্তু কীর্তনাচ্চাবরমিতি মূলে নোদাহরণ-স্পষ্টতা।

রূপ-স্মরণমাহ, (ভা: ১২।১২।৫৫)—

(৩৪৫) **"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।**
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং, জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥"

পরমাত্মনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণাং **ভক্তিমিতি** মুখ্যং ফলম্; অন্যানি ত্বানুষঙ্গিকানি॥ শ্রীসূতঃ ॥২৮১॥

তন্মধ্যে নামস্মরণ—পদ্মপুরাণে যোগসারস্তোত্রে দেবদ্যুতির স্তুতি এইরূপ—

"মৃত্যুকালে কিংবা অন্য সময়ে যাঁহার নাম স্মরণহেতু মানবগণের পাপরাশি সদ্য বিনষ্ট হয়, সেই চিদাত্মা শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করি।"

"যিনি বহুপ্রকার সুখ কামনা করেন, তিনি নিরন্তর একমাত্র শ্রীহরির নাম জপ, ধ্যান, গান এবং বহুপ্রকার কীর্তন করিবেন।" জাবালসংহিতাপ্রভৃতি গ্রন্থের পূর্বোক্তরূপ নির্দেশানুসারে তাদৃশ নামস্মরণ জ্ঞাতব্য। এই নামস্মরণ অন্তঃকরণশুদ্ধির অপেক্ষা করে। ইহা কীর্তন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মূলে ইহার উদাহরণ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই।

রূপস্মরণ বলিতেছেন—

(৩৪৫) "শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগলের নিরন্তর স্মরণ অমঙ্গল ক্ষয়, মঙ্গল বিস্তার, চিত্তশুদ্ধি, পরমাত্মায় ভক্তি এবং বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান বিতরণ করে।"

পরমাত্মায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রেমলক্ষণা ভক্তি বিতরণ করে, ইহাই রূপস্মরণের মুখ্য ফল। অন্য ফলসমূহ আনুষঙ্গিকরূপেই সিদ্ধ হয়। ইহা শ্রীসূতের উক্তি ॥২৮১॥

কিঞ্চ, (ভা: ১০।৮০।১১) –

(৩৪৬) **"স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।**
কিং ত্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥"

স্মরতঃ স্মরতে; সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূয় **আত্মানং** স্মর্ত্তুর্বশীকরোতীত্যর্থঃ। **অর্থকামান্** ইতি বহুবচনং মোক্ষমপ্যন্ত-র্ভাবয়তি লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন। যস্মাদেবং তন্মাহাত্ম্যম্, তস্মাদেব গারুড়েঽপীদমুক্তম্, –

"একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে মুহূর্তে ধ্যানবর্জিতে। দস্যুভির্মুষিতেনেব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভৃশম্ ॥" ইতি ॥ শ্রীদামবিপ্র-ভার্য্যা তম্ ॥২৮২॥

এইরূপ –

(৩৪৬) "জগদ্গুরু (শ্রীভগবান্) তাঁহার পাদপদ্মস্মরণকারীকে আত্মা পর্যন্ত দান করেন। অতএব ভজনকারীর অনতি-অভীষ্ট অর্থকামসমূহ যে দান করেন, এবিষয়ে আর বক্তব্য কী ?"

"স্মরণকারী ব্যক্তিকে" (আত্মাও দান করেন)। অর্থাৎ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া নিজকে স্মরণকারীর বশীভূত করেন। অর্থ ও কাম – এই দুইটিকে বুঝাইতে হইলে "অর্থকামৌ" এরূপ দ্বিবচনান্ত পদ প্রযুক্ত হইত, পরন্তু তাহার পরিবর্তে এস্থলে 'অর্থকামান্' এরূপ বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগহেতু লিঙ্গসমবায় ন্যায়ানুসারে মোক্ষকেও ইহার অন্তর্ভূত করিতে হইবে (অর্থাৎ অর্থ, কাম ও মোক্ষ – এরূপ অর্থ হইবে)। স্মরণের এইরূপ মাহাত্ম্যহেতুই গরুড়পুরাণেও এরূপ উক্ত হইয়াছে –

"যদি একটি মুহূর্তও ভগবদ্ধ্যানবিহীনরূপে অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে দস্যুগণকর্তৃক অপহৃত ব্যক্তির ন্যায় অতিশয় ক্রন্দন করা উচিত।" ইহা শ্রীদামবিপ্রের প্রতি তাঁহার ভার্যার উক্তি ॥২৮২॥

অথ পূর্ববৎ ক্রমসোপান-রীত্যা সুখলভ্যং গুণ-পরিকর-সেবা-লীলা-স্মরণঞ্চানুসন্ধেয়ম্। তদিদং স্মরণং মুখ্যং পঞ্চবিধম্; – (ক) যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণম্; (খ) সর্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারেণ মনোধারণং ধারণা; (গ) বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং ধ্যানম্; (ঘ) অমৃতধারাবদনবচ্ছিন্নং তদ্ধ্রুবানুস্মৃতিঃ; (ঙ) ধ্যেয়মাত্র-স্ফুরণং সমাধিরিতি।

তত্র স্মরণম্ –

"যেন কেনাপ্যুপায়েন স্মৃতো নারায়ণোঽব্যয়ঃ। অপি পাতকযুক্তস্য প্রসন্নঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥" ইতি বৃহন্নারদীয়াদৌ।

ধারণা (ভা: ১১।১৪।২৭) –

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥" ইত্যাদৌ।

ধ্যানম্ –

"ভগবচ্চরণদ্বন্দ্বধ্যানং নির্দ্বন্দ্বমীরিতম্।
পাপিনোঽপি প্রসঙ্গেন বিহিতং সুহিতং পরম্ ॥" ইতি নারসিংহাদৌ;

তত্র নির্দ্বন্দ্বং শীতোষ্ণাদিময়-দুঃখপরম্পরাতীতম্; ঈরিতং শাস্ত্রবিহিতম্; তচ্চ পাপিনোঽপি প্রসঙ্গেনাপি পরমুৎকৃষ্টং সুহিতং বিহিতং তত্রৈবেত্যর্থঃ।

ধ্রুবানুস্মৃতিশ্চ (ভা: ৩।২৯।১১) – **"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ"** ইত্যাদৌ, (ভা: ১১।২।৫৩) – **"ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিঃ"** ইত্যাদৌ চ।

এষৈব শ্রীরামানুজ-ভগবৎপাদৈঃ প্রথমসূত্রে দর্শিতাস্তি।

সমাধিমাহ, (ভা: ১২।১০।৯) —

(৩৪৭) **"তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োর্জগদাত্মনোঃ।**
ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ॥" ইতি;

তয়োঃ — রুদ্র-তৎপত্ন্যোঃ; ভগবদংশ-তচ্ছক্তিত্বাজ্জগদাত্মনোস্তৎপ্রবর্তকয়োরপি। তত্র হেতুঃ — **রুদ্ধধীবৃত্তি**-র্ভগবদাবিষ্টচিত্তঃ, — (ভা: ১২।১০।৬) **"ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্"** ইতি পূর্বোক্তেঃ। তস্মাদসংপ্রজ্ঞাত-নাম্নো ব্রহ্মসমাধিতো ভিন্ন এবাসৌ॥ শ্রীসূতঃ ॥২৮৩॥

অনন্তর শ্রবণকীর্তনের ন্যায় স্মরণবিষয়েও ক্রমসোপানরীতি অনুসারে যাহা অনায়াসলভ্য হয়, সেই গুণ, পরিকর, সেবা ও লীলার স্মরণও অনুসন্ধানযোগ্য। এই স্মরণ মুখ্যভাবে পাঁচপ্রকার। (ক) তন্মধ্যে চিত্তদ্বারা ভগবদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলে উহাকে 'স্মরণ' বলা হয়। (খ) সকল বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণপূর্বক সামান্যভাবে শ্রীভগবানে নিবিষ্ট করিলে উহা 'ধারণা'নামে খ্যাত হয়। (গ) বিশেষভাবে তাঁহার রূপপ্রভৃতির চিন্তার নাম 'ধ্যান'। (ঘ) এই ধ্যানই অমৃতধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন হইলে উহাকে 'ধ্রুবানুস্মৃতি' বলা হয়। (ঙ) আর, যে অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুমাত্রেরই স্ফুরণ হয়, (অপর কোন তত্ত্বেরই প্রকাশ থাকে না) তাহাকে 'সমাধি'নামে অভিহিত করা হয়।

তন্মধ্যে স্মরণসম্বন্ধে বৃহন্নারদীয় পুরাণাদিতে এরূপ উক্ত হইয়াছে—

"যে কোনরূপে স্মরণ করিলেও অব্যয়পুরুষ শ্রীনারায়ণ পাপী ব্যক্তির প্রতিও যে প্রসন্ন হন, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই।"

ধারণা — যথা —

"বিষয়সমূহের ধ্যানকারী ব্যক্তির চিত্ত বিষয়সমূহের প্রতি আসক্ত হয়; আর যিনি সর্বদা আমারই চিন্তা করেন, তাহার চিত্ত আমাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকে।"

ধ্যান যথা — শ্রীনৃসিংহপুরাণাদিতে বলিয়াছেন — "শ্রীভগবানের চরণযুগলের ধ্যান নির্দ্বন্দ্বরূপে ঈরিত হয়। উহা পাপী ব্যক্তির প্রসঙ্গেও পরম সুহিতরূপে বিহিত হইয়াছে।"

'নির্দ্বন্দ্ব' অর্থাৎ শীতোষ্ণাদিময় দুঃখপরম্পরার অতীত; (ইহা) ঈরিত অর্থাৎ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। আর, তাহা পাপী ব্যক্তিকর্তৃক প্রসঙ্গক্রমেও অনুষ্ঠিত হইলে 'পরম' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সুহিতরূপে (পরমমঙ্গলজনকরূপে) 'বিহিত' অর্থাৎ শাস্ত্রেই নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ধ্রুবানুস্মৃতি যথা — "আমার গুণ শ্রবণমাত্রই সমুদ্রের দিকে গঙ্গাজলের অবিচ্ছিন্না গতির ন্যায় সকলের হৃদয়গুহায় স্থিত আমার প্রতি যে অবিচ্ছিন্না মনোগতির প্রবর্তন হয়, (ইহাই নির্গুণভক্তিযোগের লক্ষণ)।" "ত্রিভুবনের বৈভবলাভের জন্যও ভগবদ্বিষয়ে যাঁহার স্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না" ইত্যাদি বাক্যে এই ধ্রুবানুস্মৃতিই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্যপাদ ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রেই এই ধ্রুবানুস্মৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

সমাধি বলিতেছেন —

(৩৪৭) "(তৎকালে শ্রীমার্কণ্ডেয়মুনি) বুদ্ধিবৃত্তির নিরোধহেতু, জগদাত্মা ও ঈশস্বরূপ উভয়ের সাক্ষাৎ আগমন, নিজের অস্তিত্ব এবং সমগ্র বিশ্বকেও জানিতে পারেন নাই।" 'উভয়ের' — শ্রীশঙ্কর ও তাঁহার পত্নীর। শ্রীশঙ্কর শ্রীভগবানের অংশ এবং পার্বতী শ্রীভগবানেরই শক্তি বলিয়া তাঁহারা 'জগদাত্মা' — জগতের প্রবর্তক। তাঁহাদিগকে জানিতে না পারার কারণ বলিতেছেন — 'বুদ্ধিবৃত্তির নিরোধহেতু' অর্থাৎ তৎকালে তাঁহার চিত্ত শ্রীভগবানেই আবিষ্ট ছিল বলিয়া। 'তিনি শ্রীভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন' এরূপ পূর্ব উক্তি হইতেই শ্রীভগবানে তাঁহার চিত্তের আবেশ জানা যায়। অতএব এই ধ্রুবানুস্মৃতি অসম্প্রজ্ঞাতনামক ব্রহ্মসমাধি হইতে ভিন্নই হয়। ইহা শ্রীসূতের উক্তি ॥২৮৩॥

ক্বচিল্লীলাদিযুক্তে চ তস্মিন্নন্যা স্ফূর্তিঃ সমাধিঃ স্যাৎ; যথাহ, (ভা: ১।৫।১৩) –

(৩৪৮) **"উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে, সমাধিনানুস্মর তদ্‌বিচেষ্টিতম্"** ইতি;

স্পষ্টম্। এতদ্রূপো দাসাদি-ভক্তানাম্; পূর্বস্তু (ধ্যেয়মাত্র-স্ফুরণরূপঃ সমাধিঃ) প্রায়ঃ শান্তভক্তানাম্, – (ভা: ১২।১২।৬৯) **"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্‌ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ"** ইত্যাদ্যুক্তিভ্যঃ ॥ শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্ ॥২৮৪॥

কোনও সময়ে লীলাদিযুক্ত শ্রীভগবদ্‌বিষয়েও অন্য বিষয়ের স্ফূর্তিহীন সমাধি হইয়া থাকে। এরূপ সমাধির কথাই বলিতেছেন –

(৩৪৮) "তুমি সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির জন্য সমাধিদ্বারা শ্রীভগবানের বিবিধ লীলা অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া বর্ণনা কর।" ইহার অর্থ স্পষ্ট। দাসপ্রমুখ ভক্তগণেরই এইরূপ লীলাদিস্মরণাত্মক সমাধি হয়। আর, কেবল ধ্যেয় বস্তুর স্ফুরণরূপ সমাধি প্রায়শঃ শান্ত ভক্তগণেরই হইয়া থাকে। "শ্রীশুকদেবের চিত্ত আত্মসুখানুভূতিদ্বারা পরিপূর্ণ এবং অন্য ভাব বর্জিত হইলেও ভগবান্ শ্রীহরির মনোরম লীলারাজিদ্বারা উঁহার স্থৈর্য আকৃষ্ট হইয়াছিল" ইত্যাদি বাক্যে শান্ত ভক্তগণের সমাধির উল্লেখ দেখা যায়। ইহা শ্রীব্যাসদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥২৮৪॥

অথ রুচিঃ শক্তিশ্চ চেত্তদপরিত্যাগেন পাদসেবা চ কর্তব্যা। সেবাস্মরণ-সিদ্ধ্যর্থঞ্চ সা কৈশ্চিৎ ক্রিয়তে। তথা চ বিষ্ণুরহস্যে পরমেশ্বর-বাক্যম্ –

"ন মে ধ্যানরতাঃ সম্যগ্‌যোগিনঃ পরিতুষ্টয়ে। তথা ভবন্তি দেবর্ষে ক্রিয়াযোগরতা যথা।

ক্রিয়াক্রমেণ যোগোঽপি ধ্যানিনঃ সংপ্রবর্ততে ॥" ইতি; যোগোঽত্র সমাধিঃ।

পাদসেবায়াং পাদ-শব্দো ভক্ত্যৈব নির্দিষ্টস্ততঃ সেবায়াঃ সাদরত্বং বিধীয়তে। সেবা চ কাল-দেশাদ্যুচিতা পরিচর্য্যাদিপর্য্যায়া। সা যথা (ভা: ৪।২১।৩১) –

(৩৪৯) **"যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষ-জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।**

সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী, যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥"

তপস্বিনাং সংসারতাপতপ্তানাং **মলং** তত্তদ্‌বাসনাম্। তৎপাদস্যৈবৈষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ, – **যথেতি**; শ্রীপৃথুঃ শ্রীবিষ্ণুম্ ॥২৮৫॥

অনন্তর রুচি এবং শক্তি থাকিলে স্মরণত্যাগ না করিয়া পদসেবাও করিতে হইবে। কেহ কেহ সেবাস্মরণ-সিদ্ধির জন্যও পদসেবা করিয়া থাকেন। এবিষয়ে বিষ্ণুরহস্যগ্রন্থে পরমেশ্বরের উক্তি এইরূপ –

"হে দেবর্ষি নারদ! ক্রিয়াযোগরত ব্যক্তিগণ যেরূপ আমার সম্যক্ পরিতুষ্টির কারণ হয়, ধ্যানরত যোগিগণ সেরূপ পরিতোষের কারণ হয় না। বস্তুতঃ ক্রিয়াক্রমানুসারে ধ্যানরত ব্যক্তির যোগও সিদ্ধ হয়।" এস্থলে 'যোগ' শব্দের অর্থ সমাধি। 'পাদসেবা' – এই পদে কেবলমাত্র ভক্তিহেতুই 'পদ' শব্দটির যোগ হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাদ্বারা সেবার সাদরত্ব বিহিত হইতেছে। কালদেশাদির অনুরূপ পরিচর্যাদিই সেবা শব্দের অর্থ। এসম্বন্ধে বলা হইয়াছে –

(৩৪৯) "যাঁহার পদসেবার অভিরুচি পদাঙ্গুষ্ঠবিনির্গতা গঙ্গার ন্যায় প্রত্যহ বৃদ্ধিলাভ করিয়া তপস্বিগণের বহুজন্মসঞ্চিত চিত্তমল সদ্যই বিনষ্ট করে।"

'তপস্বিগণের' অর্থাৎ সংসারতপ্ত জনগণের; 'মল' অর্থাৎ বিবিধ বাসনা; ইহা তাঁহার পাদপদ্মেরই মহিমা – এবিষয়টি গঙ্গার দৃষ্টান্তদ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। ইহা শ্রীবিষ্ণুর প্রতি পৃথুমহারাজের উক্তি ॥২৮৫॥

তথা (ভা: ১০।৫১।৫৫) –

(৩৫০) **"ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥"**

অকিঞ্চনা মোক্ষপর্যন্ত-কামনা-রহিতাস্তেষাং প্রার্থ্যেতি। তত্র হেতুঃ – **ত্বামারাধ্য কস্ত্বামপবর্গদং** সন্তং **বৃণীত,** অপবর্গদতয়াবির্ভবন্তং সমাশ্রয়েতেত্যর্থঃ। **বরমিত্যব্যয়মীষৎপ্রিয়ে; বরমাত্মনো বন্ধনং** এব **বৃণীত** ॥২৮৬॥

অনন্তরঞ্চাস্য (ভা: ১০।৫১।৫৬) –

"তস্মাদ্‌বিসৃজ্যাশিষঃ" ইত্যাদি-বাক্যে (৩৫১) **"নিরঞ্জনম্"** ইত্যাদি;

অত্র সেব্যপাদত্বেনৈব প্রাপ্তস্য তস্য পুরুষোত্তমোত্তমস্য সচ্চিদানন্দঘনত্বমেবাভিপ্রেতম্ ॥২৮৭॥ মুচুকুন্দঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥২৮৬, ২৮৭॥

(৩৫০) এইরূপ – "হে হরে! অপবর্গদাতারূপী আপনাকে আরাধনা করিয়া কোন্ বিবেকী ব্যক্তি আত্মবন্ধনরূপ বর কামনা করিবে?" 'অকিঞ্চন' অর্থাৎ মোক্ষপর্যন্ত কামনাশূন্য। অন্য বর প্রার্থনা না করার কারণ বলিতেছেন – আপনার আরাধনা করিয়া কে আপনাকে 'অপবর্গপ্রদরূপে' অর্থাৎ অপবর্গদাতারূপে আবির্ভূত যে-আপনি, তাদৃশ আপনাকে বরণ অর্থাৎ আশ্রয় করেন? 'বরং' এই অব্যয়পদ ঈষৎ প্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিজের বন্ধন বরং কাম্য কিন্তু ভক্তের মোক্ষ কাম্য নহে।

ইহার পরই বলিয়াছেন – "হে প্রভো! অতএব আমি রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণের সম্বন্ধযুক্ত কাম্যবিষয়সমূহ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া" ইত্যাদি বাক্যে –

(৩৫১) নিরঞ্জন, নির্গুণ, জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বয়, পরমপুরুষ আপনাকে আশ্রয় করিতেছি।

এস্থলে পদসেবার যোগ্যরূপে তাঁহার বর্ণন হওয়ায় সেই পুরুষোত্তমোত্তম যে সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ – ইহা অভিপ্রেত হইয়াছে ॥২৮৭॥ ইহা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীমুচুকুন্দের উক্তি ॥২৮৬, ২৮৭॥

অত্র পাদসেবায়াং শ্রীমূর্তিদর্শন-স্পর্শন-পরিক্রমণানুব্রজন-ভগবন্মন্দিরবাস-গঙ্গাপুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি-তদীয়তীর্থস্নান-গমনাবস্থান-নিবসনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যাস্তৎ পাদসেবন পরিকর-প্রায়ত্বাৎ। যাবজ্জীবং তন্মন্দিরাদি-নিবাসস্তু শরণাপত্তাবন্তর্ভবতি। গঙ্গাদীনাং পরমভাগবতত্ব-পক্ষে তু তৎ(গঙ্গা)-সেবাদিকং মহৎসেবাদাবেব পর্য্যবস্যতি; ততো মহৎস্বিব গঙ্গাদিষ্বপি ভক্তিনিদানত্বং ভবেৎ। অতএব (ভা: ১।২।১৬) –

**"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব-কথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥"**

ইত্যত্র **পুণ্যতীর্থ**-শব্দোক্তস্য গঙ্গাদেঃ পৃথক্(ভক্তি)কারণত্বং বা ব্যাখ্যেয়ম্; যথা তৃতীয়ে (ভা: ৩।২৮।২২) –

"যৎপাদনিঃসৃত-সরিৎপ্রবরোদকেন, তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ" ইতি; অত্র শিবত্বং নাম হ্যত্র পরমসুখপ্রাপ্তিরিতি টীকাকৃন্মতম্। তাদৃশসুখত্বঞ্চ ভক্তাবেব পর্য্যবসিতম্, – তত উর্দ্ধং সুখান্তরাভাবাৎ।

ব্রাহ্মে পুরুষোত্তমমুদ্দিশ্য –

"অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনম্। দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্বানেব চতুর্ভুজান্ ॥" ইতি;

স্কান্দে দ্বারকামুদ্দিশ্য —

"সংবৎসরং বা ষণ্মাসান্মাসং মাসার্দ্ধমেব বা। দ্বারকাবাসিনঃ সর্বে নরানার্য্যশ্চতুর্ভুজাঃ ॥" ইতি;

পাদ্মপাতালখণ্ডে মথুরামুদ্দিশ্য —

"অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী। দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥" ইতি;

আদিবারাহে তামুদ্দিশ্য — "জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম" ইতি।

এষু চ স্বোপাসনাস্থানমধিকং সেব্যম্। শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণভগবত্ত্বাত্তৎস্থানং তু সর্বেষামেব পূর্ণপরমপুরুষার্থদং ভবেৎ; অতএবাদিবারাহে —

"মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্। মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া ॥" ইতি।

এবং তুলসীসেবা চ তৎ(মহৎ)সেবায়ামন্তর্ভাব্যা, — পরমভগবৎপ্রিয়ত্বাত্তস্যাঃ; যথা অগস্ত্য-সংহিতায়াম্, গারুড়-সংহিতায়াঞ্চ —

"বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যনাথস্য রামস্য জনকাত্মজা। প্রিয়া তথৈব তুলসী সর্বলোকৈকপাবনী ॥" ইতি;

স্কান্দে —

"রতিং বধ্নাতি নান্যত্র তুলসীকাননং বিনা। দেবদেবো জগৎস্বামী কলিকালে বিশেষতঃ ॥
নিরীক্ষিতা নরৈর্যৈস্তু তুলসীবনবাটিকা। রোপিতা যৈস্তু বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্ ॥" ইতি;

তত্রৈব তুলসীস্তবে — "তুলসীনামমাত্রেণ প্রীণাত্যসুরদর্পহা" ইতি।

তদেবং পাদসেবা ব্যাখ্যাতা; প্রসঙ্গসঙ্গত্যাগঙ্গাদি-সেবা চ।

(৫) অথার্চনম্; তচ্চাগমোক্তাবাহনাদি-ক্রমকম্। তন্মার্গে শ্রদ্ধা চেদাশ্রিতমন্ত্রগুরুস্তং বিশেষতঃ পৃচ্ছেৎ; তথোদাহৃতম্, — (ভা: ১১।৩।৪৮) **"লব্ধানুগ্রহ আচার্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ"** ইত্যাদিনা। যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবদর্চনমার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি, — তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেক-তরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ, তথাপি শ্রীনারদাদি-বর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধ-বিশেষং দীক্ষা-বিধানেন শ্রীগুরুচরণ-সম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব, —

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥
অতো গুরুং প্রণম্যৈব সর্বস্বং বিনিবেদ্য চ। গৃহ্লীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্বং বিধানতঃ ॥" ইত্যাগমাৎ।

দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমতি মন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞানম্, তেন ভগবতাত্মসম্বন্ধবিশেষ-জ্ঞানঞ্চ; — যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডাদাবষ্টাক্ষরাদিকমধিকৃত্য বিবৃতমস্তি।

যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাস্ত্বর্চনমার্গ এব মুখ্যঃ; যথোক্তং শ্রীবসুদেবং প্রতি মুনিভিঃ, (ভা: ১০।৮৪।৩৭) —

"অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পূরুষঃ ॥" ইতি।

তদকৃত্বা হি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবল-স্মরণাদি-নিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্য-প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ; পরদ্বারা তৎ-সম্পাদনং তু ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যালসত্বস্য বা প্রতিপাদকম্; ততোঽশ্রদ্ধাময়ত্বাদ্ধীনমেব তৎ; ততশ্চ (ভা: ১।৩।৩৮) **"যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা"** ইত্যাদ্যুপদেশাদ্-ভ্রশ্যেৎ।

কিঞ্চ, গৃহস্থানাং পরিচর্য্যা-মার্গে দ্রব্য-সাধ্যতয়ার্চন-মার্গাদবিশেষেণ প্রাপ্তেঽপ্যর্চন-মার্গস্যৈব প্রাধান্যম্, অত্যন্তবিধিসাপেক্ষত্বাত্তেষাম্। তথা গার্হস্থ্যধর্মস্য দেবতাযাগস্য শাখা-পল্লবাদি-সেক-স্থানীয়স্য মূল-সেকরূপং তদর্চনমিত্যপি তদকরণে মহান্ দোষঃ। অতঃ স্কান্দে শ্রীপ্রহ্লাদ-বাক্যম্ —

"কেশবার্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে। তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্ ॥" ইতি।

দীক্ষিতানাং তু সর্বেষাং তদকরণে নরকপাতশ্চ শ্রূয়তে; যথা বিষ্ণুধর্মোত্তরে —

"এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্। অপূজ্য ভোজনং কুর্বন্নরকাণি ব্রজেন্নরঃ ॥" ইত্যাদি।

অশক্তমযোগ্যং প্রতি চাগ্নেয়ে —

"পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিম্। শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ ॥" ইতি।

যোগোঽত্র পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ।

ক্বচিদত্র মানসপূজা চ বিহিতাস্তি; তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে —

"সাধারণী হি সর্বেষাং মানসেজ্যা নৃণাং প্রিয়ে" ইতি।

কিঞ্চাস্মিন্নর্চন-মার্গেঽবশ্যং বিধিরপেক্ষণীয়স্ততঃ পূর্বং দীক্ষাগ্রহণমবশ্যমেব কর্তব্যমথ শাস্ত্রীয়-বিধানঞ্চ শিক্ষণীয়ম্। দীক্ষা-গ্রহণ-বিধির্যথাগমে —

"দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ॥
তথাত্রাদীক্ষিতানাং তু মন্ত্রদেবার্চনাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্ ॥" ইতি।

শাস্ত্রীয়-বিধানঞ্চ যথা বিষ্ণুরহস্যে —

"অবিজ্ঞায় বিধানোক্তাং হরিপূজাবিধিক্রিয়াম্। কুর্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ ॥" ইতি;

ভক্ত্যা পরমাদরেণৈব শতভাগং প্রাপ্নোত্যন্যথা তাবন্তমপি নেত্যর্থঃ।

তত্র বিধানে তু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ানুসার এব প্রমাণম্; যতো বিষ্ণুরহস্যে —

"অর্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্‌কায়কর্মভিঃ। তেষাং হি বচনং গ্রাহ্যং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ ॥" ইতি; কৌর্মে —

"সংপৃষ্ট্বা বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদান্। চীর্ণব্রতান্ সদাচারান্ তদুক্তং যত্নতশ্চরেৎ ॥" ইতি; বৈষ্ণবতন্ত্রে —

"যেষাং গুরৌ চ জপ্যে চ বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি। নাস্তি ভক্তিঃ সদা তেষাং বচনং পরিবর্জয়েৎ ॥" ইতি।

তথাহ, (ভা: ৯।৪।২১) —

"এবং সদা" ইত্যাদৌ (৩৫২) **"তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ"** ইতি; শ্রীমদম্বরীষ ইতি প্রকরণলব্ধম্ ॥ শ্রীশুকঃ ॥**২৮৮**॥

এস্থলে শ্রীমূর্তির দর্শন, স্পর্শ, পরিক্রমা ও অনুগমন এবং শ্রীভগবানের মন্দিরে বাস, গঙ্গা, পুরুষোত্তমক্ষেত্র, দ্বারকা ও মথুরা প্রভৃতি তদীয় তীর্থস্থানে স্নান, গমন, অবস্থান ও বাসপ্রভৃতি কৃত্যসমূহকে পাদসেবার অন্তর্ভূতরূপেই গণ্য করিতে হইবে। যেহেতু ঐসকল ক্রিয়া প্রায়শঃ পাদসেবার পরিকরস্বরূপ। শ্রীভগবানের মন্দিরাদিতে যাবজ্জীবন বাস শরণাগতিরই অন্তর্গত। গঙ্গাপ্রভৃতি এবং তন্মধ্যবর্তী প্রাণিসমূহ নিশ্চিতই পরমভাগবতস্বরূপ, অতএব পক্ষান্তরে তাঁহার(গঙ্গার) সেবা মহৎসেবায়ই পর্যবসিত হয়। অতএব গঙ্গাদিও মহদ্‌গণের ন্যায় ভগবদ্ভক্তির কারণ হন। অতএব বলিয়াছেন—

"হে বিপ্রগণ ! শ্রবণেচ্ছু শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির পুণ্যতীর্থের সেবাক্রমে মহদ্‌গণের সেবাহেতু ভগবান্ বাসুদেবের কথাসমূহে রুচির উদয় হয়।"

(এস্থলে পুণ্যতীর্থের সেবা করিলে অর্থাৎ তথায় গমন করিলে তীর্থাগত সাধুগণের সঙ্গলাভ হয় এবং পশ্চাৎ তাঁহাদের সেবাহেতু শ্রীভগবানের কথায় রুচি হয় বলিয়া সাধুসেবা তদ্‌বিষয়ে সাক্ষাদ্ভাবে কারণ এবং তীর্থসেবা পরম্পরায় কারণ হইতেছে)। অথবা এই শ্লোকেই পুণ্যতীর্থশব্দোক্ত গঙ্গাদিকে শ্রীভগবানের কথায় রুচিউৎপাদনে পৃথক্(স্বতন্ত্রভাবে) ভক্তির কারণরূপে জানিতে হইবে (অর্থাৎ গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থের সেবাহেতু তাদৃশ কথারুচির উদয় হয়। অথবা মহদ্‌গণের সেবাহেতুও উহা হইয়া থাকে— এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে)। তৃতীয়স্কন্ধে এরূপই উক্ত হইয়াছে—

"যাঁহার পাদপদ্মনিঃসৃতা সরিৎপ্রবরা গঙ্গার পুণ্য সলিল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব শিব হইয়াছিলেন।" এস্থলে শিবত্ব অর্থে পরমসুখপ্রাপ্তি— ইহা টীকাকারগণ বলিয়াছেন। আর, ভক্তিসুখই সেই পরমসুখ; যেহেতু ইহার উপরে আর কোন সুখ নাই।

ব্রহ্মপুরাণে পুরুষোত্তমসম্বন্ধে বলিয়াছেন— "অহো ! পুরুষোত্তমক্ষেত্রের চতুর্দিকে দশযোজনপরিমিত স্থানের এরূপ অদ্ভুত মহিমা যে, স্বর্গবাসিগণ এই ক্ষেত্রস্থিত সকলকেই চতুর্ভুজরূপে দর্শন করেন।"

স্কন্দপুরাণে এরূপ উক্ত হইয়াছে— "যাঁহারা এক বৎসর, ছয়মাস, একমাস বা একপক্ষ দ্বারকায় বাস করেন, সেই নর বা নারীগণের সকলেই চতুর্ভুজরূপে গণ্য হন।"

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে বলা হইয়াছে— "অহো ! এই মধুপুরী ধন্যা এবং বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। এই ক্ষেত্রে একদিন বাস করিলেই শ্রীহরির প্রতি ভক্তির উদয় হয়।" আদিবারাহে মধুপুরীসম্বন্ধে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন— "জন্মভূমি মথুরা আমার প্রিয় ক্ষেত্র"। ইহাদের মধ্যে নিজ উপাসনাক্ষেত্র সমধিকভাবে সেবার যোগ্য। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবত্তাবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহার ক্ষেত্র সকলের পক্ষেই পরিপূর্ণ পুরুষার্থপ্রদ হয়। অতএব আদিবারাহে বলিয়াছেন— "যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানের প্রতি অনুরাগ পোষণ করে, সেই মূঢ় জন আমার মায়ায় মোহিত হইয়া এই সংসারেই ভ্রমণরত হয়।"

এইরূপ— শ্রীতুলসী শ্রীভগবানের পরমপ্রিয়া বলিয়া তুলসীসেবা মহৎসেবার অন্তর্ভূতরূপেই গণ্য হয়। অগস্ত্যসংহিতা এবং গারুড়সংহিতায় এরূপ উক্ত হইয়াছে— "শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে জনকনন্দিনী যেরূপ প্রিয়া, সেইরূপ সকল লোকের একমাত্র পবিত্রতাকারিণী শ্রীতুলসীও ত্রিলোকপতি শ্রীবিষ্ণুর পরমপ্রিয়া।"

স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন— "জগৎপতি দেবদেব শ্রীহরি স্বভাবতই বিশেষতঃ কলিকালে তুলসীবনভিন্ন অন্যত্র অনুরক্ত হন না। যেসকল মানব তুলসী বন দর্শন, কিংবা যথাবিধি তুলসী রোপণ করেন,তাঁহারা পরমপদ লাভ করেন।" অতএব স্কন্দপুরাণে তুলসীস্তবে বলিয়াছেন— "অসুরদর্পবিনাশক ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু তুলসীর নামমাত্রেই সন্তুষ্ট হন।"

এইরূপে পাদসেবা ও প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে গঙ্গাদির সেবাও উক্ত হইল।

(৫) অনন্তর অর্চনের উল্লেখ হইতেছে। অর্চন আগমশাস্ত্রোক্ত আবাহনাদিক্রমবিশিষ্ট ক্রিয়াবিশেষ। অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা থাকিলে মন্ত্রগুরুর আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট অর্চনসম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসা করিবে। "আচার্যের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া তৎপ্রদর্শিত অর্চনপ্রণালী অনুসারে নিজ অভিমত মূর্তি অবলম্বনপূর্বক ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিবে" ইত্যাদিক্রমে অর্চনের প্রণালী উদাহৃত হইয়াছে। যদিও শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, — যেহেতু অর্চন ব্যতীতও শরণাগতি প্রভৃতির যেকোন একটি অবলম্বন করিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে পারে — তথাপি যাঁহারা শ্রীনারদপ্রভৃতির অনুসৃত মার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহারা দীক্ষাবিধানদ্বারা শ্রীগুরুকর্তৃক শ্রীভগবানের সহিত নিজ সম্বন্ধসম্পাদনে ইচ্ছুক হইয়া দীক্ষানুষ্ঠানের পর অর্চন অবশ্যই করিবেন। যেহেতু আগমশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে — "দিব্য জ্ঞান প্রদান এবং পাপক্ষয় করে বলিয়াই মন্ত্রগ্রহণ ক্রিয়াকে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ 'দীক্ষা' বলিয়াছেন। অতএব গুরুকে প্রণাম করিয়াই তাঁহাকে সর্বস্ব নিবেদন করিবে এবং বিধানানুসারে দীক্ষাপূর্বক বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিবে।" এস্থলে দিব্যজ্ঞান বলিতে শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞান এবং শ্রীভগবানের সহিত নিজসম্বন্ধজ্ঞান বুঝিতে হইবে। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডাদিতে অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রবর্ণনপ্রসঙ্গে পূর্বোক্ত বিষয়টির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যাহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ তাহাদের পক্ষে অর্চনমার্গই মুখ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়। শ্রীবসুদেবের প্রতি মুনিগণ এরূপই বলিয়াছেন — "ন্যায়োপার্জিতবিত্তদ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের যে-অর্চন করা হয়, ইহাই গৃহস্থ দ্বিজাতিগণের সম্বন্ধে মঙ্গলকর মার্গ।"

সুতরাং অর্চন না করিয়া নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির ন্যায় কেবলমাত্র স্মরণাদিতে নিরত থাকিলে বিত্তশাঠ্যদোষ হয়। স্বয়ং নিজ দেবতার অর্চন না করিয়া অপরের দ্বারা তাহা সম্পাদন করাইলে বৈষয়িক ব্যবহারের প্রতিই নিষ্ঠা কিংবা আলস্যই প্রকাশ পায়। অতএব অশ্রদ্ধাময় বলিয়া তাদৃশ অর্চন নিকৃষ্টই হয়। আর, তাহাতে — "যিনি অকুটিলভাবে নিরন্তর আনুকূল্যসহকারে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ভজন করেন, তিনিই মহাপ্রভাবশালী পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরির চরিততত্ত্ব অবগত হন" ইত্যাদি উপদেশ হইতে বিচ্যুতি ঘটে। বিশেষতঃ গৃহস্থগণের পরিচর্যামার্গ বিবিধ দ্রব্যসাধ্য বলিয়া অর্চনমার্গের তুল্যরূপে প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের সম্বন্ধে অর্চনমার্গেরই প্রাধান্য রহিয়াছে; কারণ — গৃহস্থগণকে সর্ববিষয়েই বিধির অত্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। আর শাখাপল্লবাদিতে জলসেচনসদৃশ গৃহস্থোচিত নানাদেবতার যাগ অপেক্ষা শ্রীভগবানের অর্চন বৃক্ষের মূলসেচনস্বরূপ বলিয়াই তাহাদের পক্ষে অর্চন না করিলে মহাদোষই ঘটিয়া থাকে। অতএব স্কন্দপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি —

"হে রাজন্! যাহার গৃহে শ্রীকেশবের অর্চা বিরাজ করেন না, তাহার অন্ন ভোজন করা কর্তব্য নহে; কারণ — উহা অভক্ষ্য দ্রব্যের তুল্য বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে।"

সকল দীক্ষিতগণের পক্ষেই অর্চন না করিলে নরকগতি শ্রুত হয়। যথা — বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থে — "প্রতিদিন এককালে, কালদ্বয়ে বা কালত্রয়ে শ্রীহরির পূজা করিবে। যে ব্যক্তি তাঁহার পূজা না করিয়া ভোজন করে, সে নরকে গমন করে।"

অর্চনে অশক্ত বা অযোগ্য ব্যক্তির সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে —

"যিনি পূজিত অবস্থায় অথবা পূজাকালে ভক্তিসহকারে শ্রীহরিকে দর্শন করেন, কিংবা শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁহার পূজার অনুমোদন করেন, তিনিও যোগফল প্রাপ্ত হন।"

এস্থলে 'যোগ' শব্দের অর্থ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াযোগ। অর্চনবিষয়ে কোন কোন স্থলে মানসপূজারও বিধান রহিয়াছে। এবিষয়ে পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বলিয়াছেন — "হে প্রিয়ে! মানসপূজা সকল মনুষ্যের পক্ষেই সাধারণরূপে বিহিত হইয়াছে।"

এইরূপ — এই অর্চনমার্গে অবশ্যই বিধির অপেক্ষা রহিয়াছে। অতএব পূর্বে দীক্ষাগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। অনন্তর শাস্ত্রীয় অর্চনবিধান শিক্ষণীয়। আগমশাস্ত্রে দীক্ষাসম্বন্ধে এরূপ উক্তি রহিয়াছে — "উপনয়নসংস্কারহীন

দ্বিজাতির বেদাধ্যয়নাদি স্বীয় কর্তব্য কর্মে যেরূপ অধিকার জন্মে না, পরন্তু উপনয়নের পর অধিকার সিদ্ধ হয়, সেইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিগণেরও মন্ত্র এবং দেবতার অর্চনাদিতে অধিকার হয় না, অতএব নিজকে মন্ত্রদীক্ষিত করিবে।"

এবিষয়ে শাস্ত্রবিধান আছে। বিষ্ণুরহস্য গ্রন্থে বলা হইয়াছে — "বিধানোক্ত শ্রীহরির পূজাবিধি কৃত্য অর্থাৎ পূজাকালীন কর্তব্যসমূহ না জানিয়া কেবলমাত্র ভক্তিসহকারে পূজা করিলে বিধানসম্মত পূজার শতভাগের একভাগ ফল লাভ হয়।"

"ভক্তিসহকারে" — অর্থাৎ পরম আদরের সহিত করিলেই শতভাগের একভাগ ফল লাভ হয়, অন্যথা তাহাও হয় না — ইহাই ভাবার্থ। বৈষ্ণবসম্প্রদায় যেরূপ নিয়মের অনুসরণ করেন, অর্চনকৃত্যের বিধিসময়ে তাহাই প্রমাণ (অর্থাৎ তাঁহাদের চিরাচরিত অনুষ্ঠান দর্শনেই পূজার বিধি জানিতে হইবে)।

এবিষয়ে বিষ্ণুরহস্য গ্রন্থের উক্তি এইরূপ — "যাঁহারা কায়িক, বাচিক ও মানস ক্রিয়াসমূহদ্বারা সর্বদা বিষ্ণুর অর্চনা করেন, তাঁহাদের উপদেশবাক্যই গ্রহণযোগ্য; যেহেতু তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুতুল্য।"

কূর্মপুরাণে বলিয়াছেন — "বৈষ্ণবশাস্ত্রনিপুণ, ব্রতানুষ্ঠানকারী, সদাচারী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের বাক্যানুসারে যত্নপূর্বক পূজাদিকর্মের আচরণ করিবে।" বৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে — "গুরু, জপ্য মন্ত্র এবং পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, সর্বদা তাহাদের উপদেশ পরিত্যাগ করিবে।" এবিষয়ে অন্যত্র বলিয়াছেন —

(৩৫২) "(তিনি) সর্বত্র আত্মা বিরাজমান রহিয়াছেন এইরূপ ভাবনাসহকারে অনুষ্ঠিত নিজ কর্মসমূহ অধিযজ্ঞরূপী ভগবান্ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিয়া বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণগণের শিক্ষানুসারে পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন।" 'তিনি' যে অম্বরীষ ইহা প্রকরণানুসারে জানা যায়। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥২৮৮॥

ননু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাস্তত্র (ক) বিশেষেণ নমঃ-শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ, (খ) শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিত-শক্তিবিশেষাঃ, (গ) শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষ-প্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থ-ফলপর্য্যন্ত-দানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিক-সামর্থ্যেঽলব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা ? উচ্যতে, — যদ্যপি দীক্ষাদ্যপেক্ষা স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদি-সম্বন্ধেন কদর্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতি-ভিরত্রার্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি; ততস্তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তমুদ্ভাবয়তি। তত উভয়মপি (শ্রীভগবন্নামৈকাশ্রিতত্বেন তন্মাত্রভজনং, লব্ধশ্রীভগবন্মন্ত্রেণ তদর্চনমিত্যুভয়ং) নাসমঞ্জ-সমিতি তত্র (শ্রীভগবন্নামভজনে চার্চনে চ) তত্র তত্তদপেক্ষা (মিথঃ সাপেক্ষত্বং) নাস্তি; যথা শ্রীরামমন্ত্রমুদ্দিশ্য রামার্চনচন্দ্রিকায়াম্ —

"বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ। গাণপত্যাদি-মন্ত্রেভ্যঃ কোটিকোটিগুণাধিকাঃ ॥
বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদাঃ ॥" ইতি।

এবং সাধ্যত্বাদি-পরীক্ষানপেক্ষা চ ক্বচিৎ শ্রূয়তে; যথোক্তং মন্ত্রদেব-প্রকাশিকায়াম্, —

"সৌরমন্ত্রাশ্চ যেঽপি স্যুর্বৈষ্ণবা নারসিংহকাঃ। সাধ্য-সিদ্ধ-সুসিদ্ধারি-বিচার-পরিবর্জিতাঃ ॥" ইতি;

তন্ত্রান্তরে —

"নৃসিংহার্ক-বরাহাণাং প্রসাদপ্রবণস্য চ। বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥" ইতি;

সনৎকুমারসংহিতায়াম্ —

"সাধ্যঃ সিদ্ধঃ সুসিদ্ধশ্চ শত্রুশ্চৈব চ নারদ। গোপালেষু ন বোদ্ধব্যঃ স্বপ্রকাশো যতঃ স্মৃতঃ ॥" ইতি;

অন্যত্র —

"সর্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু, নারীষু নানাহ্বয়-জন্ম-ভেষু।
দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং, দ্রাগেব গোপালক-মন্ত্র এষঃ ॥" ইত্যাদি।

মর্য্যাদা যথা ব্রহ্মযামলে —

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥" ইতি।

ইত্থমেবাভিপ্রেতং শ্রীপৃথিব্যা চতুর্থে (ভা: ৪।১৮।৩-৫) —

**"অস্মিঁল্লোকেঽথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে ॥
তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্বদর্শিতান্।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা ॥
তাননাদৃত্য যোঽবিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥"** ইতি।

অতএবোক্তং পাদ্মে শ্রীনারায়ণ-নারদ-সংবাদে, —

"মদ্ভক্তো যো মদর্চাঞ্চ করোতি বিধিবদৃষে। তস্যান্তরায়াঃ স্বপ্নেঽপি ন ভবন্ত্যভয়ো হি সঃ ॥" ইতি।

তদেতদর্চনং দ্বিবিধম্; — (ক) কেবলম্, (খ) কর্মমিশ্রঞ্চ। তয়োঃ —

(ক) পূর্বং নিরপেক্ষাণাং শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাবতাং প্রপন্নানামিতি যাবৎ দর্শিতমাবির্হোত্রেণ — (ভা: ১১।৩।৪৭) **"য আশু হৃদয়গ্রন্থিম্"** ইত্যাদৌ। উক্তঞ্চ শ্রীনারদেন, (ভা: ৪।২৯।৪৭) —

**"যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥"** ইতি।

অত্র শ্রীমদগস্ত্যসংহিতাবচনঞ্চ —

"যথা বিধিনিষেধৌ চ মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ। তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্বকম্ ॥" ইতি।

(খ) উত্তরং ব্যবহারচেষ্টাতিশয়বত্তা-যাদৃচ্ছিক-ভক্ত্যনুষ্ঠানবত্তাদি-লক্ষণ-লক্ষিত-শ্রদ্ধানাং তথা তদ্-বৈপরীত্য-লক্ষিত-শ্রদ্ধানামপি প্রতিষ্ঠিতানাং ভক্তিবার্তানভিজ্ঞবুদ্ধিষু সাধারণ-বৈদিক-কর্মানুষ্ঠান-লোপোঽপি মা ভূদিতি লোকসংগ্রহপরাণাং গৃহস্থানাং দর্শিতম্; যথা (ভা: ১১।২৭।৬-১১) — (৩৫৩-৩৫৮) **"ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য"** ইত্যাদৌ।

**"সন্ধ্যোপাস্ত্যাদি-কর্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্সঙ্কল্পঃ কর্মপাবনীম্ ॥"** ইত্যন্তং ষট্কম্ ॥

স্পষ্টম্ ॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥২৮৯॥

আশঙ্কা — মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের নামাত্মকই হয়। (ক) উহা বিশেষভাবে 'নমঃ' প্রভৃতি শব্দদ্বারা অলঙ্কৃত, (খ) শ্রীভগবান্ ও ঋষিগণকর্তৃক তন্মধ্যে শক্তিবিশেষ অর্পিত হইয়া থাকে, (গ) তাদৃশ মন্ত্রসকল শ্রীভগবানের সহিত উপাসকের নিজের সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপাদন করে। তন্মধ্যে শ্রীভগবানের কেবল নামসমূহও দীক্ষাদি অপর

কোন বিষয়ের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়াই পরমপুরুষার্থরূপ ফলপর্যন্ত দান করিতে সমর্থ হয়। এঅবস্থায় মন্ত্রসমূহের মধ্যে নাম অপেক্ষাও অধিক সামর্থ্য বিদ্যমান না থাকায় দীক্ষাদির অপেক্ষা করিতে হয় কেন ? ইহার উত্তর — যদিও স্বরূপতঃ মন্ত্রদীক্ষাদির অপেক্ষা নাই, তথাপি দেহাদির সম্বন্ধবশতঃ স্বভাবতঃ প্রায়শঃ কদর্যশীল ও বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের ঐসকল দোষসঙ্কোচের জন্য ঋষিগণ এই অর্চনমার্গে কোন কোন স্থলে কিছু কিছু মর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। অতএব সেইসকল মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্র উহার প্রায়শ্চিত্ত নির্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব নাম ও মন্ত্র (কেবল শ্রীভগবন্নামাশ্রিত হইয়া ভজন এবং শ্রীভগবানের মন্ত্রলাভ করিয়া অর্চন) এই উভয়ের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই বলিয়া স্বরূপতঃ মন্ত্রদীক্ষাদিরও অপেক্ষা নাই। যথা — শ্রীরামমন্ত্রসম্বন্ধে রামার্চনচন্দ্রিকায় বলা হইয়াছে —

"বিষ্ণুমন্ত্রসমূহের মধ্যেও শ্রীরামমন্ত্রসমূহের ফল অধিক; বিশেষতঃ গণেশাদির মন্ত্র অপেক্ষা ইহার ফল কোটি কোটি গুণেই অধিক হয়। হে বিপ্রবর ! এই শ্রীরামমন্ত্রসমূহ দীক্ষা, পুরশ্চরণ ও ন্যাসবিধি ব্যতীত কেবলমাত্র জপহেতুই সিদ্ধি দান করে।"

এইরূপে সাধ্যত্বাদির পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা না করার কথা ক্বচিৎ শোনাযায়। মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে — যেসব মন্ত্র সৌর, বৈষ্ণব বা নারসিংহ সেস্থানে সাধ্য, সিদ্ধ ও সুসিদ্ধাদি বিচার নাই।

অন্য তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে — "নৃসিংহ, সূর্য ও বরাহের অনুগ্রহপ্রবণ বৈদিকমন্ত্রের সিদ্ধ প্রভৃতির বিচার করিবে না।" সনৎকুমারসংহিতায় উক্ত হইয়াছে — "হে শ্রীনারদ ! শ্রীগোপালমন্ত্রসমূহ স্বপ্রকাশ বলিয়া উহাদের মধ্যে সাধ্য, সিদ্ধ, সুসিদ্ধ ও অরি ইত্যাদির বিচার করিবে না।" অন্যত্র বলিয়াছেন — "এই শ্রীগোপালমন্ত্র সকল বর্ণ, সকল আশ্রমের পুরুষ, নারী এবং নানাবিধ নাম ও জন্মনক্ষত্রযুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেই সত্বর অভীষ্ট ফলসমূহ দান করিয়া থাকে।"

সকল বর্ণ তথা আশ্রমে এবং নানা নাম ও জন্মনক্ষত্রযুক্ত নারীগণের মধ্যে এই গোপালমন্ত্র অতি সত্বর অভিবাঞ্ছিত ফলসমূহ দান করে।

ব্রহ্মযামল গ্রন্থে মর্যাদা সম্বন্ধে এরূপ উক্ত হইয়াছে —

"শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি এবং পঞ্চরাত্রশাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী শ্রীহরিভক্তি কেবলমাত্র উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে।"

চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধরিত্রীদেবী এরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন —

"তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহলোকে বা পরলোকে মানবগণের শ্রেয়ঃসিদ্ধির জন্য শাস্ত্র হইতে নানাবিধ উপায়ের প্রয়োগ করিয়াছেন, পরবর্তী যে কোন অবর ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূর্ব মহাজনগণের প্রদর্শিত উপায়সমূহের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে সত্বরই লভ্য ফলসমূহ প্রাপ্ত হয়। যে মূঢ় ব্যক্তি ঐসকল উপায়ের অনাদর করিয়া স্বয়ং ফললাভের জন্য চেষ্টা করে, তাহার ঐসকল উদ্যোগ বারংবার আরব্ধ হইলেও ব্যর্থই হয়।"

অতএব পদ্মপুরাণে শ্রীনারায়ণ-নারদসংবাদে বলিয়াছেন —

"হে শ্রীনারদ ! আমার যে-ভক্ত বিধি অনুসারে আমার অর্চন করেন, স্বপ্নেও তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হয় না; যেহেতু তিনি অভয়।"

এই অর্চন দ্বিবিধ — (ক) কেবল ও (খ) কর্মমিশ্র। তন্মধ্যে (ক) কেবল অর্চন নিরপেক্ষ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবান্ ও প্রপন্ন ভক্তগণের সম্বন্ধে — "যিনি সত্বর জীবাত্মার অহঙ্কারবন্ধন উচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক, তিনি তন্ত্রোক্ত ও বেদোক্ত বিধি অনুসারে শ্রীহরির অর্চন করিবেন" এইরূপ বাক্যে শ্রীআবির্হোত্রকর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীনারদও বলিয়াছেন — "চিত্তমধ্যে নিরন্তর ভাবনা করিলে শ্রীভগবান্ যাহার সম্বন্ধে যেসময়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তখনই সেই ব্যক্তি লৌকিক ও বৈদিক কর্মকাণ্ডোক্ত কর্তব্যবিষয়ে আসক্তা বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন।"

শ্রীঅগস্ত্যসংহিতায় উক্ত হইয়াছে— "শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধ যেরূপ মুক্ত পুরুষকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ যিনি বিধানানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করেন, তাঁহাকেও বিধি ও নিষেধসমূহ স্পর্শ করিতে পারে না।"

(খ) ব্যাবহারিক চেষ্টার আতিশয্য এবং যাদৃচ্ছিক ভক্তির অনুষ্ঠানাদিদ্বারা যাহাদের শ্রদ্ধা লক্ষিত হয় কিংবা পূর্বোক্তভাবের বিপরীত লক্ষণদ্বারাও যাহাদের শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয় এবং এইরূপ যাহারা ভগবদ্ভক্তিতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাধারণ বৈদিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান বিলুপ্ত না হউক এই বুদ্ধিতে লোকশিক্ষায় তৎপর, তাদৃশ প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থগণের সম্বন্ধেই কর্মমিশ্র অর্চন প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৩৫৩-৩৫৮) এবিষয়ে— "হে উদ্ধব! কর্মকাণ্ড অর্থাৎ পূজাবিধির গ্রন্থের অন্ত নাই, উহার অনুষ্ঠানেরও শেষ নাই" ইত্যাদিক্রমে বলিয়াছেন— "সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি যেসকল কর্ম বেদশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, একমাত্র পরমেশ্বরবিষয়েই সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া ঐসকল কর্মের সহিতই কর্মশুদ্ধিকারিণী মদীয় পূজার অনুষ্ঠান করিবে।" ইত্যাদি। অর্থ স্পষ্ট। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ।।২৮৯।।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চৈবমেব শ্রীনারায়ণবাক্যং শ্রাদ্ধকথনারম্ভে —

"নাচরেদ্‌যস্তু সিদ্ধোঽপি লৌকিকং ধর্মমগ্রতঃ। উপপ্লবাচ্চ ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি নারদ ॥

বিবেকজ্ঞৈরতঃ সর্বৈর্লোকাচারো যথা স্থিতঃ। আদেহপাতাদ্‌যত্নেন রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥" ইতি।

এতেষাঞ্চ দ্বিবিধা কর্ম-ব্যবস্থা, — (১) শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদাবন্তর্যামি-শ্রীভগবদ্দৃষ্ট্যৈব সর্বারাধনং বিহিতম্; (২) বিষ্ণুযামলাদৌ তু —

"বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণ-ক্রিয়া। বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্ ॥"
ইত্যাদি-প্রকারেণ বিহিতমিতি।

যে তু তত্র শ্রীভগবৎপীঠাবরণ-পূজায়াং গণেশ-দুর্গাদ্যা বর্তন্তে, তে হি শেষ-বিষ্বক্‌সেনাদিবৎ ভগবতো নিত্য-বৈকুণ্ঠসেবকাঃ। ততশ্চ তে গণেশ-দুর্গাদ্যাঃ — যেঽপরে মায়াশক্ত্যাত্মকা গণেশ-দুর্গাদ্যাস্তে তু ন ভবন্তি, — (ভা: ২।৯।১০) **"ন যত্র মায়া কিমুতাপরে"** ইতি দ্বিতীয়োক্তেঃ; ততো ভগবৎস্বরূপভূত-শক্ত্যাত্মকা এব তে; যত এব চ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভূতে শ্রীমদষ্টদশাক্ষরাদি-মন্ত্রগণেঽপি দুর্গা-নাম্নো ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক-স্বরূপভূতশক্তি-বৃত্তিবিশেষস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রুতি-তন্ত্রাদিষ্বপি দৃশ্যতে; যথা নারদ-পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে —

"ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্। জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ।
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা ॥ ইতি
সৈবাবরিকা-শক্তির্মহামায়েতি কথ্যতে। যয়া মুগ্ধং জগৎসর্বং সর্বদেহাভিমানিনঃ ॥" ইতি।

অতএব শ্রীভগবদভেদেনোক্তং গৌতমীয়কল্পে, — "যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্‌যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ" ইতি; "ত্বমেব পরমেশানি হ্যস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা" ইত্যাদিকং তু বিরাট্‌পুরুষ-মহাপুরুষয়োরিব কেষাঞ্চিদভেদোপাসনা-বিবক্ষয়ৈবোক্তম্। সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিঁল্লোকে মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা সতী চিচ্ছক্ত্যাত্মক-দুর্গায়া দাসীয়তে, ন তু ভগবৎসেবায়াঃ সৈবাধিষ্ঠাত্রী। মায়াতীত-বৈকুণ্ঠাবরণ-কথনে যথোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে, —

"সত্যাচ্যুতানন্ত-দুর্গা-বিষ্বক্‌সেন-গজাননাঃ" ইত্যুক্ত্বা,

"নিত্যাঃ সর্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ। তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্ননিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ ॥
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত ইতি বৈ শ্রুতিঃ ॥" ইতি।

কিঞ্চ, ভগবদংশরূপা এব তে; যথোক্তং ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর-ষডঙ্গাদি-দেবতা-ভেদ-কথনারম্ভে, –

"সর্বত্র দেবদেবোঽসৌ গোপবেশধরো হরিঃ। কেবলং রূপভেদেন নামভেদঃ প্রকীর্তিতঃ ॥" ইতি।

ততো নামমাত্র-সাধারণ্যেনানন্যভক্তৈর্ন ভেতব্যম্; কিন্তু ভাগবত-নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকত্বাদ্বিষ্বক্-সেনাদিবৎ সৎকার্য্যা এব তে (ভা: ১০।৮৪।১৩) – "**যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে**" ইত্যাদৌ, – "অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়েত্তু যঃ" ইত্যাদিপাদ্মোত্তরখণ্ড-বচনেন, তদসৎকারে দোষ-শ্রবণাৎ। অতস্তানেবোদ্দিশ্যাহ, – (ভা: ১১।২৭।২৯) –

(৩৫৯) "**দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্।**
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥"

পাদ্মোত্তরখণ্ড এব চ –

"তস্মাদবৈদিকানাঞ্চ দেবানামর্চনং ত্যজেৎ। স্বতন্ত্রপূজনং যচ্চ বৈদিকানামপি ত্যজেৎ ॥
অর্চ্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্। তদাবরণ-সংস্থানং দেবস্য পরিতোঽর্চয়েৎ ॥
হরের্ভুক্তাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিক্ষিপেৎ। হোমঞ্চৈব প্রকুর্বীত তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ ॥"

ইত্যাদি ॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥২৯০॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রাদ্ধকথনারম্ভে শ্রীনারায়ণের বাক্যও এইরূপ –

"হে শ্রীনারদ! যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তিনিও যদি অগ্রে লৌকিক ধর্মের আচরণ না করেন, তাহা হইলে লোকের শিক্ষার অভাবে সেই উৎপাতহেতু ধর্মের গ্লানিই উপস্থিত হয়। অতএব বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সকলেই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যথাস্থিত লোকাচার যত্নসহকারে রক্ষা করিবেন।"

এই কর্মমিশ্র অর্চনকারিগণের অর্চন ব্যবস্থা দুইপ্রকার। তন্মধ্যে (১) শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদিগ্রন্থে সর্বত্র অন্তর্যামী শ্রীভগবানের দৃষ্টি রাখিয়াই সকলের আরাধনা উক্ত হইয়াছে। (২) শ্রীবিষ্ণুযামলাদিগ্রন্থে এইরূপ বিধান রহিয়াছে – "বিষ্ণুর পাদোদকদ্বারাই পিতৃপুরুষগণের তর্পণকার্য এবং শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্যদ্বারাই অন্যদেবতার পূজা করিবে।"

শ্রীভগবানের অর্চনবিধিতে শ্রীভগবানের পীঠাবরণ পূজায় গণেশ ও দুর্গাপ্রভৃতি যাঁহাদের পূজার বিধান রহিয়াছে, তাঁহারা শেষ-বিষ্বক্সেনপ্রভৃতির ন্যায় শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠগত নিত্যসেবকই হন। অতএব সেই গণেশ-দুর্গাপ্রভৃতি, মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ-দুর্গাপ্রভৃতি নহেন, পরন্তু পৃথক্ই হন। কারণ – "যেখানে মায়া নাই, অতএব রাগলোভপ্রভৃতি মায়িক গুণসমূহের কথা আর কী বলিব ?" ইত্যাদি দ্বিতীয়স্কন্ধের বাক্যে শ্রীভগবানের ধামে মায়ার অস্তিত্ব নিষিদ্ধই হইয়াছে। অতএব পীঠাবরণ পূজায় কথিত গণেশ-দুর্গা-প্রভৃতি শ্রীভগবানের স্বরূপভূত শক্তিরূপই হন। আর এইহেতুই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রসমূহে শ্রীভগবানের ভক্ত্যাত্মক স্বরূপশক্তির যে-বৃত্তিবিশেষ অধিষ্ঠাতৃরূপে বিদ্যমান – তাঁহার 'দুর্গা' এই নাম শ্রুতি ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে লক্ষিত হয়। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে উক্ত হইয়াছে –

"ভক্তি অর্থ ভজনসম্পত্তি। প্রকৃতি নিজ প্রিয় পুরুষকে সর্বদা ভজন করিতেছেন। আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের সেই প্রকৃতিকে অতিদুঃখেই জানা যায় বলিয়া সাধুগণ সেই অখণ্ডরসপ্রিয়া প্রকৃতিকে 'দুর্গা' এইনামে কীর্তন করেন। ইঁহার আবরিকা শক্তি মহামায়ারূপে কথিত হন। যাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ ও সমস্ত দেহাভিমানী জীব মোহিত হয়।"

অতএব গৌতমীয়কল্পগ্রন্থে— "যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ" এইরূপে শ্রীভগবানের সহিত অভিন্নভাবেই তাঁহার উল্লেখ হইয়াছে। তবে—

"হে পরমেশানি ! তুমিই ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা"— মায়াশক্তিরূপা দুর্গার সম্বন্ধে যে এইরূপ উক্তি দেখা যায়, ইহা বিরাট্‌পুরুষ এবং মহাপুরুষের অভেদের ন্যায় কতিপয় পুরুষের অভেদোপাসনা বলিবার অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে (অর্থাৎ স্বরূপশক্তিভূতা দুর্গাই বস্তুতঃ তদধিষ্ঠাত্রী হইলেও অভেদোপাসকগণের নিকটে তাঁহার সহিত মায়াশক্তিভূতা দুর্গার অভেদ জ্ঞাপনের জন্যই মায়াশক্তিভূতা দুর্গাকে অধিষ্ঠাত্রী বলা হইয়াছে।) বস্তুতঃ মায়াশক্তিভূতা দুর্গা তাঁহার অধীন এই প্রাকৃত জগতে মন্ত্ররক্ষারূপ সেবাকার্যে নিযুক্তা হইয়া চিচ্ছক্ত্যাত্মিকা শ্রীদুর্গার দাসীর ন্যায় আচরণ করিতেছেন, পরন্তু ভগবৎসেবায় সেবার অধিষ্ঠাত্রী নহেন। মায়াতীত বৈকুণ্ঠের আবরণবর্ণনপ্রসঙ্গে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে—

"সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্‌সেন, গজানন" ইত্যাদি। পরমধামে যে অন্য সমস্ত দেবতা আছেন, তাহারা সকলেই নিত্য। এই প্রাকৃত স্বর্গলোকে সেই দেবতাগণ অনিত্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন— সেই মহাত্মা উপাসকগণ দেবতাগণের অধিষ্ঠানক্ষেত্রস্বরূপ স্বর্গলোকে সমবেত হন।"

গণেশ-দুর্গাপ্রভৃতি এই আবরণদেবতাগণ শ্রীভগবানের অংশস্বরূপই হন। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর ষড়ঙ্গাদি দেবতাভেদ বর্ণনের আরম্ভে এরূপ বলিয়াছেন— "গোপবেশধারী দেবদেব শ্রীহরি সকলের মধ্যেই বিরাজমান রহিয়াছেন। কেবলমাত্র রূপভেদহেতুই তাঁহাদের বিভিন্ন নাম উক্ত হইয়াছে।"

অতএব মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ-দুর্গাপ্রভৃতির নামের সহিত আবরণদেবতা গণেশ-দুর্গাপ্রভৃতির নামের ঐক্যহেতু একনিষ্ঠ ভক্তগণের ভীত হওয়া সঙ্গত নহে; পরন্তু শ্রীভগবানের নিত্যবৈকুণ্ঠগত সেবক বলিয়া বিষ্বক্‌সেন প্রভৃতির ন্যায় তাঁহাদেরও সৎকার করা কর্তব্য। তাহা না করিলে— "ত্রিধাতুবিশিষ্ট শবতুল্য এই দেহে যাহার আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে যাহার আত্মীয়বুদ্ধি, পার্থিব প্রতিমাদিতে যাহার পূজ্যবুদ্ধি (ইত্যাদি বর্তমান, সে গোগর্দভ)" এই বাক্য এবং "শ্রীগোবিন্দের অর্চনা করিয়া যে ব্যক্তি তদীয় ভক্তপ্রভৃতির অর্চনা করে না, তাদৃশ ব্যক্তি ভাগবত নহে, পরন্তু দাম্ভিকমাত্র"— পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের এইবাক্যে দোষ শোনা যায়। অতএব তাঁহাদেরই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

(৩৫৯) "দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিষ্বক্‌সেন, গুরু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ— ইঁহাদিগকে নিজ নিজ স্থানে নিজ অভিমুখে প্রেক্ষণাদিদ্বারা পূজা করিবে।"

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে এরূপ উক্তিও রহিয়াছে— "অতএব অবৈদিক (বেদে অনুক্ত) দেবতাগণের পূজা এবং বৈদিক দেবতাগণেরও স্বতন্ত্র পূজা পরিত্যাজ্য। প্রথমতঃ জগতের বন্দনীয় দেবদেব নারায়ণ শ্রীহরির পূজা করিয়া তাঁহার চতুর্দিকে তদীয় আবরণসংস্থানকে পূজা করিবে। বৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রীহরির নৈবেদ্যাবশেষদ্বারাই তাঁহাদের উপহার এবং শ্রীহরির হোমাবশেষদ্বারাই তাঁহাদের হোমের ব্যবস্থা করিবেন।" ইত্যাদি। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥২৯০॥

ভূতাদিপূজা তু তৎপূজাঙ্গত্বে বিহিতাপি ন কর্তব্যা, — তদাবরণ-দেবতাত্বাভাবাৎ। নিষিদ্ধঞ্চ তত্রৈব —

"যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং মদ্য-মাংস-ভুজাং তথা। দিবৌকসানাং ভজনং সুরাপানসমং স্মৃতম্ ॥"

ইত্যতএবাবশ্য-পূজ্যানামন্যেষাং তৎস্বীকৃতৈরপি মদ্যাদিভিঃ পূজা নিষিদ্ধা; যথা — সঙ্কর্ষণাদীনাম্।

অথ পীঠপূজায়াং যেঽপ্যধর্মাদ্যা বর্তন্তে গুণত্রয়ঞ্চ, তানি তু পাদ্মোত্তরখণ্ডে স্পৃষ্টান্যপি ন সন্তি; তথা স্বায়ম্ভুবাগমেঽপি; তস্মান্নাদরণীয়ানি। কেচিত্তু নারদপঞ্চরাত্র-দৃষ্ট্যা তান্যন্যথৈব ব্যাচক্ষতে; যথোক্তং তত্রৈব, — "অধর্মাদ্যচতুষ্কন্তু হ্যশ্রেয়সি নিয়োজনম্" ইত্যধার্মিকাদিষু তত্তদন্তর্যামিশক্তিরধর্মাদ্যমিত্যর্থঃ।

তথা পীঠ-পূজায়াং ভগবদ্বামে শ্রীগুরুপাদুকা-পূজনমেবং সঙ্গচ্ছতে; যথা — য এব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ততে, স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ব-বাম-প্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্তত ইতি।

তথা যে চাত্র শ্রীরামাদ্যুপাসনায়াং মৈন্দ-দ্বিবিদাদয় আবরণ-দেবতাস্তে তু তদীয়-নিত্যধামগতা নিত্যাঃ শুদ্ধাশ্চ জ্ঞেয়াঃ; যথাক্রূরাঘমর্ষণে তেন শ্রীপ্রহ্লাদাদয়ো দৃষ্টাঃ; — য এব শ্রীপ্রহ্লাদঃ পৃথ্বীদোহনেঽপি বৎসোঽভূৎ, — তদানীং তজ্জন্মাভাবাৎ; — চাক্ষুষ-মন্বন্তর এব হিরণ্যকশিপোর্জাতত্বাৎ। অন্যে তু স্ব-স্ব-ধাম্নি নিত্যপ্রাকট্যস্যৈব শ্রীরামাদেঃ প্রপঞ্চ-প্রাকট্যাবসরং প্রাপ্য তৎসাহায্যার্থং নিত্যপার্ষদ-মৈন্দ-দ্বিবিদাদি-শক্ত্যাবেশিনো জীবাঃ সুগ্রীবাদিভাগবত-দ্বেষি-বালিপ্রভৃতিসম্বন্ধাদুত্তরকালে শ্রীলক্ষ্মণাদৌ বলগর্বিত-ত্বেনানাদরাৎ ভগবদ্দ্বেষি-নরকা-সুরাদি-দুঃসঙ্গাচ্চ দুষ্টভাবা অভবন্নিত্যবধেয়ম্, — প্রপঞ্চলোক-মিশ্রত্বেনৈব তৎ(দুষ্টভাব) প্রাকট্যসম্ভবাৎ।

অথ শ্রীকৃষ্ণ-গোকুলোপাসনায়ামপি যচ্ছ্রীরুক্মিণ্যাদীনামাবরণত্বম্, তত্তু তচ্ছক্তিবিশেষরূপাণাং তাসাং বিমলাদীনামিবান্তর্ধানগতত্বেনৈব, ন তু তল্লীলাগত-প্রাকট্যেনেতি জ্ঞেয়মতএব ধ্যানে তা নোক্তাঃ।

কেচিত্তু রুক্মিণ্যাদি-নামানি শ্রীরাধাদি-নামান্তরত্বেনৈব মন্যন্তে; যথা তে শঙ্খ-চক্র-গদা-মুদ্রাদি-ধারণং শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নত্বেনৈব স্বীকুর্বন্তি; যথা চ দ্বারান্তঃপার্শ্বয়োর্গঙ্গা-যমুনয়োঃ পূজ্যমানয়োর্গঙ্গা শ্রীগোবর্ধনে প্রসিদ্ধা মানস-গঙ্গেতি মন্যন্তে, যথা চ বিষ্বক্সেনাদয়ো ভদ্রসেনাদয় ইতি। শ্রীকৃষ্ণপীঠপূজায়াং শ্বেতদ্বীপ-ক্ষীরসমুদ্র-পূজা চ গোলোকাখ্যস্য তদ্ধাম্নোঽপি শ্বেতদ্বীপেতি-নামত্বাৎ, কামধেনুকোটি-নিঃসৃত-দুগ্ধপূর-বিশেষস্য চ তত্র স্থিতত্বাৎ; যথোক্তং শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৬৮) তদ্বর্ণনান্তে, —

"স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্, নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং, বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥" ইতি।

এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। তথা সোম-সূর্যাগ্নিমণ্ডলান্যপ্রাকৃতান্যতিশৈত্য-তাপ-গুণপরিত্যাগেনৈব বর্তন্তে। তত্র সর্বকল্যাণগুণবস্তূনামেবাভিধানায় প্রাকৃত-নিষেধাৎ; যথা নৃসিংহতাপন্যাম্ (পূঃ ৫।১০) — "তদ্বা এতৎ পরং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য, — যত্র ন দুঃখাদি, যত্র ন সূর্যো ভাতি, যত্র ন বায়ুর্বাতি, যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি, ন যত্র নক্ষত্রাণি ভান্তি, যত্র নাগ্নির্দহতি, যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি, যত্র ন দোষঃ" ইত্যাদি। তদেবং কর্মমিশ্রত্বাদি-নিরসন-প্রসঙ্গ-সঙ্গত্যা তৎপরিকরা ব্যাখ্যাতাঃ।

অথ তেষাং শুদ্ধভক্তানাং ভূতশুদ্ধ্যাদিকং যথামতি ব্যাখ্যায়তে — তত্র ভূতশুদ্ধির্নিজাভিলষিত-ভগবৎসেবৌপয়িক-তৎপার্ষদদেহ-ভাবনা-পর্যন্তৈব তৎসেবৈক-পুরুষার্থিভিঃ কার্যা, — নিজানুকূল্যাৎ। এবং যত্র যত্রাত্মনো নিজাভীষ্ট-দেবতারূপত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে, তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বে গ্রহণং ভাব্যম্; — অহংগ্রহোপাসনায়াঃ শুদ্ধভক্তৈর্দ্বিষ্টত্বাৎ। ঐক্যঞ্চ তত্র সাধারণ্যপ্রায়মেব; — তদীয়চিচ্ছক্তিবৃত্তি-বিশুদ্ধসত্ত্বাংশবিগ্রহত্বাৎ পার্ষদানাম্।

অথ কেশবাদিন্যাসাদীনাং যত্রাধমাঙ্গবিষয়ত্বম্, তত্র তত্তন্মূর্তীর্ধ্যাত্বা তত্তন্মন্ত্রাংশ্চ জপ্ত্বৈব তত্তদঙ্গ-স্পর্শমাত্রং কুর্য্যাৎ, ন তু তত্তন্মন্ত্রদেবতাস্তত্র তত্র ন্যস্তা ধ্যায়েৎ, — ভক্তানাং তদনৌচিত্যাৎ।

অথ মুখ্যং ধ্যানং শ্রীভগবদ্ধামগতমেব। হৃদয়কমলগতং তু যোগিমতম্ (অন্তর্যামিপুরুষার্চ্চনং), — "স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে" ইত্যাদ্যুক্তত্বাৎ। অতএব মানসপূজা চ তত্রৈবং চিন্তনীয়া। কামগায়ত্রীধ্যানঞ্চ যৎ

সূর্যমণ্ডলে শ্রূয়তে, তত্তত্রৈবং চিন্ত্যম্; – (ব্র: সং: ৫।৪৮) "গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ" ইত্যত্র এবকারাৎ (সূর্যমণ্ডলে) তত্র শ্রীবৃন্দাবননাথঃ সাক্ষান্ন তিষ্ঠতি, কিন্তু তেজোময়-প্রতিমাকারেণৈবেতি।

অথ বহিরুপচারৈরন্তঃপূজায়াং(মানস-পূজায়াং) বেণ্বাদিপূজা, তদঙ্গ-জ্যোতির্বিলীনাঙ্গস্য স্বস্যাঙ্গে নিবিষ্টস্য তস্য তন্মুখাদাবেব ভাব্যা, ন তু স্ব-মুখাদৌ; তথা বেণ্বাদি-তদ্ভূষণ-মুদ্রা-প্রদর্শনং স্বমুখাদৌ তথা বেণ্বাদি যৎ ক্রিয়তে, তচ্চ তস্মৈ তদীয়-তত্তৎপ্রিয়বস্তূনাং প্রদর্শনার্থমেব, ন তু স্বস্যৈবাঙ্গে তানি ভাব্যন্ত ইতি পূর্বহেতোরেব।

তথা মানসাদি-পূজায়াম্ – ভূতপূর্ব-তৎপরিকর-লীলাসংবলিতত্বমপি ন কল্পনাময়ম্, কিন্তু যথার্থমেব; যতস্তস্য প্রাকট্য-সময়ে যাশ্চ লীলাস্তৎপরিকরাশ্চ যে প্রাদুর্বভূবুস্তে তাদৃশাশ্চাপ্রকটমপি নিত্যং তদীয়ে ধাম্নি সংখ্যাতীতা এব বর্তন্তে; অসুরাস্তু ন তত্র (মানসপূজায়ামপ্রকটধাম্নি) চেতনাঃ, কিন্তু যন্ত্রময়-তৎপ্রতিমানিভা জ্ঞেয়াঃ – (ভা: ১০।১৪।৬১) **"এবং বিহারৈঃ"** ইত্যাদৌ **"নিলায়নৈঃ সেতু-বন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ"** ইতিবত্তত্তল্লীলানাং নানাপ্রকাশৈঃ কৌতুকেনানুক্রিয়মাণত্বাৎ। শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভাদৌ (৪৭শ অনু:) হি তথা সন্যায়ং প্রদর্শিতমস্তি।

অথ মানসপূজামাহাত্ম্যম্; যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণবাক্যম্ – "অয়ং যো মানসো যোগো জরা-ব্যাধিভয়াপহঃ" ইত্যাদৌ,

"যশ্চৈতৎ পরয়া ভক্ত্যা সকৃৎ কুর্য্যান্মহামতে। ক্রমোদিতেন বিধিনা তস্য তুষ্যাম্যহং মুনে ॥" ইতি।

এষা ক্বচিৎ স্বতন্ত্রাপি ভবতি, – মনোময্যা মূর্তেরষ্টমতয়া স্বাতন্ত্র্যেণ বিধানাৎ, (ভা: ১১।৩।৫০) **"অর্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ"** ইত্যাবির্হোত্রবচনেন বা-শব্দাচ্চ।

অথ পূজাস্থানানি বিচার্যন্তে – তানি চ বিবিধানি; তত্র শালগ্রামাদিকং তত্তদ্ভগবদাকারাধিষ্ঠানমিতি চিন্ত্যম্, – আকার-বৈলক্ষণ্যাৎ, – "শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ" ইত্যাদ্যুক্তেঃ। তত্র চ স্বেষ্টাকারস্যৈব ভগবতোঽধিষ্ঠানং সুষ্ঠু সিদ্ধিকরম্, – তস্মিন্নেবাযত্নতস্তদীয়প্রাকট্যাৎ, – (ভা: ১১।৩।৪৮) **"মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ"** ইত্যুক্তেঃ। শ্রীকৃষ্ণাদীনাং তু মথুরাদিক্ষেত্রং মহাধিষ্ঠানম্, – (ভা: ১০।১।২৮) **"মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ"** ইত্যাদ্যুক্তেস্তথা তত্তন্মন্ত্রধ্যেয়বৈভবত্বেন মথুরা-বৃন্দাবনাদীনাং শ্রীগোপালতাপন্যাদৌ প্রখ্যাতত্বাৎ। মথুরাদি-ক্ষেত্রাণ্যেবান্যত্রাধিষ্ঠানে ধ্যানেন প্রকাশ্য তেষু ভগবাংশ্চিন্ত্যতে।

অথ শ্রীমৎপ্রতিমায়াং তু তদাকারৈকরূপতয়ৈব চিন্তয়ন্তি, – আকারৈক্যাৎ, "শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিংবা প্রতিমায়াং হরের্ময়া" ইতি ভাবনান্তরে দোষশ্রবণাচ্চ।

এবমেব শ্রীভগবতা – (ভা: ১১।২৭।১৩) **"চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্"** ইত্যুক্তম্; অত্র **'প্রতিষ্ঠা'** – প্রতিমা **জীবস্য** – জীবয়িতুঃ পরমাত্মনো মম **মন্দিরং** – মদঙ্গপ্রত্যঙ্গৈরেকাকারতা-স্পদমিত্যর্থঃ; যদ্বা, প্রতিষ্ঠালক্ষণেন কর্মণা পূর্বোক্তা (ভা: ১১।২৭।১২) প্রতিমা – মম তদাস্পদং (মদঙ্গপ্রত্যঙ্গৈরেকা-কারতাস্পদং) ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্তিপ্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে – "বিষ্ণো সন্নিহিতো ভব' ইতি সান্নিধ্যকরণ-মন্ত্রবিশেষানন্তরং মন্ত্রান্তরম্ –

"যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ। তৎ সর্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্ ॥" ইতি। অথবা, **জীবমন্দিরম্** – সর্বজীবানাং পরমাশ্রয়ঃ সাক্ষাদ্ভগবানেব প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ।

পরমোপাসকাস্তু সাক্ষাৎপরমেশ্বরত্বেনৈব তাং (শ্রীমতীং মদর্চাং — ভা: ১১।২৭।২০শ শ্লো:) পশ্যন্তি; ভেদস্ফূর্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাত্তথৈব হ্যুচিতম্। ইত্থমেবোক্তং শ্রীভগবতা, (ভা: ১১।২৭।৩২) —

"বস্ত্রোপবীতাভরণ-পত্র-স্রগ্‌গন্ধলেপনৈঃ।
অলঙ্কুর্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্ ॥"

ইত্যত্র **মাং ইতি সপ্রেমে**তি চ। অতএব শ্রীবিষ্ণুধর্মে তামধিকৃত্য শ্রীমদম্বরীষং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্যম্ —

"তস্যাং চিত্তং সমাবেশ্য ত্যজ চান্যান্ ব্যপাশ্রয়ান্। পূজিতা সৈব তে ভক্ত্যা ধ্যাতা চৈবোপকারিণী ॥
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ভুঞ্জংস্তামেবাগ্রে চ পৃষ্ঠতঃ। উপর্যধস্তথা পার্শ্বে চিন্তয়ংস্তামথাত্মনঃ ॥" ইত্যাদি ॥

অতএব তৎপূজায়ামাবাহনাদিকমিত্থং ব্যাখ্যাতমাগমে —

"আবাহনঞ্চাদরেণ সম্মুখীকরণং প্রভোঃ। ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্ ॥
তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনম্। ক্রিয়াসমাপ্তিপর্য্যন্ত-স্থাপনং সংনিরোধনম্।
সকলীকরণং প্রোক্তং তৎসর্বাঙ্গপ্রকাশনম্ ॥" ইতি;

অত্র শূদ্রাদি-পূজিতার্চা-পূজা-নিষেধবচনমবৈষ্ণব-শূদ্রাদি-পরমেব, —

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে ॥" ইত্যুক্তেঃ।

অথ সপ্তমে (ভা: ৭।১৪।৩৪, ৭।১৫।২) — **"পাত্রম্"** ইত্যাদৌ শ্রীনারদোক্তাবধিষ্ঠানবিচারে শ্রীমদর্চাতোঽপি যঃ পুরুষমাত্রাতিশয়ব্রাহ্মণস্তত্রাপি জ্ঞানিনঃ, স চ কৈবল্যকামো ভক্ত্যাশ্রয়ঃ, — তস্মিন্ প্রকরণে (ভা: ৭।১৫।২) **"জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি"** ইত্যুপসংহারে জ্ঞানিন এব দানপাত্রত্বেন পরমোৎকর্ষোক্তেঃ। অন্যত্র তু **"ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী"** ইত্যাদৌ, — (ভা: ১০।৯।২১) **"নায়ং সুখাপো ভগবান্"** ইত্যাদৌ, (ভা: ৬।১৪।৫) **"মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্"** ইত্যাদৌ চ ভক্তস্যৈব ততোঽপ্যুৎকর্ষঃ, কিমুত তদুপাস্যায়াঃ শ্রীমদর্চায়াঃ। অতএব তামুদ্দিশ্যোক্তম্ (বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়-ধৃত-পুরাণবাক্যে) — "নানুব্রজতি যো মোহাৎ" ইত্যাদি। তথাপি **পাত্রম্** ইত্যাদীনামর্থোঽপি ক্রমেণ দর্শ্যতে। (ভা: ৭।১৪।৩৪, ৩৫) —

(৩৬০) **"পাত্রং ত্বত্র নিরুক্তং বৈ কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ।**
হরিরেবৈক উর্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্ ॥

(৩৬১) **দেবর্ষ্যর্হৎসু বৈ সৎসু তত্র ব্রহ্মাত্মজাদিষু।**
রাজন্ যদগ্রপূজায়াং মতঃ পাত্রতয়াচ্যুতঃ ॥"

অত্র রাজসূয়ে ॥**২৯১**॥

ভূতাদির পূজা শ্রীহরির পূজার অঙ্গরূপে বিহিত হইলেও উহারা তাঁহার আবরণদেবতা না হওয়ায় তাহাদের পূজা করা কর্তব্য নহে। পদ্মপুরাণেই তাহাদের পূজার নিষেধ দেখা যায় — "যক্ষ, পিশাচ এবং মদ্যমাংসভোজী দেবতাগণের ভজন সুরাপানতুল্য স্মৃত হইয়াছে।"

অতএব যাঁহারা অবশ্য পূজনীয়, তাঁহারা সাধারণতঃ মদ্যাদি গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের পূজায় মদ্যাদি নিষিদ্ধ। যেরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণপ্রভৃতির পূজা মদ্যাদিদ্বারা করণীয় নহে।

এইরূপ পীঠপূজায় অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য এরূপ যে-চারিটি তত্ত্ব এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয় উক্ত হইয়াছে, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে স্বায়ম্ভুবাগমে উহাদের প্রসঙ্গমাত্রও নাই। অতএব ইহাদের আদর করিতে হইবে না। কেহ কেহ নারদপঞ্চরাত্রানুসারে ইহাদের সম্বন্ধে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করেন। যথা নারদপঞ্চরাত্রেই উক্ত হইয়াছে— "যেহেতু অধর্মাদি চতুষ্টয় অশ্রেয়োবিষয়ে নিয়োজন"। অর্থাৎ অধার্মিক, অজ্ঞানী, অবৈরাগ্যযুক্ত এবং অনৈশ্বর্যযুক্ত ব্যক্তিগণের অন্তরে অধর্ম, অজ্ঞতা, বৈরাগ্যহীনতা এবং অপ্রভুত্ব— এই চতুর্বিধভাবের প্রেরণাদায়িনী অন্তর্যামিশক্তিই যথাক্রমে অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্যনামে উক্ত হন।

এইরূপ পীঠপূজায় শ্রীভগবানের বামভাগে শ্রীগুরুর পাদুকাপূজা এইরূপে সঙ্গত হয়— যে শ্রীভগবান্ ইহলোকে ব্যষ্টিভাবে ভক্তাবতাররূপে শ্রীগুরুমূর্তিধারী হইয়া বিরাজ করেন, তিনিই পীঠমধ্যে নিজ বামভাগে সমষ্টিরূপে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগুরুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এইরূপ শ্রীরামচন্দ্র-প্রভৃতির উপাসনায় মৈন্দ-দ্বিবিদপ্রভৃতি যে-সকল আবরণ দেবতা উক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও তদীয় নিত্যধামগত, নিত্য ও শুদ্ধ বলিয়া জ্ঞাতব্য। এইরূপ শ্রীঅক্রূরও অঘমর্ষণকালে নিত্যধামগত শ্রীপ্রহ্লাদ-প্রভৃতিকেই দর্শন করিয়াছিলেন। পৃথিবীদোহনকালে যে প্রহ্লাদ বৎসরূপ ধারণ করিয়াছিলেন সেই প্রহ্লাদ তখন জন্মগ্রহণ করেন নাই, পরন্তু পশ্চাৎ চাক্ষুষ মন্বন্তরেই হিরণ্যকশিপু হইতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এইরূপ পৃথিবীতে অন্য যে মৈন্দদ্বিবিদপ্রভৃতি প্রসিদ্ধ, তাহারা— নিজ নিজ ধামে নিত্যপ্রকট শ্রীরামচন্দ্রাদির প্রপঞ্চমধ্যে প্রাকট্যকালে তাঁহার সাহায্যের জন্য নিত্যপার্ষদ মৈন্দদ্বিবিদপ্রভৃতির শক্তিদ্বারা আবিষ্ট জীবস্বরূপই হয়। তাহারা তৎকালে সুগ্রীবপ্রমুখ ভাগবতগণের বিদ্বেষী বালিপ্রভৃতির সহিত সম্বন্ধহেতু পরবর্তিকালে বলগর্বিত হইয়া শ্রীলক্ষ্মণপ্রভৃতির প্রতি অনাদরযুক্ত হইয়াছিলেন এবং (দ্বাপরে) ভগবদ্‌বিদ্বেষী নরকাসুরাদির দুঃসঙ্গহেতু দুষ্টভাবাপন্ন হইলেন— ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। বস্তুতঃ প্রপঞ্চলোকের মিশ্রণেই (অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক জনগণের সহিত যে কোনরূপে সংসর্গ হইলেই) সেই (দুষ্টভাব) প্রাকট্য সম্ভবপর হয়।

এইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোকুলগত উপাসনাতেও শ্রীরুক্মিণীপ্রভৃতি যাঁহারা আবরণ দেবতারূপে পূজ্য হন, তাঁহারাও শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষরূপা বিমলাদির ন্যায় অন্তর্ধানগতা অর্থাৎ অপ্রকটস্বরূপাই হইয়া থাকেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীরুক্মিণীপ্রভৃতিরূপে প্রাকট্যহেতু নহেন। অতএব ধ্যানে তাঁহাদের উল্লেখ হয় নাই। কেহ কেহ শ্রীরুক্মিণীপ্রভৃতি নাম শ্রীরাধাপ্রভৃতিরই নামান্তর বলিয়া মনে করেন। যেরূপ— তাঁহারা শঙ্খ, চক্র, গদা ও মুদ্রিকাপ্রভৃতি ধারণ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নজ্ঞানেই স্বীকার করেন। এইরূপ, তদীয় গোলোকের দ্বারের উভয়পার্শ্বস্থিতা গঙ্গা-যমুনার পূজায় গোবর্ধনপ্রসিদ্ধা মানসগঙ্গাকেই গঙ্গা বলিয়া মনে করেন। এইরূপ বিষ্বক্‌সেনপ্রভৃতিকে ব্রজের ভদ্রসেন প্রভৃতিরূপেই জ্ঞান করেন। শ্রীকৃষ্ণের পীঠপূজায় শ্বেতদ্বীপ ও ক্ষীরসমুদ্রের যে পূজা হয়, তাহাও গোলোক নামক তদীয় ধাম শ্বেতদ্বীপনামে প্রসিদ্ধ বলিয়া এবং তথায় কামধেনুকোটি হইতে বিনির্গত দুগ্ধপ্রবাহবিশেষ বিরাজমান বলিয়াই জানিতে হইবে। ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীগোলোকবর্ণনের অন্তে এরূপ উক্তিও রহিয়াছে—

"যেস্থানে সুরভীগণ হইতে সুমহান্ ক্ষীরসমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে এবং যেস্থানে নিমেষার্ধ কালও অতীত হয় না (অর্থাৎ কাল যেখানে নিত্যবর্তমানরূপে বিরাজ করে), আমি সেই শ্বেতদ্বীপকে ভজন করি— যাহাকে গোলোক বলিয়া জানেন, এরূপ সাধুব্যক্তি ভূতলে অল্পই আছেন।" এইরূপ অন্যত্রও এবিষয়ে জানিতে হইবে।

এইরূপ উক্ত ধামে অপ্রাকৃত চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নিমণ্ডল— অতিশৈত্য ও অতিতাপরূপ গুণ পরিত্যাগ করিয়াই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেস্থানে সকল প্রকার কল্যাণগুণময় বস্তুসমূহের অস্তিত্ব জ্ঞাপনের জন্যই প্রাকৃত বস্তুর সত্তা নিষিদ্ধ হওয়ায় চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিমণ্ডলের তাদৃশ ভাব বোধগম্য হয়। শ্রীনৃসিংহতাপনীতে উক্ত হইয়াছে— "মন্ত্ররাজাধ্যাপকের এই সেই পরম ধাম— যেখানে দুঃখাদি নাই, যেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না, বায়ু প্রবাহিত হয় না, চন্দ্র আভা বিতরণ করে না, নক্ষত্ররাজি দীপ্তি বিস্তার করে না, অগ্নি দাহ করে না এবং যেখানে মৃত্যুর প্রবেশ

কিংবা দোষের অস্তিত্ব নাই” ইত্যাদি। এইরূপে কর্মমিশ্রত্ব প্রভৃতির নিরাসক্রমে প্রাসঙ্গিক সঙ্গতিক্রমে লব্ধ তদীয় পরিকরবর্গেরও ব্যাখ্যা করা হইল।

অনন্তর সেই শুদ্ধভক্তগণের ভগবৎপূজনাবসরে করণীয় ভূতশুদ্ধিপ্রভৃতির ব্যাখ্যা জ্ঞানানুসারে করা হইতেছে— যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবাকেই একমাত্র পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেন, তাঁহারা নিজ অভিলষিত ভগবৎসেবার উপযোগী ভগবৎপার্ষদদেহের ভাবনাপর্যন্তই ভূতশুদ্ধির অনুষ্ঠান করিবেন, কারণ— ইহাই তাঁহাদের ভজনের অনুকূল। এইরূপ যে যে স্থলে নিজকে অভীষ্টদেবতারূপে চিন্তা করার বিধান রহিয়াছে, সেই সেই স্থলেই অভীষ্টদেবতার পার্ষদবিগ্রহরূপে চিন্তা করিবে। কারণ— নিজকে ইষ্টদেবতারূপে চিন্তা করিলে উহা অহংগ্রহোপাসনাই হয়; পরন্তু তাহাতে শুদ্ধভক্তগণের বিদ্বেষ রহিয়াছে। শ্রীভগবানের সহিত নিজের ঐক্যভাবনার পরিবর্তে পার্ষদমূর্তির সহিত ঐক্যভাবনা করায় শ্রীভগবান্ ও পার্ষদমূর্তির যে ঐক্য অর্থাধীন উপলব্ধ হয়, তাহা প্রায়শঃ সাধারণ ঐক্য বলিয়াই জানিতে হইবে; যেহেতু পার্ষদগণও শ্রীভগবানের চিৎ-শক্তির বৃত্তিস্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের অংশময় বিগ্রহই ধারণ করেন বলিয়া এঅংশে শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের অভেদ রহিয়াছে।

যেস্থলে শরীরের অধম অঙ্গসমূহে কেশবাদির ন্যাসাদির বিধান রহিয়াছে, সেস্থলে কেশবাদির মূর্তির ধ্যান এবং তাঁহাদের মন্ত্র জপ করিয়াই কেবলমাত্র সেই সেই অঙ্গ স্পর্শমাত্র করিবে, পরন্তু সেই সেই মন্ত্র ও দেবতাকে সেই সেই অঙ্গে ন্যস্তরূপে ধ্যান করিবে না, কারণ— ভক্তগণের পক্ষে তাহা অনুচিত।

অনন্তর শ্রীভগবানের মুখ্য ধ্যান তাঁহার ধামগতই হয় (অর্থাৎ নিজ ধামে অধিষ্ঠিতরূপেই তিনি ধ্যানের বিষয় হন), যোগিগণের মতেই নিজ হৃদয়কমলে (অন্তর্যামিপুরুষের অর্চনরূপ) তাঁহার ধ্যানের বিধান রহিয়াছে। পরন্তু ধ্যানবাক্যে— “রমণীয় বৃন্দাবনে তাঁহার ধ্যান করিবে” এইরূপ উক্তিই রহিয়াছে। অতএব মানসপূজাও সেই বৃন্দাবনেই চিন্তনীয়। সূর্যমণ্ডলে যে-কামগায়ত্রী ধ্যানের কথা শোনা যায়, সেই ধ্যানও বৃন্দাবনেই করণীয়; কারণ— “নিখিল জীবের আত্মা সেই শ্রীগোবিন্দ গোলোকেই (‘গোলোকে এব’) বাস করেন, এই উক্তিতে ‘এব’ শব্দের প্রয়োগহেতু বৃন্দাবনেই সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান স্বীকৃত হইয়াছে। সূর্যমণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর সাক্ষাৎ অবস্থান করেন না, পরন্তু তেজোময় প্রতিমার আকারেই তথায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অনন্তর বাহ্য উপচারসমূহদ্বারা অন্তঃপূজার (প্রকটধামে মানসপূজার) অনুষ্ঠানকালে বেণুপ্রভৃতির যে-পূজা করা হয়, তাহা শ্রীভগবানের অঙ্গজ্যোতির মধ্যে বিলীনাঙ্গ সাধকের নিজ অঙ্গে স্থিত শ্রীভগবানের মুখাদিতেই চিন্তা করিবে, পরন্তু নিজ মুখাদিতে নহে। এইরূপ বেণুপ্রভৃতি তদীয় ভূষণসমূহের মুদ্রা (আকৃতি বা ভঙ্গী) প্রদর্শন ব্যাপারেও ঐসকলকে বস্তুতঃ শ্রীভগবানের অঙ্গগতরূপেই চিন্তা করিবে। তবে তৎকালে নিজ মুখাদিতে যে বেণুপ্রভৃতির স্থাপনভঙ্গী করা হয়, তাহা কেবলমাত্র শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার প্রিয় সেই সেই বস্তু দর্শন করাইবার উদ্দেশ্যেই জানিতে হইবে, পরন্তু পূর্বোক্ত কারণেই অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত নিজ অভেদচিন্তা দূষণীয় বলিয়াই— নিজ মুখাদি অঙ্গসমূহে বেণু প্রভৃতির চিন্তা করিবে না।

এইরূপ মানসপ্রভৃতি পূজায় শ্রীভগবানের ভূতপূর্ব পরিকরবর্গ এবং ভূতপূর্ব লীলাযোগও কাল্পনিক নহে, পরন্তু যথার্থই হয়। যেহেতু তাঁহার প্রাকট্যকালে যেসকল লীলা এবং যেসকল পরিকরবর্গের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাদৃশ সংখ্যাতীত লীলা ও পরিকরবর্গ অপ্রকটভাবে তদীয় ধামে চিরকাল বিদ্যমান রহিয়াছেন। পরন্তু শ্রীভগবানের সেই ধামে (মানসপূজায় অপ্রকটধামে) অসুরগণ চেতন নহে, কিন্তু যন্ত্রময় অসুর প্রতিমাতুল্যই হয়।

“শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ কৌমার দশার উচিত লুক্কায়ন, সেতুবন্ধন ও বানরের ন্যায় উল্লম্ফন প্রভৃতি নানারূপ ক্রীড়াদ্বারা ব্রজমধ্যে কৌমারদশা অতিবাহিত করিয়াছিলেন”— এই (শ্রীভা: ১০।১৪।৬১) শ্লোকোক্ত লীলাসমূহের ন্যায় ব্রজমধ্যে আবিষ্কৃত বিভিন্ন লীলাসমূহ শ্রীভগবানের গোলোকধামেও তাঁহার কৌতুকহেতুই নানারূপে প্রকাশিত অসুরাদি মূর্তিদ্বারা অনুকরণযোগ্য হয়। ভগবৎসন্দর্ভাদিতে (৪৭শ অনু:) ইহা যুক্তিসহ প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনন্তর মানসপূজার মাহাত্ম্য বলা হইতেছে। এবিষয়ে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে — "এই মানসযোগ জরাব্যাধি-ভয়নাশক" ইত্যাদি শ্রীনারায়ণ-বাক্যে এরূপ উক্ত হইয়াছে — "হে মহামতি মুনিবর! যিনি পরম ভক্তিসহকারে ক্রমোক্ত বিধানানুসারে একবারমাত্র ইহার অনুষ্ঠান করেন, আমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হই।"

এই মানসপূজা কখনও স্বতন্ত্রভাবেও অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু মনোময়ী মূর্তি প্রতিমাসমূহের মধ্যে অষ্টমস্থানীয়া বলিয়া এবং "অর্চাদিতে অথবা হৃদয়ে যথাপ্রাপ্ত উপচারসমূহদ্বারা (অর্চন করিবে)" এই আবির্হোত্র বচনে বিকল্পার্থক 'বা' (অথবা) শব্দের প্রয়োগহেতু স্বতন্ত্ররূপে মানসপূজার বিধান হইয়াছে।

পূজার স্থানসমূহের বিচার করা হইতেছে। তাহা বহুবিধই হয়। সেই পূজায় আকারের বিলক্ষণতাহেতু এবং "যেস্থানে শালগ্রামশিলা বিদ্যমান সেস্থানে শ্রীহরি সন্নিহিত থাকেন" এই উক্তিহেতু শালগ্রামশিলাদি বিভিন্ন ভগবদাকারের অধিষ্ঠান বলিয়া চিন্তা করিবে। সেই পূজায় নিজের ইষ্টদেবের আকারবিশিষ্ট ভগবানের অধিষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে সিদ্ধিপ্রদ হয়, যেহেতু তাহাতে অযত্নসহকারেও তদীয় প্রাকট্য হইয়া থাকে। এসম্বন্ধে শ্রীআবির্হোত্রের উক্তি এইরূপ — "স্বীয় অভীষ্ট মূর্তিদ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিবে।" মথুরাদি ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতির মহান্ অধিষ্ঠান, যেহেতু "মথুরায় ভগবান্ শ্রীহরি নিত্য সন্নিহিত" এইরূপ উক্তি আছে তথা সেই সেই মন্ত্রের ধ্যেয় বৈভবরূপে শ্রীগোপালতাপন্যাদিরে মথুরা-বৃন্দাবনাদির প্রখ্যাত আছে। মথুরাদি ক্ষেত্রদিগকে অন্যাধিষ্ঠানে (অন্য স্থানে) ধ্যানদ্বারা প্রকাশ করিয়া সেই সেই ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের চিন্তা করিবে।

শ্রীভগবানের প্রতিমাকে তদীয় বিগ্রহ হইতে অভিন্নরূপেই চিন্তা করা হয়; যেহেতু উভয়ের আকৃতির ঐক্য রহিয়াছে। "আমি কি শ্রীহরির প্রতিমায় শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম ?" এইরূপ বাক্যে প্রতিমাতে অন্যরূপ বুদ্ধি করার দোষ শোনা যায়।

এইহেতুই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন — "চলা ও অচলা এই দুইপ্রকার প্রতিষ্ঠা জীবমন্দির।" 'প্রতিষ্ঠা' অর্থাৎ প্রতিমা 'জীব' অর্থাৎ জীবনদাতা পরমাত্মস্বরূপ আমার 'মন্দির' অর্থাৎ আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত একাকারতার আশ্রয়; অথবা প্রতিষ্ঠারূপ ক্রিয়াদ্বারা পূর্বোক্ত প্রতিমা আমার আস্পদ হয় (অর্থাৎ আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একাকারতার স্থান)।

এইরূপ শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্তির প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে "হে বিষ্ণো! আপনি সন্নিহিত হউন" এইরূপ সান্নিধ্যকরণমন্ত্রবিশেষের পর অপর মন্ত্রে বলিয়াছেন — "(হে দেব!) যাহা আপনার পরম তত্ত্ব এবং যাহা আপনার জ্ঞানময় বিগ্রহ, তৎসমুদয় এই প্রতিমার দেহে একত্র লীন হইল — আপনি ইহা মনে করুন।" অথবা 'জীবমন্দির' অর্থাৎ সকল জীবের পরমাশ্রয় সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ই 'প্রতিষ্ঠা' — এইরূপ অর্থ। কারণ — পরমোপাসকগণ প্রতিমাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপেই দর্শন করেন। ভেদস্ফূর্তি ভক্তির বিচ্ছেদকারী বলিয়া সেইরূপ অভেদদর্শনই উচিত হয়। শ্রীভগবান্ও এইরূপ বলিয়াছেন — "আমার ভক্ত বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পত্র, মাল্য ও গন্ধলেপনদ্বারা প্রেমের সহিত আমাকে যথোচিত অলঙ্কৃত করিবেন।" (বস্তুতঃ প্রতিমাকে শ্রীভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান না হইলে প্রতিমার অলঙ্করণদ্বারা শ্রীভগবানের অলঙ্করণ হইতে পারে না)। এস্থলে (প্রতিমাপূজায় প্রতিমাকে ঐসকল দ্রব্যদ্বারা অলঙ্কৃত করিবার নির্দেশ প্রসঙ্গে) 'আমাকে' এবং 'প্রেমের সহিত' এরূপ বলায় প্রতিমার সহিত নিজ অভেদ শ্রীভগবানের সম্মতই হয়। অতএব বিষ্ণুধর্মগ্রন্থে প্রতিমাসম্বন্ধে অম্বরীষের প্রতি শ্রীবিষ্ণুর বাক্য এইরূপ — "এই প্রতিমাতে চিত্ত সম্যক্রূপে আবিষ্ট করিয়া অন্যসকল অবলম্বন ত্যাগ কর। ভক্তিসহকারে পূজা কিংবা ধ্যান করিলে এই প্রতিমাই তোমার উপকার সাধন করিবেন। তুমি গমন, অবস্থান, শয়ন ও ভোজন — সকল ব্যাপারেই নিজের অগ্রে, পৃষ্ঠে, উপরিভাগে, নিম্নভাগে এবং পার্শ্বদেশে তাঁহারই চিন্তা করিবে।" ইত্যাদি।

অতএব প্রতিমাপূজায় আবাহনাদিবিষয়ে আগমে এরূপ বিবরণ দেখা যায় — আদরসহকারে শ্রীভগবান্কে নিজের অভিমুখ করার নামই আবাহন, সম্মুখীকরণ ভক্তিসহকারে নিবেশন, সংস্থাপন, "আমি আপনার হই" —

এইরূপে তদীয় ভাবদর্শন, সন্নিধাপন এবং ক্রিয়াসমাপ্তিকাল পর্যন্ত স্থাপন, সন্নিরোধন এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ-প্রকাশন-ক্রিয়ার নামই সকলীকরণ উক্ত হইয়াছে।"

প্রতিমা পূজায় — শূদ্রাদিপূজিত অর্চাবিগ্রহের পূজার যে নিষেধ রহিয়াছে, তাহা অবৈষ্ণবশূদ্রাদির পূজিত প্রতিমাপূজা সম্বন্ধেই জানিতে হইবে। কারণ — "ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত। যাহারা জনার্দনের ভক্ত নহে, সকল বর্ণের মধ্যেই তাহারা শূদ্ররূপে গণ্য হয়।" এরূপ উক্তি রহিয়াছে। সপ্তমস্কন্ধে — "পাত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকর্তৃক পূজায় শ্রীহরিই পাত্ররূপে নির্ণীত হইয়াছেন" ইত্যাদি শ্রীনারদের উক্তিতে পূজার অধিষ্ঠানবিচার-প্রসঙ্গে শ্রীঅর্চা অপেক্ষাও পুরুষমাত্রের উৎকর্ষ এবং তদপেক্ষা ব্রাহ্মণ, তন্মধ্যেও জ্ঞানী পুরুষের উৎকর্ষ উক্ত হইয়াছে, ভক্ত্যাশ্রিত কৈবল্যকামীই সেই জ্ঞানী; যেহেতু উক্ত প্রকরণে উপসংহারে — "পিতৃলোক এবং দেবলোকের উদ্দেশ্যে প্রদেয় দ্রব্য অর্থাৎ কব্য ও হব্য বস্তুসমূহ জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষকে দান করিবে" এইরূপ বাক্যে দানপাত্ররূপে জ্ঞানীরই পরম উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু অন্যত্র "অভক্ত ব্যক্তি চতুর্বেদে অভিজ্ঞ হইলেও আমার প্রিয় নহে, পক্ষান্তরে আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয় হয়। তাহাকেই দান করিবে, তাহার নিকট হইতেই দান গ্রহণ করিবে। সে ব্যক্তি আমার ন্যায়ই পূজ্য হয়" এরূপ উক্তি, "গোপিকানন্দন ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তগণের পক্ষে যেরূপ সুলভ হন, আত্মস্বরূপ জ্ঞানিগণের পক্ষেও সেরূপ সুলভ হন না" এই উক্তি এবং "হে মুনিবর! কোটিসিদ্ধ মুক্তপুরুষগণের মধ্যেও নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তচিত্ত পুরুষ সুদুর্লভ" এই উক্তিতে জ্ঞানী অপেক্ষাও ভক্তেরই উৎকর্ষ উক্ত হইয়াছে, অতএব ভক্তের উপাস্য অর্চার উৎকর্ষ সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?

অতএব শ্রীমদর্চাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে — "যে ব্যক্তি মোহবশতঃ শ্রীভগবানের যাত্রাকালে তাঁহার অনুগমন করে না, জ্ঞানাগ্নিদ্বারা তাহার কর্ম দগ্ধ হইলেও সে ব্রহ্মরাক্ষস হয়।" (বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়-ধৃত-পুরাণবাক্য)

তথাপি পাত্রবিচারবিষয়ক শ্লোকসমূহের অর্থও ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে —

(৩৬০) "হে মহারাজ! এই চরাচর বিশ্ব হরিময়, অতএব শ্রেষ্ঠ-পাত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ পূজায় একমাত্র শ্রীহরিকেই পূজার পাত্ররূপে নির্ধারণ করিয়াছেন।"

(৩৬১) "যেহেতু সেস্থানে দেবগণ, ঋষিগণ, যোগাদিসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং সনকাদি সকলে উপস্থিত থাকিতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অগ্রপূজার পাত্ররূপে নির্ধারিত হইয়াছিলেন।"

'সেস্থানে' অর্থাৎ রাজসূয়যজ্ঞে ॥২৯১॥

(ভা: ৭।১৪।৩৬) —

(৩৬২) "**জীবরাশিভিরাকীর্ণঃ**" ইত্যাদি;

সর্বেষাং জীবানামাত্মনশ্চ তর্পণরূপা সৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥২৯২॥

(৩৬২) "জীবরাশিদ্বারা পরিব্যাপ্ত এই ব্রহ্মাণ্ডকোষরূপ মহান্ বৃক্ষটির মূল শ্রীহরি বলিয়া তাঁহার পূজাই সর্বজীবাত্মতর্পণ।" শ্রীহরির পূজাই সকল জীবগণের এবং আত্মারও তর্পণস্বরূপ হয় ॥২৯২॥

(ভা: ৭।১৪।৩৭) —

(৩৬৩) "**পুরাণ্যনেন** সৃষ্টানি নৃতির্যগৃষিদেবতাঃ। শেতে জীবেন রূপেণ" ইত্যাদি;
জীবেন জীবয়িত্রা জীবান্তর্যামিরূপেণেত্যর্থঃ ॥২৯৩॥

"তিনি মনুষ্য, তির্যক্ প্রাণী, ঋষিগণ ও দেবতাগণস্বরূপ পুরসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই পুরুষই জীবরূপে পুরসমূহের মধ্যে শয়ান রহিয়াছেন।" 'জীবরূপে' অর্থাৎ জীবনদাতা জীবান্তর্যামিরূপে ॥২৯৩॥

(ভা: ৭।১৪।৩৮) –

(৩৬৪) "**তেষ্বেব ভগবান্**" ইত্যাদি;

তস্মাত্তারতম্যবর্তনাৎ **পুরুষঃ** প্রায়ো মনুষ্যঃ **পাত্রম্**; তত্র জ্ঞান্যাদিকং বিশিষ্টমিতি ভগবদ্বর্তনস্য (পরতত্ত্বস্যোপাসনস্য) অতিশয়াৎ; তত্রাপি **আত্মা যাবান্ যথা** জ্ঞানাদি-পরিমাণাদিকস্তথাসৌ পাত্রম্ ইত্যর্থঃ ॥২৯৪॥

(৩৬৩) "হে রাজন্! সেই পুরসমূহের মধ্যেই ভগবান্ তারতম্যভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সেইহেতু প্রায়শঃ পুরুষই পাত্র। তন্মধ্যেও আত্মা যে পরিমাণে যেরূপ প্রতীত হয়, তদনুসারেই পুরুষের পাত্রতা নির্ধারিত হয়।" (শ্রীভা: ৭।১৪।৩৮) –

(৩৬৪) "হে রাজন্! শ্রীভগবান্ সেই পুরসমূহে ন্যূনাধিকরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং পুরুষই পাত্র। যাবৎ পরিমিত জ্ঞানাংশ যাহাতে যেরূপ প্রতীত হয়, সে তদ্রূপ পাত্র হইয়াথাকে।"

'সেইহেতু' অর্থাৎ তারতম্যক্রমে শ্রীভগবানের বিদ্যমানতাহেতু 'পুরুষ' অর্থাৎ সাধারণতঃ মনুষ্যই পাত্র। কারণ— মনুষ্যগণের মধ্যে জ্ঞান্যাদির বৈশিষ্ট্যহেতু তাহাদের মধ্যে শ্রীভগবানের বিদ্যমানতারও (পরতত্ত্বের উপাসনার) উৎকর্ষ রহিয়াছে। সেই মনুষ্যগণের মধ্যেও আত্মা যেরূপ এবং যে-পরিমাণ জ্ঞানাদিবিশিষ্ট হয়, তদনুসারেই পাত্র হয় অর্থাৎ যাহার জ্ঞানাদিগুণ যত অধিক, তাহার পাত্রত্বেরও তদনুরূপ উৎকর্ষ হয় ॥২৯৪॥

এবং স্থিতেঽপি কালেনোপাসক-দোষোৎপত্তৌ সত্যাং ভেদদৃষ্ট্যা, বিশিষ্টমধিষ্ঠানান্তরং প্রকাশিতমিত্যাহ, (ভা: ৭।১৪।৩৯) –

(৩৬৫) "**দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥**"

মিথোঽবজ্ঞানমসম্মানস্তস্মিন্নাত্মা বুদ্ধির্যেষাং তেষাং ভাবং দৃষ্ট্বা **ক্রিয়ায়ৈ** পূজাদ্যর্থ**মর্চা কৃতা** – তৎপরিচর্য্যা-মার্গ-দর্শনায় সা প্রকাশিতেত্যর্থঃ; – এতেন তাদৃশ-দোষযুক্তেষ্বপি কার্যসাধকত্বাচ্ছ্রীমদর্চায়া আধিক্যমেব ব্যঞ্জিতম্; (নৃ: পু: ৬২।৫) "**প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্**" ইত্যত্র চ স্বল্পবুদ্ধীনামপীত্যর্থঃ, – ব্রহ্মাম্বরীষাদীনামপি তৎপূজাশ্রবণাৎ ॥২৯৫॥

পাত্রসম্বন্ধে পূর্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইলেও কালক্রমে উপাসকগণের মধ্যে দোষের উৎপত্তিবশতঃ পরস্পর ভেদবুদ্ধির উদয়হেতু বিশিষ্ট অপর অধিষ্ঠানের প্রকাশ হইয়া থাকে— ইহাই বলিতেছেন –

(৩৬৫) "হে রাজন্! সেই মনুষ্যগণের মধ্যে পরস্পর অবজ্ঞাবুদ্ধি দর্শন করিয়া ত্রেতাদি যুগে ক্রিয়ার জন্য জ্ঞানিগণ শ্রীহরির অর্চা নিরূপণ করিয়াছেন।"

পরস্পর 'অবজ্ঞান' অর্থাৎ অসম্মান, তদ্বিষয়েই 'আত্মা' অর্থাৎ বুদ্ধি যাহাদের তাহাদের ভাবই অবজ্ঞানাত্মতা, (অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে পরস্পর অবজ্ঞাবুদ্ধি) — উহা দর্শন করিয়া 'ক্রিয়া' অর্থাৎ পূজাদির জন্য অর্চা 'কৃত' হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার পরিচর্যামার্গপ্রদর্শনের জন্য অর্চা বা প্রতিমা প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাদ্বারা তাদৃশ দোষযুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেও কার্যসাধিকা বলিয়া শ্রীপ্রতিমার উৎকর্ষই সূচিত হইয়াছে। অতএব "প্রতিমা অল্পবুদ্ধি জনগণের সম্বন্ধে কার্যসাধক" এরূপ উক্তিতে ইহাই অর্থ হয় যে— 'প্রতিমা অত্যল্পবুদ্ধি জনগণেরও কার্যসাধক'। বস্তুতঃ নৃসিংহপুরাণাদিতে শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীঅম্বরীষ প্রভৃতিরও প্রতিমাপূজার কথা শোনা যায় ॥২৯৫॥

(ভা: ৭।১৪।৪০) –

(৩৬৬) "**ততোঽর্চায়াং হরিং কেচিৎ**" ইত্যাদি;

তত এবংপ্রভাবত্বাৎ; **কেচিদিত্যধিষ্ঠান-বৈশিষ্ট্যেন পূর্বতোঽপ্যুত্তমসাধনতৎপরা ইত্যর্থঃ।** নম্ববজ্ঞাবদ্-দ্বেষেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাতিপ্রসঙ্গ-বারণেচ্ছয়া প্রস্তুত-পুরুষরূপাধিষ্ঠানাদর-রক্ষেচ্ছয়া চ তং বারয়তি, — **উপাস্তাপি** ইতি ॥২৯৬॥

(৩৬৬) "সেইহেতু কেহ কেহ সম্যক্ শ্রদ্ধা ও পরিচর্যাসহকারে প্রতিমাতে উপাসনা করেন, পরন্তু প্রতিমা উপাসিতা হইলেও পুরুষবিদ্বেষিগণের সম্বন্ধে কোন ফল দান করেন না।"

'সেইহেতু' অর্থাৎ প্রতিমার পূর্বোক্তরূপ প্রভাবহেতু। "কেহ কেহ" অর্থাৎ অধিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যক্রমে পূর্বাপেক্ষাও উত্তম সাধনে তৎপর ব্যক্তিগণ। আশঙ্কা — মনুষ্যগণের মধ্যে পরস্পর অবজ্ঞাযুক্ত দোষ থাকিলেও প্রতিমার অর্চনা করিলে যেরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, পরস্পর বিদ্বেষবুদ্ধি থাকিলেও কি সেরূপ সিদ্ধিলাভ হইবে ? এই আশঙ্কাপূর্বক বিদ্বেষিগণের সম্বন্ধেও যাহাতে ফলপ্রাপ্তির অতিপ্রসঙ্গ না হয় এই অভিপ্রায়ে — অর্থাৎ বিদ্বেষিগণেরও ফল হয় — এরূপ ধারণা নিবারণের জন্য এবং প্রস্তাবিত পুরুষস্বরূপ অধিষ্ঠানের প্রতি সমাদররক্ষণের উদ্দেশ্যে "প্রতিমা উপাসিতা হইয়াও পুরুষদ্বেষিগণের অর্থদায়িনী হন না" — এই উক্তিদ্বারা পুরুষদ্বেষকে বারণ করা হইতেছে ॥২৯৬॥

অথ পুরুষেষু পূর্বোক্তবিশেষং জাত্যাদিনা বিবৃণোতি; (ভা: ৭।১৪।৪১) —

(৩৬৭) "**পুরুষেষ্বপি**" ইত্যাদি; পুনরবজ্ঞারাহিত্যে সতীতি জ্ঞেয়ম্;

যো **ধত্তে,** তং **সুপাত্রং বিদুঃ** ॥২৯৭॥

অনন্তর পুরুষগণের মধ্যে জাত্যাদিদ্বারা পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছেন —

(৩৬৭) "হে মহারাজ ! পুরুষগণের মধ্যেও (যিনি) তপস্যা, বিদ্যা ও সন্তোষদ্বারা শ্রীহরির বেদরূপ তনুকে ধারণ করেন, সেই ব্রাহ্মণকে সুপাত্র বলিয়া (পণ্ডিতগণ) অবগত হন।" অবশ্য উক্ত ব্রাহ্মণ যদি পুরুষপ্রতি অবজ্ঞারহিত হইয়া থাকে, তবে তাহাকে সুপাত্র বলিয়া (পণ্ডিতগণ) অবগত হন।"

অর্থাৎ যিনি (বেদ) ধারণ করেন, তাঁহাকে সুপাত্র বলিয়া জানা যায় ॥২৯৭॥

পূর্বোক্তং ব্রাহ্মণরূপং পাত্রমেব স্তৌতি, (ভা: ৭।১৪।৪২) —

(৩৬৮) "**নন্বস্য**" ইত্যাদিনা; **জগদাত্মনো** জগতি লোকসংগ্রহ-ধর্মাদি-প্রবর্তনেন তন্নিয়ন্তুরিত্যর্থঃ; **দৈবতং** লীলয়া পূজ্যত্বেন দর্শিতম্ ॥২৯৮॥ শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৯১-২৯৮॥

পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণরূপ পাত্রেরই প্রশংসা করা হইতেছে —

(৩৬৮) "হে রাজন্ ! জগদাত্মা এই শ্রীকৃষ্ণেরও মহৎ দেবতা ব্রাহ্মণগণ পদধূলিদ্বারা ত্রিলোক পবিত্র করিতেছেন।"

'জগদাত্মা' অর্থাৎ জগতে লোকশিক্ষা ও ধর্মাদির প্রবর্তনদ্বারা যিনি জগতের নিয়ন্তা। 'দৈবত' অর্থাৎ পূজ্যরূপে প্রদর্শিত ॥২৯৮॥ শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥২৯১-২৯৮॥

অথ তদনন্তরাধ্যায়স্যাদাবেব তেষু সর্বোৎকৃষ্টমাহ দ্বাভ্যাম্, (ভা: ৭।১৫।১, ২) —

(৩৬৯) "**কর্মনিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠা নৃপাপরে।**
স্বাধ্যায়েঽন্যে প্রবচনে কেচন জ্ঞানযোগয়োঃ ॥

(৩৭০) **জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি কব্যান্যানন্ত্যমিচ্ছতা।**
দৈবে চ তদভাবে স্যাদিতরেভ্যো যথার্হতঃ ॥"

অনেন যথাত্র মুমুক্ষু-প্রভৃতীনাং জ্ঞানিপূজৈব মুখ্যা, পুরুষান্তর-পূজা তু তদভাব (জ্ঞান্যভাবে) এব, তথা প্রেমভক্তিকামানাং হি প্রেমভক্ত-পূজাপি জ্ঞেয়া। ততঃ প্রেমভক্তানামপি যচ্চিত্তস্য পরমাশ্রয়রূপম্, তদভিব্যক্তেঃ সুতরামেবার্চায়া আধিক্যমপি। এবং তদাশ্রয়রূপস্য বিলক্ষণ-প্রকাশস্থানত্বাদেব শ্রীবিষ্ণোর্ব্যাপকত্বেঽপি শালগ্রামাদিষু নির্দ্ধারণম্; তচ্চ পুরুষবন্নান্তর্যামি-দৃষ্ট্যপেক্ষম্, কিন্তু স্বভাব-নির্দেশপরমেব, — তন্নিবাস-ক্ষেত্রাদীনাং মহাতীর্থত্বা-পাদনাদিনা (সর্বেষামপি) কীকটাদীনাং অপি কৃতার্থত্বকথনাৎ। তথা চ স্কান্দে —

"শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্। তত্র দানং জপো হোমঃ সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥" ইতি; পাদ্মে চ —

"শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ। কীকটেঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ ॥" ইতি। তস্মাদর্চায়া আধিক্যমেব হি স্থিতম্ ॥ শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৯৯॥

অনন্তর পরবর্তী অধ্যায়ের প্রথমেই দুইটি শ্লোকে ব্রাহ্মণসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পাত্র বলিয়াছেন —

(৩৬৯) "হে রাজন্! কতিপয় ব্রাহ্মণ কর্মনিষ্ঠ, কতিপয় ব্রাহ্মণ তপোনিষ্ঠ, কতিপয় ব্রাহ্মণ বেদপাঠনিষ্ঠ, কতিপয় ব্রাহ্মণ শাস্ত্রব্যাখ্যানিষ্ঠ, কতিপয় ব্রাহ্মণ জ্ঞাননিষ্ঠ এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ যোগনিষ্ঠ।"

(৩৭০) "তন্মধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে মুক্তিকামী ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কব্য ও দেবগণের সন্তোষার্থ হব্যসমূহ দান করিবে। জ্ঞানী ব্রাহ্মণের অভাবে কর্মনিষ্ঠপ্রভৃতি অপর ব্রাহ্মণগণকে জ্ঞানাদির তারতম্যানুসারে যথোচিতভাবে উহা দান করিবে।"

ইহাদ্বারা এস্থলে যেরূপ মুমুক্ষুপ্রভৃতি ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানীর পূজাই মুখ্য জানা যায়, আর জ্ঞানীর অভাবেই অন্য ব্যক্তির পূজা করিতে হয়, সেইরূপ প্রেমভক্তিকামী ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রেমভক্তের পূজাই মুখ্য বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব যিনি প্রেমভক্তগণের চিত্তের পরম আশ্রয়স্বরূপ, সেই শ্রীভগবানের অভিব্যক্তিহেতু অর্চার আধিক্যও সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপে প্রেমভক্তের চিত্তের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীবিষ্ণু সর্বব্যাপী হইলেও তাঁহার বিলক্ষণ (বিশিষ্ট) প্রকাশস্থান বলিয়াই শালগ্রামাদিতে তাঁহার নির্ধারণ হইয়াছে। পুরুষ অন্তর্যামিরূপে সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শালগ্রামাদিতে তাঁহার অধিষ্ঠান নির্ধারিত হয় নাই, পরন্তু শালগ্রামাদিতে তাঁহার বিশেষ অধিষ্ঠান স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া এস্থলে উহারই নির্দেশ হইতেছে। যেহেতু শালগ্রামের নিবাসক্ষেত্রপ্রভৃতির মহাতীর্থত্ব প্রতিপাদনাদিদ্বারা শাস্ত্রে কীকটাদিদেশেরও কৃতার্থতা বর্ণিত হইয়াছে।

যথা স্কন্দপুরাণে এরূপ উল্লেখ আছে —

"যে স্থানে শালগ্রামশিলার অবস্থিতি রহিয়াছে, উক্ত স্থান তিনযোজনপর্যন্ত তীর্থরূপে গণ্য হয়। সেস্থানে অনুষ্ঠিত দান, জপ ও হোম সমস্তই কোটিগুণ ফলদায়ক হয়।"

পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন —

"কীকট(মগধ)দেশেও শালগ্রামক্ষেত্রের চতুর্দিকে ক্রোশ পর্যন্ত স্থানে মৃত্যু হইলে মনুষ্য বৈকুণ্ঠধামে গমন করে।" অতএব সর্বাপেক্ষা অর্চার আধিক্যই সিদ্ধ হইল। ইহা শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥২৯৯॥

অথাধিষ্ঠানান্তরাণি চৈবম্, যথা (ভা: ১১।১১।৪২-৪৬) —

(৩৭১) "সূর্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥

(৩৭২) **সূর্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্।**
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা॥

(৩৭৩) **বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।**
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ॥

(৩৭৪) **স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।**
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্॥

(৩৭৫) **ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খ-চক্র-গদাম্বুজৈঃ।**
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চেৎ সমাহিতঃ॥"

টীকা চ — "ইদানীমেকাদশপূজাধিষ্ঠানান্যাহ, — **সূর্য** ইতি; হে **ভদ্র**! অধিষ্ঠান-ভেদেন পূজা-সাধন-ভেদমাহ, — **সূর্য** ইতি ত্রিভিঃ; **ত্রয্যা বিদ্যয়া** সূক্তৈরুপস্থানাদিনা; **অঙ্গ** হে উদ্ধব! **মুখ্যধিয়া** প্রাণদৃষ্ট্যা; **তোয়ে** তোয়াদিভির্**দ্রব্যৈস্তর্পণাদিনা; স্থণ্ডিলে** ভুবি; **মন্ত্রহৃদয়ৈঃ** রহস্যমন্ত্র-ন্যাসৈঃ। সর্বাধিষ্ঠানেষু ধ্যেয়মাহ, — **ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু** ইতি; **'ইতি'** অনেন প্রকারেণ; **এষু** ধিষ্ণ্যেষু" ইত্যেষা।

অত্র সর্বত্র চতুর্ভুজস্যৈবানুসন্ধানে সত্যপি দ্বিধা গতিঃ। —

(১) একাধিষ্ঠান-পরিচর্য্যয়ৈবাধিষ্ঠাতুরুপাসনা-লক্ষণা, — মন্দিরলেপনাদিনা তদধিষ্ঠাতৃপ্রতিষ্ঠায়া ইব; যথা — **'বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা'**, **'গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা'** ইত্যাদি; যতো বন্ধুসৎকারো বৈষ্ণব-বিষয়কঃ; ঈশ্বরে তু প্রভুভাব উপদিশ্যতে, — (ভা: ১১।২।৪৬) **"ঈশ্বরেতদধীনেষু"** ইত্যাদৌ; তথা গো-সম্প্রদানকমেব যবসাদি-ভোজনদানং যুজ্যতে, ন তু শ্রীচতুর্ভুজ-সম্প্রদানকম্, অভক্ষ্যত্বাৎ; (ভা: ১১।১১।৪১) —

"যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥" ইতি তত্রৈব পূর্বমুক্তম্।

(২) অন্যা তু সাক্ষাদধিষ্ঠাতুরুপাসনালক্ষণা যথা — **'হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া'**, **'তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ'** ইত্যাদি। অত্রাগ্ন্যাদৌ তদন্তর্যামিরূপস্যৈব চিন্তনং কার্য্যম্, ন জাতু নিজপ্রেমসেবা-বিশেষাশ্রয়-স্বাভীষ্টরূপবিশেষস্য; — স তু সর্বথা (ভা: ১১।১৪।৪১) পরমসুকুমারত্বাদি-বুদ্ধি-জনিতয়া প্রীত্যৈব সেবনীয়ঃ; যথোক্তং শ্রীভগবতৈব, (ভা: ১১।২৭।৩২) — **"বস্ত্রোপবীতাভরণঃ"** ইত্যাদি। তেষাং যথা ভক্তিরীতিঃ পরমেশ্বরস্যাপি তথা ভাবঃ শ্রূয়তে; যথা নারদীয়ে —

"ভক্তিগ্রাহ্যো হৃষীকেশো ন ধনৈর্ধরণীসুরাঃ। ভক্ত্যা সংপূজিতো বিষ্ণুঃ প্রদদাতি সমীহিতম্॥
জলেনাপি জগন্নাথঃ পূজিতঃ ক্লেশহা হরিঃ। পরিতোষং ব্রজত্যাশু তৃষার্তঃ সুজলৈর্যথা॥" ইতি।

অত্রৈষ দৃষ্টান্ত উপজীব্যঃ, বৈপরীত্যে তু দোষশ্চ; যথা — গ্রীষ্মে জলস্থস্য পূজা প্রশস্তা, বর্ষাসু নিন্দিতা; যদুক্তং গারুড়ে, —

"শুচি-শুক্রগতে কালে যেঽর্চয়িষ্যন্তি কেশবম্। জলস্থং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মুচ্যন্তে যমতাড়নাৎ॥
ঘনাগমে প্রকুর্বন্তি জলস্থং বৈ জনার্দনম্। যে জনা নৃপতিশ্রেষ্ঠ তেষাং বৈ নরকং ধ্রুবম্॥" ইতি।

এবমন্যত্রাপি পরিচর্যাবিধৌ তদ্দেশকালসুখদানি শতশো বিহিতানি; তদ্বিপরীতানি নিষিদ্ধানি চ; যথা, বিষ্ণুযামলে — "বিষ্ণোঃ সর্বর্তুচর্য্যা চ" ইতি। অতএবোক্তম্, (ভা: ১১।১১।৪১) —

"যদ্যদিষ্টতমং লোকে" ইতি। তত্র তত্রেষ্টমন্ত্র-ধ্যানস্থলং চ সর্বর্তুসুখময়-মনোহর-রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ-ময়ত্বেনৈব ধ্যাতুং বিহিতমস্তি; অন্যথা তত্তদাগ্রহস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। তস্মাদগ্ন্যাদৌ তত্তদন্তর্যামিরূপ এব ভাব্য ইতি স্থিতম্ ॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥৩০০॥

পূজার অন্যান্য অধিষ্ঠানও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

(৩৭১) "হে ভদ্র! সূর্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গোসমূহ, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সমস্ত ভূতবর্গ—ইহারা আমার পূজার অধিষ্ঠানক্ষেত্র।"

(৩৭২-৩৭৪) "তন্মধ্যে সূর্যে ত্রয়ী-বিদ্যাদ্বারা, অগ্নিতে ঘৃতাহুতিদ্বারা, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের মধ্যে অতিথি-সৎকারদ্বারা, গোসমূহের মধ্যে তৃণাদিদ্বারা, বৈষ্ণবের মধ্যে বন্ধুজনোচিত সৎকারদ্বারা, হৃদয়াকাশে ধ্যাননিষ্ঠাদ্বারা, বায়ুতে মুখ্যবুদ্ধিদ্বারা, জলে জলপ্রমুখ দ্রব্যসমূহদ্বারা, স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়দ্বারা, আত্মমধ্যে ভোগসমূহদ্বারা, সর্বভূতে সমবুদ্ধিদ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ আমার পূজা করিবে।"

(৩৭৫) "আর, এই অধিষ্ঠানসমূহের সকলের মধ্যেই সমাহিতচিত্তে শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুক্ত আমার চতুর্ভুজ শান্তরূপ ধ্যান করিয়া অর্চন করিবে।"

টীকা—"ইদানীং একাদশটি পূজার অধিষ্ঠান বলিতেছেন—'সূর্য' ইত্যাদি; হে ভদ্র! ইহা সম্বোধনপদ; অনন্তর তিনটি শ্লোকে অধিষ্ঠানভেদে পূজার সাধনভেদ বলিতেছেন—সূর্যে ত্রয়ীবিদ্যাদ্বারা অর্থাৎ সূক্তমন্ত্রপাঠপূর্বক উপস্থানাদি ক্রিয়াদ্বারা; 'অঙ্গ'—হে উদ্ধব! বায়ুতে মুখ্যবুদ্ধি অর্থাৎ মুখ্যপ্রাণ দৃষ্টিদ্বারা (অর্থাৎ বায়ুর মধ্যে আমাকে মুখ্য প্রাণ জ্ঞান করিয়া), জলে জলপ্রমুখ দ্রব্যদ্বারা—তর্পণাদিসহকারে, স্থণ্ডিলে অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভূমিতে মন্ত্রহৃদয় অর্থাৎ রহস্যমন্ত্রের ন্যাসদ্বারা; সমস্ত অধিষ্ঠানের মধ্যে ধ্যেয় স্বরূপটি বলিতেছেন—'এই অধিষ্ঠানসমূহের মধ্যে' ইত্যাদি 'ইতি' এই প্রকারে এই 'ধিষ্ণ্য' অর্থাৎ অধিষ্ঠানসমূহের মধ্যে।" (এপর্যন্ত টীকা)।

এস্থলে সর্বত্র চতুর্ভুজ রূপটিই অনুসন্ধানযোগ্য হইলেও উপাসনার গতি দুইপ্রকার হয়।

(১) মন্দিরলেপনাদিদ্বারা যেরূপ মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী প্রতিমার উপাসনা হয়, তদ্রূপ অধিষ্ঠানসমূহের পরিচর্যাদ্বারাই অধিষ্ঠাতা শ্রীভগবানের উপাসনা সিদ্ধ হয়, ইহা একপ্রকার গতি। যেরূপ বৈষ্ণবের মধ্যে বন্ধুজনোচিত সৎকারদ্বারা, গোসমূহের মধ্যে তৃণাদিদ্বারা ইত্যাদি। কারণ—বন্ধুজনোচিত সৎকার বৈষ্ণববিষয়েই শাস্ত্রকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে, পরন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রভুভাবেরই উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা—"ঈশ্বর, তদীয় ভক্তগণ, অজ্ঞগণ এবং বিদ্বেষিগণের প্রতি যথাক্রমে যিনি প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা প্রকাশ করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত।" এইরূপ তৃণাদিদানে গোসমূহই সম্প্রদানকারক হয়, পরন্তু চতুর্ভুজ বিষ্ণু সম্প্রদানকারক হন না, যেহেতু তৃণাদিবস্তু অভক্ষ্য। ঐস্থলে পূর্বেই এরূপ উক্ত হইয়াছে—

"যে যে বস্তু নিজের অভীষ্টতম ও অতিপ্রিয়, সেই সেই বস্তু আমাকে নিবেদন করিবে। উহা অনন্তফলদায়ক হয়।"

(২) আর সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতারই উপাসনা অন্যপ্রকার গতি। যেরূপ হৃদয়াকাশে ধ্যাননিষ্ঠাদ্বারা এবং জলমধ্যে জলপ্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা সাক্ষাৎ তাঁহারই উপাসনা হয়। এস্থলে অগ্নির মধ্যে অগ্নির অন্তর্যামিস্বরূপেই তাঁহার চিন্তা করিতে হইবে; পরন্তু নিজ প্রেমসেবাবিশেষের আশ্রয় নিজ অভীষ্ট রূপবিশেষের চিন্তা অগ্নিমধ্যে করা অসঙ্গত। যেহেতু, 'তিনি পরমসুকোমল' ইত্যাদি বুদ্ধিজাত প্রেমসহকারেই তাঁহার সেবা করিতে হয় (অতএব অগ্নিমধ্যে ঈদৃশ সুকুমারমূর্তির অবস্থান চিন্তা করা যায় না)। শ্রীভগবান্ই বলিয়াছেন—"আমার ভক্ত প্রেমসহকারে বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পত্র, মাল্য ও গন্ধানুলেপনদ্বারা যথোচিতভাবে আমাকে অলঙ্কৃত করিবেন"। এইসকল ভক্তের ভক্তিরীতি যেরূপ, শ্রীভগবানেরও সেরূপ ভাবই শোনা যায়। যথা শ্রীনারদীয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"হে বিপ্রগণ! ভগবান্ শ্রীহরিকে ভক্তিদ্বারাই লাভ করা যায়, ধনদ্বারা নহে। ভক্তিসহকারে পূজিত হইলেই শ্রীভগবান্ অভীষ্ট দান করেন। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেরূপ উত্তম জলদ্বারা সত্বর পরিতুষ্ট হয়, তদ্রূপ ক্লেশনাশন জগন্নাথ শ্রীহরি কেবল জলদ্বারা পূজিত হইলেও সত্বর পরিতুষ্ট হন।"

এস্থলে তৃষ্ণার্তের দৃষ্টান্তটিকে অবলম্বন করিতে হইবে, (অর্থাৎ তৃষ্ণাকালেই যেরূপ জল প্রীতিদায়ক, এইরূপ যথোচিত কালেই জলাদিদ্বারা সেবা করা কর্তব্য)। ইহার বিপর্যয়ে দোষ ঘটে। যেরূপ গ্রীষ্মকালে জলস্থিত প্রতিমাদির পূজা প্রশস্ত, পরন্তু বর্ষাকালে উহা নিন্দিতই হয়। শ্রীগরুড়পুরাণে এরূপ বলিয়াছেন—

"গ্রীষ্মকালে জ্যৈষ্ঠমাসে যাঁহারা জলস্থিত শ্রীকেশবকে বিবিধ পুষ্পদ্বারা পূজা করেন, তাঁহারা যমতাড়না হইতে মুক্ত হন। হে মহারাজ! যে সকল ব্যক্তি বর্ষাকালে ভগবান্ জনার্দনকে জলমধ্যে স্থাপন করেন, তাহাদের নরকগতি সুনিশ্চিত।" এইরূপ অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে। পরিচর্যাব্যাপারে দেশকালানুযায়ী সুখকর দ্রব্যাদি অসংখ্যরূপে বিহিত হইয়াছে, আর তাহার বিপরীত দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা বিষ্ণুযামলগ্রন্থে— "বিষ্ণুর সকল ঋতুর পরিচর্যাও (যথোপযোগী করিতে হইবে)।" অতএব বলিয়াছেন— "লোকমধ্যে যাহা নিজের অভীষ্টতম" ইত্যাদি।

অতএব বিভিন্ন স্থলে ইষ্টমন্ত্রের ধ্যানক্ষেত্র সকলঋতুতে সুখময় এবং মনোহর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দময়রূপেই ধ্যান করিবার জন্য বিহিত হইয়াছে। অন্যথা তাদৃশ উপাসনাদির আগ্রহ ব্যর্থই হয়। অতএব অগ্নি প্রভৃতির মধ্যে তাহাদের অন্তর্যামিরূপেই শ্রীভগবানের ভাবনা করিতে হইবে— ইহাই স্থির হইল। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥৩০০॥

অথ নৈবেদ্যার্পণ-প্রসঙ্গে যঃ ক্রমদীপিকা-দর্শিতোঽনিরুদ্ধ-নামাত্মকো মন্ত্রস্তস্য স্থানে শ্রীকৃষ্ণৈকান্তিক-ভক্তাস্তু তন্মূলমন্ত্রমেবেচ্ছন্তি। তথা যচ্চ তন্মুখজ্যোতিরনুগতত্বেন ধ্যাতুং বিধীয়তে, তত্তু ভোজন-সময়ে তন্মুখপ্রসাদমেব মন্যন্তে; ভোজনং তু যথা লোকসিদ্ধমেব, — নরলীলত্বাচ্ছ্রীকৃষ্ণস্য।

অথ জপে মন্ত্রার্থস্য নানাত্বেঽপি পুরুষার্থানুকূল এবাসৌ চিন্ত্যো; যথা শ্রীমদষ্টাক্ষরাদাবাত্মনিবেদন-লক্ষণ-চতুর্থ্যাদ্যভাববতি মন্ত্রে তদনুসন্ধানেনেতি। এবমন্যেঽপি পূজাবিধয়ো যথাযথং যোজনীয়াঃ।

শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধ্যর্থং সর্বাসাং ভক্তীনামেব শুদ্ধত্বাশুদ্ধত্বরূপেণ দ্বিবিধো হি ভেদঃ সম্মত ইতি। তদেতদর্চনং ফলেনাহ, (ভা: ১১।২৭।৪৯) —

(৩৭৬) **"এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিক-তান্ত্রিকৈঃ।**
অর্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥"

উভয়ত ইহামুত্র চ ॥৩০১॥

অনন্তর নৈবেদ্য-সমর্পণপ্রসঙ্গে অনিরুদ্ধের নামাত্মক যে-মন্ত্র ক্রমদীপিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই মন্ত্রের স্থলে শ্রীকৃষ্ণের একান্তী ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের মূলমন্ত্রেরই প্রয়োগ ইচ্ছা করেন। এইরূপ শ্রীভগবানের যে-মুখজ্যোতি অনুগতরূপে ধ্যানের জন্য বিহিত হইয়াছে, একান্তিভক্তগণ উহাও শ্রীকৃষ্ণের ভোজনকালীন মুখের প্রসন্নতাই মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ নরলীলারত বলিয়া তাঁহার ভোজন লোকপ্রসিদ্ধই রহিয়াছে (অর্থাৎ লৌকিক ভোজনের অনুরূপই হয়)।

এইরূপ জপকালীন মন্ত্রের অর্থ নানারূপ হইলেও নিজ পুরুষার্থের অনুকূলরূপেই উহার চিন্তা করিতে হইবে। যেরূপ অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রে আত্মনিবেদনরূপ অর্থের প্রতিপাদক চতুর্থী বিভক্তি প্রভৃতির অভাব থাকিলেও আত্মনিবেদনরূপ অর্থের অনুসন্ধানদ্বারা অভীষ্ট চিন্তনীয় হয়।

এইরূপ শুদ্ধভক্তির সিদ্ধির জন্য অন্যান্য পূজাবিধিরও যথাযথ সঙ্গতি করিতে হইবে; যেহেতু সর্বপ্রকার ভক্তিরই শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্ব এই দুইপ্রকার ভেদ শাস্ত্রাদিসম্মত রহিয়াছে।

সম্প্রতি এই অর্চনের ফল বলিতেছেন –

(৩৭৬) "মানব এইরূপে বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগমার্গানুসারে অর্চন করিয়া আমার নিকট হইতে উভয়ত্র অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করে।"

'উভয়ত্র' অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকে ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥৩০১॥

স তম্। তথা (ভা: ১১।২৭।৫৩) –

(৩৭৭) "**মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।**
ভক্তিযোগং স লভত এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥"

নৈরপেক্ষ্যেণ নিরুপাধিনা **ভক্তিযোগেন** প্রেম্ণা; **স** চ ভক্তিযোগ **এবং** পূজয়াপি স্যাদিত্যাহ, – **ভক্তী**তি ॥৩০২॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥৩০১, ৩০২॥

এইরূপ আরও বলিয়াছেন –

(৩৭৭) "(জীব) নৈরপেক্ষ্য ভক্তিযোগদ্বারা আমাকেই লাভ করে। আর যে ব্যক্তি এইরূপে আমার পূজা করে, সে ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়।"

'নৈরপেক্ষ্য ভক্তিযোগেন' অর্থাৎ উপাধিবর্জিত ভক্তিযোগদ্বারা (আমাকেই প্রাপ্ত হয়)। আর, সেই ভক্তিযোগও এইরূপ পূজা হইতেই যে সিদ্ধ হয় – ইহাই বলিতেছেন – "যে ব্যক্তি এইরূপে আমার পূজা করে" ইত্যাদি ॥৩০২॥ ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥৩০১-৩০২॥

যানি চাত্র বৈষ্ণবচিহ্নানি নির্মাল্যধারণ-চরণামৃতপানাদীন্যঙ্গানি, তেষাঞ্চ পৃথক্ পৃথঙ্ মহা-মাহাত্ম্যবৃন্দং শাস্ত্রসহস্রেষ্বনুসন্ধেয়ম্।

অথার্চনাধিকারি-নির্ণয়ঃ (ভা: ১১।২৭।৪) –

(৩৭৮) "**এতদ্বৈ সর্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্।**
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রী-শূদ্রাণাঞ্চ মানদ ॥"

টীকা চ – "সর্ববর্ণানাং ত্রৈবর্ণিকানাম্" ইত্যেষা। তথা চ স্মৃত্যর্থসারে, পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে –

"আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীভিঃ শূদ্রৈশ্চ পূজনম্। কর্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি ॥
শূদ্রাণাঞ্চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চনম্। সর্বে চাগমমার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা ॥
স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু। পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥" ইতি;

শ্রীবিষ্ণুধর্মে চ –

"দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ। ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥
তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াং চানুমোদনম্। সুমনা অর্চয়েন্নিত্যং তদর্থে দম্ভবর্জনম্ ॥
তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া। তদনুস্মরণং নিত্যং যস্তন্নামোপজীবতি ॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ততে। স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্তিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥" ইতি;

কিঞ্চ, তত্ত্বসাগরে –

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥" ইতি।

অথ (ভা: ১১।৫।২১) **"কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুঃ"** ইত্যাদিনা যুগভেদে যশ্চোপাসনায়ামাবির্ভাবভেদ উচ্যতে, স চ প্রায়িক (বাহুল্যেন) এব। তেভ্যশ্চতুর্ভ্যোঽন্যেষামুপাসনাতত্তদুপাসনা-শাস্ত্রাদেব; অন্যথেতরো (চতুর্যুগাবতারেতরো)পাসনায়াঃ কালাসমাবেশঃ স্যাৎ। শ্রূয়ন্তে চ সর্বত্র যুগে সর্বোপাসকাস্তস্মাৎ সর্বৈরপি সর্বদাপি যথেচ্ছং সর্ব এবাবির্ভাবাঃ পূজ্যা ইতি স্থিতম্। অতঃ (ভা: ১১।২৭।৪) **"এতদ্বৈ সর্ববর্ণানাম্"** ইত্যাদিকং সর্বসম্মতমেব। শ্রীমদুদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥৩০৩॥

এই অর্চনে বৈষ্ণবচিহ্ন তিলকবিশেষপ্রভৃতির ধারণ, নির্মাল্যধারণ ও চরণামৃতপান প্রভৃতি যেসকল অঙ্গ উক্ত হইয়াছে, ঐসকলের পৃথক্ পৃথক্ মহামাহাত্ম্যসমূহ অসংখ্য শাস্ত্র হইতে অনুসন্ধান করিবে।

অনন্তর অর্চনের অধিকারিনির্ণয় হইতেছে—

(৩৭৮) "হে মানদ! এই অর্চনই সকল বর্ণ, সকল আশ্রম এবং স্ত্রীলোক ও শূদ্রগণের সম্বন্ধেও শ্রেয়ঃসাধনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তমরূপে সম্মত বলিয়া মনে করি।"

'সর্ববর্ণ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

স্মৃত্যর্থসার গ্রন্থ এবং পদ্মপুরাণ বৈশাখমাহাত্ম্যে এরূপ উক্ত হইয়াছে—

"পতিকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া স্ত্রীগণ, এইরূপ শূদ্রগণও আগমোক্ত মার্গানুসারে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে। শূদ্রগণের নামদ্বারাই দেবতার অর্চন হয়। সকলেই বেদানুসারী আগমমার্গে এই অর্চনা করিবে। পতির হিত যাহার প্রিয়, এইরূপ নারীগণেরও শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা প্রভৃতি কার্যে অধিকার আছে—ইহা সনাতন শ্রুতিসম্মত।"

বিষ্ণুধর্মে বলিয়াছেন—"দেবতা, মন্ত্র ও মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতি যাহার অষ্টবিধ ভক্তি বর্তমান থাকে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। তদীয় ভক্তজনের প্রতি স্নেহ, পূজায় অনুমোদন, সুমনা হইয়া নিত্য অর্চন, তদ্বিষয়ে দম্ভ পরিত্যাগ, তদীয় কথাশ্রবণে অনুরাগ, কথাশ্রবণহেতু অঙ্গবিকার উদয়, সর্বদা তাঁহার অনুস্মরণ এবং তাঁহার নামকেই জীবনের উপায়রূপে অবলম্বন—এই অষ্টবিধা ভক্তি যেকোন ম্লেচ্ছের মধ্যেও বিদ্যমান থাকিলে সে ব্যক্তি মুনি, সত্যবাদী ও কীর্তিমান্ বলিয়া গণ্য হয়।"

তত্ত্বসাগরগ্রন্থে বলিয়াছেন—"কাংস্য যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ানুসারে সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেরূপ দীক্ষাবিধানদ্বারা মানবগণের দ্বিজত্ব উৎপন্ন হয়।"

"সত্যযুগে শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ" ইত্যাদিরূপে যুগভেদে উপাসনায় যে শ্রীভগবানের আবির্ভাবভেদ (উপাস্যরূপে) উক্ত হন, ইহা সাধারণ উক্তিমাত্র। কারণ এই চারিপ্রকার আবির্ভাবাতিরিক্ত অন্যান্য আবির্ভাবেরও উপাসনা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। এঅবস্থায় কেবলমাত্র যুগভেদে চারিপ্রকার আবির্ভাবেরই পূজা স্বীকার করিলে অন্যান্য আবির্ভাবসমূহের পূজার অবকাশ থাকে না। বিশেষতঃ সকল যুগেই সকল আবির্ভাবের উপাসকগণের অস্তিত্ব শোনা যায়। অতএব সকলেই সর্বদা যথেচ্ছভাবে সকল আবির্ভাবেরই পূজা করিতে পারেন—ইহাই স্থির হইল। অতএব—"হে মানদ! এই অর্চনই সকল বর্ণ" ইত্যাদি পূর্বোক্ত বাক্য সর্বসম্মতই হয়। ইহা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি ॥৩০৩॥

তদেতদর্চনং ব্যাখ্যাতম্। অস্যাঙ্গানি চাগমাদৌ জ্ঞেয়ানি। তথা শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধাজন্মাষ্টমী-কার্তিক-ব্রতৈকাদশীব্রত-মাঘস্নানাদিকমত্রৈবান্তর্ভাব্যম্। তত্র—জন্মাষ্টমী, যথা বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

"তুষ্ট্যর্থং দেবকীসূনোর্জয়ন্তীসম্ভবং ব্রতম্। কর্তব্যং বিত্তাশাঠ্যেন ভক্ত্যা ভক্তজনৈরপি।
অকুর্বন্ যাতি নিরয়ং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ॥" ইতি;

তথা, "কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ত্যক্ত্বা যোঽন্যদ্‌ব্রতমুপাসতে। নাপ্নোতি সুকৃতং কিঞ্চিদ্দৃষ্টং শ্রুতমথাপি বা ॥" ইতি।
বিত্তাশাঠ্যঞ্চোক্তমষ্টমে (ভা: ৮।১৯।৩৭) –

"ধর্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে ॥" ইতি।

অথ কার্তিকব্রতম্; যথা স্কান্দে – "একতঃ সর্বতীর্থানি" ইত্যাদিকমুক্ত্বা,

"একতঃ কার্তিকো বৎস সর্বদা কেশবপ্রিয়ঃ। যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কার্তিকে ॥
তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্বং সত্যোক্তং তব নারদ ॥" ইতি;

"অব্রতেন ক্ষিপেৎ যস্তু মাসং দামোদরপ্রিয়ম্। তির্যগ্‌যোনিমবাপ্নোতি সর্বধর্মবহিস্কৃতম্ ॥" ইতি।

অথৈকাদশীব্রতম্; – তত্র তাবদস্যা অবৈষ্ণবেষ্বপি নিত্যত্বম্। তত্র সামান্যতঃ শ্রীবিষ্ণুধর্মে – "বৈষ্ণবো বাথ সৌরো বা কুর্য্যাদেকাদশীব্রতম্" ইতি; সৌরপুরাণে – "বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোঽপ্যেতৎ সমাচরেৎ" ইতি; বিশেষতশ্চ নারদপঞ্চরাত্রে দীক্ষানন্তরাবশ্যক-কৃত্য-কথনে – "সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামি" ইত্যাদৌ

"একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি। জাগরং নিশি কুর্বীত বিশেষাচ্চার্চয়েদ্বিভুম্ ॥" ইতি।
বিষ্ণুযামলেঽপি তৎকথনে দিগ্(দশমী)বিদ্ধৈকাদশীব্রতম্, –

"শুক্লাকৃষ্ণাবিভেদশ্চাসদ্ব্যাপারো ব্রতে তথা। শক্তৌ ফলাদিভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধঞ্চৈকাদশীদিনে।
দ্বাদশ্যাঞ্চ দিবাস্বাপস্তুলস্যবচয়স্তথা ॥" ইতি;

তত্র বিষ্ণোর্দিবাস্নানমপি নিষিদ্ধত্বেনোক্তম্। পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ বৈষ্ণবধর্ম-কথনে – "দ্বাদশীব্রত-নিষ্ঠতা" ইতি। তথা স্কান্দে কাশীখণ্ডে সৌপর্ণে দ্বারকা-মাহাত্ম্যে চ চন্দ্রশর্মণো ভগবদ্ধর্ম-প্রতিজ্ঞা –

"অদ্যপ্রভৃতি কর্তব্যং যন্ময়া কৃষ্ণ তচ্ছৃণু। একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্তব্যো জাগরঃ সদা ॥
মহাভক্ত্যাত্র কর্তব্যং প্রত্যহং পূজনং তব। পলার্দ্ধেনাপি বিদ্ধং তু মোক্তব্যং বাসরং তব ॥
ত্বৎপ্রীত্যাষ্টৌ ময়া কার্য্যা দ্বাদশ্যাং ব্রতসংযুতাঃ ॥" ইত্যাদিকা।

অত উক্তমাগ্নেয়ে, –

"একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ ॥" ইতি;

গৌতমীয়ে –

"বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ। বিষ্ণ্বর্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ ॥" ইতি;
মৎস্য-ভবিষ্যপুরাণয়োঃ –

"একাদশ্যাং নিরাহারো যদ্‌ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে। শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ ॥" ইতি।

স্কান্দে –

"মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা। একাদশ্যাং তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকচ্যুতো ভবেৎ ॥" ইতি।

অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগ এব, – তেষামন্য-ভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ; যথোক্তং নারদপঞ্চরাত্রে, –

"প্রসাদান্নং সদা গ্রাহ্যমেকাদশ্যাং ন নারদ। রমাদি-সর্বভক্তানামিতরেষাঞ্চ কা কথা ।।" ইতি; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে, –

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধম্। অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্ ।।
অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ। তস্মাৎ সর্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্বদা ।।" ইতি।

জাগরস্যাপি নিত্যত্বং যথা স্কান্দে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে –

"সম্প্রাপ্তে বাসরে বিষ্ণোর্যে ন কুর্বন্তি জাগরম্। ভ্রশ্যতে সুকৃতং তেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ নিন্দয়া ।।
মতির্ন জায়তে যস্য দ্বাদশ্যাং জাগরং প্রতি। ন হি তস্যাধিকারোঽস্তি পূজনে কেশবস্য হি ।।" ইতি।
তদ্ব্রতস্য বিষ্ণুপ্রীতিদত্বঞ্চ শ্রূয়তে পাদ্মোত্তরখণ্ডে –

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি দ্বাদশ্যাশ্চ বিধানকম্। তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সন্তুষ্টোঽভূজ্জনার্দনঃ ।।" ইতি; ভবিষ্যে –

"একাদশী মহাপুণ্যা সর্বপাপবিনাশিনী। ভক্তেস্তু দীপনী বিষ্ণোঃ পরমার্থগতিপ্রদা ।।" ইতি।

অতএব শ্রীমদম্বরীষাদীনাং ভক্ত্যেকনিষ্ঠানাং মহাপ্রসাদৈকভুজাং তদ্ব্রতং দর্শয়তা শ্রীভাগবতেনাপি তদন্তরঙ্গ-বৈষ্ণবধর্মত্বেন সম্মতমিতি দিক্। কিং বহুনা ? পাদ্মে কার্তিক-মাহাত্ম্যে চ ব্রাহ্মণকন্যায়াঃ কার্তিক-ব্রতৈকাদশীব্রত-প্রভাবাচ্ছ্রীমৎসত্যভামাখ্য-ভগবৎপ্রেয়সী-পদপ্রাপ্তিরপি শ্রূয়তে।

অথ মাঘস্নানম্; সৌপর্ণে (গারুড়ে) –

"দুর্লভো মাঘমাসস্তু বৈষ্ণবানামতিপ্রিয়ঃ। দেবতানামৃষীণাঞ্চ মুনীনাং সুরনায়ক।
বিশেষেণ শচীনাথ মাধবস্যাতিবল্লভঃ ।।" ইতি;

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে –

"সর্বপাপ-বিনাশায় কৃষ্ণসন্তোষণায় চ। মাঘস্নানং সদা কার্যং বর্ষে বর্ষে চ নারদ ।।" ইতি; ভবিষ্যোত্তরে –

"একবিংশগণৈঃ সার্দ্ধং ভোগান্ ত্যক্ত্বা যথেপ্সিতম্। মাঘমাস্যুষসি স্নাত্বা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ।।" ইতি।

এবং শ্রীরামনবমী-শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-বৈশাখব্রতাদয়শ্চাত্র জ্ঞেয়াঃ। এতৎ সর্বমপি সদাচার-কথন-দ্বারা বিধত্তে, (ভা: ৩।১।১৯) –

(৩৭৯) "গাং **পর্য্যটন্**" ইত্যাদৌ "**ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি**" ইতি;
ব্রতান্যেকাদশ্যাদীনীতি; বিদুর ইতি প্রকরণলব্ধম্ ।। শ্রীশুকঃ ।।৩০৪।।

পূর্বোক্তরূপে অর্চনের ব্যাখ্যা করা হইল। ইহার অঙ্গসমূহ আগমাদি শাস্ত্রে জ্ঞাতব্য। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীরাধা জন্মাষ্টমী, কার্তিক ব্রত, একাদশী ব্রত ও মাঘস্নান প্রভৃতি অর্চনের অঙ্গের অন্তর্ভূতরূপেই গণ্য। তন্মধ্যে (ক) জন্মাষ্টমীবিষয়ে বিষ্ণুরহস্যগ্রন্থে ব্রহ্মনারদসংবাদে এরূপ উক্ত হইয়াছে –

"শ্রীদেবকীনন্দনের তুষ্টির জন্য ভক্তজনগণকর্তৃক বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিসহকারে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত পালনীয়। তাহা না করিলে চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল পর্যন্ত নরকগতি হইয়া থাকে।"

এইরূপ – "যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রত ত্যাগ করিয়া অন্যব্রত পালন করে, সে ঐহিক বা পারলৌকিক কোন পুণ্য লাভ করে না।"

বিত্তবিষয়ক অশাঠ্য অষ্টমস্কন্ধে এরূপ উক্ত হইয়াছে – "যে ব্যক্তি ধর্ম, যশঃ, অর্থ, কাম ও স্বজনগণের নিমিত্ত বিত্তসমূহ পাঁচভাগে বিভাগ করেন, তিনি ইহলোক এবং পরলোকে সুখভোগ করেন।"

(খ) কার্তিক ব্রতসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে – "একদিকে সকল তীর্থ" ইত্যাদি বলিবার পর উক্ত হইয়াছে –

"হে বৎস নারদ ! এক দৃষ্টিতে কার্তিক মাস সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। কার্তিক মাসে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যে কোন পুণ্য কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সমুদয়ই অক্ষয় হয়, ইহা তোমার নিকট সত্য বলিতেছি।"

"যে ব্যক্তি বিনা ব্রতে দামোদরের প্রিয় কার্তিক মাস যাপন করে, সে সর্বধর্মরহিত তির্যক্ প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে।"

(গ) অনন্তর একাদশীব্রতের উল্লেখ হইতেছে। অবৈষ্ণব ব্যক্তির সম্বন্ধেও একাদশীব্রতের নিত্যত্ব রহিয়াছে। বিষ্ণুধর্মে সাধারণরূপেই বলিয়াছেন – "বৈষ্ণবই হউন বা সৌরই হউন – একাদশী ব্রত পালন করিবেন।" সৌরপুরাণে বলিয়াছেন – "বৈষ্ণব, শৈব বা সৌরও একাদশী ব্রতের আচরণ করিবেন।"

বিশেষরূপে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে দীক্ষার পরবর্তী আবশ্যক কর্তব্যসমূহের বর্ণন প্রসঙ্গে – "পরম্পরাপ্রাপ্ত নিয়মসমূহ বর্ণনা করিতেছি" ইত্যাদি গ্রন্থে – "উভয়পক্ষেরই একাদশীতিথিতে ভোজন করিবে না। উক্ত তিথিতে রাত্রিজাগরণ এবং বিষ্ণুর বিশেষ পূজা কর্তব্য" এরূপ বলা হইয়াছে।

বিষ্ণুযামল গ্রন্থেও তাদৃশ আচারসমূহের বর্ণনপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে –

"দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রত, শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীর ভেদ, ব্রতে অসদাচরণ, উপবাসসামর্থ্যে ফলাদিভক্ষণ, একাদশীদিনে শ্রাদ্ধ, দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা এবং তুলসীচয়ন (নিষিদ্ধ)।"

এইরূপ দ্বাদশীতিথিতে বিষ্ণুর দিবাস্নানও নিষিদ্ধরূপে উক্ত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডেও বৈষ্ণবধর্মকথনপ্রসঙ্গে "দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতা" এরূপ বলা হইয়াছে। এইরূপ স্কন্দপুরাণ কাশীখণ্ডে এবং সৌপর্ণদ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্মা ভগবদ্ধর্মবিষয়ে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন –

"হে শ্রীকৃষ্ণ ! অদ্য হইতে আমার যাহা কর্তব্য, তাহা শ্রবণ করুন। একাদশীতে ভোজন করিব না, সর্বদা জাগরণ করিব, প্রত্যহ পরমভক্তিসহকারে আপনার পূজা করিব, আপনার দিনটি অর্থাৎ একাদশীতিথি পলার্ধপরিমিত দশমীদ্বারা বিদ্ধ হইলেও তাহা ত্যাগ করিব এবং আপনার প্রতি প্রীতিসহকারে দ্বাদশী তিথিতে ব্রতসহিত আটটি আচরণ পালন করিব" ইত্যাদি। অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে – "একাদশীতে ভোজন করিবে না, ইহা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবব্রত।"

এইরূপ গৌতমীয় বচন – "বৈষ্ণব ব্যক্তি যদি প্রমাদবশতঃ একাদশী তিথিতে ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিষ্ণুপূজা বিফল হয় এবং নরকগতি ঘটিয়া থাকে।"

মৎস্যপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণে বলিয়াছেন – "শুক্লা বা কৃষ্ণা যে কোন একাদশী তিথিতেই উপবাস করিয়া যিনি দ্বাদশীতে ভোজন করেন, তাহার এই আচরণ উত্তম বৈষ্ণব ব্রত।"

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে – "যে ব্যক্তি একাদশীতে ভোজন করে, সে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুঘাতী এবং বিষ্ণুলোকচ্যুত হয়।"

এস্থলে বৈষ্ণবগণের উপবাস বলিতে মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগই বুঝিতে হইবে; যেহেতু তাঁহাদের অন্যভোজন নিত্যই নিষিদ্ধ রহিয়াছে। নারদপঞ্চরাত্রে এরূপই বলিয়াছেন –

"হে নারদ! শ্রীভগবানের প্রসাদান্ন সর্বদা গ্রহণ করিবে, পরন্তু একাদশী তিথিতে লক্ষ্মীপ্রমুখ ভক্তগণেরও প্রসাদান্নগ্রহণ নিষিদ্ধ, এঅবস্থায় অপর সাধারণের কথা আর কী বলিব ?"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে—

"পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন, পানীয়াদি ও ঔষধ যাহা আহারের জন্য কল্পিত হয়, তৎসমুদয় শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি নিবেদন না করিয়া উহা ভোজন করে, সে প্রায়শ্চিত্তযোগ্য হয়। অতএব সর্বদা সর্ববস্তু বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াই ভোজন করিবে।"

একাদশীদিনে জাগরণেরও নিত্যত্বসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে উমামহেশ্বরসংবাদে এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে—

"বিষ্ণুর দিন (একাদশী তিথি) উপস্থিত হইলে যাহারা জাগরণ করে না এবং বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহাদের সুকৃত বিনষ্ট হয়। দ্বাদশীতে জাগরণবিষয়ে যাহার মতি হয় না, কেশবের পূজায় তাহার অধিকার নাই।" একাদশীব্রত যে বিষ্ণুর প্রীতিদায়ক এবিষয়ে পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে—

"হে দেবি! আমি দ্বাদশীর বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ জনার্দন দ্বাদশীর স্মরণমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।"

ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"একাদশী তিথি পরমপুণ্যা, সর্বপাপবিনাশিনী, বিষ্ণুভক্তির উদ্দীপনী এবং পরমার্থগতিদায়িনী।" অতএব একমাত্র ভক্তিনিষ্ঠ ও একমাত্র মহাপ্রসাদসেবী শ্রীঅম্বরীষ প্রভৃতির একাদশীব্রত প্রদর্শন করিতে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতকর্তৃকও একাদশীব্রতটি অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবধর্মরূপে সম্মত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ কার্তিকমাহাত্ম্যেও শোনা যায়, পুরাকালে এক ব্রাহ্মণকন্যা কার্তিকব্রত ও একাদশীব্রতের প্রভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীসত্যভামা নাম্নী প্রেয়সীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

গরুড়পুরাণে (ঘ) মাঘ স্নান সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"হে দেবরাজ শচীকান্ত! বৈষ্ণবগণের অতিপ্রিয় মাঘ মাস দুর্লভ। উহা দেবগণ, ঋষিগণ, মুনিগণ, বিশেষতঃ ভগবান্ শ্রীহরির পরমপ্রিয়।"

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—

"হে নারদ! সকল পাপের বিনাশ এবং শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য প্রতি বর্ষ সর্বদা মাঘস্নান কর্তব্য।"

ভবিষ্যোত্তরে বলিয়াছেন— "যে ব্যক্তি যথেচ্ছ ভোগরাশি ত্যাগ করিয়া মাঘমাসে উষাকালে স্নান করেন, তিনি নিজ বংশের একবিংশতি পুরুষের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করেন।"

এইরূপ শ্রীরামনবমী, শ্রীনৃসিংহচতুর্দশী ও বৈশাখব্রতপ্রভৃতিকেও অর্চনের অঙ্গমধ্যেই জানিতে হইবে।

(শাস্ত্র যেরূপ ধর্মবিষয়ে প্রমাণ, সদাচার অর্থাৎ সাধুগণের আচরণও ধর্মবিষয়ে সেরূপ প্রমাণরূপে স্বীকৃত। অর্থাৎ সাধুগণ যে বিষয় আচরণ করেন, তাহা ধর্ম বলিয়া অপরেরও আচরণীয় হয়— এইহেতু) এই একাদশীপ্রভৃতি সকলবিষয়েই সদাচারবর্ণনদ্বারা এইসকলের বৈধত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—

(৩৭৯) "(তিনি) পবিত্র ও অমিশ্রিত জীবিকা অবলম্বন করিয়া, প্রতিতীর্থে স্নান, মৃত্তিকাদিতে শয়ন, দেহমার্জনাদি ত্যাগ এবং বল্কলাদি বেশ ধারণপূর্বক আত্মীয়গণকর্তৃক অলক্ষিত হইয়া পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে শ্রীহরির সন্তোষজনক ব্রতসমূহের আচরণ করিয়াছিলেন।"

'ব্রতসমূহ' অর্থাৎ একাদশীপ্রভৃতি। এই সাধুটি যে শ্রীবিদুর, ইহা উক্ত প্রকরণ হইতেই জানা যায়। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥৩০৪॥

এবং তাদৃশব্রতেষ্বপি তত্তদুপাসকানাং স্ব-স্বেষ্টদৈবত-ব্রতং সুষ্ঠু এব বিধেয়মিত্যাগতম্।

অথাস্মিন্ পাদসেবার্চনমার্গে "যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে" ইত্যাদিনাগমোক্তা যে দ্বাত্রিংশদপরাধাস্তথা "রাজান্নভক্ষণং চৈবম্" ইত্যাদিনা বারাহোক্তা যে চ তৎসংখ্যকাস্তথা "মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃত্য হ্যস্মাকং যঃ প্রপদ্যতে" ইত্যাদিনা তদুক্তা যে চান্যে বহবস্তে সর্বে—

"মমার্চনাপরাধা যে কীর্ত্যন্তে বসুধে ময়া। বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥"

ইতি বারাহানুসারেণ পরিত্যাজ্যা ইত্যাশয়েনাহ, (ভা: ১১।২৭।১৭-১৮)—

(৩৮০) "শ্রদ্ধয়োপাহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি।"
"ভূর্য্যপ্যভক্তোপাহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥"

শ্রদ্ধা-ভক্তি-শব্দাভ্যামত্রাদর এব বিধীয়তে। অপরাধাস্ত সর্বেঽনাদরাত্মকা এব,—(ক) প্রভুত্বাবমানতশ্চ, (খ) আজ্ঞাবমানতশ্চ; তস্মাদপরাধ-নিদানমত্রানাদর এব পরিত্যাজ্য ইত্যর্থঃ॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্॥৩০৫॥

এইরূপ তাদৃশ ব্রতসমূহের মধ্যেও বিভিন্ন উপাসকগণের পক্ষে নিজ নিজ ইষ্টদেবতার ব্রত সুষ্ঠুভাবেই পালনীয়—ইহা প্রতীত হইতেছে। এইরূপ এই পাদসেবায় এবং অর্চনমার্গে—"যানদ্বারা অথবা পাদুকাসহ শ্রীভগবানের মন্দিরে গমন" ইত্যাদিরূপে আগমোক্ত যে বত্রিশ প্রকার অপরাধ এবং "রাজার অন্নভক্ষণ" ইত্যাদিরূপে বরাহপুরাণোক্ত যে বত্রিশপ্রকার অপরাধ এবং "আমার শাস্ত্রের প্রতি অনাদরপূর্বক যে ব্যক্তি আমার শরণাগত হয়" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ভগবৎকর্তৃক বর্ণিত আরও যে অনেকপ্রকার অপরাধ, উহার সমস্তই—"হে পৃথিবি! আমি আমার অর্চনসম্বন্ধে যে-সকল অপরাধ বর্ণন করিতেছি, বৈষ্ণবগণ সর্বদা যত্নসহকারে তৎসমুদয় বর্জন করিবেন"—এই বরাহপুরাণের বচনানুসারে পরিত্যাজ্য—এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—

(৩৮০) "ভক্তকর্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত জলও আমার পরমপ্রিয় হয়; পরন্তু অভক্তকর্তৃক প্রদত্ত প্রভূত দ্রব্যও আমার সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হয় না।"

এস্থলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি শব্দদ্বারা আদরেরই বিধান হইতেছে। আর অপরাধসমূহ সকলই অনাদরাত্মক। (ক) উহা প্রভুত্বের অবমাননা এবং (খ) তদীয় আদেশের প্রতি অবমাননা—এই দুইভাবেই হয়। অতএব সকল অপরাধের মূলকারণ অনাদরই পরিত্যাজ্য—ইহাই তাৎপর্যার্থ। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥৩০৫॥

মহতামনাদরস্তু সর্বনাশক ইত্যাহ, (ভা: ৪।৩১।২১)—

(৩৮১) "ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং, হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুত-ধন-কুল-কর্মণাং মদৈর্যে, বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু॥"

অধনাশ্চ তে, **আত্মধনা** ভগবদেকধনাশ্চ, তে **প্রিয়া** যস্য সঃ; **রসজ্ঞো** ভক্তিরসিকো **হরিঃ**। কে **কুমনীষিণ** ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—**শ্রুতেতি**; **পাপমপরাধম্**॥ শ্রীনারদঃ প্রচেতসঃ॥৩০৬॥

মহদ্গণের অনাদর সর্বনাশজনকই হয়, ইহা বলিতেছেন—

(৩৮১) "যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, কুল ও কর্মহেতু অহঙ্কারবশে অকিঞ্চন সাধুগণের প্রতি পাপ আচরণ করে, যাঁহারা নির্ধন এবং শ্রীভগবান্ই যাঁহাদের ধন তাদৃশ ব্যক্তিগণ যাঁহার প্রিয়, সেই রসজ্ঞ শ্রীহরি সেই কুমনীষিগণের পূজা গ্রহণ করেন না।"

'নির্ধন' এবং 'আত্মধন' অর্থাৎ একমাত্র শ্রীভগবানই যাঁহাদের ধন, তাদৃশ ব্যক্তিগণ যাঁহার প্রিয় এবং যিনি 'রসজ্ঞ' অর্থাৎ ভক্তিরসিক, সেই শ্রীহরি; কাহারা কুমনীষী? তাহাই বলিতেছেন—'শাস্ত্রজ্ঞানাদির অহঙ্কারবশে' ইত্যাদি। 'পাপ' অর্থাৎ অপরাধ। ইহা প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি॥৩০৬॥

কিঞ্চ, (ভা: ৫।১০।২৫) –

(৩৮২) **"ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসখস্য, সাম্যেন বীতাভিমতেস্তবাপি।**
মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্-নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥"

স্পষ্টম্ ॥ রহূগণঃ শ্রীভরতম্ ॥৩০৭॥

(৩৮২) এইরূপ – "বিশ্বের সুহৃদ্ ও সখা এবং সমদৃষ্টিহেতু অভিমানশূন্য আপনার কোনরূপ বিকার না থাকিতে পারে, কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তি শ্রীশঙ্করতুল্য হইলেও নিজকৃত মহতের অবমাননাহেতু সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।" অর্থ স্পষ্ট। ইহা শ্রীভরতের প্রতি রহূগণের উক্তি ॥৩০৭॥

অথ তথাপি প্রামাদিকে ভগবদপরাধে পুনর্ভগবৎপ্রসাদনানি কর্তব্যানি; যথা স্কান্দে অবন্তিখণ্ডে শ্রীব্যাসোক্তৌ –

"অহন্যহনি যো মর্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ। দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥" ইতি;
তত্রৈব দ্বারকামাহাত্ম্যে –

"সহস্রনামমাহাত্ম্যং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি। অপরাধসহস্রেণ ন স লিপ্যেৎ কদাচন ॥" ইতি;
তত্রৈব রেবাখণ্ডে –

"দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্। দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥" ইতি;
তত্রৈবান্যত্র –

"তুলস্যা রোপণং কার্যং শ্রবণে ন বিশেষতঃ। অপরাধসহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ ॥" ইতি;
তত্রৈবান্যত্র কার্তিক-মাহাত্ম্যে –

"তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চনম্। দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥" ইতি;
অন্যত্র –

"যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ। অপরাধসহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ ॥" ইতি;
আদিবারাহে –

"সংবৎসরস্য মধ্যে তু তীর্থে শৌকরকে মম। কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবেৎ। অনয়োস্তীর্থয়োরেকং যঃ সেবেৎ সুকৃতী নরঃ।
সহস্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ ॥" ইতি;

শৌকরকে শূকরক্ষেত্রাখ্যে।

মহদপরাধস্তু – (ক) চাটুকারাদিনা বা; (খ) তৎপ্রীত্যর্থকৃতেন নিরন্তরদীর্ঘকালীন-ভগবন্নাম-কীর্তনেন বা তং প্রসাদ্য – ক্ষমাপণীয় ইত্যবোচামৈব; – তৎপ্রসাদং বিনা তদসিদ্ধেঃ।

অতএব (ক) পূর্বত্রোক্তং শ্রীশিবং প্রতি দক্ষেণ (ভা: ৪।৭।১৫) –

"যোঽসৌ ময়াবিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং, ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈর্বিগণয্য তন্মাম্।
অর্বাক্ পতন্তমরহত্তমনিন্দয়াপাদ্, দৃষ্ট্যার্দ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ ॥" ইতি।

(খ) এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্।

(৬) অথ বন্দনম্; তচ্চ যদ্যপ্যর্চনাঙ্গত্বেনাপি বর্ততে, তথাপি কীর্তন-স্মরণবৎ স্বাতন্ত্র্যেণাপীত্যভিপ্রেত্য পৃথগ্বিধীয়তে। এবমন্যত্রাপি (অন্যান্যভক্ত্যঙ্গেষ্বপি) জ্ঞেয়ম্। বন্দনস্য পৃথগ্বিধানং

চানন্তগুণৈশ্বর্য্য-শ্রবণাত্তদ্-গুণানুসন্ধান-পাদসেবাদৌ বিধৃতদৈন্যানাং নমস্কারমাত্রে কৃতাধ্য-বসায়ানামর্থে। স এষ নমস্কারস্তস্যার্চনত্বে-নাপ্যতিদিষ্টঃ; যথা নারসিংহে —

"নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ। নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন হরিং ব্রজেৎ ॥" ইতি।

তদেতদ্‌বন্দনং যথা (ভা: ১০।১৪।৮) —

(৩৮৩) **"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো, ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।**
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে, জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥"

যস্মাৎ (ভা: ১০।১৪।৭) "**গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুম্**" ইত্যাদিনা তাদৃশত্বমুচ্যতে, **তত্ত**স্মাৎ; '**নমঃ**' নমস্কারম্; **মুক্তিপদে** — (ভা: ২।১০।১-২) নবম-পদার্থস্য **মুক্তে**রপ্যাশ্রয়ে পরিপূর্ণ-**দশম**-পদার্থে; যদ্বা **মুক্তি**রিহ পঞ্চমস্থ (ভা: ৫।১৯।১৮,১৯) গদ্যানুসারেণ প্রেমৈব; **তৎপদে** তদ্‌বিষয়ে পরিপূর্ণ-ভগবল্লক্ষণে ত্বয়ি **দায়ভাগ্**ভবতি — ভ্রাতৃবণ্টন ইব ত্বং তস্য দায়ত্বেন বর্তস ইত্যর্থঃ, — ত্বং তস্য সুবশো ভবসীত্যর্থঃ। মুক্তিমাত্রং তু সকৃন্নমস্কারেণৈবাসন্নং স্যাৎ; যথা শ্রীবিষ্ণুধর্মে —

"দুর্গ-সংসার-কান্তারমপারমভিধাবতাম্। একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো মুক্তিতীরস্য দৈশিকঃ ॥" ইতি।

তত্তে ইত্যত্র "**সুসমীক্ষমাণঃ** প্রতীক্ষমাণ" ইতি টীকা; যদ্বা, প্রতিক্ষণং নিরুপাধিকৃপয়ৈব প্রভুণা তথা তথা ক্রিয়মাণা**মনুকম্পাং** সুষ্ঠুরূপামীক্ষমাণস্তত্রানন্দীভবন্ তাং সম্যক্ পশ্যন্ বিভাবয়ন্ তথা **হৃদা** যদ্বা **বাচা** যদ্বা **বপুষা নমো বিদধৎ** জন ইত্যাদি-ব্যাখ্যা জ্ঞেয়া।

নমস্কারেঽপরাধাশ্চৈতে পরিহর্তব্যাঃ, — বারাহ-বিষ্ণু-স্মৃত্যাদিদৃষ্ট্যা — যে খল্বেকহস্তকৃতত্ব-বস্ত্রাবৃত-দেহত্ব-ভগবদগ্রপৃষ্ঠ-বামভাগাত্যন্তনিকট-গর্ভমন্দির-গতত্বাদিময়াঃ ॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥৩০৮॥

তথাপি অসাবধানতাহেতু ভগবদ্‌বিষয়ে অপরাধ ঘটিলে পুনরায় শ্রীভগবানের প্রসন্নতা উৎপাদন কর্তব্য।

এবিষয়ে স্কন্দপুরাণে অবন্তিখণ্ডে শ্রীব্যাসদেবের উক্তি — "যে মানব প্রত্যহ গীতাশাস্ত্রের একটি অধ্যায় পাঠ করেন, ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার বত্রিশপ্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন।"

স্কন্দপুরাণেই দ্বারকা মাহাত্ম্যে বলিয়াছেন — "যিনি শ্রীভগবানের সহস্রনামমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি সহস্র অপরাধদ্বারাও কখনও লিপ্ত হন না।"

স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে উক্ত হইয়াছে — "যিনি শ্রীহরির দ্বাদশীতে জাগরণপূর্বক তুলসী স্তব পাঠ করেন, কেশব তাঁহার বত্রিশ প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন।"

স্কন্দপুরাণেই অন্যত্র বলিয়াছেন — "শ্রবণ নক্ষত্রে বিশেষতঃ তুলসী রোপণ করিবে। ইহাতে শ্রীহরি সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন।"

স্কন্দপুরাণেই অন্যত্র কার্তিকমাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে — "যিনি তুলসীদ্বারা শালগ্রামশিলার অর্চন করেন, ভগবান্ কেশব তাঁহার বত্রিশপ্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন।" অন্যত্র বলিয়াছেন — "যিনি শ্রীকৃষ্ণের শস্ত্রচিহ্নে অঙ্কিত হইয়া শ্রীহরি-পূজা করেন, ভগবান্ কেশব তাঁহার সহস্র অপরাধ সর্বদা ক্ষমা করেন।"

আদিবারাহে উক্ত হইয়াছে — "সংবৎসরমধ্যে আমার শৌকরক তীর্থে উপবাস করিয়া গঙ্গাস্নান করিলে লোক শুদ্ধিলাভ করে। শ্রীমথুরায়ও এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে অপরাধী শুদ্ধ হয়। যে সুকৃতী পুরুষ এই দুই তীর্থের যে কোন একটির সেবা করেন, তিনি সহস্রজন্মজনিত অপরাধ পরিহার করিয়া থাকেন।" 'শৌকরক' অর্থাৎ শূকরক্ষেত্রনামক তীর্থ।

মহতের প্রতি অপরাধ হইলে (ক) চাটুবাক্যাদিদ্বারা অথবা (খ) তাঁহার প্রীতির জন্য নিরন্তর দীর্ঘকালপর্যন্ত অনুষ্ঠিত ভগবন্নামকীর্তনদ্বারা তাহা ক্ষমাপণের যোগ্য হয় — ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার প্রসন্নতা ব্যতীত ক্ষমা সিদ্ধ হইতে পারে না।

অতএব (ক) শ্রীশিবের প্রতি দক্ষের উক্তি — "তত্ত্বজ্ঞানশূন্য আমি সভামধ্যে দুর্বাক্যবাণদ্বারা তিরস্কৃত করিলেও যিনি তাহা বিস্মৃত হইয়া, পূজ্যতমের নিন্দাহেতু অধঃপতনোন্মুখ আমাকে কৃপাসিক্ত দৃষ্টিদ্বারা রক্ষা করিয়াছেন, সেই ভগবান্ শঙ্কর স্বকৃত অনুগ্রহদ্বারাই তুষ্ট হউন।"

(খ) এইরূপ পরবর্তী স্থলেও জানিতে হইবে।

(৬) অনন্তর বন্দনসম্বন্ধে বিচার হইতেছে। যদিও অর্চনের অঙ্গরূপেও বন্দন রহিয়াছে, তথাপি কীর্তন এবং স্মরণের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেও ইহার অনুষ্ঠান হয় বলিয়া পৃথক্ বিধান হইতেছে। এইরূপ অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গসম্বন্ধেও জানিতে হইবে। শ্রীভগবানের অনন্ত গুণ ও অনন্ত ঐশ্বর্য শোনা যায় বলিয়া — ঐসকল গুণানুসন্ধান ও পাদসেবাপ্রভৃতিবিষয়ে যাঁহারা দৈন্যযুক্ত অর্থাৎ অসমর্থ হইয়া কেবলমাত্র নমস্কারে উদ্যোগী, তাঁহাদের জন্য বন্দনের পৃথক্ বিধান হইয়াছে। আর, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে এই নমস্কার অর্চনরূপেও উল্লিখিত হইয়াছে। নৃসিংহপুরাণে এরূপ দেখা যায় —

"সকলপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে নমস্কার উত্তম যজ্ঞরূপে স্মৃত হইয়াছে। একটিমাত্র সাষ্টাঙ্গ নমস্কারদ্বারা লোক শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারেন।"

সেই বন্দনসম্বন্ধে বলিয়াছেন —

(৩৮৩) "(হে ভগবন্ !) অতএব যিনি আপনার অনুকম্পার সুসমীক্ষা করিয়া, নিজকৃত কর্মফল ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে আপনার নমস্কারবিধানসহকারে জীবন ধারণ করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাগী হন।"

যেহেতু — "গুণসমূহের অধিষ্ঠাতা আপনার গুণসমূহের গণনা করিতেও কেহ সমর্থ হয় নাই" ইত্যাদি বাক্যে আপনার গুণরাশি অপরিমেয় বলা হইয়াছে, 'অতএব' (কীর্তন-স্মরণাদি অসম্ভব বলিয়া নমস্কারমাত্রই আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য — এরূপ বিচার করিয়া)।

'তৎ' অর্থাৎ অতএব; 'নমঃ' অর্থাৎ নমস্কার; 'মুক্তিপদে' — নবম পদার্থ যে 'মুক্তি', তাহারও 'পদ' অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ পরিপূর্ণ দশম পদার্থে; অথবা পঞ্চমস্কন্ধের গদ্যানুসারে এস্থলে 'মুক্তি' শব্দের অর্থ প্রেমই হয়; তাহার 'পদে' অর্থাৎ তাহার বিষয়স্বরূপ পরিপূর্ণ ভগবান্ যে-আপনি, সেই আপনার বিষয়ে "দায়ভাগী হন"। ভ্রাতৃগণের মধ্যে বণ্টনকালে পৈতৃক ধন যেরূপ সকলের দায় (প্রাপ্য) হয়, সেরূপ আপনিও তাদৃশ ব্যক্তির দায়রূপেই বর্তমান থাকেন। অর্থাৎ আপনি অনায়াসে তাঁহার বশীভূত হন। কেবলমাত্র মুক্তি একবারমাত্র নমস্কারহেতুই তাঁহার নিকটবর্তী হয়। বিষ্ণুধর্মে এরূপই বলিয়াছেন —

"দুর্গম সংসাররূপ অপার বনমধ্যে ধাবিত ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত একবারমাত্র নমস্কারই মুক্তি-তীর নির্দেশ করে।"

'অতএব' ইত্যাদি শ্লোকে 'সুসমীক্ষমাণ' পদের অর্থ টীকায় 'প্রতীক্ষমাণ' এরূপ উক্ত হইয়াছে। অথবা এরূপ ব্যাখ্যা হয় — প্রভু শ্রীহরি অহৈতুককৃপাবশতঃ প্রতিক্ষণ বিভিন্নরূপে যে-অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সুষ্ঠুরূপে ঈক্ষণ করিয়া তদ্বিষয়ে আনন্দিত হইয়া সেই অনুকম্পাকে সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া, হৃদয়দ্বারা, অথবা বাক্যদ্বারা, অথবা শরীরদ্বারা নমস্কার বিধান করিয়া তাদৃশ জন (মুক্তিপদে দায়ভাগী হন)।

বিষ্ণু-বরাহ-স্মৃতিপ্রভৃতি শাস্ত্র দর্শন করিয়া নমস্কারবিষয়ক এইসকল অপরাধ পরিত্যাজ্য। যথা— একহস্তদ্বারা, কিংবা বস্ত্রাবৃতদেহ হইয়া, কিংবা শ্রীভগবানের অগ্রভাগ, পশ্চাদ্ভাগ, বামভাগ এবং অত্যন্ত নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত হইয়া, কিংবা গর্ভমন্দিরে যাইয়া নমস্কার করিলে অপরাধ হয়। ইহা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি ॥৩০৮॥

(৭) অথ দাস্যম্; তচ্চ শ্রীবিষ্ণোর্দাসম্মন্যত্বম্—

"জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী। দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ ॥" ইতি ইতিহাস-সমুচ্চয়োক্ত-লক্ষণম্।

অস্তু তাবত্তদ্ভজন-প্রয়াসঃ, কেবল-তাদৃশত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতীত্যভিপ্রেত্যৈবোত্তরত্র নির্দেশশ্চ তস্য; যথোক্তম্ (ইতিহাস-সমুচ্চয়ে), 'জন্মান্তর' ইত্যেতৎপদ্যস্যৈবান্তে,— "কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ" ইতি।

শ্রীপ্রহ্লাদ-স্তুতৌ (ভা: ৭।৯।৫০) **'তত্তেঽর্হত্তম'** ইত্যাদিপদ্যে তু নমঃ-স্তুতি-সর্বকর্মার্পণ-পরিচর্যা-চরণস্মৃতি-কথাশ্রবণাত্মকং দাস্যমিতি টীকায়াং সম্মতম্। শ্রীমদুদ্ধববাক্যে চ (ভা: ১১।৬।৪৬) —

"ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥"

ইতি তত্র তত্র চ কার্য-দ্বারৈব নির্দিষ্টম্; এতস্যৈব কার্য্যভূতং পরিচর্য্যাদিকমতঃ কেবলপরিচর্য্যারূপত্বে ভেদো ন স্যাৎ। উদাহরণং তু (ভা: ৯।৪।১৮-২০) —

(৩৮৪) **"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ"** ইত্যাদৌ, **"কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া"** ইতি;

চকারেতি পূর্বেণান্বয়ঃ। **কামং** সঙ্কল্পঞ্চ **দাস্যে** নিমিত্তে এব; **চ**-কারাদ্দাসোঽহং তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) দাস্যমেতৎ করোমীত্যেবং সঙ্কল্পিতবানিত্যর্থঃ; **ন তু** তদ্ব্যতিরেকেণ তেনৈব বা **কামকাম্যয়া** স্বর্গাদি-বিষয়-ভোগেচ্ছয়া তং চকারেতি বাসনান্তর-ব্যবচ্ছেদঃ ॥ শ্রীশুকঃ ॥৩০৯॥

(৭) অনন্তর দাস্য সম্বন্ধে বিচার হইতেছে। নিজকে শ্রীবিষ্ণুর দাসরূপে চিন্তা করাই দাস্য। উহার লক্ষণ— "সহস্র জন্মমধ্যেও যাঁহার 'আমি ভগবান্ বাসুদেবের দাস'— এরূপ মতি হয়, তিনি সকল লোক উদ্ধার করেন।" ইতিহাসসমুচ্চয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে।

ভজনের প্রয়াস দূরে থাকুক, কেবলমাত্র 'আমি তাঁহার দাস' এইরূপ অভিমানহেতুও সিদ্ধিলাভ হয়— এই অভিপ্রায়েই শ্রবণাদিরূপ ভজনের পর এই দাস্যের নির্দেশ হইয়াছে। 'জন্মান্তর সহস্র' ইত্যাদি পদ্যের শেষেই এরূপও উক্ত হইয়াছে— "ভগবদ্গতপ্রাণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ যে সকল লোক উদ্ধার করেন, এবিষয়ে আর বক্তব্য কি ?"

শ্রীপ্রহ্লাদস্তুতির "অতএব হে পূজ্যতম! আপনার" ইত্যাদি পদ্যের টীকায়— নমস্কার, স্তুতি, সর্বকর্মসমর্পণ, পরিচর্যা, চরণস্মৃতি ও কথাশ্রবণরূপ দাস্য সম্মত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধবের উক্তিতেও এরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে—

"হে প্রভো! আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা আপনার উপভোগান্তে প্রসাদীকৃত মাল্য, গন্ধদ্রব্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আপনার মায়া জয় করিব।"

বিভিন্ন স্থলে কার্যদ্বারাই এই দাস্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। দাস্যকে কেবল পরিচর্যারূপে বিবেচনা করিলে উভয়ের (দাস্য ও পরিচর্যার) মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। উদাহরণ—

(৩৮৪) "সেই মহারাজ শ্রীঅম্বরীষ নিজ মনকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে" ইত্যাদি বাক্যের পর বলিয়াছেন— "(তিনি) কামও দাস্যেই (দাস্যলাভের জন্যই) করিয়াছিলেন, কাম-কামনায় নহে"। 'চকার' (করিয়াছিলেন) এই পূর্ববর্তী ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইবে। 'কাম' অর্থাৎ সঙ্কল্পও দাস্যের জন্যই করিয়াছিলেন— অর্থাৎ 'আমি তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) দাস, তাঁহার এই দাস্য করিতেছি'— এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; পরন্তু এতদ্ব্যতীত 'কামকামনায়' অর্থাৎ স্বর্গাদিবিষয়ভোগেচ্ছায় সঙ্কল্প করেন নাই। ইহাদ্বারা বাসনান্তর নিরস্ত হইয়াছে। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥৩০৯॥

তদেতদ্দাস্য-সম্বন্ধেনৈব সর্বমপি ভজনং মহত্তরং ভবতীত্যাহ, (ভা: ৯।৫।১৬) —

(৩৮৫) **"যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ।**
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥"

যস্য ভগবতো **নামশ্রবণমাত্রেণ** যথাকথঞ্চিত্তচ্ছ্রবণেন, কিং পুনঃ সম্যক্ তত্তদ্ভজনেনেত্যর্থঃ; তর্হি দাসোঽস্মীত্যভিমানেন সম্যগেব ভজতাং সর্বত্র সাধনে সাধ্যে চ **কিমবশিষ্যতে** ? — তদধিকমন্যৎ কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ দুর্বাসাঃ শ্রীমদম্বরীষম্ ॥৩১০॥

এই দাস্য-ভজনের সম্বন্ধহেতুই সমস্ত ভজন শ্রেষ্ঠতর হয়— এইরূপ বলিতেছেন—

(৩৮৫) "যাঁহার নামশ্রবণমাত্রেই পুরুষ নির্মল হয়, তীর্থপদ (যাঁহার পদে গঙ্গারূপ তীর্থ বিরাজমান) সেই শ্রীহরির দাসগণের কোন্ অভীষ্ট অবশিষ্ট থাকে ?"

যে শ্রীভগবানের নামশ্রবণমাত্রেই অর্থাৎ যেকোনরূপে নামশ্রবণহেতুই (পুরুষ নির্মল হয়)— এঅবস্থায় সম্যগ্‌ভাবে শ্রবণাদি অন্যসকল ভজনের কথায় আর বক্তব্য কি ? অতএব 'আমি দাস' এই অভিমানে যাঁহারা সম্যগ্‌ভাবে ভজন করেন, তাঁহাদের সাধন ও সাধ্য সর্ববিষয়ে আর কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ ইহার অধিক অন্য আর কিছুই নাই। ইহা শ্রীঅম্বরীষের প্রতি শ্রীদুর্বাসার উক্তি ॥৩১০॥

(৮) অথ সখ্যম্; তচ্চ হিতাশংসনময়ং বন্ধুভাব-লক্ষণম্— (ভা: ১০।১৪।৩২) **"যন্মিত্রং পরমানন্দম্"** ইত্যত্র তথৈব '**মিত্র**'-পদন্যাসাৎ। যথা রামার্চনচন্দ্রিকায়াম্—

"পরিচর্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদাদিষু শেরতে। মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥" ইতি।

অস্য (সখ্যস্য) চোত্তরত্র পাঠঃ প্রেমবিশ্রম্ভভাবনাময়ত্বেন দাস্যাদপ্যুত্তমত্বাপেক্ষয়া। কিঞ্চ, পরমেশ্বরেঽপি যৎ সখ্যং শাস্ত্রে বিধীয়তে, তন্নাশ্চর্যম্,— "নাদেবো দেবমর্চয়েৎ" ইতি তদ্ভাবস্যাপি বিধান-শ্রবণাৎ; কিন্তু তদ্ভাবাহংগ্রহোপাসনা-সম্ভাবনাশঙ্কয়া উপাসকস্যাত্মনি পরমেশ্বরাভিমানস্তৎসেবা-বিরুদ্ধ ইতি শুদ্ধভক্তৈ-রুপেক্ষ্যতে, সখ্যং তু পরমসেবানুকূলমিত্যুপাদীয়ত ইতি। তদেতৎ সাক্ষাদ্ভজনাত্মকং দাস্যং সখ্যঞ্চ টীকায়ামপি দর্শিতমস্তি— (ভা: ১০।৮১।৩৬) **"তস্যৈব মে সৌহৃদ-সখ্য-মৈত্রী-দাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ"** ইত্যত্র শ্রীদামবিপ্রবাক্যে; যথা— "শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তবাৎসল্যং দৃষ্ট্বা তদ্ভক্তিং প্রার্থয়তে,— **তস্যেতি**; **সৌহৃদং**— প্রেম চ, **সখ্যং**— হিতাশংসনঞ্চ, **মৈত্রী**— উপকারকত্বঞ্চ, **দাস্যং**— সেবকত্বঞ্চ; তৎ-সমাহারৈকবচনম্, **তস্য** তৎসম্বন্ধিনো **মে** মম **স্যান্ন** তু বিভূতিঃ" ইত্যেতৎ। অত্র নববিধায়াং সাধ্যত্বাৎ প্রেমা নান্তর্ভাব্যতে; মৈত্রী তু সখ্য এবান্তর্ভাব্যেতি দাস্য-সখ্যে দ্বে এব গৃহীতে। অত্র চ তাভ্যাং কর্মার্পণ-বিশ্বাসৌ ন ব্যাখ্যাতৌ,— সাক্ষাদ্ভক্তিত্বাভাবাৎ;— কর্মার্পণস্য ফলং ভক্তির্বিশ্বাসশ্চ ভক্ত্যভিনিবেশ-হেতুরিতীহ পূর্বমুক্তম্। তচ্চ ভগবদ্বিষয়-হিতাশংসনময়ং সখ্যম্— ভগবৎকৃত-হিতাশংসনস্য নিত্য-সিদ্ধত্বাৎ, তেন সহ তস্য নিত্যসহবাসাচ্চ (শ্বে: ৪।৬, মু: ৩।১।১২ "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইতি শ্রুতেঃ) ভজনবিশেষেণাপি বিশিষ্টং সম্পাদয়িতুং নাতিদুষ্করং স্যাদিত্যাহ (ভা: ৭।৭।৩৮) —

(৩৮৬) **"কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥"**

ছিদ্রবদাকাশবদলিপ্তত্বেন সদা বর্তমানস্য; নাতিপ্রয়াসে হেতুঃ — সর্বেষাং **দেহিনাং** যঃ **স্ব আত্মা** শুদ্ধং স্বরূপং তস্য, **সামান্যতঃ** সর্বত্র নির্বিশেষতয়ৈব সখা, যথাবসরং বহিরন্তঃকরণ-বিষয়াদি-লক্ষণ-মায়িক্যা নিজপ্রেমাদি-লক্ষণামায়িক্যাশ্চ সম্পত্তের্দানেন হিতাশংসী যস্তস্য **হরেঃ**। তস্মাদারোপিতানাং নশ্বরাণাং বিষয়াণাং জায়াপত্যাদীনামুপার্জনৈঃ **কিং** ইতি ॥ শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্ ॥৩১১॥

(৮) অনন্তর সখ্যবিষয়ে বিচার হইতেছে। সখ্য বলিতে হিতকামনারূপ বন্ধুভাব বোঝায়। "পরমানন্দময় সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম যে-ব্রজবাসিগণের মিত্র" এইরূপ বাক্যে ঈদৃশ অর্থেই 'মিত্র' পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকায় এরূপ বলিয়াছেন —

"পরিচর্যাপরায়ণ কোন কোন ব্যক্তি শ্রীভগবান্‌কে মনুষ্যের ন্যায় দেখিবার জন্য এবং তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্য তাঁহার প্রাসাদাদিতে শয়ন করেন।" এই সখ্য — প্রেম ও বিশ্বাসযুক্ত ভাবনাময় বলিয়া দাস্য অপেক্ষাও উত্তমই হয় — এইহেতুই দাস্যের পরবর্তিরূপে ইহার উল্লেখ হইয়াছে। এইরূপ শাস্ত্রে পরমেশ্বরের প্রতিও যে সখ্য বিহিত হইতেছে, ইহা আশ্চর্য নহে; যেহেতু শাস্ত্রে — "দেবতা না হইয়া দেবতার অর্চন করিবে না" এরূপ বাক্যে সাধকের উপাস্যদেবভাবপ্রাপ্তিরও বিধান শোনা যায়। পরন্তু অহংগ্রহোপাসনার সম্ভাবনা আশাঙ্কায় উপাসকের হৃদয়ে পরমেশ্বরাভিমান উপাস্য শ্রীভগবানের সেবার বিরুদ্ধ বলিয়া শুদ্ধভক্তগণকর্তৃক উহা উপেক্ষিতই হয়। কিন্তু সখ্য অর্থাৎ বন্ধুভাবটি সেবার পরম অনুকূল বলিয়া শুদ্ধভক্তগণের পক্ষে উহা উপাদেয়ই হয়। অতএব সাক্ষাদ্ভজনরূপ এই দাস্য ও সখ্য এই দুইটি — "আমার জন্মে জন্মে তাঁহারই সৌহৃদ, সখ্য, মৈত্রী ও দাস্য লাভ হউক" এই শ্রীদামবিপ্রের বাক্যের টীকায়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। টীকা এইরূপ — "শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য দর্শন করিয়া (শ্রীদামবিপ্র) তাঁহার ভক্তিই প্রার্থনা করিতেছেন। 'সৌহৃদ' অর্থাৎ প্রেম, 'সখ্য' অর্থাৎ হিতকামনা, 'মৈত্রী' অর্থাৎ উপকারকতা, 'দাস্য' অর্থাৎ সেবকত্ব — শ্লোকে এই কয়টি পদের সমাহারদ্বন্দ্বে একবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত আমার এই কয়টি ভাব সিদ্ধ হউক, পরন্তু বিভূতি নহে।" প্রেম সাধ্যভক্তি বলিয়া নববিধ (সাধন) ভক্তির মধ্যে তাহাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। মৈত্রীও সখ্যেরই অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য বলিয়া নববিধা ভক্তির মধ্যে দাস্য ও সখ্য এই দুইটিরই গ্রহণ হইয়াছে। এস্থলেও দাস্য এবং সখ্যদ্বারা কর্মার্পণ এবং বিশ্বাসের উক্তি করা হইল না। কারণ — কর্মার্পণ ও বিশ্বাসের সাক্ষাদ্ভক্তিত্ব নাই। কর্মার্পণের ফল ভক্তি, আর বিশ্বাস ভক্তির প্রতি অভিনিবেশের কারণ — ইহা এগ্রন্থে পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এই সখ্য ভগবদ্‌বিষয়ে হিতকামনাস্বরূপ। জীববিষয়ে ভগবান্ যে-হিতকামনা করেন, তাহা নিত্যসিদ্ধ এবং (শ্বে: ৪।৬, মু: ৩।১।১তে 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া') এই শ্রুতিবাক্যানুসারে জীবের সহিত তাঁহার অবস্থান নিত্য হইলেও ভজনবিশেষদ্বারা উহারও বৈশিষ্ট্যসম্পাদন খুব দুষ্কর হয় না — ইহাই বলা হইতেছে —

(৩৮৬) "হে অসুরবালকগণ! যিনি নিজ হৃদয়ে ছিদ্রের (আকাশের) ন্যায় অবস্থিত এবং সকল দেহিগণের আত্মা ও সাধারণভাবে সখা, সেই শ্রীহরির উপাসনায় অতিপ্রয়াস কি ? (অর্থাৎ কোনরূপ অতি প্রয়াস নাই), অতএব বিষয়সমূহের উপার্জনের প্রয়োজন কি ?"

'ছিদ্রবৎ' অর্থাৎ আকাশের ন্যায় যিনি নির্লিপ্তভাবে (জীবহৃদয়ে) সর্বদা বর্তমান; ভজনে অতিপ্রয়াস না হওয়ার কারণ — তিনি সকল দেহিগণের স্বীয় 'আত্মা' অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরূপ এবং সাধারণভাবে অর্থাৎ নির্বিশেষরূপেই (সমভাবেই); সর্বত্র সখা অর্থাৎ অবসরানুসারে বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়াদিরূপ মায়িকসম্পত্তি

এবং নিজ প্রেমাদিরূপ অমায়িকসম্পত্তির প্রদানদ্বারা হিতাকাঙ্খী। অতএব স্ত্রীসন্তানপ্রভৃতি আরোপিত নশ্বর বিষয়সমূহের উপার্জনের প্রয়োজন কি ? ইহা অসুরবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি ॥৩১১॥

তদ্‌যথা (ভা: ৯।৪।৬৬) –

(৩৮৭) "**ময়ি নির্বদ্ধ দয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।**
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥"

অত্র দৃষ্টান্তেনাংশতঃ সখ্যাত্মিকা ভক্তির্লক্ষ্যতে।। শ্রীবৈকুণ্ঠো দুর্বাসসম্ ॥৩১২॥

(৩৮৭) উহা এইরূপ – "সতী রমণীগণ যেরূপ ভক্তিদ্বারা সৎপতিকে বশীভূত করেন, আমার প্রতি আসক্তচিত্ত সমদর্শী সাধুগণও আমাকে তদ্রূপ বশীভূত করেন।"

এস্থলে দৃষ্টান্তদ্বারা আংশিকভাবে সখ্যরূপা ভক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহা দুর্বাসার প্রতি শ্রীবৈকুণ্ঠের উক্তি ॥৩১২॥

এবঞ্চ (ভা: ৪।১২।৩৭) –

(৩৮৮) "**শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্বভূতানুরঞ্জনাঃ।**
যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ ॥"

অচ্যুত এব **প্রিয়বান্ধবো** যেষাম্; **অচ্যুতস্য পদং** তৎসনাথং লোকম্; **অচ্যুত**-শব্দাবৃত্ত্যা ফলস্য কেনাপ্যংশেন ব্যভিচারিত্বং নেতি দর্শ্যতে।। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥৩১৩॥

(৩৮৮) এইরূপ – "সর্বভূতের অনুরঞ্জনকারী, শান্ত, শুদ্ধ ও সমদর্শী অচ্যুতপ্রিয়বান্ধব পুরুষগণ অনায়াসে অচ্যুতপদে গমন করেন।"

'অচ্যুতপ্রিয়বান্ধব' – অর্থাৎ অচ্যুত শ্রীহরিই প্রিয় বান্ধব যাঁহাদের তাদৃশ পুরুষগণ। 'অচ্যুত-পদ' – অচ্যুতের পদ অর্থাৎ অচ্যুত শ্রীহরির অধিষ্ঠিত ধাম। এই শ্লোকে 'অচ্যুত' শব্দের দুইবার উল্লেখহেতু তাদৃশ ভক্তগণের ফলের যে কোন অংশেই ব্যভিচার হয় না অর্থাৎ নিয়ত ও নিশ্চিত ফললাভ হয় – ইহাই দর্শিত হইয়াছে। ইহা শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥৩১৩॥

(৯) অথ আত্মনিবেদনম্; তচ্চ দেহাদি-শুদ্ধাত্ম-পর্যন্তস্য সর্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণম্; তৎকার্যং চাত্মার্থচেষ্টাশূন্যত্বং তন্ন্যস্তাত্ম-সাধন-সাধ্যত্বং তদর্থৈকচেষ্টাময়ত্বঞ্চ। ইদং হ্যাত্মার্পণং গোবিক্রয়বৎ, যথা বিক্রীতস্য গোর্বর্তনার্থং বিক্রীতবতা চেষ্টা ন ক্রিয়তে, তস্য চ শ্রেয়ঃসাধকস্তং ক্রীতবানেব (তস্য ক্রেতৈব) স্যাৎ। স চ গৌস্তস্যৈব কর্ম কুর্য্যাৎ, ন পুনর্বিক্রীতবতোঽপীতি।

ইদমেবাত্মনিবেদনং শ্রীরুক্মিণীদেবীবাক্যে (ভা: ১০।৫২।৩৯) – "**তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি**" ইতি।

অত্র কেচিদ্দেহার্পণমেবাত্মার্পণমিতি মন্যন্তে; যথা ভক্তিবিবেকে –

"চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ। তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ ॥ ইতি; কেচিচ্ছুদ্ধক্ষেত্রজ্ঞার্পণমেব; যথা শ্রীমদালমন্দারকৃত-স্তোত্রে –

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা, গুণতোঽসানি যথাতথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়ো-রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ ॥ ইতি;

কেচিচ্চ দক্ষিণহস্তাদিকমপ্যর্পয়ন্তস্তেন তৎকর্মমাত্রং কুর্বতে, ন তু দেহাদি-কর্মেত্যাদ্যপি দৃশ্যতে।

তদেতৎ সর্বাত্মকং সকার্যমাত্মনিবেদনং যথা (ভা: ৯।৪।১৮-২০) –

(৩৮৯) **"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।**
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু, শ্রুতিং চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥

(৩৯০) **মুকুন্দলিঙ্গালয়-দর্শনে দৃশৌ, তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পরশেঽঙ্গসঙ্গমম্।**
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে, শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে।

(৩৯১) **পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে, শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।**
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া, যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥"

চকার অর্পয়ামাস। **কৃষ্ণপদারবিন্দয়োরি**ত্যাদিকমুপলক্ষণং তৎসেবাদীনাম্। **লিঙ্গং** শ্রীমূর্তিঃ; **আলয়**স্তদ্‌-ভক্তস্তন্মন্দিরাদিঃ; **শ্রীমত্তুলস্যাস্তৎপাদসরোজ**-সম্বন্ধি যৎ **সৌরভং**, তস্মিন্; **তদর্পিতে** মহাপ্রসাদান্নাদৌ; **কামং** সঙ্কল্পং **চ দাস্যে** নিমিত্তে। কথং চকার ? **যথা** যেনৈব প্রকারেণোত্তমঃ-**শ্লোকজনাশ্রয়া** তদাধারা যা ভগবদ্‌বিষয়া **রতিঃ** সা ভবেত্তথেত্যর্থঃ। অত্র সর্বথা তত্রৈব সসঞ্জাতাত্মনিক্ষেপঃ কৃত ইতি বৈশিষ্ট্যাপত্ত্যা স্মরণাদিময়োপাসনস্যৈবাত্মার্পণত্বম্। এবমেবোক্তম্ (ভা: ১১।১৯।২০) – **"শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনু-কীর্তনম্"** ইত্যারভ্য, (ভা: ১১।১৯।২৪) **"এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণাম্"** ইতি; – যথা কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবনময়-মুপাসনমেবাগমোক্ত-বিধিময়ত্ব-বৈশিষ্ট্যাপত্ত্যার্চনমিত্যভিধীয়তে; ততো নবিবিক্তত্বম্। স্নান-পরিধানাদিক্রিয়া চাত্র ভগবৎসেবা-যোগ্যত্বায়ৈবেতি তত্রাপি নাত্মার্পণরূপ-ভক্তিহানিরিত্যপ্যনুসন্ধেয়ম্।

এতৎ কেবলাত্মনিবেদনং শ্রীবলাবপি স্ফুটং দৃশ্যতে। উদাহৃতঞ্চেদমাত্মনিবেদনম্ (ভা: ৭।৬।২৬) – **"ধর্মার্থকামঃ"** ইত্যাদিনা শ্রীপ্রহ্লাদমতে; – (ভা: ১১।২৯।৩৪) **"মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা নিবেদিতাত্মা"** ইত্যাদিনা শ্রীভগবন্মতেঽপি।

তদেতদাত্মনিবেদনং – (ক) ভাবং বিনা (খ) ভাববৈশিষ্ট্যেন চ দৃশ্যতে। (ক) পূর্বং যথা – **'মর্ত্যো যদা'** ইত্যাদি; (খ) উত্তরং ভাবমিশ্রেণ দাস্যেনাত্মনিবেদনং শ্রীমদম্বরীষে; যথৈকাদশ এব – (ভা: ১১।১১।৩৫) **"দাস্যেনাত্মনিবেদনম্"** ইতি; প্রেয়সীভাবেন যথা **চ** শ্রীরুক্মিণীদেবীবাক্যে – (ভা: ১০।৫২।৩৯) **"আত্মার্পিতশ্চ ভবতঃ"** ইতি। এবং সখ্যাদিনাপি (ভাবেন) জ্ঞেয়ম্॥ শ্রীশুকঃ ॥৩১৪॥

(৯) অনন্তর আত্মনিবেদনের বিচার হইতেছে; দেহ হইতে শুদ্ধ আত্মা পর্যন্ত সমুদয় পদার্থের সর্বতোভাবে শ্রীভগবানেই অর্পণ করার নাম আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদন হইতে নিজের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টার অভাব, শ্রীভগবানেই নিজের সাধন ও সাধ্যসমূহের অর্পণ এবং একমাত্র শ্রীভগবানের জন্যই সর্বপ্রকার উদ্যোগ সাধিত হয়। এই আত্মনিবেদন অবিকল গো-বিক্রয়ের তুল্য। গরু বিক্রয় করিলে তাহার জীবিকার জন্য বিক্রেতা আর কোন চেষ্টা করে না, আর সেই গরুর ক্রেতাই সেই গরুর সকলপ্রকার শ্রেয়ঃসাধক হয় এবং সেই গরু ক্রেতারই কার্য করে, পরন্তু বিক্রয়কারীর কোন কার্য করে না। শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে এই আত্মনিবেদন উক্ত হইয়াছে –

"হে বিভো ! সেইহেতু আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছি এবং আপনাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। অতএব আপনি আসিয়া আমাকে স্ত্রীরূপে স্বীকার করুন।"

এস্থলে কেহ কেহ দেহসমর্পণকেই আত্মসমর্পণ মনে করেন। এবিষয়ে ভক্তিবিবেকে এরূপ উক্তি দেখা যায় – "বিক্রেতা যেরূপ বিক্রীত পশুর রক্ষার চিন্তা করে না, সেইরূপ এই দেহ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে অর্পণ করিয়া স্বয়ং ইহার রক্ষণকার্য হইতে বিরত হইবে।"

কেহ কেহ বা শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মার অর্পণকেই আত্মনিবেদন মনে করেন। যথা— শ্রীমদালমন্দারকৃতস্তোত্রে— "আমি শরীরাদিতে যে কেহ হই, আর গুণদ্বারা যেরূপই হই না কেন, অদ্য আমি তাদৃশ আমাকে আপনার পাদপদ্মযুগলেই অর্পণ করিতেছি।"

কেহ কেহ বা দক্ষিণ হস্তাদি তাঁহার প্রতি অর্পণ করিয়া তদ্দ্বারা কেবলমাত্র তাঁহার কর্মই করেন, পরন্তু নিজ দেহাদির কোন কার্য তাহাদ্বারা করেন না ইত্যাদিও দেখা যায়।

কার্যসহ এই সমুদয়ের অর্পণরূপ আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত এইরূপ—

(৩৮৯-৩৯১) "তিনি (মহারাজ শ্রীঅম্বরীষ) শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে মনঃ, শ্রীহরির গুণানুবর্ণনে বাক্যসমূহ, তদীয় মন্দিরমার্জনাদিতে করযুগল, তাঁহার সৎকথায় কর্ণ, শ্রীমুকুন্দের লিঙ্গ ও আলয়দর্শনে নয়নযুগল, তাঁহার সেবকগণের গাত্রস্পর্শে অঙ্গসঙ্গ, তদীয় পাদপদ্মসম্পর্কযুক্তা শ্রীতুলসীর সৌরভগ্রহণে নাসিকা, তাঁহাতে অর্পিত বস্তুতে জিহ্বা, তাঁহার ক্ষেত্রগমনে পদযুগল, তাঁহার পদবন্দনে মস্তক এবং দাস্যবিষয়ে কাম অর্পণ করিয়াছিলেন, পরন্তু ভোগেচ্ছায় কাম অর্পণ করেন নাই। যাহাতে ভাগবতজনাশ্রিতা রতি হয় (সেইভাবেই তিনি এইসকল অর্পণ করিয়াছিলেন)।"

মূলশ্লোকের 'চকার' (করিয়াছিলেন) এই পদটির অর্থ— অর্পণ করিয়াছিলেন; 'শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে' ইত্যাদি পদ তদীয় সেবাদির উপলক্ষণ; অর্থাৎ যে অঙ্গদ্বারা তদীয় সেবা প্রভৃতি যাহাকিছু করা যায়, তৎসমুদয়ের উদ্দেশ্যেই মনঃপ্রভৃতি অর্পণ করিয়াছিলেন; 'লিঙ্গ'— শ্রীমূর্তি; 'আলয়'— তাঁহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ ভক্তজন ও মন্দিরাদি; তদীয় পাদপদ্মের সম্বন্ধহেতু শ্রীতুলসীর যে সৌরভ তাহাতে (নাসিকা) এবং 'তাঁহার অর্পিত বস্তুতে' অর্থাৎ মহাপ্রসাদরূপ অন্নাদিতে (জিহ্বা অর্পণ করিয়াছিলেন); এইরূপ 'কাম' অর্থাৎ সঙ্কল্পও তদীয় দাস্যনিমিত্তই (অর্পণ করিয়াছিলেন); কিভাবে করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছেন— যেভাবে অর্পণ করিলে ভাগবতজনাশ্রয়া, তাঁহাদের আধারস্বরূপা ভগবদ্‌বিষয়া যে রতি সেই রতি জাত হইতে পারে, এইরূপ অর্থ; এস্থলে সর্বপ্রকারে শ্রীভগবানেই দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টির সহিত আত্মসমর্পণ কৃত হইয়াছে, এইরূপ বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্তিহেতু স্মরণাদিময় উপাসনাই আত্মসমর্পণরূপে সিদ্ধ হয়। ইহাই— "হে উদ্ধব! আমার অমৃতময়ী কথায় শ্রদ্ধা, নিরন্তর আমার কীর্তন" ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন— "এইসকল ধর্মানুষ্ঠানদ্বারা যাহারা আত্মনিবেদন করে, সেই মনুষ্যগণের আমার প্রতি ভক্তির উদয় হয়। তখন তাহাদের আর কোন পুরুষার্থ অবশিষ্ট থাকে না।" এইরূপ কীর্তন, স্মরণ ও পাদসেবনময় উপাসনাই আগমোক্ত বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্তিহেতু অর্চন নামে কথিত হয়। অতএব এবিষয়ে কোন পার্থক্য নাই। সাধকের স্নান এবং বস্ত্রবিশেষপরিধানাদি কার্যও ভগবৎসেবার যোগ্যতারই কারণ হয় বলিয়া স্নানাদিতেও আত্মসমর্পণরূপ ভক্তির হানি হয় না (উহাও আত্মসমর্পণাত্মকরূপেই স্বীকার্য হয়)। ইহাও অনুসন্ধেয়।

এই আত্মসমর্পণ শ্রীবলিরাজার মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের মতে এই আত্মনিবেদন এইরূপে উদাহৃত হইয়াছে; যথা— "ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ এবং তদ্‌বিষয়ক আত্মবিদ্যা, কর্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি ও বিবিধ জীবিকাশাস্ত্র— এই সমুদয়ই ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু বলিয়া মনে করি; পরন্তু ইহলোকে পরমপুরুষের প্রতি আত্মসমর্পণই একমাত্র সত্য বস্তু" এবং শ্রীভগবানের মতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"মনুষ্য যে সময়ে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া আমার উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন করে" ইত্যাদি।

এই আত্মনিবেদন (ক) ভাবহীন এবং (খ) ভাববিশিষ্ট উভয়রূপেই লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে— (ক) 'মনুষ্য যে-সময়ে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া আমার উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন করে' ইত্যাদি শ্লোকে ভাবহীন আত্মনিবেদন উক্ত হইয়াছে; (খ) আর ভাববিশিষ্ট আত্মনিবেদন ভাবমিশ্র দাস্যদ্বারা আত্মনিবেদন শ্রীঅম্বরীষে দেখা যায় এবং

প্রেয়সীভাবে আত্মনিবেদন "আমি আপনাকে আত্মসমর্পণও করিয়াছি" এইরূপ শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে লক্ষিত হয়। এইরূপে সখ্যাদিভাবের সহিতও আত্মনিবেদনের কথা জানা যায়। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥৩১৪॥

তদেবং বৈধী ভক্তির্দর্শিতা। অস্যাশ্চোক্তানামঙ্গানামনুক্তানাঞ্চ কুত্রচিৎ কস্যাপ্যঙ্গস্যান্যত্র তু তদিতরস্য যন্মহিমাধিক্যং বর্ণ্যতে, তত্র তত্রশ্রদ্ধাভেদেন তত্তৎ-প্রভাবোল্লাসাপেক্ষয়েতি ন পরস্পর-বিরুদ্ধত্বম্, — অধিকারি-ভেদেন হ্যৌষধাদীনামপি তাদৃশত্বং দৃশ্যতে।

(২) অথ রাগানুগা। তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়-সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগো যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্য্যাদৌ; তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে। স চ রাগো বিশেষণ-(ভক্তবিশেষস্যাভিমান-লক্ষণ-ভাব-)ভেদেন বহুধা দৃশ্যতে — (ভা: ৩।২৫।৩৮) "**যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ, সখা গুরুঃসুহৃদো দৈবমিষ্টম্**" ইত্যাদৌ; তত্র **প্রিয়ো** যথা তদীয়-প্রেয়সীনাং তত্তয়া (প্রিয়তয়া) ভাবনীয়ঃ; **আত্মা** পরব্রহ্মরূপঃ শ্রীসনকাদীনাম্; **সুতঃ** শ্রীব্রজেশ্বরাদীনাম্; **সখা** শ্রীশ্রীদামাদীনাম্; **গুরুঃ** শ্রীপ্রদ্যুম্নাদীনাম্; এবঞ্চ কস্যাপি 'ভ্রাতা', কস্যাপি 'মাতুলেয়ঃ' কস্যাপি 'বৈবাহিকঃ' ইত্যাদিরূপঃ স এক এব তেষু বহুপ্রকারত্বেন **সুহৃদঃ** সম্বন্ধিনাং যাদবানাং পাণ্ডবাদীনাঞ্চ; **দৈবমিষ্টং** তদীয়-সেবকানাং শ্রীমদুদ্ধব-দারুক-প্রভৃতীনামিতি প্রসিদ্ধম্।

অত্র শ্রীমত্যাং মোহিন্যাং যঃ খলু রুদ্রস্য ভাবো জাতঃ, স তু নাঙ্গীকৃতঃ, — অনুক্তত্বাৎ, তস্য মায়ামোহিতত্বৈব তাদৃশভাবাভ্যুপগমাচ্চ।

তদেবং তত্তদভিমানলক্ষণভাব(বিশেষণ)-বিশেষেণ স্বাভাবিক-রাগস্য বৈশিষ্ট্যে সতি তত্তদ্রাগ-প্রযুক্তা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবন-বন্দনাত্মনিবেদনপ্রায়া ভক্তিস্তেষাং (নিত্যসিদ্ধ-লীলাপরিকর-ভক্তানাং) রাগাত্মিকা ভক্তিরিত্যুচ্যতে। তস্যাশ্চ সাধ্যায়াং রাগলক্ষণায়াং ভক্তি-গঙ্গায়াং তরঙ্গরূপত্বাৎ সাধ্যত্বমেবেতি, ন তু সাধনপ্রকরণেঽস্মিন্ প্রবেশঃ।

অথ রাগানুগা কথ্যতে। যস্য পূর্বোক্তে রাগবিশেষে রুচিরেব জাতাস্তি, ন তু রাগবিশেষ এব স্বয়ম্, তস্য তাদৃশ-রাগসুধাকর-করাভাস-সমুল্লসিত-হৃদয়-স্ফটিক-মণেঃ শাস্ত্রাদি-শ্রুতাসু তাদৃশ্যা রাগাত্মিকায়া ভক্তেঃ পরিপাটীম্বপি রুচির্জায়তে; ততস্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তী, সা রাগানুগা তস্যৈব প্রবর্ততে।

এষৈব 'অবিহিতা' ইতি কেষাঞ্চিৎ সংজ্ঞা, — রুচিমাত্র-প্রবৃত্ত্যা, বিধিপ্রযুক্তত্বেনাপ্রবৃত্তত্বাৎ। ন চ বক্তব্যং, বিধ্যনধীনস্য ন সম্ভবতি ভক্তিরিতি; (ভা: ২।১।৭) —

"প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ ॥"

ইত্যপ্যত্র শ্রূয়তে। ততো বিধিমার্গ-ভক্তির্বিধিসাপেক্ষেতি সা দুর্বলা; ইয়ং তু স্বতন্ত্রৈব প্রবর্তত ইতি প্রবলা চ জ্ঞেয়া। অতএবাস্যা জন্মলক্ষণং ভক্তিব্যতিরেকেণান্যত্রানভিরুচিত্বমিত্যাদ্যপি জ্ঞেয়ম্; যথোক্তং তৃতীয়ে শ্রীবিদুরেণ ভগবৎকথারুচিমুপলক্ষ্য, (ভা: ৩।৫।১৩) —

"সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্দ্ধমানা, বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য, সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশু ধত্তে ॥" ইতি;

সা — (ভা: ৩।৫।১২) পূর্বোক্তা কথাগৃহীতা মতিস্তদ্রুচিরিত্যর্থঃ। বিধিনিরপেক্ষত্বাদেব পূর্বোক্তাভ্যাং দাস্য-সখ্যাভ্যামেতদীয়য়োস্তয়োর্ভেদশ্চ জ্ঞেয়ঃ; এবমেবোক্তম্, (ভা: ৭।৫।২৪) — "**তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্**" ইতি। অতএব বিধ্যুক্তক্রমোঽপি নাস্যামত্যাদৃতঃ, কিন্তু রাগাত্মিকাশ্রুত-ক্রম এব।

তত্র রাগাত্মিকায়াং রুচির্যথা (ভা: ১১।৮।৩৫) –

(৩৯২) **"সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥"**

অত্র স্বাভাবিক-সৌহৃদ্যাদিধর্মৈস্তস্মিন্নেব স্বাভাবিক-পতিত্বং স্থাপয়িত্বা পরস্যৌপাধিকপতিত্বমিত্যভিপ্রেতম্; অন্যত্র – "পতাবেকত্বং সা গতা যস্মাচ্চরুমন্ত্রাহুতিব্রতৈঃ" ইতি ছান্দোগ-পরিশিষ্টানুসারেণ কৃত্রিমমেব স্বত্বম্; তস্মিন্ পরমাত্মনি তু স্বভাবত এবেত্যাত্ম-শব্দস্যাপ্যভিপ্রায়ঃ। এবং যদ্যপি তস্মিন্ পতিত্বমনাহার্যমেবাস্তি, তথাপ্যাত্মনৈব মূল্যীভূতেন তং বিশেষতঃ ক্রীত্বা যথান্যাপি কন্যা বিবাহাত্মকেন স্বাত্মসমর্পণেন কঞ্চিৎ পতিত্বেনোপাদত্তে, তথা ভাবেনাশ্রিত্যানেন পরম-মনোহররূপেণ (রমণেন) তেন সহ রমে, রমা লক্ষ্মীর্যথা। এবং তস্যাঃ পিঙ্গলায়াঃ রাগে স্বরুচির্দ্যোতিতা ॥৩১৫॥

এইরূপে বৈধী ভক্তি প্রদর্শিত হইল। এই বৈধী ভক্তির যেসকল অঙ্গ উক্ত হইয়াছে, কিংবা যেসকল অঙ্গ অনুক্ত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনশাস্ত্রে কোন একটির, আবার কোন শাস্ত্রে অপর একটির যে, অধিক মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রদ্ধাভেদে বিভিন্ন প্রভাবের উল্লাস অপেক্ষা করিয়াই হইয়াছে বলিয়া ঐসকল শাস্ত্র বস্তুতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ হয় না। কারণ অধিকারিভেদে যেরূপ এক এক ব্যক্তিতে এক এক ঔষধের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় – ইহাও সেইরূপ।

অনন্তর রাগানুগা ভক্তির বিচার হইতেছে। বিষয়ী ব্যক্তির বিষয়ের সম্বন্ধলাভের জন্য স্বাভাবিক ইচ্ছাতিশয়ময় যে প্রীতি তাহাকেই রাগ বলা হয়। যেরূপ চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সৌন্দর্যাদি বিষয়সমূহের সংসর্গলাভের জন্য স্বাভাবিক ইচ্ছাবাহুল্য দেখা যায়, শ্রীভগবানের প্রতিও ভক্তের তাদৃশ যে প্রীতি, তাহাকেই রাগ বলা হইয়া থাকে। এই রাগই বিশেষণ(ভক্তবিশেষের অভিমানলক্ষণ-ভাব-)ভেদে বহুপ্রকার দেখা যায়। "আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, সুহৃদ্ এবং ইষ্টদেবতা – আমার প্রতি আসক্ত সেই পুরুষগণ কখনও বিনষ্ট হন না, কিংবা আমার কালচক্রও তাহাদিগকে গ্রাস করে না" এই শ্লোকেই বিশেষণভেদে রাগের ভেদ দেখা যাইতেছে (অর্থাৎ প্রিয়রূপী আমার প্রতি রাগ, আত্মরূপী আমার প্রতি রাগ ইত্যাদি ভেদ হইতেছে)। তন্মধ্যে তিনি তদীয় প্রেয়সীগণের প্রিয়, সনকাদি শান্ত ভক্তগণের আত্মা অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ, শ্রীব্রজেশ্বরপ্রভৃতির পুত্র, শ্রীদামপ্রভৃতির সখা, শ্রীপ্রদ্যুম্নপ্রভৃতির গুরু, এইরূপ কাহারও ভ্রাতা, কাহারও মাতুল, কাহারও বা বৈবাহিক ইত্যাদিরূপে তিনি একাই যাদব ও পাণ্ডব প্রভৃতি সেই সম্বন্ধিগণের বহুপ্রকারে সুহৃদ্ হন এবং শ্রীউদ্ধব ও শ্রীদারুকপ্রভৃতি নিজ সেবকগণের ইষ্টদেবতারূপে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন।

শ্রীমোহিনীর প্রতি শ্রীরুদ্রের যে ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা এস্থলে প্রেম বা রাগরূপে স্বীকৃত হয় নাই। কারণ, রাগরূপে কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। আর, উহা মায়িক মোহজনিতরূপেই স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া উহাকে স্বাভাবিক রাগরূপে গণ্য করাও যায় না।

এইরূপে, প্রিয়ত্ব-আত্মত্ব-পুত্রত্ব-সখিত্ব-গুরুত্ব-সুহৃত্ত্ব-ইষ্টদেবত্বরূপ অভিমানাত্মক ভাববিশেষদ্বারা স্বাভাবিক একই রাগের বৈশিষ্ট্য (নানারূপ ভেদ) সিদ্ধ হইলে ঐসকল ব্যক্তিগণের বিভিন্ন রাগ-প্রযুক্তা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবন-বন্দন-আত্মনিবেদন-প্রধানা ভক্তি (তাঁহার নিত্যসিদ্ধ-লীলাপরিকর ভক্তগণের) রাগাত্মিকা ভক্তিনামে কথিত হয়। এইসকল রাগপ্রযুক্তা শ্রবণাদিপ্রধানা যে ভক্তিটি রাগাত্মিকা ভক্তিনামে কথিত হইল, তাহা রাগরূপা সাধ্যা ভক্তিগঙ্গায় তরঙ্গরূপে প্রবিষ্টা (অন্তর্ভুক্তা) বলিয়া সাধ্যা ভক্তিই হয়, অতএব সাধনপ্রকরণে তাহার প্রবেশ হয় না।

অনন্তর রাগানুগা কথিত হইতেছে। যাঁহার পূর্বোক্ত রাগবিশেষে কেবলমাত্র রুচিই উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু যথার্থ রাগবিশেষ উৎপন্ন হয় নাই, তাঁহার হৃদয়রূপ স্ফটিকমণি তাদৃশ রাগরূপ চন্দ্রের কিরণাভাসদ্বারা উদ্ভাসিত

হইলে, তাদৃশী রাগাত্মিকা ভক্তির যে-সকল পরিপাটী শাস্ত্রাদি হইতে শোনা যায়, তৎসমুদয়ের প্রতিও রুচি উৎপন্ন হয়। অনন্তর সেই ভক্তি রুচিদ্বারা রাগের অনুসরণ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে রাগানুগারূপেই প্রবৃত্তা হয়।

কেবলমাত্র রুচি হইতে ইহার প্রবৃত্তিহেতু বিধিপ্রযুক্তা না হওয়ায় কাহারও কাহারও মতে এই ভক্তি 'অবিহিতা' নামে পরিচিতা হয়। যে ব্যক্তি বিধির অধীন নহে তাহার ভক্তিবিষয়ে প্রবৃত্তি সম্ভবপর নহে এরূপ বলা যায় না। যেহেতু — "হে রাজন্! বিধিনিষেধ হইতে নিবৃত্ত এবং নির্গুণ ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত মুনিগণও প্রায়শঃ শ্রীহরির গুণকথনে রতিযুক্ত হইয়াছিলেন" — এরূপ শোনা যায়। অতএব বৈধী ভক্তি বিধিসাপেক্ষা বলিয়া দুর্বলা এবং এই রাগানুগা ভক্তি স্বতন্ত্রভাবেই প্রবৃত্তা হয় বলিয়া প্রবলা হয়, ইহা জানিতে হইবে। অতএব ভক্তিভিন্ন অন্যবিষয়ে অভিরুচির অভাবই এই রাগানুগা ভক্তির উৎপত্তির লক্ষণ — ইত্যাদিও জ্ঞাতব্য। তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুর শ্রীভগবানের কথারুচিকে উপলক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিয়াছেন —

"শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হইয়া অন্য বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন করে এবং শ্রীহরির পাদপদ্মস্মরণহেতু আনন্দপ্রাপ্ত পুরুষের সমস্ত দুঃখের বিনাশও সত্বরই করিয়া থাকে।"

'তাহা' অর্থাৎ পূর্বোক্তা কথালব্ধা মতি অর্থাৎ কথারুচি; বিধিনিরপেক্ষ বলিয়াই বৈধ দাস্য ও সখ্য অপেক্ষা রাগানুগমার্গীয় দাস্য ও সখ্যের ভেদও জ্ঞাতব্য। "তাহা হইলেই উত্তম অধ্যয়ন হইয়াছে মনে করি" এই শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যেও শ্রবণাদি নয়প্রকার ভক্তি শ্রীভগবানে সাক্ষাৎ অর্পিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলেই উহা শাস্ত্রাধ্যয়নের পরমফলরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব রাগানুগা ভক্তিতে বিধিশাস্ত্রোক্ত ক্রমও অধিকভাবে আদৃত হয় নাই; পরন্তু রাগাত্মিকা ভক্তির যে ক্রম শোনা যায়, তাহারই আদর হইয়াছে।

রাগাত্মিকা ভক্তিতে রুচির উদাহরণ —

(৩৯২) "এই ঈশ্বরই প্রাণিগণের সুহৃৎ, প্রিয়তম, নাথ ও আত্মা। আমি নিজদ্বারাই ইঁহাকে বিশেষভাবে ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় ইঁহার সহিত রমণ করিব।"

এস্থলে স্বাভাবিক সৌহৃদ্যপ্রভৃতি ধর্মদ্বারা তাঁহাতেই স্বাভাবিক পতিত্ব নির্ধারণ করায় লৌকিক স্বামীর ঔপাধিক পতিত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে। অতএব — "স্ত্রী চরু, মন্ত্র, আহুতি এবং ব্রতদ্বারা স্বামীর সহিত একত্ব প্রাপ্তা হয়" এই ছান্দোগপরিশিষ্টের বচনানুসারে পাণিগ্রহণকারিণী নারীর পতিতে যে স্বত্ব, তাহা কৃত্রিমই হয়, কিন্তু পরমাত্মাতে সেই স্বত্ব স্বাভাবিক। ইহাই এস্থলে 'আত্ম' (আত্মা) শব্দের অভিপ্রায়। এইরূপে যদিও তাঁহাতে পতিত্ব অকৃত্রিমই রহিয়াছে, তথাপি মূল্যস্বরূপ 'আত্মা'দ্বারাই তাঁহাকে বিশেষভাবে ক্রয় করিয়া — যেরূপ অন্য কন্যাও বিবাহরূপ আত্মসমর্পণদ্বারা অপর একজনকে পতিরূপে গ্রহণ করে, তদ্রূপ ভাবদ্বারা আশ্রয় করিয়া — পরমমনোরম তাঁহার সহিত রমণ করিব — 'রমা' অর্থাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়। এইরূপে সেই পিঙ্গলানাম্নী স্বৈরিণীর রাগবিষয়ে স্বাভাবিকী রুচি প্রকাশিত হইল ॥৩১৫॥

রাগানুগায়াং প্রবৃত্তিরপীদৃশী, (ভা: ১১।৮।৪০) —

(৩৯৩) "সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্‌যথালাভেন জীবতী।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥"

অমুনা ইতি ভাবগর্ভরমণেন সহ **আত্মনা** মনসৈব তাবদ্**বিহরামি**, — রুচি-প্রধানস্য মার্গস্যাস্য মনঃপ্রধানত্বাৎ, তৎপ্রেয়সীরূপেণাপি প্রাপ্তসিদ্ধেরস্যাস্তাদৃশভজনে প্রায়ো মনসৈব যুক্তত্বাৎ; — অনেন শ্রীমৎপ্রতিমাদৌ তাদৃশীনামপ্যৌদ্ধত্যং পরিহৃতম্। এবং পিতৃত্বাদি-ভাবেষ্বপ্যনুসন্ধেয়ম্ ॥ শ্রীপিঙ্গলা ॥৩১৬॥

রাগানুগা ভক্তিতে প্রবৃত্তিও এইরূপ —

(৩৯৩) "আমি সন্তুষ্টা ও শ্রদ্ধাযুক্তা হইয়া যথালব্ধ দ্রব্যদ্বারা জীবনধারণপূর্বক ঐ রমণের সহিতই আত্মাদ্বারা বিহার করিব।"

'ঐ রমণ' অর্থাৎ ভাবগর্ভ রমণের সহিত 'আত্মা' অর্থাৎ মনদ্বারাই বিহার করিব। কারণ এই রুচিপ্রধানমার্গে মনেরই প্রাধান্য বলিয়া, তদীয় প্রেয়সীরূপেও সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রায়শঃ মনদ্বারাই তাদৃশ ভজনের যোগ্যতা রহিয়াছে। ইহাদ্বারা তাদৃশী অর্থাৎ পিঙ্গলা প্রভৃতির তুল্যা স্বভাবতঃ অসিদ্ধা প্রেয়সীগণের শ্রীভগবৎপ্রতিমাদিবিষয়ে ঔদ্ধত্য অর্থাৎ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি ব্যবহারও নিষিদ্ধ হইয়াছে। পিতৃত্বপ্রভৃতি ভাবসমূহেও এইরূপ জ্ঞাতব্য। ইহা শ্রীপিঙ্গলার উক্তি ॥৩১৬॥

এবং প্রেয়সীত্বাভিমানময়ী দর্শিতা। এষা ব্রহ্মবৈবর্তে কামকলায়ামপি দৃষ্টা। সেবকত্বাদ্যভিমানময্যাং রুচির্ভক্তিশ্চান্যত্র জ্ঞেয়া, (ভা: ৭।৯।২৪) – **"তস্মাদমূস্তনুভৃতাম্"** ইত্যাদৌ **"উপনয় মাং নিজভৃত্য-পার্শ্বম্"** ইতি শ্রীপ্রহ্লাদবচনবৎ; যথা নারদপঞ্চরাত্রাদৌ –

"কদা গম্ভীরয়া বাচা শ্রিয়া যুক্তো জগৎপতে। চামরব্যগ্রহস্তং মামেবং কুর্বিতি বক্ষ্যসি ॥" ইতি;

যথা স্কান্দে সনৎকুমারপ্রোক্ত-সংহিতায়াং প্রভাকর-রাজোপাখ্যানে –

"অপুত্রোঽপি স বৈ নৈচ্ছৎ পুত্রং কর্মানুচিন্তয়ন্। বাসুদেবং জগন্নাথং সর্বাত্মানং সনাতনম্ ॥
অশেষোপনিষদ্বেদ্যং পুত্রীকৃত্য বিধানতঃ। অভিষেচয়িতুং রাজা স্বরাজ্য উপচক্রমে ॥
ন পুত্রমভ্যর্থিতবান্ সাক্ষাদ্ভূতাজ্জনার্দনাৎ ॥"

অগ্রে ভগবদ্দত্ত-বরশ্চ – "অহং তে ভবিতা পুত্রঃ" ইত্যাদি। অতএবোক্তং হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রীয়-নারায়ণব্যূহস্তবে

"পতি-পুত্র-সুহৃদ্‌ভ্রাতৃপিতৃবন্মাতৃবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥" ইতি;

অত্র পত্যাদিবদিতি ধ্যেয়স্য পিতৃবদিতি ধ্যাতুর্বিশেষণং জ্ঞেয়ম্; তথা মাতৃবদিতি বতি-প্রত্যয়েন প্রসিদ্ধ-তন্মাতৃজনাভেদভাবনা নৈবাঙ্গীক্রিয়তে, কিন্তু তদনুগতভাবনৈব। এবং পিতৃভাবাদাবপি জ্ঞেয়ম্; অন্যথা ভগবত্যহংগ্রহোপাসনাবত্তেষ্বপি দোষঃ স্যাৎ। তথা ধ্যায়ন্তীতি পূর্বোক্তং মনঃপ্রধানত্বমেবোরীকৃতম্। 'অপি'-শব্দেন তত্তদ্রাগসিদ্ধানাং কৈমুত্যমাক্ষিপ্যতে।

ননু "চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ" ইত্যনেন পূর্বমীমাংসায়াং বিধিনৈবাপূর্বং জায়ত ইতি শ্রূয়তে, তথা "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোক্ত-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা" ইত্যাদিনা ব্রহ্মযামলে শ্রুত্যাদেরেকতরোক্ত-ক্রমনিয়মং বিনা দোষঃ শ্রূয়তে; তথা –

"শ্রুতি-স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্ত উল্লঙ্ঘ্য বর্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ ॥"

ইত্যত্র শ্রুত্যাদ্যুক্তাবশ্যকক্রিয়া-নিষেধয়োরুল্লঙ্ঘনং বৈষ্ণবত্ব-ব্যাঘাতকং শ্রূয়তে, কথং তর্হি বিধি-নিরপেক্ষয়া তয়া সিদ্ধিঃ? উচ্যতে, – শ্রীভগবন্নামগুণাদিষু বস্তুশক্তেঃ সিদ্ধত্বান্ন ধর্মবত্তক্তেশ্চোদনা-সাপেক্ষত্বম্; অতো জ্ঞানাদিকং বিনাপি ফললাভো বহুত্র শ্রুতোঽস্তি। চোদনা তু যস্য স্বতঃপ্রবৃত্তির্নাস্তি তদ্বিষয়ৈব; তথা ক্রমবিধিশ্চ তদ্বিষয়ঃ। তস্মিন্নেব নানা-বিক্ষেপবতি রুচ্যভাবেন রাগাত্মিক-ভক্তিশৈলীমনভিজানতি, সত্যামপি (ভা: ১১।২।৩৫) **"ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে"** ইত্যাদি-ন্যায়েন যথাকথঞ্চিদনুষ্ঠানতঃ সিদ্ধৌ, সুষ্ঠু-বর্ত্ম-প্রবেশায় ক্রমশশ্চিত্তাভিনিবেশায় চ মর্য্যাদারূপঃ স নির্মীয়তে। অন্যথা, সন্তত-তদ্ভক্ত্যুন্মুখতাকর-তাদৃশরুচ্যভাবান্মর্য্যাদা-নভিপত্তেশ্চাধ্যাত্মিকাদিভিরুৎপাতৈর্বিহন্যতে চ স ইতি, ন তু স্বয়ং প্রবৃত্তিমত্যপি মর্য্যাদা-নির্মাণম্, – তস্য রুচ্যৈব ভগবন্মনোরম-রাগাত্মিকা-ক্রমবিশেষাভিনিবেশাৎ; তদুক্তং স্বয়মেব, – (ভা: ১১।১১।৩৩) **"জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাম্"** ইত্যাদিনা।

রাগাত্মিকভক্তিমতাং দুরভিসন্ধিনাপ্যনুকরণমাত্রেণ তাদৃশত্ব-প্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে; — যথা ধাত্রীত্বানুকরণেন পূতনায়াঃ; তদুক্তম্, (ভাঃ ১০।১৪।৩৫) — "**সদ্‌বেষাদিব পূতনাপি সকুলা**" ইতি, কিমুত তদীয়-রুচিমদ্ভিস্তাদৃশ-নিরন্তর-সম্যগ্‌ভক্ত্যনুষ্ঠানেন; তদুক্তম্, (ভাঃ ১০।৬।৩৫, ৩৬) —

"**পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।**
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্‌গতিম্॥
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিং নু রক্তাস্তন্মাতরো যথা॥" ইতি;

অত উক্তম্, (ভাঃ ১১।২০।৩৬) — "**ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ**" ইতি।

একান্তিত্বং খলু ভক্তিনিষ্ঠা; সা রুচ্যৈব বা শাস্ত্রবিধ্যাদরেণৈব বা জায়তে। ততো রুচের্বিরলত্বাদুত্তরাভাবেনাপি যদৈকান্তিকীত্বম্, তত্তস্যৈকান্তিমানিনো দম্ভমাত্রমিত্যর্থঃ। ততস্তদনৃদ্যৈব নিন্দা — (ব্রহ্মযামলে) "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ" ইত্যাদিনা, ন তু রুচি-ভাবেঽপি তন্নিন্দা যুক্তা, — **পূতনা** ইত্যাদেঃ। তথা চোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে, — "স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে কর্ম ন চ বেদোদিতং মহৎ। বিনৈব ভগবৎপ্রীত্যা তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ॥" ইতি।

প্রীতিরত্র তাদৃশরুচিঃ। তদেবমত্র শাস্ত্রানাদরস্যৈব নিন্দা, ন তু তদজ্ঞানস্য, — (ভাঃ ১১।২।৩৫) "**ধাবন্নিমীল্য বা**" ইত্যাদেঃ। গৌতমীয়তন্ত্রে ত্বিদমপ্যুক্তম্ —

"ন জপো নার্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ। কেবলং সন্ততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্॥" ইতি।

অজাততাদৃশরুচিনা তু সদ্‌বেষাদরমাত্রাদৃতা রাগানুগাপি বৈধীসংবলিতৈবানুষ্ঠেয়া; যথা লোকসংগ্রহার্থং প্রতিষ্ঠিতেন জাত-তাদৃশরুচিনা চ। অত্র মিশ্রণে চ যথাযোগ্যং রাগানুগয়ৈকীকৃত্যৈব বৈধী কর্তব্যা। কেচিদষ্টাদশাক্ষরধ্যানং গোদোহনসময়-বংশীবাদ্য-সমাকৃষ্ট-তত্তৎসর্বময়ত্বেন ভাবয়ন্তি; যথা চৈকে তাদৃশমুপাসনং 'সাক্ষাদ্‌ব্রজজন-বিশেষায়ৈব মহ্যং শ্রীগুরুচরণৈর্মদভীষ্টবিশেষসিদ্ধ্যর্থমুপদিষ্টং ভাবয়ামি, সাক্ষাত্তু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনং সেবমান এবাসৌ' ইতি ভাবয়ন্তি।

অথ "শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে" ইত্যাদি নিন্দিত-মাত্রস্যাবশ্যক-ক্রিয়া-নিষেধয়োরুল্লঙ্ঘনং দ্বিবিধম্; — তৌ হি (ক) ধর্মশাস্ত্রোক্তৌ, (খ) ভক্তিশাস্ত্রোক্তৌ চেতি। তত্র ভগবদ্ভক্তিবিশ্বাসেন দৌঃশীল্যেন বা পূর্বয়োরকরণ-করণ-প্রত্যাসত্তৌ ন বৈষ্ণবভাবাদ্‌ভ্রংশঃ, (ভাঃ ১১।৫।৪১) — "**দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাম্**" ইত্যাদ্যুক্তেঃ, (গীঃ ৯।৩০) "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদ্যুক্তেশ্চ তাদৃশরুচিমতি তু তয়ৈব রুচ্যা দ্বিষ্টত্বাদপুনর্ভবাদ্যানন্দস্যাপি বাঞ্ছা নাস্তি, কিমুত পরমঘৃণাস্পদস্য বিকর্মানন্দস্য; অতস্তত্র স্বত এব ন প্রবৃত্তিঃ। প্রমাদাদিনা কদাচিজ্জাতং চেদ্‌বিকর্ম তৎক্ষণাদেব নশ্যত্যপি; উক্তঞ্চ, (ভাঃ ১১।৫।৪২) "**বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্, ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ**" ইতি।

অথ যদি বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্তৌ তৌ, তর্হি বিষ্ণুসন্তোষৈক-প্রয়োজনাবেব ভবতঃ। তয়োশ্চ তাদৃশত্বে শ্রুতে সতি তদীয়-রাগরুচিমতঃ স্বত এব প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী স্যাতাম্, — তৎসন্তোষৈক-জীবনত্বাৎ প্রীতিজাতেঃ। অতএব ন তত্র স্বানুগম্যমান-রাগাত্মক-সিদ্ধভক্তবিশেষেণ কৃতত্বাকৃতত্বয়োরনুসন্ধানঞ্চাপেক্ষ্যং স্যাৎ; কিন্তু তৎকৃতত্বে সতি বিশেষেণাগ্রহো ভবতীত্যেব বিশেষঃ। অত্র ক্বচিচ্ছাস্ত্রোক্ত-ক্রমবিধ্যপেক্ষা চ রাগরুচ্যৈব প্রবর্তিতেতি রাগানুগান্তঃপাত এব।

যে চ শ্রীগোকুলাদি-বিরাজি-রাগাত্মিকানুগাস্তৎপরাস্তে তু শ্রীকৃষ্ণক্ষেম-তৎসংসর্গান্তরায়াভাবাদি-কাম্যাত্মক-তদভিপ্রায়-রীত্যৈব বৈষ্ণব-লৌকিক-ধর্মানুষ্ঠানং কুর্বন্তি। অতএব রাগানুগায়াং রুচেরেব সদ্ধর্ম-প্রবর্তকত্বাৎ "শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে" ইত্যেতদ্বাক্যস্য ন তদ্বর্ত্ম-ভক্তিবিষয়ত্বম্; (গী: ৯।৩০) "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদি-বিরোধান্ন চ বিধিবর্ত্ম-ভক্তি-বিষয়ত্বম্, কিন্তু বাহ্য (বেদবহির্ভূত)-শাস্ত্রনির্মিত-বুদ্ধর্ষভ-দত্তাত্রেয়াদি-ভজনবর্ত্ম-বিষয়ত্বমেব। তথোক্তম্, –

"বেদধর্মবিরুদ্ধাত্মা যদি দেবং প্রপূজয়েৎ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥" ইতি।

রাগানুগায়াং বিধ্যপ্রবর্তিতায়ামপি ন বেদবাহ্যত্বম্; বেদ-বৈদিক-প্রসিদ্ধৈব সা, – তত্র তত্র রুচিত্বাৎ। বেদেষু বুদ্ধাদীনাং তু বর্ণনং বেদবাহ্যং বিরুদ্ধত্বেনৈব; যথা (ভা: ১।৩।২৪) –

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাজিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥" ইত্যাদি।

তস্মাদ্ভবত্যেব রাগানুগা সমীচীনা; তথা বৈধীতোঽপ্যতিশয়বতী চ স্যা। মর্য্যাদা-বচনং হ্যাবেশার্থমেবেতি দর্শিতম্। স পুনরাবেশো যথা রুচিবিশেষলক্ষণ-মানসভাবেন স্যান্ন তথা বিধিপ্রেরণয়া, – স্বারসিক-মনোধর্মত্বাত্তস্য।

তত্র চাস্তাং তাবদনুকূলভাবঃ, যদি তু পরমনিষিদ্ধেন প্রতিকূল-ভাবেনাপ্যাবেশঃ ঝটিতি স্যাত্তদাবেশ-সামর্থ্যেন ঝটিতি প্রাতিকূল্য-দোষহানিঃ স্যাৎ, সর্বানর্থনিবৃত্তিশ্চ স্যাদিতি ভাবমার্গস্য বলবত্ত্বে দৃষ্টান্তোঽপি দৃশ্যতে। তত্র যদ্যনুকূলভাবঃ স্যাত্তদা পরমৈকান্তি-সাধ্য এবাসৌ।

অথ ভাবমার্গ-সামান্যস্য বলবত্ত্বং দর্শয়িতুং প্রকরণমুখাপ্যতে – "শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ, (ভা: ৭।১।১৫) –

(৩৯৪) **অহো অত্যদ্ভুতং হ্যেতদ্দুর্লভৈকান্তিনামপি।**
বাসুদেবে পরে তত্ত্বে প্রাপ্তিশ্চৈদ্যস্য বিদ্বিষঃ ॥

একান্তিনাং (ভা: ১।৪।৪) **"একান্তমতিরুন্নিদ্রো গূঢ়ো মূঢ় ইবেয়তে"** ইতিবৎ পরম-জ্ঞানিনামপি ॥৩১৭॥

এইরূপে প্রেয়সীত্বাভিমানময়ী রাগানুগা দর্শিত হইল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কামকলায়ও ইহা দেখা গিয়াছে। সেবকত্বাদি-অভিমানময়ী রাগানুগায় রুচি ও ভক্তি অন্যত্র জ্ঞাতব্য। যথা –

"(হে ভগবন্ !) অতএব আমি কাম্য বিষয়ে নশ্বরত্বপ্রভৃতি অবগত হইয়া দেহিগণের ব্রহ্মলোক-পর্যন্ত লভ্য আয়ুঃ, সম্পদ্ ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বৈভবরূপ কাম্য বস্তুসমূহ ইচ্ছা করি না – যেহেতু ঐসমুদয় আপনার কালরূপী মহাবিক্রমদ্বারা বিধ্বস্ত হয়।" অতএব "আমাকে নিজ ভৃত্যগণের পার্শ্বভাগে উপনীত করুন" এই শ্রীপ্রহ্লাদবাক্য এস্থলে উদাহরণস্বরূপ।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদিতেও এরূপ উক্ত হইয়াছে –

"হে জগদীশ্বর ! লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিরাজমান আপনি কবে চামরসেবায় চঞ্চলহস্ত আমাকে গম্ভীর বাক্যে সাবধান করিবার জন্য – 'এইরূপে চামর পরিচালনা কর' এরূপ আদেশ দিবেন।" এইরূপ স্কন্দপুরাণে সনৎকুমারপ্রোক্ত সংহিতায় প্রভাকরনামক রাজার উপাখ্যানে উক্ত হইয়াছে –

"সেই রাজা অপুত্রক হইলেও নিজ কর্ম চিন্তা করিয়া পুত্র ইচ্ছা করেন নাই; পরন্তু সকল উপনিষদের জ্ঞেয়তত্ত্ব, সর্বাত্মা, সনাতন, জগন্নাথ বাসুদেবকেই যথাবিধি পুত্র করিয়া নিজরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ আবির্ভূত শ্রীজনার্দনের নিকট হইতে পুত্রবর প্রার্থনা করেন নাই।"

পশ্চাৎ শ্রীভগবানের প্রদত্ত বরও এইরূপ –

"আমি তোমার পুত্র হইব" ইত্যাদি। অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে বলিয়াছেন –

"যাহারা সর্বদা উদ্যোগসহকারে শ্রীহরিকে পতি, পুত্র, সুহৃদ্, ভ্রাতা, পিতা ও মাতার ন্যায় ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকেও বারবার নমস্কার করি।"

এস্থলে পতি, পুত্র, সুহৃদ্ ও ভ্রাতার ন্যায় এই বিশেষণটি ধ্যেয় শ্রীভগবানের (অর্থাৎ তাঁহাকেই পতি প্রভৃতি মনে করিবে), আর 'পিতৃবৎ' ইহা ধ্যানকর্তার বিশেষণ (অর্থাৎ নিজকে তাঁহার পিতার ন্যায় মনে করিবে)। এইরূপ 'মাতৃবৎ' (মাতার ন্যায়) এই পদে উপমানে 'বতুপ্' প্রত্যয় হওয়ায় নিজকে তাঁহার প্রসিদ্ধ মাতৃবর্গের সহিত অভিন্ন চিন্তা না করিয়া তাঁহাদের অনুগতরূপেই ভাবনা করিতে হইবে– ইহাই জ্ঞাপিত হইয়াছে। পিতৃভাবনাদিতেও এইরূপ তাঁহাদের অনুগতরূপেই নিজকে চিন্তা করিবে। অন্যথা ভগবদ্‌বিষয়ে অহংগ্রহোপাসনার দোষের ন্যায় – মাতাপিতাপ্রভৃতির সহিত অভেদ চিন্তায়ও দোষই হয়। আর এস্থলেও 'ধ্যান করেন' এই উক্তিহেতু পূর্বের ন্যায় মনেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। "তাহাদিগকেও" (তেভ্যঃ অপি) এই 'অপি' শব্দদ্বারা অর্থাধীন ইহাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, যাঁহারা ঐসকল রাগবিষয়ে সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা যে নমস্কারযোগ্য – এবিষয়ে আর বক্তব্য কী ?

আশঙ্কা – "বিধিবাক্যই যাহার জ্ঞাপক তাহাই ধর্ম" এই পূর্বমীমাংসাসূত্রানুসারে বিধিপালনেই অপূর্বের (পুণ্যের) উৎপত্তি শোনা যায়। এইরূপ – "শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রোক্ত বিধিসম্পর্কশূন্যা ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতেরই কারণ হয়" এই বাক্যে যামলে শ্রুতিপ্রভৃতি যে কোন একটি শাস্ত্রোক্ত ক্রমনিয়ম পালিত না হইলে দোষও শোনা যাইতেছে।

আবার, "শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আদেশবাক্য বলিয়া যে ব্যক্তি তাহা উল্লঙ্ঘনপূর্বক কর্তব্যবিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি আমার আজ্ঞালঙ্ঘনকারী ও বিদ্বেষী; সুতরাং সে আমার ভজন করিলেও বৈষ্ণব নহে" – এই বাক্যে শ্রুতি-প্রভৃতিতে নির্দিষ্ট অবশ্য কর্তব্য কর্ম এবং অবশ্য নিষিদ্ধবিষয়ে আদেশলঙ্ঘন বৈষ্ণবতার ব্যাঘাতকরূপেই শ্রুত হইতেছে। এঅবস্থায় বিধিনিরপেক্ষা রাগানুগা ভক্তিদ্বারা কিরূপে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, শ্রীভগবানের নাম ও গুণাদির মধ্যে বস্তুশক্তি সিদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া ভক্তি ধর্মের ন্যায় বিধিসাপেক্ষা হয় না। অতএব তত্তদ্‌বিষয়ে জ্ঞানাদিব্যতীতও ফললাভের কথা অনেকস্থলেই শোনা গিয়াছে। যাহার কর্তব্যবিষয়ে স্বতঃ প্রবৃত্তি নাই, বিধিবাক্য তাহাদের জন্যই নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ ক্রমবিধিও তাহাদেরই জন্য বিহিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ নানারূপ বিক্ষেপযুক্ত এবং রুচির অভাবহেতু রাগাত্মিকা ভক্তির পদ্ধতিবিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া – "এই ভক্তিমার্গে নেত্রনিমীলনপূর্বক ধাবিত হইলেও স্খলন বা পতন ঘটে না" এইরূপ নিয়মানুসারে যেকোনরূপ অনুষ্ঠানহেতু সিদ্ধিসত্ত্বেও সুষ্ঠু অর্থাৎ সুস্থির মার্গে প্রবেশের জন্য এবং ক্রমশঃ চিত্তের অভিনিবেশ সম্পাদনের জন্য মর্যাদাস্বরূপ বিধিমার্গ রচিত হইয়াছে। অন্যথা সর্বদা রাগানুগা ভগবদ্ভক্তির উন্মুখতাজনক তাদৃশ রুচির অভাবহেতু কোনরূপ মর্যাদা প্রাপ্তি না ঘটিলে আধ্যাত্মিকাদি উৎপাতসমূহদ্বারা তাদৃশ ব্যক্তি বাধাপ্রাপ্তই হয়। পরন্তু যাঁহাদের ভক্তিবিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাঁহাদের জন্য মর্যাদা রচনা হয় নাই; যেহেতু রুচিহেতুই শ্রীভগবানের রাগাত্মিকা ভক্তির মনোরম ক্রমবিশেষে তাঁহাদের আসক্তি হইয়া থাকে। ইহা – "আমি যে-পরিমাণ, যাহা ও যাদৃশ – ইহা জানিয়া, অথবা না জানিয়াও যাহারা অনন্যভাবে ভজন করে, তাহারা আমার ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে সম্মত" ইত্যাদি স্বয়ং ভগবানেরই উক্তি।

কেহ দুরভিসন্ধিবশতঃও যদি রাগাত্মকভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুকরণ করে, তাহা হইলেও তাদৃশ গতি লাভ করিয়া থাকে – ইহা শাস্ত্রে শোনা যায়। যেরূপ পূতনা শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীর ভাব অনুকরণ করায় ধাত্রীর অনুরূপ গতি লাভ করিয়াছিল। ইহাই উক্ত হইয়াছে– "পূতনা সাধুবেষের অনুকরণহেতু সবংশে আপনাকেই প্রাপ্ত

হইয়াছিল।” অতএব তদীয় রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভগবানের সেই নিজজনগণের ন্যায় নিরন্তর সম্যগ্ ভক্তির অনুষ্ঠানদ্বারা যে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন, এবিষয়ে আর বক্তব্য কী ? অতএব উক্ত হইয়াছে—

“বালঘাতিনী রক্তপায়িনী রাক্ষসী পূতনা হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেও শ্রীহরিকে স্তনদান করিয়া সদ্‌গতি লাভ করিয়াছিল। অতএব তাঁহার মাতৃবর্গের ন্যায় অনুরাগী ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে প্রিয়তম বস্তু দান করিয়া সদ্‌গতি লাভ করিবে না কেন ?”

অতএব বলিয়াছেন— “আমার একান্ত ভক্তগণের গুণ বা দোষমূলক পুণ্য বা পাপ সংঘটিত হয় না।” ভক্তিবিষয়ে নিষ্ঠারই নাম একান্তিতা। ইহা রুচিহেতু বা শাস্ত্রবিধির প্রতি আদরহেতুই উৎপন্ন হয়। এঅবস্থায় লোকের রুচি প্রায়শঃ বিরল বলিয়া এবং শাস্ত্রবিধির প্রতি আদরের অভাব সত্ত্বেও যে ঐকান্তিকতা তাহা ঐকান্তিকাভিমানী ব্যক্তির দম্ভমাত্ররূপেই জ্ঞাতব্য। অতএব উহার অনুবাদ করিয়াই নিন্দারূপে বলা হইয়াছে(ব্রহ্মযামলে)— “শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি ও পঞ্চরাত্রোক্ত বিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি কেবল উৎপাতেরই কারণ হয়।” পরন্তু রুচির সদ্ভাবসত্ত্বে উক্ত নিন্দা সঙ্গত হয় না। যেহেতু— “বালঘাতিনী পূতনা” ইত্যাদিরূপে সদ্‌গতিরই উল্লেখ হইয়াছে। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে এরূপ উক্ত হইয়াছে—

“যাহারা ভগবৎপ্রীতিশূন্য হইয়া স্বতন্ত্রতাবশতঃ বেদোক্ত সৎকর্ম ব্যতীত অন্য কর্মের আচরণ করে, তাহারা পাষণ্ডী বলিয়া গণ্য হয়।”

এস্থলে ‘প্রীতি’ অর্থ তাদৃশ রুচি। অতএব এস্থলে শাস্ত্রের অনাদরেরই নিন্দা হইতেছে, পরন্তু শাস্ত্রবিষয়ে অজ্ঞতার নিন্দা হয় নাই। ইহা “নেত্রনিমীলনপূর্বক ধাবিত হইলেও” ইত্যাদি উক্তি হইতেই জানা যায়। গৌতমীয়তন্ত্রে ইহাও বলা হইয়াছে—

“নিরন্তর যাঁহারা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা করেন, তাহাদের জপ, অর্চন, ধ্যান বা কোনরূপ বিধিনিয়মের আবশ্যক হয় না।”

তাদৃশ রুচি যাহার জাত হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তির সদ্‌বেশাদি প্রতি আদরমাত্রদ্বারা আদৃতা রাগানুগাও বৈধী ভক্তির যোগেই অনুষ্ঠান করিবেন। আর, যে লোকশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার তাদৃশ রুচি জাত হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির পক্ষেও বৈধী ভক্তির যোগেই উহার অনুষ্ঠান কর্তব্য হয়। এস্থলে উভয় ভক্তির মিশ্রণেও যথাযোগ্যরূপে রাগানুগার সহিত এক করিয়াই বৈধীর আচরণ করিবে। কেহ কেহ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে যাঁহার ধ্যান করা যায়, সেই শ্রীকৃষ্ণকে গোদোহনকালে বংশীরবে আকৃষ্ট গোপীপ্রভৃতি সর্বময়রূপেই ভাবনা করেন। যেরূপ কেহ কেহ তাদৃশ উপাসনাকে “শ্রীগুরুচরণ আমার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সাক্ষাৎ শ্রীব্রজজনবিশেষরূপী আমাকে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, আমি তাহা চিন্তা করি, কিন্তু তিনি (শ্রীগুরুদেব) সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবারত হইয়াই আছেন।

অনন্তর “শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞাস্বরূপ” ইত্যাদি বাক্যে আবশ্যক ক্রিয়া এবং নিষেধের উল্লঙ্ঘনের যে নিন্দা করা হইয়াছে, সেই উল্লঙ্ঘন দুইপ্রকার। (ক) সেই বিধি ও নিষেধ ধর্মশাস্ত্রোক্ত, ও (খ) ভক্তিশাস্ত্রোক্ত। তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্তির প্রতি বিশ্বাসহেতু অথবা দুরাচারতাবশতঃ ধর্মশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া না করিলে এবং ধর্মশাস্ত্রনিষিদ্ধ ক্রিয়ার আচরণ করিলে বৈষ্ণবতা হইতে বিচ্যুতি ঘটে না। যেহেতু “তিনি দেবতা, ঋষি, ভূতবর্গ, আত্মীয়বর্গ ও মানবগণের নিকট ঋণী হন না” ইত্যাদি এবং “সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি একনিষ্ঠভাবে আমার ভজন করে, তাহা হইলে সাধুরূপেই গণ্য হয়” এরূপ উক্তি রহিয়াছে। আর যাঁহার ভক্তিবিষয়ে পূর্বোক্তরূপ রুচি রহিয়াছে, তাঁহার সেই রুচির ফলেই ধর্মশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া বা ক্রিয়ার ফলে বিদ্বেষহেতু মোক্ষানন্দে পর্যন্ত বাঞ্ছা হয় না, সুতরাং পরমঘৃণ্য নিষিদ্ধ কর্মজনিত আনন্দের কথা আর কী বলিব ! অতএব তাহাতে (বিকর্মে) স্বভাবতই তাদৃশ ব্যক্তির

প্রবৃত্তি হয় না। যদি প্রমাদাদিবশতঃ কখনও ঐরূপ বিরুদ্ধ কর্ম ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা তৎক্ষণাৎই বিনষ্ট হয়। ইহাই বলিয়াছেন— "(তাঁহার) যৎকিঞ্চিৎ বিকর্ম সঙ্ঘটিত হইলেও হৃদয়স্থিত ভগবান্ শ্রীহরিই তাহা বিনষ্ট করেন।"

আর সেই কর্তব্য ক্রিয়ার বিধান এবং অকর্তব্যের নিষেধ যদি বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত হয়, তাহা হইলে একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষই উভয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষই এই দুইটির একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া শ্রুত হইলে শ্রীভগবানের প্রতি রাগরুচিযুক্ত পুরুষের স্বতঃ সেই আদিষ্ট কর্মে প্রবৃত্তি এবং নিষিদ্ধ কর্মে অপ্রবৃত্তি হয়। কারণ, শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষই তাঁহার প্রতি প্রীতির একমাত্র জীবন। অতএব যে রাগাত্মক সিদ্ধভক্তবিশেষের অনুসরণ করা হয়, তিনি কোন্ কার্য করিয়াছেন, কোন্ কার্য করেন নাই, নিজের সেবিষয়ের অনুসন্ধানেরও অপেক্ষা থাকে না। তবে তাদৃশ রাগাত্মক সিদ্ধভক্ত ইহা করিয়াছেন— ইহা অবগত হইলে নিজের তদ্‌বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহই হয়। ইহাই বৈশিষ্ট্য। এই রাগানুগভক্তিমার্গে কখনও কখনও শাস্ত্রোক্ত ক্রমবিধির সাপেক্ষতা রাগরুচির দ্বারাই প্রবর্তিত হয় বলিয়া উহা রাগানুগারই অন্তর্গত হয়।

যাঁহারা শ্রীগোকুলাদিতে বিরাজমান রাগাত্মক ভক্তগণের অনুগামী হইয়া শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ হন, তাঁহারা সেই ব্রজজনগণের শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল এবং তৎসম্পর্কের নির্বিঘ্নতাপ্রভৃতির কামনারূপ অভিপ্রায় অনুসরণ করিয়াই বৈষ্ণবোচিত লৌকিক ধর্মের অনুষ্ঠান করেন। অতএব রাগানুগমার্গে রুচিই সদ্ধর্মের প্রবর্তক বলিয়া "শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞাস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্য রাগানুগমার্গের ভক্তিবিষয়ক নহে। আবার— "সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে আমার ভজন করে" ইত্যাদি বিরুদ্ধাত্মক উক্তি বিধিমার্গীয় ভক্তিবিষয়কও নহে। কিন্তু ইহা বেদবহির্ভূত শাস্ত্রোপদিষ্ট বুদ্ধ, ঋষভদেব ও দত্তাত্রেয়প্রভৃতির আচরিত ভজনমার্গবিষয়েই জানিতে হইবে। অতএব বলা হইয়াছে—

"বেদধর্মবিরোধী যে ব্যক্তি দেবতার পূজা করে, সে প্রলয়কালপর্যন্ত ঘোরতর নরকে বাস করে।" রাগানুগা ভক্তি— বিধিদ্বারা প্রবর্তিত না হইলেও উহা বেদবাহ্য নহে; বেদ ও বৈদিকগণের মধ্যে উহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। কারণ, বেদাদিশাস্ত্রোক্ত ভগবদ্ভজনে রুচিই রাগানুগার স্বরূপ। বেদপ্রভৃতি শাস্ত্রে বুদ্ধাদির বর্ণন বিরুদ্ধরূপেই হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহাদের মত বেদবাহ্য। যথা— "অনন্তর কলিযুগ প্রবর্তিত হইলে অসুরগণকে মোহগ্রস্ত করিবার জন্য কীকট দেশে ভগবান্ অজিনপুত্র (অঞ্জন পুত্র) বুদ্ধ নামে আবির্ভূত হইবেন।" ইত্যাদি।

অতএব রাগানুগা ভক্তি সমীচীনাই হয়। ইহা বৈধী অপেক্ষাও আতিশয্যযুক্তা হইয়া থাকে। তবে এই ভক্তিমার্গে মর্যাদাকথন কেবলমাত্র তদ্‌বিষয়ে মনের আবেশের জন্যই জানিতে হইবে। এই আবেশ মনের স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া রুচিবিশেষাত্মক মানস ভাবদ্বারা যেরূপ সুসিদ্ধ হয়, বিধির প্রেরণাদ্বারা সেরূপ হয় না।

শ্রীভগবানে অনুকূল ভাবের কথা দূরেই থাকুক, পরমনিষিদ্ধ প্রতিকূল ভাবহেতুও সত্বরই আবেশ সিদ্ধ হয়। আর সেই আবেশের সামর্থ্যহেতু প্রাতিকূল্যজনিত দোষের হানি এবং সর্বপ্রকার অনর্থের নিবৃত্তি সত্বরই ঘটিয়া থাকে। এইহেতু ভাবমার্গের প্রাবল্যবিষয়ে দৃষ্টান্তও দেখা যায়। আর যদি তাহাতে অনুকূলভাব থাকে, তাহা হইলে উহা পরম ঐকান্তিক ভক্তগণের সাধ্য অবশ্যই হয়। অনন্তর সাধারণভাবেই ভাবমার্গের প্রাবল্য প্রদর্শনের জন্য একটি প্রকরণের উত্থাপন করা হইতেছে। শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন—

(৩৯৪) "অহো! ইহা অতিশয় অদ্ভুত যে— যাহা একান্তিগণেরও দুর্লভ, বিদ্বেষী শিশুপালেরও সেই পরমতত্ত্ব বাসুদেবে প্রাপ্তি (গতি) হইল।"

একান্তমতি ব্যক্তি জাগ্রত, গূঢ় হইয়াও মূঢ়বৎ প্রতীত হয়। এই উক্তির ন্যায় পরমজ্ঞানিগণেরও এই প্রাপ্তি সম্ভব নহে।

'একান্তিগণেরও' অর্থাৎ পরমজ্ঞানিগণেরও ॥৩১৭॥

যতস্তেষামপি সা (প্রাপ্তিঃ) ন সম্ভবতি, (ভা: ৭।১।১৬) —

(৩৯৫) "**এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সর্ব এব বয়ং মুনে।**
ভগবন্নিন্দয়া বেণো দ্বিজৈস্তমসি পাতিতঃ ॥"

তমসি নরকে, — বহুনরকাদি-ভোগানন্তরমেব শ্রীপৃথুজন্ম-প্রভাবোদয়েন তস্য বামনপুরাণে সদ্গতি-শ্রবণাৎ ॥**৩১৮**॥

(ভা: ৭।১।১৭) —

(৩৯৬) "**দমঘোষসুতঃ পাপ আরভ্য কলভাষণাৎ।**
সম্প্রত্যমর্ষী গোবিন্দে দন্তবক্রশ্চ দুর্মতিঃ ॥" ইত্যাদি স্পষ্টম্ ॥**৩১৯**॥

যেহেতু তাঁহাদেরও এরূপ গতি সম্ভব অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হয় না (অতএব) —

(৩৯৫) "হে মুনিবর! শ্রীভগবানের নিন্দাহেতু দ্বিজগণ বেণকে তমোমধ্যেই নিপাতিত করিয়াছিলেন।" এরূপ অবস্থায় শ্রীভগবানের নিন্দা করিয়াও শিশুপালের ভগবৎপ্রাপ্তি হইল কিরূপে?

'তমোমধ্যে' অর্থাৎ নরকে। বহু নরক ভোগের পরই পৃথুর জন্মপ্রভাবহেতু বামনপুরাণে তাহার (বেণ রাজার) সদ্গতির কথা শোনা যায় ॥৩১৮॥

(৩৯৬) "দমঘোষের পুত্র পাপাত্মা (শিশুপাল) অতি শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাৎসর্যযুক্ত এবং দুর্মতি দন্তবক্রও এইরূপ।" ইত্যাদি। ইহার অর্থ স্পষ্ট ॥৩১৯॥

তত্রোত্তরম্। — শ্রীনারদ উবাচ যথা —

টীকা চ — "অহো! ভগবন্নিন্দকস্য নরকপাতেন ভাব্যমিতি বদতস্তব কোঽভিপ্রায়ঃ? (ক) ভগবৎ-পীড়াকরত্বাদ্বা, (খ) তদভাবেঽপি সুরাপানাদিবন্নিষিদ্ধ-নিন্দ্যাচরণাদ্বা", ইত্যেষা। তত্র তাবদ্বিমূঢ়ৈর্জনৈ-র্নিন্দাদিকং প্রাকৃতান্ তমআদি-গুণানুদ্দিশ্যৈব প্রবর্ত্যতে। ততঃ প্রকৃতিপর্যন্তাশ্রয়স্য তৎকৃত-নিন্দাদেরপ্রাকৃত-গুণবিগ্রহাদৌ তস্মিন্ প্রবৃত্তির্নাস্ত্যেব। ন চ জীববৎ প্রকৃতিপর্যন্তে বস্তুজাতে ভগবদভিমানোঽস্তি; ততশ্চ তেন তস্য পীড়াপি নাস্ত্যেব। তদেতদাহ, (ভা: ৭।১।২২-২৪); (৭।১।২২) —

(৩৯৭) "**নিন্দনস্তব-সৎকার-ন্যক্কারার্থং কলেবরম্।**
প্রধান-পরয়ো রাজন্নবিবেকেন কল্পিতম্ ॥"

নিন্দনং দোষকীর্তনম্; **ন্যক্কারস্তিরস্কারঃ**; নিন্দনস্তুত্যাদি-জ্ঞানার্থং **প্রধান-পুরুষয়োরবিবেকেন** জীবানাং **কলেবরং কল্পিতং** রচিতম্। বস্তুতস্তু ভগবতস্তন্নিন্দাদ্যস্পর্শতয়া সিদ্ধান্তশ্চ পূর্ববৎ ॥৩২০॥

পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীনারদ বলিলেন —

টীকা — শ্রীভগবানের নিন্দাকারী ব্যক্তির নরকপাত অবশ্যম্ভাবী — তোমার এরূপ উক্তির অভিপ্রায় কী? (ক) নিন্দা শ্রীভগবানের পীড়াজনক বলিয়াই কি নিন্দাকারীর নরকগতি হইবে? অথবা (খ) পীড়াজনক না হইলেও শ্রীভগবানের নিন্দা মদ্যপানাদির ন্যায় শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও নিন্দ্য বলিয়া তাহার আচরণ করিলে নরকগতি হইবে? এপর্যন্ত টীকা। বস্তুতঃ মূঢ় ব্যক্তিগণ প্রাকৃত তমঃপ্রভৃতি গুণসমূহের উদ্দেশ্য করিয়াই নিন্দাপ্রভৃতির আচরণ করেন। অতএব প্রকৃতি(স্বভাব)পর্যন্ত ব্যাপৃত মূঢ়গণের কৃত নিন্দাদি প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃতবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেই পারে না। আর প্রকৃতিপর্যন্ত বস্তুসমূহে জীবগণের যেরূপ 'আমি' বলিয়া অভিমান থাকে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তদ্বিষয়ে সেরূপ অভিমানও নাই। অতএব নিন্দাহেতু তাঁহার পীড়াও হয় না। ইহাই সার্ধশ্লোকত্রয়ে বলিয়াছেন —

(৩৯৭) "হে মহারাজ ! নিন্দা, স্তব, সৎকার ও ন্যক্কারের জন্যই প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেকদ্বারা শরীর কল্পিত হইয়াছে।"

'নিন্দা' – দোষকীর্তন; 'ন্যক্কার' – তিরস্কার; এই নিন্দাস্তুতিপ্রভৃতির বোধ অর্থাৎ অনুভবের জন্য প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক(অর্থাৎ পার্থক্যবোধের অভাব)দ্বারাই জীবগণের শরীর কল্পিত অর্থাৎ রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীভগবানকে তাঁহার নিন্দাদি স্পর্শ করিতে পারে না, পূর্ববৎ এই সিদ্ধান্ত করা হইল ।।৩২০।।

ততশ্চ (ভা: ৭।১।২৩, ২৪) –

(৩৯৮) **"হিংসা তদভিমানেন দণ্ড-পারুষ্যয়োর্যথা।**
বৈষম্যমিহ ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব ।।
(৩৯৯) **যন্নিবদ্ধোঽভিমানোঽয়ং তদ্বধাৎ প্রাণিনাং বধঃ।**
তথা ন যস্য কৈবল্যাদভিমানোঽখিলাত্মনঃ।
পরস্য দমকর্তুর্হি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে ।।"

ইহ প্রাকৃতে লোকে যথা তৎকলেবরাভিমানেন **ভূতানাং মমাহমিতি বৈষম্যং** ভবতি, যথা তৎকৃতাভ্যাং **দণ্ড-পারুষ্যাভ্যাং** তাড়ন-নিন্দাভ্যাং নিমিত্ত-ভূতাভ্যাং **হিংসা** চ ভবতি, **যথা** যস্মি**ন্নিবদ্ধোঽভিমান**স্তস্য দেহস্য **বধাৎ প্রাণিনাং বধশ্চ** ভবতি, **তথা যস্যাভিমানো** নাস্তীত্যর্থস্তস্যাস্য পরমেশ্বরস্য **হিংসা কেন** হেতুনা **কল্প্যতে**? অপি তু ন কেনাপীত্যর্থঃ। তথাভিমানাভাবে হেতুঃ – **কৈবল্যাৎ**, – (ভা: ৭।১।৩৪) **"দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্"** ইতি কৈমুত্যাদি-প্রাপ্ত-শুদ্ধত্বাত্তাদৃশনিন্দাদ্যগম্য-শুদ্ধ-সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাদিত্যর্থঃ; তস্য তদগম্যত্বঞ্চ – (গী: ৭।২৫) "নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" ইতি শ্রীভগবদ্গীতাতঃ। তাদৃশবৈলক্ষণ্যে হেতুঃ – **অখিলানামাত্ম**-ভূতস্য; তত্র হেতুঃ – **পরস্য** প্রকৃতিবৈভবসঙ্গ-রহিতস্য; হিংসায়া অবিষয়ত্বে হেত্বন্তরম্ – **দমকর্তুঃ** পরমাশ্চর্যানন্তশক্তিত্বাৎ সর্বেষামেব শিক্ষাকর্তুরিতি ।।৩২১।।

(৩৯৮-৩৯৯) অনন্তর – "হে রাজন্ ! জীবগণের তদভিমান(শরীরের অভিমান)হেতু যেরূপ 'আমি আমার' এরূপ বৈষম্য হয় এবং তৎকৃত দণ্ড ও পরুষভাবহেতু যেরূপ হিংসা হয় এবং যাহাতে (যে দেহেতে) অভিমান আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার বধহেতু যেরূপ প্রাণিগণের বধ হয়, সেইরূপ অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কৈবল্য(অপ্রাকৃতত্ব)হেতু তাদৃশ অভিমান নাই, সেই দমকর্তা পরমপুরুষের হিংসা কিহেতু কল্পনা করা যাইতে পারে ?"

এই প্রাকৃত জগতে দেহাভিমানহেতু প্রাণিগণের 'আমি আমার' এরূপ বৈষম্যভাব ঘটে এবং সেই বৈষম্যহেতু 'দণ্ড ও পরুষভাব' অর্থাৎ তাড়ন ও নিন্দাহেতু যেরূপ হিংসা হয় এবং যাহাতে পূর্বোক্ত অভিমান আবদ্ধ, সেই দেহের বধহেতু যেরূপ প্রাণিগণের বধ হয়, সেরূপ অভিমান যাঁহার নাই, সেই পরমেশ্বরের হিংসা কিহেতু কল্পনা করা যাইতে পারে ? অর্থাৎ কোনরূপেই কল্পনা করা যায় না। সেরূপ অভিমান না থাকার কারণ বলিলেন –

'কৈবল্যহেতু' অর্থাৎ 'দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণহীন বৈকুণ্ঠবাসিগণের' ইত্যাদি শ্লোকে বৈকুণ্ঠবাসিগণকেই প্রাকৃত দেহাদিসম্বন্ধশূন্যরূপে উল্লেখ করায় অর্থাধীন কৈমুত্যন্যায়াদিদ্বারা শ্রীভগবানের বিশুদ্ধত্ব সুতরাংই উপলব্ধ হয়। অতএব তাঁহার বিগ্রহ শুদ্ধসচ্চিদানন্দময় এবং নিন্দাদির অগম্য – ইহাই উপলব্ধ হয়। শ্রীগীতাশাস্ত্রে "আমি যোগমায়াবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশিত নহি" এইরূপে তাঁহাকে নিন্দাদির অগম্য বলা হইয়াছে। তিনি যে সাধারণ জীব অপেক্ষা তাদৃশ বিলক্ষণ, এবিষয়ে হেতু বলিলেন – 'অখিলাত্মা' অর্থাৎ সকলের আত্মস্বরূপ

বলিয়াই বিলক্ষণ; তিনি অখিলাত্মা কেন, তাহা বলিলেন – 'পর' অর্থাৎ প্রাকৃত বৈভবের সঙ্গরহিত; তিনি হিংসার বিষয় না হওয়ার আর একটি কারণ এই যে – তিনি 'দমকর্তা' অর্থাৎ পরম বিচিত্র অনন্তশক্তিসম্পন্ন বলিয়া সকলের শিক্ষক (অতএব হিংসার বিষয় হইতে পারেন না) ॥৩২১॥

তথা হি (ভা: ৭।১।২৫) –

(৪০০) "**তস্মাদ্‌বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।**
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥"

এবং যস্মাদ্ভগবতো নিন্দাদি-কৃতং বৈষম্যং নাস্তি, (ভা: ৭।১।৩১) তস্মাৎ **যেন কেনাপ্যুপায়েন** ইতিবৎ। (ভা: ১০।১২।৩৯) "**সকৃদ্‌যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা**" ইতি বা তদাভাসমপি ধ্যায়তস্তদাবেশাত্তত্র বৈরেণাপি ধ্যায়তস্তদাবেশেনৈব নিন্দাদি-কৃত-পাপস্যাপি নাশাত্তৎসাযুজ্যাদিকং যুক্তমিত্যাশয়েনাহ, – **তস্মাদিত্যাদিভিঃ**। **যুঞ্জ্যাদিতি**, **স্নেহ-কামা**দীনাং বিধাতুমশক্যত্বাৎ; – সম্ভাবনায়ামেব লিঙ্; বৈরানুবন্ধাদীনামেকতরেণাপি **যুঞ্জ্যাদ্**ধ্যায়েচ্চেৎ, তদা ভগবতঃ **পৃথঙ্নেক্ষতে** – তদাবিষ্টো ভবতীত্যর্থঃ। **বৈরানুবন্ধো** বৈরভাবাবিচ্ছেদঃ; **নির্বৈরং** বৈরাভাবমাত্রমৌদাসীন্যমুচ্যতে, তেন (বিধি-প্রবর্তিতত্ব) কামাদি-রাহিত্যমপ্যায়াতি – বৈরাদি-ভাব-রাহিত্যমিত্যর্থঃ, তেন বা বৈরাদিভাব-রাহিত্যেন **যুঞ্জ্যাৎ** – বিহিতত্বমাত্রবুদ্ধ্যা ধ্যায়েৎ, – ধ্যানোপলক্ষিতং ভক্তিযোগং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। **স্নেহঃ** কামাতিরিক্তঃ পরস্পরমকৃত্রিমঃ প্রেমবিশেষঃ; স তু সাধকে তদভিরুচিরেব ॥৩২২॥

(৪০০) "অতএব বৈরানুবন্ধ (নিরন্তর বৈরভাব), নির্বৈর ভাব, ভয়, স্নেহ বা কামের সহিত মন যুক্ত করিবে, (তাহা হইলে) কোনরূপ ভেদ দর্শন করিবে না।"

অতএব শ্রীভগবানের নিন্দাদিকৃত বৈষম্য না থাকায়, "যে শ্রীভগবানের প্রতিকৃতি একবারমাত্র হৃদয়ে ধারণ করিলে সদ্গতি লাভ হয়" ইত্যাদি বাক্যোক্ত নীতিক্রমে যেকোন উপায়ে তাঁহার আভাসমাত্রের ধ্যান করিলে তদ্‌বিষয়ে আবেশ হয় বলিয়া বৈরভাবে ধ্যান করিলেও তাঁহার আবেশহেতুই – নিন্দাদিকৃত পাপেরও ক্ষয় হয় বলিয়া তাদৃশ ব্যক্তির ভগবৎসাযুজ্য যুক্তই হয় – এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন – 'সেইহেতু' ইত্যাদি। এস্থলে 'যুক্ত করিবে' (যুঞ্জ্যাৎ) এই পদে বিধি অর্থে 'লিঙ্' বিভক্তি না হইয়া সম্ভাবনা অর্থেই হইয়াছে (অর্থাৎ যদি যুক্ত করে – এরূপ অর্থই হয়, যুক্ত করিবে – এরূপ অর্থ নহে); কারণ স্নেহ-কামপ্রভৃতি স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া বিধানের যোগ্য নহে; বৈরানুবন্ধপ্রভৃতির যে কোন একটিদ্বারা যদি মনকে যুক্ত করে অর্থাৎ তাঁহার ধ্যান করে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক্ আর কোন বস্তু দর্শন করে না অর্থাৎ মন একমাত্র তাঁহাতেই আবিষ্ট হয়। 'বৈরানুবন্ধ' – বৈরভাবের অবিচ্ছেদ। 'নির্বৈর' – বৈরভাবের অভাবমাত্র অর্থাৎ ঔদাসীন্য। ইহাদ্বারা বিধিপ্রবর্তিত হেতু কামাদিরাহিত্যও লব্ধ হয় বলিয়া বৈরাদি সর্বপ্রকার দূষণীয়ভাবের অভাবই 'নির্বৈর' পদের অর্থ। অতএব বাক্যের অর্থ (বৈরানুবন্ধসহকারে মন যুক্ত করিবে), অথবা বৈরভাবশূন্যতাসহকারে যুক্ত করিবে – অর্থাৎ তাঁহাতে মনকে যুক্ত করা শাস্ত্রবিহিত – এইরূপ জ্ঞান করিয়া ধ্যান করিবে। এস্থলে 'ধ্যান করিবে' – এরূপ উক্তি উপলক্ষণমাত্র। বস্তুতঃ ভগবদ্‌বিষয়ে ভক্তিযোগের আচরণ করিবে। স্নেহ বলিতে কামাতিরিক্ত পরস্পর অকৃত্রিম প্রেমবিশেষ। সাধকের পক্ষে ভগবদ্‌বিষয়ে অভিরুচিই স্নেহ ॥৩২২॥

তদেবং সর্বেষাং তদাবেশ এব ফলমিতি স্থিতে ঝটিতি তদাবেশসিদ্ধয়ে তেষু ভাবময়-মার্গেষু নিন্দিতেনাপি বৈরেণ বিধিময্যা ভক্ত্যের্ন সাম্যমিত্যাহ, (ভা: ৭।১।২৬) –

(৪০১) "**যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।**
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥"

বৈরানুবন্ধেনেতি ভয়স্যাপ্যুপলক্ষণম্; **যথা** শৈঘ্র্যেণ **তন্ময়তাং** তদাবিষ্টতাং, **ভক্তিযোগেন** বিহিতত্ব-(বিধি-প্রবর্তিতত্ব)মাত্রবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণেন তু ন তথা ।।৩২৩।।

এইরূপে সকলের সম্বন্ধে ভগবদাবেশই ফল ইহা স্থিরীকৃত হইলে, সত্বর তদাবেশসিদ্ধির জন্য ভাবময় বিভিন্ন মার্গের মধ্যে নিন্দিত বৈরভাবের সহিতও বৈধী ভক্তির সাম্য নাই। ইহা বলিতেছেন –

(৪০১) "মনুষ্য বৈরানুবন্ধদ্বারা যেরূপ তন্ময়তা লাভ করিতে পারে, ভক্তিযোগদ্বারা সেরূপ তন্ময়তা লাভ করিতে পারে না, ইহা আমার নিশ্চিত অভিমত।"

এস্থলে 'বৈরানুবন্ধ' এই পদটি ভয়েরও উপলক্ষণ; (বৈরানুবন্ধ প্রভৃতি দ্বারা) 'যেরূপ' অর্থাৎ যেরূপ সত্বর 'তন্ময়তা' অর্থাৎ ভগবদাবেশ লাভ করা যায়; 'ভক্তিযোগদ্বারা' অর্থাৎ ইহা শাস্ত্রবিহিত – এরূপ বুদ্ধিহেতু ভক্তির অনুষ্ঠানদ্বারা সেরূপ তন্ময়তা সত্বর লাভ করা যায় না ।।৩২৩।।

আস্তাং তাদৃশ-বস্তুশক্তিযুক্তস্য তেষু প্রকাশমানস্য ভগবতো ভগবদ্‌বিগ্রহাভাসস্য বা বার্তা, প্রাকৃতেঽপি তদ্ভাবমাত্রস্য ভাব্যাবেশফলং মহদ্‌দৃশ্যত ইতি সদৃষ্টান্তং তদেব প্রতিপাদয়তি, (ভা: ৭।১।২৭, ২৮) –

(৪০২) "**কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।**
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ।।
(৪০৩) **এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।**
বৈরেণ পূতপাপ্‌মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া ।।"

সংরম্ভো দ্বেষো **ভয়ঞ্চ** তাভ্যাং **যোগস্ত**দাবেশস্তেন **তৎস্বরূপতাং** তস্য স্বমাত্মীয়ং রূপমাকৃতির্যস্য তত্তাং তৎসারূপ্যমিত্যর্থঃ। **এবং** ইত্যেবমপীত্যর্থঃ। মায়ামনুজে নরাকৃতি-পরব্রহ্মত্বান্মায়য়ৈব – কৃপয়া প্রাকৃত-মনুজসদৃশতয়া প্রতীয়মানে। ননু **কীটস্য পেশস্কৃদ্**দ্বেষে পাপং ন ভবতি, তত্র তু তৎ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ, – **বৈরেণ অনুচিন্তয়া** যানুচিন্তা – তদাবেশস্তয়ৈব **পূতপাপ্‌মানঃ** তদ্ধ্যানাবেশস্য তাদৃশশক্তিত্বাদিতি ভাবঃ ।।৩২৪।।

পূর্বোক্তরূপ বিচিত্র বস্তুশক্তিবিশিষ্টরূপে তাদৃশ ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রকাশমান শ্রীভগবান্ অথবা তাঁহার বিগ্রহাভাসের কথা দূরে থাকুক, প্রাকৃত জীবের মধ্যেও তাদৃশ ভাবমাত্র হইতেই যে ভাবনাকারীর ভাব্য অর্থাৎ চিন্তনীয় পদার্থবিষয়ের আবেশলাভরূপ মহাফল প্রাপ্তি দেখা যায়, ইহা দৃষ্টান্তসহ প্রতিপাদন করিতেছেন –

(৪০২-৪০৩) "পেশস্কারিকর্তৃক (ভ্রমরকর্তৃক) নিজ বাসস্থানে আবদ্ধ কীট সংরম্ভ ও ভয়যোগে সর্বদা তাহাকে স্মরণ করিতে করিতে তাহার নিজ রূপ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ মায়ামনুষ্য ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরভাবের অনুচিন্তনদ্বারাও পাপমুক্ত হইয়া (তাহারা) তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

'সংরম্ভ' অর্থাৎ দ্বেষ এবং ভয় – এই উভয়ের 'যোগেন' অর্থাৎ তদাবেশদ্বারা; 'তৎস্বরূপতা' – তাহার (ভ্রমরের) স্বরূপতা অর্থাৎ ভ্রমরের সারূপ্য; 'এবং অপি' – এইরূপেও 'মায়ামনুজ' – বস্তুতঃ নরাকৃতি পরব্রহ্ম হইয়া যিনি কেবলমাত্র মায়াবলেই – কৃপায় প্রাকৃত মনুষ্যরূপে প্রতীত হন। আশঙ্কা – ভ্রমরের প্রতি দ্বেষহেতু কীটের পাপ না হইতে পারে, পরন্তু শ্রীভগবানের প্রতি বিদ্বেষহেতু নিশ্চিতই পাপ হয়, ইহার সমাধানরূপেই বলিয়াছেন – বৈরহেতু যে অনুচিন্তা অর্থাৎ ভগবদাবেশ ঘটে, তাহাদ্বারাই পাপমুক্ত হয়। যেহেতু তাঁহার ধ্যানাবেশের এরূপ শক্তি রহিয়াছে ।।৩২৪।।

ন চ শাস্ত্রবিহিতেনৈব ভগবদ্ধর্মেণ সিদ্ধিঃ স্যান্ন তদবিহিতেন কামাদিনেতি বাচ্যম্; যতঃ, (ভা: ৭।১।২৯) –

(৪০৪) "**কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।**
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥"

যথা 'বিহিতয়া' (বিধিময্যা) **ভক্ত্যেশ্বরে মন আবেশ্য তদ্গতিং** গচ্ছন্তি, তথৈব 'অবিহিতেনাপি' (রাগেণাপি) কামাদিনা **বহবো গতা** ইত্যর্থঃ। **তদঘং** তেষু **কামাদিষু** মধ্যে যদ্**দ্বেষ-ভয়য়োরঘং** ভবতি, **তদ্ধিত্বৈব**। **ভয়স্যাপি দ্বেষ**-সম্বলিতত্বাদঘোৎপাদকত্বং জ্ঞেয়ম্।

অত্র কেচিৎ কামেঽপ্যঘং মন্যন্তে, তত্রেদং বিচার্য্যতে, — ভগবতি কাম এব কেবলঃ পাপাবহঃ ? কিংবা পতিভাবযুক্তঃ ? অথবা, উপপতি-ভাবযুক্তঃ ? ইতি স এব কেবলঃ পাপাবহ ইতি চেৎ, স কিং দ্বেষাদিগণ-পাতিত্বাৎ ? তদ্বৎ স্বরূপেণৈব বা ? তত্র চ পরমশুদ্ধে ভগবতি যদধরপানাদিকম্, যচ্চ কামুকত্বাদ্যারোপণম্, তেন ভগবন্মর্য্যাদাতিক্রমেণ বা ? পাপশ্রবণেন বা ? উচ্যতে নাদ্যেন (ভা: ১০।২৯।১৩) —

"**উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।**
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥"

ইত্যত্র দ্বেষাদের্ন্যক্কৃতত্বাৎ, তস্য তু স্তুতত্বাৎ। অতস্তত্র '**প্রিয়াঃ**' ইতি স্নেহবৎ কামস্যাপি প্রীত্যাত্মকত্বেন তদ্বদেব ন দোষাবহত্বম্। তাদৃশীনাং কামো হি প্রেমৈকরূপঃ, — (ভা: ১০।৩১।১৯) "**যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহং স্তনেষু, ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু**" ইত্যাদাবতিক্রম্যাপি যৎ স্বসুখম্, তস্যাতিপ্রীত্যাপি তদানুকূল্য এব তাৎপর্য-দর্শনাৎ।

সৈরিন্ধ্র্যাস্তু ভাবো বিরংসা-প্রায়ত্বেন শ্রীগোপীনামিব কেবল-তত্তাৎপর্যাভাবাত্তদপেক্ষয়ৈব নিন্দ্যতে; ন তু স্বরূপতঃ, — (ভা: ১০।৪৮।৭) "**সানঙ্গতপ্তকুচয়োঃ**" ইত্যাদৌ "**অনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তী**" ইতি, "**পরিরভ্য কান্তমানন্দমূর্তিম্**" ইতি কার্যদ্বারা তৎস্তুতেঃ; তত্রাপি (ভা: ১০।৪৮।৯) "**আহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ**" ইত্যত্র প্রীত্যভিব্যক্তেশ্চ। অতএব (ভা: ১০।৪৮।৮, ১১) —

"**সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্।**
অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত॥
দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্বেশ্বরেশ্বরম্।
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ॥"

ইতি চৈবং কেচিদ্ যোজয়ন্তি; **কৈবল্যমেকান্তিত্বম্**, তেন যো **নাথঃ** সেবনীয়স্তং পুরা তাদৃশ-ত্রিবক্রত্বাদি-লক্ষণ-দৌর্ভাগ্যবত্যপি; **অহো** আশ্চর্যে; **অঙ্গরাগার্পণ**লক্ষণেন ভগবদ্ধর্মাংশেন কারণেন সম্প্রতীদং (ভা: ১০।৪৮।৯) —"**আহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া। রমস্ব**" ইত্যাদি লক্ষণং বক্ষ্যমাণং সৌভাগ্যমযাচতেতি। অতঃ (ভা: ১০।৮০।২৫) —

"**কিমনেন কৃতং পুণ্যমবধূতেন ভিক্ষুণা।**
শ্রিয়া হীনেন লোকেঽস্মিন্ গর্হিতেনাধমেন চ॥"

ইতি শ্রীদামবিপ্রমুদ্দিশ্যান্তঃপুরজন-বচনবদেব তথোক্তিঃ। ননু কামুকী সা কিমিতি শ্লাঘ্যতে? তত্রাহ, — **দুরারাধ্যমিতি; যো মনোগ্রাহ্যং** প্রাকৃতমেব বিষয়ং **বৃণীতে** কাময়তে, **অসাবেব কুমনীষী;** সা তু ভগবন্তমেবকাময়তেতি পরমসুমনীষিণ্যেবেতি ভাবঃ। তদেবং তাসাং তস্মিন্ তস্য কামস্য দ্বেষাদিগণান্তঃপাতিত্বং পরিহৃত্য তেন পাপাবহত্বং পরিহৃতম্।

অথ কামুকত্বাদ্যারোপণাদধরপানাদিরূপস্তত্র ব্যবহারোঽপি ন মর্য্যাদাতিক্রমহেতুঃ; যতো (ব্র: সূ: ২।১।৩৩) "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" ইতি ন্যায়েন লীলা তত্র স্বরূপেণৈব স্বভাবত এবসিদ্ধা। তত্র চ শ্রীভূলীলাদিভিস্তস্য তাদৃশ-লীলায়াঃ শ্রীবৈকুণ্ঠাদিষু নিত্যসিদ্ধত্বেন নিত্যশুদ্ধত্বাৎ স্বতন্ত্রলীলাবিনোদস্য তস্যাভিরুচিতত্বাবগমাত্তাদৃশ-লীলারস-মোহ-স্বাভাবিকং ভগবত্তাদ্যননুসন্ধানমপি তৎকামুকত্বাদি-মননমপি চ তদভিরুচিতত্বেনৈবাবগম্যতে; তথা তৎপ্রেয়সীজনানামপি তৎস্বরূপশক্তিবিগ্রহত্বেন পরমশুদ্ধরূপত্বাত্ততো ন্যূনত্বাভাবাচ্চ তদধরপানাদিকমপি নাননুরূপম্; পূর্বযুক্ত্যা তদভিরুচিতমেব চ।

তাসাং তৎস্বরূপশক্তিবিগ্রহত্বং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৮৫-১৮৬তম অনু:), দর্শিতমস্তি। দর্শয়িষ্যতে চ শ্রীদশমস্য শ্রীক্রমসন্দর্ভে। ন চ প্রাকৃত-বামা-জনে দোষঃ প্রসঞ্জনীয়ঃ,—তদ্যোগ্যং তাদৃশং ভাবং স্বরূপশক্তি-বিগ্রহত্বঞ্চ প্রাপ্যৈব তদিচ্ছয়ৈব তৎপ্রাপ্তেঃ। অথ পাপশ্রবণেন চ ন কেবলঃ পাপাবহোঽসৌ কামঃ,—তদশ্রবণাদেব।

অথ পতিভাবযুক্তে চ তত্র সুতরাং ন দোষঃ, প্রত্যুত স্তুতিঃ শ্রূয়তে, (ভা: ১০।৯০।২৭)—

**"যাঃ সম্পর্য্যচরন্ প্রেম্ণা পাদসম্বাহনাদিভিঃ।
জগদ্গুরুং ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ॥"** ইতি।

মহানুভাব-মুনীনামপি তদ্ভাবঃ শ্রূয়তে; যথা শ্রীমধ্বাচার্যধৃতং মহাকৌর্মবচনম্—

"অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে। ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্যোনিং বাসুদেবমজং বিভুম্॥" ইতি। অতএব বন্দিতং (হয়শীর্ষীয়নারায়ণব্যূহস্তবে)—"পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃ" ইত্যাদিনা।

অথোপপতি-ভাবেন চ ন পাপাবহোঽসৌ, (ভা: ১০।২৯।৩২)—**"যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ"** ইত্যাদিনা তাভিরেবোত্তরিতত্বাৎ, (ভা: ১০।৩৩।৩৫)—**"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ"** ইত্যাদিনা শ্রীশুকদেবেন চ, (ভা: ১০।৩২।২২) **"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ"** ইত্যত্র **'নিরবদ্যসংযুজাম্'** ইত্যনেন স্বয়ং শ্রীভগবতা চ।

তাদৃশানামন্যেষামপি তদ্ভাবো দৃশ্যতে; যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনম্—

"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥" ইতি।

অতঃ পুরুষেষ্বপি স্ত্রীভাবেনোদ্ভবাদ্ভগবদ্বিষয়ত্বান্ন প্রাকৃত-কামদেবোদ্ভাবিতঃ প্রাকৃতঃ কামোঽসৌ, কিন্তু (ভা: ১০।৩২।২) **"সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ"** ইতি শ্রবণাদাগমাদৌ তস্য কামত্বেনোপাসনাচ্চ ভগবদেকোদ্ভাবিতোঽপ্রাকৃত এবাসৌ কাম ইতি জ্ঞেয়ম্। নিত্যসিদ্ধপার্ষদশ্রীমদুদ্ধবাদীনাং পরম-ভাগবতোত্তমোত্তমমৌলীনামপি চ পরমবাঞ্ছনীয়োঽসাবিতি তৎশ্লাঘা শ্রূয়তে শ্রীদশমে (ভা: ১০।৪৭।৫৮)—**"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বঃ"** ইত্যাদৌ।

কিং বহুনা ? শ্রুতীনামপি তদ্ভাবো বৃহদ্বামনে প্রসিদ্ধঃ; যতস্তত্র শ্রুতয়োঽপি নিত্যসিদ্ধ-গোপিকা-ভাবাভিলাষিণ্যস্তদ্রূপেণৈব তদ্গণান্তঃপাতিন্যো বভূবুরিতি প্রসিদ্ধিঃ। এতৎপ্রসিদ্ধিসূচকমেবৈতদুক্তং তাভিরেব, (ভা: ১০।৮৭।২৩)—

**"নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।**

সৈরিন্ধ্রীর ভাবে রমণেচ্ছার প্রাধান্যহেতু গোপীগণের ভাবের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসুখমাত্রে তাৎপর্য না থাকায় গোপীগণের ভাবকে অপেক্ষা করিয়াই তাহার ভাবের নিন্দা হইয়াছে, স্বরূপতঃ তাহার ভাব (কাম) নিন্দনীয় নহে। যেহেতু– "সেই সৈরিন্ধ্রী কামসন্তপ্ত কুচযুগল, বক্ষঃস্থল ও নয়নযুগলের উপরিভাগে ধৃত শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বারা ঐসকল স্থানের পীড়া উপশম করিয়া এবং সেই চরণ আঘ্রাণপূর্বক বাহুযুগলদ্বারা আনন্দময়বিগ্রহ সেই প্রিয়তমকে বক্ষঃস্থলে আলিঙ্গন করিয়া অতিদীর্ঘকালীন সন্তাপ ত্যাগ করিয়াছিল" – এইবাক্যে কার্যদ্বারা (অর্থাৎ সন্তাপ পরিহাররূপ ফলবর্ণনদ্বারা) তাহার কামের প্রশংসাই করা হইয়াছে। বিশেষতঃ "হে প্রিয়তম ! আপনি এস্থানে আমার সহিত বাস করুন" ইত্যাদি বাক্যে প্রীতিরও প্রকাশ হইয়াছে। অতএব –

"অহো ! সেই সৈরিন্ধ্রী দুর্ভগা হইয়াও অঙ্গরাগ অর্পণদ্বারা এইরূপে দুর্লভ কৈবল্যনাথ সেই ঈশ্বরকে লাভ করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল।"

"যে ব্যক্তি সর্বেশ্বরেশ্বর দুরারাধ্য শ্রীবিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া মনের গ্রাহ্য বস্তু কামনা করে, ঐবস্তুর অসত্তাহেতু সে ব্যক্তি কুমনীষী।"

এই শ্লোক দুইটিরও অর্থসঙ্গতি এরূপ করা হয় –

'কৈবল্য' অর্থাৎ একান্তিতা, তাহাদ্বারা যিনি 'নাথ' অর্থাৎ সেব্য; দুর্ভগা অর্থাৎ পূর্বে ত্রিবক্রতাপ্রভৃতি দৌর্ভাগ্যযুক্তা হইলেও; 'অহো' – কি আশ্চর্য ! অঙ্গরাগ অর্পণরূপ আংশিক ভগবদ্ধর্ম পালনহেতুই সম্প্রতি – 'এইরূপ' অর্থাৎ "হে প্রিয়তম ! এখানে কয়েক দিন আমার সহিত বাস করিয়া রমণ করুন" ইত্যাদিরূপ সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়াছিল। অতএব –

"নিন্দিত, অধম, ধনহীন, এই অবধূত ভিক্ষু ইহলোকে পূর্বে এমন কি কার্য করিয়াছিল (যাহার ফলে ত্রিলোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহাকে এরূপ সম্মানিত করিলেন)" শ্রীদামবিপ্রকে উদ্দেশ করিয়া পুরবাসিগণের এরূপ উক্তির ন্যায়ই সৈরিন্ধ্রীর সম্বন্ধে এই উক্তি হইয়াছে। কামুকী সৈরিন্ধ্রীকে কিহেতু এরূপ প্রশংসা করা হইতেছে ? এরূপ আশঙ্কানিরাসের জন্য বলিলেন – 'দুরারাধ্য' ইত্যাদি; যে-ব্যক্তি 'মনের গ্রাহ্য' বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয় প্রার্থনা করে, সে ব্যক্তিই বস্তুতঃ কুমনীষী; পরন্তু সৈরিন্ধ্রী সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কেই প্রার্থনা করায় পরমসুমনীষিণীই হয় – ইহাই ভাবার্থ। অতএব তাহার কাম দ্বেষাদির অন্তর্গত – এরূপ আশঙ্কা খণ্ডন করিয়া, উক্ত কাম পাপজনক – এরূপ আশঙ্কাও খণ্ডন করা হইয়াছে।

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কামুকত্বাদি ভাবের আরোপণাদি এবং অধরপানাদিরূপ ব্যবহারও মর্যাদাহানিকর নহে। যেহেতু 'লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্' (ব্র:সূ: ২।১।৩৩) (জগতের সৃষ্টিপ্রভৃতি কার্য শ্রীভগবানের লীলামাত্র, ইহাতে কোনরূপ প্রয়োজনাভিসন্ধি নাই। জগতের লোকও বিনাপ্রয়োজনে লীলাচ্ছলে অনেক কার্য করিয়া থাকে।) এই বেদান্তসূত্রানুসারে শ্রীভগবানের লীলাসমূহ স্বভাবসিদ্ধরূপেই স্বীকৃত রহিয়াছে। তন্মধ্যে শ্রী, ভূ ও লীলাদি শক্তিবর্গের সহিত শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধামে শ্রীভগবানের তাদৃশ লীলা নিত্যসিদ্ধরূপে বিদ্যমান বলিয়া স্বতন্ত্রলীলাপ্রিয় শ্রীভগবানের এইসকল লীলা যে অভীষ্ট – ইহা জানা যাইতেছে। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ভগবত্তা প্রভৃতি স্বরূপধর্মের অননুসন্ধান এবং তাঁহার প্রতি কামুকত্বাদি ভাবের আরোপও তাদৃশ লীলারসমোহমূলক স্বাভাবিকই হয়। আর, এইহেতু এসকল ভাব তাঁহার রুচিসম্মত বলিয়াই অবগত হওয়া যায়। এইরূপ তাঁহার প্রেয়সীবর্গও তাঁহারই স্বরূপশক্তির মূর্তিরূপা বলিয়া পরমশুদ্ধরূপা হওয়ায় এবং তদপেক্ষা তাঁহাদের ন্যূনতা না থাকায় তাঁহারা যে তাঁহার অধরপানাদির আচরণ করেন, তাহাও অসঙ্গত হয় না; পরন্তু পূর্ব যুক্তি অনুসারে তাঁহার রুচিসম্মতই হইয়া থাকে।

তাঁহাদের স্বরূপশক্তিময়বিগ্রহ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দর্শিত হইয়াছে এবং দশমস্কন্ধের ক্রমসন্দর্ভেও দর্শিত হইবে। এসকল ব্যাপারে প্রাকৃত রমণীগণের প্রতিও দোষের প্রসঙ্গ হইতে পারে না। যেহেতু, তাহারাও

শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারেই তাঁহার সহিত মিলনের যোগ্য তাদৃশ ভাব এবং স্বরূপশক্তিময় বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াই তাঁহার সহিত মিলিত হন। আর কামসম্বন্ধে পাপ শ্রবণহেতুই যে, পাপের সম্ভাবনা করা হইয়াছিল, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, শাস্ত্রাদিতে ভগবদ্‌বিষয়ক কাম হইতে পাপের কথা শোনাই যায় না।

অতএব পতিভাবযুক্ত কামে সুতরাংই দোষ হয় না; বরং উহার প্রশংসাই শোনা যায় —

"যাঁহারা জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণকে পতিবুদ্ধিতে পাদসংবাহনাদিদ্বারা প্রেমভরে সম্যক্ পরিচর্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তপস্যার কথা আর কি বর্ণনা করিব ?"

মহানুভব মুনিগণেরও ভগবদ্‌বিষয়ে এরূপ পতিভাব শোনা যায়। যথা — শ্রীমধ্বাচার্যধৃত মহাকূর্মপুরাণের উক্তি —

"মহামতি অগ্নিপুত্রগণ তপস্যাদ্বারা স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া জগৎকারণ, অজ ও বিভু বাসুদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

অতএব — "যাঁহারা শ্রীহরিকে পতি, পুত্র, সুহৃদ্ ও ভ্রাতার মত এবং (নিজকে তাঁহার) পিতা ও মিত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া নিরন্তর ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকেও বারবার নমস্কার করি" (হয়শীর্ষীয়নারায়ণব্যূহস্তবে) এইরূপে পতিভাবযুক্তাগণের বন্দনাই করা হইয়াছে।

এইরূপ ভগবদ্‌বিষয়ে উপপতিভাবমূলক কামও পাপজনক হয় না। যেহেতু শ্রীগোপীগণই এবিষয়ে এরূপ উত্তর দান করিয়াছিলেন — "হে প্রিয় ! পতি, সন্তান ও সুহৃদ্‌গণের সেবাদিই নারীগণের স্বধর্ম — ধর্মজ্ঞ আপনি এরূপ যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা উপদেশকারী আপনার বিষয়েই হউক, যেহেতু আপনিই প্রাণিগণের পরমপ্রিয় বন্ধু ও আত্মা।" শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন — "গোপীগণ, তাঁহাদের পতিগণ এবং সকল দেহধারিগণের অন্তরে যিনি বিচরণ করেন, সেই সর্বাধ্যক্ষ পুরুষই এস্থলে লীলাহেতু দেহধারী হইয়া বিরাজ করিতেছেন।"

শ্রীভগবান্ স্বয়ংও — "আমি দেবতাগণের ন্যায় সুদীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিলেও অনিন্দনীয় মিলনযুক্তা তোমাদের সম্বন্ধে অনুরূপ সংকৃত্য করিতে সমর্থ হইব না" — এরূপ বাক্যে 'অনিন্দনীয় মিলনযুক্তা' এরূপ পদদ্বারা তাঁহাদের (গোপীগণের) ভাবের নির্মলত্বই কীর্তন করিয়াছেন।

শ্রীগোপীগণের ন্যায় অপরেরও ভগবদ্‌বিষয়ে এরূপ ভাব দেখা যায়। এবিষয়ে পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডের বচন এইরূপ —

"পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ সকলে সেখানে শ্রীরামরূপী শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া সম্ভোগের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া গোকুলে জন্মগ্রহণপূর্বক কামভাবে শ্রীহরিকে লাভ করিয়া সংসারসমুদ্র হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।" অতএব পুরুষগণের মধ্যেও স্ত্রীভাব স্বীকারপূর্বক সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্‌বিষয়েই এই কামের উদ্ভব হয় বলিয়া ইহা প্রাকৃত কামদেবের উদ্ভাবিত প্রাকৃত কাম নহে; পরন্তু 'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ' এইরূপে তাঁহার উল্লেখহেতু এবং আগমাদিতে কামরূপে তাঁহার উপাসনা বিহিত হইয়াছে বলিয়া, শ্রীগোপীপ্রভৃতির এই প্রেম শ্রীভগবানেরই উদ্ভাবিত অপ্রাকৃত পদার্থ — ইহা জ্ঞান করিতে হইবে। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীমান্ উদ্ধবপ্রভৃতি পরমভাগবতোত্তমোত্তমমৌলিগণও — "নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের প্রতি প্রেমাবদ্ধা এই গোপবধূগণই এই ভূতলে সার্থক জীবনধারণ করেন" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন।

অধিক কী ? বৃহদ্বামনপুরাণে শ্রুতিগণেরও গোপীভাবপ্রাপ্তি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধিটি এইরূপে — শ্রুতিগণও নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের ভাবপ্রাপ্তির অভিলাষে তদ্রূপেই তাঁহাদের গণের অন্তর্গত হইয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধির সূচকরূপেই তাঁহারা স্বয়ংই এরূপ বলিয়াছেন —

"হে দেব ! মুনিগণ প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমসহকারে দৃঢ়ভাবে যোগযুক্ত হইয়া হৃদয়ে যাঁহার উপাসনা করেন, শত্রুগণও আপনার স্মরণহেতু তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ — স্ত্রীগণ আপনার সর্পরাজের

দেহতুল্য ভুজদণ্ডযুগলে আসক্তচিত্ত হইয়া আপনার পাদপদ্মসুধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরাও সমদৃষ্টি হইয়া সমভাবে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

এস্থলে বিশেষরূপে স্পষ্ট অর্থ এইরূপ— মুনিগণ শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে অতিকষ্টে ব্রহ্মসংজ্ঞক যে-তত্ত্বের উপাসনা করেন, শত্রুগণও উপাসনা ব্যতীতই যাঁহার স্মরণহেতু তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপ 'স্ত্রীগণ' অর্থাৎ শ্রীগোপসুন্দরীগণ 'তে' অর্থাৎ শ্রীনন্দনন্দনরূপী আপনার— সর্পরাজের দেহতুল্য বিশাল যে-ভুজদণ্ডযুগল— তাহাতে 'বিষক্তধিয়ঃ'— আসক্তচিত্ত হইয়া আপনারই 'পাদপদ্মসুধা' অর্থাৎ উহার স্পর্শবিশেষ হইতে উৎপন্ন প্রেমমাধুর্যরাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর 'আমরাও' অর্থাৎ শ্রুতিগণও 'সমদৃষ্টি' অর্থাৎ তাঁহাদের তুল্যভাবযুক্তা হইয়া 'সমাঃ' অর্থাৎ তাঁহাদেরই মত গোপীভাবপ্রাপ্তিহেতু তাঁহাদের সাম্য লাভ করিয়া সেই পাদপদ্মসুধাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এস্থলে 'যযুঃ' (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন— এই) ক্রিয়াপদটির অর্থ বশে (অর্থাৎ 'বয়ম্'— আমরা— এই উত্তম পুরুষের কর্তৃপদের সহিত অন্বয় করিবার জন্য) বিভক্তি পরিবর্তন করিয়া 'যযিম' (আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম) এরূপ করিতে হইল। এস্থলে— 'অঙ্ঘ্রি' (পাদ) এই শব্দটি সাদরে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'শত্রুগণও স্মরণহেতু প্রাপ্ত হইয়াছিল'— এই উক্তিদ্বারা ভাবমার্গের সত্বর প্রয়োজনসাধকত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। 'সমদৃশঃ' এই পদদ্বারা রাগানুগভক্তিতেই সাধকতমত্ব প্রকাশিত হইয়াছে; অন্যথা সকল সাধন ও সাধ্যবিষয়ে অভিজ্ঞা শ্রুতিগণ অন্য মার্গেই প্রবৃত্ত হইতেন। এস্থলে স্মরণপরায়ণ যুগলদ্বয়ের মধ্যে (অর্থাৎ মুনিগণ ও শত্রুগণ এবং গোপীগণ ও শ্রুতিগণ এই উভয় দলের মধ্যে) প্রত্যেক যুগলেই প্রথমটির মুখ্যত্ব ও দ্বিতীয়টির গৌণত্ব দর্শিত হইয়াছে। যেহেতু উভয় স্থলেই গৌণ দুইটিকে 'অপি'(ও) শব্দযুক্ত করিয়া পরে ('অরয়ঃ অপি— শত্রুগণও এবং 'বয়মপি'— আমরাও— এইভাবে শ্লোকের দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে) পাঠ করায় উভয়েরই গৌণত্ব বোধ হইতেছে। অতএব এস্থলে 'স্ত্রীগণ' বলিতে নিত্যসিদ্ধ শ্রীগোপীগণকেই বুঝিতে হইবে। এইরূপ শ্রুতিগণও তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে দেখিয়াছিলেন— ইহা বৃহদ্বামনপুরাণেই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অতএব "কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহহেতু সেইরূপ ঈশ্বরে মনঃ আবিষ্ট করিয়া তজ্জনিত পাপ পরিহারপূর্বক অনেকে তদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন"— এস্থলে 'তজ্জনিত পাপ' বলিতে তন্মধ্যে দ্বেষ ও ভয়ে যে পাপ হয়— এরূপ ব্যাখ্যা সুসঙ্গতই হইয়াছে॥৩২৫॥

অথ (ভা: ৭।১।২৯) "**বহবস্তদ্গতিং গতাঃ**" ইত্যত্র নিদর্শনমাহ, (ভা: ৭।১।৩০) —

(৪০৫) "**গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।**
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥"

গোপ্য ইতি সাধকচরীণাং গোপীবিশেষাণাং পূর্বাবস্থামেবাবলম্ব্যোচ্যতে,— **বয়মিতি**; যথা শ্রীনারদস্য হি— (ভা: ১।৬।২৯) "**প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্**" ইত্যাদ্যুক্ত-রীত্যা পার্ষদ-দেহত্বে সিদ্ধে, তেন স্বয়ং **বয়মিতি** নিজ-পূর্বাবস্থামেবাবলম্ব্যোচ্যতে; তত্রৈব বৈধী ভক্তিরধুনা তু লব্ধরাগস্য তস্য ভক্তিঃ (ভা: ১১।২০।৩৬) "**ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ**", (ভা: ১১।১৯।৪৫) "**গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ**" ইতিন্যায়েন— বিধ্যনধীনা রাগাত্মিকৈব বিরাজত ইত্যতএব '**তদ্গতিং গতাঃ**' ইতি তেষাং ফলপ্রাপ্তেরপ্যতীতত্বনির্দেশঃ। এবমেব বক্ষ্যতে স্বয়ং ভগবতা, (ভা: ১১।১২।৮) "**কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যঃ**" ইত্যাদি, (ভা: ১১।১২।১৩) "**মৎকামা রমণম্**" ইত্যাদৌ "**সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ**" ইতি চ। অত্র তা গোপ্য ইবাধুনিকাশ্চ তদ্গুণাদি-শ্রবণেনৈব তদ্ভাবা ভবেয়ুর্যথোক্তম্, (ভা: ১০।৯০।২৬) —

"**শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ।**
উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাং কুতঃ পুনঃ॥" ইতি।

অথবা, পার্ষদচরস্যাপি চৈদ্যস্যাগন্তুকোপদ্রবাভাস-নাশদর্শনেনৈব সাধকত্ব-নির্দেশঃ। **সম্বন্ধাদ্যঃ স্নেহো** রাগস্তস্মাদ্**বৃষ্ণয়ো যূয়ঞ্চে**ত্যেকম্, — (ভা: ৭।১।২৫) **"তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন"** ইত্যাদৌ, (ভা: ৭।১।২৯) **"কামাৎ"** ইত্যাদৌ চোক্তস্যৈবার্থস্যোদাহরণবাক্যেঽস্মিংস্তদৈকার্থ্যাবশ্যকত্বাৎ (ভা: ৭।১।৩১) **"পঞ্চানাম্"** ইতি বক্ষ্যমাণানুরোধাদুভয়ত্রাপি সম্বন্ধস্নেহয়োর্দ্বয়োরপি বিদ্যমানত্বাচ্চ, সম্বন্ধ-গ্রহণং রাগস্যৈব বিশেষত্ব-জ্ঞাপনার্থম্। গোপীবদত্রাপি সাধকচরাঃ সম্বন্ধাৎ স্নেহাচ্চ বৃষ্ণিবিশেষাঃ পাণ্ডব-সম্বন্ধিবিশেষাশ্চ পূর্বাবস্থামবলম্ব্য সাধকত্বেন নির্দিষ্টাঃ। অতঃ সম্বন্ধজস্নেহোঽপি তদভিরুচিমাত্রং জ্ঞেয়ঃ। **ভক্ত্যা** বিহিতয়া; — অস্যা এব প্রতিলব্ধত্বেন ভাবমার্গং নির্দেষ্টুমুপক্রান্তত্বাৎ ॥৩২৬॥

অনন্তর — "বহুব্যক্তি তদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন" এই উক্তিসম্বন্ধে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন —

(৪০৫) "হে বিভো! (রাজন্!) কামহেতু গোপীগণ, ভয়হেতু কংস, দ্বেষহেতু শিশুপালপ্রভৃতি নরপতিগণ, সম্বন্ধহেতু বৃষ্ণিগণ ও স্নেহহেতু আপনারা (পাণ্ডবগণ) এবং ভক্তিহেতু আমরা (শ্রীনারদাদি তাঁহাকে লাভ করিয়াছি)।"

এস্থলে, পূর্বে সাধক ছিলেন এরূপ একশ্রেণীর গোপীগণের পূর্ব অবস্থাকে অবলম্বন করিয়াই 'গোপীগণ' বলা হইয়াছে। 'আমরা' — অর্থাৎ "আমাকে সেই বিশুদ্ধ ভাগবতদেহ লাভ করাইবার জন্য তদভিমুখে লইয়া যাইবার উপক্রম হইলেই (পূর্বদেহের পতন হইয়াছিল)" এইরূপ বর্ণিত রীতি অনুসারে পার্ষদদেহত্ব সিদ্ধ হইলেই শ্রীনারদ স্বয়ং নিজ পূর্বাবস্থা অবলম্বন করিয়াই বলিয়াছেন — 'আমরা'। কারণ — 'ভক্তিহেতু আমরা' এইরূপে যে-ভক্তির কথা বলিয়াছেন, সেই বৈধী ভক্তি পূর্বাবস্থাতেই সম্ভবপর হইয়াছিল। পরন্তু সম্প্রতি "আমার একান্ত ভক্তগণের বিহিত কর্মের এবং নিষিদ্ধ কর্মের আচরণমূলক পুণ্যপাপ ঘটে না" এই ভগবদুক্তি এবং "গুণ-দোষ-বিচারই দোষ, আর উক্ত উভয়ের বিচার না করাই গুণ" এই উক্তি অনুসারে শ্রীনারদের বিধির অনধীনা (বিধিনিরপেক্ষা) রাগাত্মিকা ভক্তিই বিরাজ করিতেছে। অতএব — "বহুব্যক্তি তদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন" — এইবাক্যে তাঁহাদের ফলপ্রাপ্তিরও অতীতত্ব নির্দেশ হইয়াছে (অর্থাৎ অতীত সাধকাবস্থায়ই তদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন)। এইরূপে শ্রীভগবান্ নিজেই বলিবেন — (শ্রীভা: ১১।১২।৮) "গোপীগণ, ব্রজস্থ গোসমূহ, যমলার্জুন প্রভৃতি বৃক্ষগণ, কালিয় প্রভৃতি নাগগণ এবং বৃন্দাবনস্থ তরুগুল্মাদি অন্যান্য মূঢ়চিত্ত পদার্থগণ কেবলমাত্র সৎসঙ্গলব্ধ কেবলা প্রীতিদ্বারাই সত্বর আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।" (ভা: ১১।১২।১৩) সেইসকল শতসহস্র গোপরমণীগণ আমার স্বরূপবিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও রতিপ্রদ জারজ্ঞানে আমাকে কামনা করিয়াই আমার সঙ্গ বশতঃ পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকে লাভ করিয়াছিলেন। এস্থানে সেই গোপীগণের ন্যায় আধুনিকী রমণীগণও শ্রীভগবানের গুণাদিশ্রবণহেতুই তদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহা এরূপ উক্ত হইয়াছে —

"যিনি কেবলমাত্র শ্রুতিগোচর হইলেও অথবা অনেক গানে অনেক প্রকারে কীর্তিত হইলেও রমণীগণের চিত্তকে বলপূর্বক আকর্ষণ করেন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকারিণীগণের কথা আর কী বলিব ?"

অথবা শিশুপাল ভূতপূর্ব পার্ষদ হইলেও আগন্তুক বৈরাভাসের নাশ দর্শনহেতুই তাহার সাধকত্ব নির্দিষ্ট হইল। সম্বন্ধ অর্থাৎ আত্মীয়তামূলক যে 'স্নেহ' অর্থাৎ রাগ, সেই রাগহেতু বৃষ্ণি(যাদব)গণ এবং আপনারা (পাণ্ডবগণ) — এই উভয়ের এক পর্যায়ে নির্দেশ হইয়াছে। যেহেতু — "বৈরানুবন্ধদ্বারা মানব যেরূপ তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়" এইবাক্য এবং "কাম, দ্বেষ, ভয় এবং স্নেহহেতু" ইত্যাদি বাক্যে যে-বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহারই উদাহরণস্বরূপ — "কামহেতু গোপীগণ" ইত্যাদিরূপ এইবাক্যে সম্বন্ধ ও স্নেহ — এই উভয়কে এক অর্থেই স্বীকার করা আবশ্যক। আর পরে "কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে পাঁচটি ভাবের কথা বলায় তদনুরোধেও উক্ত উভয়কে এক মনে করিতে হয় (নচেৎ ছয়টি ভাব হইয়া পড়ে)। এইরূপ যাদবগণ ও পাণ্ডবগণ — উভয়ের মধ্যেই সম্বন্ধ ও স্নেহ বর্তমান আছে বলিয়া এস্থলে সম্বন্ধ শব্দের উল্লেখ রাগ বা স্নেহের বিশেষত্বজ্ঞাপনের জন্যই

মনে করিতে হইবে। 'গোপীগণের ন্যায়' এস্থলেও ভূতপূর্ব সাধক কতিপয় যাদববিশেষ এবং পাণ্ডবগণের সম্বন্ধবিশেষযুক্ত কতিপয় ব্যক্তির পূর্বাবস্থা অর্থাৎ পূর্বের সাধকাবস্থা লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে তাঁহাদিগকে সাধকরূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। অতএব সম্বন্ধজনিত স্নেহও ভগবদ্‌বিষয়ক অভিরুচিমাত্রই জানিতে হইবে। "ভক্তিহেতু" অর্থাৎ বৈধী ভক্তিহেতু। কারণ — বৈধী ভক্তির প্রতিলাভরূপেই ভাবমার্গের নির্দেশ আরম্ভ হইয়াছে ॥৩২৬॥

যদি দ্বেষেণাপি সিদ্ধিস্তর্হি বেণঃ কিমিতি নরকে পাতিত ইত্যাশঙ্ক্যাহার্ধকম্ — (ভা: ৭।১।৩১)

(৪০৬) **"কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি"** ইতি;

পুরুষং ভগবন্তং **প্রতি** লক্ষীকৃত্য **পঞ্চানাং** বৈরানুবন্ধাদীনাং মধ্যে **বেণঃ কতমোঽপি ন স্যাৎ**। তস্য তং প্রতি প্রাসঙ্গিক-নিন্দা-মাত্রাত্মকং বৈরম্, ন তু বৈরানুবন্ধস্ততস্তীব্রধ্যানাভাবাৎ পাপমেব তত্র প্রতিফলিতমিতি ভাবঃ। ততোঽসুরতুল্যস্বভাবৈরপি তস্মিন্ স্ব-মোক্ষার্থং বৈরভাবানুষ্ঠান-সাহসং ন কর্তব্যমিত্যভিপ্রেতম্। অতএব (ভা: ১১।২।৩৪) **"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ"** ইত্যাদেরপি তেষ্বতিব্যাপ্তি-র্ব্যাহন্যতে, — অনভিপ্রেতত্বেনাপ্রোক্তত্বাৎ ॥৩২৭॥

যদি দ্বেষহেতুও সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা হইলে বেণকে নরকে নিক্ষেপ করা হইল কেন ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপ বলিতেছেন —

(৪০৬) "পুরুষের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত যে পাঁচটি ভাবের কথা বলা হইল, বেণের তন্মধ্যে কোনটিই ছিল না।"

'পুরুষ' অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া পূর্বে বৈরানুবন্ধপ্রভৃতি যে পাঁচটি ভাবের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বেণ কোন ভাবেরই সম্পর্কযুক্ত নহে। শ্রীভগবানের প্রতি বেণ রাজার প্রাসঙ্গিক নিন্দামাত্ররূপ বৈরভাবই ছিল, বৈরানুবন্ধ (সর্বদা বৈরাচরণ) ছিল না। অর্থাৎ কখনও কখনও তিনি শ্রীভগবানের নিন্দা করিয়া বৈরভাব প্রকাশ করিতেন, সর্বদা করিতেন না। অতএব তীব্র ধ্যানের অভাবে তাহার মধ্যে পাপই প্রতিফলিত হইয়াছিল। অতএব অসুরতুল্যস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষেও নিজমুক্তিলাভের জন্য শ্রীভগবানের প্রতি বৈরভাব আচরণের সাহস করা উচিত নহে — ইহাই এস্থলে অভিপ্রেত হইয়াছে। অতএব — "শ্রীভগবান্ তাঁহাকে লাভ করার যে-সকল উপায় বলিয়াছেন, ঐসকলই ভাগবতধর্ম" ইত্যাদি বাক্যের বৈরভাবে অতিব্যাপ্তি হয় না, অর্থাৎ বৈরভাব ভাগবতধর্মরূপে গণ্য হইতে পারে না; যেহেতু উক্ত ভাব তাঁহার অনভিপ্রেত বলিয়াই উপায়রূপে তাহার উল্লেখ করেন নাই ॥৩২৭॥

যস্মাদেবম্, (ভা: ৭।১।৩১) —

(৪০৭) **"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"** ইত্যপরার্ধকম্;

পূর্ববৎ অত্রাপি **নিবেশয়েদিতি** সম্মতিমাত্রম্, ন বিধিঃ; — **কেনাপি** তেষ্ব**প্যুপায়েষু** যুক্ততমেনৈ-কেনেত্যর্থঃ। 'অহো ! যস্তাদৃশ-বহুপ্রযত্নসাধ্য-বৈধভক্তিমার্গেণ চিরাৎ সাধ্যতে, স এবাচিরাদ্ভাববিশেষ-মাত্রেণ; তত্র চ দ্বেষাদিনাপি ! তস্মাদেবম্ভূতে পরমসদ্‌গুণস্বভাবে তস্মিন্ দূরেঽস্তু পামরজন-ভাবস্য বৈরস্য বার্তা, কো বাধম ঔদাস্যমবলম্ব্য প্রীতিমপি ন কুর্য্যাৎ ইতি রাগানুগায়ামেব তচ্চ যুক্ততমত্বমঙ্গীকৃতং ভবতি ॥৩২৮॥ শ্রীনারদঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরম্ ॥৩২৭-৩২৮॥

যেহেতু এইরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় —

(৪০৭) "অতএব যে কোন উপায়ে মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করিবে" এরূপ উক্ত হইয়াছে।

এস্থলে 'নিবিষ্ট করিবে' এই পদে পূর্বের ন্যায় সম্মতিমাত্র সূচিত হইয়াছে, পরন্তু বিধি নহে; 'যে কোন উপায়ে' অর্থাৎ পূর্বোক্ত উপায়সমূহের মধ্যেও যাহা যুক্ততম হয়, এইরূপ একটি উপায়দ্বারা; 'অহো ! যাহা তাদৃশ

বহুপ্রযত্নসাধ্য বৈধভক্তিমার্গদ্বারা দীর্ঘকালে লব্ধ হয়, তাহাই ভাববিশেষমাত্রদ্বারা, তন্মধ্যেও আবার দ্বেষাদিদ্বারাও অল্পকালেই লব্ধ হইতেছে ! অতএব ঈদৃশ পরমসদ্‌গুণস্বভাবশালী শ্রীভগবানে পামরব্যক্তির চিন্তাযোগ্য বৈরভাবের কথা দূরে থাকুক, এরূপ অধমই বা কে আছে, যে ব্যক্তি উদাসীনতা অবলম্বনপূর্বক তাঁহার সম্বন্ধে প্রীতিও না করিবে ! অতএব রাগানুগা ভক্তিতেই তদ্ভাবের যুক্ততমত্ব স্বীকৃত হইতেছে ॥৩২৮॥ ইহা শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥৩২৭-৩২৮॥

তদেবং ভাবমার্গ-সামান্যস্যৈব বলবত্ত্বেঽপি কৈমুত্যেন রাগানুগায়ামেবাভিধেয়ত্বমাহ, (ভা: ১১।৫।৪৮) —

(৪০৮) **"বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল-শাল্ব, পৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাস-বিলোকনাদ্যৈঃ ।**
ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ, তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥"

আকৃতিধিয়স্তত্তদাকারা ধীর্যেষাম্ । এবমেবোক্তং গারুড়ে, —

"অজ্ঞানিনঃ সুরবরং সমধিক্ষিপন্তো, যং পাপিনোঽপি শিশুপাল-সুযোধনাদ্যাঃ ।
মুক্তিং গতাঃ স্মরণমাত্রবিধূতপাপাঃ, কঃ সংশয়ঃ পরমভক্তিমতাং জনানাম্ ॥" ইতি ।

অতঃ (ভা: ৭।১।২৬) "**যথা বৈরানুবন্ধেন**" ইত্যত্র বৈরানুবন্ধস্যৈব সর্বত আধিক্যং ন যোজনীয়ম্ । যচ্চ (ভা: ৩।১৬।৩১) —

"ময়ি সংরম্ভযোগেন নিস্তীর্য ব্রহ্মহেলনম্ ।
প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মে কালেনাল্পীয়সা পুনঃ ॥"

ইতি জয়-বিজয়ৌ প্রতি বৈকুণ্ঠবচনম্, তদপি তদপরাধাভাস-ভোগার্থমেব সংরম্ভ-যোগাভাসং বিধত্তে, — তৎপ্রাপ্তেস্তয়োঃ স্বাভাবিক-সিদ্ধত্বাদ্যুদ্ধলীলার্থমেব তৎপ্রপঞ্চনাৎ । অত্র দ্বেষাদাবপি কেচিদ্ভক্তিত্বং মন্যন্তে, তদসৎ, — 'ভক্তি-সেবাদি'-শব্দানামানুকূল্য এব প্রসিদ্ধের্বৈরে তদ্‌বিরোধিত্বেন তদসিদ্ধেশ্চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ ভক্তি-দ্বেষাদীনাঞ্চ ভেদোঽবগম্যতে, —

"যোগিভির্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে কৃচিৎ ।
দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দনঃ ॥" ইত্যত্র চ ।

ননু (ভা: ৩।২।২৪) **"মন্যেঽসুরান্ ভাগবতান্"** ইত্যাদৌ শ্রীমদুদ্ধব-বাক্যে তেষামপি ভাগবতত্বং নির্দিশ্যতে ? মৈবম্; যতো **'মন্যে'** ইত্যনেনোৎপ্রেক্ষাবগমাৎ, ন স্বয়ং ভাগবতত্বং তত্রাস্তীত্যেবং সিধ্যতীতি সা চোৎপ্রেক্ষা । তেন তচ্ছোকৌৎকণ্ঠ্যবতা কেবল-দর্শনভাগ্যাংশেনৈব রচিতা যুক্তেব; যথা — 'হন্ত ! বয়মেব তদ্বহির্মুখাঃ, — যেষামন্তিমসময়ে তন্মুখ-চন্দ্রমসো দর্শন-সম্ভাবনাপি ন বিদ্যতে, যেভ্যশ্চাসুরা অপি ভাগবতাঃ, যে খলু তদানীং তন্মুখচন্দ্রমসো দর্শন-সৌভাগ্যং প্রাপুঃ ইতি । তস্মান্ন দ্বেষাদৌ কথঞ্চিদপি ভক্তিত্বম্ ॥ শ্রীনারদঃ শ্রীবসুদেবম্ ॥৩২৯॥

এইরূপে সাধারণতঃ ভাবমার্গমাত্রই বলবান্ হইলেও কৈমুত্যন্যায়ানুসারে রাগানুগাই যে অভিধেয়, ইহা বলিতেছেন—

(৪০৮) "শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রপ্রভৃতি নরপতিগণ শয়ন ও উপবেশনাদি সকল অবস্থায় বৈরভাবেও যাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তদীয় গতি, বিলাস ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ বুদ্ধির আকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সাম্য (সারূপ্য) লাভ করিয়াছিল, এঅবস্থায় অনুরক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের কথা আর কী বলিব ?"

'আকৃতিধী' অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি সেই সেই আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীগরুড়পুরাণেও এরূপ উক্ত হইয়াছে— "শিশুপাল, দুর্যোধনপ্রভৃতি মূঢ় পাপিগণও দেবশ্রেষ্ঠ যে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার স্মরণমাত্রদ্বারা পাপ পরিহারপূর্বক মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাঁহার পরমভক্ত ব্যক্তিগণের সদ্গতিলাভে আর সংশয় কী ?"

অতএব "মনুষ্য বৈরানুবন্ধদ্বারা যেরূপ তন্ময়তা লাভ করে"— এইবাক্যে বৈরানুবন্ধের সর্বাপেক্ষা আধিক্য চিন্তনীয় নহে।

"আমার প্রতি কোপযোগদ্বারা ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞাজনিত পাপ উত্তীর্ণ হইয়া অল্পকালের মধ্যেই তোমরা উভয়ে আমার নিকট প্রত্যাগমন কর।" জয়বিজয়ের প্রতি শ্রীবৈকুণ্ঠের যে এইরূপ উক্তি দেখা যায়, ইহারও তাৎপর্য এই যে— জয়বিজয়ের ব্রাহ্মণহেলনরূপ অপরাধাভাসের ভোগের জন্যই তাঁহাদের (জয়বিজয়ের) শ্রীভগবানের প্রতি কোপযোগের অর্থাৎ ক্রোধের আভাস বিহিত হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি স্বভাবতঃই সিদ্ধ রহিয়াছে; পরন্তু কেবলমাত্র যুদ্ধলীলার জন্যই ভগবান্ ব্রহ্মশাপচ্ছলে তাঁহাদের ধরাতলে জন্মগ্রহণাদি ব্যাপারসমূহের বিস্তার করিয়াছিলেন। এস্থলে কেহ কেহ দ্বেষপ্রভৃতি ভাবেরও ভক্তিত্ব মনে করেন, বস্তুতঃ ঐরূপ অভিমত অসঙ্গত। কারণ, 'ভক্তি, সেবা' প্রভৃতি শব্দ আনুকূল্য অর্থেই প্রসিদ্ধ, বৈরভাব আনুকূল্যবিরোধী বলিয়া তদ্বিষয়ে ভক্তি, সেবাপ্রভৃতি শব্দের প্রসিদ্ধি নাই। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে ভক্তি ও দ্বেষপ্রভৃতির পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে—

"যোগিগণ ভক্তিদ্বারা জনার্দনকে দর্শন করেন, অভক্তিদ্বারা কখনও তাঁহাকে দর্শন করা যায় না। রোষ ও মাৎসর্যদ্বারাও তিনি দর্শনযোগ্য হন না।" আশঙ্কা— "অসুরগণকে আমি ভাগবত মনে করি" শ্রীউদ্ধবের এইরূপ বাক্যে অসুরগণকে ত ভাগবত বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে (এঅবস্থায় তাহাদের ভক্তি নাই— ইহা কিরূপে বলা যায় ?), ইহার উত্তর এই যে— এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, 'মনে করি' এই পদটিদ্বারা উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ সম্ভাবনামাত্রই প্রকাশ পাইতেছে; পরন্তু ইহাদ্বারা তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ ভাগবতত্ব রহিয়াছে— ইহা সিদ্ধ হয় না। আর এই উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ দৈত্যগণের ভাগবতত্বের সম্ভাবনাও শ্রীকৃষ্ণের বিরহজাত শোক ও উৎকণ্ঠাযুক্ত শ্রীউদ্ধবকর্তৃক কেবলমাত্র দৈত্যগণের ভগবদ্দর্শনের সৌভাগ্যরূপ অংশেই কল্পিত বলিয়া সঙ্গতই হয়। তাহা এইরূপ— হায় ! যাহাদের অন্তিমকালে শ্রীভগবানের মুখচন্দ্রদর্শনের সম্ভাবনাও নাই, সেই আমরাই তাঁহার সম্বন্ধে বহির্মুখ। ঈদৃশ আমাদের অপেক্ষা অসুরগণও ভাগবত, যেহেতু তাহারা অন্তিমকালে তাঁহার মুখচন্দ্রদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। অতএব দ্বেষপ্রভৃতি প্রতিকূল ভাবের কোনরূপেই ভক্তিত্ব নাই। ইহা শ্রীবসুদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥৩২৯॥

তদেবং রাগানুগা সাধিতা। সা চ শ্রীকৃষ্ণ এব মুখ্যা, (ভা: ৭।১।৩০) — **"গোপ্যঃ কামাৎ"** ইত্যাদিনা তস্মিন্নেব দর্শিতত্বাৎ, দৈত্যানামপি দ্বেষেণাপি তস্মিন্নেবাবেশলাভদর্শনাৎ সিদ্ধিপ্রাপ্তেশ্চ; নান্যত্র তু কুত্রাপ্যংশিন্যংশে বা। অতএবোক্তম্, — (ভা: ৭।১।৩১) **"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে"** ইত্যাদি। অতস্তাদৃশ-ঝটিত্যাবেশহেতূপাসনা-লাভাদেব স্বয়মেকাদশে বৈধোপাসনা স্বস্মিন্নৈবোক্তা, কিন্ত্বন্যত্র চতুর্ভুজাকার এব। তত্র চ শুদ্ধস্য রাগস্য শ্রীগোকুলে এব দর্শনাত্তত্র তু রাগানুগা মুখ্যতমা, যত্র খলু স্বয়ংভগবানপি তেষাং পুত্রাদি-ভাবেনৈব বিলসতি; — (গী: ৪।১১) "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদেঃ, (ভা: ১০।৪৩।১৭) **"মল্লানামশনিঃ"** ইত্যাদেঃ, (ভা: ১০।১৪।২) **"স্বেচ্ছাময়স্য"** ইত্যস্মাচ্চ। ততশ্চ ভক্তকর্তৃক-ভোজন-পায়ন-স্নপন-বীজনাদি-লক্ষণ-লালনেচ্ছাপি তস্যাকৃত্রিমৈব জায়তে। সাধারণভক্তি-সদ্ভাবেনৈব হি (গী: ৯।২৬), (ভা: ১০।৮১।৪) —

“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥” ইত্যুক্তম্।

শ্রীশুকদেবেন চ তদেতদেবাকাংক্ষয়া শ্লাঘিতম্ (ভা: ১০।১৫।১৭) –

“পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিৎ তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥” ইত্যাদিনা।

নানেন চৈশ্বর্যস্য হানিঃ, – তদানীমপি তস্যৈশ্বর্যস্যান্যত্র স্ফুরদ্রূপত্বাৎ, ভক্তেচ্ছাময়ত্বস্য চেশিতরি প্রশংসনীয়-স্বভাবত্বাদেব; যথা শ্রীব্রজেশ্বরীবদ্ধ এব যমলার্জুন-মোক্ষং কৃতবান্। তাদৃশৈশ্বর্যেঽপি তস্মিন্ শ্রীব্রজেশ্বরীবশ্যতৈব শ্রীশুকদেবেন বন্দিতা (ভা: ১০।৯।১৯) – **“এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ”** ইত্যাদিনা। তস্মাদ্যে চাদ্যাপি তদীয়রাগানুগাপরাস্তেষামপি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনত্বাদিমাত্র-ধর্মৈরুপাসনা যুক্তা; যথা গোবর্ধনোদ্ধরণলব্ধবিস্ময়ান্ শ্রীগোপান্ প্রত্যুক্তং স্বয়ং ভগবতৈব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, (৫।১৩।১১, ১২) –

“যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি। তদাত্মবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি ॥” ইতি;

“তদার্চা বন্ধুসদৃশী বান্ধবাঃ ক্রিয়তাং ময়ি” ইতি বা পাঠঃ; তথা –

“নাহং দেবো ন গন্ধর্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ।
অহং বো বান্ধবো জাতো নাতশ্চিন্ত্যমতোঽন্যথা ॥” ইতি।

(ভা: ১০।৩।৪৫) **“যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বাসকৃৎ”** ইত্যত্র তু শ্রীবসুদেবাদীনামৈশ্বর্য-জ্ঞানপ্রধানত্বাদ্দ্ব্যাত্মিকৈব ভগবদনুমতির্জ্ঞেয়া। প্রাগ্জন্মন্যপি তয়োস্তপআদি-প্রধানৈব ভক্তিরুক্তা। অতঃ শ্রীব্রজেশ্বর্যাঃ পুনস্তন্মুখদৃষ্ট-বৈভবত্বমশ্লাঘিত্বা পুত্রস্নেহময়ীং মায়াদ্যেকপর্য্যায়াং তৎকৃপামেব বহুমন্যমানস্তাদৃশভাগ্যঞ্চ শ্রীবসুদেবাদিকয়োর্নাস্তীতি বিস্পষ্টয়ন্ তস্যাঃ শ্রীব্রজেশ্বরস্য চ ভাগ্যং তাদৃশ-বাল্যলীলোচ্ছল্যমান-পুত্রভাবেন রাজমানমতিশ্লাঘিতবান্ রাজা, – (ভা: ১০।৮।৪৬) **“নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্”** ইত্যাদিদ্বয়েন; শ্রীমুনিরাজশ্চ তাদৃশ-তৎপ্রেমৈব শ্লাঘিতবান্ রাজা, – (ভা: ১০।৯।১৯) **“এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা”** ইত্যাদিনা।

তদেবং শ্রীবসুদেব-দেবক্যাবুপলক্ষ্য শ্রীনারদোঽপি সাধকান্ প্রতি (ভা: ১১।৫।৪৭) **“দর্শনালিঙ্গ-নালাপৈঃ”** ইত্যাদিনা যদুপদিষ্টবান্, তত্র টীকা চ যথা – “পুত্রোপলালনেনৈব ভাগবতধর্মসর্বস্ব-নিষ্পত্তেঃ” ইত্যেষা; তথা (ভা: ১১।৫।৪৯) **“মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্বেশ্বরেশ্বরে”** ইত্যেতদপি তদবিরোধেন টীকায়ামেবমবতারিতম্; যথা – “ননু পুত্রস্নেহশ্চেন্মোক্ষহেতুস্তর্হি সর্বেঽপি মুচ্যেরন্? তত্রাহ, – **মাপত্যবুদ্ধিমিতি**” ইত্যেতৎ। তস্মিন্নপত্যত্বং প্রাপ্তেঽপি তস্মিন্ তাদৃশভাবনা-বশংগতেঽপ্যস্তি স্বাভাবিকং পারমৈশ্বর্যমধিকমিতি ভাবঃ; যদ্বা, পূর্ববন্নার্ষোঽড়াগমঃ; কিন্ত্বকারো নিষেধে, “অভাবে ন হ্য নো না” ইতি শব্দকোষাৎ; ততো নিষেধদ্বয়াদপত্যবুদ্ধিমেব কুর্বিত্যর্থঃ।

অতএব জ্ঞানাজ্ঞানয়োরনাদরেণ কেবলরাগানুগায়া এবানুষ্ঠিতিঃ প্রশস্তা, – (ভা: ১১।১১।৩৩) **“জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাম্”** ইত্যাদিনা। তস্মাচ্ছ্রীগোকুল এব রাগাত্মিকায়াঃ শুদ্ধত্বাত্তদনুগা ভক্তিরেব মুখ্যতমেতি সাধ্বেবোক্তম্। তদেবমন্যত্রাসম্ভবতয়া রাগানুগা-মাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা পূর্ণভগবত্তা-দৃষ্ট্যা চ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনস্য মাহাত্ম্যং মহদেব সিদ্ধম্; তত্রাপি শ্রীগোকুল-লীলাত্মকস্য।

অথ তদ্ভজনমাত্রস্য মাহাত্ম্যমুপক্রমত এব যথা (ভা: ১।২।৫) –

"মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্।
যৎকৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥" ইতি।

অত্রৈতদ্বক্তব্যম্। – পূর্বং (ভা: ১।১।১১) মনসঃ সুপ্রসাদহেতুঃ পৃষ্টঃ; অনেন তু শ্রীকৃষ্ণপ্রশ্নমাত্রস্য তদ্ধেতুতোক্তা; ন তু, – (ভা: ১।২।৬) **"স বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ"** ইত্যাদিনা; তদীয়ানন্তর-প্রকরণে যথা মহতা প্রযত্নেন (ভা: ১।২।৮-১৩) কর্মার্পণমারভ্য ভক্তিনিষ্ঠা-পর্যন্ত এব জাতে প্রাদুর্ভাবান্তর-ভজনস্য তদ্ধেতুতোক্তা – তথেতি; অতএবাবতারান্তরকথায়া অপি তদভিনিবেশ এব ফলমিত্যাহ সার্ধেন (ভা: ২।৮।২) –

(৪০৯) **"হরেরদ্ভুতবীর্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলাঃ।**
কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্ ॥" ইতি;

হরেস্তদবতাররূপস্য; অখিলাত্মনি সর্বাংশিনি **কৃষ্ণে** শ্রীমদর্জুনসখে ॥ রাজা ॥৩৩০॥

এইরূপে রাগানুগা সাধিত হইল। এই রাগানুগা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়েই মুখ্যা বলিয়া জানিতে হইবে। কারণ – 'কামহেতু গোপীগণ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়েই উহা দর্শিত হইয়াছে এবং দৈত্যগণেরও দ্বেষদ্বারাও তাঁহাতেই আবেশলাভ ও সিদ্ধিপ্রাপ্তি দেখাগিয়াছে। অন্য কোন অংশী বা অংশের প্রতি দ্বেষ করায় ঐরূপ আবেশলাভ বা সিদ্ধিপ্রাপ্তি দেখা যায় নাই। অতএব বলিয়াছেন – "সেইহেতু যেকোনরূপ উপায়দ্বারা মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করিবে।"

অতএব শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাদৃশ সত্বর আবেশজনক রাগানুগা ভক্তিরূপ উপাসনার প্রসিদ্ধি আছে বলিয়াই একাদশস্কন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজবিষয়ে বৈধী উপাসনা বলেন নাই, পরন্তু চতুর্ভুজাকার নিজ অন্য স্বরূপ বিষয়েই বলিয়াছেন। তন্মধ্যেও যে গোকুলে স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ গোকুলবাসিগণের পুত্রাদিভাবেই বিলাস করেন, সেই শ্রীগোকুলেই বিশুদ্ধ রাগ দর্শনহেতু সেখানেই রাগানুগা ভক্তি মুখ্যতমা হয়। ইহা – "যাহারা যেভাবে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেন, আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই ভজন করি" এই গীতাবাক্য, "তিনি মল্লগণের দৃষ্টিতে বজ্রস্বরূপ, সাধারণ মানবগণের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যস্বরূপ, রমণীগণের দৃষ্টিতে মূর্তিমান্ কন্দর্পস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্য এবং "আপনার এই স্বেচ্ছাময় বিগ্রহেরও মহিমা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে সমর্থ নহি" ইত্যাদি বাক্য হইতে অনুভূত হয়। এইহেতুই গোকুলের ভক্তগণ যাহাতে তাঁহাকে ভোজন, পান ও স্নান করাইয়া এবং বীজন ইত্যাদি করিয়া লালন করেন, এবিষয়ে তাঁহার অকৃত্রিম অভিলাষেরই উদয় হয়। তাঁহার প্রতি (অসাধারণ ভাবের কথা দূরেই থাকুক,) সাধারণ ভক্তিমাত্রসম্বন্ধেই এরূপ বলিয়াছেন যে –

"যিনি ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত সেই ভক্তের ভক্তিউপহারসমুদয় গ্রহণ করিয়া থাকি।"

শ্রীশুকদেবও সাকাঙ্ক্ষচিত্তে ব্রজবাসিগণের এজাতীয় অকৃত্রিম ভক্তির প্রশংসা করিয়াছেন – "কোন কোন গোপবালক তৎকালে তাঁহার পাদসম্বাহন এবং কোন কোন নিষ্পাপ গোপবালক ব্যজনদ্বারা বীজন করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি।

গোকুলে ঈদৃশ ভাব প্রকাশ করায় তাঁহার ঐশ্বর্যের (ঈশ্বরভাবের) হানি হয় না; যেহেতু তৎকালেও অন্যত্র তাঁহার ঈশ্বরভাব প্রকটরূপেই বিরাজ করে। বরং ভক্তের ইচ্ছাময়রূপে তাদৃশ আচরণ অর্থাৎ পুত্রাদিভাবের প্রকাশ ঈশ্বরের প্রশংসনীয় স্বভাবরূপেই স্বীকার্য হয়। যেরূপ, তিনি শ্রীব্রজেশ্বরীকর্তৃক আবদ্ধ থাকিয়াই যমলার্জুনের

মুক্তিবিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার তাদৃশ ঐশ্বর্যসত্ত্বেও তিনি যে ব্রজেশ্বরীর বশীভূত ছিলেন, শ্রীশুকদেব এই ভাবটিরই বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

"হে রাজন্! ঈশ্বরসহ এই জগৎ যাঁহার বশীভূত, সেই স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণরূপ শ্রীহরি (মাতার পরিশ্রম দেখিয়া কৃপায় স্বয়ংই বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া) ভৃত্যবশ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।"

অতএব যাঁহারা ইদানীংও রাগানুগা-পরায়ণ, তাঁহাদের পক্ষেও কেবলমাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করা সঙ্গত। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গোবর্ধন-উত্তোলনহেতু বিস্মিত গোপগণের প্রতি শ্রীভগবান্ স্বয়ংই এরূপ বলিয়াছেন— "হে গোপগণ! যদি আমার প্রতি আপনাদের প্রীতি থাকে এবং আমি আপনাদের প্রশংসনীয় হই, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনারা নিজবন্ধুতুল্য বুদ্ধি পোষণ করুন।" এস্থলে দ্বিতীয়ার্ধে এরূপ পাঠও দেখা যায়— "তাহা হইলে হে বান্ধবগণ! আপনারা আমার প্রতি বন্ধুতুল্য সৎকার করুন।"

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—

"আমি দেবতা নহি, গন্ধর্ব নহি, যক্ষ নহি, কিংবা দানব নহি, পরন্তু আমি আপনাদের বান্ধবরূপেই বিরাজ করিতেছি; অতএব আপনারা অন্যরূপ চিন্তা করিবেন না।"

"আপনারা উভয়ে নিরন্তর পুত্রভাবে বা ব্রহ্মভাবে অনুরাগপূর্বক আমাকে ধ্যান করিয়া আমার পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন" এইবাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবকী ও বসুদেবকে যে উপদেশ দিয়াছেন, ইহাতে বসুদেবপ্রভৃতির ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রাধান্যহেতু শ্রীভগবানেরও দুইভাবেই উপাসনার অনুমতি জানিতে হইবে। পূর্বজন্মেও তাঁহাদের তপস্যাদিপ্রধানা ভক্তিরই উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব শ্রীব্রজেশ্বরী যে শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য প্রশংসা না করিয়া মায়াপ্রভৃতির সমপর্যায়ভূতা পুত্রস্নেহময়ী ভগবৎকৃপাকেই সমাদর করিয়াছেন, তাদৃশ ভাগ্য দেবকী ও বসুদেবের নাই— সুস্পষ্টরূপে ইহারই প্রতিপাদনসহকারে রাজা শ্রীপরীক্ষিৎ ব্রজেশ্বরী ও ব্রজেশ্বরের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাহেতু উচ্ছলিত পুত্রভাবাত্মক সৌভাগ্যকেই প্রশংসা করিয়া— "হে মুনিবর! শ্রীনন্দমহারাজ ঈদৃশ মহাসমৃদ্ধিশালী কোন্ শ্রেয়স্কর কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং শ্রীহরি যাঁহার স্তনপান করিয়াছিলেন, সেই মহাভাগা শ্রীযশোদাদেবী বা এরূপ কি করিয়াছিলেন? অদ্যাবধি কবিগণ জগতের কলুষনাশক শ্রীকৃষ্ণের যে উদার বাল্যলীলা কীর্তন করেন, মাতা দেবকী এবং পিতা শ্রীবসুদেবও তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন নাই।"

মুনিরাজ শ্রীশুকদেবও— "হে রাজন্! এইরূপে ভগবান্ শ্রীহরি ভৃত্যবশ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীব্রজেশ্বরীর তাদৃশ পুত্রপ্রীতিরই প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব শ্রীনারদও দেবকী এবং শ্রীবসুদেবকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধকগণের প্রতি— "তোমরা উভয়ে দর্শন, আলিঙ্গন, আলাপ, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদিব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রভাবের আচরণ করিয়া আত্মা পবিত্র করিয়াছ।"— এই বাক্যে যে উপদেশ করিয়াছেন, ইহার টীকায়ও— "পুত্রের লালনহেতুই তাঁহাদের সর্বপ্রকার ভাগবতধর্মের সর্বফল সাধিত হইয়াছিল বলিয়াই (অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় চিত্তশুদ্ধির জন্য সর্বকর্মের সমর্পণাদিরূপ ভাগবতধর্মসমূহের আচরণ অপেক্ষা করে না)।"— এইরূপ বলা হইয়াছে।

এইরূপ— "সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে অপত্যবুদ্ধি করিও না" এই বাক্যেরও যাহাতে পূর্ববাক্যের সহিত বিরোধ না হয়, সেইভাবেই টীকায় ইহার অবতারণা হইয়াছে। যথা— "আশঙ্কা— পুত্রস্নেহই যদি মুক্তির কারণ হয়, তবে সকলেই মুক্ত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিলেন— "মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ" অর্থাৎ সর্বেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে পুত্রবুদ্ধি করিও না" (এপর্যন্ত টীকা)। ইহার ভাবার্থ এই যে, তিনি পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও এবং তিনি পুত্রত্ব-ভাবনাদ্বারা বশীভূত হইলেও তাঁহার মধ্যে পুত্রত্বভাবের অতিরিক্ত পরমেশ্বরভাবও স্বাভাবিকরূপেই বিদ্যমান রহিয়াছে (অতএব তাঁহাতে পুত্রবুদ্ধিমাত্র করিও না)। অথবা "মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ" ইহার এরূপ অর্থ হয়—

"অকৃথাঃ" এই পদটির সহিত নিষেধার্থক 'মা' শব্দের যোগহেতু 'মা অকৃথাঃ' (পুত্রবুদ্ধি) করিও না এরূপ অর্থ করা হইয়াছিল। যদিও 'মা' শব্দের যোগহেতু 'অকৃথাঃ' শব্দে 'অ'কার আগম ব্যাকরণ-নিয়ম-বিরুদ্ধ তথাপি আর্ষ-প্রয়োগ বলিয়া উহার সাধুত্ব স্বীকার করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় অর্থে বলা হইতেছে— উক্ত 'অ'কার আগম এস্থলে আর্ষ নহে; পরন্তু এই 'অ' শব্দটি এস্থলে নিষেধ অর্থবোধক। শব্দকোষে উক্ত হইয়াছে— 'ন, হি, অ, নো, না— এইসকল শব্দ অভাববোধক।' অতএব এইবাক্যে নিষেধার্থক 'মা' এবং 'অ' দুইটি শব্দ থাকায় দুইবার নিষেধদ্বারা বিধিই বুঝাইতেছে (অর্থাৎ অপত্যবুদ্ধি করিও না— না— অর্থাৎ অপত্যবুদ্ধি করিও)। অতএব— "যাহারা আমি কি-পরিমাণ, কোন্-স্বরূপবিশিষ্ট এবং কি-প্রকার— ইহা জানিয়া অথবা না জানিয়া অনন্যভাবে আমার ভজন করে, তাহারা ভক্ততমরূপে আমার সম্মত" ইত্যাদি বাক্যানুসারে জ্ঞান এবং অজ্ঞানের অনাদরসহকারে কেবলমাত্র রাগানুগার অনুষ্ঠানই প্রশস্ত হয়। অতএব শ্রীগোকুলেই রাগাত্মিকার শুদ্ধত্বহেতু রাগানুগা ভক্তিই মুখ্যতমা— এইরূপ উক্তি সঙ্গতই হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য কোন অংশী বা অংশসম্বন্ধে এই রাগানুগার উদয় অসম্ভব বলিয়া, রাগানুগার মাহাত্ম্য এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণভগবত্তাদর্শনহেতু শ্রীকৃষ্ণভজনের বিশেষতঃ শ্রীগোকুললীলাময় শ্রীকৃষ্ণভজনের মাহাত্ম্য অতিমহৎ— ইহা সিদ্ধ হইল।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণভজনমাত্রেরই মাহাত্ম্য বর্ণন আরম্ভ করিতেছেন—

"হে মুনিগণ! আপনারা আমার নিকট লোকমঙ্গলকর উত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন— যেহেতু যাহাদ্বারা চিত্ত সুপ্রসন্ন হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন।" এস্থলে বক্তব্য এই যে, পূর্ব অধ্যায়ে মুনিগণ শ্রীসূতের নিকট— "যাহাদ্বারা চিত্ত সুপ্রসন্ন হয়, তাহা বলুন"— এরূপ প্রশ্ন করিয়া, পরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাচরিতসম্বন্ধেও পৃথক্ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এস্থলে শ্রীসূত উক্ত শ্লোকটিদ্বারা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্নকেই চিত্তের সুপ্রসন্নতার কারণরূপে উল্লেখ করিলেন, পরন্তু "উহাই মানবগণের পরমধর্ম— যাহা হইতে শ্রীভগবানে অহৈতুকী, অব্যবহিতা ও চিত্তের প্রসন্নতাকারিণী ভক্তির উদয় হয়"— এইরূপ বাক্যদ্বারা পরবর্তী প্রকরণে মহাপ্রযত্নসহকারে কর্মার্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তিনিষ্ঠাপর্যন্ত উদয়ের পরই শ্রীকৃষ্ণের অন্য প্রাদুর্ভাবের ভজনদ্বারা যেভাবে চিত্তের প্রসন্নতা উক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাদৃশ ভজনের কথা বলিলেন না। অতএব শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অভিনিবেশই অন্যান্য অবতারগণের কথারও ফল— ইহা বলিতেছেন—

(৪০৯) "হে মুনিবর! আপনি অদ্ভুতবীর্যশালী শ্রীহরির লোকমঙ্গলকারী কথাসমূহ বর্ণন করুন, যাহাতে আমি অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণে বিষয়সঙ্গবিমুক্ত মনঃ নিবিষ্ট করিয়া দেহ ত্যাগ করিতে পারি।"

'শ্রীহরির' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতারস্বরূপ শ্রীহরির। 'অখিলাত্মা' অর্থাৎ সকলের অংশী; অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণে। ইহা শ্রীপরীক্ষিতের উক্তি॥৩৩০॥

তথা শ্রীমদুদ্ধব-সংবাদান্তে চ তত্র যদ্যপি পূর্বাধ্যায়-সমাপ্তাবুক্তায়া জ্ঞানযোগচর্যায়াভক্তিসহভাবেনৈব স্বফলজনকত্বং শ্রীভগবতোক্তম্, তথাপি তাং জ্ঞানযোগচর্যামংশতোঽপ্যনঙ্গীকুর্বতা পরমৈকান্তিনা-শ্রীমদুদ্ধবেন, (ভা: ১১।২৯।১, ২)—

> **"সুদুশ্চরামিমাং মন্যে যোগচর্যামনাত্মনঃ।**
> **যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেত্তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত॥**
> **প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।**
> **বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্ষিতাঃ॥"**

ইত্যাদ্যত্র স্ব-বাক্যে তস্যা দুষ্করত্বেন প্রায়ঃ ফল-পর্য্যবসায়িত্বাভাবেন চোক্তত্বাচ্ছুশ্রূষমাণায়া ভক্তেস্তু সুকরত্বেনাবশ্যক-ফল-পর্য্যবসায়িত্বেন চাভিপ্রেতত্বাত্তদ্ভক্তিরেব কর্তব্যেতি স্বাভিপ্রায়ো দর্শিতঃ। তদেবং

তাং জ্ঞান-যোগ-চর্যামনাদৃত্য ভক্তিমেবাঙ্গীকুর্বাণাস্তব শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব ভক্তিং তাদৃশাস্তু জ্ঞানযোগাদি-ফলানাদরেণৈব কুর্বন্তীতি পুনরাহ চতুর্ভিঃ, (ভা: ১১।২৯।৩-৬), (১১।২৯।৩) –

(৪১০) "অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং, হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্মভি-স্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥"

যস্মাদেবং কেচন **বিষীদন্তি, অথাত** অতএব যে **হংসাঃ** সারাসার-বিবেক-চতুরাস্তে তু সমস্তানন্দ-পরিপূরকং **পদাম্বুজমেব নু** নিশ্চিতং **সুখং** যথা স্যাত্তথা **শ্রয়েরন্** সেবন্তে, – **পদাম্বুজস্য** সম্বন্ধি-পদানুক্তিঃ সাক্ষাদ্দৃশ্যমানতদীয়পদাম্বুজাভিব্যঞ্জনার্থা। **অমী** চ শুদ্ধভক্তা **যোগকর্মভিস্ত্বন্মায়য়া** চ **বিহতাঃ** – কৃত-ভক্ত্যনুষ্ঠানান্তরায়াঃ **ন** ভবন্তি; যতো **ন** চ **মানিনঃ** – তে মানিনোঽপি ন ভবন্তি; – পুরুষার্থ-সাধনে ভগবতো নিরুপাধি-দীনজন-কৃপায়া এব সাধকতমত্বং মন্যন্তে, ন তু যোগিপ্রভৃতিবৎ স্বপ্রযত্নস্যেত্যর্থঃ ॥৩৩১॥

শ্রীমদুদ্ধবসংবাদের অন্তেও এইরূপ জানা যায়। সেস্থলে পূর্ব অধ্যায়ের সমাপ্তিকালে শ্রীভগবান্ যদিও ভক্তির সহযোগহেতুই জ্ঞানযোগচর্যার ফলজনকত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তথাপি পরমৈকান্তিক শ্রীউদ্ধব সেই জ্ঞানযোগচর্যা অংশতঃও স্বীকার না করিয়া এরূপ বলিয়াছেন –

"হে অচ্যুত! যাহার চিত্ত বশীভূত নহে, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে এই যোগচর্যা সুদুষ্কর মনে করি। অতএব যাহাতে মনুষ্য অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, আমাকে সেরূপ সহজ উপায় বলুন। হে কমললোচন! যোগিগণ প্রায়শঃই অভীষ্ট তত্ত্বে মনের যোগ করিতে উদ্যোগী হইয়া একাগ্রতার অভাবে মনঃসংযমে কাতর হইয়া বিষাদগ্রস্ত হন।"

শ্রীমান্ উদ্ধব এই নিজবাক্যে যোগচর্যাকে দুষ্কর এবং প্রায়শঃ ফলপর্যন্ত তাহার স্থায়িত্বের অভাব বর্ণন করিয়া, পক্ষান্তরে তিনি যাহার কথা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন, সেই ভক্তির সুকরত্ব এবং ফলপর্যন্ত স্থায়িত্বহেতু ঐ ভক্তিই অভিপ্রেত বলিয়া, তাদৃশী ভক্তিরই অনুষ্ঠান করা উচিত – এইরূপ নিজ অভিপ্রায় প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে যাঁহারা সেই জ্ঞানযোগচর্যার প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্বক ভক্তিকেই অঙ্গীকার করেন, তাঁহারাও জ্ঞানযোগাদির ফলের প্রতি অনাদর করিয়াই শ্রীকৃষ্ণরূপী আপনাকেই ভক্তি করেন – ইহাই পুনরায় চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন –

(৪১০) "হে কমললোচন বিশ্বেশ্বর! অতএব হংসগণ আনন্দদোহনকারী পাদপদ্ম সুখে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা যোগকর্মসমূহ এবং আপনার মায়াদ্বারা বিহত হন না। এইরূপ তাঁহারা মানীও হন না।" যেহেতু পূর্বোক্ত কেহ কেহ বিষাদগ্রস্ত হন, অতএব যাঁহারা 'হংস' অর্থাৎ সারাসারবিচারচতুর, তাঁহারা কিন্তু নিখিল আনন্দের পরিপূরক পদাম্বুজকেই – 'নু' অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে এবং যাহাতে সুখ হয় তদ্রূপে সেবা করেন। শ্রীউদ্ধব যে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন করিয়াই এইসকল বলিতেছেন – ইহা প্রকাশের জন্যই এস্থলে শ্লোকে পদাম্বুজের সম্বন্ধিপদ অর্থাৎ কাহার পাদপদ্ম ইহা বলা হয় নাই। অতএব পদাম্বুজ বলিতে এস্থলে সাক্ষাৎ দৃশ্যমান শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই জ্ঞাতব্য। আর ঈদৃশ এই শুদ্ধভক্তগণ যোগকর্মসমূহদ্বারা এবং আপনার মায়াদ্বারা 'বিহত' অর্থাৎ ভক্তির অনুষ্ঠানে অন্তরায়প্রাপ্ত হন না। আর, এইহেতু তাঁহারা মানীও হন না অর্থাৎ পুরুষার্থসাধনে দীনজনের প্রতি শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপাকেই তাঁহারা সাধকতম অর্থাৎ মুখ্য কারণ মনে করেন, পরন্তু যোগিপ্রভৃতির ন্যায় নিজ চেষ্টাকেই মুখ্য কারণ মনে করেন না ॥৩৩১॥

এবম্ভূতস্য চ ভক্তস্য জ্ঞান-যোগাদীনাং যৎ ফলং তন্মাত্রং ন, কিন্ত্বন্যন্মহদেবেত্যাহ, (ভা: ১১।২৯।৪) –

(৪১১) **"কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো, দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।**
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং, শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িত-পাদপীঠঃ ॥"

দাসেষ্বনন্যশরণেষ্বশেষবন্ধো ! — যদ্বা **অশেষাণা**মসুর-পর্যন্তানাং যো **বন্ধু**র্মোক্ষাদিদানৈর্নিরুপাধি-হিতকারী; হে তথাভূত ! **তবৈতৎ কিং চিত্রম্ ?** যৎ **অনন্যশরণেষু** জ্ঞান-যোগ-কর্মাদ্যনুষ্ঠান-বিমুখেষু **দাসেষু** শুদ্ধভক্তেষু বলিপ্রভৃতি**ষ্বাত্মসাত্ত্বং** — তেষাং য **আত্মা**, তদধীনত্বমিত্যর্থঃ; তদুক্তম্, (ভা: ১১।১৪।২০) — **"ন সাধয়তি মাং যোগঃ"** ইত্যাদি। তস্য তব তথাভূতেষু ন জাতি-গুণাদ্যপেক্ষা চেত্যন্তরঙ্গ-লীলায়ামপি দৃশ্যত ইত্যাহ, — য ইতি; **সহে**তি সহভাবং সখ্যমিত্যর্থঃ; **মৃগৈ**র্বৃন্দাবনচারিভিঃ; **স্বয়ং** তু কথম্ভূতঃ ? **'ঈশ্বরাণাং শ্রীমৎ'** ইত্যাদিলক্ষণোঽপি — তত্র ঈশ্বরাঃ শ্রীশিব-ব্রহ্মাদয়স্তেষাং জ্ঞান-যোগাদি-পরমফলরূপাপি যা মুক্তিস্তাং নিজারি দৈত্যেভ্যোঽপি দদাসি; পরন্তু (ভা: ১।১৬।১৭) পাণ্ডবাদিষু সখ্য-সারথ্য-দৌত্য-বীরাসনাদিস্থিতি-বদ্ধাসানাং তু স্বয়মধীনো ভবসি। অত এবম্ভূতস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব তব ভক্তির্মুখ্যেতি ভাবঃ ॥৩৩২॥

ঈদৃশ ভক্ত অসাধারণ ভক্তিদ্বারা কেবলমাত্র জ্ঞানযোগাদির ফলই প্রাপ্ত হন না, পরন্তু অন্য মহৎফলই পাইয়া থাকেন — ইহাই বলিতেছেন —

(৪১১) "হে অচ্যুত ! হে অশেষবন্ধো ! অনন্যশরণ দাসগণের প্রতি আপনার যে আত্মদান, ইহা আর বিচিত্র কী ! যে আপনার পাদপীঠ ঈশ্বরগণের সুশোভন কিরীটরাজির অগ্রভাগদ্বারা আন্দোলিত হয়, সেই আপনি মৃগগণের সাহচর্যেও প্রীতিলাভ করিয়াছেন।"

'অশেষবন্ধো' অর্থাৎ অনন্যশরণ দাসগণের বন্ধুস্বরূপ ! অথবা অশেষ জীবের অর্থাৎ অসুর-পর্যন্ত সকলেরই যিনি বন্ধু অর্থাৎ মোক্ষাদি প্রদানদ্বারা অহৈতুক-হিতকারী তাদৃশ আপনার পক্ষে ইহা আর বিচিত্র কি যে, 'অনন্যশরণ' অর্থাৎ জ্ঞান, যোগ ও কর্মাদি অনুষ্ঠানে বিমুখ 'দাসগণের' অর্থাৎ বলিপ্রভৃতি শুদ্ধভক্তগণের যে আত্মা তাহার অধীনতা প্রাপ্ত হন। অতএব বলিয়াছেন — "প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, হে উদ্ধব ! যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা ও ত্যাগ সেরূপ করে না।" তাদৃশ সেবকগণের ভক্তিদ্বারা বশীভূত হইতে যাইয়া আপনি যে তাঁহাদের জাতিগুণপ্রভৃতিরও অপেক্ষা করেন না, ইহা আপনার অন্তরঙ্গ লীলায় দেখা যায় — ইহাই বলিতেছেন। 'সাহচর্য' সহভাব অর্থাৎ সখ্যহেতু (প্রীত হইয়াছেন); 'মৃগগণের' অর্থাৎ বৃন্দাবনচারী পশুগণের; স্বয়ং কিরূপ হইয়াও তাহা বলিয়াছেন — 'ঈশ্বরগণের' ইত্যাদি। 'ঈশ্বরগণ' অর্থাৎ শ্রীশিবব্রহ্মাপ্রভৃতি; জ্ঞান ও যোগাদির যাহা চরম ফল, সেই মুক্তি আপনি দৈত্যগণকেও দান করেন। আর পাণ্ডবপ্রভৃতির সম্বন্ধে সখ্য, সারথ্য, দৌত্য এবং খড়্গহস্ত হইয়া রাত্রিকালে তাঁহাদের দ্বারে অবস্থানপ্রভৃতি ব্যাপারে সর্বদা নিযুক্ত থাকার ন্যায়, দাসগণের সর্বদা অধীনই হন। অতএব এইরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপী আপনার ভক্তিই মুখ্যা — ইহাই ভাবার্থ ॥৩৩২॥

ফলিতমাহ, (ভা: ১১।২৯।৫) —

(৪১২) **"তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং, সর্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু।**
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়োঽনুভূত্যৈ, কিং বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাংনঃ ॥"

তমেবম্ভূতং ত্বাং **স্বকৃতবিৎ** (ভা: ৩।২৮।১৩) **"প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্"** ইত্যাদি-শ্রীকপিলদেবোপদেশতঃ স্বসৌন্দর্যাদি-স্ফূর্তিলক্ষণং **স্ব**স্মিন্ **কৃতং** ত্বদীয়োপকারং যো বেত্তি, স **কো নু বিসৃজেৎ** — (ভা: ৩।২৮।৩৪) **"তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে"** ইতি তদুপদিষ্টাধিকারি-বিশেষবৎ পরিত্যজেৎ ? — ন কোঽপীত্যর্থঃ; তস্মাদ্যস্ত্যজতি, স কৃতঘ্ন এবেতি ভাবঃ। কথম্ভূতং ত্বাম্ ? স্বরূপত

এবাখিলানামাত্মনাং **দয়িতং** প্রাণকোটি-প্রেষ্ঠ**মীশ্বর**ঞ্চেত্যাদি, তথা **নু** বিতর্কে; — অত্র টীকায়াং "তদ্ব্যতিরিক্তং **কিমপি** দেবতান্তরং ধর্ম-জ্ঞানাদি-সাধনং বা **ভূত্যৈ** ঐশ্বর্যায় সংসারস্য **বিস্মৃতয়ে** মোক্ষায় **বা কো ভজেৎ** ? — ন কোঽপীত্যর্থঃ।" ইতি চ সমম্ — অস্মাকং তু তত্তৎফলমপি ত্বদ্ভক্তে-রেবান্তর্ভূতমিত্যাহ, — **কিং বেতি; বা**-শব্দেন তত্রাপ্যনাদরঃ সূচিতঃ। তদুক্তম্ (ভা: ১১।২০।৩২) — **"যৎ কর্মভির্যত্তপসা"** ইত্যাদি ॥৩৩৩॥

চরম কথা বলিতেছেন —

(৪১২) "কোন্ স্বকৃতজ্ঞ ব্যক্তি অখিল আত্মার দয়িত, ঈশ্বর এবং আশ্রিতগণের সর্বার্থদাতা সেই আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে ? আর কোন্ ব্যক্তিই বা ভূতি এবং বিস্মৃতির জন্য অন্য কোন বস্তুর ভজন করে ? এইরূপ আপনার পদরজের সেবকস্বরূপ আমাদেরই বা কোন্ ফল সিদ্ধ না হয় ?"

এইরূপ যে আপনি — সেই আপনাকে — 'স্বকৃতজ্ঞ' অর্থাৎ 'প্রসন্নমুখপদ্মযুক্ত ও পদ্মের গর্ভভাগের ন্যায় অরুণনয়নশোভিত' ইত্যাদি শ্রীকপিলদেবের উপদেশে বর্ণিত আপনার সৌন্দর্যাদির স্ফূর্তিরূপ যে উপকার — 'স্ব' অর্থাৎ সাধকের নিজের মধ্যে অন্তর্যামিভাবে (আপনাকর্তৃক) 'কৃত' হয়, তাহা যিনি জানেন — এরূপ 'স্বকৃতজ্ঞ' কোন্ ব্যক্তি (আপনাকে) ত্যাগ করিতে পারে ? অর্থাৎ "সেই চিত্তরূপ বড়িশটিকে (মৎস্যধারণের বড়শী) — ক্রমশঃ ধ্যেয়বস্তু হইতে বিযুক্ত করে" এই উপদেশে অধিকারিবিশেষের (ধ্যানযোগীর) সম্বন্ধে যেরূপ ভগবৎসাক্ষাৎকারলাভের পর তাঁহার চিন্তা ত্যাগ উক্ত হইয়াছে, সেরূপ ত্যাগ কে করিতে পারে ? অর্থাৎ কেহই পারে না। অতএব যে ত্যাগ করে সে কৃতজ্ঞ নহে, পরন্তু কৃতঘ্নই হয় — ইহাই ভাবার্থ। কিরূপ আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে না — তাহা বলিতেছেন — (যে আপনি)স্বরূপতই 'অখিল আত্মা' অর্থাৎ জীবগণের 'দয়িত' অর্থাৎ প্রাণকোটি অপেক্ষাও প্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বর। 'নু' — বিতর্কার্থক; আর কোন্ ব্যক্তিই বা 'ভূতি' অর্থাৎ ঐশ্বর্য এবং 'বিস্মৃতি' অর্থাৎ মুক্তির জন্য 'অন্য কোন বস্তু' অর্থাৎ অন্য কোন দেবতা বা ধর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি অন্য কোন সাধন আশ্রয় করিতে পারে ? অর্থাৎ কেহই পারে না। আর আমাদের কিন্তু সেই সেই ফল আপনার ভক্তিরই অন্তর্ভূত — ইহাই বলিতেছেন — 'কিংবা'। অর্থাৎ আমাদেরই বা কোন্ ফল সিদ্ধ না হয় ? এস্থলে 'কিংবা' এই 'বা' শব্দদ্বারা ভক্তগণের বস্তুতঃ ফলান্তরবিষয়ে অনাদরই সূচিত হইতেছে। অতএব বলিয়াছেন — "কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম বা অন্যান্য শ্রেয়স্কর অনুষ্ঠানসমূহের যাহা ফল, তৎসমুদয়ই আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগদ্বারা লাভ করেন — এমন কি কথঞ্চিৎ বাঞ্ছা করিলে স্বর্গ, মুক্তি এবং আমার ধামও লাভ করেন" ॥৩৩৩॥

ননু কথং তত্তৎফলমপি বিসৃজতি, ন তু মাম্ কিংবা মম কৃতম্ ? তত্রাহ, (ভা: ১১।২৯।৬) —

(৪১৩) **"নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ, ব্রহ্মায়ুষোঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।**
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-ন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥"

হে **ঈশ** ! কবয়ঃ সর্বজ্ঞা **ব্রহ্ম**তুল্যা**য়ুষোঽপি** তৎকালপর্যন্তং ভজন্তোঽপীত্যর্থস্তব **কৃত**মুপকার**মৃদ্ধমুদ** উপচিত-ত্বদ্ভক্তি-পরমানন্দাঃ সন্তঃ **স্মরন্তোঽপচিতিং** প্রত্যুপকারমানৃণ্যমিতি যাবৎ, তাং ন **উপয়ন্তি** — ন পশ্যন্তি; তস্মান্ন বিসৃজেদিত্যুক্তম্। **কৃত**মাহ, — **যো** ভবান্ **তনুভৃতাং** ত্বৎকৃপাভাজনত্বেন কেষাঞ্চিৎ সফল-তনুধারিণাং **বহিরাচার্যবপুষা** গুরুরূপেণা**ন্তশ্চৈত্ত্যবপুষা** চিত্তস্ফুরিতধ্যেয়াকারেণা**শুভং** ত্বদ্ভক্তি-প্রতিযোগি সর্বং **বিধুন্বন্ স্বগতিং** স্বানুভবং **ব্যনক্তী**তি ॥৩৩৪॥ শ্রীমদুদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥৩৩১-৩৩৪॥

আশঙ্কা — ভক্তগণ কিহেতু সেই সেই ফলও ত্যাগ করেন, কিন্তু আমাকে অথবা আমার কৃত উপকারকে কেন ত্যাগ করেন না, আমি কি-ই-বা করিয়াছি ? ইহার উত্তররূপেই বলা হইয়াছে —

(৪১৩) "যে আপনি দেহিগণের বাহিরে ও অন্তরে (যথাক্রমে) আচার্যবিগ্রহ ও চৈত্ত্যবিগ্রহরূপে অশুভ দূর করিয়া স্বীয় গতি ব্যক্ত করেন, হে ঈশ ! কবিগণ আপনার সেই কার্য প্রভূত হর্ষভরে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার ন্যায় সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত হইলেও আপনার কৃত উপকারের প্রত্যুপকারমার্গ দেখিতে পান না।" হে ঈশ ! কবিগণ অর্থাৎ সর্বজ্ঞগণ ব্রহ্মতুল্য আয়ু প্রাপ্ত হইলেও অর্থাৎ ততকাল ভজন করিয়াও আপনার কৃত উপকারের বিষয় আপনার ভক্তিমূলক প্রবল পরমানন্দভরে স্মরণ করিয়া প্রত্যুপকার অর্থাৎ ঋণমুক্তির উপায় দেখিতে পান না, অতএব পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে – "আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে না"। তাঁহার (শ্রীভগবানের) কৃত উপকার বিষয়ে বলিতেছেন – যে আপনি 'দেহিগণের' অর্থাৎ আপনার কৃপাভাজন বলিয়া কতিপয় সার্থকদেহধারিগণের বাহিরে 'আচার্যবিগ্রহরূপে' অর্থাৎ গুরুরূপে এবং অন্তরে 'চৈত্ত্যবিগ্রহরূপে' অর্থাৎ চিত্তে স্ফুরিত ধ্যেয় আকারে (প্রকট হইয়া) 'অশুভ' অর্থাৎ আপনার ভক্তির প্রতিকূল সকল অবস্থা দূর করিয়া 'স্বীয় গতি' অর্থাৎ স্বীয় অনুভব প্রকাশ করেন অর্থাৎ ভাগবত জ্ঞান ব্যক্ত করেন ॥৩৩৪॥ ইহা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীমান্ উদ্ধবের উক্তি ॥৩৩১-৩৩৪॥

অথৈব স্বভক্তেরতিশয়িত্বং শ্রীভগবানপি তদনন্তরমুবাচ। তত্র চ তাদৃশান্ প্রতি শুদ্ধাং স্বভক্তিং (ভা: ১১।২৯।৮-১১) **"হন্ত তে কথয়িষ্যামি"** ইত্যাদি-চতুর্ভিরুক্ত্বা পুনরেতাদৃশান্ প্রতি চ করুণয়া স্বভজন-প্রবর্তনার্থমন্যদ্বিচারিতবান্ চতুর্ভিঃ (ভা: ১১।২৯।১২-১৫); যতঃ প্রায়শো লোকাঃ স্পর্দ্ধাদিপরাঃ; কথঞ্চিদন্তর্মুখত্বেঽপি সর্বান্তর্যামিরূপ-স্বভজনমাত্র-জ্ঞানিন ইত্যালোচ্য, কৃপয়া তেষাং স্পর্দ্ধাদীন্ ঝটিতি দূরীকর্তুং স্বস্মিন্নেবান্তর্মুখীকর্তুঞ্চ (গী: ১০।৪২) "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যাদ্যুক্ত-তদন্তর্যামিরূপস্বাংশস্য ভজনস্থানে স্বভজনমুপদিষ্টবান্; যথা (ভা: ১১।২৯।১২) –

(৪১৪) **"মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।**
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥"

টীকা চ – "অন্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ, – **মামিতি** ত্রিভিঃ; **সর্বভূতেষ্বাত্মনি চাত্মানমীশ্বরং** স্থিতং **মামেবেক্ষেত**। কথম্ভূতমীশ্বরম্ ? **বহিরন্তঃ** পূর্ণমিত্যর্থঃ; তৎ কুতঃ ? **অপাবৃতমনাবরণম্**; তদপি কুতঃ ? **যথা খমসঙ্গত্বাদ্**-বিভুত্বাচ্চেত্যর্থঃ" ইত্যেষা। অত্র **মামেবেতি** শ্রীকৃষ্ণরূপমে**বেক্ষেত,** ন তু কেবলান্তর্যামিরূপমিত্যভিপ্রায়েণৈব "অন্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ" ইতি ব্যাখ্যাতম্ ॥৩৩৫॥

শ্রীভগবান্ও অনন্তর সেইরূপেই নিজ ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠত্ব বলিয়াছেন। তন্মধ্যেও তাদৃশ ভক্তগণের প্রতি – "আমি তোমার নিকট আমার পরমমঙ্গলময় ধর্মসমূহ বলিতেছি" ইত্যাদি চারিটি শ্লোকদ্বারা নিজ শুদ্ধা ভক্তি বর্ণন করিয়া পুনরায় যাহারা তাদৃশ (ভক্ত) নহেন, তাঁহাদের প্রতিও করুণাবশতঃ নিজভক্তি প্রবর্তনের জন্য অপর চারিটি শ্লোকে অন্য বিচার করিয়াছেন। যেহেতু লোকসমূহ প্রায়শঃ স্পর্ধাপরায়ণ বলিয়া কোনমতে অন্তর্মুখতা জন্মিলেও কেবলমাত্র সর্বান্তর্যামিরূপেই তাঁহার ভজন করিতে জানে – ইহা আলোচনা করিয়া কৃপাহেতু তাহাদের স্পর্ধাদি ভাবসমূহ সত্বর দূর করিবার জন্য এবং নিজের প্রতিই (অর্থাৎ নিজ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের প্রতিই) অন্তর্মুখ করিবার অভিপ্রায়ে – "আমি এক অংশদ্বারা এই নিখিল জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি" ইত্যাদি বাক্যোক্ত জগদন্তর্যামিস্বরূপ নিজ অংশের ভজনস্থানে নিজ ভজনের উপদেশ করিয়াছেন। যথা –

(৪১৪) "বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সর্বভূতে এবং আত্মাতে আকাশতুল্য অপাবৃত, অন্তরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ আত্মা ও ঈশ্বররূপী আমাকেই দর্শন করিবেন।"

টীকা *– "আমাকে ইত্যাদি এই তিন শ্লোকে অন্তরঙ্গা ভক্তি বলিতেছেন। সর্বভূতে এবং আত্মাতে আত্মা ও ঈশ্বররূপে বিরাজমান আমাকেই দর্শন করিবেন"। কিরূপ ঈশ্বর ? তাহা বলিলেন – 'অন্তরে ও বাহিরে' অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপ; সর্বত্র তিনি কিরূপে থাকিতে পারেন; তাহাই বলিয়াছেন – 'অপাবৃত' অর্থাৎ আবরণশূন্য*

(বলিয়া); তাহাই বা কিরূপে হয় তাহাই বলিলেন – 'আকাশতুল্য' অর্থাৎ আকাশের ন্যায় অসঙ্গ (নির্লেপ) এবং সর্বব্যাপী বলিয়া; এপর্যন্ত টীকা। এস্থলে – "মা এব" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপকেই কেবল; 'ঈক্ষেত' – দর্শন করিবেন; পরন্তু কেবলমাত্র অন্তর্যামিস্বরূপকে নহে – এই অভিপ্রায়েই টীকাকার – "অন্তরঙ্গা ভক্তি বলিতেছেন" – এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥৩৩৫॥

ততশ্চ (ভা: ১১।২৯।১৩, ১৪) –

(৪১৫) **"ইতি সর্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে।**
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥

(৪১৬) **ব্রাহ্মণে পুক্কশে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।**
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥"

কেবলং জ্ঞানমন্তর্যামিদৃষ্টিমাশ্রিতোঽপি ইতি – পূর্বোক্তপ্রকারেণ, **সর্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন** – তেষু মম শ্রীকৃষ্ণরূপস্য যো **ভাবো**ঽস্তিত্বম্, তদ্বিশিষ্টতয়া **মন্যমানঃ সভাজয়ন্ পণ্ডিতো মতঃ**; – মদ্দৃষ্ট্যা **ব্রাহ্মণাদিষু সমদৃক্** সমং মামেব পশ্যতীতি ॥৩৩৬॥

ইহার পর –

(৪১৫-৪১৬) "হে প্রাজ্ঞবর! কেবল জ্ঞান আশ্রয়কারী ব্যক্তি এইরূপে সকল ভূতগণকে মদ্ভাবে মনে করিয়া সমাদর বা সম্মানসহকারে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, চোর, ব্রাহ্মণহিতৈষী, সূর্য, স্ফুলিঙ্গ, অক্রূর ও ক্রূর সকলের প্রতি সমদর্শী হইলে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হন।" 'কেবল জ্ঞান' অর্থাৎ অন্তর্যামিদৃষ্টি আশ্রয় করিয়াও – 'এইরূপে' অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে সকল ভূতগণকে 'মদ্ভাবে' – অর্থাৎ তাহাদের সকলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপী আমার যে 'ভাব' অর্থাৎ অস্তিত্ব রহিয়াছে তদ্বিশিষ্টরূপে (তাহাদিগকে) 'মনে করিয়া' অর্থাৎ চিন্তা করিয়া সমাদর বা সম্মান করিলে পণ্ডিতরূপে সম্মত হন। সর্বত্র আমার দৃষ্টিহেতু (অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব দর্শনহেতু) ব্রাহ্মণাদির মধ্যে 'সমদর্শী' অর্থাৎ সম যে-আমি – সেই আমাকে দর্শন করেন ॥৩৩৬॥

ততশ্চ (ভা: ১১।২৯।১৫) **"নরেষ্বভীক্ষ্ণম্"** ইত্যাদিনা তাদৃশস্বোপাসনাবিশেষস্য ঝটিতি স্পর্ধাদিক্ষয়লক্ষণং ফলমুক্ত্বা (ভা: ১১।২৯।১৬) "বিসৃজ্য" ইত্যাদিনা তথা দৃষ্টি সাধনং সর্বনমস্কারমুপদিশ্য, (ভা: ১১।২৯।১৭) **"যাবৎ"** ইত্যাদিনা তাদৃশ-স্বোপাসনায়া অবধিঞ্চ সর্বত্র স্বতঃ স্বস্য(বক্তুঃ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণলক্ষণস্য) স্ফূর্তিমুক্ত্বা (ভা: ১১।২৯।১৮) **"সর্বম্"** ইত্যাদিনা (ভা: ৪।৩০।২০) –

"নব্যবদ্ধৃদয়ে যজ্জ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ ॥"

ইতি প্রচেতসঃ প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে তট্টীকায়াঞ্চ তস্য ভগবতঃ প্রতিপদ-**নব্য**-স্ফূর্তিরেব **ব্রহ্মে**ত্যেবং যদুক্তম্, তদেব তৎফলমিত্যুক্ত্বা; যদ্বা, (গো: তা:, উ: ২৮) "কথং বাস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতি" ইতি শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতিপ্রসিদ্ধ-ব্রহ্মেত্যভিধান-নরাকৃতি-পরব্রহ্মরূপ-স্ফূর্তিস্তত্ফলমিত্যুক্ত্বা, তেনৈব তাদৃশ-স্বোপাসনাং সর্বোর্ধ্বমপি প্রশংসতি, (ভা: ১১।২৯।১৯) –

(৪১৭) **"অয়ং হি সর্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।**
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥"

সর্বকল্পানাং সর্বোপায়ানাং **সধ্রীচীনঃ** সমীচীনঃ; **মদ্ভাবো** মম শ্রীকৃষ্ণরূপস্য ভাবনা ॥৩৩৭॥

অনন্তর "যিনি সর্বদা মানবগণের মধ্যে সর্বত্র আমার ভাব (অস্তিত্ব) ভাবনা করেন, অচিরেই তাহার অহঙ্কারসহ স্পর্ধা, অসূয়া ও তিরস্কার-প্রবৃত্তি দূর হয়" এইরূপে তাদৃশ উপাসনাবিশেষের ফলরূপে সত্বর স্পর্ধাদিক্ষয় বর্ণনপূর্বক– "উপহাসকারী সখাগণকে এবং নিজ শ্রেষ্ঠত্ববুদ্ধিজনিত লজ্জাভাবকে ত্যাগ করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো এবং গর্দভকে পর্যন্ত ভূতলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবেন" এই শ্লোকে সর্বত্র সমদৃষ্টির সাধনস্বরূপ সর্বনমস্কার উপদেশ করিয়া– "যেপর্যন্ত সর্বভূতে মদ্ভাব সঞ্জাত না হয় (আমার অস্তিত্ব অনুভূত না হয়), ততকাল বাক্য, মন ও দেহচেষ্টাদ্বারা এইরূপ উপাসনা করিবেন" এই শ্লোকে– সর্বত্র স্বতঃ নিজ(বক্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের)স্ফূর্তির উদয়কেই তাদৃশ উপাসনার সীমা বলিয়াছেন। অনন্তর– "এইরূপ অনুষ্ঠানকারী পুরুষের সর্বত্র ঈশ্বর-দৃষ্টিমূলক জ্ঞানহেতু সকল জগৎ ব্রহ্মাত্মক হইয়া থাকে। অতএব তিনি সর্বত্র ব্রহ্মবস্তুকেই দর্শন করিয়া সংশয়মুক্ত হইয়া সর্বপ্রকার ক্রিয়া হইতে বিরত হইবেন"– এই শ্লোকদ্বারা– "যে-কথাশ্রবণহেতু সর্বজ্ঞ ঈশ্বরস্বরূপ এবং ব্রহ্মাত্মক এই আমি– ব্রহ্মবাদিগণের ব্যাখ্যাকালে শ্রোতাগণের হৃদয়ে নূতনের ন্যায় আবির্ভূত হই এবং সেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া লোকসকল মোহ, শোক ও হর্ষ ত্যাগ করে।" প্রচেতার প্রতি শ্রীভগবানের এই উক্তিতে এবং ইহার টীকায় সেই শ্রীভগবানের প্রতিপদে নূতনভাবে স্ফূর্তিই ব্রহ্ম– এরূপ যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাকেই এস্থলে উক্ত উপাসনার ফলরূপে উল্লেখ করিয়া,– অথবা "এই শ্রীকৃষ্ণরূপ (গোপালরূপ) অবতারের ব্রহ্মত্ব কিরূপে হইতে পারে" এই গোপালতাপনীশ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্ম ইত্যাদি নামবিশিষ্ট নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপের স্ফূর্তিই উক্ত উপাসনার ফলরূপে উল্লেখ করিয়া ইহাদ্বারাই এই উপাসনাকে সর্বোচ্চরূপেও প্রশংসা করিতেছেন–

(৪১৭) "সর্বভূতে মনঃ, বাক্য ও দেহবৃত্তিদ্বারা যে-মদ্ভাব অর্থাৎ আমার ভাবনা, ইহাই সর্বকল্পের মধ্যে সধ্রীচীনরূপে আমার সম্মত।"

'সর্বকল্প' অর্থাৎ সকল উপায়ের মধ্যে 'সধ্রীচীন' অর্থাৎ সমীচীন। 'মদ্ভাব' শ্রীকৃষ্ণরূপী আমার ভাবনা ॥৩৩৭॥

এতচ্চ শ্রীকৃষ্ণভজনস্যান্তর্যামি-ভজনাদপ্যাধিক্যং শ্রীগীতোপসংহারানুসারেণৈবোক্তম্; তথা হি (গী: ১৮।৬১-৬৬) –

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" ইতি;

অত্র চ গুহ্যং পূর্বাধ্যায়োক্তং জ্ঞানম্, গুহ্যতরমন্তর্যামি-জ্ঞানম্, সর্বগুহ্যতমং তন্মনস্ত্বাদি-লক্ষণং তদেকশরণত্ব-লক্ষণঞ্চ তদুপাসনমিতি সমানম্। এবং শ্রীগীতাস্বেব নবমাধ্যায়েঽপি (গীঃ ৯।১) —

"ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ"

(গীঃ ৯।২) "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণার্থং প্রশস্য শ্রীকৃষ্ণরূপ-স্বভজন-শ্রদ্ধাহীনান্ নিন্দন্, তচ্ছ্রদ্ধাবতঃ প্রশস্তবান্ স্বয়মেব; যথা (গীঃ ৯।১১-১৩) —

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥" ইতি।

মাম্ 'অব' — অনাদরেণ মানুষীং তনুমাশ্রিতং জানন্তীত্যর্থঃ; তস্মাৎ সর্বান্তর্যামি-ভজনাদপ্যুত্তমত্বেন তদনন্তরঞ্চ 'সর্বগুহ্যতমম্' ইত্যত্র সর্বগ্রহণাৎ সর্বতোঽপ্যুত্তমত্বেন শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধে তদবতারান্তর-ভজনাৎ সুতরামেবোত্তমতা সিধ্যতি।

অথ তামেব কৈমুত্যেনাপ্যাহ, (ভাঃ ১১।২৯।২১) —

(৪১৮) **"যো যো ময়ি পরে ধর্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ।**
তত্রায়াসোঽনিরর্থঃ স্যাত্তয়াদেরিব সত্তম ॥"

ময়ি মদর্পিতত্বেন কৃতো যো যো **ধর্মো** বেদবিহিতঃ, স স যদি **নিষ্ফলায়** ফলাভাবায় **কল্প্যতে** — ফলকামনয়া নার্প্যত ইত্যর্থস্তদা তত্র **তত্রায়াসঃ** শ্রান্তির**নিরর্থঃ স্যাৎ** — ব্যর্থো ন ভবতি। **নিষ্ফলায়েতি** বিশেষণম্ — ফলভোগকামাদিরূপ-তদ্ভক্ত্যন্তরায়াভাবেনানিরর্থতাতিশয়-তাৎপর্যম্। তত্রানিরর্থত্বে কৈমুত্যেন শ্রীকৃষ্ণলক্ষণস্য স্বস্যাসাধারণভজনীয়তা-ব্যঞ্জকো দৃষ্টান্তঃ — **ভয়াদেরিবেতি**; যথা কংসাদৌ মৎসম্বন্ধমাত্রেণ **ভয়াদেরপ্যায়াসো নিরর্থো** ন ভবতি, — মোক্ষসম্পাদকত্বাদিত্যর্থঃ ॥৩৩৮॥

অন্তর্যামীর ভজন অপেক্ষাও এই শ্রীকৃষ্ণভজনের এই আধিক্য, শ্রীগীতার উপসংহার বাক্যানুসারেই উক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্রীগীতাবাক্য এইরূপ —

"হে অর্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক পুত্তলিকার মত প্রাণিগণকে নিজ নিজ কর্মে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ঘূর্ণিত করিতেছেন। হে ভারত! তুমি কায়মনোবাক্যে তাঁহারই শরণাগত হও; তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পরমশান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। আমি তোমাকে এইরূপে গুহ্য অপেক্ষাও অতিগুহ্য জ্ঞান উপদেশ করিলাম। আমার উপদিষ্ট এবিষয় সম্যগ্‌ভাবে বিচার করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয় বলিয়া তোমার হিতের জন্য আমি পুনরায় সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা তোমাকে বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। হে অর্জুন! তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও, আমারই ভজনশীল হও, যজ্ঞানুষ্ঠানও আমার প্রীতির জন্যই কর এবং আমাকে নমস্কার কর। ইহাতে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। আমি ইহা তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যেহেতু তুমি আমার অতি প্রিয়। তুমি সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে (ধর্মাদি পরিত্যাগজনিত) সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, অতএব তুমি শোক করিও না।" এস্থলেও পূর্বাধ্যায়বর্ণিত জ্ঞান গুহ্য, অন্তর্যামিজ্ঞান তদপেক্ষা গুহ্যতর এবং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের প্রতি মনোনিবেশাদি ও তাঁহারই প্রতি একমাত্র শরণাগতিরূপ তদীয় উপাসনাই সর্বগুহ্যতম — এইরূপ সমতা রহিয়াছে।

শ্রীগীতায়ই নবম অধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে –

"হে অর্জুন! তুমি দোষদৃষ্টিরহিত ভক্ত, এইহেতু তোমাকে অতি গোপনীয় ঐশ্বর জ্ঞানের উপদেশ করিতেছি, যাহা জানিয়া তুমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।" অনন্তর – "এই জ্ঞান বিদ্যা এবং গোপনীয় তত্ত্বসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সেই বক্তব্য জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণরূপী নিজের ভজনে শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তিগণের নিন্দা এবং তদ্‌বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রশংসা করিয়া স্বয়ংই এরূপ বলিয়াছেন – "হে পার্থ! নিষ্ফল আশা, নিষ্ফল কর্ম এবং নিষ্ফল জ্ঞানবিশিষ্ট বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ বুদ্ধিমোহকরী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া মূঢ়তাবশতঃ, আমি যে সর্বভূতের মহান্ ঈশ্বর – আমার এই পরমভাবটি অবগত হইতে না পারায় মানবমূর্তিধারী আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। কিন্তু দৈবী প্রকৃতি-আশ্রয়কারী মহাত্মা-পুরুষগণ অনন্যচিত্ত হইয়া সর্বভূতের কারণ ও অবিনশ্বর আমার তত্ত্ব জানিয়া আমার ভজন করেন।"

মূল শ্লোকে 'অবজানন্তি' (অবজ্ঞা করে) – অর্থাৎ আমাকে 'অব' অর্থাৎ অনাদরহেতু আমাকে মনুষ্যমূর্তি আশ্রিত – এইরূপ জানিয়া থাকে। অতএব সর্বান্তর্যামিস্বরূপের উপাসনা অপেক্ষাও উত্তমত্বহেতু এবং উহার অনন্তরও – 'সর্বগুহ্যতম' ইত্যাদি শ্লোকে 'সর্ব' শব্দের গ্রহণহেতু সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে শ্রীকৃষ্ণভজন সিদ্ধ হইলে, তাঁহার অন্য অবতারের ভজন অপেক্ষা তাঁহার ভজনের উত্তমতা সুতরাংই সিদ্ধ হয়।

অনন্তর কৈমুত্যন্যায়ানুসারেও সেই নিজ ভক্তির কথাই বলিতেছেন –

(৪১৮) "হে সত্তম! ভয়শোকাদিজনিত পলায়ন, ক্রন্দনপ্রভৃতি যে সমস্ত বৃথা চেষ্টা, তাহাও যদি পরমাত্মরূপী আমার বিষয়ে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহাও ধর্মস্বরূপ হইয়া থাকে।"

'আমার বিষয়ে' অর্থাৎ আমাতে অর্পণসহকারে কৃত বেদবিহিত যে-যে ধর্ম রহিয়াছে, সেই সকল যদি 'নিষ্ফলের' অর্থাৎ ফলাভাবের জন্য কল্পিত হয়, অর্থাৎ ফলকামনাসহকারে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে তত্তদ্‌কার্যের 'আয়াস' অর্থাৎ পরিশ্রম 'নিরর্থ' অর্থাৎ ব্যর্থ হয় না। এস্থলে 'নিষ্ফলের জন্য' এইরূপ বিশেষণদ্বারা এরূপ তাৎপর্য প্রতীত হয় যে – এরূপ অনুষ্ঠানে ভগবদ্ভক্তির অন্তরায়স্বরূপ ফলভোগকামনাদি না থাকায় ইহাতে অতিশয় সার্থকতা রহিয়াছে। এই অব্যর্থতাবিষয়ে কৈমুত্যন্যায়ানুগত যে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন – যাহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ নিজের অসাধারণ ভজনীয়ভাবটি প্রকাশিত হইতেছে, সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ – 'ভয়াদির ন্যায়'। যেরূপ কংসাদির ভয় আমার সম্বন্ধমাত্রহেতুই (অর্থাৎ আমা হইতেই ভয় ছিল বলিয়া) নিরর্থক আয়াসযুক্ত হয় নাই – কারণ তাঁহার ভয়ের প্রয়াসও মোক্ষজনকই হইয়াছিল ॥৩৩৮॥

অথ শ্রীমদুদ্ধববচ্ছ্রীকৃষ্ণৈকানুগতানাং সাধনত্বে সাধ্যত্বে চ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপ এব পরমোপাদেয় ইত্যাহ, (ভা: ১১।২৯।৩৩) –

(৪১৯) "জ্ঞানে কর্মণি যোগে চ বার্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্বিধঃ ॥"

জ্ঞানাদৌ যাবান্ ধর্মাদিমোক্ষান্ত-লক্ষণশ্চতুর্বিধোঽর্থঃ **তাবান্** সর্বোঽপি তে **অহমেব**। তত্র **জ্ঞানে** – মোক্ষঃ, **কর্মণি** – ধর্মঃ কামশ্চ, **যোগে** – নানাবিধ-সিদ্ধি-লক্ষণো লৌকিকঃ, **বার্তায়াং দণ্ডধারণে চ** – নানাবিধ-লৌকিকশ্চার্থ ইতি চতুর্বিধত্বং জ্ঞেয়ম্ ॥৩৩৯॥ শ্রীমদুদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥৩৩১-৩৩৯॥

অনন্তর শ্রীউদ্ধবের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অনুগত ব্যক্তিগণের সাধনত্ব ও সাধ্যত্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপী স্বয়ং ভগবান্ই পরমোপাদেয় হন – ইহা বলিতেছেন –

(৪১৯) "হে বৎস উদ্ধব! জ্ঞান, কর্ম, যোগ, বার্তা ও দণ্ডধারণে মনুষ্যগণের যে-পরিমাণ পুরুষার্থ (প্রয়োজন) নির্দিষ্ট রহিয়াছে, আমিই তোমার সেই চতুর্বিধ পুরুষার্থ হই।"

'জ্ঞানাদৌ যাবান্' – জ্ঞানপ্রভৃতির অনুষ্ঠানে ধর্মাদি মোক্ষ প্রভৃতিরূপ যে চতুর্বিধ পুরুষার্থ রহিয়াছে, (তোমার সম্বন্ধে) তাহার সমস্তই আমিই হই। তন্মধ্যে জ্ঞানে মোক্ষ, কর্মে ধর্ম ও সুখভোগ, যোগে নানাবিধ সিদ্ধিরূপ লৌকিক প্রয়োজন, বার্তা (কৃষিবাণিজ্যপ্রভৃতি) এবং দণ্ডনীতিতে নানারূপ লৌকিক অর্থ সিদ্ধ হয় – এইরূপে চতুর্বিধত্ব জানিতে হইবে ।।৩৩৯।। ইহা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ।।৩৩৫-৩৩৯।।

পুনরেবমেব শ্রীমানুদ্ধবোঽপি প্রার্থিতবান্ (ভা: ১১।২৯।৪০) –

(৪২০) **"নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।**
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ।।"

টীকা চ – "এবং যদ্যপি ত্বয়া বহূপকৃতম্, তথাপ্যেতাবৎ প্রার্থয় ইত্যাহ, – **নমোঽস্ত্বিতি; অনুশাধি** অনুশিক্ষয়; অনুশাসনীয়ত্বমেবাহ, – **যথেতি; মুক্তাবপ্যনপায়িনী"** ইত্যেষা ।। শ্রীমানুদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ।।৩৪০।।

শ্রীমান্ উদ্ধবও পুনরায় এরূপই প্রার্থনা করিয়াছেন –

(৪২০) "হে মহাযোগিবর! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি শরণাগত আমাকে অনুশাসন করুন – যাহাতে আপনার পাদপদ্মে অবিচ্ছিন্না রতি হয়।"

টীকা – "এরূপে যদিও আপনি বহু উপকার করিয়াছেন তথাপি এরূপ প্রার্থনা করি" – আপনাকে নমস্কার। 'অনুশাসন করুন' অর্থাৎ শিক্ষাদান করুন; অনুশাসনযোগ্যত্ব বলিতেছেন – 'যাহাতে' ইত্যাদি; 'অনপায়িনী' অর্থাৎ মুক্তিকালেও স্থিতিশীলা। ইহা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি ।।৩৪০।।

অতএবান্যত্রাপ্যভিপ্রেয়ায় (ভা: ১১।১৪।৩১) –

(৪২১) **"যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং বা যদাত্মকম্।**
ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং ত্বং বক্তুমর্হসি ।।"

টীকা চ – "মুমুক্ষুস্ত্বাং যথা ধ্যায়েত্তন্মে বক্তুমর্হসীতি জিজ্ঞাসোঃ কথনায়। **মে পুনরেতৎ** ত্বদ্দাস্যমেব পুরুষার্থো ন তু ধ্যানেন কৃত্যমস্তীতি; তদুক্তম্, (ভা: ১১।৬।৪৬) – **'ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধ'** ইত্যাদি।" ইত্যেষা ।। স তম্ ।।৩৪১।।

অতএব অন্যত্রও এরূপ অভিপ্রায় করিয়াছেন –

(৪২১) "হে কমললোচন! মুমুক্ষু ব্যক্তি যে-স্বরূপবিশিষ্ট এবং যে-প্রকারবিশিষ্ট আপনাকে যে-ভাবে ধ্যান করিবেন, আমার নিকট এই ধ্যান – জিজ্ঞাসু অপরের নিকট আমি যাহাতে বলিতে পারি, সেই অভিপ্রায়ে আমাকে আপনি বলুন।"

টীকা – "মুমুক্ষু আপনাকে যে-ভাবে ধ্যান করিবেন – তাহা আমার নিকট বলিতে পারেন, জিজ্ঞাসু অপর ব্যক্তির নিকট আমি যাহাতে বলিতে পারি – এই অভিপ্রায়ে। আমার কিন্তু আপনার এই দাসত্বই আমার পুরুষার্থ বলিয়া ধ্যানের প্রয়োজন নাই।" অতএব উদ্ধব বলিয়াছেন – "আমরা দাসগণ আপনার উপভুক্ত ও প্রসাদীকৃত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া আপনার মায়াকে নিশ্চয়ই জয় করিব।" ইহা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি ।।৩৪১।।

তস্য সর্বাবতারাবতারিস্বপ্রকটিতং পরমশুভ-স্বভাবত্বং চ স্মৃত্বাহ, (ভা: ৩।২।২৩) –

(৪২২) **"অহো বকী যং স্তনকালকূটং, জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।**
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং, কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ।।"

ধাত্র্যা যা উচিতা গতিস্তামেব ।। স (শ্রীমদুদ্ধবঃ) এব ।।৩৪২।।

অন্য কোন অবতার-অবতারিগণের মধ্যে যাহা প্রকটিত হয় নাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এরূপ পরমমঙ্গলময় স্বভাব স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন —

(৪২২) "অহো ! দুষ্টচরিত্রা পূতনা যাঁহার বধের জন্য স্তনলিপ্ত কালকূট পান করাইয়াও ধাত্রীর উচিত গতি লাভ করিয়াছিল, তাঁহা ভিন্ন অন্য কোন্ দয়ালুকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিব ?"

ধাত্রীর উচিত যে-গতি তাহাই লাভ করিয়াছিল। ইহা শ্রীউদ্ধবেরই উক্তি ॥৩৪২॥

অনেন তত্রাপি গোকুল-লীলাত্মকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনমাহাত্ম্যাতিশয়ো দর্শিতস্তথা (ভা: ১০।৬।৩৫) **"পূতনা লোকবালঘ্নী"** ইত্যাদৌ চ জ্ঞেয়ম্; তথা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (৫১তম অনু:) চ (ভা: ১০।৭।১) **"যেন যেনাবতারেণ"** ইত্যাদিকং বিবৃতমস্তি।

অথ গোকুলেঽপি শ্রীমদ্‌ব্রজবধূসহিত-রাসাদি-লীলাত্মকস্য তস্য পরম-বৈশিষ্ট্যমাহ, (ভা: ১০।৩৩।৩৯) —

(৪২৩) **"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ-*শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।**
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং, হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥"

চ-কারাদন্যচ্চ; **অথেতি** বার্থে, **শৃণুয়াদ্‌বা বর্ণয়েদ্‌বা**; উপলক্ষণঞ্চৈতদ্ধ্যানাদেঃ; **পরাং** — যতঃ পরা নান্যা কুত্রচিদ্‌বিদ্যতে, তাদৃশীম্; **হৃদ্রোগং** কামাদিকমপি শীঘ্রমেব ত্যজতি। অত্র সামান্যতোঽপি পরমাত্বসিদ্ধে, তত্রাপি পরমপ্রেষ্ঠ-শ্রীরাধা-সংবলিত-লীলাময়-তদ্ভজনং তু পরমতমমেবেতি স্বতঃ সিধ্যতি। কিন্তু রহস্যলীলা তু পৌরুষবিকারবদিন্দ্রিয়ৈঃ পিতৃ-পুত্র-দাস-ভাবৈশ্চ নোপাস্যা, — স্বীয়-ভাব-বিরোধাৎ। রহস্যত্বঞ্চ তস্যাঃ ক্বচিদল্পাংশেন ক্বচিত্তু সর্বাংশেনেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ শ্রীশুকঃ ॥৩৪৩॥

ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজনের মধ্যেও শ্রীগোকুল-লীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজনমাহাত্ম্যের উৎকর্ষ দর্শিত হইল। এইরূপ — "লোকশিশুঘাতিনী রক্তপায়িনী রাক্ষসী পূতনা হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেও শ্রীহরিকে স্তনদান করিয়া সদ্‌গতি লাভ করিয়াছিল" এই শ্লোকটিতেও তাদৃশ স্বভাব জ্ঞাতব্য। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও — "হে মুনিবর ! ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীহরি যে-যে-অবতারে আমাদের কর্ণসুখকর ও মনোজ্ঞ আচরণ করেন (তাহা বলুন)" ইত্যাদি শ্লোক বিবৃত হইয়াছে। অনন্তর শ্রীগোকুলমধ্যেও শ্রীব্রজবধূগণের সহিত রাসাদিলীলাত্মক তদীয় স্বরূপটিরই পরম বৈশিষ্ট্য বলিয়াছেন —

(৪২৩) "যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, ব্রজবধূগণের সহিত অনুষ্ঠিত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর এই রাসাদি ক্রীড়া শ্রবণ করেন অথবা যিনি তদ্ভাবে উহা বর্ণন করেন, সেই ধীর ব্যক্তি সত্বর ভগবদ্‌বিষয়ে পরা ভক্তি লাভ করিয়া অচিরকালমধ্যেই হৃদ্‌রোগ পরিহার করেন।"*

শ্লোকস্থ 'চ' শব্দদ্বারা শ্রীভগবানের অন্য চরিতকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'অথ' শব্দটি 'বা' অর্থে। অতএব, শ্রবণ করেন, অথবা বর্ণন করেন — এরূপ বিকল্প অর্থ হয়। ইহা ধ্যানাদিরও উপলক্ষণ (অর্থাৎ উক্ত চরিতের ধ্যানাদিদ্বারাও যথোক্ত ফল লাভ হয়)। পরা অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর অন্যত্র নাই, সেইরূপ; হৃদ্‌রোগ অর্থাৎ কামাদিও শীঘ্র ত্যাগ করে। এস্থলে সাধারণভাবে শ্রীকৃষ্ণভক্তি পরমারূপে সিদ্ধ হইলেও তন্মধ্যেও পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীরাধাসংবলিত লীলাময় তদীয় ভজন পরমতমই হয় — ইহা স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে। পরন্তু এই রহস্যলীলা মানবসুলভ ইন্দ্রিয়বিকারযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং পিতা, পুত্র ও দাসভাবাশ্রিত ব্যক্তিগণ-কর্তৃক উপাসনার যোগ্য নহে — যেহেতু ইহা নিজভাবের বিরোধী। উক্ত লীলার রহস্যত্ব কোনস্থলে অল্পাংশে, কোনস্থলে বা সর্বাংশে জানিতে হইবে। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥৩৪৩॥

**'শ্রদ্ধান্বিত' অর্থাৎ শরণাপত্তিলক্ষণযুক্ত, কর্মাধিকারহেতুক স্বসুখতাৎপর্যময় ফলকামনায় নির্বেদযুক্ত এবং ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গাভিলাষশূন্য শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাবিশিষ্ট; যাহার দৃঢ়শ্রদ্ধা জাত হইয়াছে, উপলক্ষণে যাহার বিশেষ রুচি জাত হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তিকে 'শ্রদ্ধান্বিত' বলা যাইবে।*

তত্র তে ভক্তিমার্গা দর্শিতাঃ। অত্র চ শ্রীগুরোঃ শ্রীভগবতো বা প্রসাদলব্ধং সাধন-সাধ্যগতং স্বীয়-সর্বস্বভূতং যৎকিমপি রহস্যম্, তত্তু ন কস্মৈচিৎ প্রকাশনীয়ম্; যথাহ, (ভা: ৮।১৭।২০) –

(৪২৪) **"নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্টয়াপি কথঞ্চন।**
সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্ ॥"

সম্পদ্যতে – ফলদং ভবতি ॥ শ্রীবিষ্ণুরদিতিম্ ॥৩৪৪॥

এস্থলে বিভিন্ন ভক্তিমার্গ প্রদর্শিত হইল। ইহার মধ্যে শ্রীগুরু বা শ্রীভগবানের প্রসাদে সাধন বা সাধ্যগত নিজ সর্বস্বস্বরূপ যে-কোন প্রকার রহস্য লব্ধ হইলে তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ্য নহে। এবিষয়ে এরূপ বলিয়াছেন –

(৪২৪) "হে দেবি! কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও অন্যের নিকট ইহা বলিবে না; যেহেতু দেবগণের সমস্ত রহস্য সম্যগ্‌রূপে গুপ্ত থাকিলেই সুসম্পন্ন হয়।"

'সুসম্পন্ন হয়' অর্থাৎ ফলদায়ক হয়। ইহা অদিতির প্রতি শ্রীবিষ্ণুর উক্তি ॥৩৪৪॥

তদেবং সাধনাত্মিকা ভক্তির্দর্শিতা। তত্র সিদ্ধিক্রমশ্চ শ্রীসূতোপদেশারম্ভে (ভা: ১।২।১৬) – **"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য"** ইত্যাদিনা দর্শিতঃ; যথা চ শ্রীনারদবাক্যে (ভা: ১।৫।২৩) – **"অহং পুরাতীত-ভবেঽভবম্"** ইত্যাদৌ; যথা চ শ্রীকপিলদেববাক্যে (ভা: ৩।২৫।২৫) – **"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসম্বিদঃ"** ইত্যাদৌ; অত্র কৈবল্য-কামায়াম্ (ভা: ৩।২৫।২৬) – **"ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগঃ"** ইত্যাদিনা (জ্ঞানমিশ্র-ভক্তি-সূচকেন)। শুদ্ধায়াং (কেবলায়াং প্রেমভক্তিকামায়াং সাধন-সিদ্ধেত্যুভয়দশায়াঃ) (ভা: ৩।২৫।৩৪) **"নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ"** ইত্যাদিনা ক্রমো জ্ঞেয়ঃ; তথা শুদ্ধায়ামেব (সাধনদশায়াঃ) শ্রীপ্রহ্লাদ-কৃত-দৈত্যবালানুশাসনে (ভা: ৭।৭।৩০) – **"গুরুশুশ্রূষয়া"** ইত্যাদিনা। তমেবং ক্রমমেব সংক্ষিপ্য সদৃষ্টান্তমাহ, (ভা: ১১।২।৪২, ৪৩) –

(৪২৫) **"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।**
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥
(৪২৬) **ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা, ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।**
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজংস্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥"

টীকা চ – "প্রপদ্যমানস্য হরিং ভজতঃ পুংসো **ভক্তিঃ** প্রেমলক্ষণা; **পরেশানুভবঃ** প্রেমাস্পদ-ভগবদ্রূপ-স্ফূর্তিস্তয়া নির্বৃতস্য ততোঽ**ন্যত্র** গৃহাদিষু **বিরক্তিরিত্যেষ ত্রিক এককালো** ভজন-সমকাল এব স্যাৎ; **যথাশ্নতো** ভুঞ্জানস্য **তুষ্টিঃ** সুখম্, **পুষ্টিরুদরভরণম্, ক্ষুন্নিবৃত্তিশ্চ** প্রতিগ্রাসং **স্যুঃ**। উপলক্ষণমেতৎ; প্রতিসিক্থমপি **যথা** স্যুস্তদ্বৎ। এবমেবৈকস্মিন্ ভজনে কিঞ্চিৎপ্রেমাদি-ত্রিকে জায়মানেঽ**নুবৃত্ত্যা ভজতঃ**পরমপ্রেমাদি জায়তে; বহুগ্রাস-ভোজিন ইব পরমতুষ্ট্যাদি। ততশ্চ ভগবৎ-প্রসাদেন কৃতার্থো ভবতীত্যাহ, – **ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিমিতি"** ইত্যেষা। **শান্তিং** কৃতার্থত্বং **সাক্ষাদন্তর্বহিশ্চ** প্রকটিত-পরম-পুরুষার্থত্বাদব্যবধানেনৈবেত্যর্থঃ। পূর্বপদ্যে **ভক্ত্যাদীনাং তুষ্ট্যাদয়ঃ** ক্রমেণৈব দৃষ্টান্তা জ্ঞেয়াঃ; উত্তরত্রাপ্যেতৎক্রমেণৈব **ভক্তি-তুষ্ট্যোঃ** সুখৈকরূপত্বাৎ, **পরেশানুভব-পুষ্ট্যো**রাত্মভরণৈকরূপত্বাৎ, **বিরক্তিরন্যত্র** বৈতৃষ্ণ্যাখ্য-শান্ত্যেকরূপত্বাৎ। যদ্যপি ভুক্তবতোঽন্নেঽপি বৈতৃষ্ণ্যং জায়তে, ভগবদনুভবিনস্তু বিষয়ান্তর এবেতি বৈধর্ম্যম্, তথাপি বস্তুন্তব-বৈতৃষ্ণ্যাংশ এব দৃষ্টান্তো গম্য ইতি ॥ শ্রীকবির্নিমিম্ ॥৩৪৫॥

এইরূপে সাধনাত্মিকা ভক্তি প্রদর্শিত হইল। এই সাধনাত্মিকা ভক্তিতে সিদ্ধিলাভের ক্রম শ্রীসূতের উপদেশারম্ভে – "হে বিপ্রগণ! শ্রবণেচ্ছু শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির পুণ্যতীর্থসেবাচ্ছলে সাধুমহাপুরুষগণের সেবাহেতু বাসুদেবের কথায় রুচি উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দর্শিত হইয়াছে। এইরূপ – "আমি পূর্বজন্মে বেদবাদী মুনিগণের কোন এক দাসীর পুত্র ছিলাম" ইত্যাদি শ্রীনারদবাক্যে এবং "আমার বীর্যবিষয়ে অভিজ্ঞ সজ্জনসঙ্গ হইতে হৃদয় ও কর্ণের আনন্দদায়ক কথাসমূহের উৎপত্তি হয়" ইত্যাদি শ্রীকপিলদেবের বাক্যেও সাধনভক্তিবিষয়ে সিদ্ধির ক্রম জানিতে হইবে। এইরূপ কৈবল্যকামা ভক্তিতে ক্রম এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে – "আমার রচিত লীলাচিন্তাহেতু সঞ্জাত ভক্তিবলে পুরুষ দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক ও শ্রুত অর্থাৎ পারলৌকিক ইন্দ্রিয়সুখ হইতে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া এবং তদনন্তর উদ্যোগসহকারে যোগযুক্ত হইয়া আয়াসশূন্য ভক্তিমিশ্র যোগমার্গসমূহদ্বারা চিত্তসংযমে যত্নবান্ হইবেন।" ইত্যাদি (জ্ঞানমিশ্রভক্তিসূচক ইত্যাদি); শুদ্ধা (কেবলা প্রেমভক্তিকামাতে সাধন ও সিদ্ধি এই উভয় দশার); "আমার সেবারত ও আমার উদ্দেশ্যে ক্রিয়াশীল যেসকল ভাগবত পরস্পর আসক্তিপূর্বক আমার বীর্যসমূহের সমাদর করেন, এরূপ কতিপয় পুরুষ সাযুজ্যমুক্তি কামনা করেন না" এই উক্তিদ্বারা শুদ্ধা ভক্তি বিষয়ে ক্রম দর্শিত হইয়াছে তথা সাধনদশার শুদ্ধা ভক্তিতে শ্রীপ্রহ্লাদকর্তৃক দৈত্যবালকগণের অনুশাসনপ্রসঙ্গে "গুরুশুশ্রূষা, প্রেমরূপা ভক্তি, সর্বপ্রকার লব্ধবস্তুর সমর্পণ, সাধু ভক্তগণের সঙ্গ এবং ঈশ্বরারাধনাদ্বারা" ইত্যাদি বাক্যেও শুদ্ধা ভক্তিরই ক্রম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইপ্রকার ক্রমকেই সংক্ষেপপূর্বক দৃষ্টান্তসহকারে বর্ণন করিয়াছেন –

(৪২৫) "ভোজনরত পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ সন্তোষ, শরীরের পুষ্টি এবং ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, সেরূপ শ্রীহরিভজনে রত ব্যক্তির এককালেই ভক্তি (প্রেম), পরমেশ্বরের অনুভব (অর্থাৎ প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের রূপস্ফূর্তি) এবং ইতরবিষয়ে বৈরাগ্য – এই তিনটির উদয় হইয়া থাকে।"

(৪২৬) "হে রাজন্! এইরূপে নিরন্তর ভগবৎপাদপদ্ম ভজনে রত হইলে ভাগবত ব্যক্তির ভক্তি, বৈরাগ্য ও ভগবজ্জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। অনন্তর তিনি সাক্ষাৎ পরা শান্তি লাভ করেন।"

টীকা – 'প্রপদ্যমান' অর্থাৎ শ্রীহরিভজনকারী ব্যক্তির প্রেমরূপা ভক্তি, পরেশানুভূতি অর্থাৎ প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের রূপস্ফুরণ এবং তাহাদ্বারা সুখপ্রাপ্তি হইলে গৃহাদি অন্য বিষয়ে বৈরাগ্য – এই তিনটি 'এককালে' অর্থাৎ ভজনের সমকালেই হইয়া থাকে। (দৃষ্টান্ত বলিতেছেন) যেরূপ ভোজনরত ব্যক্তির 'তুষ্টি' অর্থাৎ সুখ, 'পুষ্টি' অর্থাৎ উদরভরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তি প্রতিগ্রাসেই হয়। প্রতিগ্রাসে এই কথাটি উপলক্ষণমাত্র। বস্তুতঃ প্রতিগ্রাস-ভক্ষণেই তুষ্টিপ্রভৃতি যেরূপ হইয়া থাকে – সেইরূপ। এইরূপই একবার অনুষ্ঠিত ভজনে প্রেমপ্রভৃতি তিনটির কিঞ্চিৎ উদয় হইলে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভজনকারী ব্যক্তির পরম প্রেম, পরমেশ্বরের পরম অনুভূতি এবং ইতর বিষয়ে পরম বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে – যেরূপ বহুগ্রাসভোজী ব্যক্তির পরমতুষ্টি, পরমপুষ্টি এবং ক্ষুধার পরমনিবৃত্তি হয়। অনন্তর সেই ব্যক্তি শ্রীভগবানের কৃপায় কৃতার্থ হন – ইহাই – "এইরূপে নিরন্তর ভগবৎপাদপদ্মভজনে রত হইলে" ইত্যাদি পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। (এপর্যন্ত টীকা)। 'শান্তি' অর্থাৎ কৃতার্থতা। 'সাক্ষাৎ' অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র পরমপুরুষার্থরূপে উঁহার প্রাকট্যহেতু অব্যবহিতরূপেই (লাভ করেন)। পূর্ব পদ্যে ভক্তি, পরমেশ্বরের অনুভূতি ও ইতর বিষয়ে বিরক্তির ক্রমিক দৃষ্টান্তরূপেই তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি উল্লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী পদ্যেও এই ক্রমানুসারেই ভক্তি ও তুষ্টি – উভয়ই সুখস্বরূপ, পরেশানুভবও পুষ্টি – উভয়ই আত্মভরণস্বরূপ এবং ইতরবিষয়ক বিরক্তি অর্থাৎ বিতৃষ্ণারূপ শান্তিস্বরূপ বলিয়া সাম্য রহিয়াছে। ভোজনের পর ভোজনকারী ব্যক্তির অন্নের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু শ্রীভগবানের অনুভবকারী ব্যক্তির বিষয়ান্তরেই বিতৃষ্ণা হয়, (ভজনে হয় না) – এইহেতু যদিও উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে, তথাপি ইতরবস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণতা অংশেই এই দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে। ইহা নিমির প্রতি শ্রীকবির উক্তি ॥৩৪৫॥

তদেতদ্ব্যাখ্যাতমভিধেয়ম্। অত্রান্যোঽপি বিশেষঃ শাস্ত্র-মহাজনদৃষ্ট্যানুসন্ধেয়ঃ।

এইরূপে অভিধেয়(ভক্তিতত্ত্ব)সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হইল। এবিষয়ে অন্যান্য বিশেষ তত্ত্ব শাস্ত্র ও মহাজনগণের আচারদর্শনপূর্বক অনুসন্ধান করিতে হইবে।

গুরুঃ শাস্ত্রং শ্রদ্ধা রুচিরনুগতিঃ সিদ্ধিরিতি মে
যদেতত্তৎ সর্বং চরণকমলং রাজতি যয়োঃ।
কৃপাপূরস্যান্দস্নপিত-নয়নাম্ভোজযুগলৌ
সদা রাধাকৃষ্ণাবগতি-গতিদৌ তৌ মম গতিঃ ॥

যে যুগলমূর্তির শ্রীপাদপদ্ম আমার গুরু, শাস্ত্র, শ্রদ্ধা, রুচি, অনুগতি ও সিদ্ধি — এই সর্বস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং যে যুগলমূর্তির নয়নকমলদ্বয় কৃপাপ্রবাহধারায় অভিষিক্ত রহিয়াছে, অগতির গতি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্বদা আমার নিত্য গতি।

ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজনপ্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব-চরণানুচর-বিশ্ব-
বৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-ভাজন-শ্রীরূপ-সনাতনানুশাসন-ভারতীগর্ভে ষট্সন্দর্ভাত্মকে
শ্রীশ্রীভাগবতসন্দর্ভে শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভো নাম পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ ॥৫॥

শ্রীভাগবতসন্দর্ভে সর্বসন্দর্ভগর্ভগে।
পঞ্চমো ভক্তিসন্দর্ভঃ সমাপ্তিমিহ সঙ্গতঃ ॥

সমাপ্তোঽয়ং **শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ** ॥
মূলম্-৩৪০; লেখ্যাঃ ৪৬২৬ শ্লোকাঃ

কলিযুগের বিশুদ্ধিজনক নিজভক্তি-বিতরণরূপ প্রয়োজন নিমিত্ত অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণানুচর এবং বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্মানভাজন শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনগোস্বামীর উপদেশবাণীপূর্ণ ষট্সন্দর্ভাত্মক শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অন্তর্গত শ্রীভক্তিসন্দর্ভনামক ইহা পঞ্চম সন্দর্ভ।

সকল সন্দর্ভময় শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অন্তর্গত পঞ্চম এই শ্রীভক্তিসন্দর্ভ এস্থলে সমাপ্তি লাভ করিল।

এইভাবে শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল।

মূল — ৩৪০ শ্লোক ও ৪৬২৬ শ্লোক ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে।